



Ry 16.00

Gift.

UNIVERSITY OF MELBOURNE
INDIAN STUDIES

ATINDRA MAJUMDER COLLECTION



UNIVERSITY OF MELBOURNE

Gift.

No lending

INDIAN STUDIES

ATINDRA MAJUMDER COLLECTION

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

UNIVERSITY OF MELBOURNE

Gift.

No Lending

INDIAN STUDIES

आदि कवि बाजी रायान

ATINDRA MAHENDER COLLECTION

[मटीक]

(भूमिका त विस्तृत परिशिष्ट सह)

अरुद्धती, आदर्शमहिमा, तत्कालिण प्रभृति

ग्रन्थ प्रणेता

श्रीनयनचन्द्र मुखोपाध्याय

सम्पादित

सर्व-स्व-रक्षित

प्रकाशक

इण्डियन प्रेस पब्लिकेशन्स (प्राः) लिमिटेड — एलाहाबाद

७

इण्डियन पब्लिशिंग हाउस— २२।१, बर्नडोलिस स्ट्रीट, कलकत्ता

१७७२

26/11/17

প্রকাশক
বি. এন. মথুর,
ইণ্ডিয়ান প্রেস পাব্লিকেশন্স, (প্রা:) লিমিটেড,—এলাহাবাদ।

BAN
891.2103
R 165 K. n

প্রাপ্তিস্থান :—

- ১। ইণ্ডিয়ান প্রেস পাব্লিকেশন্স, (প্রা:) লিমিটেড,—এলাহাবাদ
- ২। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস,
২২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট—কলিকাতা

THE ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA-700018

Acc. No. B 4391.....

Date..... 30. 3. 95.....

COMPUTERISED
C 247

SL 066255

মুদ্রক—
শ্রী অমলকুমার বসু,
ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রা:) লিমিটেড,
বারাণসী।

সম্পাদকের নিবেদন

কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণ প্রকাশে আমি প্রধানতঃ বটতলা সংস্করণকে আশ্রয় করিয়াছি। তবে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সকলের মধ্যে বটতলা সংস্করণ হইতে যেখানে যে পার্থক্য দেখা গিয়াছে তাহা এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে।

আমাদের এই সংস্করণ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা আছে।

- ১। কোনো অংশ বাছ বেওয়া হয় নাই। ইহা কাটা ছাটা সংস্করণ নহে।
- ২। কোন কোন স্থলে পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়া মূল বাণীকি রামায়ণ অনুযায়ী পরিবর্তন করিয়াছি। মাস্কাতার উপাখ্যান স্তব্ধ - ৯ পৃষ্ঠা।
- ৩। অল্পীল অংশগুলির সামান্য সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন ভাষা ভাব ও ছন্দঃ বন্ধার ক্ষয় শক্তিগত পরিবর্তন কোথাও কোথাও করিতে হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তন অনেক স্থানেই সেই কবিতার শব্দগুলির স্থান-পরিবর্তনেই সাধিত হইয়াছে; কিন্তু কোথাও কোথাও এই নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। হুগুরাজের উপাখ্যান ১০ পৃঃ, হেমাক্তার উপাখ্যান ২৪০ পৃঃ, হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত ৬৪০ পৃঃ, বস্তাবতী উপাখ্যান ৬৩৫ পৃঃ স্তব্ধ।

৪। রামায়ণের ভাষা সর্বত্রই প্রাক্কাল ও আধুনিক ছন্দঃনীতিসঙ্গত। কিন্তু প্রচলিত রামায়ণে শিব-বিবাহ প্রভৃতি অংশে প্রাচীন পাঠই রহিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সরল ছন্দঃ-সঙ্গত পাঠ পড়িতে অভ্যস্ত রামায়ণ-পাঠকের পক্ষে উহা বড়ই বিসদৃশ লাগিত। এই হেতু জয়গোপালাধি-প্রকাশিত পন্থামুসারে তাহা যথাসম্ভব মার্জিত ও ছন্দঃ-সঙ্গত রূপে প্রথিত হইয়াছে। ৫৭৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্তব্ধ।

৫। বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে হেডিং যাহা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাতে অনেক স্থলে দুই তিন বিষয়ের বর্ণনা একত্রে লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। আমাদের এই সংস্করণে ঐরূপ হেডিং অনেক স্থলে বর্ণনামুযায়ী পরিবর্তিত হইয়াছে।

৬। গ্রন্থ সম্পাদন সময়ে কেবল মাত্র পাদটীকায় কয়েকটা শব্দের অর্থ মাত্র দিয়াই সম্পাদকীয় কর্তব্য শেষ হয় নাই। রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া আমার যেখানে যে সন্দেহ জাগিয়াছে তাহা নিরসনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বর্ণিত Reference সংগ্রহ করিতে আমাকে যে কত বই পড়িতে হইয়াছে এবং কত অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। এইরূপ সংগ্রহ কার্যে গ্রন্থকালের অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

৭। রামায়ণোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয় রামায়ণে বিশদভাবে লিখিত নাই। তাহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল স্বাভাবিক। এই হেতু সে-সকলের বিস্তারিত বিবরণ নানা পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্ট ভাগে সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ পাঠ কালে রামায়ণ-সম্বন্ধী কয়েকটি সমস্যা বা তথ্য পাঠকের কৌতূহল উদ্ভিক্ত করে। তাহাদেরও সমাধান পরিশিষ্ট ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ কার্যে 'ত্রৈতাবতার রামচন্দ্র' পুস্তকের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

৮। রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া আমাকে হিন্দী ভাষায় 'তুলসীদাস রামায়ণ' পড়িতে হইয়াছিল। ইন্ডিয়ান প্রেস সম্পাদিত 'তুলসীদাস রামায়ণ' পাঠ কালে যে যে পৌরাণিক ঘটনার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি

তাহা বথান্যানে পাঠটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। বৎসর ত্রিংশটেখর মুদ্রাবন্ধ হইতে প্রকাশিত তুঙ্গসীমাস রামায়ণে অগ্নিবেশমুনি-সম্মত শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-সময় হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর তিথি-মাস-বর্ষ-গত বিবরণ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের মুখ্য ছন্দে (পয়ার ছন্দে) তাহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিয়াছি। এই অংশ পাঠে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ-পাঠকের কৌতুহলের আর এক দিক উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া মনে করি।

৯। রামায়ণোল্লিখিত স্থানসমূহের ভৌগোলিক সংস্থান জানিবার জন্ত পাঠকের কৌতুহল অনিবার্য্য। এক্ষণ তাহা পরিশিষ্ট ভাগে লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ কার্য্যে শ্রীযুক্ত জনেন্দ্রমোহন দাস লিখিত বাংলা ভাষার অভিধান ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর-সম্পাদিত কৃষ্ণিবাস-রামায়ণ হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই অবসরে তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১০। ভূমিকাভাগে কৃষ্ণিবাস-কথা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। তৎসহ বাস্মীকির সীতা-রাম চরিত্রের সহিত কৃষ্ণিবাসের সীতা-রাম চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা, বাস্মীকির রামায়ণ ও কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের বিষয়-গত পার্থক্য, ফুলিয়া গ্রামের যাত্রা-পথ ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।

১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রে প্রকাশিত বাবু স্বজননাথ মুন্সৌফী মহাশয়ের লিখিত 'গ্রামরত্ন ফুলিয়া' প্রবন্ধ হইতে কৃষ্ণিবাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এবং ফুলিয়া গ্রামের যাত্রাপথ সঙ্কলন করিয়াছি। এই অবসরে ভারতবর্ষ পত্রিকা ও স্বজননাথ মুন্সৌফী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১১। ভূমিকাভাগ লিখিবার সময় আমি ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্বীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এক্ষণ তাঁহার নিকট আমি চির-ঋণী রহিলাম।

বাল্যকালে যখন রামায়ণ পড়িতাম, তখন রামায়ণোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়, ঘটনাবলীর কারণ ও পৌরাণিক বিষয়গুলি জানিবার জন্ত অতিশয় কৌতুহল জাগিত। রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া ঐ সকল বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। যদি অনবধানতা বশতঃ কোনো বিষয় বাধ পড়িয়া থাকে বা সংগ্রহ কার্য্যে ভুল হইয়া থাকে তবে পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা, অল্পগ্রহপূর্কক তাহা জানাইলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সংযোজন বা সংশোধন করিয়া দিব।

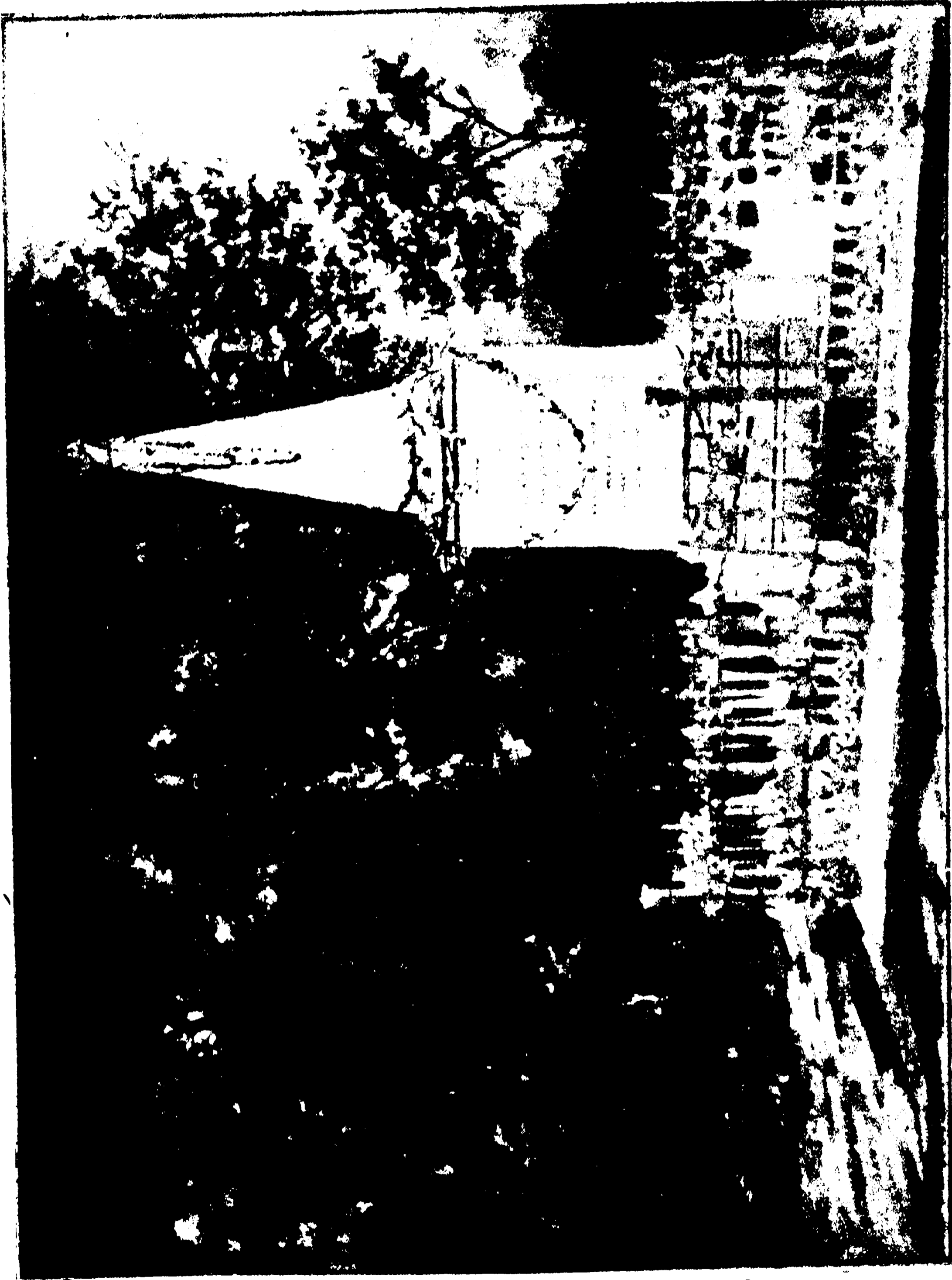
রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া আমাকে অনেক প্রাচীন পুস্তক পড়িতে হইয়াছে। পাঠটীকায় ও পরিশিষ্ট ভাগে তাহা লক্ষিত হইবে। এখন কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের এই নবীন সংস্করণ পাঠে যদি একজন পাঠকের চিন্তেও প্রাচীন পুস্তক পাঠের আগ্রহ জন্মে তবে আমি আমার এই পরিশ্রম সফল মনে করিব।

পরিশেষে গভীর পরিতাপের সহিত লিখিতেছি যে, যিনি আমাকে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ সম্পাদনের ভার দিয়াছিলেন, আমার সেই পিতৃকল্প শ্রদ্ধাভাজন বাবু চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখ রহিয়া গেল যে, কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে ইহা তিনি জানিতে পারিলেন না। এই হেতু সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের পবিত্র-স্মৃতির উদ্দেশে এই কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ উৎসর্গীকৃত করিয়া শ্রদ্ধা-নিবেদন করিলাম। ইতি—

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



আমার পিতৃ-কল্প পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞান-ধরু
দর্শনীয় চিন্তামণি খোষ মহাশয়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে ।



কুলিয়ার পুণ্যতীর্থ—কুস্তিবাসের ভিটা—মুখ পত্র

ভূমিকা

বাংলার কাব্য কাননে যে-দিন প্রথম পিক-স্বাকার শোনা গিয়াছিল, সেইদিন বাংলাভাষার এক অতি-শুভ দিন। সেই দিন বাংলার জাতীয় জীবনে এক মহান গৌরবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু সে যে কত দিন পূর্বে তাহা কে জানে! অনাদি অনন্ত কালগর্ভে সে-দিনের ইতিহাস নিহিত থাকিলেও তাহার সাল-তারিখ নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু তাহা হইলেও সেই শুভ ঘটনার পর হইতে আজ পর্যন্ত বাংলার কাব্য-কাননে নানা পুষ্পলতার অভ্যুদয়ে ও নানা বিচিত্রবর্ণের কুসুম সম্ভারে ইহা পৃথিবীর ক্ষেত্রে আপন আসন বিছাইয়া লইয়াছে। এ ভাষা পরাধীনের ভাষা— এ ভাষা মৃতপ্রায় পশুর ভাষা হইলেও নানা ওজস্বিনী ভাবধারার ও মনীষার বস-সম্পদে ইহা প্রতি-দিনই বৈচিত্র্যলাভ করিতেছে। কিন্তু ইহার এই ভাব-সম্পদের মূল বসধারার সন্ধান করিলে জানা যায় যে, বাংলার বহু মনীষী ও প্রেমের উপাসক তাঁহাদের অনন্তসাধারণ মনীষা ও স্ব-ভাষা-প্রেমের প্রভাবে কালের বিশাল প্রান্তরে তাঁহাদের কীৰ্ত্তি-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। নানা অবস্থা-বিপর্যয়েও তাহার বিনাশ হয় নাই। অহুকুল-প্রতিকূল কত ভাবগোচনার মধ্য দিয়া সেই বসধারা কষ্ট-শ্রোতের মত প্রবহমাণ। কিন্তু তাহার মূল উৎসের সন্ধান করিলে তাঁহাদের চরণোপাস্তে উপস্থিত হইতে হয়, ফুলিয়ার পণ্ডিত **কৃত্তিবাস** তাঁহাদের অন্ততম।

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বা তিনি কোন্ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়া-ছিলেন, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি তাঁহার একটি আত্ম-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণের জন্ত তাহা এখানে মুদ্রিত করিলাম। তাহা অবলম্বন করিয়াই আমরা কৃত্তিবাসের জীবন-কথা আলোচনা করিব।

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ

পূর্বেতে আছিল বেদাসুজ মহারাজ।
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর।
সুখভোগ ইচ্ছার বিহবে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে।
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুভিল তথায়।

পুহাইতে আছে বধন হওক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধনি।
কুকুরের ধনি শুনি চারিধিকে চায়।
হেমকালে আকাশ-বাণী শুনিবাবে পায়।
মালীজাতি ছিল পূর্বে মালক এখান।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা।
গ্রামবস্ত ফুলিয়া অগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী।

কুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি ।
 ধন-ধানে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি ॥
 গর্ভেখর নামে পুত্র হৈল মহাশয় ।
 মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয় ॥
 জানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত ।
 সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত ॥
 ষোষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে তৈরব ।
 রাজার সত্য তার অধিক গৌরব ॥
 মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি ।
 ধর্মচর্চায় রত মহাস্ত যে মামী ॥
 মদ-রহিত ওঝা স্তম্ভর মুরতি ॥
 মার্কণ্ডে ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥
 সুশীল ভগবান তধি বনমালী ।
 প্রথম বিত্তা কৈল ওঝা কুলেতে গান্ধলী ॥
 দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার ।
 বজ্রভাগে ভুঞ্জি তিহ স্তম্ভের সংসার ॥
 কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে ।
 মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥
 মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি ।
 ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ।
 সংসারে মানন্দ সত্যত কৃষ্ণিবাস ।
 তাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস ॥
 সহোদর শাস্তি মাধব সর্বলোকে ঘৃষি ।
 শ্রীধর তাই তার নিত্য উপবাসী ॥
 বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর ।
 আর এক বহিন হৈল সতাই উদর ॥
 মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী ।
 ছয় তাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
 আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে ।
 মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥
 সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিত্তাকর ।
 সর্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
 সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল ।
 সহস্র সংখ্যক লোক ধারেতে যাহার ॥
 রাজা গোড়েশ্বর ছিল প্রসাদী এক বোঁড়া ।
 পাত্র মিত্র সকলে ছিলেন খাষা বোঁড়া ॥
 গোবিন্দ, জয়, আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর ।
 বিজ্ঞাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর ॥
 তৈরব স্তম্ভ গজপতি বড় ঠাকুরাল ।
 বাবাণসী পর্যন্ত কীর্তি ঘোষয়ে বাহার ॥
 মুখটি বংশের পয়, শাস্ত্রে অবতার ।
 ব্রাহ্মণ সঙ্কম শিখে বাহার আচার ॥

কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে ।
 মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥
 আদিত্যবার শ্রীপকমী পূর্ণ মাঘমাস ।
 তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃষ্ণিবাস ॥
 শুভকণ্ঠে গর্ভ হৈতে পড়িহু ভূতলে ।
 উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে ॥
 দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস ।
 কৃষ্ণিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
 এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ ।
 হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
 বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার ।
 পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার ॥ †
 তথায় করিলাম আমি বিজ্ঞার উদ্বার ।
 যথা যথা যাই তথা বিজ্ঞার বিচার ॥
 সবস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে ।
 নামা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে শুরে ॥
 বিজ্ঞা সাক্ষ করিতে প্রথমে হৈল মন ।
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া বরকে গমন ॥
 ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাম্বীকি চ্যবন ।
 হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিত্তা সমাপন ॥
 ব্রহ্মার সঙ্কশ গুরু বড় উদ্বাকার ।
 হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিজ্ঞার উদ্বার ॥
 গুরু স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে ।
 গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
 রাজ পণ্ডিত হব মনে আশা করে ।
 পঞ্চ শ্লোক তেটিলাম রাজা গোড়েশ্বরে ॥
 দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম ।
 রাজাআ অপেক্ষা করি ধারেতে রহিলাম ॥
 সপ্তমটি বেলা যখন ছেয়ালে পড়ে কাটি ।
 শীত ধাই আইল দ্বারী হাতে সূবর্ণ লাঠি ॥
 কার নাম কুলিয়ার মুখটি কৃষ্ণিবাস ।
 রাজার আদেশ হৈল করহ সন্তাষ ।
 নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে ।
 সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনপরে ॥
 রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ ।
 তাহার পাছে বসিরাছে ব্রাহ্মণ স্তম্ভ ॥
 বামেতে কেদার ষাঁ ডাহিনে নারায়ণ ।
 পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥
 গজরথ বার বসে আছে গজরথ অবতার ।
 রাজসভা পূজিত তিহ পৌরবে অপার ॥
 তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে ।
 পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ॥

ଡାହିନେ କେହାର ରାଗ ବାମେତେ ଡବନି ।
 ହୁଏବ ଶ୍ରୀବନ୍ତ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣାଧିକାରୀନି ॥
 ହୁଏବ ରାଜାର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀମାନ ହୁଏବ ।
 ଜଗନ୍ନାଥ ରାଗ ମହାପାତ୍ରର କୋଠର ।
 ରାଜାର ସତ୍ତା ଧାନ ସେନ ଦେବ ଅବତାର ।
 ଦେଖିଲା ଆମାର ଚିତ୍ତେ ଲାପେ ଚମତ୍କାର ॥
 ପାତ୍ରରେତେ ବେଷ୍ଟିତ ରାଜା ଆଛେ ବଡ଼ ନୁଖେ ।
 ଅନେକ ଲୋକ ଦାତାହୁଁ ରାଜାର ସମୁଖେ ॥
 ଚାରିଦିକେ ନାଟ୍ୟଗୀତ ସର୍ବଲୋକ ହାସେ ।
 ଚାରିଦିକେ ଶାଠରାଧାହି ରାଜାର ଆଠାସେ ॥
 ଆଜିନାର ପଢ଼ିରାଛେ ରାଜା ମାଜୁରି ।
 ତାର ଉପର ପଢ଼ିରାଛେ ନେତେର ପାଛୁଡ଼ି ॥
 ପାଟେର ଟାହୋରା ଶୋଭେ ମାଧାର ଉପର ।
 ମାଧ ମାସେ ଧରା ପୋହାର ରାଜା ଗୋଡ଼େଧର ॥
 ଦାତାହୁଁ ମିଶ୍ରା ଆମି ରାଜ ବିଷ୍ଣୁମାନେ ।
 ନିକଟେ ବାହିତେ ରାଜା ଦିଲ ହାତ ସାନେ ॥
 ରାଜ ଆଦେଶ କୈଳ ପାତ୍ର ଡାକେ ଉଚ୍ଚେ:ବରେ ।
 ରାଜାର ସମୁଖେ ଆମି ମେଲାଇ ସବରେ ॥
 ରାଜାର ଠାହି ଦାତାହୁଁଲାଇ ହାତ ଚାରି ଅନ୍ତରେ ।
 ସାତ ଲୋକ ପଢ଼ିଲାଇ ଶୁନେ ଗୋଡ଼େଧରେ ॥
 ପଞ୍ଚଦେଶ ଅବିଷ୍ଠାନ ଆମାର ଧରୀରେ ।
 ସରସ୍ବତୀ-ପ୍ରସାଦେ ଲୋକ ମୁଖ ହୈତେ ନୁରେ ॥
 ନାନା ଛନ୍ଦେ ଲୋକ ଆମି ପଢ଼ିଛୁ ସଭାର ।
 ଲୋକ ଶୁନି ଗୋଡ଼େଧର ଆମା ପାନେ ଚାର ॥
 ନାନା ମତେ ନାନା ଲୋକ ପଢ଼ିଲାଇ ବସାଇ ।
 ଖୁସି ହୈରା ମହାରାଜ ଦିଲୀ ମୁଖମାଳ ॥

କେହାର ବୀ ଧିବେ ଚାଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମେର ଛଢ଼ା ।
 ରାଜା ଗୋଡ଼େଧର ଦିଲ ପାଟେର ପାଛୁଡ଼ା ॥
 ରାଜା ଗୋଡ଼େଧର ବଲେ କିବା ଦିବ ଦାନ ।
 ପାତ୍ର ମିତ୍ର ବଲେ ରାଜା ବା ହର ବିଧାନ ॥
 ପଞ୍ଚଗୋଡ଼ ଚାପିରା ଗୋଡ଼େଧର ରାଜା ।
 ଗୋଡ଼େଧର ମୁଖା କୈଳେ ଶୁଣେର ହର ମୁଖା ॥
 ପାତ୍ର ମିତ୍ର ସବେ ବଲେ ଶୁଣ ବିଷୟବାଦେ ।
 ବାହା ହୈରା ହର ତାହା ଚାହ ମହାରାଜେ ॥
 କାରୋ କିଛି ନାହି ନହି କବି ପରିହାର ।
 ଧନା ବାହି ତଧାର ଗୋବର ମାତ୍ର ସାର ॥
 ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପଣ୍ଡିତ ଆଛରେ ସଂସାରେ ।
 ଆମାର କବିତା କେହ ନିନ୍ଦିତେ ନା ପାରେ ॥
 ନନ୍ଦ ହୈରା ରାଜା ଦିଲେନ ନନ୍ଦୋକ ।
 ରାମାରଣ ରଚିତେ କବିଳା ଅନୁବୋଧ ॥
 ପ୍ରସାଦ ପାହିରା ବାରି ହୈଲାଇ ସବରେ ।
 ଅପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନେ ଧର ଲୋକ ଆମା ଦେଖିବାରେ ॥
 ଚନ୍ଦ୍ରମେ ତୁଷିତ ଆମି ଲୋକ ଆମନ୍ଦିତ ।
 ସବେ ବଲେ ଧନ୍ତ ଧନ୍ତ କୁଳିରା ପଣ୍ଡିତ ॥
 ସୁନି ମଧ୍ୟେ ବାଧାନି ବାଲ୍ମୀକି ମହାସୁନି ।
 ପଣ୍ଡିତେର ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣବାସ ଶୁଣି ॥
 ବାପ ମାରେର ଆଶିର୍ବାଦେ, ଶୁକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦାନ ।
 ରାଜ ଆଜ୍ଞାର ବଚେ ଗୀତ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଗାନ ॥
 ନାତକାଠ କଥା ହର ଦେବେର ସୃଷ୍ଟିତ ।
 ଲୋକ ବୁଝାବାର ଶରେ କୃଷ୍ଣବାସ ପଣ୍ଡିତ ॥
 ବସୁଧେଶ୍ଵର କୀର୍ତ୍ତି କେବା ବର୍ଣ୍ଣିବାରେ ପାରେ ।
 କୃଷ୍ଣବାସ ବଚେ ଗୀତ ସରସ୍ବତୀର ବରେ ॥

(ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୀନେଶଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ମହାଶୟର
 ବକ୍ତାବା ଓ ସାହିତ୍ୟ ହୈତେ ଉଦ୍ଧୃତ ।)

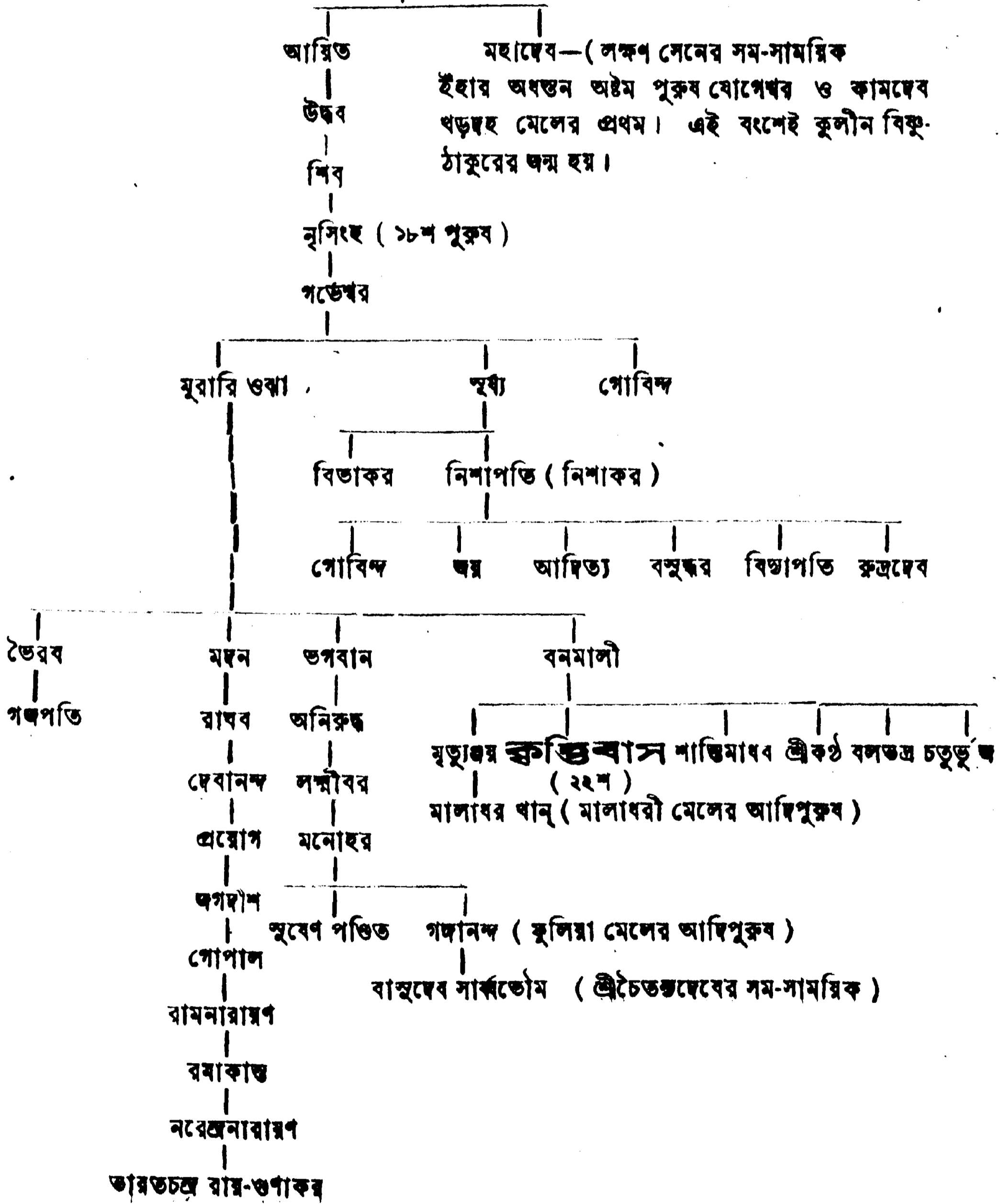
কুন্তিবাসের আত্ম-বিবরণ

এই আত্ম-বিবরণ হইতে ও অগ্ৰাণ্ড কুলপঞ্জিকা দৃষ্টে কুন্তিবাসের এইরূপ বংশতালিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ

মাধবাচার্য্য (১৩শ পুরুষ)

উৎসাহ (বল্লাল সেন ইহাকে কৌলীক দান করেন)



কৃত্তিবাস আত্ম-বিবরণে লিখিয়াছেন :—

আধিত্যবার ত্রিপকমী পূর্ণ মাসমাস ।

তখি মণ্ডে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

মাস মাসের সংক্রান্তির দিন রবিবার ত্রিপকমী অর্থাৎ নবমী পূজার দিন কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সম্বন্ধে নানা জ্যোতিষিক আলোচনার পরিণেবে স্থির হইয়াছে যে, কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃষ্টীয় শকের ২৯ মাস রবিবার তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । *

কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী দেবী । কৃত্তিবাসের ছয় সহোদর ও এক ভগিনী ছিলেন । সহোদরপণের নাম—মুড়াঙ্গর, শান্তিমাধব, ত্রিধর, বলভঙ্গ, চতুর্ভুজ । ভগিনীর নাম জানা যায় না ।

কৃত্তিবাসের বাল্যজীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না । কিন্তু তিনি যে পরিণত বয়সে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইয়াছিলেন নানা লেখকের লিখিত বিবরণীতে তাহা জানা যায় ।

মহারাজ আদিশুর কান্তকূজ হইতে ত্রিহর্ষ ষষ্ঠমারায়ণ, বন্দ, বেদগর্ত ও ছান্দড় নামে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বঙ্গদেশে বাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে ত্রিহর্ষের বংশে অশ্বত্থন ২২শ পুরুষ কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন । কৃত্তিবাস যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশে প্রসিদ্ধ কবি ভাবতচন্দ্র রায়-গুণাকর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আমরা ইতঃপূর্বে যে বংশ-তালিকা মুদ্রিত করিয়াছি তদ্ব্যতীত ইহা অবগত হওয়া বাইবে ।

কৃত্তিবাস আত্ম-বিবরণে লিখিয়াছেন—একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বখন ষাটশ বর্ষে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে পড়িবার জন্ত বৃহস্পতিবারের উবা-অস্তে শুক্রবারের প্রভাতে বড় গঙ্গা † পার হইয়া উত্তর দেশে গমন করিয়াছিলেন । ‡ এই বড়গঙ্গা ও উত্তর দেশ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় । শ্রীবৃক্ক বোমেনচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, বড় গঙ্গা বশোহর জিলার বর্তমান । একজন অসুমান হয়, তিনি বড় গঙ্গা পার হইয়া বশোহরে পাঠের জন্ত গিয়াছিলেন । কিন্তু সুলিয়া ও নবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থান দেখিয়া এইরূপ অনুমিত হয় যে, ষাটশ বর্ষ বয়সে কৃত্তিবাস বিজ্ঞা-শিক্ষার জন্ত তাঙ্গীরথী পার হইয়া নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন । যে-সময়ের কথা হইতেছে, সেই সময়ে সুলিয়া গ্রামের সন্নিকটে অথবা চতুর্দিকে গঙ্গার নানা শাখা-প্রশাখা ছিল । সুতরাং সেই সকল ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা পার হইয়া তাঙ্গীরথী অতিক্রম করতঃ বিজ্ঞা-শিক্ষার জন্ত নবদ্বীপে যাওয়াই অধিকতর সম্ভব ও সম্ভব বলিয়া মনে হয় । কালের বিশাল কুক্ষিতে জানি না কোন্ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে—কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও সম্ভাব্যতার ঐতিহ্যে আমাদের এই অনুমান নিতান্ত অসম্ভব

* শ্রীবৃক্ক বোমেনচন্দ্র সেন মহাশয়ের গণনা-অনুযায়ী লিখিত ।

† শ্রীবৃক্ক বোমেনচন্দ্র সেন মহাশয় গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কৃত্তিবাস ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার উষাকালে বিজ্ঞাশিক্ষার জন্ত বড় গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছিলেন ।

‡ গঙ্গার ক্রম ক্রম শাখা-প্রশাখা অতিক্রম করিয়া বড় গঙ্গা পার হইয়া বসাইতেছে । এখনো পশ্চিম বঙ্গের সুবিখ্যাত বশোহর নদকে অনেকদূরে বড় নদী বলিতে শোনা যায় ।

বলিয়া অসমিত নাও হইতে পারে। অরণ্যভীত কাল হইতে নবদীপ সংস্কৃত আলোচনার অস্ত্র প্রসিদ্ধ। সুতরাং কুন্তিবাস যে কুলিয়া হইতে নবদীপে গিয়া বিজ্ঞা-শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অসমিত হইতেছে।

কুন্তিবাসের যে বংশ-তালিকা পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কুন্তিবাসের পিতৃব্য-পোত্র লক্ষ্মীবরের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বাসুদেব সার্কভৌম, খ্রীষ্টচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক। সুতরাং যদি অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়সে এক এক পুরুষ ধরা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে, কুন্তিবাসের প্রায় শতাব্দিক বর্ষ পরে খ্রীষ্টচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কুন্তিবাসের বিদ্যমানতা ১৩০৭ শকের কাছাকাছি হয়। অতএব কুন্তিবাসের আবির্ভাব কাল এখন হইতে পঁচাত্তর বৎসরেরও পূর্ববর্তী বলিয়া নিঃসংশয়ে ধরা যাইতে পারে। আমাদের এই উক্তির সমর্থন আমরা অস্ত্র প্রকাষেও করিতে পারি।

বল্লাল সেন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোলীন্ড প্রথার প্রবর্তন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে মেল-বন্ধন করিয়া দেন। ঐতিহাসিক সত্য সাক্ষ্য দিতেছে যে, ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে কুলিয়া মেল প্রবর্তিত হয় এবং এই কুলিয়া মেলের আদি-পুরুষ মালাধর ঠা। এই মালাধর ঠা কুন্তিবাসের জ্যেষ্ঠাশ্রম যত্নাঙ্কুরের পুত্র। (বংশ-তালিকা দ্রষ্টব্য)। বংশের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইবেন, সন্মানের বশোমাল্য তাঁহারই প্রাপ্তব্য। সুতরাং কুন্তিবাস-বংশোদ্ভব মালাধর ঠা যে-সময়ে বঙ্গাধিপের বশোমাল্য পাইলেন, তখন নিশ্চয়ই কুন্তিবাস স্বর্গবাসী হইয়াছেন। সুতরাং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনাভুবারী কুন্তিবাসের জন্ম যদি ১৪৩২ খৃষ্টাব্দেই হইয়া থাকে তবে আমাদের মনে হয়, তিনি এবং তাঁহার অপরা সহোদরগণ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং কুন্তিবাস ৪৮ বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন না।

এইবার আমরা কুন্তিবাসের আত্ম-বিবরণ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কুন্তিবাস লিখিয়াছেন :—পূর্বে বেড়াহুজ * নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পাত্রে (মন্ত্রী) নাম ছিল নারসিংহ ওঝা। বঙ্গদেশে একটা প্রমাদ (বিপ্লব) পতিত হইলে † নারসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ

* বাবু হুজুরনাথ মুস্তোফি মহাশয় লিখিয়াছেন :—“কারহুজ-জিলক দমুজমর্দন দেব রাজা গণেশের পুত্র হিন্দু-কুলান্নার স্বধর্মত্যাগী ও অভ্যাচারী যহু বা জালালুদ্দীন মসুদের রাজত্বকালে বঙ্গের তদামৌলিক রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্তী পাণ্ডুরা নগরী জয় করিয়া লইয়া বীর নামে মূর্জান করেন। উহা ১৩৩৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে বা ১১৯-২০ হিজিরার কথা। দমুজমর্দন দেবের পরে তৎপুত্র বীরবর মহেন্দ্রদেব পাণ্ডুরা বা কিরোজাবাদের অধিপতি হন। মহেন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের দুই এক বৎসর পরে পাণ্ডুরা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। মহেন্দ্রের মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাবল্লভ সিংহাসনাগ্রহণ করেন। সে সময় চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের অধিকার চন্দ্রদ্বীপে সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজত্বকাণ্ডে মহাশয় মহাবীর দমুজমর্দনকে মহেন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৃহত্তরের ‘দেববংশ’ হইতে গৃহীত উক্ত বর্ণনা কেহ কেহ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। উক্ত ‘দেববংশ’ লিখিত আছে যে, দমুজমর্দন গৌড় রাজ্য ত্যাগ করিয়া গুজরাটদেশে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। ইতিহাসের কারিকার প্রকাশ আছে যে, দমুজমর্দন দেব চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিকগণের মতে দমুজমর্দন ও মহেন্দ্রের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যের রাজধানী পাণ্ডুরা ও উত্তর বঙ্গ তাঁহাদের করতলগত ছিল। হয় ত সেজন্য তাঁহারা গৌড়ের বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কুন্তিবাস দমুজমর্দন হইতে রমাবল্লভের রাজত্বকালে কোন সময়ে চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সর্ভাঙ্গী হইয়াছিলেন।

† শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, কারহুজ কব্বুক হুজুরাধি অধিকার কালের (১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ) অভ্যাচার।

ছাড়া গদ্যভাষায় আনিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপ্লব-ভাঙিত ওয়া জ্বলন্ত (দাঙিলাত) কামনার গদ্যকূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বাসের উপস্থিত হান অবশ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে হান অবশ্য করিতে কথিতে যাত্রি উপস্থিত হইল। ওয়া একস্থানে লয়ন করিলেন। যাত্রি প্রত্যাহা হইতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে এমন সময়ে ওয়া সহসা কুকুরের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ওয়া বিপিত হইয়া চারিদিকে চাখিয়া দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা আকাশ-বাণী শুনিলেন,—“এইখানে মালী আতির বাস ছিল ও মালিক (বাগান) ছিল ; এই জন্ত এই স্থানের নাম হইয়াছে কুলিয়া। এই কুলিয়া অতি-প্রসিদ্ধ স্থান, একত্র ইহা প্রায়বৎ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়া গদ্য প্রবাহিত হইতেছে।”

এ-রূপে কুলিয়ার বাস করিয়া নারসিংহ ওয়া অতিশয় ঐশ্বর্যবান হইয়া পড়িলেন। ধন-ধান্যে পুত্র-পৌত্রে তাঁহার সংসার অপূর্ণ ক্রীধারণ করিল। নারসিংহ ওয়ার পুত্রের নাম গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ নামক তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে মুরারি জ্ঞানে-শীলে কৃষিত ছিলেন। মুরারির সাত পুত্র। ষোষ্ঠ পুত্রের নাম তৈরব, রাজসভায় তাঁহার বিশেষ গৌরব ছিল। মহাপুরুষ মুরারির বশ অন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মুরারি মহাপুরুষ ঐশ্বর্য্যবত মহিমাশালী ও সন্দানাম্পদ (মালী) অগ্রমত (মহ-বহিত) ও সূক্ষ্মনি (সূক্ষ্ম মূর্তি) ব্যাস ও মার্কণ্ড (মার্কণ্ডের) মূনির মত শাস্ত্রজ ছিলেন। তাঁহার অপর পুত্রের নাম বনমালী। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ভগবান (মহাপুরুষ বা ঐশ্বর্য্যশালী) ছিলেন। ওয়া প্রথমে (বোধ হয় বনমালী) গাঙ্গুলী কূলে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অসুমান হয়, বনমালীর আরো বিবাহ ছিল ; “আর এক বহিস হৈল সতাই- (বিমাতা) উদরে” হইতেও এই কথাই সমর্থন হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশ ত্রাঙ্কণ রাজ্যের অধীন ছিল ; এই জন্ত বঙ্গভাগে (বঙ্গদেশে) বনমালীর জ্বলের সংসার ছিল। গৌলাইপ্রসাদে (ভগবানের অঙ্গপ্রহে) কূলে-শীলে ঠাকুরবালে (প্রভু) মুরারি ওয়ার পুত্রগণ অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। পতিব্রতা মাতার বশে ভগৎ তরিয়া গেল। এই পতিব্রতা মাতার গর্ভে কুন্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তিবাসের ছয় সহোদর ও রিমাতার গর্ভে এক ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন। ত্রাঙ্কণের নাম—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, ক্রীড়র, বলভদ্র, চতুর্ভুজ। (বিমাতার গর্ভপ্রাতা ভগিনীর নামোল্লেখ নাই।) মাতার নাম মালিনী ; পিতার নাম বনমালী। কুন্তিবাস ও কুন্তিবাসের অপর পাঁচ ভাই সকলে গুণশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কুন্তিবাস লিখিয়াছেন,—“আপনার জন্মকথা পরে কহিব। সুখটি বংশের অস্ত কথা বলিতে বাকি আছে, সেই কথাই এখন বলিতেছি। পূর্বোক্ত গর্ভেশ্বরের তিন পুত্রের মধ্যে ‘মুরারি’র কথা কিছু বলিয়াছি, এখন “সূর্য্য পতিতের” কথা কিছু বলিতেছি। এই সূর্য্য পতিতের ছই পুত্র প্রথম পুত্রের নাম বিভাকর ; তিনি সর্বাংশে বাণের সোসর ছিলেন। অপর পুত্রের নাম নিশাপতি ; (কেহ কেহ বলেন নিশাকর) ইহার অত্যন্ত ঠাকুরাল (প্রভু) ছিল। ইহার ঘরে সর্বাঙ্গী সহস্র লোক থাকিত। সৌভেবর ইহাকে একটি ঘোড়া দিয়াছিলেন এবং ইহার পাত্র-মিত্রগণ সকলে এক এক থালা ঘোড়া (খাল) পাইয়াছিলেন। এই নিশাপতির—গোবিন্দ, জয়, আদিত্য, বসুন্ধর, বিভাপতি, রক্ত নামক ছয় পুত্র ছিল। এইখানে একটা সন্দেহ দেখা দিতেছে। গর্ভেশ্বরের

পুত্র মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ। আবার সূর্য্যের পুত্র বিভাকর ও নিশাপতি। নিশাপতির এক পুত্র নাম গোবিন্দ। সুতরাং নিশাপতি পুত্র 'গোবিন্দ'-এর ধর্মপিতামহও 'গোবিন্দ' নামধেয় হইতেছে বঙ্গ-সংসারে এ-রকম নাম রাখিবার প্রথা নাই। সুতরাং কেন এরূপ হইল, বুঝিতে পারা যায় না।

'ভৈরব'-এর পুত্রের নাম গজপতি। ইনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। বাবাণসী পর্য্য ইহার কীর্ত্তি বিধোষিত ছিল। এই মুখুটি-বংশোদ্ভব সকলেই অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার ব্রাহ্মণ-সঙ্কনের অনুকরণীয় ছিল। কুলেশীলে-ব্রহ্মচর্য্যে মুখুটি-বংশ জগতে বিখ্য হইয়াছিল। 'আদিত্যবার ত্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস' অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তি ত্রীপঞ্চমী (সব্বস্ব পূজার দিন) "স্ববিবার আমি কৃষ্ণিবাস জন্মগ্রহণ করিলাম।"

কৃষ্ণিবাস ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহার পিতা 'উত্তম বঙ্গ দিয়া' তাঁহাকে কোলে লইয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝা দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ দেশে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মুরারি ওঝা পৌত্রের নাম কৃষ্ণিবাস রাখিলেন। কৃষ্ণিবাস এগার বর্ষ পার হইয়া যখন ছাদশ ব উপনীত হইলেন, সেই সময়ে (খ্রীষ্টাব্দিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতি বঙ্গনী-যোগে) কৃষ্ণিবাস বড় গঙ্গা পার হইয়া (অর্থাৎ ভাগীরথী পার হইয়া) উত্তর দো (নবদ্বীপে) বিদ্যা-শিক্ষার জগু যাত্রা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণিবাসের বুদ্ধি অতিশয় তেজস্বিনী ছিল। এজন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। তাঁহার শরীরে সব্বস্বর্ত্তি অধিষ্ঠান ছিল। নানাচ্ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতেই স্মৃতিমতী হইতে লাগিল। কৃষ্ণিবাস বিদ্যা সমাপন করিবার ইচ্ছায় গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কৃষ্ণিবাসের গুরু ব্যা বশিষ্ঠ, বায়ীকি ও চ্যবনের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণিবাসের গুরু ব্রহ্মার ন্যায় 'উগ্গাকার' (তেজস্বী) ছিলেন। মঙ্গলবার দিবসে কৃষ্ণিবাস গুরুর নিকট হইতে বিদ্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিদ্যায়কালে গুরু নানা শুভকামনা করিয়া ও নানাপ্রকার আশীর্বাদ দিয়া কৃষ্ণিবাসকে বিদ্যায় দ্বা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণিবাস রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গোড়েশ্বরের * নিকটে গমন করিয়া পাঁচ শ্লোক পাঠাইয়া দেন। কৃষ্ণিবাস দ্বারীর হস্তে ঐ শ্লোক পাঁচটি পাঠাইয়া রাজাজ্ঞা প্রাপ্তির আশা দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে থাকেন। যখন ৭ ঘড়ি (১৪ ঘণ্টা) বেলা হইল, তখন সুবর্ণবেত্র-ধারী দ্বারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কুলিয়ার পণ্ডিত 'মুখুটি কৃষ্ণিবাস' কে? রাজার আদেশ হইয়াছে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করুন।" নয় ঘেউড়ি পার হইয়া কৃষ্ণিবাস দ্বারবारे উপস্থিত হইলেন গিয়া দেখিলেন, রাজা সিংহাসনের উপর সিংহের ন্যায় বসিয়া আছেন। রাজার দক্ষিণে জগদানন্দ নামধারী মন্ত্রী এবং তাঁহার কাছে সুনন্দ নামক ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। বায়ে কেদার ষাঁ ও দক্ষিণে নারায়ণ নামক পাত্র-মিত্রসহ রাজা হস্ত-পরিহাসে নিমগ্ন আছেন

* কোন কোন মতে রাজা গণেশ। কোন কোন মতে চন্দ্রদ্বীপের রাজা। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, ইনি তাহিরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ। ইহার ভাগিনেয়ের নাম 'আদ্য-বিবরণ'-লিখিত জগদানন্দ জগদানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ (মহাপাত্র) এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ (মুকুন্দ ভাঙ্কড়ী) প্রধান পণ্ডিত। এতগুলি মিল দেখিলে তিনি এইরূপ অনুমান করিতেছেন।

নিকটে নৃত্যগীত-বিশারদ গন্ধরব রায় উপবিষ্ট। নৃত্যগীতে দক্ষতার জ্ঞান এই গন্ধরব রায় রাজা ও রাজ-সভাসদগণ কর্তৃক পূজিত হইতেন। তিনটি মন্ত্রী রাজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণে কেদার রায়, বামে তরুণী এবং ধর্মাধিকারী (প্রধান বিচারপতি) শ্রীবৎস, সভাপণ্ডিত মুকুন্দ এবং প্রধান মন্ত্রীর পুত্র জগদ্বানন্দ রাজসভার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। বিদ্বজ্জন-পূর্ণ সেই রাজসভা দর্শনে কুন্তিবাস চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কুন্তিবাস আরো দেখিয়াছিলেন, রাজার সম্মুখে অনেক লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাজসভায় নৃত্যগীত হইতেছে, সকলোক হাসিতেছে। (বোধ হয় বিদুষকের রহস্যোক্তি শ্রবণ করিয়া) রাজসভার চতুর্দিকে সমস্ত লোকজন মহাব্যস্ত, আত্মনায় রাজা মাজুরি পাতা। তার উপর নেতের পাছড়ি (বেশমী চাদর) বিছানো। উপরে পাটের চাঁদোয়া (বেশমী কাপড়ের চম্পাতপ) শোভা পাইতেছে। কুন্তিবাস যে সময় রাজসভায় গমন করেন তখন মাঘ মাস। গোড়েশ্বর মাঘ মাসের রৌদ্র পোহাইতেছেন। এমন সময়ে কুন্তিবাস রাজসভায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে নিকটে আসিবার জ্ঞান হাতের ইসারায় ডাকিলেন। রাজার আদেশে পাত্র উচ্চৈঃস্বরে কুন্তিবাসকে আহ্বান করিলেন। কুন্তিবাস রাজার চারি হাত অস্তুরে দাঁড়াইয়া দাতটি শ্লোক আওস্তি করিলেন। পঞ্চদেব কুন্তিবাসের শরীরে অধিষ্ঠিত। সরস্বতীর প্রসাধে কুন্তিবাসের মুখ হইতে ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বাহির হইতে লাগিল। শ্লোক শুনিয়া গোড়েশ্বর কুন্তিবাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পমাল্য দিয়া কুন্তিবাসের অভ্যর্থনা করিলেন। কেদার খাঁ কুন্তিবাসের নাথায় চন্দনের ছড়া (চন্দনমিশ্রিত স্নগন্ধি জল) ঢালিলেন। রাজা গোড়েশ্বর 'পাটের পাছড়া' (পটুবস্ত্র) দান করিলেন। গোড়েশ্বর আরো কিছু দিতে চাহিলেন। পাত্র-মিত্র রাজা শুনিয়া কুন্তিবাসকে বলিলেন, মহারাজের কাছে যদি কিছু চাহিবার থাকে, জানাইতে পারেন। কিন্তু কুন্তিবাস অত-কিছুর প্রার্থী ছিলা না। উন্নত-শির কুন্তিবাস ত অর্থের প্রয়াসী নয়। সভাসদগণ কুন্তিবাসকে চন্দন-চচ্চিত করিলেন। সকলে 'ভুলিয়ার পণ্ডিত'কে ধস্তাধস্ত করিতে লাগিল। গোড়েশ্বর কুন্তিবাসকে রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশ হইতেই বাংলা কাব্য-কাননে রামায়ণ-বনস্পতির উদ্ভব।

যে বনস্পতির স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বঙ্গবাসী পরিতৃপ্ত হইয়াছে—যাহার স্বর্গীয় কুসুমের সৌরভ-সম্ভারে বাঙ্গালীর অন্তরাশ্রয় পরিপূর্ণ হইয়া আছে—যাহার চিরসেবিত মলয় পবনের স্নিগ্ধ-হিল্লোলে বাঙ্গালী প্রাণের বেদনা ভুলিয়াছে, সেই রামায়ণ-বনস্পতি বাংলার কাব্য-কাননে যে নবীন স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিয়াছে, তাহা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই না। এই রামায়ণ বাঙ্গালীর মর্মে মর্মে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীকে কোন্ সুখ নন্দনের স্ত্রামল সৌন্দর্য্যে আত্মহারা করিয়াছে। কবি তাহার এই অপূর্ণ রসধারা ধরিত্রের কুটীর-প্রাস্ত হইতে রাজ-প্রাসাদের তোরণধারে পৌছাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সার্ব-লৌকিক ঐতি-আকর্ষণের শক্তি কোথা হইতে পাইলেন? ইতিহাস তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ; মনোবিজ্ঞান তাহার উত্তর দিবে—কবির সার্বজনিক ঐতি ও বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার প্রাণের ধরষ। বাঙ্গালী যাহা চায়, বাঙ্গালীর প্রাণের পিপাসা যে অপূর্ণ রসধারায় শাস্ত হয়, কবির ভাণ্ডারে তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া কবি তাহা নিঃশেষে বাঙ্গালীকে দান করিয়াছিলেন। এই দান-শৌণ্ডায় বাঙ্গালীর স্বপ্ন-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাই আমরা কবির এই মহামহিমতায় পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

বাঙ্গালী চায় মহাপুত্ৰিত্ব ভোগবতী-ধারা—তাহার স্নিগ্ধ-শান্ত প্রবাহে আত্মহারা হইতে।

ভাগীরথী-জল চূষিত ফুলিয়ার পুণ্যপীঠে বসিয়া বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালীর কাঙ্ক্ষিত নিধি দিয়া তাঁহার এই স্বর্গীয় রস সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তাই এখনো বাঙ্গালী তাঁহাকে 'কলিয়ার ধন' ভাবিয়া ধরিয়া আছে। রামায়ণের প্রতি বাঙ্গালীর এ অনুরাগ কেন? ইহার মূল উৎসের অনুসন্ধান করিতে হইলে বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালীর প্রকৃতি বড় কোমল; সে চায়—বৈষ্ণবী কোমলতা ও করুণা। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র বাঙ্গালীর তুলিকায় কোমলতা ও কারুণ্যের অবতার রূপে চিত্রিত হওয়াতেই রামায়ণ বাঙ্গালীর হৃদয়ের নিধি-স্বরূপে এত সুদীর্ঘকাল বিবাহিত রহিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে যতদিন এই কোমলতা ও কারুণ্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন এই রামায়ণ বঙ্গীয় পাঠকের অরুচিকর হইবে না।

রামায়ণের এইরূপ সর্বজনপ্রিয়তার আর একটি কারণ আছে, তাহা এই।—রামায়ণের ভাষা অতি-সরল; ইহাতে নানা ছন্দের লীলাচঞ্চল তরঙ্গ নাই—অলঙ্কারের চোখ-ঝলসানো দ্যুতি নাই, ভাবের আবর্ত নাই—বর্ণনার ঘূর্ণি নাই। আছে—বিশ্বেদার প্রীতির প্রসাদ গুণ। অলঙ্কার শাস্ত্রে এষ্ট প্রসাদ গুণই কাব্যের সার্বজনিকত্বের প্রধান কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

শুভক্ৰমে গোড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে রামায়ণ-রচনার আদেশ প্রদান করেন। কৃত্তিবাস গোড়েশ্বরের আদেশে মহর্ষি বায়ীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বাংলা কবিতায় রামায়ণ মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাকে ঠিক অনুবাদ বলা সঙ্গত হইবে না। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য অনেকাংশে নষ্ট হয়। কিন্তু কৃত্তিবাস তদীয় রামায়ণে যে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর মর্মে মর্মে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিতান্ত নিজের ধরের কথা করিয়া লইয়াছে। এজন্য মহাকবিকে বাঙ্গালীর চরিত্র অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালী কি চায়—কোন্ ভাবের বিকাশে রামায়ণ তাহার প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারিবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি নানা পুরাণ হইতে নানা বিষয়ের সমাবেশ করিয়া তাঁহার এই 'মধুচক্র' রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ধাত্তে কোন্ রত্নটি সহিবে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মহাকবি কৃত্তিবাস কল্পনার পুষ্পক বধে চড়িয়া লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনেক স্থলেই বায়ীকির রামায়ণ অনুসৃত হয় নাই দেখিয়া অনেকে মনে করেন, কৃত্তিবাস সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না—কথক ও রামায়ণ-গায়কদের মুখে রামায়ণ-কথা শুনিয়া তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। নানা আলোচনায় এই মিথ্যা সংস্কার এখন অপগত হইয়াছে।

আজ-কাল বাজারে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাওয়া যায় তাহা আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পঁচাত্তর বৎসরেরও পূর্বে বাংলা কবিতায় যে মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহা এরূপ ছন্দোবন্দ, ভাব-বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ ছিল এরূপ কল্পনা করা অসম্ভব। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তক কৃত্তিবাসের অনেক পবে রচিত হইয়াছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতে—

কাম প্রেম দৌহার বিভিন্ন লক্ষণ।

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥

... ..

চৈতন্য-চরিতামৃত যেইজন পড়ে।

তাঁহার চরণ ধুঁঞা করোঁ মুঞি পানে ॥

ইত্যাদি রচনা পাঠ করিলে আধুনিক রামায়ণের জায় মাঞ্জিত ও ভাববিশুদ্ধ এবং ছন্দোবদ্ধ রচনা কৃত্তিবাসের লেখনী-প্রসূত বলিয়া মনে হয় না। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদবী কেবী-সাহেবের অধীনে কাব্য করিয়াছিলেন। কেবী সাহেব শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাশ্রম স্থাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত মুদ্রণার্থে ও তৎকালীন বঙ্গভাষার অনুশাসিনী করিয়া সম্পাদন করিবার ভার প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কেবী সাহেবের আদেশে কোথাও কৃত্তিবাসের মূল রচনার ভাব বজায় রাখিয়া, কোথাও বা স্বাধীন কল্পনার প্রভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদন করিয়া মুদ্রিত করেন। জয়গোপালের সম্পাদনে কৃত্তিবাসের লিখিত রামায়ণের অনেক অংশ পিত্তোক্ত ও অনেকাংশ পুনর্লিখিত হইয়াছিল।

অনেকদিন হইতে এই রামায়ণই প্রচলিত ছিল। তার পরে বটতলায় এই রামায়ণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। বটতলার সুপ্রসিদ্ধ মোহনচাঁদ শীল প্রথমে এই রামায়ণ প্রকাশ করেন। তিনিও অনেক পণ্ডিত রাখিয়া রামায়ণের সংস্কার করেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মোহনচাঁদ শীল মহাশয়ের নিযুক্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর চেষ্টায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির পাঠ পরিবর্তিত, পরিবদ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং বর্তমান সময়ে তাহা বঙ্গীয় নরনারীর নিকটে সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বর্তমান সময়ে সেই রামায়ণ প্রচলিত থাকিলে তাহা বঙ্গভাষা-ভাষী সাধারণের এত আদরণীয় হইত না। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মোহনচাঁদ শীল মহাশয়ই কৃত্তিবাস কবিকে বঙ্গ সংসারে অমর করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা বলিতে আমাদের কিছুমাত্র বিধা হয় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, কবি তাহার এই অপূর্ণ রসধারা ধ্বংসের কুটীর-প্রাস্ত হইতে রাজশাসাদের তোরণদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এই প্রবাহকে ধনী ধ্বংস কেমন করিয়া সমভাবে গ্রহণ করিল, ইহা বাস্তবিক বিশ্বয়ের কথা। কিন্তু বাঙ্গালীর চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রেমের রসে ইহা চির সরস। কৃত্তিবাসের রচনা এই প্রেমাত্মক বলিয়াই সমভাবে তাহা ধনী ও ধ্বংসের চিত্তকে সরস করিয়াছে। এই কারণেই কৃত্তিবাসের কোমল-কান্ত রচনা গীতি-কবিতারূপে গায়ক ও পাঠকের কণ্ঠে ভোগবতীর সুবন্ধনাবের সৃষ্টি করিয়াছে। শৈশবে মাতুল-গৃহে অবস্থান কালে জটনক রামায়ণ-গায়কের মুখে রামায়ণ গান শুনিলাম। চরণসংলগ্ন নৃপুত্রের তালসঙ্গত শিঞ্জন ও ভাবাবেশ-বিভোর গায়কের নৃত্য-ভঙ্গীর সহিত “রাম, যা কর নিজ গুণে, আমি ভজন সাধন জানিনে”—এই পদাংশ যে স্বর-লহরীর উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া সেই সঙ্গীত-ভূমি মুগ্ধিত করিত, তাহা আজও মনে আছে। মনে পড়ে, সেই পল্লী-বাসীর রাম-চরিতের উপর অপকল্প শ্রদ্ধা, আর ভাবচঞ্চল ছন্দোবেশ। জীবনের মধ্যাহ্ন-পারে আধুনিক রাজ্যে ধিয়েটাবে কত রাম-কথা শুনি, রামের ভূমিকায় কত দক্ষ অভিনেতার অভিনয় দেখি,—কত কোমল কণ্ঠোখিত “কোথায় সীতা কোথায় সীতা জলছে বুকে প্রেমের চিতা গো—ইত্যাকার কত কাতর আবেদন শুনি, কিন্তু শৈশবের স্মৃতি-মন্দিরে রাম-কথা যে ভাবে আগিতেছে তাহার বৃষ্টি তুলনা নাই—বর্ণনার ভাষা নাই। ইষ্ট পূজার গোপন মন্ত্রের মত সেই সঙ্গীত-সুধা মনোমন্দিরকে সুবঞ্জিত রাখিয়াছে।

শুভক্ষণে কৃত্তিবাস-হৃদয়-সরে রামায়ণ-শতাব্দীর উদ্ভব হইয়াছিল। কৃত্তিবাস এই শতাব্দীর শোভা ও সৌরভ মহাকবি বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করেন নাই। বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিতে গেলেই তাহা অনুবাদের বদ্ধ শ্রোতে দুর্গন্ধময় ও পঙ্কিল হইয়া পড়িত। কেননা অনুবাদে পূর্ব কবির ভাবের অক্ষর দেখা দেয় মাত্র কিন্তু তাহা পরিপুষ্টি হয় না। সুতরাং সেই অনুবাদ আড়ষ্ট প্রাণহীন রূপে সাহিত্য-সংসারে একটা নূতন আবর্জনার সৃষ্টি করে। বিষয় (subject) অপরের কাব্য হইতে গ্রহণ ঘোষের নহে। নিপুণ শিল্পী তাহা অমৃত হইতে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠান-ভূমিতে নবীন পট-ভূমিকার সৃষ্টি করিবেন। স্বাধীনতার বায়ু প্রবাহিত করিয়া এবং কল্পনার ভাবপূর্ণ গুঞ্জে তাহাতে স্বাস্থ্য ও সুরের সমন্বয় সাধন করিবেন। যে কবি এইরূপে এক রসসম্পূর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন সেই কবির কাব্যই সাহিত্য-সংসারে স্থায়ী আসন অধিকার করিতে পারে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এইরূপে মনোহারিণী কল্পনা, মধুর ভাব ও অপূর্ব সহানুভূতিতে পবিত্র হইয়া বঙ্গবাণীর অপূর্ব কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছে।

যে কাব্যে সমগ্রদেশের এক অঞ্চল যুগের অভিব্যক্তি ও বিশেষত্বের কথা লিখিত থাকে তাহাকেই মহাকাব্য বলে। এই হিসাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এক অপূর্ব মহাকাব্য। এই মহাকাব্য রচনায় কবির বিশিষ্ট সত্তা থাকে না। সমগ্র দেশ ও কাল কবির হৃদয় ও প্রতিভার ভিতর দিয়া তাহাদের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। মহাকাব্যের প্রেরণা ও প্রভাব দেশের মধ্যে কল্যাণ ও শক্তিধান করে। এইরূপে সেই মহাকাব্য তখনই সার্থক হইয়া উঠে যখন দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সেই মহাকাব্যকে আশ্রয় করিয়া সংগঠিত হয়। এই কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সার্থক হইয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম-লক্ষণের সৌভ্রাত্য, কোশল্যার, বাৎসল্য বন্ধের পল্লীবাসিনীর রমণীর স্নায় সীতাদেবীর ত্রীড়াবনত মধুরী বঙ্গ-সংসারের নিষ্কল হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর বাঙ্গালীর কোমল প্রাণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমপূর্ণ প্রাণ ও করুণার ভোগবতী ধারা অল্প কাজ করে নাই। এই ভোগবতী ধারার সংস্পর্শে বাঙ্গালী তাহার সমস্ত প্রাণ শীতল করিয়াছে— বদ্ধ প্রাণের নীরব তন্ত্রী অপূর্ব রসগুঞ্জে ঝঙ্কত হইয়া উঠিয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তির উপরে সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রামায়ণ-মহাকাব্যের যে পৃষ্ঠাই উদ্ঘাটিত হউক, সীতাদেবীর নয়নাশ্রু তাহাকে পবিত্রতর করিয়া রাখিয়াছে— যেন রামায়ণখানি সীতাদেবীর হৃৎকের অশ্রুজল দিয়া লেখা। অমর কবি বাল্মীকি অনাগত ভবিষ্যতে সীতাদেবীর যে উজ্জল-মধুর চিত্র সমবেদনার অশ্রুজল দিয়া লিখিয়াছিলেন, কতকাল অতীত হইয়া গিয়াছে তথাপি সেই অশ্রুজলবেধা এখনও তেমনি নবীভূত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু রামায়ণের এই শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ গুণে? কোনো কাব্যের চিরজীবিত্বের কারণ কি? কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কাব্য-বর্ণিত চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এইরূপে দেখা যায় যে, কাব্য-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার চরিত্র-গৌরবের উপর কাব্যের স্থান নির্ভর করে। প্রেম ও সৌন্দর্য্য নায়ক-নায়িকার চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিলে সেই কাব্যও লোকের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। প্রেমের পরিণতি আত্ম-সমর্পণ ও আত্ম-বিলোপে—আর সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অবসান চারিত্রিক মাহাত্ম্যে। রামায়ণের নায়ক-নায়িকা রাম-সীতার মধুর গুণগাথা এইরূপ আত্ম-সমর্পণে ও

[ড)

চরিত্র-মাহাত্ম্যে মহনীয় হইয়া রহিয়াছে। তাই রামায়ণের যুগব্যাপী প্রতিষ্ঠা। অনাধি অনন্তকাল ইহার উপর সামান্য প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে নাই।

শুধু রাম-সীতা কেন। হনুমানের আনুগত্য, লক্ষণের সৌভ্রাত্য, ভরতের ত্যাগ-স্বীকার ও বিভীষণের পরার্থপরতা এই কাব্যকে কম গৌরাবান্বিত করে নাই। এই সকল মধুর অবস্থান জগতে অতি-বিরল। ইহাদের প্রেরণা সারা জগতে যন্ত্রশ্রোতের মত বিদ্যমান ছিল এবং তাহা মহাকবির অপূর্ণ রসধারায় পরিপুষ্ট হইয়া সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। এইরূপে রামায়ণোক্ত নায়ক-নায়িকার চরিত্রাদর্শ প্রচ্ছন্ন-ভাবে কত ব্যক্তিকে পিতৃভক্তি, কন্যপ্ৰীতি, ধর্ম-সুযোগ ও বিশ্বস্তিত প্রদান করিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে জানে!

কৃত্তিবাসের হৃদয় অতি-বিশাল ছিল। লোক-হিত-সাধনের জন্ত তিনি যে আলোকসুস্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহার অনির্মাণ আলোক, কন্য-সাগরে পথলাগু জনগণকে চিরদিন পথ প্রদর্শন করিবে। পূর্বকালে লোকের বিশ্বাস ছিল :—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামশ্চ চরিতানি চ।

ভাষায়াং মানবঃ শ্রদ্ধা বৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

শাস্ত্রের এই ক্রকুটি সকালনেও কৃত্তিবাসের বীর হৃদয় কম্পিত হয় নাই। সঙ্কীর্ণতার নাগপাশে যখন বন্ধ-সংসার আঁঠেপুঠে জড়িত ছিল তখন যে-হৃদয় পবের জন্ত কাঁদিয়া সামাজিক অশ্রায় বিধি নিষেধ অগ্রাহ করিয়া এত বড় কীর্তি শৈলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সে হৃদয় কি কম বিশাল! গোড়েশ্বরের আদেশে কৃত্তিবাস যে-দিন রামায়ণ রচনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে সে-দিনের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

পরিবর্তন কালের অমোঘ বিধান। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপরও এই নিয়মের অত্যাধি হয় নাই। নানা কারণে বর্তমান সময়ে কৃত্তিবাসের খাঁটি রামায়ণ দুস্প্রাপ্য। তিনি তাহার রামায়ণ যে-ভাবে গড়িয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ মূর্তি কালের বিশাল কৃষ্ণিতে কোথায় লুকাইয়াছে। - কত মহাপুরুষ ভক্তি ও প্রেমের অর্ঘ্য দিয়া রামায়ণের রত্নখনি সমৃদ্ধ করিয়াছে—কত ভাস্কর ভাব সম্পদে সেই অমূল্য রত্ন মাঝিয়া ধসিয়া উজ্জ্বল করিয়াছে—কত প্রেমিক তাহাতে অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া স্বগায় আলোকপাত করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এইরূপে বর্তমানকালে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' বলিয়া পরিচিত রামায়ণখানি ভাব-সম্পদে, বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রসধারায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তাহা অনেকটা অবিকৃত। সুতরাং ঐ রচনার সহিত বর্তমান কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা-ভাবে আলোচনা করিলে আমরা সতর্কই আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। যাহাই হউক এখন সর্লগাধিসম্মত যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে এখন অনেক প্রসিদ্ধ অংশ প্রবেশলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার ভাব ও ভাষা অনেকাংশে আধুনিক রুচির অনুমোদিত হইয়া মার্জিত, পরিবর্তিত ও সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং কৃত্তিবাসের লেখা নহে বলিয়া এখন আর কোন বিষয়কে বর্জন করিবার উপায় নাই। বর্তমান সময়ে

কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ যে সকল রামায়ণ বাংলার স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, প্রদেশ-ভেদে তাহাও বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। এক সময়ে পশ্চিম বঙ্গে রামায়ণ-গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। এখনও তাহার সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। যুদ্ধের তালে তালে নুপুর-পরা গায়কের তাল-সঙ্গত পদক্ষেপের সহিত চামর-সঞ্চালন—তৎসহ রামনামে একান্ত নির্ভরশীল গায়কের ভাবভঙ্গী পশ্চিম বঙ্গে এখনও প্রচলিত আছে। ধর্ম্মরাজের গাজনে, বারোয়ারি পূজায় এখনো সেই গান শোনা যায়। এই সকল গায়ক শ্রোতৃগণের প্রীতি সম্পাদনের মানসে বাণীকিকে অতিক্রম করতঃ নানা পুরাণ হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া, অথবা স্বীয় প্রতিভায় যে নূতন বিষয় সংযোজন করিয়াছেন ইহা বিচিত্র নহে। এই কারণেই পশ্চিম বঙ্গে প্রাপ্ত কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে এমন অনেক নূতন বিষয় আছে, যাহা বঙ্গের অগ্র অংশের প্রচলিত রামায়ণে পাওয়া যায় না। প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশ প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়াছিল। সেই প্লাবনে দেশ যে কত মণিমুক্তা লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কারণে তৎকাল প্রচলিত রামায়ণখানিও সেই রত্নলাভে বঞ্চিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র নয়ন হইতে যে প্রেমাক্ষর বণ্ণা প্রবাহিত হয়, তাহা দেশবাসীর জীবনে যে কার্য্য করিয়াছিল, দেশীয় সাহিত্যেও তাহা কম কাজ করে নাই। এইজন্য পশ্চিম বঙ্গীয় কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ পুঁথি যুগধর্ম্মে প্রেম সঞ্চিত হইয়াছে। তরনীসেন, বীরবাহু, কমল-আঁধির চণ্ডীপূজা ইহারই অভিব্যক্তি। সম্প্রদায়-বিশেষের মত-বিবাদ জাতীয়-জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে, জাতীয় সাহিত্যেও তাহার চিহ্ন দেখা যায়। এই কারণে শাক্ত-বৈষ্ণবের মত-বিরোধও কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। বাহুল্য ভয়ে রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মস্তব্যব সমর্থন করিব না।

অতি-প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালী শাস্তিপ্রিয় জাতি। সুতরাং বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যে শাস্তির ও ভক্তির কথাই যে বেশী ফুটিয়া উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই কারণে বাঙ্গালীর জাতীয় প্রকৃতির ছাপ তৎকাল-প্রচলিত রামায়ণে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এ শ্রোত কিরাইবার শক্তি কাহারও নাই। এই সকল কারণেই বাণীকি রামায়ণে ও কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ বলিয়া প্রচলিত রামায়ণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। আমরা পরে “বাণীকি ও কৃষ্ণিবাসের রামায়ণের পার্থক্য” সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব। এজন্য পূর্বেই বলিয়া রাখি—বাণীকি নামধেয় কবি একজন ছিলেন একথা যেমন সত্য, কৃষ্ণিবাস-নামক কবি একজন ছিলেন না, ইহাও তেমন সত্য। বাংলা-সাহিত্যে কত কবি যে কৃষ্ণিবাসের ছায়াতলে আত্মবিসর্জন করিয়া কৃষ্ণিবাসের অঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা কে জানে। এইজন্যই বঙ্গদেশে প্রচলিত কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ এত বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। এইরূপ বৈচিত্র্য লাভ করিয়া নানা কবি কর্তৃক নানা ভাব-সম্পদ লাভ করিয়া বাঙ্গালী যাহা চায়, যাহাতে তাহার প্রাণের পিপাসা, মেটে, সেইরূপ বসধারা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ এক অপরূপ বস্তু হইয়াছে। এই জন্যই কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রাণের জিনিষ হইয়া রহিয়াছে।

রামায়ণ ভিন্ন কৃষ্ণিবাস আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন :—যথা, কুম্বাজের একাংশী শিবরামের যুদ্ধ যোগাচার বন্দনা।

ବାଘ୍ନୀକିର ଓ କୃତ୍ତିବାସେର ରାମ-ସୀତାର ତୁଳନା-ସ୍ତୁଳକ ଚରିତ୍ର-ସମାଲୋଚନା

ବାଘ୍ନୀକିର ରାମ-ସୀତା, ଭାରତର ରାମ-ସୀତା—ଜଗତର ରାମ-ସୀତା, କିନ୍ତୁ କୃତ୍ତିବାସେର ରାମ-ସୀତା କେବଳମାତ୍ର ବାଘ୍ନୀକିର । ଏହିକ୍ରମେ ବାଘ୍ନୀକିର ରାମ-ସୀତାର ଗଣ୍ଡି ହିତେ କୃତ୍ତିବାସେର ରାମ-ସୀତାର ଗଣ୍ଡିବେଧା ସର୍ବତ୍ର ଅନୁସାରେ । ଏହି କାରଣେହି ଉତ୍ତମ କବିର ହାତେ ରାମ-ସୀତାର ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନରୂପେ କୁଟିଆଛି ।

ବାଘ୍ନୀକିର ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଆ ରାମାୟଣେର ନାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ଦେବତା ବଳିଆ ଚିନ୍ତାବାର ଉପାୟ ନାହିଁ । ତିନି ଆଦର୍ଶ ମାୟୁଷ, ଆଦର୍ଶ ଜାତୀ, ଆଦର୍ଶ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରୀ, ସର୍ବୋପରି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି-ସମ୍ପନ୍ନ ମହାବୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-କର୍ତ୍ତା ମହାପୁରୁଷ । କିନ୍ତୁ କୃତ୍ତିବାସେର ରାମ ଭକ୍ତପ୍ରେମ ମାଧବେର ଅଂଶରୂପ ; ତିନି ହିତ୍ତା କରিলେ ବିପୁଳ-ବିଶାଳ ଜଗତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିତେ ପାରେନ—ସୃଷ୍ଟି କରିଆ ତାହା ରକ୍ଷା କରିତେ ପାରେନ ଏବଂ ହିତ୍ତା କରিলେ ତାହାର ବିନାଶେଓ ସମର୍ଥ ; ସୁତରାଂ କୃତ୍ତିବାସେର ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଦେବତା ପଥ୍ୟାୟେ ଉନ୍ନୀତ । ବାଘ୍ନୀକିର ରାମ ମହାବୀର, କୃତ୍ତିବାସେର ରାମ ବାଘ୍ନୀକିର କମଳଅର୍ଥାଧି । ବାଘ୍ନୀକିର ରାମେର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀରତ୍ତେ, କୃତ୍ତିବାସେର ରାମେର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତେର ଜନ୍ମ ପ୍ରେମାଂଶୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନେ ; ବାଘ୍ନୀକିର ରାମ ଦେବୋପମ—କୃତ୍ତିବାସେର ରାମ ଦେବତା ।

ସୀତା-ଚରିତ୍ରଓ ଉତ୍ତମ କବିର ତୁଳିକାୟ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଆଛି । ବାଘ୍ନୀକିର ସୀତା ଦୃଶ୍ୟା ସିଂହିନୀ ; କୃତ୍ତିବାସେର ସୀତା ଭାବବିଗଳିତା ବର୍ଣ୍ଣହରିଣୀ ; ବାଘ୍ନୀକିର ସୀତା କ୍ଷତ୍ରିୟାଣୀ ; କୃତ୍ତିବାସେର ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମୀବନତା ବନ୍ଦ-ବଧୁ ; ବାଘ୍ନୀକିର ସୀତା ବୀରାଜନୀ ; କୃତ୍ତିବାସେର ସୀତା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଯୋଗୀଣୀ ।

କିନ୍ତୁ ହିତା ଅପେକ୍ଷା କୃତ୍ତିବାସେ ଆଉ ଏକଟି ଚିତ୍ର ବେଶୀ କୁଟିଆଛି—ତାହା ଭକ୍ତିର ସୁଧାସ୍ରାବୀ ବସନ୍ଧା । କୃତ୍ତିବାସୀ ରାମାୟଣେର ସର୍ବତ୍ର କରୁଣାର ଶାନ୍ତ-ଶୀତଳ ମଲିନ-ମେକେ ଶ୍ଳିଷ୍ଣ-ଶ୍ରୀ । ଏହି କାରଣେହି କୃତ୍ତିବାସେର ରାମାୟଣ ବାଘ୍ନୀକିର ମନେର ଉପର—ପ୍ରାଣେର ଉପର—ଜାତିର ଉପର—ସମାଜେର ଉପର ସର୍ବୋପରି ବାଘ୍ନୀକିର ଉପର ଏତଦୁର ପ୍ରକାଶ ଦିଶ୍ତାର କରିଆଛି ; ଏହି କାରଣେହି ଦ୍ଵିତୀୟେର ପର୍ବକୃତୀର ହିତେ ଧନୀର ପ୍ରାମାଣ-ତୋରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତା ଅବାଧଗତି ।

ନନ୍ଦୀ-ସ୍ରୋତେର ପରିଗତି ଯେମନ ସାଗର-ସଜ୍ଜମେ, ତତ୍ତ୍ଵେ ଭକ୍ତିର ପରିଗତି ଉଗ୍ରବାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣେ । କୃତ୍ତିବାସେର ରାମାୟଣେ ଏହି ଭକ୍ତିର ଉଦ୍ଘାସ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ଦେଖା ସାୟ । ବୈଦ୍ୟନୀ କୋମଳତା ଓ କରୁଣାର ମହାମାବନେ ଏହି ରାମାୟଣ-ଧନି ପ୍ରାବିତ ହିତ୍ତାଛି । ସର୍ବୋପରି ହନୁମାନେର ବନ୍ଧୁ ବିଦାରଣ କରିଆ ଅସ୍ଥିମଧ୍ୟେ ରାମନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭକ୍ତିର ପରାକାର୍ଥା ବଳିଆ ମନେ ହୟ । ସେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟେ ଏହିରୂପ କଳ୍ପନା ଆଛି—ସେ ଜାତିର କବି ଏହିରୂପ କଳ୍ପନା କରିତେ ପାରେନ, ସେହି ସାହିତ୍ୟ—ସେହି ଜାତି କମ ଡାଗ୍ୟାବାନ୍ ନହେ । ଏହି ହିତାବେ ବାଘ୍ନୀକିର ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ରାମାୟଣ ଓ ବନ୍ଧୁ-କବି କୃତ୍ତିବାସ ଜଗତ୍-ସଂସାରେ ଅମରଦେହର ଅଧିକାରୀ । ଏହି କ୍ରମେ ବାଘ୍ନୀକିର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳାହିତା ଆମବାଓ ବଳି :

ସାବତ୍ ସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟାନ୍ତଃ ଶିବୟଃ ସବିତଃ ମହୀତଲେ ।

ତାବଜ୍ଞାମାୟଣକଥା ଲୋକେଷୁ ପ୍ରଚରିତ୍ତା ।

ଏହି ଉକ୍ତି ବଡ଼ ଅସାଧାରଣ । ହିତା ବଳିତେ ସାହସ ଚାହିଁ—ଶକ୍ତି ଚାହିଁ—ଅଧିକାର ଚାହିଁ । ଏହି ସାହସ, ଏହି ଶକ୍ତି, ଏହି ଅଧିକାର କବିର ଛିଳ ଏବଂ ଚିତ୍ତଧିନ ଧାକିବେ ।

মহর্ষি বাঈকি রচিত রামায়ণ ও কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের মধ্যে পার্থক্য

বাঈকি-লিখিত রামায়ণের গ্রন্থ-প্রারম্ভ এইরূপ :—

একদা মহর্ষি নারদ তমসাতীরস্থ বাঈকি আশ্রমে উপনীত হইলেন। বাঈকি মহর্ষির যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া কোতুহলক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পৃথিবীতে সর্বগুণবান্ মহাপুরুষ কে ? মহর্ষি শ্রীরামের অপূর্ব জীবনকথা বাঈকির নিকট প্রকাশিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাঈকির প্রাণে রামচরিতের মনোহর স্বরগুণন জাগিতে লাগিল। তমসার জলে স্নান করিয়া তিনি শিষ্ণুগণসহ বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে ব্যাধনরাত এক ক্রৌঞ্চ তাঁহাদের সম্মুখে পতিত হইল। ক্রৌঞ্চীর সক্রমণ ক্রন্দনে মুনিবরের হৃদয়ে বিধাঘের সঞ্চার হইল—সম্মুখে ভূপতিত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া পুরোবর্তী ব্যাধকে তিনি অভিনন্দন প্রদান করিলেন :—

না নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

অভিশাপ দিয়াই অহুতাপে বাঈকির হৃদয় পুড়িতে লাগিল। তিনি অচিরে শিষ্ণুগণসহ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনতিবিলম্বে ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, আমারি ইচ্ছায় তোমার মুখ হইতে ঐ অপূর্ব শ্লোক নির্গত হইয়াছে। এখন তুমি আমারি ইচ্ছায় নারদের মুখ হইতে জগদ্বন্দ্যনীয় শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় যাহা শুনিয়াছ, তাহা অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা কর। আমি তোমায় বন্দন করিতেছি—রাম-চরিতের গুপ্তকথা সমস্তই তুমি জানিতে পারিবে এবং তুমি যাহা লিখিবে শ্রীরাম-চরিত্রে তাহাই সফল হইবে।

ব্রহ্মা অন্তর্ধান করিলে মহর্ষি বাঈকি যোগবলে শ্রীরাম-সঙ্কে সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তাঁহার কল্পনানৈত্রের পুরোভাগে অযোধ্যার পুণ্যচ্ছবি ও শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র জীবনালেখ্য জাগিয়া উঠিল। বাঈকি চক্ষিণ হাজার শ্লোকে পাঁচ শত সর্গে ছয় কাণ্ডে রামায়ণ রচনা করিলেন। ভবিষ্য উত্তর কাণ্ড পরে রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচনা করিয়া তাহার প্রচার জন্য মুনি চিস্তিত হইলেন, এমন সময়ে মুনিবেশী লব-কুশ আসিয়া বাঈকির চরণ বন্দনা করিলেন। সূদর্শন ও সুকঠ লব-কুশকে দেখিয়া মুনি অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদ্বিগকে রামায়ণ গান শিখাইলেন। লব-কুশ তদনুচিন্তে যথা-তথা রামগুণ গাহিতে লাগিল।

একদা রামচন্দ্র সুবেশ-সুন্দর দুইটি মুনি-বালকের কণ্ঠে নিজের চরিত্র-কীর্তন শুনিয়া তাহাদ্বিগকে রাজবাটীতে আহ্বান করিলেন ও রামায়ণ গান করিতে আদেশ দিলেন। রাজাজ্ঞায় লব-কুশ রামায়ণ গান করিল। লব-কুশ অযোধ্যার কথা বলিয়া রাজা দশরথের রাজসভার ঐশ্বর্য বর্ণনা করিল। দশরথ তাঁহার শাস্তা নাম্নী কন্যা অঙ্গদেশরাজ বসু বোমপাদকে অপত্য-কৃত্তিকারূপে দান করিলেন। কোন কারণে বোমপাদের রাজ্যে অনারুষ্টি হয়। বোমপাদ অনারুষ্টি দূর করিবার জন্য দ্বিজগণের পরামর্শে বিভাগুক-সুত ঋষিশূককে অঙ্গদেশে লইয়া আনিলেন। ঋষিশূকের আগমনে অঙ্গরাজ্যে রুষ্টি হইল। বোমপাদ কন্যা শাস্তার সহিত ঋষিশূকের বিবাহ দিলেন। ইতিপূর্বে দশরথ যুগলমে

ଅକ୍ଷୟନିର ପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁକେ ବଧ କରିয়া “ପୁତ୍ରଶୋକେ ମୃତ୍ୟୁ ହইବେ” এইରୂପ ଅଭିଶପ୍ତ ହନ । সেই সময়ে ଦଶରଥ ଅପୁତ୍ରକ ଛିଲେନ । ପୁତ୍ର ଲାଭେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରି ତାହା ତିନି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେନ । ଏକ ବଂଶଧର ପର ସଙ୍ଗେର ଘୋଡ଼ା କିରିয়া ଆସିଲ । ସରସ୍ୱତୀ ଉତ୍ତର ଧୀରେ ସଙ୍ଗେକ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହଇଲ । ସାମାଜିକ କୌଶଲ୍ୟା ତିନିବାର ଖଡ଼ଗାଧାତ କରିয়া ନେଇ ସଞ୍ଜୀୟ ଅଧ ବଳି ଦିଆ ଏକରାତ୍ରି ଐ ଘୋଡ଼ାର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଧ୍ୟାନ କରିয়া ରହିଲେନ । ପୁରୋହିତଗଣ ଐ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚକ୍ଷି ସଞ୍ଜୀୟ ଅ'ଗ୍ରକୂଳେ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେନ । ଦଶରଥ ଐ ଚକ୍ଷିଧୂମ ଗ୍ରହଣ କରିଲେନ । ଅତ:ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଙ୍ଗେର ଆହୁତି ଦିଆ ସଞ୍ଜ ସମାପନ କରେନ । ଏହି ସମୟେ ଦେବଗଣ ଶୁକ୍ଷିଗଣ ସଞ୍ଜଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ଆସିଲେନ । ଦେବଗଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କେ ବାବନକୃତ ଅତ୍ୟାଚାରେର କଥା ବିବୃତ କାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବଲିଲେନ, ମାନୁଷେର ହାତେ ବାବନେର ମୃତ୍ୟୁ ହইବେ । ଦେବଗଣ ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କେ ଦଶରଥେର ଗୃହେ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତିତେ ଅଗ୍ନିଗ୍ରହଣ କରିତେ ଅନୁରୋଧ କରେନ । ବିଷ୍ଣୁ ଗୁଣ୍ଡମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାଙ୍କେ ଅଗ୍ନିଗ୍ରହଣ ଶୁଭକାରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାତେ ଧାକିବେନ ବଲିଆ ଶୁକାର କରିଲେନ । ଏହି ସମୟେ ସଞ୍ଜକୂଳେ ହইତେ ଏକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ପାୟସ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣପାତ୍ର ଲইয়া ଉପିତ ହইଲେନ ଏବଂ ମହିଷୀଗଣଙ୍କେ ଏହି ପାୟସ ଖାଣ୍ଡିଆତେ ବଲିଲେନ । ମହାରାଜ ଦଶରଥ ନେଇ ପାୟସ ଲইয়া ଅନ୍ତ:ପୁରେ ଆସିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେହି ପାୟସେର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କେ ଦିଲେନ । କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପାୟସ ଦିଆଛିଲେନ, ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶୁକ୍ଳିକାଙ୍କେ ଦିଲେନ । ପାତ୍ରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପାୟସ ଛିଲ ତାହା କୈକେୟୀଙ୍କେ ଦେଓରା ହইଲ । ପରେ କି ଶାବିଆ କୈକେୟୀଙ୍କେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପାୟସେର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲইয়া ଶୁକ୍ଳିକାଙ୍କେ ଦାନ କରିଲେନ । ତତ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶେ ଦେବତାଗଣ ବାନରରୂପୀ ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଲେନ ।

ମହାରାଜ ଦଶରଥେର ସଞ୍ଜଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଆ ଦେବତାଗଣ ଅନ୍ତର୍ଦାନ ହইଲେନ । ବାମଚନ୍ଦ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସେର ନବମୀ ତିଥିତେ ପୁନର୍ବନ୍ଧୁ ନକ୍ଷତ୍ରେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନେ, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରେ ମୌନଲଗ୍ନେ ଭରତ, ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତ୍ୟ ଅଗ୍ନିଗ୍ରହଣ କରିଲେନ । ଏକାଦଶ ଦିବସ ଗତ ହইଲେ ରାଜକୁମାରଗଣେର ନାମକରଣ ହইଲ ।

କୃଷ୍ଣିବାସ ବାଞ୍ଚିକିର ପହାନ୍ତୁସାରେ ବାମାୟଣ ଆରମ୍ଭ କରେନ ନାହି । କୃଷ୍ଣିବାସେର ଗ୍ରହ-ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏହିରୂପ :—ଏକଦିନ ଗୋଲୋକେ କଳ୍ପତରୁତଳେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସହିତ ବସିଆ ଆଛେନ । ଏମନ ସମୟେ ସହସା ନାରାୟଣ ଚାରି ଅଂଶ-ସହୃତ ହইତେ ଛିଟ୍ଟା କରିଲେନ ଏବଂ ବାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶକ୍ତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ପରିବୃତ ହইଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀରୂପିଣୀ ମୃତ୍ୟୁଦେବୀଙ୍କେ ବାମେ ଲইଆ ବସିଆ ରହିଲେନ । ହନୁମାନ କରଜୋଡ଼େ ଭବ କରିତେ ଲାଗିଲ । ସହସା ତଥାୟ ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ହইଲେନ । ନାରାୟଣେର ଏହିରୂପ ରୂପ ଦେଖିଆ ନାରଦ ସବିଧ୍ୟେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବେର ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହইଆ ନାରାୟଣେର ଏହିରୂପ ରୂପ-ଧାରଣେର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେନ ମନେ କରିଲେନ । ନାରଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହইଲେନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କେ ଶୁଭେ ଲইଆ ମହାଦେବେର ନିକଟ ପୌଛିଲେନ । ମହାଦେବ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ନାରଦଙ୍କେ ଦେଖିଆ ସମଗ୍ରମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ-କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ । ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣେର ଚାରି ଅଂଶ ଧାରଣେର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ମହାଦେବ ବଲିଲେନ—ହୈ ନାରାୟଣେର ଭବିଷ୍ୟରୂପ । ଏହି ରୂପ ଧାରଣ କରିତେ ଏବେନା ଷାଟ ହାଜାର ବର୍ଷ ଆଛେ । ନାରାୟଣ ଏହି ରାମରୂପ ଧାରଣ କରିଆ ଦେବଦେବୀ ବାବନଙ୍କେ ବଧ କରିବେନ । ତତ୍ପରେ ବାମ-ନାମେର ମହିମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଲିଲେନ, ଆପନାଦେର ସାତ୍ରୀ-ପଥେର ମଧ୍ୟେ (କେହ କେହ ବଲେନ ସନ୍ଧ୍ୟାପଥ ନାମକ ସ୍ଥାନେ) ଏକ ଦନ୍ତ୍ୟ ରହିଆଛେ, ତାହାଙ୍କେ ଆପନାଦା ମଧୁର ବାମ-ନାମ ସହାୟତା ଦାନ କରିବେନ । ତାହାଙ୍କେ ତାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ହইବେ ।

ব্রহ্মা ও নারদ রত্নাকরকে দেখিয়া চিনিলেন। দৃশ্য রত্নাকর তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্ভূত হইলে ব্রহ্মা ও নারদ উভয়ে নানা কথার পর বলিলেন, তুমি যে এইরূপ পাপ কর এই পাপের ভাগ তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ লইবেন কিনা জানিয়া আইস। রত্নাকর গৃহে গিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই তাহার পাপ-ভাগ লইতে স্বীকৃত হইল না। তখন রত্নাকর নিজের ভুল বুদ্ধিতে পারিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল ও কিসে তাহার উদ্ধার হইবে এতদ্বারা পরিতাপ করিয়া বসিল। ব্রহ্মা তাহাকে রাম নাম জপ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া রাম নাম বাহির হইল না। এতদ্বারা তাঁহারা রাম শব্দ উল্টাইয়া “মরা” “মরা” জপ করিতে বলিলেন। এই রূপে জপে নিবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা ও নারদ প্রস্থান করিলেন। ষাট হাজার বর্ষ পরে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রহ্মা ও নারদ দেখিলেন নিকটে কেহ নাই— এক বাকীক-মধ্য হইতে রাম রাম শব্দ উঠিতেছে। ব্রহ্মা ও নারদ সমস্ত জানিতে পারিয়া ইন্দ্রদেবকে ডাকিয়া বৃষ্টি করিতে বলিলেন। ইন্দ্র সাতদিন বারি বর্ষণ করিলে মাটি গলিয়া গেল। ব্রহ্মা ও নারদ দেখিলেন, রত্নাকরের গাত্র-মাংস গলিয়া গিয়াছে। কেবল অস্থি মাত্র আছে। ব্রহ্মা বাকীকি বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহাকে রামচরিত্ত অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দান করিলেন।

একদিন বাকীকি এক সরোবর-তীরে বৃক্ষমূলে বসিয়া রাম নাম জপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া ঐ বৃক্ষশাখায় ক্রৌঞ্চ পক্ষীকে নল-বিদ্ধ করিল। নল-বিদ্ধ ক্রৌঞ্চ হতচেতন হইয়া বাকীকির ক্রোড়ে পতিত হইল। ইহা দর্শনে বাকীকি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া—

মা নিষাৎ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা।

যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

বলিয়া অভিশাপ দান করিলেন।

এই অপূর্ণ কবিতা বলিয়া ফেলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা লিখিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া শ্রদ্ধাজ মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা-প্রেরিত নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া ঐ রূপ শ্লোকেই রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ দান করিলেন।

ইহার পর কৃষ্ণিবাস চন্দ্রবংশের বিবরণ, মাক্কাতা ও হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া সগর-বংশের বর্ণনা করিয়াছেন। সগর-সন্তানগণের মুক্তিকামনায় ভগীৰথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন, কাণ্ডার মুনির বৈকুণ্ঠ গমন, সগরবংশের উপাখ্যান, গঙ্গা-মাহাত্ম্য, সৌদাস রাজার উপাখ্যান, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, বশু রাজার কৌতুকধা, অজ রাজার বিবাহ ও দশরথের জন্মকথা, দশরথের বিবাহ, সুমিত্রার দুর্ভাগ্য, দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি, জটায়ুর সহিত দশরথের মিত্রতা, গণেশের মুণ্ড পরিবর্তন শনি কর্তৃক দশরথকে বরদান, দশরথের যুগ্মা, দশরথ কর্তৃক অঙ্কমুনি-পুত্র সিদ্ধ বধ দশরথের প্রতি অঙ্কক মুনির অভিশাপ, সশ্বর অসুর বধ, দশরথের নিকট হইতে কৈকেয়ীর বরলাভ, লোমপাৎকের রাজ্যে অনাবৃষ্টি দূর করিবার জন্ত লোমপাৎ কর্তৃক ছলে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন, লোমপাৎ কর্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গকে শাস্তানায়ী কস্তাদান—ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে রাজা দশরথের যজ্ঞ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। দশরথের এই যজ্ঞ দর্শনে অনেক মুনি ও রাজা আসিলেন। সমবেত

মুনিগণ এক সঙ্গে বেদধ্বনি করিতেই অগ্নি নিঃসৃত হইল। মুনিগণ-মুখ-নিঃসৃত সেই অগ্নিকে পবিত্র করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জালিত হইল।

দেবতাগণ স্বীরোধ-সাগর-কূলে গিয়া ভগবান্কে দেবদেবী বাবণের কথা জামাইলেন। দেবতাগণের প্রার্থনায় ভগবান্ দশরথ-গৃহে জন্ম লইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্রীভগবানের এই অঙ্গীকার-বাণী ঋষ্যশৃঙ্গ গুহিতে পাইয়া যজ্ঞে আছতি দ্বিবামাত্র যজ্ঞকুণ্ড হইতে চক্রর উৎপত্তি হইল, ঋষ্যশৃঙ্গ ঐ চক্র কোশল্যাকে খাওয়াইবার জন্ত দশরথকে আদেশ করিলেন। দশরথ চক্র লইয়া অস্ত্রপুবে গমন করিয়া অর্ধেক কোশল্যাকে ও অর্ধেক কৈকেয়ীকে দিলেন। পরে আপন আপন পুত্রের সহচর হইবে এই প্রতিশ্রুতি লইয়া কোশল্যা ও কৈকেয়ী আপন আপন চক্রর অর্ধেক সুমিত্রাকে দান করেন। যথাকালে কোশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন।

সুতরাং মূল বাম্বীক রামায়ণে ও কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে গ্রন্থ-প্রারম্ভের কত পার্বক্য পাঠক অনুধাবন করুন। বর্ণনার পার্বক্য কৃষ্ণিবাসে নানা স্থানেই লক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া কৃষ্ণিবাস, বাম্বীকর অনেক বিষয় বর্জন করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ-যোগ্য।

- ১। বলি-বামনোপাখ্যান।
- ২। রাজা কুশনাভ ও তাঁহার শত কন্যার বিবরণ।
- ৩। গন্ধা ও উমার উৎপত্তি-বিবরণ।
- ৪। কার্তিকেয়ের উৎপত্তি-বিবরণ।
- ৫। সমুদ্র-মধ্বন।
- ৬। মরুৎগণের জন্ম।
- ৭। বিশিষ্ঠ-বিখামিত্র-বিবোধ।
- ৮। বিখামিত্র-বিবরণ।
- ৯। অশ্বরীষ উপাখ্যান।
- ১০। শ্রীরামচন্দ্রের আদিত্যরুদ্রয় শুব পাঠ ইত্যাদি—

আবার বাম্বীক রামায়ণে নাই। অথচ কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে আছে এমন বিষয়ও অল্প নহে।

- ১। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
- ২। জয়ন্তকাকের নেত্র-বেধ-করণ।
- ৩। চামুণ্ডার লঙ্কাত্যাগ।
- ৪। শিব-দুর্গার কোন্দল।
- ৫। অজয়-রাগবার।
- ৬। হনুমানের গন্ধমাধন আনয়নে কালনেমির বাধা প্রদান।
- ৭। দেবীর অকাল-বোধন।
- ৮। কুন্তকর্ণ বধে যোগিনীগণের আবির্ভাব।
- ৯। লবকুশের যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রাদি চারি ভ্রাতার পতন।

- ১০। ভরগীসেন বধ।
 - ১১। বীরবাহু বধ।
 - ১২। হনুমানের সূর্য্যকে কক্ষতলে বন্দীকরণ।
 - ১৩। অহীরাবণ বধ।
 - ১৪। মহীরাবণ বধ।
 - ১৫। দেবী-কর্তৃক পুষ্প হরণ।
 - ১৬। শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দেবীকে চক্ষু উৎপাটন করিয়া প্রদান, ইত্যাদি।
- এতদ্ভিন্ন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের যে পার্বক্য আছে সে-সকলের বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এক্ষণ সংক্ষেপে আরও দুই চারি কথা লিখিয়া এই অংশের উপসংহার করিব।

আদিকাণ্ড—

- ১। বায়্মীকি লিখিয়াছেন—অঙ্গরাজের কর্তব্য-ক্রটির জ্ঞান তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—এক কুমারী কণা ঋতুমতী হওয়ায় রাজার পাপ হয়। সেই পাপে অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল।
- ২। বায়্মীকি লিখিয়াছেন—অসমঞ্জ প্রজাদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করায় সগর রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করেন।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—সংসার ভাগের চলনায় অসমঞ্জ ঐ রূপ উপদ্রব করিয়াছিলেন।
- ৩। বায়্মীকি লিখিয়াছেন—সগর রাজা অসমঞ্জের পুত্র অংশুমানকে তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—সগর রাজা তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
- ৪। বায়্মীকি লিখিয়াছেন—অংশুমান ঘোড়া লইয়া ফিরিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই। সগর গঙ্গা আনিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।
- ৫। বায়্মীকি লিখিয়াছেন—দ্বিলীপ গঙ্গা আনিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি গঙ্গা আনিতে পারেন নাই। এই সময়ে তাঁহার ভগীরথ নামে এক পুত্র হয়।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—দ্বিলীপের কোন সন্তানাদি ছিল না। দ্বিলীপের মৃত্যুর পর মহাদেবের আদেশে তাঁহার দুই রাণীর মিলনে একের গর্ভ হইতে এক মাংসপিণ্ড মাত্র প্রসূত হয়। ঐ মাংসপিণ্ড এক রাস্তায় ফেলিয়া রাখা হয়। দৈবযোগে অষ্টাবক্র সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা মাংসপিণ্ড নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। এক্ষণ অষ্টাবক্র বলেন, যদি তুমি বাস্তবিক বিক্রতাক হও তবে আমার বরে তোমার দেহ স্পর্শন হইবে; আর যদি তুমি আমাকে দেখিয়া উপহাস করিবার ছলে এরূপ করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি ঐরূপই থাকিবে।
- ৬। বায়্মীকি লিখিয়াছেন—ভগীরথ বধে চড়িয়া গঙ্গার অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—ভগীরথ বিষ্ণুর প্রদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ত্রিলোক হইতে গঙ্গাকে আনিলেন। গঙ্গা প্রথমে স্মেরুতে পড়িলেন। তৎপরে তাহা শৈলমধ্যে আটকাইয়া পড়িলে

ঐবাবত দাঁত দিয়া পাহাড় ভেদ করিতে গিয়া গঙ্গার স্রোতে সে বিলম্ব অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে। গঙ্গা শেষে স্নান করি হইতে চারিধারায় মহাদেবের জটায় পড়েন। ভগীরথের প্রাৰ্থনার মহাদেব গঙ্গাকে জটায় মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেন।

- ৭। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—অক্ষুণ্ণি কাণ দিয়া গঙ্গা বাহির করিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—আমু দিয়া।
- ৮। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রাধি সকলে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে সেই নৌকা সোনা হইয়া গিয়াছিল।
- ৯। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—গৌতম মুনির অভিশাপে ইন্দ্রের কোষ স্থলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অহল্যা অগ্নের অদৃশ্য হইয়া ভস্মের উপর বায়ু মাত্র গ্রহণ করিয়া পড়িয়া থাকে।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের সর্কাজে কুৎসিত চিহ্ন হয়। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহা চক্ষুরূপে পরিণত হইয়াছিল এবং অহল্যা প্রস্তুতময়ী হইয়া সেইখানে ছিল।
- ১০। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—অহল্যা ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া সহর্ষে বতিভ্রাম করিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—অহল্যা ইন্দ্রকে চিনিতে পাবেন নাই।
- ১১। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—পরশুরাম রামের বল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। একস্র তিনি তাঁহার হাতে বিষ্ণু-ধনু দিয়া বলিয়াছিলেন তুমি এই ধনুর আকর্ষণ কর। রাম বিষ্ণু-ধনুকে শর যোজনা করিয়া পরশুরামের স্বর্গপথ বোধ করেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করায় গুরুর অপমান হইয়াছে ভাবিয়া পরশুরাম রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধপ্রার্থী হন। রাম কোশলে ধনুকে শর যোজনা করিয়া পরশুরামের অস্ত্র পাতালের পথ খোলা রাখেন।

অযোধ্যাকাণ্ড—

- ১। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—রাজা দশরথ সখর অশুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে কৈকেয়ী রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। রাজা মূচ্ছিত হইলে কৈকেয়ী রাজা দশরথকে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে অস্ত্র স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে পরিভ্রাণ করেন। একস্র দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—সখর যুদ্ধে এক বর ও স্বামীর নথ-ত্রণে মুখের তাপ দিয়া আর এক বর, কৈকেয়ী এইরূপে দুই বর পাইয়াছিলেন।
- ২। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—দশরথ কৈকেয়ীকে কিছুতেই রামের বনবাস ও ভবতকে রাজ্যদান এই দুই বর দিতে চান নাই। কিন্তু কৈকেয়ী ঐ দুইটি বর প্রাপ্তির জন্তই জেদ করে।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—কৈকেয়ী দশরথকে স্বীকৃত্ত বাক্যে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য-দাতা রাজা যযাতি, স্বচক্ষু-দাতা শিবি, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য-দাতা ইক্ষাকুর কথা বলিয়াছিলেন।
- ৩। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রাধি ভেলা বাঁধিয়া যমুনা পার হন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রাধি যমুনা-তীরে উপস্থিত হইলে যমুনার জল হাঁটু প্রমাণ হয় ও রামচন্দ্রাধি হাঁটিয়া যমুনা পার হন।

[ক]

- ৪। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া রামচন্দ্রাদির বন-গমন শুনিলেন ও অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত চলিলেন। ভরত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে গুহক স্নাত্তিসহ বিনীত ভাবে আসিয়া রামের সংবাদ ভরতকে জানাইয়াছিল।
- কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—রামের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া গুহক আপনাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত। তাই ভরত গুহককে নমস্কার করিলে গুহক ভরতকে শ্রীরামচন্দ্রের সংবাদ জানাইয়াছিল ও সকলকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়াই চলিয়া গিয়াছিল।
- ৫। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে পিতৃবিয়োগ-বার্তা জানাইয়াছিলেন।
- কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—বশিষ্ঠ রামকে পিতৃবিয়োগ বার্তা জানাইয়াছিলেন।
- ৬। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—ভরত স্বর্ণ পাছকা লইয়া রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—আপনি এই পাছকায় একবার শ্রীচরণ অর্পণ করুন।
- কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম স্বেচ্ছায় ভরতকে নিজের পাছকা দান করিয়াছিলেন।

অরণ্যাকাণ্ড -

- ১। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—বিবাহ দৈত্য কুবেরের শাপে রাক্ষস হইয়াছিল।
- কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—প্রভুর বিহার-স্থানে গমন করায় প্রভু বিরক্ত হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহাতেই সে রাক্ষস হইয়াছিল।
- ২। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—রাম লক্ষণাদির সঙ্গে জটায়ু পক্ষবটী বনে গিয়াছিল।
- কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—জটায়ু তাঁহাদের সঙ্গে যায় নাই। তবে স্মরণ করিবা মাত্র জটায়ু তাঁহাদের কাছে আসিত।
- ৩। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—মারীচের বিপরীত চীৎকারে সীতাদেবী কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অভিমান হইবে লক্ষণ কুটীর পরিত্যাগ করিলেন।
- কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—লক্ষণ এক গণ্ডী দিয়া গিয়াছিলেন। সীতাদেবী ঐ গণ্ডীর বাহিরে পদাৰ্পণ করিলেই রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছিল।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—

- ১। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—রাম এক বাণে সপ্ততাল ভেদ করেন এবং হৃন্দুভি-অস্থি দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন।
- কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম ঐ হৃন্দুভির অস্থি শত যোজন দূরে ফেলিয়াছিলেন।
- ২। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—বালি ও সূত্রীবেব যুদ্ধ একবার হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রাম বালিকে বাণ-বিদ্ধ করেন এবং রাম ও লক্ষণ বাণ-বিদ্ধ বালির নিকট গমন করিয়াছিলেন।
- কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—বালি ও সূত্রীবেব যুদ্ধ দুইবার হইয়াছিল। রামচন্দ্র অন্তরাল হইতে বালির উপর শরক্ষেপ করিয়াছিলেন।

- ৩। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—বালি নিহত হইলে তারা রামচন্দ্রকে কোনো অভিশাপ হেঁম নাই—
অনুযোগ করিয়াছিলেন মাত্র।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—তারা রামচন্দ্রকে দুইটি শাপ দিয়াছিলেন। (১) সীতার অস্ত্র তোমাকে
কাঁড়িতে হইবে, (২) জন্মান্তরে অঙ্গুষ্ঠের হাতে তোমার মৃত্যু হইবে।
- ৪। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—সীতা উদ্ধারের অস্ত্র রামচন্দ্রের সহায় হইব বলিয়া স্ত্রীকৃত্যে অতিশয়
কিন্তু স্ত্রীকৃত্যে কিছুই করিতেছে না দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষণকে স্ত্রীকৃত্যের নিকট প্রেরণ
করেন। কিন্তু স্ত্রীকৃত্যে নিজে লক্ষণের সহিত দেখা না করিয়া তারাকে পাঠাইয়া দেন।
তারা বিশেষ সমাদর করিয়া লক্ষণকে ভিতরে লইয়া যান।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—লক্ষণ রামাজ্ঞা লইয়া সোভানুজী স্ত্রীকৃত্যের অস্ত্রপূরে প্রবেশ করেন
সেই সময়ে তারা আসিয়া লক্ষণের পা জড়াইয়া ধরে।
- ৫। বাম্বীকি হনুমানের জন্ম-কথা কিঙ্কিকাণ্ডে লিখিয়াছেন।
কৃষ্ণিবাস তাহা সুন্দরকাণ্ডে লিখিয়াছেন।
- ৬। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—পাতালবাসিনী স্বয়ংপ্রভা বৃদ্ধা তাপসী। হনুমান্ তাহার কাছে সীতার
ধবর আনিতে চায়। কিন্তু কোনো ধবর সে পায় নাই।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—ঐ তাপসী তরুণী ছিল। সে বানরগণকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পলাইতে বলে।

সুন্দরকাণ্ড—

- ১। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে লঙ্কা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া হনুমানের পথ
অবরোধ করিয়াছিল।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—চামুণ্ডা হনুমানকে বাধা দিয়াছিলেন। হনুমানের প্রাৰ্থনায় চামুণ্ডা
লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করেন।
- ২। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ সুন্দরার মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া মুখ দিয়াই বাহির হইয়াছিল।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—কাণ দিয়া।
- ৩। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—অয়স্ত-কাক সীতার স্তনে ক্ষত করিলে বান একখানি কুশ মধুপুত করিয়া
নিক্বেপ করেন। কাক কোথাও স্থান না পাইয়া পুনরায় বামের শরণ লয় ও ঐ কুশাশ্বের
নিকটে এক চক্ষু দান করে।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—বাণ বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে অয়স্ত-কাকের একচক্ষু
লইয়া আসে।
- ৪। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ কেবলমাত্র বিত্তীষণের ধর পোড়ায় নাই।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—হনুমান্ বিত্তীষণ ও কুন্তকর্ণের ধরে অগ্নি দান করে নাই।

লঙ্কাকাণ্ড—

- ১। বাম্বীকি লিখিয়াছেন—সীতা প্রত্যর্পণ করিবার অস্ত্র বিত্তীষণ বাবণকে বলিলে বাবণ বিত্তীষণকে
ধিকার মাত্র দিয়াছিলেন।
কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছেন—বাবণ বিত্তীষণকে পদাঘাত করিয়াছিলেন।

- ২। বাণ্মীকি লিখিয়াছেন—আশ্রয়-প্রার্থী বিভীষণকে রামচন্দ্র কথ যুনির পুত্র কণুর উপদেশ দিয়াছিলেন।
কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্র বিভীষণকে শিবি রাজার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। বিভীষণ রামের নিকট তিনটি শপথ করিয়াছিল।
- ৩। বাণ্মীকি লিখিয়াছেন—পাঁচ দিনে সেতু বন্ধন হইয়াছিল।
কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—একমাসে সেতু বন্ধন হয় ও কাঠবিড়ালেবোও এই সেতু বন্ধনে মল ও হনুমানের সাহায্য করিয়াছিল।
- ৪। বাণ্মীকি লিখিয়াছেন হস্তীর পায়ের চাপে কুম্ভকর্ণের নিজা ভঙ্গ হয়।
কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—মদিরা ও মাংসের গন্ধ পাইয়া কুম্ভকর্ণের নিজা ভাঙ্গে।

উত্তরাকাণ্ড—

- ১। বাণ্মীকি লিখিয়াছেন—প্রাণিগণের মধ্যে বাহারা জল বন্ধা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহারা রান্ধস হয়।
কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—প্রাণীরা অপর প্রাণীদের ভার গ্রহণ না করায় রান্ধস হইয়াছিল।
- ২। বাণ্মীকি রামায়ণে—গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ বর্ণিত নাই। ইহা কুন্তিবাসের নুতন সৃষ্টি।
- ৩। বাণ্মীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ বড় উৎপীড়ক ছিল। একজন যুনিগণ অভিশাপ দেন যে, হনুমান্ আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে পারিবে না।
কুন্তিবাস লিখিয়াছেন—গুরুর পড়ায় দোষ ধরায় গুরু এইরূপ অভিশাপ দেন।
- ৪। কল্মাষপাদ রাজার উপাখ্যান কুন্তিবাসী রামায়ণে নাই।
বাহুল্য ভয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল না।

ফুলিয়া গ্রামের যাত্রাপথ

কৃষ্টিবাসের অন্নপরিগ্রহে যে ফুলিয়া স্বনামধন্য হইয়া রহিয়াছে—তাহার প্রতি বেণুকণা কৃষ্টিবাস কঠোৰ্ণিত মধুর রাম কথায় পবিত্র হইয়া রহিয়াছে—যে ফুলিয়া সারস্বত যজ্ঞের পূণ্যপীঠরূপে পরিগণিত, সেই ফুলিয়া গ্রাম কোথায় অবস্থিত ও তাহার যাত্রা-পথ কিরূপ ইহা জানিবার উক্ত অনেক পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। ইহা বিবেচনা করিয়া আমরা ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত ত্রীমুস্ত স্মরণনাথ মুস্তোফী মহাশয়ের 'গ্রামবন্দ ফুলিয়া' হইতে সার সংলন করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ফুলিয়া, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। রাণাঘাট হইতে ইহার দূরত্ব ৭৮ মাইলের বেশী হইবে না। এই ফুলিয়ায় যাইবার কয়েকটি রাস্তা আছে। (১) রাণাঘাট রেলষ্টেশনে নামিয়া চূর্ণিনদীর অপর পার হইতে বোড়ার গাড়ী করিয়া যাত্রা করিলে শান্তিপুর যাইবার পাকা রাস্তার ধারে ফুলিয়া গ্রাম পাওয়া যায়। (২) রাণাঘাটে নৌকা ভাড়া করিয়া চূর্ণি দিয়া গঙ্গার পড়িতে হয়, তৎপরে শান্তিপুরের দিকে যাইতে বয়ড়ার গ্রাম পাওয়া যায়। এই বয়ড়ার ঘাট হইতে এক মাইল দূরে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত। (৩) কলিকাতা টীম স্তাভিগেশন কোম্পানীর টীমার প্রাতঃকালে কলিকাতার হাটখোলা-ঘাট হইতে ছাড়ে এবং সন্ধ্যার পূর্বে উক্ত বয়ড়ার ঘাটে পৌঁছে। (৪) রাণাঘাট-শান্তিপুর রেল-লাইনের বইচা ষ্টেশন হইতে ফুলিয়া প্রায় ১৪.০ মাইল দূরে অবস্থিত। শেষোক্ত পথটিই সঙ্গীপেক্ষা সুবিধাজনক। এই বইচা হইতে ফুলিয়া যাইতে হইলে বইচার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ হইতে যে সরকারী কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া এক বিস্তীর্ণ মাঠের অপরাংশে রাণাঘাট-শান্তিপুর রেল-লাইন পার হইতে হয়। তৎপরে রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পদব্রজে যাইবার পাকা রাস্তা পার হইয়া অন্যান্য অর্ধমাইল পথ অতিক্রম করিলেই কৃষ্টিবাসের ভিটায় উপস্থিত হওয়া যায়।

যে ভূমিখণ্ডকে কৃষ্টিবাসের বাস্তুভিটা বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন, তাহার মাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪১.০ ফিট, পূর্ব-পশ্চিমে ১২.০ ফিট অর্থাৎ প্রায় ৫ বিঘা ৮ কাঠা। এই ভূমিখণ্ডের নিকটে ইষ্টকনির্মিত স্তম্ভ-গৃহে অধুনা এক নিম্ন প্রাথমিক স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ-গৃহের দক্ষিণ-দিকে ১৪.০ ফিট দূরে ১৩' x ১১½' একটি স্থান ১ ফিট উচ্চ স্তম্ভের শোভন বেলিং দিয়া ঘেরা। ইহার উত্তর দিকে একটি ঘর দেখা যায়। বেলিং দিয়া ঘেরা এই স্থানটির মধ্যে মাটির উপরে কটা রংঙের বেলে পাথরের একটি ৮ ফিট লম্বা-৮ওড়া চতুষ্কোণ বেদী আছে। এই বেদীটি ১ ফুট উচ্চ। এই বেদীর উপরে একটি খেত পাথরের বেদী আছে—উহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৬ ফিট। এই বেদী সাত ইঞ্চি মাত্র উচ্চ। ইহার উপরে অপেক্ষাকৃত ছোট আরও দুইটি বেদী আছে। তাহার উপরে একটি চতুষ্কোণ খেত

প্রস্তর রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৩ ফিট—উচ্চতা ৪ ফিট। ইহার উত্তরদিকের গাত্রে লেখা আছে :—

“মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব, ১৪৪০ খৃঃ অক্ষ, মাঘ মাস
শ্রীপঞ্চমী, রবিবার।
হেথা দ্বিজোত্তম—
আত্মিকবি বাল্যসার ভাষা-রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জন্ম,
স্বরভিত সুকবিত্তে কুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সন্মমে প্রণম।”

যে প্রস্তরখণ্ডের উপর এই কবিতা খোদিত আছে, তাহার উপর আরও তিনস্তর খেত-প্রস্তর আছে ও তাহার উপরে একটি চতুর্কোণ স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের উর্দ্ধদেশে একটি খেত প্রস্তর-নির্মিত “ওঁ” অক্ষর আছে। এই স্তম্ভের পাদদেশ প্রত্যেক দিকে ২ ফিট ও উহা ৫৩ ফিট উচ্চ। ভূপৃষ্ঠ হইতে স্বতিস্তম্ভের সর্বোচ্চস্থান প্রায় ১৪৩ ফিট উচ্চ হইবে। স্বতিস্তম্ভটি দেখিতে কতকটা কলিকাতার অক্ষকুপ-হত্যার স্বতিস্তম্ভের স্থায়।

স্বতিস্তম্ভের প্রায় ১৬ ফিট দূরে অগ্নিকোণে এক ক্ষুদ্র অক্ষলাকীর্ণ স্থান একটিমাত্র তারের বেষ্টনী দ্বারা সীমাবদ্ধ করা আছে। ঐ স্থানটির মাপ ১১' × ১০'। এই স্থানে কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের শেষ চিহ্ন একটি ক্ষুদ্র যুগ্মসূপ সমতল ভূমি হইতে মাত্র ২ ফিট উচ্চ হইয়া আছে। স্তম্ভের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র যুগ্মসূপ সমতল ভূমি হইতে মাত্র ২ ফুট উচ্চ হইয়া আছে। স্তম্ভের উপরিভাগে দুই চারিটি পুরাতন ইট পড়িয়া রহিয়াছে। সাধারণ অশিক্ষিত লোকে বলিয়া থাকে যে, কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের চিপির উপর উঠিলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

উক্ত ভিটার ২৬ ফিট দূরে পশ্চিমদিকে একটি পাকা ইন্দারা বা কূপ আছে। ইহার ব্যাস সাড়ে সাড় কি আট ফিট হইবে। কূপের ভিতর দিকে প্রাচীর-গাত্রে খেত প্রস্তর-কলকে খোদিত আছে :—

কৃত্তিবাস-কূপ

১৩২০

কৃত্তিবাসের ভিটার সন্নিকটে একটি কাঁচা বাস্তা নির্মিত হইয়াছে। তাহা ‘কৃত্তিবাস রোড’ নামে পরিচিত।

যে ভূমিখণ্ডের উপর কৃত্তিবাসের স্বত্টিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় পূর্বে বাঁশবাগান ছিল।

স্মৃতিপত্র

আদিকাণ্ড

| বিষয় | পত্রাঙ্ক | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|----------|---|----------|
| স্মৃতিকা :— | | | |
| কৃষ্ণিবাসের আত্মবিবরণ | (ক) | দশরথের রাজ্যাভিষেক | ৩৯ |
| কৃষ্ণিবাসের বংশ তালিকা ও কৃষ্ণিবাস-কথা | (ঘ) | দশরথের সহিত কোশল্যার পরিণয় ... | ৪০ |
| বাল্মীকির ও কৃষ্ণিবাসের রাম-সীতার | | দশরথের সহিত কৈকেয়ীর বিবাহ ... | ৪১ |
| তুলনামূলক চরিত্র-সমালোচনা | (গ) | দশরথের সহিত স্মৃতিকার বিবাহ ... | ৪২ |
| মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ ও | | দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি | ৪৩ |
| কৃষ্ণিবাস-রচিত রামায়ণের মধ্যে পার্থক্য (ত) | | অট্টাধু-সম্মিলন | ৪৬ |
| মুন্সিয়া গ্রামের যাত্রাপথ | (ন) | শনি দশরথ-সংবাদ | ৪৬ |
| নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ-বৃত্তান্ত | ১ | রাজা দশরথের কঠাপাত | ৪৮ |
| রাম-নামে রত্নাকরের পাপ-নাশ | ৪ | দশরথ কর্তৃক সিদ্ধবধ | ৪৯ |
| ব্রহ্মা-কর্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নাম করণ | ৬ | দশরথ রাজার প্রতি অন্ধক মুনির অভিশাপ | ৫০ |
| নারদ-কর্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণের আত্ম প্রদান | ৭ | সখবাসুর বধ | ৫৩ |
| চন্দ্রবংশ-উপাখ্যান | ৮ | কৈকেয়ীর প্রথম বরলাভ | ৫৪ |
| মাক্কাতার উপাখ্যান | ৮ | কৈকেয়ীর দ্বিতীয় বরলাভ | ৫৫ |
| সূর্যবংশ নির্বংশ এবং হারীশ্চের রাজ্যাভিষেক | ১০ | পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য দশরথের চিন্তা | ৫৬ |
| হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান | ১১ | ঋগ্বেদের জন্ম-বিবরণ | ৫৬ |
| সগর-বংশ উপাখ্যান | ১৮ | ঋগ্বেদকে লোমপাৎ রাজ্যে আনয়ন ... | ৫৭ |
| সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বংশ নাশ | ২০ | ঋগ্বেদের লোমপাৎ-রাজ্যে গমন ... | ৬১ |
| কপিল কর্তৃক সগর বংশ উদ্ধারের উপায় বর্ণন | ২১ | ঋগ্বেদের অদর্শনে বিতাণ্ডক মুনির বেদ | ৬১ |
| গন্ধার উৎপত্তি ও ভগীরথের জন্ম ... | ২১ | দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও ভগবানের চারি | |
| ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন ... | ২৩ | অংশে জন্মগ্রহণ | ৬২ |
| সুমেরু শৃঙ্গ হইতে গঙ্গার মর্ত্যে আগমন | ২৬ | সীতাহেবীর জন্ম-বিবরণ | ৬৬ |
| মহাদেব কর্তৃক গঙ্গার বেগ ধারণ ... | ২৭ | দশরথের যজ্ঞ সমাপ্তি এবং নারায়ণের চারি অংশে | |
| বারাণসী-মাহাত্ম্য | ২৮ | জন্ম-বিবরণ | ৬৭ |
| জহু ভগীরথ সংবাদ | ২৯ | শ্রীরামের জন্ম-বিবরণ | ৬৮ |
| কাণ্ডার মুনির মুক্তিলাভ | ২৯ | ভরত, লক্ষণ ও শক্রবেব জন্ম-বিবরণ ... | ৭০ |
| সগর-বংশ উদ্ধার | ৩০ | শ্রীরামের জন্মে চবাচরের আনন্দ ... | ৭১ |
| গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনা | ৩১ | শ্রীরামের জন্মে রাবণের ভয় ও ভগ্নিবারণের | |
| সৌদাস রাজার উপাখ্যান | ৩২ | উপায়চিন্তা | ৭১ |
| দিলীপ রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ | ৩৪ | বানরগণের জন্ম-বিবরণ | ৭৩ |
| বসুদেবের দানকীর্তি | ৩৫ | দশরথের চারিপুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ | ৭৩ |
| অজ-ইন্দুমতী-উপাখ্যান | ৩৮ | শ্রীরাম-লক্ষণাধির বাল্যক্রীড়া ... | ৭৪ |

| বিଷୟ | ପତ୍ରାଂକ | বিଷୟ | ପତ୍ରାଂକ |
|--|---------|---|---------|
| ଶ୍ରୀରାମେର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଜ୍ଞାବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ- ବିହାର ୧୧ | ୧୧ | ଦଶରଥେର ହୃଦୟ ଓ ବିଦ୍ୟାମିତ୍ରେର କୋପ ସଞ୍ଜ ରକ୍ଷାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାମିତ୍ରେ ସହ ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ମିଥିଳାସ୍ତ୍ର ଗମନ ଓ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ... ୮୬ | ୮୫ |
| ସୀତାଦେବୀର ବିବାହପର୍ବଜନ୍ତ ହରେରୁ ଧନୁ ପ୍ରଦାନ ଜନକ ରାଜାର ଧନୁର୍ଭଞ୍ଜ ପର୍ବ ୧୮ | ୧୧ | ତାଡ଼କା ରାକ୍ଷସୀ-ବଧ ୮୮ | ୮୬ |
| ଧନୁକ ତୁଳିତେ ଅସମର୍ଥ ହଇଁୟା ରାବଣାଦି ରାଜ୍ୟପ୍ତେର ପଲ୍ୟାୟନ ୧୨ | ୧୮ | ଅହଲ୍ୟା-ଉଦ୍ଧାର ୨୦ | ୮୮ |
| ଶ୍ରୀରାମେର ଗନ୍ଧାମାନ ଓ ଶୁଭକ-ସମ୍ମିଳନ ... ୮୧ | ୧୨ | ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃକ ତିନି କୋଟି ରାକ୍ଷସ ବଧ ଓ ହରଧନୁ ଭଞ୍ଜ କରିତେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ମିଥିଳାସ୍ତ୍ର ଗମନ ୨୧ | ୨୦ |
| ରାକ୍ଷସେର ଦୌରାନ୍ତେ ସଞ୍ଜ ବିଦ୍ଧ ନିବାରଣେର ଉପାୟ ୮୫ | ୮୧ | ସୀତାର ହେବଗଣେର ନିକଟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା ୨୧ | ୨୧ |
| ରାକ୍ଷସେର ଯୁଦ୍ଧେ ଶ୍ରୀରାମକେ ଶ୍ରେରଣ କରିତେ ଦଶରଥେର ଅନିଚ୍ଛା ୮୫ | ୮୫ | ହରଧନୁର୍ଭଞ୍ଜ, ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶକ୍ରେର ବିବାହ ୨୬ | ୨୬ |
| | | ପରଶୁରାମେର ଧର୍ମଚୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦୬ | ୧୦୬ |

ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ରାଜା ହଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠାବ ... ୧୧୦ | ୧୧୦ | ଭରତେର ଅଯୋଧ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଆଗମନ ଏବଂ ପିତାଠାର ଯତ୍ନ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାଦିର ବନ-ଗମନ-ସଂବାଦେ ଶୋକ ଓ ଦଶରଥେର ଅନ୍ତୋଷ୍ଠି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ... ୧୫୧ | ୧୫୧ |
| ଶ୍ରୀରାମେର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକୋତ୍ସୋଗ ଓ ଅଧିବାସ ୧୧୨ | ୧୧୨ | ଭରତେର ପାତ୍ର-ମିତ୍ରସହ ରାଜ୍ୟାଶାସନ ମନ୍ତ୍ରଣା ୧୫୮ | ୧୫୮ |
| ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ରାଜ୍ୟ-ପ୍ରାପ୍ତିତେ ସକଳେର ଆନନ୍ଦ ୧୧୫ | ୧୧୫ | ରାମ-ଆନନ୍ଦନାର୍ଥ ଭରତେର ବନଯାତ୍ରା ... ୧୫୯ | ୧୫୯ |
| ଭରତକେ ରାଜା କରିୟା ରାମକେ ବନେ ପାଠାହିତେ କୈକେୟୀର ପ୍ରେତି କୁଞ୍ଜାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଦାନ ୧୧୫ | ୧୧୫ | ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ସହିତ ଭରତ ପ୍ରଭୃତିର ସମ୍ମିଳନ ୧୫୫ | ୧୫୫ |
| ରାଜା ଦଶରଥେର ନିକଟ କୈକେୟୀର ବର ପ୍ରାର୍ଥନା ୧୧୮ | ୧୧୮ | ସିଂହାସନେ ଶ୍ରୀରାମେର ପାହୁକା ରାଧିୟା ଭରତେର ରାଜ୍ୟାଶାସନ ୧୫୬ | ୧୫୬ |
| ପିତୃସତ୍ୟ-ପାଳନାର୍ଥ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ବନଗମନୋତ୍ସୋଗ ୧୨୧ | ୧୨୧ | ଦଶରଥେର ଉଦ୍ଦେଶେ ସୀତାଦେବୀର ପିଣ୍ଡଦାନ ୧୫୬ | ୧୫୬ |
| ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ବନବାସ ଯାତ୍ରା ଓ ଶୁକ୍ରବେର ପୁର ଗମନ ୧୩୦ | ୧୩୦ | ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁଳସୀ ଓ କଳ୍ପନଦୀର ପ୍ରେତି ସୀତାଦେବୀର ଅଭିଷାପ ଏବଂ ବଟବୃକ୍ଷେର ପ୍ରେତି ଠାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ୧୫୯ | ୧୫୯ |
| ଶ୍ରୀରାମେର ନିକଟ ହଇତେ ଅୁମନ୍ତେର ବିଦ୍ୟାସ ୧୩୫ | ୧୩୫ | ଗୟା-ମାହାତ୍ମ୍ୟା ୧୬୨ | ୧୬୨ |
| ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣାଦିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଜୟନ୍ତ କାକେର ଚକ୍ଷୁ ବିଚ୍ଛ କରଣ ୧୩୬ | ୧୩୬ | | |
| ଦଶରଥ ରାଜାର ଯତ୍ନ ୧୩୮ | ୧୩୮ | | |

ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| ଚିତ୍ରକୂଟେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରାଦିର ଅବସ୍ଥାନ ଓ ରାକ୍ଷସ-ଭରେ ଯୁନିଗଣେର ଅନ୍ତତ୍ର ଗମନ ୧୬୧ | ୧୬୧ | ଶ୍ରୀରାମେର ଧରତ୍ତ୍ୱ ଯୁନିର ଆଶ୍ରମେ ଗମନ ୧୬୫ | ୧୬୫ |
| ଶ୍ରୀରାମେର ଅତ୍ରିୟୁନିର ଆଶ୍ରମେ ଗମନ ଓ ଯୁନିପତ୍ନୀର ନିକଟ ସୀତାର ଅ ଶ୍ଚକାହିନୀ କଥନ ୧୬୨ | ୧୬୨ | ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଅନ୍ତ ବନେ ଗମନ ... ୧୬୬ | ୧୬୬ |
| ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରାଦିର ଧନୁକାରଣ୍ୟ-ଦର୍ଶନ ... ୧୬୫ | ୧୬୫ | ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୃତିର ଅଗସ୍ତ୍ୟାଶ୍ରମେ ଗମନ ଏବଂ ଅଗସ୍ତ୍ୟ- ଯୁନି କର୍ତ୍ତୃକ ବାତାପି ଓ ହିଷ୍ଟେର ପ୍ରାଣନାଶ ୧୬୮ | ୧୬୮ |
| ବିବାହ ରାକ୍ଷସ ବଧ ୧୬୫ | ୧୬୫ | ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ପଦ୍ମବତୀତେ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ଠାହାର ନିକଟ ଜଟାୟୁର ଆତ୍ମପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ୧୬୯ | ୧୬୯ |

| বিଷয় | ପୃଷ୍ଠା | বিଷয় | ପୃଷ୍ଠା |
|---|--------|---|--------|
| ସୂର୍ପନଖାର ଶ୍ରୀରାମକେ ବିବାହ କରିতে ইଚ୍ଛା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କର୍ତ୍ତୃକ ତାହାର ନାମାକର୍ଣ୍ଣ ଚେହନ | ୧୧୧ | ଈଟାୟୁର ସହିତ ରାବଣେର ଯୁଦ୍ଧ ... | ୧୮୫ |
| ଶ୍ରୀରାମ କର୍ତ୍ତୃକ ସୂର୍ପନଖାର ବନ୍ଧକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାଜ୍ୟ ସେନାପତି ବଧ ... | ୧୧୨ | ସୁପାର୍ଥ ପତ୍ନୀ କର୍ତ୍ତୃକ ରାବଣେର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗମନେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ ... | ୧୮୭ |
| ଶ୍ରୀରାମେର ସହିତ ସୁହାର୍ଥ ଧର ଦୁଷ୍ଟେର ଆଗମନ | ୧୧୩ | ସୀତାକେ ଲଈୟା ରାବଣେର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗମନ ... | ୧୮୮ |
| ଶ୍ରୀରାମସହ ଯୁଦ୍ଧେ ଦୁଷ୍ଟେର ମୃତ୍ୟୁ ... | ୧୧୪ | ହେବଗଣ କର୍ତ୍ତୃକ ସୀତାର ଆହାରେର ବାଧା | ୧୮୯ |
| ଶ୍ରୀରାମସହ ଯୁଦ୍ଧେ ଧରେର ମୃତ୍ୟୁ ... | ୧୧୫ | ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ବିଳାପ ଓ ସୀତାର କଷ୍ଟେଷ | ୧୯୦ |
| ରାବଣେର ନିକଟ ସୂର୍ପନଖାର ସଂବାଦ ଘାନ ... | ୧୧୬ | ଚକ୍ରବାକ ଚକ୍ରବାକୀର ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାମେର ଅଭିଷାପ ... | ୧୯୩ |
| ସୀତା ହରଣାର୍ଥ ରାବଣେର ମାରୀଚେର ନିକଟ ଗମନ | ୧୧୭ | ଈଟାୟୁର ମୁଖେ ଶ୍ରୀରାମେର ସୀତାବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ ଓ | |
| ସୀତା ହରଣେ ମାରୀଚ ସହ ରାବଣେର ପରାମର୍ଶ | ୧୧୮ | ଈଟାୟୁର ସ୍ଵର୍ଗଲାଭ ... | ୧୯୪ |
| ମାରୀଚେର ମାୟାମୁଗ୍ଧରୂପ-ଧାରଣ ... | ୧୧୯ | ଶ୍ରୀରାମ କର୍ତ୍ତୃକ ଈଟାୟୁର ସଂକାର ... | ୧୯୫ |
| ମାୟାମୁଗ୍ଧରୂପୀ ମାରୀଚ ବଧ ... | ୧୨୦ | ଶ୍ରୀରାମ କର୍ତ୍ତୃକ କବଚେର ମୁକ୍ତି-ବିଧାନ ... | ୧୯୬ |
| ରାବଣ କର୍ତ୍ତୃକ ସୀତା ହରଣ ... | ୧୨୧ | ଶ୍ରୀରାମ ଦର୍ଶନେ ଧରୀର ସ୍ଵର୍ଗଲାଭ ... | ୧୯୭ |

କିଙ୍କିଙ୍କାକାଣ୍ଡ

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ହେଷିୟା ସୁଗ୍ରୀବାଦି ବାନରଗଣେର ବିତର୍କ ... | ୧୨୮ | ବାଲିର ସଂକାର ... | ୨୧୭ |
| ସୁଗ୍ରୀବେର ସହିତ ଶ୍ରୀରାମେର ମିତ୍ରତା-ବନ୍ଧନ | ୧୨୯ | ସୁଗ୍ରୀବେର ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ... | ୨୧୭ |
| ସୁଗ୍ରୀବ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରାଣ ସୀତାର ଆକ୍ରମଣ ଶ୍ରୀରାମକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ... | ୧୩୦ | ସୀତାର ଶୋକେ ଶ୍ରୀରାମେର ପରିତାପ ... | ୨୧୮ |
| ରାମ ନାମ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ ... | ୧୩୧ | ସୀତାର ଉଦ୍ଧାରାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କର୍ତ୍ତୃକ ସୁଗ୍ରୀବେର ନାମ | ୨୧୯ |
| ସୀତା ଉଦ୍ଧାରେ ସୁଗ୍ରୀବେର ଅକ୍ମୀକାର ... | ୧୩୨ | ସୁଗ୍ରୀବେର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର କଷୋପକଥନ ... | ୨୨୦ |
| ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ନିକଟେ ସୁଗ୍ରୀବେର ଆତ୍ମକାହିନୀ ବର୍ଣନ ... | ୧୩୩ | ସୁଗ୍ରୀବେର କଟକ ସଂଘର ... | ୨୨୧ |
| ବାଲିର ବିକ୍ରମ ଓ ଦୁଷ୍ଟି ଘାନବ ବଧ ... | ୧୩୪ | ସୀତାକ୍ଷେପେ ସୁଗ୍ରୀବ କର୍ତ୍ତୃକ ପୂର୍ବଦିକେ ବାନର-ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ ... | ୨୨୨ |
| ବାଲି ବଧ କାର୍ଯ୍ୟା ସୁଗ୍ରୀବକେ ରାଜ୍ୟଘାନେ ଶ୍ରୀରାମେର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ... | ୧୩୫ | ସୀତାକ୍ଷେପେ ସୁଗ୍ରୀବ କର୍ତ୍ତୃକ ଦକ୍ଷିଣଦିକେ ବାନର-ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ ... | ୨୨୩ |
| ବାଲିର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧେ ସୁଗ୍ରୀବେର ପରାଜୟ | ୧୩୬ | ସୀତାକ୍ଷେପେ ସୁଗ୍ରୀବ କର୍ତ୍ତୃକ ପଶ୍ଚିମଦିକେ ବାନ-ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ ... | ୨୨୪ |
| ଶ୍ରୀରାମ-କର୍ତ୍ତୃକ ବାଲିବଧ ... | ୧୩୭ | ସୀତାକ୍ଷେପେ ସୁଗ୍ରୀବ କର୍ତ୍ତୃକ ଉତ୍ତରଦିକେ ବାନର-ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ ଓ ଗଜାମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣନ | ୨୨୫ |
| ଶ୍ରୀରାମକେ ବାଲିର ଉତ୍ସର୍ଗ ... | ୧୩୮ | ବାନର-ସୈନ୍ୟଗଣେର ପ୍ରତି ସୁଗ୍ରୀବେର ଆଦେଶ | ୨୨୬ |
| ଶ୍ରୀରାମେର ପ୍ରତି ବାଲିର ବିନୟ ... | ୧୩୯ | ଶ୍ରୀବ-ଶ୍ରୀରାମ-ସଂବାଦ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମେ ସୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ ନା ପାଇଁ ବାନରଗଣେର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ... | ୨୨୭ |

[৬]

| বিষয় | পত্রাঙ্ক | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|----------|--|----------|
| রাম-নাম-মাহাত্ম্য | ২৩৭ | সম্পাতির সহিত হনুমানাধির পরিচয় ... | ২৪৫ |
| সীতার অন্বেষণার্থ বানরগণের দক্ষিণ পাতালে প্রবেশ | ২৩৮ | রামায়ণ শ্রবণে সম্পাতির পক্ষোদয় ... | ২৪৭ |
| সীতাধেষণে অঙ্গদাধির মন্ত্রণা ... | ২৪২ | সাতকাণ্ড রামায়ণের মর্ম্ম | ২৫০ |
| বানরগণের মৃত্যু-কামনা | ২৪৪ | সম্পাতির নিকটে বানরগণের সীতার সন্ধান লাভ ও সাগর-পার-গমনে মন্ত্রণা ... | ২৫১ |

সুন্দরাকাণ্ড

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| বানরগণের সাগরপার-গমনার্থ মন্ত্রণা ... | ২৫৩ | সীতার নিকটে হনুমানের পুনরাগমন ... | ২৯৮ |
| জাম্ববান্ কর্তৃক হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত কথন | ২৫৬ | হনুমানের লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন ও বানর-সৈন্য সহ স্বদেশযাত্রা ... | ২৯৯ |
| হনুমানের সাগর-লঙ্কবনে উৎসাহ ... | ২৫৭ | বানরগণের মধুপান-ভঞ্জন | ৩০০ |
| হনুমানের সাগর লঙ্কনোদ্যোগ ... | ২৫৮ | বানর সৈন্যসহ হনুমানের আগমন ও শ্রীরাম সমীপে নিদর্শন-মণি-প্রদানপূর্ব্বক সীতা-বার্ত্তা জ্ঞাপন | ৩০২ |
| হনুমানের লঙ্কাযাত্রা | ২৫৯ | শ্রীরামের প্রতি হনুমানের ভক্তি-প্রকাশ | ৩০৪ |
| সুরমা সাপিনী কর্তৃক হনুমানের পথরোধ | ২৬১ | বানরসৈন্যসহ শ্রীরামের সীতা উদ্ধারার্থে যাত্রা ও সমুদ্র-তীরে বাস ... | ৩০৫ |
| হনুমানের মৈনাক পক্ষত সহ সঙ্কায়ণ ... | ২৬২ | রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ ... | ৩০৫ |
| হনুমান কর্তৃক সিংহিকা রাক্ষসী বধ ও সাগর লঙ্কন | ২৬৪ | বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত ... | ৩০৬ |
| হনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ ও চামুণ্ডার লঙ্কা-ত্যাগ | ২৬৬ | বিভীষণের লঙ্কাত্যাগ | ৩০৮ |
| হনুমানের সীতা অন্বেষণ | ২৬৬ | বিভীষণের কৈলাসে গমন | ৩১০ |
| হনুমান কর্তৃক অশোকবনে সীতা-সন্দর্শন | ২৭১ | কুবের কর্তৃক বিভীষণকে রামের স্মরণ লইতে উপদেশ | ৩১০ |
| অশোক-বনে সীতাঈবীর নিকটে রাবণের গমন | ২৭৩ | শিব কর্তৃক বিভীষণের প্রতি শ্রীরামের আশ্রয় লইতে উপদেশ ... | ৩১৩ |
| সীতার প্রতি চেড়ীগণের পীড়ন | ২৭৮ | শ্রীরাম-বিভীষণ-মিলন ও শ্রীরাম কর্তৃক বিভীষণের লঙ্কা-রাজ্যে অভিষেক ... | ৩১৫ |
| সীতা ও ত্রিভুটা সংবাদ | ২৭৮ | শ্রীরাম-কর্তৃক সাগরের উপাসনা ও নিগ্রহ, সাগর- কর্তৃক শ্রীরামের প্রতি সেতু-বন্ধনের উপদেশ | ৩১৭ |
| চেড়ীগণ সমীপে ত্রিভুটা রাক্ষসীর দুঃস্বপ্ন কথন | ২৭৯ | নল কর্তৃক সাগরে সেতু-বন্ধন | ৩১৮ |
| সীতা-সরমা-সংবাদ | ২৭৯ | নলের প্রতি হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরাম- কর্তৃক সাশ্বনা | ৩১৯ |
| সীতার নিকটে হনুমানের আত্মপরিচয় সহ শ্রীরামের অশুরীয় প্রদান | ২৮১ | বানরসৈন্য সহ শ্রীরামের লঙ্কা যাত্রা ও সেতুতে শিব-প্রতিষ্ঠা | ৩২০ |
| অশুরীয়-সংবাদ | ২৮৩ | শ্রীরামের সৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ ... | ৩২২ |
| সীতার আত্মপরিচয় দান | ২৮৪ | এছাকাবের প্রার্থনা | ৩২২ |
| সীতা হনুমান-সংবাদ | ২৮৫ | | |
| আত্ম-বন ভঞ্জন ও বনরক্ষী রাক্ষসগণের সংহার | ২৮৮ | | |
| জাম্বুমাঙ্গী প্রভৃতি অষ্টরাক্ষস সংহার ... | ২৮৯ | | |
| অক্ষকুমার বধ | ২৯০ | | |
| ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক হনুমানকে বন্দী-করণ ... | ২৯১ | | |
| রাবণ কর্তৃক হনুমানের বিচার ও দণ্ড বিধান | ২৯৪ | | |
| হনুমান কর্তৃক লঙ্কা দাহন | ২৯৬ | | |

ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଣ୍ଡ

| ବିଷୟ | ପୃଷ୍ଠା | ବିଷୟ | ପୃଷ୍ଠା |
|--|--------|--|--------|
| ଶୁକସାରଣ କର୍ତ୍ତୃକ ରାମ ସୈନ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ରମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ... | ୩୨୫ | ଧୂମ୍ରାକ୍ ବଧ | ୩୬୫ |
| ଶ୍ରୀରାମ କର୍ତ୍ତୃକ ରାବଣେର ନିନ୍ଦାବାଦ ... | ୩୨୬ | ଅକମ୍ପନ ବଧ | ୩୬୬ |
| ଶୁକ-ସାରଣ କର୍ତ୍ତୃକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଅନୁରୋଧ ଓ ରାବଣକେ ଶ୍ରୀରାମେର କଟକ-ବାର୍ତ୍ତା କଥନ | ୩୨୭ | ବଜ୍ରହସ୍ତେର ଯୁଦ୍ଧେ ଗମନ | ୩୬୭ |
| ଶୁକ-ସାରଣ କର୍ତ୍ତୃକ ରାବଣକେ ପରିଚୟ ସହ ରାମ-ସୈନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ୩୨୮ | ବଜ୍ରହସ୍ତେ ବଧ | ୩୬୮ |
| ଶୁକ-ସାରଣେର ପ୍ରତି ରାବଣେର କୋପ ... | ୩୨୯ | ପ୍ରହସ୍ତ ବଧ | ୩୬୯ |
| ରାବଣେର ତିରସ୍କାରେ ଶୁକ ସାରଣେର ପଲ୍ୟାୟନ | ୩୩୦ | ରାବଣେର ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିବସ ଯୁଦ୍ଧେ ଗମନ ... | ୩୭୦ |
| ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ସୈନ୍ୟବଳ-ନିର୍ଗମ୍ଭେ ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳେର ଗମନ | ୩୩୧ | ବିତ୍ତୀଷଣ ଦ୍ଵାରା ରାବଣ ଓ ତତ୍ତ୍ଵୀୟ ସେନାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ | ୩୭୧ |
| ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳେର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଓ ରାବଣ ସମୀପେ ଶ୍ରୀରାମେର ଶୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ | ୩୩୨ | ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ସହିତ ରାବଣେର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ-ଯାତ୍ରା | ୩୭୨ |
| ଶ୍ରୀରାମେର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା | ୩୩୩ | ଶ୍ରୀରାମେର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧେ ରାବଣେର ବନ୍ଧ-ଭଙ୍ଗ | ୩୭୩ |
| ସୀତାଦେବୀକେ ଶ୍ରୀରାମେର ମାୟାଯୁଗ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ୩୩୪ | କୁଞ୍ଚକର୍ଣ୍ଣେର ନିନ୍ଦା ଭଙ୍ଗ | ୩୭୪ |
| ସୀତାଦେବୀର ହୃଦୟ ବେଦନା | ୩୩୫ | ରାବଣେର ସହିତ କୁଞ୍ଚକର୍ଣ୍ଣେର ବଧୋପକଥନ | ୩୭୫ |
| ସୀତାଦେବୀର ଅନ୍ଧକେପ | ୩୩୬ | କୁଞ୍ଚକର୍ଣ୍ଣେର ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା | ୩୭୬ |
| ସୀତାଦେବୀକେ ସରମାର ସାଧୁନା ହାନ ... | ୩୩୭ | କୁଞ୍ଚକର୍ଣ୍ଣେର ଯୁଦ୍ଧ | ୩୭୭ |
| ସୁଗ୍ରୀବ କର୍ତ୍ତୃକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାରି ଦ୍ଵାରେ ବାନର-ସୈନ୍ୟ- ସଂସ୍ଥାପନ | ୩୩୮ | ସୁଗ୍ରୀବ କର୍ତ୍ତୃକ କୁଞ୍ଚକର୍ଣ୍ଣେର ନାମାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ | ୩୭୮ |
| ହର-ପାର୍ଶ୍ଵତୀର କୋମ୍ପଳ | ୩୩୯ | କୁଞ୍ଚକର୍ଣ୍ଣେର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଯତ୍ନ | ୩୭୯ |
| ଅକ୍ଷୟ-ରାୟବାର | ୩୪୦ | କୁଞ୍ଚକର୍ଣ୍ଣେର ଯତ୍ନ ଅବଶେ ରାବଣେର ବିଳାପ... | ୩୮୦ |
| ରାବଣେର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷୟେର ଅନୁରୋଧ ... | ୩୪୧ | ତ୍ରିଶିରା, ହେବାସୁକ, ନରାସୁକ, ଅତିକାୟ, ମହାପାଶ ଓ ମହୋଦେବର ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ... | ୩୮୧ |
| ଅକ୍ଷୟ କର୍ତ୍ତୃକ ଚାରି ରାକ୍ଷସ ବଧ ... | ୩୪୨ | ନରାସୁକ, ଦେବାସୁକ, ମହୋଦେବ, ତ୍ରିଶିରା ଓ ମହାପାଶ ବଧ | ୩୮୨ |
| ରାବଣେର ରକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଲହରୀ ଅକ୍ଷୟେର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟ ଗମନ | ୩୪୩ | ଅତିକାୟେର ବନ୍ଧନେ ପ୍ରବେଶ ... | ୩୮୩ |
| ଅକ୍ଷୟ କର୍ତ୍ତୃକ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶ୍ରୀରାମ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ରାବଣେର ଅପମାନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥନ | ୩୪୪ | ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃକ ବିତ୍ତୀଷଣକେ ଅତିକାୟେର ପରିଚୟ ଜିଜ୍ଞାସା | ୩୮୪ |
| ଅକ୍ଷୟେର ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାମେର ଆଦେଶ ... | ୩୪୫ | ଅତିକାୟ ବଧ | ୩୮୫ |
| ଇକ୍ଷ୍ଠିକେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ନାଗପାଶ ଉଦ୍ଧେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ବନ୍ଧନ | ୩୪୬ | ଅତିକାୟା ଚାରି ପୁତ୍ରେର ଯତ୍ନ ସଂବାଦେ ରାବଣେର ରୋଦନ | ୩୮୬ |
| ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ନାଗପାଶେ ବନ୍ଧ ଦର୍ଶନେ ସୀତାଦେବୀର ବିଳାପ | ୩୪୭ | ଇକ୍ଷ୍ଠିକେ-କର୍ତ୍ତୃକ ରାବଣେର ସାଧୁନା ... | ୩୮୭ |
| ସୀତାକେ ତ୍ରିଶିରା ପ୍ରବୋଧ ହାନ ଶ୍ରୀରାମ- ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ନାଗପାଶ ମୋଚନ ... | ୩୪୮ | ଇକ୍ଷ୍ଠିକେର ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଯୁଦ୍ଧ-ଯାତ୍ରା ... | ୩୮୮ |
| | | ଇକ୍ଷ୍ଠିକେର ନିକୃଷ୍ଟିତା ସଂଗ୍ରହଣ ... | ୩୮୯ |
| | | ଇକ୍ଷ୍ଠିକେର ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଯୁଦ୍ଧ-ଯାତ୍ରା ... | ୩୯୦ |
| | | ଇକ୍ଷ୍ଠିକେର ଯୁଦ୍ଧେ ବିତ୍ତୀଷଣ ଓ ହନୁମାନ ବ୍ୟତୀତ ସୈନ୍ୟସହ ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ପତନ ... | ୩୯୧ |
| | | ବାନର-ସୈନ୍ୟସହ ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ପ୍ରାଣରକ୍ଷାର୍ଥ ବିତ୍ତୀଷଣ, ହନୁମାନ ଓ ଭୀଷଣେର ମନ୍ତ୍ରଣା | ୩୯୨ |

| বিষয় | পত্রাঙ্ক | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|----------|--|----------|
| ঐশ্বৰ্য আনিবার জন্ত হনুমানের ঋগ্বেদ পৰ্বতে | | হনুমান কৰ্তৃক ভরতের বলপৰীক্ষা ও গন্ধমাধন | |
| যাত্রা | ৪১২ | পৰ্বতে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ ... | ৪১২ |
| হনুমান কৰ্তৃক পৰ্বতে স্তব ... | ৪১৩ | লঙ্কণের আরোগ্যলাভ ... | ৪৮২ |
| হনুমান কৰ্তৃক ঐশ্বৰ্য আনয়ন ও সৈন্তে শ্রীৰাম- | | গন্ধমাধন পৰ্বতে যথাস্থানে স্থাপন জন্ত হনুমানের | |
| লঙ্কণের প্রাণদান | ৪১৩ | যাত্রা, সপ্ত রাক্ষস বধ ও মৃত গন্ধৰ্বগণের | |
| লঙ্কার চারি দ্বার অপরোধ | ৪১৪ | পুনর্জীবন দান | ৪৮৩ |
| দ্বিতীয়-বার লঙ্কা দাহ | ৪১৫ | সূৰ্য্যদেবের মুক্তি | ৪৮১ |
| কুস্ত-নিকুস্তের যুদ্ধে গমন | ৫১৬ | নিকষা রাবণ সংবাদ ও মহীরাবণের সহিত | |
| রাক্ষসগণের সহিত রাম-সৈন্তের যুদ্ধ .. | ৪১৮ | রাবণের পরামর্শ | ৪৮৬ |
| কুস্ত নিকুস্ত বধ | ৪২১ | বিভীষণ-কৰ্তৃক রাবণ-মহীরাবণের মন্ত্রভেদ ও | |
| মকরাক্ষ বধ | ৪২৪ | রাম-লঙ্কণের রক্ষা বিধান ... | ৪৮৯ |
| তরণীসেন-বধ | ৪২৭ | মহীরাবণ-কৰ্তৃক মায়াবলে শ্রীৰাম-লঙ্কণ-হরণ | ৪২১ |
| বীরবাহু এবং ভাস্কলোচন বধ | ৪৩৭ | শ্রীৰাম লঙ্কণের অধেষণার্থ হনুমানের | |
| ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধ-যাত্রা ... | ৪৫০ | পাতাল-পুৰীতে গমন | ৪২৪ |
| মায়া-সীতা বধ | ৪৫২ | শ্রীৰাম লঙ্কণের সহিত হনুমানের কথোপকথন | ৪২৬ |
| ইন্দ্রজিতের মরণোপায় বর্ণন | ৪৫৬ | হনুমানের প্রতি দেবীর উপদেশ ... | ৪২৭ |
| নিকুস্তিলা-যজ্ঞ-ভঙ্গ | ৪৫৭ | মহীরাবণের জন্মকথা | ৪২৮ |
| ইন্দ্রজিৎ বধ | ৪৫৮ | মহীরাবণ বধ | ৪২৯ |
| ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবগণের হর্ষ ... | ৪৬১ | অহিরাবণ বধ | ৪২৯ |
| ইন্দ্রজিৎ-বধান্তে লঙ্কণের প্রত্যাগমন ... | ৪৬২ | রাবণের তৃতীয় যুদ্ধ-যাত্রা | ৫০১ |
| ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-সংবাদে শ্রীৰামচন্দ্রের আনন্দ | ৪৬২ | ইন্দ্র কৰ্তৃক বধ প্রেরণ | ৫০৩ |
| ক্ষতদেহ লঙ্কণের আরোগ্য লাভ | ৪৬৩ | শ্রীৰামের সহিত রাবণের যুদ্ধ | ৫০৪ |
| ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের বিলাপ | ৪৬৩ | রাবণের অধিকা স্তব | ৫১০ |
| ইন্দ্রজিৎ-বধ-সংবাদে মন্দোদরীর বিলাপ | ৪৬৪ | রাবণকে অধিকার অভয় দান | ৫১০ |
| রাবণের সীতাবধের সঙ্কল্প ও মন্দোদরী কৰ্তৃক | | দেবীর অকাল-বোধন | ৫১২ |
| সাস্ত্রনা | ৪৬৫ | শ্রীৰামচন্দ্রের দুর্গোৎসব | ৫১৩ |
| রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ-যাত্রা | ৪৬৬ | নবমী পূজা | ৫১৩ |
| রাবণের পুনর্যুদ্ধ | ৪৬৭ | নীলপদ্ম আনয়নের পরামর্শ | ৫১৪ |
| লঙ্কণের প্রতি রাবণের শক্তি-শেষাঘাত | ৪৬৮ | শ্রীৰামের দেবীস্তব, হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ন | ৫১৫ |
| লঙ্কণের শক্তিশেলে শ্রীৰামচন্দ্রের বিলাপ | ৪৭০ | দেবী কৰ্তৃক এক পদ্ম হরণ | ৫১৬ |
| লঙ্কণের জীবনরক্ষার্থে হনুমানের গন্ধমাধন | | শ্রীৰামের পুনরায় দেবীস্ততি | ৫১৬ |
| পৰ্বতে ঐশ্বৰ্য আনতে গমন | ৪৭১ | দেবীর প্রতি রামের স্তব | ৫১৭ |
| গন্ধকালী অপ্সরোদ্ধার ও কালনেমি বধ | ৪৭২ | দেবীর প্রতি শ্রীৰামের নিবেদন | ৫১৮ |
| হনুমান কৰ্তৃক সূৰ্য্যকে কক্ষতলে বন্দীকরণ | ৪৭৬ | দেবীর নিকটে শ্রীৰামের বর প্রার্থনা ... | ৫১৯ |
| হনুমান কৰ্তৃক গন্ধৰ্ব-বিজয় ও গন্ধমাধন | | দেবীর নিকটে শ্রীৰামের বরলাভ ও দশমী | |
| পৰ্বতে লইয়া লঙ্কা-যাত্রা | ৪৭৮ | পূজাস্তে দেবী বিসর্জন | ৫২০ |

[ছ]

| বিষয় | পত্রাঙ্ক | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|----------|--|----------|
| বৃহস্পতির চণ্ডীপাঠ ও হনুমান কর্তৃক চণ্ডীর | | সীতাহেবীর অগ্নি-পরীক্ষা | ৫৩৭ |
| শ্লোক লোপকরণ | ৫২০ | শ্রীরামের সীতা গ্রহণ | ৫৩৯ |
| হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ ধরণ | ৫২১ | শশবর্ষের শ্রীরাম-সন্তোষ ও ভরতকে বরদান | ৫৪০ |
| রাবণ-বধ | ৫২৩ | ইন্দ্র-কর্তৃক বানরগণের জীবন-দান ... | ৫৪১ |
| রাবণের নিকট শ্রীরামের রাজনীতি-শিক্ষা | ৫২৫ | বানরগণের সন্তোষ বিধান | ৫৪৩ |
| বিভীষণের বিলাপ | ৫২৮ | শ্রীরামের স্বদেশে গমন | ৫৪৫ |
| মন্দোদরীর বিলাপ | ৫২৯ | লক্ষণ-কর্তৃক সেতু-ভঙ্গ | ৫৪৬ |
| শ্রীরামের নিকটে মন্দোদরীর অবৈধব্য বরলাভ | ৫৩০ | শ্রীরামের শিবপূজা ও ভরতস্বাস্থ্যে গমন | ৫৪৭ |
| মন্দোদরীর আত্মপরিচয় দান ও অবৈধব্য | | শ্রীরামের স্বদেশ-গমন ও স্বজন-সন্তোষ ... | ৫৫১ |
| বিষয়ক ব্যবস্থা | ৫৩০ | শ্রীরামের কৈকেয়ী সন্তোষ | ৫৫৬ |
| রাবণের মুক্তি | ৫৩১ | শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক | ৫৫৮ |
| বিভীষণের রাজ্যাভিষেক | ৫৩২ | দেবকন্যাগণের আশীর্ষচন | ৫৬২ |
| হনুমান কর্তৃক সীতা সমীপে রাবণ-বধ-বার্তা | | বানরগণকে পুরস্কার প্রদান | ৫৬২ |
| জ্ঞাপন | ৫৩৩ | হনুমান কর্তৃক বক্ষ: বিদীর্ণ করণ ও তন্মধ্যে | |
| সীতার রাম-সন্তোষে যাত্রা ও সীতাকে | | রাম নাম প্রদর্শন | ৫৬৩ |
| মন্দোদরীর অভিশাপ দান | ৫৩৪ | বানর-ভোজন ও বিভীষণাধির স্বদেশ যাত্রা | ৫৬৪ |

উত্তরাকাণ্ড

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| রাজ-সভায় মুনিগণের আগমন ও শ্রীরাম-সন্তোষ | ৫৬৬ | রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্শা ও | |
| লক্ষণের চতুর্দশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য, নিরাজায় ও | | বরলাভ | ৫২৪ |
| উপবাস-বিবরণ | ৫৬৮ | রাবণ কর্তৃক লঙ্কারাজ্য গ্রহণ | ৫২৯ |
| লক্ষণ-ভোজন | ৫৭১ | রাবণাধির বিবাহ | ৬০১ |
| শঙ্করের বিবাহ-সংক্রমণ | ৫৭৬ | রাবণের দ্বিগ্নিহারার্থ যাত্রা | ৬০২ |
| পার্বতীর অধিবাস | ৫৭৭ | রাবণ ও কুবেরের মহাসমর | ৬০৪ |
| শঙ্করের বিবাহার্থ যাত্রা | ৫৭৯ | রাবণের প্রাত নন্দীর অভিশাপ ও রাবণের | |
| শিব-বিবাহ | ৫৮১ | কৈলাস পর্যন্ত উত্তোলনের প্রয়াস | ৬০৬ |
| হর-গৌরীর ভোজন ও সুলশয্যা | ৫৮২ | বেদবতীর উপাখ্যান | ৬০৬ |
| হর-গৌরীর বিদায় | ৫৮৩ | মরুত-পরাভব | ৬০৮ |
| লঙ্কার উৎপত্তি | ৫৮৩ | অনরণ্য-বধ | ৬০৯ |
| রাক্ষসগণের জন্ম-বৃত্তান্ত-কথন | ৫৮৫ | কার্তবীৰ্য্যার্জুনের জল বিহার ও রাবণের | |
| গজ-কচ্ছপের বিবরণ ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ | ৫৮৭ | সহিত যুদ্ধ | ৬১০ |
| মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের | | কার্তবীৰ্য্যার্জুনের সহিত রাবণের সখ্য-স্থাপন | ৬১৪ |
| পাতালে প্রবেশ | ৫৮৯ | বালির সহিত রাবণের যুদ্ধ | ৬১৬ |
| কুবেরের জন্ম, তপস্শা, বরলাভ ও লঙ্কার রাজত্ব | ৫৯২ | যমের সহিত রাবণের যুদ্ধ | ৬১৮ |

[জ]

| বিষয় | পত্রাঙ্ক | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|--|----------|---|----------|
| রাবণের ষমলোক পরিদর্শন | ৬১৯ | লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শক্রের, ভরত ও | ৬ |
| রাবণের নিকট যমের পরাজয় | ৬২৩ | লক্ষণের পতন | ৬২২ |
| রাবণের পাতাল-পুৰী গমন ও বাসুকি প্রভৃতির | | লব-কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধের আয়োজন | ৭০১ |
| সহিত যুদ্ধ | ৬২৬ | লব-কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ | ৭০৩ |
| বলি কর্তৃক রাবণের লাঞ্ছনা | ৬২৮ | শ্রীরামের বিলাপ | ৭০৮ |
| মাক্কাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ | — | ৬৩০ | ৭০৯ |
| রাবণের চন্দ্রলোকে যাত্রা | ৬৩২ | সীতা-বিলাপ | ৭১১ |
| রাবণের কুশদ্বীপে গমন, মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ | ৬৩৩ | বাস্তবিক সমাগম ও সসৈন্য রাম-লক্ষণাধির | |
| রাবণ-কর্তৃক রম্ভাবতীর অপমান ও রাবণের | | শ্রাণলাভ | ৭১২ |
| প্রতি নল-কুবেরের অভিশাপ | ৬৩৫ | লব-কুশ কর্তৃক রামায়ণ-গান | ৭১৪ |
| শূর্ণধার বৈধব্য-বিবরণ | ৬৩৮ | সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশ | ৭১৭ |
| রাবণের স্বর্গ-বিজয়ার্থ যাত্রা | ৬৪০ | লব-কুশের বিলাপ | ৭২০ |
| মধুদৈত্যের সহিত রাবণের মিত্রতা | ৬৪২ | শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও লব-কুশ | |
| রাবণ কর্তৃক অমরাবতী আক্রমণ | ৬৪৪ | কর্তৃক রামায়ণ গান | ৭২২ |
| হনুমানের জন্ম-বিবরণ | ৬৫৩ | শ্রীরামের খেদ | ৭২৩ |
| বিশ্বকর্মার প্রমোদ-বন নির্মাণ ও তদন্থে | | ভরত-কর্তৃক তিনকোটি গন্ধর্ব বধ ও শ্রীরামাধির | |
| রাম-সীতার অবস্থান | ৬৫৫ | অষ্ট পুত্রের রাজ্যাভিষেক | ৭২৩ |
| শ্রীরামের ভদ্র-মন্ত্রীর নিকট সীতা-বিষয়ক | | কাল-পুরুষ-সমাগম ও লক্ষণ-বর্জন | ৭২৫ |
| জনাপবাদ শ্রবণ | ৬৫৮ | শ্রীরাম, ভরত ও শক্রের স্বর্গারোহণ | ৭২৯ |
| সীতার বনবাস | ৬৫৯ | ব্রহ্মা কর্তৃক রামায়ণের ফলশ্রুতি কীর্তন | ৭৩০ |
| সোণার সীতা নির্মাণ | ৬৬৩ | উপসংহার | ৭৩১ |
| কুক্কর-সন্ন্যাসি সংবাদ | ৬৬৫ | | |
| লবণাসুর বধ | ৬৬৯ | | |
| বিশ্ব-পুত্রের অকাল-মৃত্যু ও শূদ্র-তপস্বী-বধ | ৬৭৫ | | |
| গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব-বৃত্তান্ত | ৬৭৭ | | |
| শ্রীরামের অগস্ত্যশ্রমে গমন ও দৈত্য-রাজের | | | |
| উপাখ্যান | ৬৭৯ | | |
| হুণ্ডারণ্যের বৃত্তান্ত | ৬৮১ | | |
| বৃত্তাসুর বধ-বিবরণ | ৬৮৩ | | |
| ইলা-রাজার উপাখ্যান | ৬৮৬ | | |
| শ্রীরামের অশ্বমেধ-যজ্ঞারম্ভ | ৬৮৮ | | |
| যজ্ঞাশ্ব রক্ষণে শক্রের যাত্রা ও শক্রের দ্বিধিভয় | ৬৯০ | | |
| লব-কুশ কর্তৃক যজ্ঞাশ্ব বধন | ৬৯২ | | |

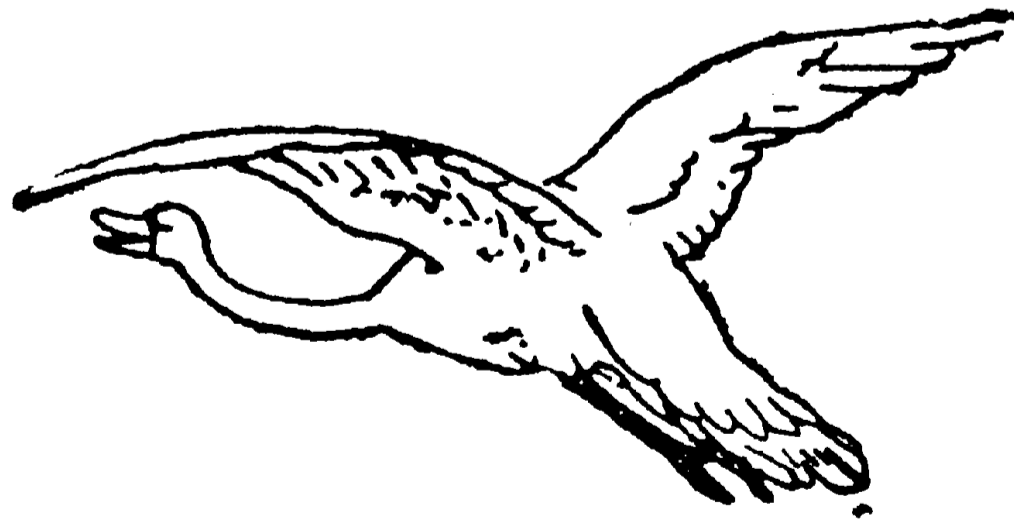
পরিশিষ্ট

| | |
|---|--------|
| পরিশিষ্ট (ক)—রামায়ণোল্লিখিত স্থানাধির | |
| ভৌগোলিক সংস্থান | [১] |
| পরিশিষ্ট (খ)—পাদটীকায় অমূল্লিখিত | |
| বিষয়ের পরিচয় | [৭] |
| পরিশিষ্ট (গ)—পৌরাণিক প্রসঙ্গ | [১১] |
| পরিশিষ্ট (ঘ)—পৌরাণিক তথ্য | [৪১] |
| পরিশিষ্ট (ঙ)—কৃষ্ণবাসী রামায়ণে বাঙ্গালীর | |
| সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় | [৪৮] |
| পরিশিষ্ট (চ)—অশ্বমেধ-মুনি-সম্মত শ্রীরাম- | |
| চন্দ্রের তিথি-মাস-বর্ধগত জীবনী | [৫৫] |

চিত্র সূচী

| বিষয় | চিত্রশিল্পী | পৃষ্ঠা |
|---|------------------------------------|---------|
| ১। ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থ -- কুস্তিবাসের ভিটা | ফোটোগ্রাফ -- | মুখপত্র |
| ২। তপোবনে বান্ধীকি (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ৭ |
| ৩। গঙ্গাবতরণ (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র | ২৮ |
| ৪। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন (রঙিন) | ... শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় | ২৮ |
| ৫। প্রাণবাতিনী মালা (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ৩২ |
| ৬। নারায়ণের অনন্ত-শয্যা (রঙিন) | ... শ্রীতেজেন্দ্রকুমার মিত্র | ৬৪ |
| ৭। সীতা-জন্ম (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ৬৭ |
| ৮। কোশল্যা-স্বপ্ন (রঙিন) | ... ঐ | ৬২ |
| ৯। অহল্যা-উদ্ধার | ... শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র | ২১ |
| ১০। হর-ধনুর্ভঙ্গ (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ২৬ |
| ১১। পরশুরামের দর্প-চূর্ণ (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ১০৮ |
| ১২। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে অযোধ্যার শোভা (রঙিন) | ... শ্রীতেজেন্দ্রকুমার মিত্র | ১০২ |
| ১৩। কৈকেয়ী-মহুরা-সংবাদ (রঙিন) | ... শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ | ১১৬ |
| ১৪। কোশল্যা ও রামচন্দ্র | ... শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে | ১২৬ |
| ১৫। নৌকা-তরণ | ... শ্রীমহাদেব বিখনাথ পুরন্দর | ১৩৬ |
| ১৬। ভরত-মিলন (রঙিন) | ... | ১৫৫ |
| ১৭। পাতুকা-পূজা | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ১৫৬ |
| ১৮। শূর্ণধা-সমাগম (রঙিন) | ... ঐ | ১৭২ |
| ১৯। হিরণ্য-মৃগ-দর্শন (রঙিন) | ... | ১৮১ |
| ২০। সীতাদেবীর ভিক্ষাধান (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ১৮৪ |
| ২১। রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ (রঙিন) | ... শ্রীতেজেন্দ্রকুমার মিত্র | ১৮৬ |
| ২২। বালি ও স্ত্রীবেবর যুদ্ধ | ... শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র | ২১২ |
| ২৩। সঙ্ঘবা-হনুমৎ-সংবাদ (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ২৫০ |
| ২৪। বানবগণের সহিত সম্পাতির সন্দর্শন | ... ঐ | ২৫১ |
| ২৫। চামুণ্ডার লঙ্কাত্যাগ (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় | ২৬৬ |
| ২৬। অশোক-তরুতলে সীতাদেবী (রঙিন) | ... শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ | ২৭২ |
| ২৭। বন্দিনী সীতা (রঙিন) | ... শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় | ২৭৮ |

| বিষয় | চিত্রশিল্পী | পৃষ্ঠা |
|---|-----------------------------------|----------------|
| ২৮। অকুরীয় সংবাদ (রঙিন) | শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | .. ২৮৩ |
| ২৯। লক্ষা-দহন | ... ঐ | ... ২৯৬ |
| ৩০। সমুদ্র-শাসন (রঙিন) | ... ঐ | ... ৩১৭ |
| ৩১। সীতা-সরমা সংবাদ (রঙিন) | ... শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ | ... ৩৩৬ |
| ৩২। নাগপাশে রাম-লক্ষণ (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ... ৩৬২ |
| ৩৩। গরুড়ের প্রার্থনা-পুরণ (রঙিন) | ... ঐ | ... ৩৬৩ |
| ৩৪। মন্দির-পথে মহারানী মন্দোদরী (রঙিন) | ... শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ | ... ৪০৪ |
| ৩৫। মেঘনাথ-বধ (রঙিন) | ... ঐ | ... ৪৫৯ |
| ৩৬। রাবণ কর্তৃক সীতা বধোৎসোগ (রঙিন) | ... ঐ | ... ৪৬৫ |
| ৩৭। লক্ষণের শক্তিশেষে পতন | ... শ্রীসুব্রহ্মনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | ... ৪৭১ |
| ৩৮। কুম্ভীরিনী-উদ্ধার (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ... ৪৭৫ |
| ৩৯। মহীরাবণ বধ (রঙিন) | ... ঐ | ... ৪৯৯ |
| ৪০। নীলপদ্মহরণ (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ... ৫১৯ |
| ৪১। শূন্যপথে পবন ও ইন্দ্র ঐ | ... শ্রীবানীকান্ত দাস | ... ৫২৪ |
| ৪২। মন্দোদরী-অভিশাপ (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ... ৫৩৫ |
| ৪৩। নৃসিংহ-অবতার (রঙিন) | ... শ্রীতেজেন্দ্রকুমার মিত্র | ... ৫৩৯ |
| ৪৪। সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষা (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ... ৫৪০ |
| ৪৫। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র | ... ৫৫৮ |
| ৪৬। কৈলাসে হর পার্শ্বতী (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র | ... ৬০৬ |
| ৪৭। দৈব-ছবিপাক (রঙিন) | ... ঐ | ... ৬৬০ |
| ৪৮। সীতা-বনবাস | ... ঐ | ... ৬৬৩ |
| ৪৯। লবকুশের সহিত শক্রবের সাক্ষাৎ (রঙিন) | ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার | ... ৬৯৩ |
| ৫০। বায়ীকি কর্তৃক সীতাদেবীকে উপদেশ দান | ... ঐ | ... ৭১৩ |
| ৫১। সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ | ... ঐ | ... ৭২০ |
| ৫২। প্রতীক্ষা (রঙিন) | ... শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত | ... প্রচ্ছদ পট |



नान्दौ

कूज्जुसुं रामरामेति मधुरं मधुराकरम् ।
आरूह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥

वाल्मीकिगिरिसञ्ज्ञता रामाञ्छोनिधिसङ्गता ।
श्रीमद्रामायणी गङ्गा पुनाति डूवनत्रयम् ॥

रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतयेः नमः ॥

रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् ।
सूत्रीवंग् वासुसूत्रं च प्रणमामि पुनःपुनः ॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं ।
कपीशमङ्गलस्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं ॥

मनोजवंग् मारुततुल्यावेगं जिज्ञेस्त्रियं वृद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वाताञ्जलं वानरयूथमुखां श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥

রামায়ণের সার-কথা

আদিকাণ্ডে রাম-জন্ম, বিবাহ সীতার ।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে রাম চলিলা কাস্তার ॥
অরণ্যাকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ ।
কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ডেতে বালি হইলা নিধন ॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে সেতু-বন্ধ চমৎকার ।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের প্রকাশ ।
লোক-নিন্দা হেতু ঘটে সীতা-বনবাস ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
সংক্ষেপে কহিলা সাত-কাণ্ড রামায়ণ ॥

প্রাচীন বৃষ্টি-বাজী রামায়ণ

আদিকাণ্ড

— : ০ : —

রামঃ লক্ষণপূর্কজঃ রঘুবরঃ সীতাপতিঃ সুন্দরঃ
কাকুৎস্থঃ করুণাময়ঃ গুণনিধিঃ বিপ্রপ্রিয়ঃ দাম্বিকম্ ।
বাজ্জেদ্রং সত্যসন্ধঃ দশরথতনয়ঃ শ্রীমলং শান্তমূর্তিঃ,
বন্দে লোকাতিরামং রঘুকুলতিলকং বাঘবং রাবণারিণম্ ॥

নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ-বৃষ্টান্ত ।

| | |
|--|--|
| গোলোক (১) বৈকুণ্ঠ-পুরী (২) সবার উপর । | মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ । |
| লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর ॥ | এক অংশ চারি অংশে হইবে প্রকাশ ॥ |
| তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেগিতে স্ফচারু । | শ্রীরাম ভরত আর শক্রয় লক্ষ্মণ । |
| যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু (৩) ॥ | এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ(৭) ॥ |
| দিবা নিশি সেথা চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ । | লক্ষ্মীগুণ্ডি সীতাদেবী বসেছেন বামে । |
| তার তলে আছে দিবা বিচিত্র আবাস ॥ | স্বর্ণচ্ছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে ॥ |
| নেতপাট (৪) সিংহাসন উপরেতে তুলী (৫) । | চামর তুলায় তাঁরে ভরত শক্রয়ন । |
| বীরাসনে (৬) বসিয়া আছেন বনমালী ॥ | জোড়হাতে স্তব করে পবন নন্দন (৮) ॥ |

(১) গোলোক - জ্যোতির্গয় ভূবন (২) বৈকুণ্ঠ - লক্ষ্মী-নারায়ণের অধিষ্ঠান-ভূমি । (৩) কল্পতরু - সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন তরু-গাছ (বিশেষ ; লোক-প্রসিদ্ধি এই যে, এই গাছের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়) (৪) নেতপাট - মৃগ রেশম নির্মিত বস্ত্র । (৫) তুলী - তুলা নির্মিত আস্তরণ, লেপ ইত্যাদি । (৬) বীরাসন - হাঁটুদ্বয় ও পদাঙ্গুলি সকল আসন-সংলগ্ন করিয়া উপবেশনের নাম । মতান্তরে - বাম পদতল আসন সংলগ্ন ও হাঁটু উচ্চ করিয়া এবং দক্ষিণ হাঁটু ও পদাঙ্গুলি আসন-সংলগ্ন করিয়া ও দক্ষিণ গুল্ক গৃহদেহ সংলগ্ন করিয়া উপবেশনের নাম । (৭) নারায়ণ - নার (অস) অয়ন (আশ্রয়) ধার ; যিনি কারণ-বারিতে শয়ন করিয়া আছেন । (৮) পবন-নন্দন - হনুমান ।

এইরূপে নৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর ।
 হেন কালে চলিলা নারদ মুনিবর ॥
 হাতে বীণায়ত্ন, মুখে হরিগুণ-গান ।
 উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু-বিচ্যমান (১) ॥
 রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে ।
 বসন ত্রিতিল (২) তাঁর নয়নের নীরে ॥
 হেন রূপ কেন ধরিলেন নারায়ণ ।
 ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন (৩) ॥
 ভাবী ভূত বর্তমান শিব ভাল জানে ।
 এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে ॥
 এতক ভাবিয়া যাও করে মুনিবর ।
 উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর (৪) ॥
 বিধাতারে লয়ে যান কৈলাস শিখরে (৫) ।
 শিবকে বন্দিয়া পরে বন্দিলা দুর্গারে ॥
 নিরখিয়া দুই জনে তুষ্টি মহেশ্বর ।
 জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁদের গোচর ॥
 কহ ব্রহ্মা, কহ হে নারদ তপোধন ।
 দৌহে আনন্দিত আজি দেখি কি কারণ ॥
 বিরিকি (৬) বলেন, শুন দেব ভোলানাথ ।
 দেখিলাম গোলোকে অপরূপ জগন্নাথ ॥
 দেখিতাম পূর্বেতে কেবল নারায়ণ ।
 চারিঅংশ দেখিলাম কিসের কারণ ॥
 ব্রহ্ম-বাক্য শুনিয়া কহেন কৃষ্ণিবাস (৭) ।
 সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ॥

যে রূপে আছেন হরি গোলোক-ভিতর ।
 জন্ম নিতে আছে ষাটি সহস্র বৎসর ॥
 রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবীমণ্ডলে ।
 তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে ॥
 দশরথ-ঘরে জন্মিবেন চারি জন ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভারত শত্রুঘন ॥
 এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হইয়া ।
 তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥
 জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ ।
 পিতৃ-সন্ত্য পালনার্থ যাইবেন বন ॥
 সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ ।
 লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন ॥
 মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে ।
 একবার রাম-নামে সর্বপাপে তরে ॥
 মহাপাপী হয়ে যদি রাম-নাম লয় ।
 সংসার-সমুদ্রে তার বৎস-পদ (৮) হয় ॥
 হাসিয়া বলেন ব্রহ্মা, শুন ত্রিলোচন ।
 পৃথিবীতে হেন পাপী আছে কোন্ জন ॥
 ধুজ্জটি (৯) বলেন, মম বাক্যে দেহ মন ।
 মধ্যপথে (১০) মহাপাপী আছে একজন ॥
 তারে গিয়া রাম-নাম দেহ একবার ।
 তবে সে নিতান্ত মুক্ত হইবে সংসার ॥
 বিধাতা নারদ তাঁরা ভাবেন দু-জন ।
 পৃথিবীতে মহাপাপী আছে সে কেমন ॥

(১) প্রভু-বিচ্যমান - প্রভুর নিকটে (২) ত্রিতিল - ত্রিভিল। (৩) পঞ্চানন - মহাদেব। ত্রিলোচন, শিব। (৪) গোচর - প্রত্যক্ষ; (এখানে) নিকট; (৫) কৈলাস - স্ফটিক বর্ণ বিশিষ্ট পর্বত; মহাদেবের বাসস্থান। (৬) বিরিকি - বিধাতা; ব্রহ্মা। (৭) কৃষ্ণিবাস - কৃষ্ণি (ব্যাস ঋ) বাস (বন) বাস, ব্যাসঋগুপরিধায়ী মহাদেব অঙ্ক নাম ভোলানাথ, মহেশ। (৮) বৎস-পদ - বাছুরের পায়েব দ্বারা ততুকু স্থান পরিমিত হয়। ততুকু স্থান সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জলাধার বুঝাইতে 'গোম্পদ' ব্যবহৃত হয়। কাব কৃষ্ণিবাস গোম্পদ হইতেও ক্ষুদ্রতর বুঝাইবার জন্য 'বৎস-পদ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। (৯) ধুজ্জটি - ধূর্ (বিখ্যাত) য়ার জটায়; অথবা ধূম্বর্ণ জটায়ী মহাদেব। (১০) মধ্যপথে - মাঝ-রাস্তায়। কেহ কেহ বলেন, 'মধ্যপথ' একটি স্থানের নাম ছিল।

চাবন (১) মূনির (২) পুত্র নাম রত্নাকর (৩) ।
 দক্ষাবস্থি করে সেই বনের ভিতর ॥
 নিরিক্তি নারদ দৌহে সন্ন্যাসী (৪) হইয়া ।
 রত্নাকর কাছে দৌহে মিলিল আসিয়া ॥
 বিধাতার মায়া তৈল রত্নাকর প্রতি ।
 সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি ॥
 উচ্চবক্ষে চড়িয়া সে চতুর্দিকে চায় ।
 ব্রহ্মা-নারদেরে পথে দেখিবারে পায় ॥
 ভাবে দস্তা রত্নাকর লুকাইয়া বনে ।
 সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে ॥
 বিধাতা নারদ সেই পথেতে যাইতে ।
 লোহার মুদগর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে ॥
 ব্রহ্মার মায়াতে (৫) তার মুদগর না চলে ।
 মায়ায় মুদগর বন্ধ তার করতলে ॥
 না পারে মারিতে দস্তা ভাবে মনে-মন ।
 ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন, বাপু তুমি কোন্ জন ॥
 রত্নাকর বলে, তুমি না চিন আমারে ।
 লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে ॥
 ব্রহ্মা বলে, মোরে মারি কত পাবে ধন ।
 করিয়াছ যত পাপ কহিব এখন ॥
 শত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয় ।
 এক গো বধিলে তত পাপের উদয় ॥

এক শত ধেনু-বধ যেই জন করে ।
 তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে ॥
 এক শত নারী-হত্যা করে যেই জন ।
 তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণ (৬) ॥
 এক শত ব্রহ্ম-বধে যত পাপোদয় ।
 এক ব্রহ্মচারি-বধে (৭) তত পাপ হয় ॥
 ব্রহ্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি ।
 সংখ্যা নাই যত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী ॥
 যেই পথ দিয়া গতি করেন সন্ন্যাসী ।
 আড়ে দীর্ঘে চারি ক্রোশ সম পুরী কাশী ॥
 সে পাপ করিতে যদি তব থাকে মন ।
 করহ এতক পাপ কহিসু এখন ॥
 শুনিয়া কহিল দস্তা রত্নাকর হাসি ।
 মারিয়াছি তোম্মা হেন কতক সন্ন্যাসী ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, যদি না ছাড়িবে মোরে ।
 ভাল স্থল দেখিয়া হে বধত আমারে ॥
 যথা কীট-পতঙ্গাদি পিপীলিকা গন্ধে ।
 মৃত দেহ খেতে লোভে না আসে আনন্দে ॥
 মারিয়া দণ্ডের বাড়ি পাড়িয়া ভূমিতে ।
 পিপীলিকা মরিবেক আমার চাপেতে ॥
 পুনঃ বলিলেন, পাপ কর কার লাগি ।
 তোমার এ পাতকের (৮) কেহ আছে ভাগি ॥

(১) চাবন - ভৃগুমূনির ঔরসে পুলোমার গর্ভজাত । ইনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন এক ব্রাহ্মস পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে জানিয়া ইনি তৎক্ষণাৎ মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মসের দণ্ডবিধান করেন ; এই জন্ত ইহার নাম হয় চাবন । (২) মূনি - চুৎখে যার মন চঞ্চল হয় না, সুখেও যার ইচ্ছা নাই, - যার আসক্তি ভয় ক্রোধ নাই - যার চিত্ত স্থির তাঁহাকে মূনি বলে । দুঃখেন্দুদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ । বীতরাগঃ ভয়ক্রোধঃ স্থিরশর্মানিকচাত্তে ॥ (৩) রত্নাকর - বাল্মীকির পুত্র-নাম । (৪) সন্ন্যাসী - যিনি সম্পূর্ণরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া ব্রহ্মধর্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । (৫) মায়াতে - কৃতকৈ । (৬) ব্রাহ্মণ - যিনি ব্রহ্মকে জানেন "ব্রহ্ম জানাত্তি যঃ সঃ ব্রাহ্মণঃ ।" (৭) ব্রহ্মচারী - যিনি সংঘন ব্রত গ্রহণ করিয়া ঋকৃগৃহে বেদাধ্যয়নে রত হইয়াছেন । (৮) পাতক - পাপ ।

রত্নাকর বলে, যত লয়ে যাই ধন ।
 মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারি জন ॥
 যাহা কিছু বেচি কিনি খাই চারি জনে ।
 আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে ॥
 শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে ।
 তোমার পাপের ভাগী কেন তারা হবে ॥
 করিয়াছ যত পাপ আপনার কায় (১) ।
 আপনি করিলে পাপ আপনার দায় (২) ॥
 জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয় ।
 তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয় ॥
 একান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি ।
 এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি ॥
 হরিষ-বিষাদে (৩) দগ্ধ লাগিল ভাবিতে ।
 বলে, বুঝি এই যুক্তি কর পলাইতে ॥
 ব্রহ্মা বলে, সত্য করি না পলাব আমি ।
 মাতা পিতা পত্নীরে হৃদয়ে এস তুমি ॥
 অতঃপর যায় দগ্ধ ফিরি ফিরি চায় ।
 ভাবে, বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায় ॥
 প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন ।
 আদিকাণ্ড গান কৃষ্ণিবাস বিচক্ষণ ॥

রাম-নামে রত্নাকরের পাপনাশ ।

মানুষ মারিয়া আমি আনি যত ধন ।
 মম পাপভাগী তুমি হও এক জন ॥
 পুত্রের বচন শুনি কুপিল চাবন ।
 হেন কথা তোমায় বলিল কোন্ জন ॥

কোন্ শাস্ত্রে (৪) শুনিয়াছ কে কহে তোমারে ।
 পুত্রকৃত পাপ কেন লাগিবে পিতারে ॥
 অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা ।
 কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা ॥
 যখন বালক ছিলে, পিতা ছিনু আমি ।
 এখন বালক আমি, পিতা হৈলে তুমি ॥
 যখন বালক ছিলে, না ছিল যৌবন ।
 বহু দুঃখ করি তব করেছি পালন ॥
 যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে ।
 সে সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে ॥
 এবে পিতা হইয়াছ, পুত্র-তুল্য আমি ।
 কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি ॥
 মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন ।
 তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ ॥
 শুনিয়া বাপের বাক্য হেঁট মাথা করে ।
 কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে ॥
 সত্য করি আমারে গো কহিবা জননী ।
 আমার পাপের ভাগী হইবা আপনি ॥
 জননী কহিছে ক্রুপা হইয়া অপার ।
 এক দিবসের ধার কে শোধে মাতার ॥
 দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায় ।
 তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমায় ॥
 শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেঁট কৈল ।
 পত্নীর নিকটে গিয়া সকল কহিল ॥
 জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও ।
 আমার পাপের ভাগী হও কি না হও ॥
 শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী ।
 নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি ॥

(১) কায় (এখানে) শরীরে । (২) দায় — এখানে) প্রয়োজনে ; পরে । (৩) হরিষ-বিষাদে—
 আনন্দে ও দুঃখে । (৪) শাস্ত্র—বেদ, তন্ত্র, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি ।

বিধাতা করেছে মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগী ।
 অণু পাপ নিতে পারি—এ পাপ হেয়গি ॥
 যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ ।
 সর্বদা করিবা মম ভরণ-পোষণ ॥
 আর যত পাপ-পুণ্য-ভাগ লাগে মোরে ।
 পোষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে ॥
 মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায় ।
 এই মাত্র জানি তুমি পালিবা আমায় ॥
 শুনিয়া ভাষার কথা রত্নাকর ডরে ।
 কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে ॥
 ডুবিলু পাপেতে, মম কি হইবে গতি ।
 কান্দিতে লাগিল মূনি স্মরিয়া দুষ্কৃতি ॥
 লোহার মুদগর মূনি মাথায় মারিয়া ।
 পড়িল ভূমির 'পরে অচেতন হইয়া ॥
 উঠি তবে রত্নাকর ভাবিল অস্তুরে ।
 সেই মহাজন (১) যদি মোরে কৃপা করে ॥
 ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া ।
 কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ (২) হইয়া ॥
 একে একে জিজ্ঞাসিলু আমি সবাকারে ।
 মম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে ॥
 আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান ।
 এ সকল পাপে কিসে পাব পরিত্রাণ ॥
 কহিলেন পিতামহ (৩) মূনির কুমারে ।
 তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে ॥
 শুনিয়া চলিল মূনি সরোবর-পাড়ে ।
 তার দৃষ্টিমাত্র জল ভগ্ন হইয়া উড়ে ॥

শুক স্থলে মরে মীন মকর (৪) কুণ্ডীর ।
 কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর ॥
 ছিল যে অগাধ জল এই সরোবরে ।
 মম দৃষ্টিমাত্র জল রহিল অস্তুরে (৫) ॥
 শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা, সঙ্গী তপোধনে ।
 হইয়াছে পূর্ণ পাপ তরিবে কেমনে ॥
 কম গুলু-জল ছিল দিলেন মাথায় ।
 মহামন্ত্র মূনি তারে কাঁহবারে যায় ॥
 নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে কর্ণে তার ।
 রাম-নাম বদনেতে বল একবার ॥
 পাপে জড় জিহ্বা, রাম বলিতে না পারে ।
 কহিল, ওকথা মোর মুখে না নিঃসরে ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল মনে ।
 উচ্চারিবে রাম-নাম এ মুখে কেমনে ॥
 ম-কার করিলে অগ্রে রা করিলে শেষে ।
 তবে-বা পাপীর মুখে রাম-নাম আসে ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া ।
 মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর ।
 মৃত মনুষ্যেরে মড়া বলে সব নর ॥
 'মড়া' নয়, 'মরা' বলি জপ অবিরাম ।
 তবে মুখে তোমার সরিবে রাম-নাম ॥
 শুক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে ।
 অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে ॥
 বহুকণে রত্নাকর করি অনুমান ।
 বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান ॥

(১) মহাজন—মহাপুরুষ ; এখানে মহৎ শব্দের বোলে পর পদের শ্রেষ্ঠার্থ হইয়াছে । (২) দণ্ডবৎ—
 দণ্ড অর্থাৎ লাঠির মত সরলভাবে ভূপতিত হইয়া প্রণামের নাম দণ্ডবৎ প্রণাম । (৩) পিতামহ—ব্রহ্মা ;
 সমস্ত পিতৃ-পুরুষের আদি বলিয়া তাঁহার নাম পিতামহ । (৪) মকর—মস্তক ও সন্মুখের পদ্বয় কুকসার
 মূণ্ডের স্থায় এবং ঘেহ ও পুচ্ছ মৎস্যাকৃতি ; গজায় বাহন । (৫) রহিল অস্তুরে—শুক হইয়া গেল ।

‘মরা’ ‘মরা’ বলিতে আইল রাম-নাম ।
 পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ ॥
 তুলারামি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয় ।
 একবার রাম-নামে সর্ব-পাপ ক্ষয় ॥
 নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস ।
 আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

ব্রহ্মা-কর্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নাম-করণ ও
 রামায়ণ রচনা করণের আদেশ ।

বিশ্বশ্রুতা (১) নারদেরে কহেন তখন ।
 যে কহিল মিথ্যা নহে শিবের বচন ॥
 রাম-নাম ব্রহ্মা-স্থানে পেয়ে রত্নাকর ।
 সেই নাম জপে ষাট হাজার বৎসর ॥
 এক নাম জপে এক-স্থানে একাসনে ।
 সর্বান্ন খাইল বাল্মীকের (২) কীটগণে ॥
 মাংস খেয়ে পিণ্ড (৩) তার করিল সোসর (৪) ।
 হইল কটক-কুশ তাহার উপর ॥
 খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে ।
 বাল্মীকের মধ্যে মুনি রাম-নাম ডাকে ॥
 ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত ষাট হাজার বৎসর ।
 পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর ॥
 সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দিকে চায় ।
 মনুষ্য নাহিক, কিন্তু রাম-নাম হয় ॥
 রাম-নাম শুনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর ।
 জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর ॥

আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে (৫) ।
 সাত দিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে ॥
 বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল ।
 কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল ॥
 সৃষ্টিকর্তা (৬) করিলেন তাহারে আহ্বান ।
 পাইয়া চৈতন্য মুনি উঠিয়া দাঁড়ান ॥
 ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম ।
 মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রাম-নাম ॥
 ব্রহ্মা বলে, তব নাম রত্নাকর ছিল ।
 আজি হৈতে তব নাম বাল্মীকি হইল ॥
 বাল্মীকেতে ছিলা যেই, তেঁই এ বিধান ।
 সাতকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ ॥
 যেই রাম-নাম হৈতে হইলা পবিত্র ।
 সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র ॥
 জোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা-বিচক্ষণ ।
 কেমন হইবে গ্রন্থ, কেমন পুরাণ ॥
 কেমন কবিতা ছন্দঃ, আমি নাহি জানি ।
 শুনিয়া বিধাতা তাঁরে কহিলেন বাণী (৭) ॥
 সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে ।
 হইবে কবিতারামি তোমার মুখেতে ॥
 শ্লোকছন্দে (৮) পুরাণ করিবে তুমি যাহা ।
 জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা ॥
 এত বলি ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন ।
 আদিকাণ্ড গান কৃষ্ণিবাস বিচক্ষণ ॥

(১) বিশ্বশ্রুতা—ব্রহ্মা । (২) বাল্মীকি—উই টিপি । (৩) পিণ্ড—টিপি । (৪) সোসর—সমান ।
 (৫) পুরন্দরে—ইন্দ্রকে ; পুর নামক অশুর বধ করায় ইন্দ্রের নাম পুরন্দর হয় । (৬) সৃষ্টিকর্তা—ব্রহ্মা ;
 অস্থিরাশি হইতে জীবসৃষ্টি করিতে হইয়াছে ; এই জন্মই এখানে ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তা নামের সার্থকতা । (৭)
 বাণী—মহত্ব প্রকাশিকা কথা । (৮) শ্লোকছন্দে—কাব্যাকারে ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



অপোবনে বালীকি - ৭ পৃ

THE ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA 700 018



নারদ কর্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণেব
আভাষ প্রদান ।

এক দিন সে বাল্মীকি সরোবর-কূলে ।
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষ-মূলে ।
ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী (১) বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে ।
এক ব্যাধ ঐ পক্ষী বিক্লিলেক নলে (২) ।
প্রেমালাপে মন্ত পক্ষী, বিস্মে হেন কালে ।
ব্যাকুল হইয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে ॥
রামে স্মরি বলে মুনি কানে দিয়া হাত ।
জীব-হত্যা কৈলি পাপী আমার সাক্ষাৎ ॥
মারিলি নিরীহ পক্ষী বড়ই কুকর্ম্ম ।
পাপিষ্ঠ নারকী (৩) তুই নাহি কোন ধর্ম্ম ।
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষি-জাতি ।
বুঝিলাম তোমার নরকে হবে স্থিতি ॥
এতক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে ।
এই শোকে এক শ্লোক (৪) নিঃসরিল মুখে ॥
শোক হইতে শ্লোকের হৈল উপাদান (৫) ।
'মা নিষাদ' (৬) বলিয়া তাহার উপাখ্যান(৭) ।
চারি পদ ছন্দঃ মুনি লিখিলেন পাতে ।
আপনি লিখিয়া মূল (৮) না পারে বুঝিতে ॥
ভরদ্বাজ-সমিধানে করিলা গমন ।
গুরু-শিষ্য বসিয়া আছেন দুই জন ॥

ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল তথা নারদেরে ।
বাল্মীকিরে উপদেশ করিবার তরে ॥
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবেন বসিয়া ।
সেখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া ॥
নারদে দেখিয়া মুনি সম্মুখে উঠিল ।
দণ্ডবৎ করিয়া আসন তাঁরে দিল ॥
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে ।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তাঁরে ॥
এই শ্লোকচ্ছন্দে তুমি রচ রামায়ণ ।
উপদেশ কহি, জানি তুমি সে ভাজন (১০) ॥

সূর্য্যবংশে দশরথ হবে নরপতি ।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভারত শত্রুঘন ।
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারি জন ॥
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে ।
ধনুর্ভঙ্গ-পণে তাঁর বিবাহ তৎপরে ॥
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন ।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ ॥
সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কার রাবণ ।
সুগ্রীব সহিত রাম করিবে মিলন ॥
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার ।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার ॥
দশ-মুণ্ড বিশ-হাত মারিয়া রাবণ ।
অযোধ্যায় রাজা হইবেন নারায়ণ ॥

১) ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী—কৈ'চবক ও বকা (২) নল - পাখী পরিবার জন্তু বাঁশের ক্রমশঃ দণ্ড ।
(৩) নারকী—মৃত্যুর পরে যাহাকে নরক ভোগ করিতে হইবে (৪) শ্লোক - কবিতা (৫) উপাদান
—যাহা রূপান্তরিত হইয়া অল্প বস্তুতে পরিবর্তিত হয় ; এখানে—উৎপত্তি (৬) মা নিষাদ—মা (না)
নিষাদ (হে ব্যাধ) —সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—“মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং স্বমগমঃ শাস্ত্রাঃ সন্নাঃ। যৎ
ক্রৌঞ্চমিধুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥” (৭) উপাখ্যান—গল্প ; এখানে নান । (৮) মূল—সংস্কৃত
শ্লোক । (৯) রামায়ণ—রাম+অয়ন (আশ্রয়)—রামকে আশ্রয় করিয়া যে কাব্য রচিত হইয়াছে ।
(১০) ভাজন—পাত্র ।

কহিবেন অগস্ত্য (১) রাবণ-দিগ্বিজয় (২) ।
 পুনরায় সীতাকে বর্জ্জবে মহাশয় ॥
 পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতারে গোপনে ।
 লক্ষ্মণ রাখিবে তাঁরে তব তপোবনে (৩) ॥
 কুশ-লব নামে হবে সীতার নন্দন ।
 উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ (৪) রামায়ণ ॥
 এগার সহস্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিত্তি ।
 পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গে করিবেন গতি ॥
 জন্ম হইতে কহিলাম স্বর্গ-আরোহণ ।
 জন্মিয়া করিবে ইহা প্রভু নারায়ণ ॥
 এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস ।
 আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

চন্দ্রবংশ-উপাখ্যান ।

সাগর-মগ্ননে চন্দ্র হইল উৎপন্ন ।
 হইল চন্দ্রের পুত্র বৃধ অতি ধন্য ॥
 পুরুষবা নামে হৈল তাঁহার নন্দন ।
 তাঁর পুত্র শতাবর্ষ জানে সর্বজন ॥
 স্বর্গ নামে তাঁহার হইল এক সূত ।
 হইল তাঁহার পুত্র শ্বেতনাম-যুত ॥

নামেতে হইল নিমি তাঁহার নন্দন ।
 নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ ॥
 সকলে মিলিয়া তাঁর মখিল শরীর ।
 তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি (৫) নামে বীর ॥
 সেই বসাইল এই মিথিলা নগর ।
 সীরধ্বজ কুশধ্বজ তাঁহার কোঙর ॥
 এ সৃষ্টি সৃজন করিয়াছে মুনিবরে ।
 কহিল লক্ষ্মীর জন্ম জনকের ঘরে ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর ।
 চন্দ্রবংশ (৬) রচনা করিলা কবির ॥

মাকাতার উপাখ্যান ।

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন (৭) ।
 ত্রয়ো বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥
 তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি ।
 সকলে তাঁহার নাম রাখিল কন্দিনী ॥
 জরৎকারু মুনিপুত্রে সে নারদ আনি ।
 তাঁহারে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥
 সবে গায়, বাজায় নারদ মুনি বেণু ।
 তাহাতে জন্মিল কণ্ঠা নাম হৈল ভানু ॥
 তাঁহারে বিবাহ দিল জামদগ্নি (৮) বরে ।
 এক অংশে বিষ্ণু জন্মিলেন তাঁর ঘরে ॥

(১) অগস্ত্য—উর্ধ্বশো দর্শনে মিত্রাবরণের তেজঃ স্থলিত হইয়া কুণ্ডমধ্যে নিপতিত হয় । তাহা হইতে ইঁহার জন্ম হয়, একত্র ইঁহার আর এক নাম কুছযোনি । (২) দিগ্বিজয়—দশ দিকের স্থান জয় করিবার জন্ত যুদ্ধ যাত্রা । তপোবন—তপস্শার উপযুক্ত বন ; যেখানে জল, পুষ্প, বনফল সহজ-প্রাপ্য, হিংস্র জন্তুর উৎপাত কম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ যে বনভূমি তাহাই তপোবন নামে প্রসিদ্ধ । (৩) বেদ—জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ণ শাস্ত্র । (৪)—অপুত্র নিমির মৃতদেহ অরণীতে অর্থাৎ অগ্নি উৎপাদন জন্ত কাঠে মখিত করিয়া মুনিগণ ইঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম মিথি হয় । (৫) মূল সংস্কৃত রামায়ণে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের পুত্রাণুক্রমিক নাম—নিমি, মিথি, জনক, উদাবসু নান্দবন্দন, সূকেতু দেবরাজ বৃহদ্রথ, মহাবীর, স্বরতি, ষষ্ঠকেতু হর্ষাথ, মরু, প্রতাপক, কৌত্তিরথ, দেবমৌচ, বিবুধ, মহীত্রক, কৌত্তিরাত, মহারোমণ, স্বর্গরোমণ, হৃষরোমণ, স্রীরধ্বজ । ইনি রাজর্ষি জনক নামে অভিহিত হন । (৬) নিরঞ্জন—পবিত্র । (৭) ষষ্ঠকেতু বরে গাধিরাজ-কণ্ঠা সত্যবতীর গর্ভজাত ।

অতঃপর কহি সূর্য্যবংশ-বিবরণ ।
 ব্রহ্মার হইল তবে মরীচ নন্দন ॥
 মরীচের নন্দন কশ্যপ (১) নাম ধরে ।
 তাঁর পুত্র সূর্য্য, ইহা বিদিত সংসারে ॥
 সূর্য্যের হইল পুত্র, মনু (২) নাম তাঁর ।
 সুষেণ তাঁহার পুত্র রূপে চমৎকার ॥
 প্রসন্ন তাঁহার পুত্র অতি সে সূঠাম ।
 হইল তাঁহার পুত্র যুবনাথ নাম ॥
 যুবনাথ হৈল রাজা অযোধ্যানগরে ।
 বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘরে ॥
 কালনেমি-নামে কন্যা কন্দক-রাজার ।
 বিবাহ করিল যুবনাথ গুণাধার ॥
 বিবাহ করিল মাত্র সম্ভাষ না করে ।
 লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা বলিল বাপেরে ॥
 বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মহীপতি ।
 অভিশাপ করিলেক জামাতার প্রতি ॥
 তপস্যা করিয়া যবে আইল ভূপতি ।
 প্রণতি করিয়া দ্বিজে মাগিল সম্ভৃতি ॥
 আশীর্ব্বাদ কর, মম হউক নন্দন ।
 শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে দ্বিজগণ ॥
 পত্নী সহ তোমার নাহিক দরশন ।
 কেমনে বলিব তব হইবে নন্দন ॥
 এই যুক্তি কর রাজা, যদি লয় মন ।
 যজ্ঞ কর, তবে তব হইবে নন্দন ॥

যজ্ঞ-জল করাইবা রাণীকে ভক্ষণ !
 হইবে তোমার পুত্র অতি বিচক্ষণ ॥
 যজ্ঞ করি জল রাজা রাখে নিজ ঘরে ।
 শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে ॥
 যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ।
 জল আন বলি রাজা হইল কাঁচর ॥
 তৃণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল ।
 পুংসবন-জল (৩) হিল মুখেতে ঢালিলা ॥
 প্রভাতে প্রকাশ হৈল সূর্য্যের কিরণ ।
 জল আন বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ ॥
 রাজা বলে, দ্বিজগণ কর অবধান ।
 রাত্রিকালে জল আমি করিয়াছি পান ॥
 একথা শুনিয়া বলে যত মহামতি ।
 তোমার উদরে পুত্র জন্মিবে ভূপতি ॥
 শশুরের অভিশাপ তাহারে লাগিল ।
 যুবনাথ-উদরেতে পুত্র যে জন্মিল ॥
 দশমাসে করি তার কৃষ্ণি (৪) বিদারণ ।
 বাহির হইল এক সুন্দর নন্দন ॥
 নৃপতি ত্র্যজিল প্রাণ পেয়ে নানা ব্যথা ।
 ব্রহ্মা আসি পুত্র-নাম রাখিল মাক্কাতা (৫) ॥
 অযোধ্যা-নগরে রাজা হইল মাক্কাতা ।
 সপ্তদ্বীপ-অধিপতি (৬) পুণ্যশীল দাতা ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবির স্ত্রগান ।
 মাক্কাতার উপাখ্যান আদিকাণ্ডে গান ॥

(১) কশ্যপ মনু, পা = কশ্যপ, অর্থাৎ যিনি মনু মধু জল প্রভৃতি তরল পদার্থ পান করেন (২) মনু—
 সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দশ মনু, যথা স্বায়ম্বুব, স্বারোচিষ, উত্তমি, তামস, বৈবস্বত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, মার্ব্বি
 ভৌত, রৌচ্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি (৩) পুংসবন—গর্ভসঞ্চারণের তৃতীয় মাসে
 গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলোদ্দেশ্যে সংস্কার বিশেষ; (এখানে) যে সংস্কার দ্বারা পুরুষ সন্তান প্রসূত হয়।
 (৪) কৃষ্ণি—পার্শ্বদেশ। (৫) মাক্কাতা—ইনি যখন পিতার কৃষ্ণদেশ ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন
 তখন ঋষিগণ বলিলেন, এই পুত্র কাহার স্ত্রগান করিবে? ইন্দ্র বলিলেন, “অয়ং মাং দাতা” আমি
 ইহাকে পান করাইব। এই জন্মই ইহার নাম মাক্কাতা হয়। ইন্দ্র স্বীয় অনুতপ্রাবিনী তর্জিনী ইহার
 মুখে অর্পণ করিয়াছিলেন। (৬) সপ্তদ্বীপ—অনু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুন্ডর।

সূর্য্যবংশ নির্বংশ এবং অযোধ্যায় হারীতের

রাজ্যাভিষেক

মাক্কাতার তনয় হইল মুচুকুন্দ ।
সমর পাইলে তাঁর হৃদয়ে আনন্দ ॥
তাঁহার তনয় নামে পৃথু নৃপবর ।
যাঁর রথচক্রে ছয় হইল সাগর ॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষাকু (১) নরপতি ।
বশিষ্ঠ-নারদে কৈল রথের সারথি ॥
শতাবর্ত-নামে তাঁর হইল কুমার ।
আর্য্যাবর্ত-নামে পুত্র হইল তাঁহার ॥
ভরত তাঁহার পুত্র অতি বলবান ।
যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ ॥
জন্মিল তাঁহার পুত্র নামেতে ভূধর ।
থাণ্ড-নামে তাঁর পুত্র অতি ধনুর্ধর ॥
থাণ্ডের হইল পুত্র, দণ্ড নাম ধরে ।
প্রজার কামিনী কণ্ঠা সদা চুরি করে ॥
সব প্রজা করিলেক রাজার গোচর ।
তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর ॥
এ কথা শুনিয়া থাণ্ড বিষাদিত-মন ।
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল ততক্ষণ ॥
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডেরে কাননে ।
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে ॥
কানন-মধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপবর ।
বসাইল দণ্ডারণ্য বলিয়া নগর ॥
তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর ।
পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তাঁর ঘর ॥

একদিন শুক্র গেল তপস্যা করিতে ।

হেনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে ॥

শুক্রকণ্ঠা অজ্ঞা (২) করে পুষ্প আহরণ ।

দণ্ডরাজা বলে তারে বিবাহ কারণ ॥

অজ্ঞা বলে, শুন রাজা কহি তব ঠাই ।

পিতৃশিষ্য তুমি ত সম্বন্ধে হও ভাই ॥

বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন ।

পিতৃ-বিষমানে (৩) তবে কর নিবেদন ॥

রাজা বলে, এ কথায় স্থির নহে মন ।

ব্যাকুল আমার প্রাণ তোমার কারণ ॥

শুক্রকণ্ঠা বলি রাজা না করিল আন ।

পুষ্পবাটিকাতে তা'রে করে অপমান ॥

নৃপতি চপল-মতি (৩) অস্থির মানস ।

এ হেতু অনর্থ এত করিতে সাহস ॥

তপস্যা করিয়া শুক্র মুনি আইল ঘরে ।

আসন সলিল অজ্ঞা দিল মুনিবরে ॥

দিনান্তে অভুক্ত মুনি পোড়ে কলেবর ।

কথারে দেখিয়া মুনি কুপিত অন্তর ॥

মুনি বলে, অজ্ঞা কণ্ঠা দেখি এ কেমন ।

কি কারণে বল হেন বিষাদিত মন ॥

লজ্জা ঘুচাইয়া কণ্ঠা কহিল পিতায় ।

দণ্ডরাজ অপমান করিল আমায় ॥

এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর ।

দণ্ড দণ্ড বলি মুনি ডাকিল সঙ্গর ॥

পুঁথি কাঁখে করি দণ্ড আইল পড়িবারে ।

দেখিয়া কুপিয়া মুনি কহিল তাহারে ॥

পড়াইয়া তোমারে যে দিয়াছি চেতন (৪) ।

তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন ॥

এমন কুপুত্র যার জনমে বংশেতে ।

নির্বংশ হউক খাণ্ডরাজা এ দোষেতে ॥

(১) ইক্ষাকু—“কুব্জশ্চ ননোরিকা হুত্রাণতঃ পুরো জ্ঞে” —মহু একদিন হাঁচিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাসিকা হইতে একটু পুত্র উৎপন্ন হয়; হানি ইক্ষাকু নামে প্রসিদ্ধ হন । (২) অজ্ঞা—শুক্রমুনির কণ্ঠা; বাস্তবিক রামায়ণে অজ্ঞা । (৩) চপল-মতি—চঞ্চলমনা । (৪) চেতন—জ্ঞান ।

কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাশয়ি ।
 রাজ্যশুক হইল সে খাণ্ড ভাঙ্গরাশি ॥
 অযোধ্যাতে খাণ্ডরাজা জীবন ত্যজিল ।
 চূর্য্যবংশ একেবারে নিরুৎশ হইল ॥
 অযোধ্যাতে হৈল রাজা বশিষ্ঠ (১) ব্রাহ্মণ ।
 পুত্রের সমান করি পালে প্রজাগণ ॥
 মনি বলে, জপ তপ সব নষ্ট হৈল ।
 মেহা রাজ্য করি মম জন্ম গোড়াইল (২) ॥
 গান করি জানিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ।
 ইবে অজ্ঞার এক উত্তম নন্দন ॥
 গানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক প্রতি ।
 গীষ পাঠাইয়া দেহ রাজা হবে নাতি ॥
 গ্যা জানি শুক মনি হৈল সৃষ্টমন ।
 গ্যা পাঠানার সজ্জা করিল তখন ॥
 গন্ধাকে পাঠান শুক অযোধ্যানগর ।
 গন্ধার হইল এক অপূর্ব কোণ্ডর ॥
 এই কুমারের নাম হইল হারীত ।
 মনি তারে আশিষ্ করিল যথোচিত ॥
 দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর (৩) ।
 ছয় মাস মধ্যে অন্ন দিল মুনিবর ॥
 এক বৎসরের হৈল রাজার কোণ্ডর ।
 বসাইল লয়ে সিংহাসনের উপর ॥
 হারীত বলেন, মাতা করি নিবেদন ।
 তোমার এমন দশা হইল কি কারণ ॥
 এই কথা শুনি রাণী বলিছে তখন ।
 মম পিতৃশাপে তব পিতার নিধন ॥

তব পিতা মোর করে যোর অপমান ।
 এই হেতু পিতা করে অভিশাপদান ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত সুগান ।
 আদিকাণ্ডে গাইল দণ্ডক-উপাখ্যান ॥

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ।

হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে ।
 বসতি করিল সেই অযোধ্যানগরে ॥
 পরবধু হরি, হরিবীজ রাজ্য করে ।
 তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে ॥
 হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সর্বদেশ ।
 স্ব-রূপে (৪) গঙ্গাতে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
 পিতৃ-মৃত্যু-পরে হরিশ্চন্দ্র হৈল রাজা ।
 পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা ॥
 সোমদত্ত-রাজকন্যা তাঁর নাম শৈব্যা ।
 বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা (৫) ॥
 পাইয়া সুন্দরী জাগা (৬) অস্তুরে উল্লাস ।
 তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস ॥
 সুখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহীপতি ।
 ইন্দ্রে লইয়া কিছু শুনহ সম্প্রতি ॥
 একদিন সভাতে বসিল সুরপতি ।
 পঞ্চ কন্যা নৃত্য করে প্রথম যুবতী (৭) ॥

(১) বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণের অন্ততম । সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় বশ করায় ইহার নাম বশিষ্ঠ হয় ।
 (২) গোড়াইল—কাটাইল । (৩) শশধর—চন্দ্র ; দক্ষ প্রজাপতির ১৭টি কন্যার মধ্যে চন্দ্র বোধিগীকে অধিক ভালবাসিতেন, এজন্য দক্ষের অভিশাপে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হয় । দেবদেব অগ্নিনীচু মারুতের পরামর্শে চন্দ্র যক্ষ্মারোগ শান্তির জন্ত শশ অর্থাৎ পরগোস ধারণ করিয়া আছেন, এই জন্ত চন্দ্রের নাম শশধর । (৪) স্ব-রূপে—স্বশরীরে ; নিজের রূপ লইয়া । (৫) ভব্যা—সচ্ছরিত্রা । (৬) জাগা—স্ত্রী ; বাহাতে স্বয়ংআত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে । (৭) প্রথম যুবতী—নবমৌবনা ; যে স্ত্রীর নৃত্যন যৌবনের বিকাশ হইয়াছে ।

নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ ।
 একবার করিলেক তারা তাল ভঙ্গ ॥
 দেখিয়া করিল কোপ দেব পুরন্দর ।
 অভিশাপ দিল পঞ্চ কন্যার উপর ॥
 যৌবনগর্বিভ্রা হোরা হ'য়েছিস্ মনে ।
 বন্ধ হয়ে থাক্ বিশ্বামিত্র-তপোবনে ॥
 পায়ে ধরি পঞ্চ কন্যা করেন ক্রন্দন ।
 কতকালে হবে বল শাপ-বিমোচন ॥
 ইন্দ্র বলে, বন্দিরূপে থাক্ তপোবনে ।
 মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র-দরশনে ॥
 নিত্য তারা নানা পুষ্প করে আহরণ ।
 ডাল ভাঙ্গে, ফুল তোলে, কে করে বারণ ॥
 শিশু সহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে ।
 ডাল-ভাঙ্গা গাছ সব দেখিল নয়নে ॥
 এমন করিয়া ডাল ভাঙ্গে যেই জন ।
 আইলে লাগিবে কালি লতার বন্ধন ॥
 এত বলি শাপ তারে দিল মনিবরে ।
 প্রভাতে আইল তারা পুষ্প তুলিবারে ॥
 যেইকালে পঞ্চকন্যা ডালে ভর দিল ।
 লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল ॥
 প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোবনে ।
 লতাবন্ধ কন্যাগণে দেখি হৃষ্টমনে ॥
 নানারূপে গ্রহাদেৱে করিয়া ভৎসন ।
 যথাস্থানে মনিবর করিল গমন ॥
 হেনকালে তথা হরিশ্চন্দ্র যশোধন ।
 মৃগয়া করিতে করিলেন আগমন ॥
 মৃগ না পাইয়া অতি ব্যাকুলিত মন ।
 ক্লান্ত হন নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ ॥

মনস্তাপ পাইয়া বসিল তরুতলে ।
 পঞ্চ কন্যা ডাকে উচ্চৈ হরিশ্চন্দ্র বলে ॥
 ক্রন্দন শুনিয়া রাজা গেল তপোবনে ।
 স্পর্শ মাত্র মুক্ত হৈয়ে গেল পঞ্চজনে ॥
 আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র যশোধন ।
 সৈৱ সহ নিজরাজ্যে করিল গমন ।
 প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন ।
 পঞ্চকন্যা নাহি দেখি দুঃখিত হৈল মন ॥
 আমি যে বান্ধিনু ছাড়াইল কোন্ জন ।
 সর্বনাশ হৈল তার সংশয় জীবন ॥
 ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন ।
 হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল কন্যাগণ ॥
 মনি ক্রোধ করিয়া যে চলিল সত্বর ।
 উত্তরিল গিয়া মনি রাজার গোচর ॥
 মনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন ।
 এস এস বলি দিল বসিতে আসন ॥
 সফল ভবন মোর সফল জীবন ।
 মোর গৃহে আইলা যে গাধির নন্দন ॥
 জগন্তু অনল যেন বলে তপোধন ।
 যে কন্যা বান্ধিনু তারে ছাড় কি কারণ ॥
 রাজা বলে, তারা মোরে কৈল আমন্ত্রণ ।
 মিথ্যা না বলিব প্রভু করেছি মোচন ॥
 দান পূণ্য করি প্রভু তুষিয়ে ব্রাহ্মণ ।
 আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ ॥
 এ কথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার ।
 দান পূণ্য কর বলে কর অহঙ্কার ॥
 কি দান করিবা তুমি দেখি তব মন ।
 আমাৱে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত রাজন ॥

রাজা বলে, গৃহধর্ম সফল জীবন ।
 মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন ॥
 যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন (১) ।
 নানা দানে গোঁসাই রাখিব তব মান ॥
 মুনি বলে, দান দেহ যতপি রাজন ।
 আগেতে করহ তুমি সত্য-নিবন্ধন ॥
 রাজা বলে, সত্য সত্য না করিব আন ।
 এ সত্য লজ্জিলে নাহি পাব পরিভ্রাণ ॥
 ভূপতি করিল সত্য না বৃথিল ছাঁদ ।
 মুগ বন্দী হৈল যেন না বৃথিয়া ফাঁদ ॥
 মুনি বলে, দেখহ সকল দেবগণ ।
 রাজা করিবেন মম সত্যের পালন ॥
 মুনি বলে, দিশ যদি করেছ অন্তরে ।
 রাজন, পৃথিবী দান করহ আমারে ॥
 দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী ।
 হাতে করি আনিলেন তিন গোলা মাটী ॥
 ভূদান করিল হরিশ্চন্দ্র শ্রদ্ধায়ুত ।
 অস্তি অস্তি বলিয়া লইল গাধি-সুত ॥
 মুনি বলে, দিলা দান পাইলু এখন ।
 দানের দক্ষিণা রাজা আনহ কাঞ্চন ॥
 রাজা বলে, দক্ষিণাতে না করিহ দুগা ।
 দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটি সোনা ॥
 মুনি বলে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ।
 সাত কোটি কাঞ্চন করহ সমর্পণ ॥
 ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীর প্রতি ।
 আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি ॥
 দূত (৩) করি বলে মুনি গাধির কুমার ।
 ভাণ্ডারী উপর তব কিবা অধিকার ॥

সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে ।
 ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক গোমারে ॥
 শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিশ্বাস ।
 আপনা আপনি করিলাম সর্বনাশ ॥
 মুনি বলে, ভূপতি মজিলে অহঙ্কারে ।
 পৃথিবী ছাড়িয়া এবে যাহ স্থানান্তরে ॥
 পাত্র মিত্র সবে বলে করি জোড়পাণি ।
 হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটী (৪) একখানি ॥
 সূচাগ্র (৫) খননে যত উঠে বহুমণী ।
 উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি ॥
 পাত্র মিত্র বলে, শুন গাধির জনয় ।
 কোথায় বসিবে হরিশ্চন্দ্র নিরাশ্রয় ॥
 এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাপাষি ।
 পৃথিবীর বহির্ভাগ আছে বারানসী (৬) ॥
 শৈব্যা নারী আর নিজ পুত্র রুহিদাস ।
 তিন জন যাউক করিতে কাশী গাস ॥
 বিশ্বামিত্র-বাক্য শুনি সূর্য্যবংশধন ।
 দারা (৭)-পুত্রসহ কাশী করিল গমন ॥
 মুনি বলে, শুন রাজা আমার বচন ।
 দিয়া যাহ সাত কোটি আমারে কাঞ্চন ॥
 রাজা বলে, গোঁসাই না করিবেন দুগা ।
 সাত দিন পরে দিব সাত কোটি সোনা ॥
 সাত দিন পথ রাজা বহিয়া চলিল ।
 পথ আলিয়া মুনি কহিতে লাগিল ॥
 মম কথা শুন হরিশ্চন্দ্র যশোধন (৮) ।
 আগে দেহ সাত কোটি আমারে কাঞ্চন ॥
 শৈব্যার সন্তিত রাজা করিল মদুগা ।
 কি দিয়া শোধিব আমি ব্রাহ্মণের সোনা ॥

(১) আন - অক্ষয় । (২) ছাঁদ - ইচ্ছা । (৩) দূত - শক্ত করিয়া ; কর্কশ কণ্ঠে । (৪) পটী - পাড়া ।
 (৫) সূচাগ্র - সূচের আগা । (৬) বারানসী - বরণা ও অসিন্দী নদী-সঙ্গমস্থান । (৭) দারা - জী,
 জাম্ববত পাত্রী অথবা ভ্রাতৃসহ বিদীর্ণ করে বহিয়া হীর নাম দারা । (৮) যশোধন - পুণ্যবান ।

শৈব্যা বলে, শুন প্রভু নিবেদি তোমারে ।
 বিক্রয় করহ হাট-মধ্যেতে আমারে ॥
 স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে ।
 দাসী কিন বলিয়া ডাকিল উচ্চৈঃস্বরে ॥
 এক বিপ্র হিল সে পণ্ডিত সাধু জন ।
 হিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন ॥
 ব্রাহ্মা বলেন, ওহে পুরুষ-রতন ।
 লইবা দাসীর মূল্য কতক কাঞ্চন ॥
 রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা প্রার্থনা ।
 এ দাসীর মূল্য চাহি চারি কোটি সোনা ॥
 এ কথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল ।
 চারি কোটি সোনা দিয়া শৈব্যারে কিনিল ॥
 দাসী নিয়া দ্বিজ যায় আপনার বাস ।
 মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস ॥
 অঞ্চলে ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি ।
 ছাড় ছাড় বলি বিপ্র দেখাইল বাড়ি (১) ॥
 শৈব্যা বলে, গোঁসাই করিগো নিবেদন ।
 বিনা পণে (২) ক্রয় কর আমার নন্দন ॥
 শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল (৩) ।
 ছুঁজনের তরে কোথা পাইব ততুল ॥
 শৈব্যা বলে, মুনি অন্ন দিবা যে আমাকে ।
 তাহাই ভক্ষণ করাইব এ বালকে ॥
 ব্রাহ্মণ বলেন, ক্রোধে হইয়া আকুল ।
 দিন প্রতি এক সের পাইবা ততুল ॥
 দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার স্থানে ।
 স্বর্ণ লয়ে গেল রাজা মুনি-বিদ্যুতানে ॥
 অত্যন্ত দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন ।
 অল্প জ্ঞান কর হরিশ্চন্দ্র হে রাজন ॥

সাত কোটি লব, যাটি (৪) নহে সাত রতি ।
 বিশ্বামিত্রে অজ্ঞা না কর মহামতি ॥
 এ কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ (৫) ভাবিল ।
 শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল ॥
 হাটখানি বৈসে বারাণসীর গোচরে ।
 তৃণ বান্ধি সান্ধাইল হাটের ভিতরে ॥
 নফর কিনিবা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।
 কালু নামে হাড়ি এক হিল সে নগরে ॥
 সে বলে, আমার কৰ্ম্ম আছে ত নফরে ।
 চাহি এক নফর, সে রাখিবে শূকরে ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন ।
 আমি যাহা কহি তাহা করিবে পালন ॥
 কালু বলে, শুন ওহে পুরুষ-রতন ।
 আপনার মূল্য লবে কতক কাঞ্চন ॥
 রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার ।
 স্বর্ণ লব তিন কোটি মূল্য আপনার ॥
 এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল ।
 তিন কোটি স্বর্ণ দিয়া নফর কিনিল ॥
 সাত কোটি সোনা নিয়া দিল মুনিবরে ।
 সোনা পেয়ে গেল মুনি অযোধ্যানগরে ॥
 কালু বলে, শুন ওহে পুরুষ রতন ।
 কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন ॥
 প্রবন্ধ (৬) করিয়া রাজা কহিতে লাগিল ।
 হরিশ্চন্দ্র নাম বাপ-মায়েতে রাখিল ॥
 কত বা বেড়াবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধ'রে ।
 কখন বলিও হরি, কখন বা হ'রে ॥
 নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস ।
 হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া হৈল হরিদাস ॥

(১) বাড়ি—লাঠি । (২) পণ—মূল্য । (৩) বাতুল—(এখানে) জুঁক । (৪) যাটি—কম ; অল্প ।
 (৫) প্রমাদ—অসাবধানতা ; চিত্তের অস্থিরতার জন্য যে ভুল ; এখানে বিপদ । (৬) প্রবন্ধ—
 বিস্তারিত বর্ণনা ।

হরিদাস বলে, প্রভু করি নিবেদন ।
 খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিবে কখন ॥
 কানু বলে, হরিদাস শুনহ বচন ।
 বারাণসীপুরে রাখ শূকরেরগণ ॥
 বারাণসী গীরে যত মরা দাহ হয় ।
 পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক মরায় ॥
 সঁপিয়া কর্তব্য কর্ম হাড়ি গেল ঘরে ।
 ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে ॥
 বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল ।
 মম এক কথা শুন শূকরের পাল ॥
 দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে ।
 তোমাদের মল-মূত্র পুহিব কি ক'রে ॥
 এক সত্য পালিবা হে সকল শূকরে ।
 মল-মূত্র পরিত্যাগ করিহ অন্তরে ॥
 পালিল রাজার বাক্য সকল শূকরে ।
 মল-মূত্র পরিত্যাগ করিল অন্তরে ॥
 উভ-ঝুঁটি (১) চুল বান্ধে রাজা উচ্চ ক'রে ।
 বারাণসী গীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে ॥
 রাজচিহ্ন রাজার অন্তরে পলাইল ।
 পাটনার (২) বেশ রাজা তখন ধরিল ॥
 শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রাহ্মণ-আগারে ।
 এক সের তণ্ডুল ব্রাহ্মণ দেয় তারে ॥
 তিন পোয়া রুহিদাস খান তিন বারে ।
 এক পোয়া খান শৈব্যা দ্বিজের (৩) আগারে ॥
 বিপ্র বলে, শুন শৈব্যে আমার বচন ।
 খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন ॥
 কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চন ।
 তব পুত্রে পুষ্প হেতু পাঠাইব বন ॥

পুষ্প আহরণে যাক্ বালক তোমার ।
 বাড়াইয়া দিব ত তণ্ডুল কিছু আর ॥
 শৈব্যা বলে, যেই আজ্ঞা করিবা যখন ।
 সেই আজ্ঞা পালিবেক আমার নন্দন ॥
 স্বর্ণসাজি লইল সে স্বর্ণের আঁকড়ি (৪) ।
 বিশ্বামিত্র-তপোবনে যায় রড়ারড়ি (৫) ॥
 ডাল ভাঙ্গে, ফুল তোলে, আপনার মনে ।
 এক দিন এল মুনি সে বন ভ্রমণে ॥
 ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে ।
 এমন কুকর্ম আসি করে কোন্ জনে ॥
 ধ্যান করি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ ।
 পুষ্পার্থে আইসে হরিশ্চন্দ্রের নন্দন ॥
 বিপ্র ধরে জননী হাড়ির ঘরে বাপ ।
 কল্য যদি আসে তার বুকে খাবে সাপ ॥
 এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন ।
 রাত্রিকালে হেথা শৈব্যা দেখিল স্বপন ॥
 প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্যের কিরণ ।
 তুলিতে কুহুম যায় রাজার নন্দন ॥
 তপোবনে রাজার কুমার যাবে চলে ।
 হেন-কালে শৈব্যা তারে স্নেহ করি বলে ॥
 না যাইও তুলিতে কুহুম তপোধন ।
 নিঃশব্দ করিবে গেরে ভুজঙ্গে দংশন ॥
 রুহিদাস বলে, নাহি যাইলে তথায় ।
 হুম্মুখ ব্রাহ্মণ অন্ন না দিবে তোমায় ॥
 কৃতিপুত্র করে পিতা-মাতার পালন ।
 খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্বক্ষণ ॥
 না রাখিল শিশুপুত্র মায়ের বচন ।
 কুহুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন ॥

(১) উভ ঝুঁটি—উচ্ছ্বিক তুলিয়া ঝুঁটি বাণা । (২) পাটনী—মাল্লা ; এখানে মুদফরাস । ৩ ,
 দ্বিজ—ব্রাহ্মণ . ব্রাহ্মণ সত্ত্বানের সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন হইলে দ্বিজ নাম হয়—‘সংস্কারঃ দ্বিজমুচ্যতে’ ।
 (৪) আঁকড়ি—আঁকুড়ি । (৫) রড়ারড়ি—খুব জোরে ; তাড়াতাড়ি ।

রুহিদাস প্রবেশিল সেই তপোবনে ।
 নানা জাতি পুষ্প তুলে যাহা লয় মনে ॥
 জাগী যুথী মল্লিকা যে তুলিল রঙ্গণ ।
 পারিজাত শেফালিকা সিউলি কাঞ্চন ॥
 অশোক কিংশুক জবা অতসী কেশর ।
 গোলাপ আকন্দ গেলে বকুল টগর (১) ॥
 অবশেষে শ্রীফলে আশুড়ি ভেজাইল (২) ।
 ডালেতে আহিল সাপ বৃকেতে দংশিল ॥
 সর্বাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল বিষজাল ।
 ভূমিতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল ॥
 আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ।
 তবু সে রাজার পুত্র না আইল বর ॥
 উঠ বৈস করি তবে কহিছে ব্রাহ্মণ ।
 এখন না এল কবে হবে দেবার্চন ॥
 শৈব্যা বলে, প্রভু এই করি নিবেদন ।
 আপনি দেখিয়া আসি কোণা সে নন্দন ॥
 তনয়ে দেখিতে শৈব্যা করিল গমন ।
 তপোবন মুনির করিল দরশন ॥
 বালকেরে চাহিয়া বেড়ায় তপোবনে ।
 দেখে বৃক্ষ-আড়ে পড়ে আপন নন্দনে ॥
 পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে ।
 যেমন কলার পাত ভাঙ্গে ডালে মূলে ॥
 পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন ।
 কোথা গেল মম পুত্র রুহিত নন্দন ॥
 ধর্ম্য করিবার ছুঃখ দিল নারায়ণ ।
 অগ্নিতে পুড়িয়া আমি তাজিব জীবন ॥
 পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে গমন ।
 পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ ॥

পুত্র কোলে করি শৈব্যা ছাড়িল নিশ্বাস ।
 কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ ॥
 নিবেদন করি শুন সকল ব্রাহ্মণে ।
 কেমনে বাঁচিবে পুত্র, বাঁচিব কেমনে ॥
 শুনিয়া প্রবোধ বাক্য কহে দ্বিজগণ ।
 সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন ॥
 মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন ।
 মরিলে অবশ্য জন্ম, জন্মিলে মরণ ॥
 বারাণসীপুরে তুমি মড়া লয়ে যাহ ।
 কাষ্ঠচিত্র করি এই মৃত দেহ দাহ ॥
 মড়া লইয়া গেল শৈব্যা কাতর অন্তরে ।
 শৈব্যা লৈয়া গেল সে ব্রাহ্মণ থাকে ধরে ॥
 মড়া লইয়া গেল শৈব্যা বারাণসী বাস ।
 হাতেতে মুদগর করি আসে হরিদাস ॥
 হরিদাস বলে, মড়া করিব দাহন ।
 মড়া প্রতি লই পঞ্চাশৎ কাষাপণ (৩) ॥
 হরিদাস বলে, গ্রেমা কহিনু নিশ্চয় ।
 গ্রেমারে বলিয়ে সত্য আন নাহি হয় ॥
 অগ্নের ঘাটেতে লৈয়া পোড়াহ কুমার ।
 বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার ॥
 শৈব্যা বলে, গোসাই বলিতে ভয় বাসি ।
 বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী ॥
 শৈব্যা বলে, আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী ।
 দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অন্ধখানি ॥
 এতক শুনিয়া তবে শৈব্যার বচন ।
 হাতেতে মুদগর লৈয়া আইসে রাজন ॥
 পড়িলেন পুত্র লৈয়া শৈব্যা আখান্তরে (৪) ।
 হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চঃসরে ॥

১. ৩য় পংক্তি হইতে ৬ষ্ঠ পংক্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত ফুলগুলি এক ঋতুতে ফোটে না । বর্ণনা প্রবাহে কবি ইহার বিচার করেন নাই । (২) ভেজাইল—লাগাইল । (৩) কাষাপণ—কাহন ; ১২৮০টা । (৪) আখান্তরে বিপদে ।

প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজা গেলে কোথাকারে ।
 আসিয়া দেখহ যত আপন কুমারে ॥
 হরিশ্চন্দ্র বলি শৈব্যা কান্দে বিগ্ৰহমান (১) ।
 তখন হইল সে রাজার পূর্ব জ্ঞান ॥
 হরিশ্চন্দ্র বলে, রাণি, না কর ক্রন্দন ।
 আমি সেই হরিশ্চন্দ্র দেখহ লক্ষণ ॥
 শৈব্যা বলে, হরি হরি কপালে এ ছিল ।
 মম রূপে ধরা হলে পাটনী পড়িল ॥
 অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রমণী ।
 এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনী ॥
 হরিদাস বলে, প্রিয়ে বলি তব ঠাই ।
 পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই ॥
 সোমদত্ত-রাজকন্যা শৈব্যা তব নাম ।
 তোমাকে বিবাহ প্রিয়ে আমি করিলাম ॥
 রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন ।
 মম রাজা নিল বিশ্বামিত্র তপোদন ॥
 এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল ।
 কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল ॥
 পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন ।
 কোথা এড়ি (২) গেলে বাপু কুন্তিত নন্দন ॥
 এ ধর্ম করিতে তুংখ দিল নারায়ণ ।
 অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ছাড়িব জীবন ॥
 তখন চন্দনকাঠে জ্বালাইয়া চিতা ।
 মধোতে রাখিল পুত্র, পাশে পিতা-মাতা ॥
 যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে ।
 হেনকালে ধর্মরাজ কহেন সাক্ষাতে ॥
 অগ্নিতে পুড়িয়া কেন তাজিবা জীবন ।
 আমি জীয়াইয়া দিব তোমার নন্দন ॥

পদ্মহস্ত (৩) ব্লাইল বালকের গায় ।
 বিষজ্বালা দূরে গেল, চক্ষু মেলি চায় ॥
 হেনকালে কালু আসি রাজারে সম্মাষে ।
 তোমায় আমায় স্বর্ণ-দায় (৪) না আইসে ॥
 ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার সদনে ।
 তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্ছনে ॥
 রাজা বলে, গৌসাই করি গো নিবেদন ।
 ব্রহ্মস্ব (৫) লইব বল কিসের কারণ ॥
 রাণীর হাতেতে স্বর্ণ-কঙ্কণ যে ছিল ।
 তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল ॥
 মুনি বলে, জপ তপ সব নষ্ট হৈল ।
 মিথ্যা রাজা করিয়া যে জন্ম গোড়াইল ॥
 যেখানে আছেন হরিশ্চন্দ্র যশোধন ।
 সেইখানে আসি মুনি দিল দরশন ॥
 মুনি বলে, শুন হরিশ্চন্দ্র মহীপতি ।
 আপনার রাজ্যে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
 রাজা বলে, গৌসাই শুনহ নিবেদন ।
 কেমন করিলা রাজ্যে কহ তপোদন ॥
 মুনি বলে, সে কথায় নাহি প্রয়োজন ।
 এক্ষণে গমন রাজ্যে করহ রাজন ॥
 স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন ।
 পুস্কমানস মুনি প্রফুল্লবদন ॥
 অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন ।
 রাজসূয় (৬) যজ্ঞ রাজা করিল তখন ॥
 রাজ্যভার পুত্রেরে করিয়া সমর্পণ ।
 হরিশ্চন্দ্র পরলোকে করিলা গমন ॥
 কুকুর বিড়াল আদি যত পশুগণ ।
 স্বশরীরে সবে চলে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥

(১) বিগ্ৰহমান নিকটে । (২) এড়ি—ছাড়িয়া । (৩) পদ্মহস্ত—পদ্মের মত কোমল হাত ।
 (৪) স্বর্ণ-দায়—সোনার জ্বাল দায়িত্ব । (৫) ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি । (৬) রাজসূয়—অশীম ও
 কন্দরাজগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া সম্রাট কর্তৃক সম্পাদিত সামবেদোক্ত যজ্ঞবিশেষ ।

দেব গদাধর তাহে কুপিত অস্তুরে ।
 কহিলেন ডাকিয়া নারদ মুনিবরে ॥
 স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর ।
 এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর ॥
 বীণা বাজাইয়া যায় মহাতপোধন ।
 দেখে রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন ॥
 প্রণামিয়া রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে ।
 মুনি বলে, যাহ রাজা কোন্ পুণ্যফলে ॥
 সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি ঘটিল ।
 আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল ॥
 বাপী(১) কূপ তড়াগাদি(২) নানা স্থানে করি ।
 দিয়াছি জাগ্রাল (৩) আর বৃক্ষ সারি সারি ॥
 মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ।
 আপনারে বেচি শুধিলাম সে কাঞ্চন ॥
 পুণ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল ।
 কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল ॥
 নামিল রাজার রথ দুঃখিত অস্তুর ।
 ভাল মন্দ নাহি বলে, হইল কাতর ॥
 স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ ।
 রাজার কটক (৪) কিবা করিবে ভক্ষণ ॥
 যে শস্ত্র সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয় ।
 হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয় ॥
 ক্ষেত্র হইতে যেই শস্ত্র আনিয়া ফেলায় ।
 হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায় ॥
 নূতন বসন রাখে করিয়া যতন ।
 তাহার কটক পরে সেই সে বসন ॥

এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ ।
 অর্কপথে হরিশ্চন্দ্র রহিল তখন ॥
 স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্য না পাইল ।
 হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পথেতে রহিল (৫) ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত কবিত্তে বিচক্ষণ ।
 আদিকাণ্ডে গান হরিশ্চন্দ্র-বিবরণ ॥

সগরবংশ উপাখ্যান ।

কৃষ্ণিবাস রাজা হইলেন অতঃপর ।
 পুত্র তুল্য প্রজাগণে পালে নরবর ॥
 তাঁহার নন্দন সে সগর নাম ধরে ।
 সগর হইল রাজা অযোধ্যানগরে ॥
 মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ ।
 যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন ॥
 অপুত্রক (৬) রাজা রাজ্য করে মনে দুঃখ ।
 প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুত্রের মুখ ॥
 দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন ।
 বহুকাল করিল শিবের আরাধন ॥
 সমুপ্ত হইয়া শিব বলেন সগরে ।
 বর মাগি লহ রাজা যা চাহ অস্তুরে ॥
 সগর বলেন, পুত্র বিনা বড় দুঃখ ।
 বর দেহ দেখি আমি বহুপুত্র-মুখ ॥

(১) বাপী—পদ্মপূর্ণ দ্বীপী। (২) তড়াগ - ৩০০ ফুট গভীর দ্বীপ পুনরিণী। (৩) জাগ্রাল - বাধ।
 (৪) কটক—সৈন্য। (৫) মূল বাসীকি রামায়ণে উক্ত আছে যে, পৃথুরাজার পুত্র ত্রিশঙ্কু স্বর্গ গমন
 করিবার সময়ে নিম্নের কীৰ্ত্তি কাহিনী প্রকাশ করার জন্য মধ্যপথে রহিয়া যান। - বাসীকি রামায়ণ—
 বাসকাণ্ড ৫২-১২ ৩০ সর্গ দ্রষ্টব্য। (৬) অপুত্রক—নিঃসন্তান।

হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বর ।
 পুত্র ষাটি হাজার হইবে তব ঘরে ॥
 বর পেয়ে আইলেন সগর নৃপতি ।
 শিব-বরে দুই নারী হৈলা গর্ভবতী ॥
 কেশিনী সুমতি (১) নামে রাজার মহিলা ।
 দিনে দিনে গর্ভমাস বাড়িতে লাগিলা ॥
 দশমাস গর্ভ হৈল প্রসব-সময় ।
 কেশিনী প্রসব কৈল সুন্দর তনয় ॥
 তনয় দেখিল যেন অভিনব কাম (২) ।
 অসমঞ্জ বলিয়া থুইল তার নাম ॥
 সুমতির গর্ভ-ব্যথা হইল যখন ।
 চর্ম্মের অলাবু (৩) এক প্রসবে তখন ॥
 দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে ।
 ভাঙ্গড় (৪) বলিয়া গালি দিল মহেশ্বরে ॥
 কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান ।
 ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিলের প্রমাণ ॥
 উষ্মিষি (৫) করে সব দেখিতে রূপস ।
 ষাটি হাজার আনে রাজা দুধের কলস ॥
 দুধ পিয়ে নররূপ ধরে পুত্রগণ ।
 দিনে দিনে বাড়ে সেই সগর-নন্দন ॥
 যখন সগর রাজা হাতে মারে তুড়ি (৬) ।
 সকলে আইসে কোলে দিয়া হামাগুড়ি ॥
 খেলা ছলে অপমান বিশাইয়ের করে ।
 বিশ্বকর্মা অভিশাপ দিলেন তাদেরে ॥
 অচিরে মরিবি তোরা না হবি চিরাই ।
 এত বলি সেথা হ'তে গেলেন বিশাই ॥

যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর ।
 সকলের পরিণয় দিলেন সগর ॥
 জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ ছিল মতিমান ।
 কত দিনে হৈল পুত্র নাম আশুমান ॥
 ষাটি সহস্র পুত্র একমাত্র নাতি ।
 দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি ॥
 অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে-মন ।
 অসার সংসারে সত্য সত্য-নারায়ণ ॥
 সংসার অসারে কেন বন্ধ হয়ে মরি ।
 নিভূতে বসিয়া আমি ভঞ্জিব শ্রীহরি ॥
 ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর ।
 পিটার নিকটে ইচ্ছা জানাল তাহার ॥
 কিন্তু পিণ্ড তাহে নাহি দিল অনুমতি ।
 হাই করে অগ্গাচার প্রজাদের প্রতি ॥
 যতক বালক সেই নগরে খেলায় ।
 হাতে গলে বাকি সব জ্বলেতে ফেলায় ॥
 যত নারীগণ লইবারে আসে জল ।
 আছাড়িয়া ভাঙ্গি ফেলে কলসী সকল ॥
 অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজা বর ।
 কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর ॥
 পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস ।
 অসমঞ্জ পুত্রে রাজা দিল বনবাস ॥
 বনে গিয়া অসমঞ্জ হরষিত-মন ।
 সংসারের বন্ধন কাটিল নারায়ণ ॥
 অসমঞ্জে পাঠাইয়া বনের ভিতরে ।
 অপর সম্ভান লৈয়া সুখে রাজ্য করে ॥

(১) কেশিনী সুমতী - সগরের পরাধ্বয়ের নাম । পরপুত্র্যের মতে বৈদর্ভী ও শৈব্যা । বিদর্ভরাজের কন্যা কেশিনী, অরিষ্টনেমির কন্যা সুমতী । (২) কাম - সৃষ্টি-প্রারম্ভে ব্রহ্মার কামনা হইতে ইহার জন্ম, এই জন্ত ইহার নাম কাম । (৩) অলাবু - লাউ । (৪) ভাঙ্গড় - সিঁদ্ধিখোর, নেশাখোর । (৫) উষ্মিষি উসুখুস করা ; চঞ্চল হওয়া । (৬) তুড়ি - মধ্যমা ও জ্যেষ্ঠা অঙ্গুলির সাতাঘো শব্দ করা ; ছটিকা ।

কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের সুললিত গান ।
সগরের উপাখ্যান অমৃত সমান ॥

—

সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও
বংশনাশ ।

এক দিন সগর ভাবিয়া মনে-মন ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যা-ভুবন ॥
কত পুত্র রাখে রাজা সর্গের উপর ।
কতক রাখিল গিয়া পাতাল ভিতর ॥
পৃথিবীর রাজা যত মম নামে কাঁপে ।
মম বংশজাত যেন তিন লোকে ব্যাপে
এতক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ ।
তুরঙ্গ রাখিতে দিল যতক নন্দন ॥
বাপের আগেতে তারা করিল উত্তর ।
ঘোড়া সহ যাব ষাট হাজার সোদর ॥
পুত্রবাক্য শুনিয়া সগর বলে তায় ।
আনিতে পারিলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায় ॥
ইন্দ্রের সহিত মম হইল বিবাদ ।
এই যজ্ঞে কত শত পড়িবে প্রমাদ ॥
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর-নন্দন ।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীতমন ॥
বলেন বাসব, ত্রাণা, কোন্ বুদ্ধি করি ।
বিরিঞ্চি বলেন, এবে চুরি কর হরি (১) ॥
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশা প্রায় (২) ।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায় (৩) ॥

তপস্বী করেন মুনি কপিল (৪) যেখানে ।
ঘোড়া লয়ে রাখিল তহার বিছামানে ॥
যোগেতে(৫) আছেন মুনি কেহ নাহি কাছে ।
ইন্দ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন তার পাছে ॥
অন্ধকার বৃষ্টি সব যুটিল যখন ।
ঘোড়া হারাইল বলে সগর-নন্দন ॥
চাহিয়া না পাইলেন পৃথিবীমণ্ডলে ।
পৃথিবী খুঁজিয়া তারা চলে রসাতলে ॥
ভাই ষাট হাজার কোদালী হাতে ধরে ।
চারি ক্রোশ একেক কোদালী পরিসরে ॥
ক্রোধ করি যেই ধরে কোদালীর মুঠে ।
এক চোটে ভেজায় পাতালে কুর্ষ্মপৃষ্ঠে ॥
চারিদণ্ডে খুঁড়িলেক সে চারি সাগর ।
সাগর খুঁড়িয়া গেল পাতাল ভিতর ॥
পূর্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্যখানে ।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল তহার বিছামানে ॥
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই ।
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইলু এই ঠাই ॥
মুনির গায়েতে মারে কোদালীর পাশি (৬) ।
ধান ভগ্ন হইয়া চাহেন মহাঋষি ॥
ক্রোধেতে নয়ন-অগ্নি সরে রাশি রাশি ।
পুড়ে ষাট হাজার হইল ভস্মরাশি ॥
এককালে ক্ষয় হৈল সগর-নন্দন ।
আদিকাণ্ড গান কৃষ্ণিবাস বিচক্ষণ ॥

—

(১) হরি - ঘোড়া । (২) দিনে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায় - চুরি করিবার সুবিধার জন্য দ্বিপ্রহর বেলা রাজার মত হইল । (৩) ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায় - মূলে লিখিত আছে :- যজ্ঞতস্তস্য তং যজ্ঞমুখায় ধরণীতলাৎ । তমশ্বং যজ্ঞীয়ং নাগো অহাবানস্তরূপবান্ ॥ আদিকাণ্ড, ১১শ সর্গ । (৪) কপিল - মহর্ষি কৰ্দমের ঔরসে দেবভৃতির গর্ভজাত মুনি ; ইনি সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন ; (৫) যোগ - চিত্তকে ভগবানের চরণে সংযুক্ত করা । (৬) পাশি - কোদালীর যে অংশে বাঁট লাগানো হয় ।

কপিল ঋষি কৰ্তৃক সগরবংশ উদ্ধারের
উপায় বর্ণনা ।

এক বন না হইল যজ্ঞ অবশেষ ।
তুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দেশ ॥
অসমঞ্জ-পুত্র, নাম ধরে অংশুমান ।
পুত্রের করিতে তরু তাহারে পাঠান ॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে ।
একে একে খুঁজে পৃথিবীতে নানা পথে ॥
যে পথে প্রবেশ করে দেখে খান খান ।
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সন্ধান ॥
আগেতে দেখিল পূর্বদিকের সাগর ।
দেখে নীলবর্ণ হস্তী পরম সুন্দর ॥
ধরিয়াকে পৃথিবী যে দশন-উপরে ।
প্রণাম করিয়া তারে বলিল সত্বরে ॥
হস্তী বলে, এই পথে যাহ অংশুমান ।
ঘোড়াচোর নিকটেতে হৈও সাবধান ॥
পূর্ব হইতে চলিলেন উত্তর সাগর ।
শ্বেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর ॥
অংশুমান তাহারে লাগিল ভুধাইতে ।
এ পথে সগর-পুত্রে দেখেছ যাইতে ॥
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে ।
পাইবেক ঘোড়া যাহ এই পদবীতে (১) ॥
তথা যদি ঘোটক না মিলিল তখন ।
পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন ॥
রক্তবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর ।
ধরিয়াকে মেদিনী (২) সে দশন উপর ॥
সে সব হস্তীর শুন অপূর্ব কথন ।
মস্তক নাড়িলে হয় মেদিনী কম্পন ॥

পূর্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্যখানে ।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল বিচুমান ॥
দণ্ডবৎ হইয়া তাঁরে লাগিল কহিতে ।
এ পথে সগর-পুত্রে দেখেছ যাইতে ॥
মহাঋষি কপিল যে বলিল তখন ।
মম কোপানলে ভস্ম হৈল সর্বজন ॥
শুনিয়া ত অংশুমান জুড়িল স্তবন ।
আমার জনম সেই বংশে তপোধন ॥
অসমঞ্জ-পুত্র আমি সগরের নাতি ।
গোমার মহিমা বলে কাহার শক্তি ॥
অংশুমান কহিলেন, শুন মহামতি ।
কেমনে হইবে মোর বংশের সদগতি ॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক তিল ।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন কপিল ॥
মর্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার ।
তবে যে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার ॥
বিনয়েতে অংশুমান কহে তাঁর প্রতি ।
কোথায় জন্মিল গঙ্গা কোথায় বসতি ॥
কোথা গেলে পাইব সে গঙ্গা-দরশন ।
কহ মুনি শুনি সেই গঙ্গার জনম ॥
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

গঙ্গার উৎপত্তি ও ভগীরথের জন্ম ।
একদিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ ।
পঞ্চ মুখে গান করে দেব ত্রিলোচন ॥
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম, ডম্বুরে বলে হরি ।
পঞ্চমুখে স্তুতি গান ত্রিপুরের (৩) অরি ॥

(১) পদবীতে - রাস্তায় । (২) মেদিনী - পৃথিবী ; ভগবান মধু ও কৈটভ নামক অশুরদ্বয়কে বধ করেন, তাহাদের মেদ হইতে জন্ম বলিয়া পৃথিবীর নাম মেদিনী । (৩) ত্রিপুর - অশুরবিশেষ ।

লক্ষ্মীসহ বসিয়া আছেন মহাশয় ।
 শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবময় (১) ॥
 দ্রবরূপ হইলেন নিজে নারায়ণ ।
 পতিতপাবনী(২)-গঙ্গা তাহাতে জনম ॥
 সেই জল কমণ্ডলু পুরিয়া আদরে ।
 রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা নিজ ঘরে ॥
 সেই গঙ্গা যদি পার আনিতে নৃপতি ।
 তবে সে সগর-বংশ পাইবে সদগতি ॥
 অংশুমান্ তোমারে দিলাম এই বর ।
 তব বংশ হেতু গঙ্গা হইবে গোচর ॥
 ঘোড়া লৈয়া অংশুমান্ অযোধ্যাতে যায় ।
 বিবরণ কহে আসি সগরের পায় ॥
 কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্বধনে ।
 তাঁর কোপানলে পুড়িয়াছে সর্ষভজনে ॥
 শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল মন ।
 পুত্রশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দন ॥
 রাজ্য দশায় জন্ম হইল যখন ।
 সে সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন ॥
 অশুচি হইল, যজ্ঞ না হইল সায় (৩) ।
 কি মতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায় ॥
 স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা করি কি প্রকার ।
 তাহা বিনা কিসে হবে বংশের উদ্ধার ॥
 অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ ।
 গঙ্গারে আনিতে রাজা করিল গমন ॥
 গঙ্গা না পাইয়া তার নিত্য বাড়ে শোক ।
 মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক (৪) ॥
 অংশুমান্ রাজ্য করে অযোধ্যানগরে ।
 তার পুত্র হইল দিলীপ নাম ধরে ॥

পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে ।
 তপ দশ হাজার বৎসর অনাহারে ॥
 গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর ।
 তাহারে দেখিয়া তুষ্ট দেব পুরন্দর ॥
 অপুত্রক রাজা দুঃখ ভাবেন অন্তরে ।
 দুই নারী থুয়ে গেল অযোধ্যানগরে ॥
 চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা-অমুসারে (৫) ।
 কঠোর তপস্বী করে থাকি অনাহারে ॥
 কভু জলাহার করে কভু অনাহার ।
 অযুত বৎসর সেবা করিল ব্রহ্মার ॥
 তথাপি না পায় গঙ্গা না হয় অশোক (৬) ।
 মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক ॥
 অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যানগর ।
 স্বর্গেতে চিস্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর ॥
 শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্য্যকূলে ।
 কেমনে বাড়িবে বংশ নিম্মূল হইলে ॥
 ভাবিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে ।
 অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে ॥
 দিলীপ-কামিনী দুই আছিলেন বাসে ।
 বৃষ আরোহণে শিব গেলেন সকাশে (৭) ॥
 দৌহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি ।
 মম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী ॥
 দুই নারী কহে শুনি শিবের বচন ।
 বিধবা আমরা, কিসে হইবে নন্দন ॥
 শঙ্কর বলেন, দুয়ে স্থির কর মতি ।
 মম বরে একের হইবে হুসস্তি ॥
 এই বর দিয়া গেলা দেব ত্রিপুরারি ।
 স্নান করি গেল দুই দিলীপের নারী ॥

(১) দ্রবময়—গলিত । (২) পতিতপাবনী পতিতের উদ্ধারকারিণী । (৩) সায়—সম্পূর্ণ, শেষ ।
 (৪) ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার আবাসভূমি । (৫) গঙ্গা-অমুসারে—গঙ্গার উদ্দেশে ; গঙ্গা আনিবার জন্য ।
 (৬) অশোক—সুস্থচিত্ত ; শোকহীন । (৭) সকাশে নিকটে ।

সম্প্রীতিতে আছিলেন সে দুই যুবতী ।
 কত দিনে এক জন হৈল গর্ভবতী ॥
 দৌহেতে জানিল যদি দৌহার সন্দর্ভ (১) ।
 দৌহার মিলন হেতু একের হৈল গর্ভ ॥
 দশ মাস হৈল গর্ভ প্রসব সময় ।
 মাংসপিণ্ড মাত্র পুত্র হইল উদয় ॥
 পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুই জন ।
 হেন পুত্র বর কেন দিল ত্রিলোচন ॥
 অস্থি নাহি মাংসপিণ্ড চলিতে না পারে ।
 দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে ॥
 কোলে করি নিল ত্রাহা পড়ি ভিতরে ।
 ফেলিবারে নিয়া গেল সরযু তীরে ॥
 হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন ।
 ধ্যানেন্তে জানিল তার সকল লক্ষণ ॥
 মুনি বলে, থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া ।
 করুণা করিবে কেহ আতুর (২) দেখিয়া ॥
 পুতে পথে শোয়াইয়া দৌহে গেল ঘরে ।
 স্নান করিবারে অষ্টাবক্র (৩) মুনি সরে ॥
 আট ঠাই বাঁকা মুনি গমনে কাতর ।
 বালক হেমনি করে পথের উপর ॥
 একদৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায় ।
 মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভ্যাগচায় ॥
 আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস ।
 মম অভিশাপে হবে শরীর-বিনাশ ॥
 যদি তব দেহ হয় স্রভানে (৪) এমন ।
 মম বরে হও তুমি মদনমোহন (৫) ॥

অষ্টাবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান ।
 যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন ॥
 অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার ।
 দাণ্ডাইল উঠিয়া সে রাজার কুমার ॥
 ধ্যানে জানিলেন অষ্টাবক্র তপোধন ।
 বটে মহাপুরুষ এ দিলীপ-নন্দন ॥
 উভয় রাণীকে ডাকি আনে মুনিবরে ।
 পুত্র দিল, হরষিত দৌহে গেল ঘরে ॥
 আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ ।
 আশীর্বাদ করি দিল ভগীরথ নাম ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের কবির মনোরম ।
 আদিকাণ্ডে গান ভগীরথের জন্ম ॥

ভগীরথ করুক মন্তো গঙ্গা আনয়ন ।
 পাঁচ বৎসরের হৈল হাতে খড়ি দিল ।
 বশিষ্ঠের বাড়ী পড়িবারে পাঠাইল ।
 বালকে বালকে দ্বন্দ্ব (৬) যখন বাড়িল ।
 কু-কথা বলিয়া গালি এক শিশু দিল ॥
 মনে ভগীরথ চুঃখী না দিল উত্তর ।
 দিযাদে আইল শিশু আপনার ঘর ॥
 সর্বদা অস্থির হয় সজল নয়ন ।
 শয়ন-মন্দিরে শিশু করিল শয়ন ॥
 আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ॥
 মাত্র বলে, পুত্র কেন না আইল ঘর ॥
 ডব্বুর (৭) হারায়ে যেন ফুকারে (৮) বাগিনী ।
 মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ-কামিনী ॥

(১) সন্দর্ভ—বহুস্ত । আতুর কাতর । (৩) অষ্টাবক্র—কাছোড় মুনির ঔরসে উদ্ভাসকমুনির কন্যা সুরজাতার গর্ভে হৈহার জন্ম । মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে পিতার শত্রুজ্ঞানের ভুল করেন । ইহাতে পিতার অভিশাপে তাঁহার দেহের অষ্টস্থান বক্র হয় । (৪) স্রভান—প্রকৃতি । (৫) মদনমোহন—মদনকে মুগ্ধকারী; অতিরূপবান । (৬) দ্বন্দ্ব—মুগ্ধা । (৭) ডব্বুর—বাঘের বাচ্ছা । (৮) ফুকারে—চীৎকার করে ।

বশিষ্ঠ বলেন, মাতা না কর ক্রন্দন ।
 রোষের মন্দিরে (১) পুত্র পাবে দরশন ॥
 আসি রাণী ভগ্নিরথে কোলে করি নিল ।
 নেতের আঁচলে তার মুখ মুছাইল ॥
 বলিতে লাগিল ভগ্নিরথের জননী ।
 কোন্‌ দুঃখে দুঃখী তুমি কহ যাদুমণি ॥
 কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল ।
 বন্দী মুক্ত করি যদি থাকে বন্দীশাল (২) ।
 কোন্‌ রোগে রোগী তুমি আমি ত না জানি ।
 এইক্ষণে করি স্তম্ভ শত বৈজ্ঞানি ॥
 ভগ্নিরথ বলে, মাতা করি নিবেদন ।
 রোগ দুঃখ নহে, আজি পাই অপমান ॥
 বিবাদ বাধিল এক বালকের সনে ।
 কু-কথা বলিয়া গালি দিল সে ব্রাহ্মণে ॥
 কোন্‌ বংশজাত আমি কাহার নন্দন ।
 ইহার বৃত্তান্ত মাতা কহ বিবরণ ॥
 পুত্রের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথা ।
 পুত্রে সম্বোধিয়া মাতা কহে সত্য কথা ॥
 সগরের ছিল ষাটি হাজার তনয় ।
 কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময় ॥
 স্বর্গ হৈতে গঙ্গা যদি আইসেন ক্ষিতি ।
 তবে সে সগর-বংশ পাইবে নিকৃতি ॥
 ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন ।
 তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন ॥
 দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে ।
 পাইলাম তোমা পুত্র মহেশের বরে ॥
 মুনিগণ দিল হোর ভগ্নিরথ নাম ।
 সূর্য্য-বংশে জন্ম তব অযোধ্যা-বিশ্রাম (৩) ॥

শুনিয়া মায়ের কথা ভগ্নিরথ হাসে ।
 হাসিয়া কহিল কথা জননীর পাশে ॥
 সূর্য্যবংশে ভূপতির নিবোধের প্রায় ।
 অল্পশ্রমে গঙ্গাদেবী কে কোথায় পায় ॥
 যদি আমি ধরি ভগ্নিরথ-অভিধান (৪) ।
 গঙ্গা আনি করিব সগরবংশ-ত্রাণ ॥
 কান্দিয়া কহিছে ভগ্নিরথের জননী ।
 তপস্যায় এক্ষণে না যাহ বংশমণি (৫) ॥
 মায়ের বচনে ভগ্নিরথ না রহিল ।
 বশিষ্ঠের স্থানে মন্ত্রদীক্ষা (৬) সে লইল ॥
 যাত্রাকালে করে রাজা মায়েরে স্মরণ ।
 দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন ॥
 মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি ।
 প্রথমে সেবিত্তে গেল দেব সুরপতি ॥
 অনাহারে ইন্দ্রমন্ত্র জপে নিরন্তর ।
 ইন্দ্রসেবা করে সাত হাজার বৎসর ॥
 মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে নারে ঘর ।
 আইলেন বাসব তাহারে দিতে বর ॥
 কোন্‌ বংশে জন্ম তব কাহার তনয় ।
 বর মাগি লহ যে অভীষ্ট তব হয় ॥
 প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন ।
 সূর্য্যবংশ-জাত আমি দিলীপ-নন্দন ॥
 সগরের ছিল ষাটি সহস্র তনয় ।
 কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময় ॥
 স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা, দেহ সুরপতি ।
 ত্রাহতে বংশের মম হইবে সঙ্গতি ॥
 ইন্দ্র বলে, শুন বলি দিলীপকুমার ।
 আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার ॥

(১) রোষের মন্দির—গোষা-ঘর ; রাগ করিয়া থাকার ঘর । (২) বন্দীশাল—কয়েদী থাকিবার ঘর ।
 (৩) অযোধ্যা-বিশ্রাম—অযোধ্যায় বাসস্থান । (৪) অভিধান—নাম । (৫) বংশমণি—বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ।
 (৬) মন্ত্রদীক্ষা—মন্ত্রের উপদেশ ।

গঙ্গাকে আনিবা যদি আমি দেই বর ।
 একভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর ॥
 গঙ্গারে আনিলে মুক্ত হইবে পাষণ্ডে ।
 গুহা মুক্ত করি আমি দিব সেই দণ্ডে ॥
 ইন্দ্রের চরণে রাজ্য করিয়া প্রাণ্ডি ।
 কৈলাসে সেবিত্তে গেল দেব পশুপতি ॥
 ওকড়া (১) ধুতুরা যে আকন্দ বিলপাত ।
 ইহাতেই তৃষ্ণ হন ত্রিদশের (২) নাথ ॥
 কভু অনাহার করে কভু নীরাহার ।
 দূত তপ করে দশ হাজার বৎসর ॥
 মহেশ বলেন, শুন রাজার নন্দন ।
 অনাহারে এ তপস্যা কর কি কারণ ॥
 গঙ্গারে আনিবা তুমি আমি দিব বর ।
 একভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর ॥
 শিবের চরণে পুনঃ করিয়া প্রাণ্ডি ।
 গোলোকে চলিয়া গেল যথা লক্ষ্মীপতি ॥
 একদিন ভগীরথ কোটী মধু জপে ।
 গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আগ্রপে ॥
 শীত চারি মাস থাকে জলের ভিতর ।
 করিল এমত তপ চলিষ বৎসর ॥
 মন্থবশ দেবতা রহিতে ঘরে নারে ।
 বর দিতে আসিয়া কহেন হরি তারে ॥
 তপস্যাতে তোমার, আমার চমৎকার ।
 মাগ ইষ্ট বর দিব রাজার কুমার ॥
 ভগীরথ বলে, প্রভু করি নিবেদন ।
 সগরের ছিল ষাট হাজার নন্দন ॥

কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময় ।
 গঙ্গারে পাইলে শ্রী মুক্তিপদ পায় ॥
 কহিলেন সহস্র বদনে চক্রপাণি (৩) ।
 গঙ্গার মহিমা বাপু আমি কিবা জানি ॥
 ভগীরথ বলে, গঙ্গা নাহি দিবা দান ।
 তব পাদপদ্মেতে হাজির আমি প্রাণ ॥
 শুনিয়া, তাহারে হরি করেন আশ্রয় ।
 ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা চল তাঁর পাশ ॥
 ছিল ব্রহ্মলোকেতে সামান্য যত জল ।
 মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল ॥
 ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিলেন দর্শন ।
 সম্মুখে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন ॥
 পাণ্ড দিতে যান ব্রহ্মা ঘরে নাহি জল ।
 জলহীন পাদ মাত্র আছে অবিকল ॥
 কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা পড়ে তাঁর মনে ।
 আশ্রয় ব্যাস্তে গিয়া ব্রহ্মা আনেন যতনে ॥
 গঙ্গাজলে নিমুপদ করেন ফালন ।
 অজি জা (৪) বলিয়া নাম এই সে কারণ ॥
 ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি (৫) ।
 এই গঙ্গা লয়ে যাও পতিতপাবনী ॥
 ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি পাপ করে ।
 কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে ॥
 স্নানেতে কহেক পুণ্য বলিতে না পারি ।
 বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি ॥
 শ্রীহরি বলেন, গঙ্গা, করত প্রস্থান ।
 অবিলম্বে মুক্ত কর সগর-সন্তান ॥

(১) ওকড়া—সুগন্ধকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরকম ফল । (২) ত্রিদশ—দেবতা, যাহারা জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ বা বিপদ নাশ করেন; অথবা, যাহাদের মৌলিক অবস্থা পর্যাপ্ত আছে—বার্দ্ধক্য অবস্থা নাই । (৩) চক্রপাণি—চক্র (স্বদর্শন চক্র) পাণিতে (হাতে) আছে বলিয়া হৃদয়বানের নাম চক্রপাণি । (৪) অজি জা—হৃদয়বানের অজি (চরণ) হইতে উৎপন্ন বলিয়া গঙ্গার নাম অজি জা । (৫) চিন্তামণি—বিষ্ণু ।

এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথ ।
 কান্দিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥
 পৃথিবীতে কত শত আছে পাপিগণ ।
 আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অপণ ॥
 হইয়া গ্রহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে ।
 আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে ॥
 শ্রীশ্রী বলেন, যত বৈষ্ণব (১) জগতে ।
 গ্রহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে ॥
 বৈষ্ণবের সঙ্গতি (২) বাসনা করি আমি ।
 বৈষ্ণবের সঙ্গতি পাবিব তবে তুমি ॥
 গঙ্গাকে কহিয়া এই বাক্য জগৎপতি ।
 শঙ্খ দিয়া বলিলেন ভগীরথ প্রতি ॥
 আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া ।
 পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া ॥
 বিরিকি বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান ।
 তোমা হৈতে তিন লোক পাবে পরিণাম ॥
 ভগীরথ আমার এ রথ তুমি লহ ।
 এই রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাহ ॥
 রথে চড়ি যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া ।
 চলিলেন গঙ্গা তার পাছু গোড়াইয়া (৩) ॥
 স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান ।
 দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্কীধান ॥
 আদিকাণ্ড স্মৃতিবাস করিল বাখান (৪) ।
 স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী (৫) হইল আখ্যান (৬) ॥

স্বমেরু শৃঙ্গ হইতে গঙ্গার মর্ত্যে আগমন ।
 ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ ।
 আসিয়া মিলেন গঙ্গা স্বমেরু (৭) পর্বতে ॥
 স্বমেরুর চূড়া ষাটি সহস্র যোজন ।
 বনশ সহস্র তার গোড়ার পশ্চন ॥
 এই আদি কহিলাম এই তার মূল ।
 স্বমেরু পর্বতে যেন ধূতুরার ফল ॥
 তাঁর মতো আছে এক দারুণ গহ্বর ।
 তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর ॥
 না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কোন পথ ।
 জোড়হাতে স্মৃতি করে রাজা ভগীরথ ॥
 স্বমেরুতে হইল গেয়ার অবতার ।
 না করিলে গঙ্গা মম বংশের উদ্ধার ॥
 বলিলেন গঙ্গা, শুন বাছা ভগীরথ ।
 কোন দিকে যাব আমি নাহি পাই পথ ॥
 ঐরাবত হস্তী যদি আনিবারে পার ।
 তবে ত পর্বতে হতে পাইব নিস্তার ॥
 ঐরাবত পর্বতে চিরিয়া দেয় দাঁতে ।
 তবে ত বাহির হই আমি সেই পথে ॥
 গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি ।
 আরবার গেল যথা দেব সুরপতি ॥
 প্রণাম করিয়া বন্দে জোড় করি হাত ।
 কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের সাক্ষাৎ ॥
 ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া কোনমতে ।
 পড়িয়া আছেন গঙ্গা স্বমেরু পর্বতে ॥
 ঐরাবত পর্বতে চিরিয়া দেয় দাঁতে ।
 তবে যে বাহির হন গঙ্গা সেই পথে ॥

(১) বৈষ্ণব—বিষ্ণুভক্ত । (২) সঙ্গতি—মিলন ; সংস্পর্শ । (৩) গোড়াইয়া—অনুগমন করিয়া ; পিছনে পিছনে গিয়া । (৪) বাখান—বর্ণনা । (৫) মন্দাকিনী—স্বর্গ-গঙ্গা । (৬) আখ্যান—নাম । (৭) স্বমেরু—সুবর্ণগিরি ; পুরাণমতে এই পর্বতে বিশ্বদেব বসু ও মরুদগণ সন্ধ্যাকালে স্বর্গের উপাসনা করেন । তৎপরে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করেন । ইহার শিখরদেশে জ্যোতির্শয় বরুণালয় অবস্থিত ।

শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে ।
 আসিয়া মিলিল সেই স্ত্রীমেরু পর্বতে ॥
 হইল যে গর্ভ ঐরাবতের অস্তরে ।
 আমার সংবাদ নিয়া কহে গঙ্গারে ॥
 মম ঘরে গঙ্গা যদি করয়ে বসতি ।
 তবে হৈ পর্বত হৈতে করি অবাহতি ॥
 যখন কহিল ঐরাবত এই কথা ।
 মলিন করিল মুণ্ড তেঁট করি মাথা ॥
 মুখে নাতি বাক্য সরে চক্ষু বহে জল ।
 দিয়া হরহরু করে অশ্রু বিকল ॥
 দশা দেখি দয়াময়ী জিজ্ঞাসেন শ্রয় ।
 কি হেতু এমন দশা ঘটিল তোমায় ॥
 আনিতে নারিলে বাছা হস্তী ঐরাবত ।
 কোন্‌ ছুগে কান্দ বাপু আমাকে কহত ॥
 ভগীরথ বলে, মাতা করি নিবেদন ।
 সুরমণি মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ ॥
 ঐরাবত যে কহিল আমার গোচরে ।
 পুন হয়ে জননীকে বলিব কি করে ॥
 জাহ্নবী বলেন, তার বুকিলাম তব (১) ।
 রাজভোগে ঐরাবত হইয়াছে মত্ত ॥
 যত্বপি আড়াই চৌ মসিতে সে পারে ।
 তার ঘরে চিরদিন রব বল তারে ॥
 এই কথা ভগীরথ কহে হস্তিবরে ।
 শুনিয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসরে ॥
 চারিখান করিয়া পর্বত চিরে দাঁতে ।
 চারি ধারা হৈল গঙ্গা স্ত্রীমেরু পর্বতে ॥
 বহু, ভদ্রা, খেতা ও অলকানন্দা আর ।
 পাড়িলেন পর্বত হইতে চারিধার ॥

বহু নামে গঙ্গা হন পূর্বের সাগরে ।
 ভদ্রা নামে সুরধনী (২) চলিল উত্তরে ॥
 খেতা নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে ।
 গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপরে ॥
 এক চৌ মসিতে ঐরাবতপরে ।
 নাকে মুখে জল গেল হাস্যাস করে ॥
 আর চৌ মসিলেন প্রায় গঙ্গাপরে ।
 হস্তী বলে, গঙ্গামাতা কর পরিণাম ॥
 মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে খড় করে (৩) ।
 আর চৌ মসিলেন পর্বত উপরে ॥
 পলাইল ঐরাবত পাইয়া শ্রাস ।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কস্তিধাস ॥

মহাদেব কর্তৃক গঙ্গার বেগ ধারণ ।

ভগীরথ তথা হ'তে আসে গঙ্গা নিয়া ।
 কৈলাস পর্বতে গঙ্গা মিলিল আসিয়া ॥
 কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে ।
 তার ভরে বহুমতী টলমল করে ॥
 বেগবতী হয়ে গঙ্গা চলে রসাংগে (৪) ।
 ছোড়াগেতে দাড়াইয়া ভগীরথ বলে ॥
 পাগালেতে হইল তোমার আশ্রয় (৫) ।
 হইবে কেমনে মম বাশের উদ্ধার ॥
 গঙ্গা বলিলেন, বাপু শুনহ বচন ।
 ধরিত্রী (৬) সহিতে বেগ নারিবে কখন ॥
 শিব যদি আসিয়া ধরেন জলাধার ।
 তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার ॥

(১) তবু - তবদেহ । (২) সুরধনী - সুর দেবতার ধনী (মদী) গঙ্গা । (৩) দাঁতে খড় করে -
 হার মানার চিহ্ন । (৪) রসাংগে - পাতাঙ্গে । (৫) আশ্রয় - অগ্রগামী । (৬) ধরিত্রী - পৃথিবী ।

গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি ।
 আর বার গেল যথা দেব পশুপতি ॥
 এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন ।
 মহেশ বলেন, পুনঃ এলে কি কারণ ॥
 ভগীরথ বলে, গঙ্গা দিলা নারায়ণ ।
 পৃথিবী ধরিতে বেগ না পারে কখন ॥
 তুমি যদি আসি শিরে ধর জলাধার ।
 পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গা-অবতার (১) ॥
 গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন ।
 তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গা দরশন ॥
 পাড়িলেন সগৌরবে শিব পঞ্চশিরে ।
 পড়িলেন পবিত্রপাবনী শঙ্কু-শিরে ॥
 শিবের মাথায় জটা বড় ভয়ঙ্কর ।
 বেড়ান জটার মধ্যে দ্বাদশ বৎসর ॥
 ভগীরথ বলেন, মা, এ কি ব্যবহার ।
 কেমনে হইবে মম বংশের উদ্ধার ॥
 গঙ্গা বলিলেন, বাপু, শুন ভগীরথ ।
 জটা হৈতে বাহিরিতে নাহি পাই পথ ॥
 ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন জোড়হাত ।
 ধ্যান ভঙ্গ হইল চাহেন বিশ্বনাথ ॥
 মহেশ চিরিয়া জটা দিলেন গঙ্গারে ।
 সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বারে ॥
 যেন নর স্নান-দান করে হরিদ্বারে ।
 তাঁর পুণ্য-সীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে ॥
 এক ধারা গেল গঙ্গা পাশ্রলমণ্ডলে ।
 ভোগবতী বলে নাম হৈল রসাতলে ॥
 পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে ।
 মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর (২) ভাগে ॥
 সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনার পানী ।
 এই তিন ধারা বহে নামেতে ত্রিবেণী ॥

মকরে (৩) প্রয়াগে যেন নর স্নান করে ।
 সর্ব পাপে মুক্ত হয়, যায় স্বর্গপুরে ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত কবিত্তে বিচক্ষণ ।
 আদিকাণ্ডে গাহিলেন গঙ্গাবতরণ ॥

—

বারাণসী-মাহাত্ম্য ।

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া ।
 বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
 মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান ।
 বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নিশ্চয় ॥
 এক কালে কাটিলেন হর দ্বিজ-মাথা ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর না হয় অগ্ৰথা ॥
 ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক গিরিশের কান্দে ।
 কার্তিক গণেশ আর কাত্যায়নী (৪) কান্দে ॥
 গৌরী কন, কেন বা কাটিল বিপ্র-মাথা ।
 ব্রহ্মবধ হইল কে করিবে অগ্ৰথা ॥
 শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে ।
 পৃথিবীতে গেল গঙ্গা কত পাপ নাশে ॥
 বৃষভে চাপিলা তবে শঙ্করী শঙ্কর ।
 দাণ্ডাইল সুরধুনী-তীরেতে সঙ্গর ॥
 কুশাগ্রে করিয়া হর কৈল পরশন ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর হইল মোচন ॥
 ধূর্জটি বলেন, দেখ গঙ্গার পরীক্ষা ।
 পঞ্চক্রোশ যুড়ি হর দেন গণ্ডী-রেখা ॥
 সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ নাম বারাণসী ।
 তাহাতে ছাড়িলে তুমি শিবলোকে বসি ॥
 এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান ।
 করিলেন ভগীরথ সহিতে প্রস্থান ॥

(১) গঙ্গা-অবতার—গঙ্গার আবির্ভাব। (২) ত্রিবেণী—প্রয়াগ। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন-স্থান।
 (৩) মকর—মাঘ মাস। (৪) কাত্যায়নী—সর্ষাগ্রে কাত্যায়ন যুনি কর্তৃক পূজিত বলিয়া এই নাম।

কুন্তিবাসী রামায়ণ —



অগ্নে যায় ভগীরথ শঙ্ক বাজাইয়া—২৮ পৃঃ

কৃত্তিবাসী রামায়ণ —



পারিজাত হইল যখন পরশন ।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন এখনি জীবন ॥—৩৯ পৃঃ

বারাণসী-মাহাত্মা যে হইল প্রকাশ ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

—
জহু-ভগীরথ সংবাদ ।

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া ।
জহুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া ॥
পাত্ৰায় লভায় কৃত জহু মূনির ঘর ।
গঙ্গাস্রোতে ভেসে যায় দেখিতে চক্ষুর ॥
চক্ষু মেলিলেন মূনি, ভাঙ্গিলেক ধ্যান ।
গঙ্ঘ করিয়া সব জল করে পান ॥
কত দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায় ।
কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায় ॥
অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন্ জনে ।
দেখে মূনি বটতলে বসিয়াছে ধানে ॥
জহুরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে ।
অকস্মাৎ গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে ॥
মূনি বলিলেন, শুন রাজা ভগীরথ ।
গঙ্গার আনিতে তব নাহি ছিল পথ ॥
মম ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন মহৎ (১) ।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহ ভগীরথ ॥
আন গিয়া ব্রহ্মা মম করিতে কি পারে ।
গঙ্ঘ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদরে ॥
মূনির বচন শুনি লাগিল তরাস ।
মনোহুঃখে ভগীরথ হইল হতশ ॥
জোড়হাতে ভগীরথ করেন স্তবন ।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি ত্রিলোচন ॥
তোমার মহিমা গুণ জানে কোন্ জন ।
মনুষ্য শরীরে তব কি জানি স্তবন ॥
সগর রাজার স্মৃতি হাজার তনয় ।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময় ॥

তোমার উদরেতে গঙ্গার অবতার ।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার ॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকয়ে কখন ।
কৃপাতে বলেন তারে জহু উপোধন ॥
মুখ হৈতে বাহির করিলে গঙ্গাজল ।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তারে ঘৃষিবে সকল ॥
চিরিল দক্ষিণ জানু সেইক্ষণে মূনি ।
জানু দিয়া বাহির হইল সুরধুনী ॥
ছিলেন কিকিৎকাল জহুর উদরে ।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংসারে ॥
শাপভ্রষ্ট যেইখানে গঙ্গামাতা শুনি ।
সেইখানে হৈয়া যান উত্তরবাহিনী ॥
শুনি কথা ভগীরথ-হৃদয়ে উল্লাস ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

—
কাণ্ডার মূনির মুক্তিলাভ ।

কাণ্ডার নামেতে মূনি ছিল এক জন ।
তার তুল্য পাপী নহে এ তিন ভুবন ॥
জন্মানধি সেই মূনি অসৎ সঙ্গ করে ।
অসতের বশ, রহে অসতের ঘরে ॥
কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন ।
ব্যাস্রেতে ধরিয়া তার বধিল জীবন ॥
যমদূত আসি তবে করিয়া বন্ধন ।
লইয়া চলিল তারে যমের ভবন ॥
ব্যাস্রেতে সকল মাংস গেল ত খাইয়া ।
বনের মধোতে অস্তি রছিল পড়িয়া ॥
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গা মধ্য দিয়া ।
তেনকালে সঞ্চান (২) সে কাকেরে দেখিয়া ॥
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া (৩) ।
গঙ্গা দিয়া যায় কাক ভয়ে পলাইয়া ॥

(১) মহৎ—এখানে দয়াময় । (২) সঞ্চান—শ্রেন পাখী ; বাজ পাখী । (৩) খেদাড়িয়া . তাড়াইয়া ।

হই জনে তারা তথা জড়া জড়ি করে ।
 দৈবযোগে সেই অস্তি পড়ে গঙ্গানীরে ॥
 যখন করিল অস্তি গঙ্গা-পরশন ।
 চতুর্ভুজ হইয়া সে চলিল ব্রাহ্মণ ॥
 হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ।
 কাড়িয়া নিলেন যমদূতেরে মারিয়া ॥
 কান্দিতে কান্দিতে সব যমের কিস্কর (১) ।
 জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর ॥
 বিষয় ছাড়িলু প্রভু আর নাহি কাজ ।
 যমরাজ, আজি বড় পাইলাম লাজ ॥
 কাণ্ডার নামেতে পাপী ত্রিভুবনে জানে ।
 গ্রহারে বৈকুণ্ঠে হরি নিলেন কি গুণে ॥
 শুনিয়া দূতের কথা যমরাজ রোষে ।
 জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে ॥
 পাপীর উপরে হয় মোর অধিকার ।
 আজি কেন হৈল তবে ঘোর অবিচার ॥
 কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ত্রিভুবনে জানে ।
 গ্রহারে বৈকুণ্ঠে আনিলেন কোন্ গুণে ॥
 শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয় ।
 গঙ্গা যথা, তথা কভু পাপ নাহি রয় ॥
 গঙ্গার মহিমা কত কি বলিতে জানি ।
 মন দিয়া শুন তবে কহি দণ্ডপাগি (২) ॥
 যত দূরে যাইবেক গঙ্গার বাস ।
 আমার দোহাই, যদি যাও তার পাশ ॥
 পুড়ে মরে, অস্তি লৈয়া ফেলে গঙ্গানীরে ।
 চতুর্ভুজ হইয়া আসিবে স্বর্গপুরে ॥
 গঙ্গাঙ্গীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান ।
 সে শরীর জান হুঁমি আমার সমান ॥

নিষেধ করহ গিয়া যত দূতগণে ।
 আমার দোহাই, যদি যাও সেই স্থানে ॥
 শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের বাস ।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

— — — — —
 মগর-বংশ উদ্ধার ।

কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ (৩) দিয়া ।
 গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া ॥
 পদ্ম নামে এক মুনি পূর্বমুখে যায় ।
 গঙ্গার একটি ধারা তার পিছে ধায় ॥
 জোড়হাত করিয়া বলেন ভগীরথ ।
 পূর্বদিক্ যাইতে আমার নাহি পথ ॥
 পদ্ম মুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী ।
 ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী ॥
 শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে ।
 মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে ॥
 একবার গেল গঙ্গা ভৈরববাহিনী (৪) ।
 আরবার ফিরিলেন সাগরগামিনী ॥
 অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন ।
 শঙ্খধ্বনি করেন যতোক দেবগণ ॥
 শঙ্খধ্বনি ঘাটে যেন নর স্নান করে ।
 অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে ॥
 নিমেষেতে (৫) আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর ।
 গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সঙ্গর ॥
 গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান ।
 ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান ॥
 ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেন নর স্নান করে ।
 সর্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥

(১) কিস্কর—হুতা (২) দণ্ডপাগি—যম (৩) মুক্তিপদ—মোক্ষ (৪) ভৈরববাহিনী—
 ভৈরব (ঈশান) কোণগামিনী (৫) নিমেষ—চক্ষুর পলকপাতে যে সময় লাগে ।

চলিলেন গঙ্গা মাতা করি বড় হরা ।
 মেড়া হল নাম স্থানে যায় সরিধরা (১) ॥
 মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ত্রাঙ্গণ ।
 মেড়া হল বলি নাম এই সে কারণ ॥
 গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া ।
 আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া ॥
 সপ্তদ্বীপ যশো সার নবদ্বীপ গ্রাম ।
 এক রাতি গঙ্গা থা করিলা বিশ্রাম ॥
 রথে চড়ি ভগীরথ হন আগুয়ান (২) ।
 আসিয়া মিলিলা গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান ॥
 সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান ।
 সেখানে হইবে গঙ্গা করেন প্রয়াগ ॥
 আকনা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া ।
 বিহরোদের (৩) ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥

গঙ্গা বলিলেন, বাপ্ শুন ভগীরথ ।
 কতদূরে গৌমার দেশের আছে পথ ॥
 অমিত্রহি এক বস গৌমার সংগতি ।
 কোথা আছে ভগ্নময় সগর-সন্ততি ॥
 ভগীরথ বলেন, মা, এই পড়ে মনে ।
 পূর্ব ও দক্ষিণাদিক্ তার মধ্যস্থানে ॥
 যেইখানে আছিল কপিল মহামনি ।
 সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি ॥
 এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে ।
 হইলেন শতমুখী (৪) গঙ্গা সেই স্থলে ॥
 আছিল সগর-বংশ ভঙ্গরাশি হৈয়া ।
 বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া ॥
 হয় তুলি গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান ।
 ওই তব বংশ দেব পর্গনাসে যান ॥

একজন রহিল জলের অধিকারী ।
 আর সব চতুর্ভুজে গেল পর্গপূরী ॥
 বংশ-মুক্তি হইল দেখিয়া ভগীরথে ।
 গঙ্গারে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে ॥
 গঙ্গা বলে, দেশে যাও রাজার নন্দন ।
 সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন ॥
 মহা তীর্থ হইল সে সাগর-সঙ্গম (৫) ।
 যাহাতে যতক পূণ্য কে করে সে ক্রম (৬) ॥
 গঙ্গাসাগরে যে নর স্নান-দান করে ।
 সর্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় পর্গপূরে ॥
 কুন্ডিলাস পণ্ডিতের কবিদ্র মহৎ ।
 গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ ॥

গঙ্গার মাণ্ডল্য-বর্ণনা ।

জননী জাকনী দেবী, আইলেন এই ভূমি(৭),
 করিতে ধরার পাপভার ।
 সুর-নর-নিস্তারিণী, পাপ-গ্রপ-নিবারিণী,
 কলিয়ুগে হন অবগার ॥
 ধন্য ধন্য বহুমতী, যাহাতে গঙ্গার ত্রিণি,
 ধন্য ধন্য ধন্য কলিয়ুগে ।
 শতক যোজনে থাকে, গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে,
 শুনে যমে চমৎকার লাগে ॥
 পক্ষিগণ থাকে যৎ, গঙ্গা বা কতিব কৎ,
 করে সদা গঙ্গাজল পান ।
 দূরে রাজচক্রবর্তী, যার আছে কোটি হস্তা,
 সেই নত পক্ষীর সমান ॥

(১) সরিধরা—খুব বড় নদী ; গঙ্গা । (২) আগুয়ান—অগ্রসর । (৩) বিহরোদের—বোম্ব হই গঙ্গা-
 তীরস্থ ব্যাতোড় নামক স্থান । (৪) শতমুখী—শতধারায় প্রবাহিনী । (৫) সাগর-সঙ্গম—গঙ্গা যেখানে
 সাগরের সহিত মিলিয়াছে ; অত্যন্ত পুণ্যজনক স্থান । শাস্ত্র-বাক্য এই যে, গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান
 করিলে অক্ষয় মোক্ষ লাভ হয় । (৬) ক্রম—হিসাব । (৭) ভূমি—পৃথিবীতে ।

গয়াক্ষেত্র বারাণসী, দ্বারকা মথুরা কাশী,
গিরিরাজ-গুহা যে মন্দর ।
এ সব যত্নক তীর্থ, বিষ্ণুর সম মহত্ব,
সর্বতীর্থ গঙ্গাদেবী সার ॥

সৌদাস রাজার উপাখ্যান ।

গঙ্গা তেত্ গেল যাটি রাজার বৎসর ।
পুনর্বার গেল রাজা অযোধানগর ॥
রাজা হৈয়া করিলেন প্রজার পালন ।
হইল সৌদাস নামে তাঁহার নন্দন ॥
অযোধ্যাতে করিলেন রাজত্ব সৌদাস ।
ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতীরে বাস ॥
কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরথী তটে ।
থাকি হইলেন মুক্ত সংসার-সঙ্কটে ॥
করিল রাজার শ্রাদ্ধ তর্পণ সৌদাস ।
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন যার যত আশ ॥
মন দিয়া শুন রাজা সৌদাস চরিত ।
শুনিলে যে পাপক্ষয় শরীর পবিত্র ॥

একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে ।
মৃগ চাহি ফিরে রাজা বনেতে বনেতে ॥
আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লৈয়ে জায়া ।
সৌদাসের কাছে উত্তরিল সে আসিয়া ॥
ছাড়িয়া রাক্ষসরূপ বাঘরূপ ধরে ।
দুইজনে ক্রীড়া করে প্রভাসের (১) তীরে ॥
হেনকালে সৌদাস সে বাঘকে দেখিয়া ।
ক্রীড়ার সময়ে তারে মারিল বিক্রিয়া ॥

এইকালে রাক্ষসী রাজার প্রতি বলে ।
বিনা দোষে স্বামী মার প্রেমালাপ-কালে ॥
পরিণামে জানিবা হইবে যত পাপ ।
মহাপাপ ভুঞ্জিবে হইবে ব্রহ্মশাপ ॥
এতক বলিয়া সে রাক্ষসী গেল বন ।
মনোহুঃখে গৃহে রাজা করিল গমন ॥
পাত্ন-মিত্রগণে রাজা করিল আস্থান ।
বশিষ্ঠ মুনিরে আগে করিল সম্মান ॥
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ ।
এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞা (২) প্রদানে ।
অশ্বমেধ (৩) করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ॥
যজ্ঞ পূর্নে দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা ।
বিদায় হইয়া যবে গেল সর্বজন্য ॥

হেনকালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে-মন ।

মম বাক্য বার্থ হবে জানিল কারণ ॥
আপন রাক্ষস-রূপ দূরে ত্যাগিয়া ।
বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়া আসিয়া ॥
সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন ।
মোর মাংস ভোজন করাহ যশোধন ॥
রাজা বলে, অশ্বমাংস করি আহরণ ।
সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন ॥
স্নান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি ।
করাইব তবে মাংস রন্ধন এখনি ॥
বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে ত্যাগিয়া ।
পাচক বিপ্রের বেশ ধরিয়া আসিয়া ॥

(১) প্রভাস—যক্ষারোগগ্রস্ত চন্দ্র এই তীর্থে স্নান করিয়া পূর্বের মত প্রভাশালী হন, এই জন্ত এই তীর্থেই নাম প্রভাস; অজ্ঞ নাম সোমতীর্থ। অনুজ্ঞা—আদেশ। (৩) অশ্বমেধ—যজ্ঞবিশেষ; এই যজ্ঞে মনোহর স্বর্ণবর্ণ মুখ ও শ্বেতবর্ণ কর্ণ, সর্বশরীর শ্যামবর্ণ ও চিকণ কিম্বা সর্ষাপ দৃষ্টিফেননিভ গুরু, কর্ণ শ্যামল বর্ণ—এইরূপ অশ্বকে বিধিপূর্বক স্নান করাইয়া কপালে জয়পত্র বাধিয়া একবৎসর যত্নে বিচরণ করিতে দেওয়া হয়। সেই সময়ে তাহাকে বন্ধা করিয়া বৎসরান্তে তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস দ্বারা হোম করিতে হয়।

মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিল রন্ধন ।
 বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন ॥
 যজ্ঞমান-বাক্য (১) মুনি লজ্জিতে না পারে ।
 উপস্থিত হইলেন রন্ধন-আগারে ॥
 বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন ।
 রাখসী মনুষ্য-মাংস দিল তৎক্ষণ ॥
 খাল কোলে থুইয়া রাখসী গেল ঘরে ।
 দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে ॥
 মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস ।
 তুমি ব্রহ্মরাক্ষস (২) যে হও হে সৌদাস ॥
 এও যদি শ্রীবশিষ্ঠ মুনি শাপ দিল ।
 মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল ॥
 অকারনে শাপ দিলা আমি নহি দোষা ।
 এই জলে পে'ড়াইয়া করি ভয়রাশি ॥
 হেনকালে রাখসী রাজার শাপ শুনি ।
 ঘর হৈতে পলাইয়া চলিল আপনি ॥
 ধ্যান করি জানিল বশিষ্ঠ উপোষন ।
 রাখসী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন ॥
 মুনিকে দিবারে শাপ রাজা নিল পানী ।
 নিষেধ করেন তাঁরে মদয়ন্তী রাণী ॥
 ক্রোধ সম্বরিয়া রাজা ভাবে মনে মনে ।
 এই জল এখন থুইব কোন্ স্থানে ॥
 স্বর্গে থুই যদি, তবে দেবগণ মরে ।
 নাগগণ মরে, যদি ফেলি নাগপুরে ॥
 পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শত্রু যায় ।
 সেই জল ফেলে রাজা আপনার পায় ॥
 রাজার পুড়িয়া গেল দুখানি চরণ ।
 হইল কল্মাষপাদ নাম সে কারণ ॥

বশিষ্ঠ বলেন, শাপ দিলু নৃপবর ।
 রাখস হইয়া থাক এগার বৎসর ॥
 লোটায় ধরিয়া রাজা বশিষ্ঠ-চরণ ।
 কহদিনে হবে মম শাপ-বিমোচন ॥
 মুনি বলে, পাবে যবে গঙ্গা-পরশন ।
 তবে ত গোমার শাপ হইবে মোচন ॥
 সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া ।
 দেশে দেশে নিত্রা ফিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া ॥
 এগার বৎসর পূর্ণ হইল যখন ।
 তিন দিন আহার না মিলিল তখন ॥
 উত্তরিয়া গিয়া রাজা প্রভাসের কূলে ।
 শ্রমবৃত্ত হইয়া বসিল বৃক্ষশূলে ॥
 ক্ষুব্ধ আকুল রাজা যে বৃক্ষ নেতালে (৩) ।
 এক ব্রহ্মদেহ (৪) আছে সেই বৃক্ষ-ডালে ॥
 ব্রহ্মদেহ বলে, শুভে তুমি কেন হেথা ।
 মম স্থান নিলা তুমি আমি যাব কোথা ॥
 শুনিয়া প্রহার কথা সৌদাস হাসিল ।
 ব্রহ্মদেহ দেখি এটা খাইতে বাইল ॥
 ব্রহ্মদেহ রাখস বিবাদ দুই জনে ।
 ছয় মাস মন্ত্রযুদ্ধ করিছে এমানে ॥
 দুই জন যুদ্ধে সম, নৃন নহে কেহ ।
 মিত্রতা করিয়া পরস্পর করে গ্ৰেহ ॥
 মর্দন দুই জন করেন প্রাণশ ।
 বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস ॥
 ব্রহ্মদেহ বলে, মিত্র, শুন বিবরণ ।
 বরমন্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ ॥
 বচকাল বেদ পড়িলাম গুরু-ঘরে ।
 চাতিগেন গুরু কিছু দক্ষিণা আমারে ॥

(১) যজ্ঞমান বাক্য—যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করায়, তাহার কথা । (২) ব্রহ্মরাক্ষস—
 প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ । (৩) নেতালে—দেখে । (৪) ব্রহ্মদেহতা—প্রেতযোনি বিশেষ ।

করিলাম উপহাস আমি যে গুরুরে ।
গুরু বলে, ব্রহ্মদৈত্য হও অতঃপরে ॥
যখন গঙ্গার জল পাবে পরশন ।
তখন পাইবা মুক্তি ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥

সৌদাস বলেন, মিত্র, চেতাইলা(১) মোরে ।
তবে ত গঙ্গার তত্ত্ব দুই জনে করে ॥
গঙ্গাঙ্গান করি যান সে ভার্গব ঋষি ।
মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলসী ॥
হেনকালে দৌহে বলে আগুলিয়া তাঁরে ।
এক বিন্দু গঙ্গাজল দিয়া যাও মোরে ।
লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন ।
অগ্রভাগ (২) শিবের তা দিব হে কেমন ॥
দৌহে কহে, মুনি, তব নাহি বিঘ্নালেশ ।
গঙ্গাজলে নাহি হয় শেষ-অবশেষ (৩) ॥
জানিলেন তখন ভার্গব তপোধন ।
মহাজন (৪) বটে ভগ্নীরথের নন্দন ॥
কুশাগ্রে করিয়া গঙ্গা দিল তার গায় ।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ এড়িয়া পলায় ॥
ছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া ।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গাজল পাইয়া ॥
ব্রহ্মদৈত্য আর ব্রহ্মরাক্ষস সহরে ।
দুই জন মুক্ত হইয়া গেল নিজ ঘরে ॥
গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি ।
আদিকাণ্ড রচে কৃষ্ণবাস মহাজ্ঞানী ॥

দিলীপ রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ।
সৌদাস গেলেন আশ্বশেষে স্বর্গস্থলে ।
হইলেন সূদাস ভূপতি ভূমণ্ডলে ॥

সূদাস করেন রাজ্য অনেক বৎসর ।
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর ॥
দিলীপের নন্দন হইল রঘুরাজা ।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা ॥
একে ত দিলীপ রাজা মহাবলবান ।
তদ্রূপ হইল পুত্র পিতার সমান ॥
পুত্রের বিক্রম (৫) দেখি ভাবে মনে-মন ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভণ ॥
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে ।
যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দূরে ॥
ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাই ।
যজ্ঞপূর্ণ কালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল পরাণ ।
সঙ্গেতে চলিল তুল্য যোদ্ধা বলবান ॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি ।
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী ॥
কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি ।
বিরিঞ্চি বলেন, তার ঘোড়া কর চুরি ॥
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে ।
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে ॥
দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি ।
লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশ্ব হরি ॥
ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপ-নন্দন ।
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্ জন ॥
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পুরে ।
রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে ॥
সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান ।
পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র-বিঘ্নমান ॥

(১) চেতাইলা—সচেতন করিয়া দিলে । (২) অগ্রভাগ ইষ্টপূজার অব্যাহির প্রথম অংশ ।
(৩) শেষ-অবশেষ—এখানে আদি-অন্ত । (৪) মহাজন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । (৫) বিক্রম—সাহস ।

ইন্দ্র কোথা, বলি, রঘু ঘন ছাড়ে ডাক ।
 আজি ইন্দ্র, তোমা প্রতি ঘটিল বিপাক ॥
 মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে ।
 বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে ॥
 রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র সহে কটুভাষে ।
 মরিবার নিমিস্তে আইলি সর্গনাসে ॥
 মাছি হৈয়া সইবা কি পর্বতের ভার ।
 গলায় কলসী বান্ধি নদীতে সাঁতার ॥
 সহিতে ক্ষুরের ধার বল কেবা পারে ।
 বালক হইয়া আইস আমার উপরে ॥
 রঘু বলে, গর্ব কর রণ নাহি জিনি ।
 কার কত বল বন্ধি জানিবে এখনি ॥
 আমাকে বালক দেখ, আপনি কি বীর ।
 বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির ॥
 তিন বাণ মারে রঘু বাসবের বৃকে ।
 ঐরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘোর পাকে ॥
 ইন্দ্র বলে, ভাল বলি বয়সে ছাওয়াল (১) ।
 এড়িলেক বাণ যেন অগ্নির উখাল (২) ॥
 দশ বাণ ইন্দ্র তবে পূরিল সন্ধান ।
 দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের দশ বাণ ॥
 দুই জনে বাণবৃষ্টি যেন জল ঘনে (৩) ।
 দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে ॥
 রঘুরাজ জানে বাণ পাশুপত সন্ধি (৪) ।
 হাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী ॥
 ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে ।
 লোহার শিকলে বান্ধি রথে নিয়া তোলে ॥
 ঘোড়া নিয়া আইল বাপের বিত্তমানে ।
 সাত দিন ইন্দ্র বান্ধা অযোধ্যাভবনে ॥

সংস্রতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ ।
 আপনি চলিয়া গেল অযোধ্যাভবন ॥
 বিধাতা বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান ।
 তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান ॥
 আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে ।
 রঘুবংশ বলি যশ ঘুষিবে সংসারে ॥
 এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা মুনিবর ।
 তবে মুক্ত হইলেন দেব পূরন্দর ॥
 রঘু বলিলেন, সত্য কর পূরন্দর ।
 অনাবৃষ্টি নহে যেন অযোধ্যা-উপর ॥
 ইন্দ্র বলিলেন, চিন্তা না করিহ তুমি ।
 যে কিছু ক্ষেত্রে কর্ম সে করিব আমি ॥
 করিলেন এই সত্য দেব পূরন্দর ।
 ইন্দ্রসহ সর্গে গেল সকল অমর ॥
 রঘুর বিক্রম শুনি শক্রপক্ষে আস ।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

রঘুরাজার দানকাণ্ড ।

দিলীপ রাজ্য করে অযুত বৎসর ।
 পুত্র রাজ্য দিয়া গেল অমর-নগর ॥
 পিতৃশ্রদ্ধা করিলেন রঘু যশোধন ।
 ব্রাহ্মণেরে দিলেন যে ছিল যত ধন ॥
 অশ্বভক্ষ্য (৫) রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে ।
 যুদ্ধিকার পাত্রে রাজা জলপান করে ॥
 বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দন ।
 কশ্যপ মুনির ঠাই করে অধ্যয়ন ॥

(১) ছাওয়াল—বালক ; (২) উখাল—শিখা । (৩) ঘনে—মেঘে । (৪) সন্ধি প্রয়োগ ।
 (৫) অশ্বভক্ষ্য—অশ্বিকার খাবার মত দ্রব্য ।

গুরু-গৃহে বসতি করিয়া বহু দিন ।
 চতুষ্টয় বিছাতে সে হইল প্রবীণ ॥
 গুরু যে দক্ষিণ দিতে কহিল তাহারে ।
 কি দক্ষিণা দিব গুরু আজ্ঞা কর মোরে ॥
 গুরু বলে, অল্প মাগি কর বিবেচনা ।
 চৌষটি বিছার দেহ চৌদ্দ কোটি সোনা ॥
 গুরু কহিলেন এই অসম্ভব কথা ।
 দ্বিজ ভাবে, এতক স্বর্ণপাব কোথা ॥
 সবে বলে রঘুরাজ বড় পুণ্যবান ।
 তাঁর ঠাই আমি গিয়া মাগি স্বর্ণদান ॥
 সাত দিবসের তরে নিয়ম করিল ।
 গুরুকে কতিয়া শিষ্য বিদায় হইল ॥

সাত-পাঁচ (১) ভাবিয়া সে দ্বিজ আকিঞ্চন ।
 অযোধ্যানগরে আসি দিল দরশন ॥
 ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর ছায়ে ।
 উস্তরিল গিয়া সে রঘুর অন্তঃপুরে ॥
 মুস্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান ।
 দেখিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র করে অনুমান ॥
 মুস্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান ।
 কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ দান ॥
 দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র যায় পাছু তৈয়া ।
 উঠিল ব্রাহ্মণে রঘু দ্বারেতে দেখিয়া ॥
 আপনি পাখালে (২) রাজা তাহার চরণ ।
 বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করায় ভোজন ॥
 কর্পূর তাম্বুল মাল্য দিলেন চন্দন ।
 জিজ্ঞাসা করেন করি পাদ-সংবাহন (৩) ॥
 ব্রাহ্মণ বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান ।
 আসিয়াছি তব স্থানে লইবারে দান ॥

দেখিলাম ঘটয়াছে যে দশা তোমারে ।
 আপনার নাহি কিছু কি দিবা আমারে ॥
 তোমার অধীন রাজা ধরনী অশেষ ।
 ঐশ্বর্য্য তোমার দেখি মৃৎপাত্র শেষ ॥
 দেখি তব দশা ডর লাগিল আমারে ।
 এসেছি তোমার ঠাই ধন মাগিবারে ॥
 ভূপতি বলেন তুমি কত চাই ধন ।
 যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মণ ॥
 শুনিয়া রাজার কথা দ্বিজবর বলে ।
 লাড়ু দিয়া যেমন ভাঙাও (৪) ছাওয়ালে ॥
 রাজা বলে, যেরা মাগ না করিব আন ।
 বলিয়া না দিলে নাহি পাব পরিব্রাণ ॥
 শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কানে দিল হাত ।
 চৌদ্দ কোটি সোনা মাগি তোমার সাক্ষাৎ ॥
 রাজা বলে, এক রাত্রি থাক মহামুনি ।
 প্রাতঃকালে ধন দিব লৈয়া যাইও তুমি ॥
 এত বলি ব্রাহ্মণে রাখিল নিজ ঘরে ।
 আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে ॥
 চৌদ্দ কোটি সোনা ধর যেরা দিতে পারে ।
 চৌদ্দ-দশ-কোটি কালি শুদিব তাহারে ॥
 জোড় হাং করিয়া কহিছে প্রজাগণ ।
 তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন ॥
 হেঁট মাথা করি রাজা ভাবিল আপদ ।
 তেন কালে তথা মুনি আইল নারদ ॥
 পাণ্ড অর্ঘ দিল রাজা বসিতে আসন ।
 মুনি বলে, কেন রাজা বিরসবদন ।
 রাজা বলে, মহাশয় শুন কহি কথা ।
 ব্রাহ্মণ চাহিল ধন আজি পাব কোথা ॥

(১) সাত-পাঁচ— বহুবিধ : নানাপ্রকার ; অগ্রপশ্চাৎ । (২) পাখালে— শৌভ করে । (৩) পাদ-সংবাহন— পদ-সেবা । (৪) ভাঙাও— প্রতারণা কর । (৫) দস্তাধন (এখানে) অস্বানু ।

লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুনি ।
 ইহার উপায় কহি শুনহ আপনি ॥
 বল কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ (৫) ।
 ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন ॥
 তার পরে গেলেন নারদ উপোধন ।
 অযোধানগরে রাজা বাজায় বাজন ॥
 আঞ্জা করিলেন রাজা পাব পরিবারে ।
 সবে সাজ যাইব কুবের দেখিবারে ॥
 কটক সাজিল, বাজে চন্দ্রভি বাজন ।
 কৈলাসে কুবের ভাঙ্গা করেন শ্রবণ ॥
 কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যাদুর্গে ।
 জিজ্ঞাসা করিল সব পাব-মিবগণে ॥
 পাব-মিব বলে, কি বেড়াও শুধাইয়া ।
 প্রমাদ পড়িলে কালি কুবেরে লইয়া ॥
 শুনিয়া বাইয়া দূত চলিল অমনি ।
 কৈলাসে নারদ গিয়া কহেন তখনি ॥
 কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া ।
 হোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া ॥
 স্বপ্ন নাহিক রঘুরাজ্য ভাঙাবে ।
 চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ বিপ্র চেয়েছে ভাঙাবে ॥
 এত যদি বলিল নারদ মহামুনি ।
 কুবের বলেন, আমি পাঠাই এখনি ॥
 আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়া ।
 দূত গিয়া ভাঙারেতে দিল ফেলাইয়া ॥
 প্রভাতে কহেন রঘু ব্রাহ্মণ-কুমারে ।
 ভাঙার সহিত স্বর্ণ দিলাম হোমারে ॥
 শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি ছাইল দুই কান ।
 চৌদ্দ কোটি মাত্র লব, না লইব আন ॥

চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ তাঁরে দিলেন গণিয়া ।
 শত শত জনে শোনা দিলেন বাঁধিয়া ॥
 ধন লৈয়া গুরুকে করিল সমর্পণ ।
 গুরু বলে, এত ধন দিল কোন্ জন ॥
 শিষ্য বলে, রঘুরাজ বড় পুণ্যবান ।
 করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান ॥
 মুনি বলে, বসি আমি গহন কাননে ।
 ধনবাদে (১) দত্তাগণ বধিবে জীবনে ॥
 এই ধন রাখ লৈয়ে ইন্দ্রের ভাঙারে ।
 যজ্ঞকালে যেন ধন আনি দেন মোরে ॥
 কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে ।
 সম্মুখে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণে ॥
 দ্বিজ বলে, গুরু পাঠাইলেন আমারে ।
 রঘুরাজ্য স্বর্ণ দান দিল ভাঙারে ॥
 সে মহামুনির ধন রাখত ভাঙারে ।
 এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবারে ॥
 বাসব বলেন, বাপু, সত্য কহ কথা ।
 উজ্জ্বলিত (২) তিনি সোনা পাইলেন কোথা ॥
 দ্বিজ বলে, দক্ষিণা চাছিল স্বর্ণ গুরু ।
 আমারে দিলেন রঘুরাজ্য কল্পগুরু ॥
 রাম রাম বলি ইন্দ্র কানে দিল হাত ।
 রঘু নাম না করিত আমার সাক্ষাৎ ॥
 নিশাতে না যাই নিদ্রা রঘুর ভয়েতে ।
 অযোধানগরে সদা আমি ক্ষেতে ক্ষেতে ॥
 স্থানান্তরে নিয়া প্রভু রাখ এই ধন ।
 ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন ॥
 ধন লৈয়া বরদত্ত গেল গুরু-পাশে (৩) ।
 গুরু বলে, রাখ নিয়া পরিত কৈলাসে ॥

(১) ধনবাদ— প্রকৃতপক্ষে ধনশালী না হইলেও ধনশালী বসিয়া প্রসিদ্ধির নাম ধনবাদ । (২) উজ্জ্বলিত
 — অস্ত্র কাটিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবার পূর্বে ক্ষেত্র যে বস্তু পড়িয়া থাকে সেই বস্তু সংগ্রহ, কুট্রিয়া, কুট্রিকা
 নিরীহের নাম । (৩) গুরু-পাশে — গুরুর নিকটে ।

নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হ্রাসে ।
গিয়াছে যাহার ধন আইল তার পাশে ॥
রঘু ভূপতির যশ ত্রিভুবনে ঘোষে ।
আদিকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

অজ-ইন্দুমতী উপাখ্যান

রঘু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর ।
অজ নামে তনয় তাঁহার মনোহর ॥
পুত্রের দেখিয়া রাজা প্রথম-যৌবন ।
পুত্র রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠভূবন ॥
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে ।
পুত্রের সমান পালে সমস্ত প্রজারে ॥
মাথর (১) রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম ।
পরমা সুন্দরী সেই লাভণ্যের ধাম ॥
ইচ্ছাবরী (২) হইতে কন্যার গেছেমন ।
কহিল পিতার অগ্রে করিয়া গমন ॥
স্বয়ম্বর হইতে আমার আছে মন ।
সকল রাজারে আন করি নিমন্ত্রণ ॥
যত যত মহারাজ পৃথিবীতে বৈসে ।
মাথরের নিমন্ত্রণে সকলেতে আইসে ॥
প্রথম-যৌবন কিবা দেখিতে সুন্দর ।
সকলে আইসে, কেহ না রহিল ঘর ॥
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন ।
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন ॥
পশুর মধোতে যেন বসিল কেশরী (৩) ।
বসিল সকল রাজা অজে মध्ये করি ॥
রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাতি ।
পৃথিবীমণ্ডলে যার এক দণ্ড-ছাতি (৪) ॥
বসিল করিয়া সভা যত নৃপগণ ।
তখন মাথর রাজ্য করে নিবেদন ॥

এক কন্যা দানযোগ্যা আছে মম ঘরে ।
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ম্বরে ॥
পরিণামে দ্বন্দ্ব যেন না হয় ঘটন ।
তবে শীঘ্র আনি কন্যা এই নিবেদন ॥
মম কন্যা বর-মাল্য দিবেক যাহারে ।
সবারে বিদায় দিয়া রাখিব তাহারে ॥
ভাল ভাল কহিল সকল নৃপগণ ।
শীঘ্র ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন ॥
কেশ অঁচড়িয়া তার বাঞ্চিল কুন্তল ।
বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল ॥
কপালে সিন্দূর দিল নয়নে কজ্জল ।
চন্দ্রের সমান রূপ অতীব বিমল ॥
সুচিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি (৫) ।
বিধাতা গড়েছে যেন কনকপুস্তলি ॥
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল বেরিয়া ।
মত্ত গজপতি রামা (৬) চলিল সাজিয়া ॥
যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীক্ষণ ।
অপরূপ রূপ হরে তাহার চেতন ॥
চেতন পাইয়া উঠে বসে নৃপগণ ।
এ কন্যা যে পাবে তার সার্থক জীবন ॥
কেহ বলে, কন্যা মোরে করে নিরীক্ষণ ।
কেহ বলে, কন্যার আর্মাতে আছে মন ॥
যারে পাছু করি কন্যা করয়ে গমন ।
ভূমিতে পড়িয়া তেঁহ জুড়িল রোদন ॥
কন্যা কি কুৎসিতরূপ দেখিল আমারে ।
আমারে ছাড়িয়া সে ভজিবে কোন্ বরে ॥
একে একে দেখিয়া যতক রাজগণ ।
অজের নিকটে আসি দিল দরশন ॥
ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি ।
গলে মালা দিয়া বলে, তুমি মম পতি ॥

(১) ইচ্ছাবরী—স্বয়ম্বর। (২) মাথর—বিদর্ভ (২)। (৩) দণ্ডছাতি—রাজ-চিহ্ন। (৪) কেশরী—সিংহ। (৫) পাশুলি—পদাভরণ; পায়েব গহনা; আংটা। (৬) রামা—রূপর্যোবম-সম্পন্ন স্ত্রী।

বরমালা দিয়া যদি কন্যা ঘরে গেল ।
 লজ্জিত হইয়া যত রাজা পলাইল ॥
 বনেতে আসিয়া সবে হয়ে একমন ।
 অজকে মারিতে যুক্তি করিল তখন ॥
 এক্ষণে সবাই থাকি বনে লুকাইয়া ।
 অজে মারি ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া ॥
 লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে-স্থান ।
 হেথায় মাথর রাজা করে কন্যাদান ॥
 কন্যাদান করে রাজা মনের কৌতুকে ।
 নানা রত্ন অথ হস্তী দিলেন যৌতুকে (১) ॥
 তিন দিন ছিল রাজা মাথরের ঘরে ।
 আর দিন যান রাজা অযোধ্যানগরে ॥
 ইন্দুমতী সহ রথে করে আরোহণ ।
 কত সেনা সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন ॥
 নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ ।
 এই কালে রাজগণ আগুলিল পথ ॥
 মার মার বলি সবে আগুলিল তথা ।
 ইন্দুমতী দেখিয়া করিল হেঁট মাথা ॥
 নিদ্রাতে বিহ্বল (২) পতি জাগান কেমনে ।
 নিদ্রাভঙ্গ হৈল ইন্দুমতীর রোদনে ॥
 রাজগণ ডাকে তাত্তে ভীত নহে মন ।
 মলিন দেখিল ইন্দুমতীর বদন ॥
 ইন্দুমতী বলে, নাথ, কি ভাব এখন ।
 দেখ না তোমাকে ঘেরিলেক নৃপগণ ॥
 তিনকোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়া ।
 আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া ॥
 অজ বলে, প্রসন্ন করহ প্রিয়ে মুখ ।
 এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক ॥
 একবাণ বিনা যদি দুই বাণ মারি ।
 রঘুর দোহাই তবে বৃথা অস্ত্র ধরি ॥

তিন কোটি ভূপতিরে করি তৃণ জ্ঞান ।
 এড়িলেন অজ সে গন্ধর্ক নামে বাণ ॥
 এত বলি ধনু লৈয়া দাণ্ডাইল রথে ।
 অজে দেখি রাজগণ লাগিল ডাকিতে ॥
 এক বাণে গন্ধর্ক হইল তিন কোটি ।
 আপনা-আপনি মরে ক'রে কাটাকাটি ॥
 গান্ধর্ক বাণেতে রণে নাহি যায় আঁটা ।
 এক বাণে তিন কোটি রাজা গেল কাটা ॥
 তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া ।
 অযোধ্যাতে গেল রাজা ইন্দুমতী লৈয়া ॥
 অজরাজা তনু তার প্রাণ ইন্দুমতী ।
 হইলেন কিছুকাল পরে গর্ভবতী ॥
 দশমাস গর্ভ হৈল প্রসব-সময় ।
 হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয় ॥
 রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম ।
 দশরথ বলিয়া রাখিল তার নাম ॥
 আমি দশরথের কি কব গুণগ্রাম (৩) ।
 নীর পুত্র হইলেন আপনি শ্রীরাম ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিত কবিহে বিচক্ষণ ।
 গান দশরথের উৎপত্তি-বিসরণ ।

দশরথের রাজ্যাভিষেক ।

এক বর্ষ বয়স্ক যখন দশরথ ।
 পুত্রে শোয়াইয়া দৌহে সাধে মনোরথ ॥
 পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাশ্ব-পরিহাসে ।
 নারদ চলিয়া যান উপর আকাশে ॥
 পারিজাত মালা ছিল তাঁহার বীণায় ।
 বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতীর গায় ॥
 পারিজাত হইল যখন পরশন ।
 ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥

১. যৌতুক—অন্নপ্রাশন, কন্যাদান বা বিবাহে প্রদত্ত ধন । (২) বিহ্বল—কাতর । (৩) গুণগ্রাম—গুণসকল ।

তাহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে ।
 বিবাহার্থে রাজগণ এলেন হরিষে ॥
 ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজে ।
 সব রাজা গেল দেশে পড়িয়া সে লাজে ॥
 পরমসুন্দর রাজা রাজচক্রবর্তী ।
 দশরথ তুল্য নাহি ভূমেতে ভূপতি ॥
 দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনে ।
 এই যুক্তি অধোমুখে করে রাজগণে ॥
 প্রত্যক্ষ দেখিল কণ্ঠা সব রাজগণে ।
 সবারে ভুলিল দশরথ-দরশনে ॥
 ধন পাইলে তুষ্ট ঘেন দরিত্রের মতি ।
 গলে মাণ্য দিয়া বলে, তুমি মম পতি ॥
 দশরথ ভূপতির গলে মাণ্য দোলে ।
 লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে ॥
 রাজগণ বলে, কণ্ঠা বড় বিচক্ষণা ।
 দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনা ॥
 রাজগণ পরম্পর করিয়া সম্মান ।
 বিদায় হইয়া গেল নিজ নিজ স্থান ॥
 কণ্ঠাদান করে রাজা পরম কৌতুকে ।
 মন্ত্ররা নামেতে চেড়ী (১) দিলেন যৌতুকে ॥
 পৃষ্ঠে ভার কুঞ্জের নড়িতে নারে বুড়ি ।
 ক্ষতি করে তার, যার কাছে থাকে চেড়ী ॥
 মাণিক মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর ।
 অশ্ববেগে নিজদেশে চলিল সত্বর ॥
 কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজদেশে ।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

— — —

দশরথের সহিত স্মিত্রার বিবাহ ।
 কৌশল্যা কৈকেয়ী এই সপত্নী উভয় ।
 উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশয় ॥

সিংহল রাজ্যের যে স্মিত্র মহীপতি ।
 স্মিত্রা তনয়া তাঁর অতি রূপবতী ॥
 কণ্ঠারে দেখিয়া রাজা ভাবে মনে-মন ।
 কণ্ঠাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন ॥
 রাজচক্রবর্তী দশরথ লোকে জানে ।
 রামস গন্ধর্ব্ব কাঁপে যার নাম শুনে ॥
 ব্রাহ্মণ ডাকিয়া রাজা কহিল সত্বর ।
 দশরথে আন গিয়া অযোধ্যানগর ॥
 রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে ।
 শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে ॥
 ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম ।
 আশীষ্ করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম ॥
 সিংহল দেশের আমি রাজপুরোহিত ।
 তোমারে লইতে রাজা আমি উপস্থিত ॥
 রাজকণ্ঠা স্মিত্রা সে পরমা সুন্দরী ।
 তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী ॥
 তত রূপ রাজকণ্ঠা নাহি কোন দেশে ।
 তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে ॥
 শুনিয়া কণ্ঠার কথা হুঁষ্ট দশরথ ।
 হইতে স্মিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥
 কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা জানে দুই জন ।
 মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন ॥
 নানা বাঞ্ছা দশরথ চলে কুতূহলে ।
 উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে ॥
 বার্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা ।
 পাচু অর্ঘ দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা ॥
 দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর ।
 লোকে বলে বিধি দিল কণ্ঠাযোগ্য বর ॥
 নান্দীমুখ (২) করি দৌছে বিশেষ হরিষে ।
 বৃদ্ধিশ্রীক (৩) দুই জনে করে অবশেষে ॥

(১) চেড়ী—হাসী। (২) নান্দীমুখ—ভক্তকর্ষাধির প্রথমে যে অমুঠান করিতে হয়। (৩) বৃদ্ধিশ্রীক—আত্মীয়বৃত্তিক শ্রীক।

গোধূলিতে (১) দুই জনে শুভদৃষ্টি করে ।
 দৌহাকার রূপে আলো বসুমতী করে ॥
 কুম্ভশয্যায় রাজা শয়ন করিল ।
 নিদ্রার আলসে প্রায় অচেতন হৈল ॥
 শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর ।
 শয্যার উত্থান-কোড়ি (২) দিলেন বিস্তর ॥
 বাসি বিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ ।
 যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত ॥

বিদায় হইল রাজা রাজার সাক্ষাতে ।
 সুমিত্রা সহিতে রাজা চড়ে নিজ রথে ॥
 সুমিত্রার রূপে রাজা হলেন মোহিত ।
 আপনা ভুলিয়া তিনি অতি হরষিত ॥
 বিলম্ব না সহে তাঁর দেশে আসিবারে ।
 আদেশেন সারথিরে রথ সাজাবারে ॥
 বাসি বিয়ার পর দিন হয় কাল-রাতি ।
 স্ত্রী-পুরুষ এক ঠাই না থাকে সংহতি ॥
 কাল-রাত্রে যে নারীকে করে পরশন ।
 সেই স্ত্রী দুর্ভগা হয়, না হয় খণ্ডন ॥
 সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে ।
 অস্তঃপুরে প্রবেশিল মনের হরিষে ॥
 দশরথ নৃপতির রমণী-বিলাস ।
 আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি ।

কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা রাণী দুই জন ।
 সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে-মন ॥

(১) গোধূলি—সূর্যাস্তগমন কাল ; বিবাহাদি শুভকর্মে শাস্ত্রে গোধূলির তিন প্রকার লক্ষণ ।
 হেমন্ত ও শীতকালে—যখন সূর্যের কিরণ মুছ হইয়া পীতবর্ণ ধারণ করে । বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে—
 যখন সূর্য অস্তগমনকালে অর্ধেক মাত্র দৃষ্ট হয় ; বর্ষা ও শরৎকালে—যখন সূর্য অস্তগমন করার অদৃশ্য
 হইয়া যায় । (২) উত্থান-কোড়ি—শয্যা তোলানি টাকা । (৩) দুঃখদাহ—দুঃখের বন্ত্রণা ।
 (৪) মুখ্যা - প্রধান । (৫) ভামিনী - রূপবোধনশাসিনী স্ত্রী । (৬) বোহিণীতে বৃষে হৈল শনির
 গমন—শনিগ্রহ বোহিণী নক্ষত্রে প্রবেশ করিল ।

নৃপতি সুমিত্রা-প্রেমে রবে নিমগন ।
 আর না চাহিবে রাজা মোদের বদন ॥
 নিরবধি সেবে তারা পার্বতী-শঙ্কর ।
 সুমিত্রা দুর্ভগা হোক এই মাগে বর ॥
 তিন রাণী লৈয়া রাজা আছে কুতূহলে ।
 সুখে রাজ্য পালে বহুকালে ভূমণ্ডলে ॥
 পুত্রহীন মহারাজ মনে দুঃখদাহ (৩) ।
 করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ ॥
 সাত শত পঞ্চাশের মুখ্যা (৪) তিন গণি ।
 কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা ভামিনী(৫) ॥
 তার মধ্যে সুমিত্রা যে পরমা সুন্দরী ।
 তাঁর রূপে আলো করে অযোধ্যানগরী ॥
 হেন স্ত্রী দুর্ভগা হৈল রাজার বিষাদ ।
 কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ ॥
 প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীকে দেখে ।
 রাত্রি দিবা দশরথ তারে লৈয়া থাকে ॥
 এ তিনের ভাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি ।
 ইহাদের গর্ভে জন্ম লবেন স্ত্রীপতি ॥
 সতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে ।
 দৈবে অনাবৃষ্টি হৈল অযোধ্যানগরে ॥
 বোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন (৬) ।
 তে কারণে বৃষ্টি নাহি হয় বরিষণ ॥
 কৌতুকে থাকেন রাজা ভার্য্যা-সম্ভাষণে ।
 রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে ॥
 সকল অযোধ্যারাজ্যে হইল আপদ্ ।
 হেনকালে আইলেন তথায় নারদ ॥

পাণ্ড অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন ।
 মুনিরে করিয়া পূজা বসিল রাজন ॥
 নারদ বলেন, নৃপ, করি নিবেদন ।
 আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন ॥
 ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার ।
 তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সবাকার ॥
 রাজকার্য্য ভুলি রাজা করিতেছ সুখ ।
 নরকে ডুবিয়া প্রজাগণ পায় দুখ ॥
 রাজা বলে, কারো আমি নাহি করি দণ্ড ।
 কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড (১) ॥
 দুঃখ পায় প্রজাগণ নিজ কর্মফলে ।
 কোন্ দোষে প্রজাগণ মোরে মন্দ বলে ॥
 নারদ বলেন, শুন নৃপচূড়ামণি ।
 রোহিণী নক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি ॥
 এই হেতু অনাবৃষ্টি হইল রাজ্যেতে ।
 প্রজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে ॥
 এত বলি করিলেন নারদ গমন ।
 রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন ॥
 গেলেন উত্তরদিকে গহন কানন ।
 জলজন্তু দেখে রাজা পশু-পক্ষিগণ ॥
 নদ নদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল ।
 দীর্ঘী সরোবর দেখে শুষ্ক সে সকল ॥
 বেলা অবসানে রাজা বসে বৃক্ষতলে ।
 সারী শুক পক্ষী আছে সেই বৃক্ষডালে ॥
 শেষ রাত্রি হইল পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গে ।
 পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষিরাজ সঙ্গে ॥
 বহুকাল হৈল মোরা এই বনবাসী ।
 কত আর পাব কষ্ট নিত্য উপবাসী ॥

সূর্য্যবংশ রাজ্যে কভু দুঃখ নাহি জানি ।
 চৌদ্দবয় অনাহার নাহি পাই পানী ॥
 অনাবৃষ্টি হেতু বৃক্ষে নাহি ফলে ফল ।
 নদ নদী সরোবর তাহে নাহি জল ॥
 ভূপতি হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে ।
 রাত্রি-দিন স্ত্রী লইয়া থাকে অস্তঃপুরে ॥
 কষ্ট পাই আর কত থাকি অনাহারে ।
 অতএব চল প্রভু যাই স্থানান্তরে ॥
 পক্ষিরাজ বলে, প্রিয়ে, শুন মোর বাণী ।
 তোমার বচনে কি ছাড়িব অরণ্যানী (২) ॥
 সত্যযুগ হৈতে মোর এই বনে বাস ।
 গোঁয়াইনু এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ ॥
 মোর দুঃখ নহে, দুঃখ হয়েছে সংসারে ।
 এই দুঃখে আছে রাজা দুঃখিত অস্তরে ॥
 এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ ।
 তোর বোলে ছাড়িতে নারিব এই বন ॥
 পক্ষিণী বলয়ে, পক্ষি, শুন বিবরণ ।
 পাতকীর রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন ॥
 জল বিনা শ্বাসগত (৩) ব্যাকুলিত প্রাণ ।
 সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপান ॥
 এই কথাবার্তা তারা করে দুইজনে ।
 বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শুনে ॥
 রাজা বলে, নারদের বচন প্রত্যক্ষ ।
 পক্ষী মোরে নিন্দা করে পেয়ে উপলক্ষ্য (৪) ॥
 বুঝিলাম ইন্দ্র রাজা বড়ই চতুর ।
 মুখে এক কহে, সে অস্তরে করে দূর ॥
 মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে ।
 ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যানগরে (৫) ॥

(১) রাজ্যখণ্ড--রাজ্যের সমস্ত লোক । (২) অরণ্যানী--ঘন নিবিড় বন । (৩) শ্বাসগত--
 শ্বাসপ্রাণ । (৪) উপলক্ষ্য -হেতু ; কারণ । (৫) পরিশিষ্ট জটব্য ।

তবে আজি হয় মম দশরথ নাম ।
 ইস্ত্রেরে বাকিয়া আনি যদি নিজ ধাম ॥
 রজনী প্রভাত করে রাজা মনোদুঃখে ।
 প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে ॥
 পক্ষী বলে, পাপিনী পক্ষিণি, শুন বাণী ।
 রাজারে নিন্দিতা কেন হইয়া পক্ষিণী ॥
 সকল যে দশরথ শুনিয়াছে কাণে ।
 শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে ॥
 পক্ষীর পরাণ কাটে এতক বলিয়া ।
 ডিম্ব লৈয়া ঠোঁটেতে আকাশে উঠে গিয়া ॥
 পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস ।
 উর্দ্ধবাল করি রাজা করেন আশ্রাস ॥
 দশরথ বলে, পক্ষি না পাল্লাও ডরে ।
 ফিরিয়া আসিয়া বৈস বাসার উপরে ॥
 স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার ।
 তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার ॥
 এই বনে যত আত্ম-কাঁঠালের ভার ।
 আজি হৈতে তোমায় দিলাম অধিকার ॥
 পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা রাগি বাসা ঘরে ।
 আপনি গেলেন পরে ইস্ত্রের নগরে ॥
 স্বর্গেতে যাইয়া রাজা দেবের সমাজে ।
 'কোথা ইস্ত্র' বলিয়া ডাকেন দেবরাজে ॥
 তর্জন করেন দশরথ মহারাজ ।
 'রণং দেহি রণং দেহি' কোথা সুররাজ ॥
 দেবগণ বলে, রাজা ক্রোধ কি কারণ ।
 তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ ॥
 ভূপতি বলেন, মম রাজ্যে নাই বৃষ্টি ।
 অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হৈল সৃষ্টি ॥

মম রাজ্যে বৃষ্টি নাহি হয় কোন কাজে ।
 অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে ॥
 চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান (১) ।
 প্রজাগণ দুঃখে মরে, করে অপমান ॥
 সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি ।
 নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী ॥
 এতক শুনিয়া যান যত দেবগণ ।
 ইস্ত্রকে কহেন তাঁরা সব বিবরণ ॥
 বাসব বলেন, রাজা এলো কি কারণে ।
 মনুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা নাহি মনে ॥
 দেবগণ বলে, ইস্ত্র, ত্যজ অহঙ্কার ।
 রাজার যুদ্ধেতে কারো নাহিক নিস্তার ॥
 শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে ।
 তার সনে যুদ্ধ করি মরিবে আপনে ॥
 যাবৎ মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ ।
 রাজার সহিত কর মধুর আলাপ ॥
 দেবতার বাক্য ইস্ত্র নাহি করে আন ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করেন সম্মান ॥
 কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন ।
 মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ ॥
 বাসব বলেন, রাজা শুন একচিত্তে ।
 পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে ॥
 ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি ।
 হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অপার ।
 আদিকাণ্ডে গাহিলেন শনির সঞ্চার ॥

(১) চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান-ধান (শস্য); বর্জীয় কবির রচনায় এখানে বঙ্গদেশের প্রস্তাব পড়িয়াছে। যে দেশে অনাবৃষ্টির কথা হইতেছে, সেখানে ধানের চাষ খুব কম হয়; তথাপি বর্ণনা-প্রবাহে কবি বিভিন্ন প্রদেশের কথা ভুলিয়া বঙ্গদেশের কথাই লিখিয়াছেন।

জটায়ু-সন্নিধান ।
 চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে ।
 রথ চালাইয়া যায় শনির সদনে ॥
 'শনি ঘরে' বলি রাজা ডাকিলেন তায় ।
 বাহির হইয়া শনি সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
 শনির দৃষ্টিতে রাজার ছিঁড়ে রথ-দড়া (১) ।
 আকাশ হইতে পড়ে তাঁর অষ্ট ঘোড়া ॥
 ছিঁড়িল রথের দড়া নাহি পায় স্থল ।
 পাকে পাকে পড়ে রথ করে টলমল ॥
 চক্রবৎ ফিরে রথ গগন উপরে ।
 হেন জন নাহি যে রাজায় রক্ষা করে ॥
 জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে ।
 আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথ যে নিরীখে ॥
 ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া স্থল ।
 রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল ॥
 হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধার ।
 ঘূষিতে থাকিবে যশ নিয়ত আমার ॥
 দশরথ মহারাজ ধর্ম-অধিষ্ঠান ।
 হেন রাজা ত্যজে প্রাণ মম বিচ্যমান ॥
 কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে ।
 ইহা ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে ॥
 পাখা পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর ।
 হইলেন তাহার উপর রাজা স্থির ॥
 স্থির হইয়া দশরথ রথে জোড়ে ঘোড়া ।
 ধ্বজা আর পতাকা বান্ধেন জোড়া জোড়া ॥
 সারথি ঘোড়ার গায়ে মারিলেক ছাট (২) ।
 আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট (৩) ॥
 রাজা বলিলেন, রথ রাখ এই খানে ।
 রাখিল আমার প্রাণ এই কোন্‌জনে ॥

রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা ।
 এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা (৪) ॥
 তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে ।
 মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসেন তারে ॥
 আছাড় খাইয়া পড়িতাম ভূমিতলে ।
 করিলে আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে ॥
 কোন্‌ দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন ।
 পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন্‌ জন ॥
 পক্ষিরাজ কহিলেন, আমি পক্ষিজাতি ।
 মম জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষি-ভূপতি সম্প্রতি ॥
 জটায়ু আমার নাম গরুড়-নন্দন ।
 অন্তরীক্ষে আমি আমি উপর গগন ॥
 আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন্ ।
 পাখা পাতি রাখিলাম তোমার জীবন ॥
 দশরথ বলিলেন, তুমি মোর মিত্র ।
 প্রাণ দান দিলা মম, কি কব চরিত্র ॥
 তার পর রথকাষ্ঠ খসাইয়া আনি ।
 জালিলেন হতভুক্ (৫) নৃপতি আপনি ॥
 উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী ।
 হইল রাজার মিত্র সে জটায়ু পক্ষী ॥
 জটায়ু পক্ষীর কথা শুনে যেই জন ।
 সর্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ ॥
 বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে ।
 আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

শনি-দশরথ-সংবাদ ।

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে ।
 রাজারে দেখিয়া শনি অতি ভীত মনে ॥

(১) রথ-দড়া—রথ টানিবার জন্ত ঘোড়ার সাজের সঙ্গে যে দড়া দিয়া বাধা থাকে ।
 (২) ছাট—ছড়ি; চাবুক । (৩) বাট—পথ । (৪) রক্ষিতা—রক্ষক; রক্ষাকর্তা । (৫) হতভুক্—
 আগুন; হোমের অব্য ভোজন করেন বলিয়া এই নাম ।

শনি বলে, দশরথ আইলে আবার ।
 মোর দৃষ্টে কেমনেতে পাইলে নিস্তার ॥
 দশরথ তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ ।
 নিবেন তোমার ঘরে অম্ম নারায়ণ ॥
 রাজচক্রবর্তী তুমি ধর্ম্ম-অবতার ।
 ত্বেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলে নিস্তার ॥
 মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে ॥
 সম্মুখ ছাড়িয়া আইস তুমি পৃষ্ঠমূলে (১) ॥
 কোপদৃষ্টে হৃদৃষ্টে যাহার পানে চাই ।
 স্বরাসুর-নাগ-নর হয়ে যায় ছাই ॥
 পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন ।
 যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন ॥
 অগ্নিলেন গণপতি (২) গৌরীর নন্দন ।
 দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ ॥
 দেবগণ বলে, মাতা, তোমার আদেশে ।
 আইল সকল দেব শনি না আইসে ॥
 দূত পাঠাইয়া দিল আমার গোচর ।
 দেখিতে গেলাম পুত্র কৈলাস শিখর ॥
 শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুণ্ড পানে চাই ।
 আমার দৃষ্টির দোষে হৈয়া গেল ছাই ॥
 তা দেখিয়া দেবগণ হইল বিস্মিত ।
 পার্ব্বতীর মনোহুঃখে মহেশ চিস্তিত ॥
 পার্ব্বতী বলেন, হেথা আছে দেবগণ ।
 আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোন্ জন ॥
 দেবগণ বলেন, শুনহ বিশ্বমাতা ।
 শনির দৃষ্টিতে ভয় গণেশের মাথা ॥
 দেবতার বাক্য শুনি রুধিল ভবানী ।
 আমারে বধিতে যান হয়ে শূলপানি ॥
 পলাইয়া যাই আমি, স্থান নাহি পাই ।
 দেবতার আড়ালেতে তখনি লুকাই ॥

আজ্ঞা করিলেন চতুর্মুখ পবনেরে ।
 মুণ্ড কাটি আন যেন পশ্চিমশিয়রে ॥
 পশ্চিমশিয়রে শুয়ে খেতহস্তী যথা ।
 পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা ॥
 শূল হস্তে আইলেন দেবী মহাকোপে ।
 পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে ॥
 যতক দেবতাগণ করিছে স্তবন ।
 আপনি সজ্জিয়া শনি মার কি কারন ॥
 তুমি আত্মশক্তি মাতা জগতের গতি ।
 তোমার মহিমা বলে কাহার শক্তি ॥
 আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে ।
 শনি যারে দেখে তার মাথা নাহি থাকে ॥
 পাইয়া তোমার বর তোমাতে পরীক্ষা ।
 তুমি যদি মার তাম্র কে করিবে রক্ষা ॥
 শনিরে না মার, বলে বিধাতা তখন ।
 স্থির হও, জিয়াইব তোমার নন্দন ॥
 আজ্ঞা করিলেন ত্রজ্ঞা তবে পবনেরে ।
 মুণ্ড কাটি আন যেন উত্তরশিয়রে ॥
 গঙ্গা-নীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত ।
 উত্তরশিয়রে শুয়ে ছিল নিদ্রাগত ॥
 কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন ।
 রক্তমাংসে জিয়াইল, হৈল গজানন ॥
 শরীর নরের মত, বদন করীর ।
 দেখিয়া হইল বড় দুঃখ পার্ব্বতীর ॥
 সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর ।
 গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর ॥
 বিরিকি বলেন, করি গণেশেরে রাজা ।
 আগে গণেশের পূজা, পিছে অগ্ন পূজা ॥
 গণেশ থাকিতে যেন অগ্ন দেব পূজে ।
 পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তার, সিদ্ধি নয় কাজে ॥

(১) পৃষ্ঠমূলে—পশ্চাৎ দিকে । (২) গণপতি—গণেশ ; গণ—প্রমথ (শিবাহুচর) গণেশের পতি ।

ঐরাবত-মুখে জীয়াইল লম্বোদর ।
হস্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর ॥
উচ্চঃশ্রবা ঘোড়া আর ঐরাবত হাতী ।
এ সব সম্পদে মম নাম সুরপতি ॥
প্রাণ পাইয়া ঐরাবত গেল নিজ ঘরে ।
হেলায় আলম্বে নাই পশ্চিমশিয়রে (১) ॥

দেবীরে বিদায় করি গেল দেবগণে ।
গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে ॥
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই ।
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পাবে নাই ॥
মনুষ্য হইয়া তুমি আইস বারেবার ।
সূর্য্যবংশে জন্ম হেতু পাইলা নিস্তার ॥
সূর্য্যবংশজাত আমি সূর্য্যের কুমার ।
এক বংশে জন্ম তেঞি পাইলা নিস্তার ॥
কি কারণে আসিয়াছ তুমি মম পাশ ।
বর চাহ, তোমার পূর্য্য অভিলাষ ॥
তখন বলেন দশরথ যশোধন ।
রোহিণীতে তব দৃষ্টে নহে বরিষণ ॥
শনি বলে, আজ হৈতে ছাড়িব রোহিণী ।
অবিলম্বে দেশে চলি যাও নৃপমণি ॥
আজি হৈতে তব রাজ্যে হবে বরিষণ ।
ঘুমিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥
রোহিণী-বৃষভরাশি হবে যেই জন ।
তার রাজ্যে হবে না আমার আগমন ॥
হইয়া রাজ্যে তুষ্ট শনি দিল বর ।
চলিলেন রাজা ইন্দ্র-নিকটে সহর ॥

সভাতে বসিয়া ইন্দ্র লয়ে দেবগণে ।
দশরথ বসিলেন তাঁর একাসনে ॥

কহিলেন সে সব বৃত্তান্ত পুরন্দরে ।
শনিকে প্রসন্ন করিলেন যে প্রকারে ॥
শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাষে ।
এক্ষণে হইবে বৃষ্টি তুমি যাও দেশে ॥
সাত দিন বৃষ্টি মাত্র ঝড় না করিব ।
তোমার রাজ্যেতে জল যথাকালে দিব ॥
বিদায় হইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে ।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

—
রাজা দশরথের কন্যা লাভ ।

আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্র চারি জলধরে ।
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যা নগরে ॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত দ্রোণ আর যে পুঙ্কর ।
চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী-উপর ॥
নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জলে ।
অনাবৃষ্টি ঘুচে, বৃক্ষ শোভে ফুল-ফলে ॥
জীবন (২) পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি (৩) ।
তপস্কার অস্ত্রে যেন মনোরথ-সিদ্ধি ॥
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ ।
সুখে রাজ্যে রাজ্য করে সম্পদভাজন ॥

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর ।
রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর ॥
সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতিরমণী ।
কারু পুত্র নাহি, রাজা বড় অভিমানী ॥
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন ।
তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা ।
স্বর্ণমূর্ত্তি দেখে তার নাম হেমলতা ॥

(১) হেলায় আলম্বে নাই পশ্চিম শিয়রে—আলম্বে ত্যাগ করিবার জন্ম অবহেলা করিয়াও পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইবে না, এই অর্থ মনে হয় । প্রবাদ বাক্য—“পশ্চিমে ন চ হেলয়েৎ ।” (২) জীবন—জল । (৩) সমৃদ্ধি—ঐশ্বর্য্য । (৪) অঙ্গদেশ—বর্ত্তমান ভাগলপুর ও মুন্সের জেলা । পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ।

লোমপাদ নামে রাজা দশরথ-সখা ।
 অঙ্গদেশে ঘর তার ধনের নাহি লেখা ॥
 জন্মিয়াছে স্ত্রী দশরথের সুনিয়া ।
 লোমপাদ আনে তারে লোক পাঠাইয়া ॥
 সত্য ছিল পূর্বেতে করিতে নারে আন ।
 মহা পুণ্যবান রাজা ধর্ম-অধিষ্ঠান ॥
 কথ্য রহে লোমপাদ ভূপতির ঘরে ।
 দশরথ রাজ্য করেন নিজপুরে ॥
 লোমপাদ শাস্তা নাম রাখি তনয়ার ।
 সন্তানবিহীন রাজার আনন্দ অপার ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত মনোরম ।
 আদিকাণ্ডে গাইলেন শাস্তার জন্ম ॥

দশরথ কর্তৃক সিদ্ধ বধ ।

দৈবের নির্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন ।
 যুগয়া করিতে রাজ্য করেন গমন ॥
 হস্তী ঘোড়া রাজ্যের চলিল শতে শতে ।
 যুগ (১) অশ্বেষিয়া রাজ্য বেড়ান বনেতে ॥
 ভ্রমিয়া বেড়ান রাজ্য নিবিড় কানন ।
 অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন ॥
 শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে ।
 দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে ॥
 অন্ধক মুনির পুত্র সিদ্ধ নাম ধরে ।
 কলসীতে ভরে জল সেই সরোবরে ॥
 কলসীর মুখ করে বুক বুক ধ্বনি ।
 রাজ্য ভাবে জলপান করিছে হরিণী ॥
 পাতা লতা খাইয়া পশেছে সরোবর ।
 ইহা ভাবি বধিতে জুড়েন ধনুঃশর ॥

শকভেদী বাণ রাজ্য শকমাত্রে হানে ।
 মুনি-পুত্রোপরে বাণ এড়ে সেইক্ষণে ॥
 যুগজ্ঞানে বাণ হানে রাজ্য দশরথ ।
 বাণঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥
 যুগের উদ্দেশে রাজ্য যান দৌড়াদৌড়ি ।
 যুগ নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি ॥
 দেখেন সিদ্ধর বৃকে বিদ্ধ হয়ে বাণ ।
 অতি ভীত দশরথ উড়িল পরাণ ॥
 বৃকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে ।
 'জল দেহ' বলে মুনি হস্ত-অনুসারে (২) ॥
 অঞ্জলি পুরিয়া রাজ্য আনিয়া জীবন (৩) ।
 মুখে দিবামাত্র মুনি পাইল চেতন ॥
 শিরে হাত দিয়া রাজ্য করে অনুতাপ ।
 ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ ॥
 মুনি বলে, দশরথ, ভয় কি কারণ ।
 তোমারে শাপিয়া আমি পাব কত ধন ॥
 কপালে যা থাকে তাহা না হয় খণ্ডন ।
 পূর্ব-জন্মের কথা হইল স্মরণ ॥
 পূর্বেতে ছিলাম আমি রাজ্যের কুমার ।
 মারিতাম বাঁটুলেতে পক্ষী অনিবার ॥
 কপোতী-কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে ।
 কপোতেরে মারিলাম একই বাঁটুলে ॥
 বৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ ।
 পরজন্মে পাবে এইরূপ মনস্তাপ ॥
 ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন ।
 হইল তোমার বাণে আমার মরণ ॥
 লইলা আমার প্রাণ কোন্ অপরাধে ।
 আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে ॥

(১) যুগ—হরিণ । ছোট হাতীকেও যুগ বলে । ছোট হাতী অর্ধ করিলে মূলের সহিত সাদৃশ্য থাকে । (২) হস্ত-অনুসারে—আঙুলের ইসারায় । (৩) জীবন—জল ।

অন্ধ পিতা-মাতা মম শ্রীফলের (১) বনে ।
 আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে ॥
 এ বড়ই দুঃখ মম রহিল যে মনে ।
 মৃত্যুকালে দেখা না হইল দৌহা সনে ॥
 আমি অন্ধকের প্রাণ হইয়া ছিলাম ।
 তৃণায় সলিল, ফল ক্ষুধায় দিতাম ॥
 আর কেবা ফল-জল দিবেক দৌহাকে ।
 অনাহারে মরিবেন আমা পুত্রশোকে ॥
 এই সত্য দশরথ করহ আপনে ।
 আমা লৈয়া যাও পিতা-মাতার সদনে (২) ॥
 ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার (৩)।
 নহে সৃষ্টি নাশ হবে, মজিবে সংসার ॥
 মৃত্যুকালে সিদ্ধমুনি নারায়ণে ডাকে ।
 নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে ॥
 দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান ।
 খসালেন তাঁর সেই বুক হতে বাণ ॥
 ভূপতি ভাবেন, আসি মৃগ মারিবারে ।
 ঘটিল তপস্বি-হত্যা আমার উপরে ॥
 মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে ।
 অন্ধকের বনে গেল কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
 হেথা তপোবনে বসি অন্ধক-অন্ধকী ।
 বামনেত্র ভূজ-স্পন্দে (৪) অমঙ্গল দেখি ॥
 অন্ধকী বলেন, নাথ, এ কি কুলক্ষণ ।
 আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ ॥
 অন্ধক বলেন, শুন পাগল গৃহিণী ।
 আর দিন নিকটে পাইত ফল-পানী ॥
 আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন ।
 সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ ॥

এই কথাবার্তা তাঁরা কহেন দু'জন ।
 মরা কাঁধে করি রাজা গেলেন তখন ॥
 শুক শ্রীফলের পাতা মচমচ করে ।
 অন্ধক বলেন, এই পুত্র আইল ঘরে ॥
 চক্ষু নাই দু'জনের, দেখিতে না পায় ।
 আইস পুত্র বলিয়া ডাকিছে উভরায় (৫) ॥
 কালিকার উপবাসী করিব পারণ ।
 ফল-জল দেহ বাপু, রাখহ জীবন ॥
 দুই জন ডাক ছাড়ে, রাজার তরাস ।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

দশরথ রাজার প্রতি অন্ধক মুনির অভিশাপ ।
 দেখি দুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অস্তুরে ।
 যাইতে নারেন অগ্রে পাছু যান ধীরে ॥
 কহিল অন্ধক মুনি করিয়া বিশ্বাস ।
 কিবা মাতা-পিতা সঙ্গে কর উপহাস ॥
 দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে ।
 সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকতে জানে ॥
 চক্ষু ভাসে নীরে, করে করাঘাত শিরে ।
 বলে, রাজা মারিয়াছ পুত্রে এক তীরে ॥
 মুনি বলে, আইস দশরথ নরপতে (৬) ।
 মৃত পুত্র আনিলে আমাকে দেখাইতে ॥
 আর কিবা দশরথ শাপিব তোমাকে ।
 এইমত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে ॥
 পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী ।
 পুত্রশোকে যে যন্ত্রণা জানিবা আপনি ॥
 মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর ।
 দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল-অস্তুর ॥

(১) শ্রীফলের বন—বেলের বন । কেহ কেহ বলেন, অন্ধক মুনি যেখানে তপস্যা করিতেন তাহাকে শ্রীফল বন :বলিত । (২) সদন—গৃহ । (৩) প্রতিকার—এখানে উপায় । (৪) ভূজ-স্পন্দে—হাতের কাপুনিতে । (৫) উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে । (৬) নরপতে—রাজন (সষোধন পদ) ।

‘শুভমস্ত’ (১) মুনিবাক্য না হইবে আন ।
 দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যা’ক প্রাণ ॥
 তোমা দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান ।
 তোমার বচন সত্য হোক, নহে আন ॥
 তব শাপে মুনি, মম হরিষ অস্তুর ।
 শাপ নহে, হইল আমার পুত্রবর ॥
 অন্ধ বলে, দশরথ বঞ্চিত সম্রাণে ।
 পুত্রশোক শাপ দিমু বর করি মানে ॥
 ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন ।
 ইহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ ॥
 যাহ রাজা, তোমাতে দিলাম আমি বর ।
 চারি পুত্র হবেন তোমার গদাধর ॥
 মম শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ ।
 পুত্র হৈলে একাদশ বৎসর জীবন ॥
 ব্যর্থ নাহি হয় কভু মুনির বচন ।
 মুনির শাপেতে অন্ধ আমার লোচন ॥
 পূর্বকথা কহি রাজা, তাহে দেহ মন ।
 যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন ॥
 ত্রিজটা (২) মুনির দুই চরণ ডাগর (৩) ।
 মাগিতে আইল ভিক্ষা মম পিতৃঘর ॥
 মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দেন তাঁরে বসিতে আসন ॥
 জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে, কেন আগমন ।
 মুনি কহে, আইলাম ভিক্ষার কারণ ॥
 গতকল্য হ’তে আমি আছি উপবাসী ।
 ভোজন করাহ মোরে তুমি মহাঋষি ॥
 অতিথি (৪) বলিয়া পিতা করান ভোজন ।
 বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন ॥

পিতা আসি কহেন আমারে এই কালে ।
 দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে ॥
 গোদা পা দেখিয়া তাঁর, ঘৃণা হৈল মনে ।
 এমন পায়ের ধূলা লইব কেমনে ॥
 লইলাম নয়ন মুদিয়া পদধূলি ।
 আশীর্বাদ দিল মুনি ‘এবমস্ত’ (৫) বলি ॥
 ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন ।
 ইহাতে হইল অন্ধ আমার লোচন ॥
 সেই মত করিলেন আমার গৃহিণী ।
 দৌহারে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি ॥
 আমার পাপের রাজা পাইলে প্রমাণ ।
 শাপে বর হইল, হইবে পুত্রবান্ ॥
 এই সত্য দশরথ করিবে পালন ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ (৬) আনি কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
 শ্রীফল পাইয়াছিলাম ভ্রমিতে কানন ।
 এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ ॥
 এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি ।
 চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি ॥
 পুনশ্চ কহেন মুনি তাঁরে যুত্বস্বরে ।
 কোথা আছে সিদ্ধপুত্র আনি দেহ মোরে ॥
 যুতপুত্র দশরথ দিলেন আনিয়া ।
 পুত্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাওয়া ॥
 নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায় ।
 কোলেতে করিয়া হস্ত শরীরে বুলায় ॥
 জন্মিলা যে পুত্র তুমি তপের কারণে ।
 ঘটিল আমার যুত্ব তোমার মরণে ॥
 অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি ।
 ফল দিতে কুখায়, তৃষ্ণায় দিতে পানী ॥

(১) শুভমস্ত—শুভ হউক । (২) ত্রিজটা—তিন জটাধারী মুনি বিশেষ । (৩) ডাগর—বড় ; এখানে গোদা । (৪) অতিথি—ভিক্ষা গ্রহণার্থ যাহাদের আসিবার তিথি নির্দিষ্ট নাই । (৫) এবমস্ত এইরূপই হউক । (৬) ঋষ্যশৃঙ্গ—স্বর্ণমুখা নামী হরিণীর গর্ভে জাত মহর্ষি বিভাগুকের পুত্র ।

গুরুনিন্দা নাহি করি নহে সঙ্ক্যা বাদ (১) ।
 দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত ॥
 জন্মাবধি আমি পাপকর্ম নাহি জানি ।
 তবে কেন সিদ্ধপুত্র ত্যজিলা আপনি ॥
 পূর্ব জন্মে কার কি করেছি বিষটন (২) ।
 গুরুনিন্দা করেছি, হরেছি স্থাপাধন (৩) ॥
 এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে ।
 নারায়ণ-মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে ॥
 পত্নিত্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে ।
 অন্ধকী ছাড়িল শ্রাণ অন্ধকের সনে ॥
 তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবরে ।
 অগুরু-চন্দনকাষ্ঠ আনিলা বিস্তরে ॥
 করিলেন চিতা রাজা উত্তরশিয়রে ।
 তিন জনে শোয়াইল চিতার উপরে ॥
 দুই জন দুই দিকে পুত্র মধ্যখানে ।
 পোড়াইল তিন জনে বেষ্টিত আগুনে (৪) ॥
 চিতা প্রক্ষালিয়া সেই সরোবর-তীরে ।
 কান্দিয়া আইল রাজা অযোধ্যানগরে ॥
 মুনি হত্যা করি রাজা অজ্ঞের নন্দন ।
 অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠ-ভবন ॥
 গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে ।
 বামদেব পুত্র তাঁর আছেন আগারে ॥
 সকল বৃন্তাস্ত রাজা কহিলেন তাঁরে ।
 মুনি হত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে ॥
 প্রায়শ্চিত্ত ইহার করাও মহাশয় ।
 কিরূপে হইব মুক্ত, কিসে পাপক্ষয় ॥
 মুনি বলে, অকালেতে নাহি যজ্ঞ-দান ।
 এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ ॥

বিচার করয়ে মুনি আগম (৫) পুরাণ ।
 বাঙ্গীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ ॥
 তিনবার বলাইল সেই রাম-নাম ।
 পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম ॥
 ব্রহ্মহত্যা পাপে রাজা পাইল পরিত্রাণ ।
 তাহা দেখি বামদেব হৈল তৃপ্তপ্রাণ ॥
 রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর ।
 আইলেন সঙ্ক্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর ॥
 ফল মূল ভক্ষণে মুনির স্তম্ভ মন ।
 পিতা-পুত্রে কথাবার্তা কন দুই জন ॥
 পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে ।
 দশরথ আসিয়াছিলেন এ আশ্রমে ॥
 অন্ধক মুনির পুত্র সিদ্ধ বলে যারে ।
 মারিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তাঁরে ॥
 দীনভাবে কহিলেন রাজা এ বচন ।
 মুনি-হত্যাপাপ মোর কর বিমোচন ॥
 অকালে কিছুই নাহি হয় যজ্ঞ দান ।
 এই হেতু রাম-নাম করিষু বিধান ॥
 যোগ যাগ স্নান দান নাহি করিলাম ।
 তিনবার রাজারে বলানু রাম-নাম ॥
 জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে ।
 কুপিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুত্র প্রতি বলে ॥
 এক রাম-নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে ।
 তিন বার রাম-নাম বলালি রাজারে ॥
 মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল ।
 দূর হ রে বামদেব, হও রে চণ্ডাল ॥
 লোটাইয়া ধরিল সে পিতার চরণ ।
 কেমনে হইব মুক্ত কহ বিবরণ ॥

(১) সঙ্ক্যা বাদ—সঙ্ক্যা হীন ; সঙ্ক্যা না করা । (২) বিষটন—অন্ডায় । (৩) স্থাপাধন—গচ্ছিত ধন ; ন্যাস ।
 (৪) বেষ্টিত আগুনে—বেড়া আগুনে । মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি করিবার কেহ না থাকিলে কাহকারিগণ
 সকলে মিলিয়া শবের চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দেয়; তাহাকে বেড়া আগুন বলে । (৫) আগম—শিবকণ্ঠিত
 শাস্ত্রবিশেষ :—“আগতং শিববক্তৃত্তো গুতঞ্চ গিরিজা-শ্রুতৌ । মতঞ্চ বাসুদেবস্ত তস্মাদাগম মুচ্যতে ॥”

না থাকে মূনির মনে কোপ বহুক্ষণ ।
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন ॥
যেই রাম-নাম তুমি বলালে রাজারে ।
তিনি জন্মিবেন দশরথের আগারে ॥
গঙ্গাস্নানে রঘুনাথ যাবেন যখন ।
আগুলিও তুমি পথ রামের তখন ॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিহ স্পর্শন ।
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম ॥
বলিলেন এরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি ।
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি ॥
কুন্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত স্তুগান ।
আদিকাণ্ডে গাহিলেন অন্ধকোপাখ্যান ॥

সম্বরাসুর বধ ।

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর ।
হইল অসুর স্বর্গে নামেতে সম্বর ॥
হইল সম্বর সর্ব দেবতার অরি ।
জ্বিনিল অমরাবতী (১) বৈজয়ন্তীপুরী (২) ॥
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে ।
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, বাঁচি কি প্রকারে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, আন রাজা দশরথে ।
অসুর সম্বর মরিবেক তার হাতে ॥
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর ।
পাণ্ড-অর্ধে দশরথ পূজে পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ, তুমি মোর মিত (৩) ।
ঠেকেছি সঙ্কটে, রক্ষা কর এই হিত ॥
অসুর সম্বর নামে তারে আমি হারি (৪)।
খেদাড়িয়া দেবগণে নিল স্বর্গপুরী ॥

আমার সহায় হৈয়া যদি কর রণ ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে ।
সম্বরে মারিব আমি, তুমি যাহ বাসে ॥
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে ।
সম্বরে মারিতে সাজে রাজা দশরথে ॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া ।
রাহত (৫) মাহত সাজাইল হাতী ঘোড়া ॥
মুদগর মুষল কেহ বাঙ্কিল কামান ।
ধামুকী (৬) সাজিছে রথে লয়ে ধনুর্বাণ ।
সাজিছে কটক সব নাহি দিশপাশ (৭) ॥
কটকের পদধূলি লাগিল আকাশ ।
গায়েতে পরিল সানা (৮) মাথায় টোপার ।
ধনুর্বাণ হাতে রাজা চলিল সত্বর ॥
দিব্য রথ জোগাইল রথের সারথি (৯) ।
রথে চড়ি দশরথ চলে শীঘ্রগতি ॥
সম্বরে জ্বিনিতে রাজা করিল গমন ।
দশরথে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
চতুর্দোলে চড়ি রাজা চলে কুতূহলে ।
রথ রথী পদাতি ত্বরঙ্গ হাতী চলে ॥
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী ।
দেখিয়া রাজার সাজ ক্রোধে দেব-অরি (১০) ॥
রাজার উপরে মারে সে জাঠি ঝকড়া ।
স্বর্গপুরী ছাইল, রথের ভাঙ্গে চূড়া ॥
দশরথে বাণে বিদ্ধি করিল জর্জর ।
ভঙ্গ দিল সেনা, রাজা রহে একেশ্বর (১১) ॥
কোপে কাঁপে দশরথ, পুরিল সন্ধান ।
অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরাণ ॥

(১) অমরাবতী—স্বর্গ । বৈজয়ন্তী—ইন্দ্রের প্রাসাদ । (৩) মিত—মিত্র, বন্ধু । (৪) তারে আমি হারি—তার নিকট আমি পরাজিত হইয়াছি । (৫) রাহত—অস্বারোহী সৈন্য । (৬) ধামুকী—ধনুর্কারী । (৭) নাহি দিশপাশ—অসংখ্য । (৮) সানা—বস্ত্র । (৯) সারথি—রথ-চালক ; যাহারা রথে ঘোড়া জুড়িয়া থাকে । (১০) দেব-অরি—দেবতাদের শত্রু ; সম্বরাসুর । (১১) একেশ্বর—একাকী ।

নানা অস্ত্র বর্ষণ করেন দশরথ ।
 ছাইল অমরাবতী পবনের পথ ॥
 সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রথর ।
 ভূপতির সেনা বিক্রি করিল জর্জর ॥
 লক্ষ লক্ষ বাণ পূরে সম্বরের সেনা ।
 পড়িলেক সর্গপুরী ছাইয়া বধনা ॥
 পড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ভূপতির মনে ।
 এমন অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে ॥
 এক বাণে প্রসবে গন্ধর্ব্ব তিনকোটি ।
 আপনাআপনা রিপু করে কাটাকাটি ॥
 আপনাআপনি করে বাণ বরিষণ ।
 এক বাণে পড়িল যতক সেনাগণ ॥
 সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সঁত্র ।
 তাহি ত্রাহি করি সবে করে হাহাকার ॥
 পড়িল সকল সেনা দৈত্য একেশ্বর ।
 দশরথ-বাণে সেনা পড়িল বিস্তর ॥
 দুই জন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে ।
 উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥
 হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার ।
 দৈত্যের বাণেতে রাজা না দেখে নিস্তার ॥
 দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন্‌খানে ।
 শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে ॥
 কালপ্রাপ্ত দানবের নিকট মরণ ।
 দূরে থাকি দশরথে করিছে তর্জন ॥
 সম্বরের শব্দ রাজা পেয়ে পূরে বাণ ।
 ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান ॥
 এড়িলেক বাণ রাজা শুনে তার কথা ॥
 কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাথা ॥
 নর হৈয়া মারিলেন অশ্রু সম্বর ।
 দেব সহ সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর ॥

ইন্দ্র বলে, দশরথ রক্ষা কৈলে মোরে ।
 বর মাগ দিব, যাহা প্রার্থনা অস্তুরে ॥
 দশরথ বলে, ইন্দ্র, দেহ এই বর ।
 যেন মুনি-হত্যা নাহি থাকে মমোপর ॥
 শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদেব হাসে ।
 সে পাপ তোমাতে নাই, যাও তুমি দেশে ॥
 অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ।
 ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা শূদ্রাণী জননী ॥
 এতক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে ।
 আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥

দশরথের অঙ্গ-ক্ষত আরোগ্য করায় কৈকেয়ীর
 প্রথম বর লাভ ।

পাত্র-মিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি (২) ।
 অস্ত্রপূরে দশরথ চলিল অমনি ॥
 সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে ।
 সেই হেতু আগে গেল কৈকেয়ীর ঘরে ॥
 অস্ত্রসঞ্জীবনী (৩) বিছা জানেন কৈকেয়ী ।
 দেখিল রাজার অঙ্গ অস্ত্রক্ষতময়ী ॥
 মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায় ।
 জ্বালা ব্যথা গেল দূরে, শরীর জুড়ায় ॥
 মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন ।
 সুস্থ হৈয়া দশরথ বলেন তখন ॥
 হে কৈকেয়ি, প্রাণরক্ষা করিলা আমার ।
 তোমার সমান প্রিয়ে কেহ নাহি আর ॥
 বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার ।
 কোন্‌ ধন ভাণ্ডারেতে নাহিক আমার ॥
 এত যদি বলিলেন রাজা দশরথ ।
 কৈকেয়ী কুঁজীকে কহে বাক্য অভিমত ॥

(১) প্রথর—প্রচণ্ড । (২) মেলানি—বিদায় । (৩) অস্ত্র-সঞ্জীবনী—যে বিছায় অস্ত্রের ক্রিয়া প্রথর হয়

মহারাজ, আমারে চাহেন দিতে বর ।
 কি বর মাগিয়া লব তাঁহার গোচর ॥
 পৃষ্ঠে ভার কুঞ্জের নড়িতে নারে চেড়ী ।
 কুঞ্জ নহে তার সে বুদ্ধির চুবড়ি ॥
 কুঞ্জী বলে, এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন ।
 বর ইচ্ছা হবে যবে বলিব তখন ॥
 কৈকেয়ী কুঞ্জীর বাক্য না করিল আন ।
 হাসিয়া কহিল রাণী রাজা বিছমান ॥
 মহারাজ, আজি বরে নাহি প্রয়োজন ।
 যখন ঘটিবে কার্য মাগিব তখন ॥
 আমার সত্যেতে বন্দী রহিলা গোসাঞি ।
 প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই ॥
 নৃপতি বলেন, দিব যাহা চাবে দান ।
 আছুক অগ্নের কাজ দিব নিজ প্রাণ ॥
 কৈকেয়ীর কপটে (১) অমরগণ হাসে ।
 না জানিয়া মৃগ যেন বন্দী হৈল ফাঁসে ॥
 এ সত্য পালিতে রাম যাইবেন বন ।
 বিরিঞ্চি বলেন, তবে মরিল রাবণ ॥
 রাজ্য করে দশরথ হরষিত মন ।
 করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন ॥
 যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে ।
 হইল রাজার ব্রণ নখের ভিতরে ॥
 কৃষ্ণিবাস কহে কথা অমৃতসমান ।
 রাম-নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন ॥

দশবধের ব্রণ আরোগ্য করায় কৈকেয়ীর
 দ্বিতীয় বর লাভ ।
 ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর ।
 পাত্রমিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর ॥
 এ ব্যথায় বুদ্ধি মম নিকট মরণ ।
 সূর্য্যবংশে রাজা হয়, নাহি কোন জন ॥
 ধমন্তুরি (২)-পুত্র এক পদ্মাকর নাম ।
 আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম ॥
 কহিলেন, শুন রাজা পাইবা নিস্তার ।
 দুই মতে আছয়ে ইহার প্রতিকার ॥
 শাম্বকের ঝোল খাও না করিও খুণা ।
 নহে নখদ্বারে চুষ (৩) দেউক একজনা ॥
 রক্ত পুঁজ অবিত্তেছে নখের দুয়ারে ।
 তাহাতে চুষন দিতে কোন জন পারে ॥
 কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে ।
 রাজা যত দুঃখ পান কৈকেয়ী তা দেখে ॥
 রাজার শুশ্রূষা রাণী করে রাত্রি-দিনে ।
 কহিল কৈকেয়ী রাণী রাজা বিছমানে ॥
 সামী বিনা স্ত্রীলোকের অণু নাহি গতি ।
 ব্রণে মুখ দিব, যদি পাও অব্যাহতি ॥
 যার ঘরে থাকে রাজা তারে দায় লাগে ।
 কৈকেয়ী চুম্বিল গিয়া দশরথ আগে ॥
 পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ (৪) ।
 মুখের অমৃত (৫) পেয়ে গলিল তখন ॥
 স্তম্ভ হইলেন রাজা, ব্যথা গেল দূরে ।
 রক্ত পুঁজ ফেলি দেহ, বলে কৈকেয়ীরে ॥
 কর্পূর তাম্বুল প্রিয়ে করহ ভক্ষণ ।
 বর লহ যাহা চাহ দিব এইক্ষণ ॥

(১) কপট—ছলনা । (২) ধমন্তুরি—দেব-চিকিৎসক ; সমুদ্র-মহানের সময় সমুদ্র হইতে ইনি উঠিয়াছিলেন । (৩) চুষ—চোবা । (৪) বরণ—ব্রণ । (৫) মুখের অমৃত—মুখামৃত ; ধুত ।

কৈকেয়া বলেন, শূনি রাজার বচন ।
যখন মাগিব বর দিওহে তখন ॥
দুই বারে দুই বর থাকুক তব ঠাই ।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই ॥
শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্ দেশে বৈসে ।
কার্য্যসিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আসে ॥
কৃষ্ণিবাস কহে কথা অমৃত-সমান ।
রাম-নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন ॥

ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম-বিবরণ ।

পুত্রোষ্টি ষষ্ঠ করিবার জন্ম দশরথের চিন্তা ।
রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর ।
একচ্ছত্র (১) মহারাজ যেন পুরন্দর ॥
পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি ।
বশিষ্ঠাদি আইলেন যত মুনি জ্ঞানি ॥
সভা করি বসে রাজা অমাত্য (২) সহিতে ।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে ॥
ইহকালে না হইল আমার সম্ভূতি ।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি ॥
সম্ভূতি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ।
আমার মরণে বংশে নাহি একজন ॥
নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল ।
এতকালে আমার সম্ভূত না জন্মিল ॥
অপুত্রক আমি পাই মনে বড় দুঃখ ।
প্রভাতে না দেখে লোকে অপুত্রের মুখ ॥
তর্পণের কালে আমি পিতৃলোকে আনি ।
অঞ্জলি করিয়া দিই তর্পণের পানি ॥
শীত জল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে ।
আমা হৈতে গেল বংশ জল দিবে কে সে ॥
বর দিয়াছেন শ্রীঅক্ষয় মহামুনি ।
যজ্ঞ কর তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি ॥

কহিতে লাগিল যে বশিষ্ঠ মহামুনি ।
শুন ঋষ্যশৃঙ্গের যে উৎপত্তি-কাহিনী ॥
বিভাণ্ডক-মুনি-ভয়ে সর্বলোক কাঁপে ।
ত্রিভুবন ভয় হয় যদি মুনি শাপে (৩) ॥
তাঁহার তপস্যা দেখি ইন্দ্র ভাবে মনে ।
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পবনে ॥
মুনির নিকটে বায়ু লুকাইয়া থাকে ।
বৃক্ষফল খায় মুনি পবন তা দেখে ॥
ফলেতে অমৃত মাখি রাখিল পবন ।
ফলযোগে সূধা মুনি করিল ভক্ষণ ॥
ফলের সহিত সূধা খেয়ে মহামুনি ।
বলবান্ অতিশয় হইলা তখনি ॥
শুদ্ধ দেহ পেয়ে সূধা মহা বলবান ।
তপস্যা করেন বনে, চারিপানে চান ॥
তপস্যা করেন মুনি নশ্বদার কূলে ।
উর্বশী চলিয়া যায় গগনমণ্ডলে ॥
অপরূপ রূপ তার হেরিয়া নয়নে ।
বিভোর হইয়া মুনি হারাইল জ্ঞানে ॥
গহাকে দেখিয়া মুনি হল অচেতন ।
মুনির হইল তবে শক্তির ক্ষরণ ॥
তেজোহীন (৪) মহামুনি করি আচমন ।
তপস্যানিরত পুনঃ হৈলা তত্তক্ষণ ॥

(১) একচ্ছত্র—সম্রাট । (২) অমাত্য—মন্ত্রী ; ষাঁহার রাজার সঙ্গে সঙ্গে যান । (৩) শাপে—
অভিশাপ প্রদান করে । (৪) তেজোহীন ; দুর্বল ।

বিধির বিধান কভু খণ্ডন না যায় ।
 তৃষ্ণায় হরিণী জল সেইক্ষণে খায় ॥
 জল খেয়ে হরিণী কূলেতে ঘাস চাটে ।
 ঘাস সহ মুনি-শক্তি সাক্ষাইল পেটে ॥
 কহিতে বিধির লীলা নাহিক শক্তি ।
 মুনির তেজেতে যুগ্মি হৈল গর্ভবতী ॥
 দিনে দিনে গর্ভ তার উদরে বাড়িল ।
 ছয়মাসে পশুবৎ প্রসব হইল ॥
 মনুষ্য আকার হৈল হরিণী-বদন ।
 দেখিয়া হরিণী পুত্র ভাবিল তখন ॥
 মনুষ্যের ডরে আমি ভ্রমি বনে-বন ।
 আমার গর্ভেতে হৈল শত্রুর জনম ॥
 পুত্র ফেলাইয়া সে হরিণী গেল বন ।
 আঙ্গুলি চুষিয়া শিশু জুড়িল ক্রন্দন ॥
 তপস্যা করিয়া বিভাঙ্কের গমন ।
 কাননে পড়িয়া শিশু করিছে রোদন ॥
 বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনে-মনে ।
 মনুষ্য-আকার দেখি হরিণী-বদন ॥
 ধ্যানে জানিলেন বিভাঙ্ক তপোধন ।
 হরিণীর গর্ভে হৈল আমার নন্দন ॥
 পুত্র কোলে করিয়া গেলেন নিজ ঘরে ।
 পুষ্প-মধু দিয়া মুনি পোষেন তাহারে ॥
 নবীন কুশের মূলে করায় শয়ন ।
 দিনে দিনে বাড়ে বিভাঙ্কের নন্দন ॥
 পরম হৃন্দর সে বিভাঙ্কের বেটা ।
 শান্তবেত্তা হয় সে কপালে শৃঙ্গ-ফোঁটা (১) ॥
 কিছুদিন পরে শৃঙ্গ উঠিল কপালে ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ নাম তার থুইল সকলে ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মিলেন হরিণী-উদরে ।
 ব্রহ্মার সমান যবে বেদ পাঠ করে ॥

যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন ।
 তাঁর আশীর্ব্বাদে রাজা হবে পুত্রবান ॥
 কৃত্তিবাস-কৃত কাব্য অমৃত সমান ।
 রামকথা বিনা যার মুখে নাহি আন ॥

অনারুষ্টি নিবারণার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদ-
 রাজ্যে আনয়ন ।

বশিষ্ঠের বচন হইলে অবসান ।
 স্তম্ভ বলেন, রাজা, কর অবধান ॥
 লোমপাদ রাজা অঙ্গদেশের ঐশ্বর ।
 ঋষ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর ॥
 দশরথ বলে, পাত্র, কহ বিবরণ ।
 লোমপাদ আনাইল কিসের কারণ ॥
 স্তম্ভ বলেন, দশরথ নৃপবর ।
 সেই দেশে অনারুষ্টি ছাদশ বৎসর ॥
 লোমপাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল ।
 মম রাজ্যে অনারুষ্টি কি হেতু হইল ॥
 কহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচার ।
 না দেখি তোমার রাজা আর ছুরাচার ॥
 তব রাজ্যে আছে বহু বয়স্ক কুমারী (২) ।
 এই পাপে তব রাজ্যে নাহি বর্ষে বারি ॥
 বিভাঙ্ক-পুত্র যদি ঋষ্যশৃঙ্গ আসে ।
 পাপ দূর হয়, আর দেবতা (৩) বরষে ॥
 নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি দিবে কোন জনা ॥
 সেই মুনি আনি মোরে যেনা দিতে পারে ।
 অর্দ্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে ॥
 তথায় বসিয়া ছিল বৃড়ি একজন ।
 আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন ॥

(১) শৃঙ্গ ফোঁটা—শিং-এর চিহ্ন । (২) কুমারী—অবিবাহিতা কন্যা (৩) দেবতা—মেঘ ।

স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ সেই মুনি নাহি জানে ।
 ভুলাইয়া আনিব সে মুনির নন্দনে ॥
 নৌকা এক সাজাইয়া দেহ ত আমারে ।
 ফলবান্ বৃক্ষ রোপ (১) গ্রাহ্য উপরে ॥
 চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি ।
 কৌতুকেতে ভুলাইবে যতক যুবতী ॥
 বৃন্তাস্ত শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে ।
 ভাল যুক্তি বলিয়া সে বুড়িরে সম্বোধে ॥
 সুবর্ণের নৌকা রাজ্য করিয়া গঠন ।
 বিচিত্র পত্রিকা গ্রহে করিল সাজন ॥
 নৌকার উপরে করে স্নর্গ ছই ঘর ।
 পরম সুন্দর নৌকা অতি মনোহর ॥
 উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের বারা (২) ।
 চারিভিতে শোভে গজ-মুকুতার বারা (৩) ॥
 সন্দেশ দিলেন নানা খাইতে রসাল ।
 নারিকেল গণ্ডবাক (৪) কাঁটাল রসাল ॥
 গঙ্গাজলে শীতল শর্করা মিশ্র করি ।
 কর্পূরবাসিত দিল পাণ্ড পূরি পূরি ॥
 বাছিয়া বাছিয়া দিল পরম সুন্দরী ।
 চিনা অতি ভার সে অমরী কি কিম্বরী ॥
 কান্দিতে লাগিল সবে মুখে নাহি হাসি ।
 মুনি-কোপানলে আজি হব ভস্মরাশি ॥
 বুড়ী বলে, কেন ভয় করিছ যুবতী ।
 তোমরা সকলে চল আমার সংহতি ॥
 যখন আমার ছিল নবীন বয়স ।
 কত মুনিগণে আমি করিয়াছি বশ ॥
 নন্দনা বাহিয়া যায় পরম হরিষে ।
 উপস্থিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গ যেই দেশে ॥

যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি ।
 সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরুণী ॥
 বিভাণ্ডকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাঁপে ।
 ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে ॥
 তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ।
 আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী ॥
 তরী হৈতে উত্তরিল সকল নবীনা ।
 কেহ বংশী পুরয়ে, বাজায় কেহ বীণা ॥
 বুড়ীকে বেড়িয়া গান করে নারীগণ ।
 মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
 কামিনীর মুখে গীত কোকিলের ধ্বনি ।
 শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাড়িল অমনি ॥
 স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ সেই মুনি নাহি জানে ।
 মুনি ভাবে, স্নর্গ হইতে আইল দেবগণে ॥
 ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বার হৈতে উলে (৫) ।
 প্রণিপাত করিল বুড়ির পদতলে ॥
 মুনি-পূব পায়ে পড়ে, ধরি করে কোলে ।
 বার বার চুম্ব দিল বদনকমলে ॥
 এস এস, বলি মুনি তাসবাকে বলে ।
 আনন্দে গদগদ সে আসন দিতে চলে ॥
 একখানি কুশাসন ছিল মাত্র ঘরে ।
 বৈস বলি আনিয়া দিলেন সে বুড়ীরে ॥
 ফল মূল জল ঘরে ছিল যে সম্বল ।
 বুড়ীর ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল ॥
 শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ী ছুইল দুই কাণ ।
 বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জলপান ॥
 ইতর (৬) যেমন করে আমি কি তেমন ।
 বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ ॥

(১) রোপ—রোপণ কর । (২) বারা—টাছোয়া (১) (৩) বারা—ঝালর । (৪) গণ্ডবাক—
 সুপারি । (৫) উলে—নামে । (৬) ইতর—নীচ ।

মুনি বলে, হোক মোর সফল জীবন ।
 এইখানে কর আজি বিষ্ণু-আরাধন ॥
 দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে ।
 পূজা করিবারে বৈসে তাহার উপরে ॥
 চক্ষু উলটিয়া বুড়ি নাকে দিল হাত ।
 মুনি বলে, বিষ্ণু আজি করিল সাক্ষাৎ ॥
 কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল ।
 এ প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ডাকিল ॥
 মুনি বলে, আজি মোর সফল জীবন ।
 বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ, করিব ভক্ষণ ॥
 ফল ব'লে হাতে দিল গঙ্গাজল নাড়ু ।
 জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু ॥
 মুনি বলে, এই ফল কোথা গেলে পাই ।
 সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে তব সঙ্গে যাই ॥
 খাওয়াইল মিষ্ট দ্রব্য খাইতে সুস্বাদ ।
 সে-সব খাইয়া মুনি হইল উন্মাদ (১) ॥
 কন্যাগণ বলয়ে, খাইলে যে সন্দেশ ।
 ইহার অধিক আছে, চল সেই দেশ ॥
 মুনি বলে, ইহার অধিক যদি পাই ।
 গৌমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই ॥
 কুহকে ভুলিল যদি মুনির নন্দন ।
 দেখিয়া প্রফুল্লচিত্ত যত নারীগণ ॥
 আসিয়া মুনির পুত্র কেহ করে কোলে ।
 কেহবা সন্দেশ দেয় বদন-কমলে ॥
 মুনিকে লইয়া তারা আনন্দে মাতিল ।
 দেখিয়া মুনির পুত্র উল্লাস (২) হইল ॥
 কোন নারী ভুলাইল মিষ্ট সন্তাষণে ।
 কেহ বা ভুলায় তাঁরে ভক্ষ্যদ্রব্য দানে ॥
 কেহ বা হরিল মন মধুর বচনে ।
 কেহ বা করিল মত্ত প্রিয় আলাপনে ॥

বুড়ী ভাবে, আজি যদি লয়ে যাই হ'রে ।
 পাছে বিভাণ্ডক মুনি কোপে ভস্ম করে ॥
 আজি পিতা-পুত্রেরে থাকুক একস্থানে ।
 কহিব একথা মুনি পিতা-বিচ্যুতানে ॥
 পুত্র প্রতি যদি স্নেহ করে তপোধন ।
 তবে কালি তপস্শায় না যাবে কখন ॥
 পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্শায় হরে ।
 তবে কালি লৈয়া যাব মুনির কুমারে ॥
 এত যুক্তি সেই বুড়ী ভাবি মনে মনে ।
 কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ॥
 তপোধনে বৈস হে গৌমারে ভালবাসি ।
 অগ্ন এক শিষ্যের আশ্রম দেখে আসি ॥
 বলিতে লাগিল তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি ।
 গৌমার সেনক হ'য়ে তব সঙ্গে আসি ॥
 আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে ।
 ব্রহ্মহত্যা হবে, তবে মরিব ছত্রশে (৩) ॥
 বুড়ী বলে, এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি ।
 সন্ধ্যাকালে গৌমারে লইয়া যাব আমি ॥
 এতক্ষণ বলিয়া তাঁরে থুয়ে নিজ ঘরে ।
 সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে ॥
 দিবাকর অন্তগত হইল যখন ।
 মুনি বলে, না আইল কেন ঋষিগণ ॥
 শিরোমণি হারাইল অক্ষয়ের নিধি ।
 বৃন্দিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি ॥
 কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈসে বৃক্ষশলে ।
 বিভাণ্ডক তপ করি আইল হেনকালে ॥
 পুত্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন ।
 জিজ্ঞাসিল, কেন বাপু, করিছ ক্রন্দন ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, আগে খাও ফল-জল ।
 আজিকার বিবরণ কহিব সকল ॥

(১) উন্মাদ—পাগল । উল্লাস—এখানে আনন্দিত । (৩) ছত্রশে—অগ্নিতে ।

ফল-জল খাইয়া হইল সুস্থমন ।
 পিতা-পুত্র কথাবার্তা কন দুই জন ॥
 তুমি যেই গেলে পিতা তপস্কার তরে ।
 স্বর্গ হৈতে ঋষিগণ আইল মম ঘরে ॥
 সেই মত ফল নাহি খাই এ জীবনে ।
 এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে ॥
 কত বা ছন্দেতে (১) জটা ধরেছে মাথায় ।
 কত কুসুমের মালা দিয়াছে তাহায় ॥
 কিজাতি মৃস্তিকা-কোঁটা কপালে শোভিত ।
 গগনমণ্ডলে যেন ভাস্কর (২) উদ্ভিত ॥
 কিজাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায় ।
 শ্বেত পীত নীল কত শোভিছে তাহায় ॥
 তেমন না দেখি পিতা গাছের বাকল ।
 শ্বেত রক্ত পীত নীল বরণ উজ্জল ॥
 কিজাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে ।
 কতক মাণিক গাঁথা আছে ত তাহাতে ॥
 পরম ব্রাহ্মণ, কারো লোম নাহি মুখে ।
 বিভোর সতত তাঁরা আমোদে কৌতুকে ॥
 তাঁদের মধুর সঙ্গে মধুর বচনে ।
 স্বর্গবাস হাতে পাই হেন লয় মনে ॥
 মনে ভাবে মহামুনি পুত্রের বচনে ।
 স্ত্রী-পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ কভু নাহি জানে ॥
 বিভাণ্ডক বলে, বাপু, তারা নারীগণ ।
 কামচারী (৩) রাক্ষসী বেড়ায় বনে-বন ॥
 মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার ।
 পুনঃ পেলে ধরে থাকে, না পাবে নিস্তার ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, পিতা, না বল এমন ।
 এমন দয়ালু নাই তাহারা যেমন ॥

কালি যদি বিধাতা মিলায় তাসবারে ।
 তখনি বিদায় আমি, কহিনু তোমারে ॥
 সারা রাত্রি ছিল মুনি পুত্র লয়ে ঘরে ।
 বুঝাইতে তথাপি না পারিল পুত্রেরে ॥
 প্রভাত হইল রাত্রি, উদ্ভিত তপন ।
 পুত্রের বিষয় মুনি ভাবে মনে-মন ॥
 যদি আমি ঘরে থাকি পুত্রেরে করি সাধ ।
 ধর্ম্য নষ্ট হবে মম, হবে অপরাধ ॥
 কার পুত্র, কার পত্নী, সব অকারণ ।
 সংসার অসার সব, সত্য নারায়ণ ॥
 পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি ।
 কারো সঙ্গে কথা নাহি কহিও আপনি ॥
 তাম্রঘটা হাতে নিল, তুলিল তুলসী ।
 তপস্কা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি ॥
 অদূরে নৌকার' পরে ছিল নারীগণ ।
 বিভাণ্ডক গেলে বুড়ী কহিল তখন ॥
 চল চল বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর ।
 সবে চল আনি গিয়া মুনির কোণ্ডর ॥
 তাল করতাল বীণা কেহ পূরে বাঁশী ।
 আইল মুনির কাছে সকল রূপসী (৪) ॥
 দরিদ্র পাইল যেন হারান যে ধন ।
 ব্যস্ত মুনি কহে, ধরি বুড়ীর চরণ ॥
 আমারে এড়িয়া কালি গেলা পলাইয়া ।
 সারা রাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া ॥
 সেই জল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ ।
 সঙ্গে করি লৈয়া যাহ, করিব গমন ॥
 কর্ম্ম বুঝ সবে কৃতিবাসের সুবাণী ।
 নারীর ছলনে ভুলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥

(১) ছন্দেতে—ভঙ্গীতে; রচনা-কৌশলে । (২) ভাস্কর—সূর্য্য । (৩) কামচারী—
 স্বেচ্ছাচারিণী । (৪) রূপসী—সুন্দরী ।

ঋগ্বেদশৃঙ্গের লোমপাদ-রাজ্যে গমন ও
 অনাবৃষ্টি নিবারণ ।
 কোলে করি বসাইল নৌকার উপর ।
 বাহ বাহ বলি বুড়ী ডাকিছে সহর ॥
 তরণী বাহিয়া যায়, মুনি নাহি জানে ।
 ঋগ্বেদশৃঙ্গে বলে, বৈস, ব্যাত্র আছে বনে ॥
 লোমপাদ-রাজ্যে মুনি দিল দরশন ।
 অনাবৃষ্টি ছিল, বৃষ্টি হইল তখন ॥
 লোমপাদ জানিল মুনির আগমন ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া পূজে মুনির নন্দন ॥
 মহারাজ লোমপাদ, শাস্ত্রা-অভিধান (১) ।
 দশরথ-কন্যারে মুনিরে দিল দান ॥
 যেই দেশে হয় ঋগ্বেদশৃঙ্গ উপাখ্যান ।
 অনাবৃষ্টি ঘুচে, হয় সে দেশে কল্যাণ ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কাব্য অনুপাম (২) ।
 সানন্দে বসিয়া সবে শুন রাম-নাম ॥

ঋগ্বেদশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাগুক
 মুনির খেদ ।

স্বপ্ন বলেন, শুন রাজা দশরথ ।
 লোমপাদ নিকটে বুড়ীর বাক্য যত ॥
 বুড়ী বলে, লোমপাদ, শুনহ বচন ।
 ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন ॥
 যদি শাপ দেন কোপে বিভাগুক ঋষি ।
 রাজ্য সহ আপনি হইবা ভস্মরাশি ॥
 তাঁর ঠাই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ ।
 পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান ॥
 স্থানে স্থানে মহিষ গো রাখহ সহর ।
 গীত বাছ নৃত্যোৎসব হউক বিস্তর ॥

গীত বাছ শুনিয়া তখনি উপোধন ।
 যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ (৩) ॥
 বুড়ীর বচন রাজা না করিল আন ।
 পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় স্থান ॥
 শ্রীঋগ্বেদশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাম ।
 সর্বশস্যযুতা পুরী দিব্য দিব্য গ্রাম ॥

ঋগ্বেদশৃঙ্গ রহিলেন লোমপাদ-ঘরে ।
 বিভাগুক তপ করি গেলেন কুটীরে ॥
 আর দিন দূর হৈতে শুনে বেদধ্বনি ।
 সেদিন না শুনে শব্দ ব্যস্ত হৈল মুনি ॥
 আকুল হইয়া মুনি দাণ্ডাইল তথা ।
 কান্দিয়া বলেন, বাছা ঋগ্বেদশৃঙ্গ, কোথা ॥
 তপস্যাতে শ্রান্ত হ'য়ে আইলাম ঘরে ।
 হেথা আসি কহ কথা, দুঃখ যাক্ দূরে ॥
 বলিতে বলিতে গেল কুটীরের দ্বারে ।
 পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে ॥
 কমণ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিহলে ।
 অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষমূলে ॥
 ক্রণেক রহিয়া জ্ঞান পাইলেক মুনি ।
 কোথা ঋগ্বেদশৃঙ্গ বলি ডাকয়ে অগনি ॥
 অপত্যের (৪) স্নেহ সম নাহিক সংসারে ।
 যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে ॥
 মুনি বলে, আছ বনে যত তরুলতা ।
 দেখেছ তোমরা মম পুত্র গেল কোথা ॥
 মৃগ-পশু-পক্ষীরে লাগিল শুধাইতে ।
 তোমরা দেখেছ ঋগ্বেদশৃঙ্গেরে যাইতে ॥
 কান্দিয়া কান্দিয়া যান বিভাগুক মুনি ।
 কত দূর গিয়া পান গ্রাম একখানি ॥

(১) শাস্ত্রা-অভিধান - শাস্ত্রা নাম যার । (২) অনুপাম - সুন্দর । (৩) পাসরণ - বিস্তৃত ; ভূমি
 যাওয়া । (৪) অপত্য - যাহা হইতে বংশ পতিত হয় না ।

সকল লোকেরে মুনি শোকেতে শুধান ।
 কাহার এ গ্রামখানি কহ বিছমান ॥
 জোড়হাত ক'রে প্রজাগণ কহে বণী ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর ইথে রাজা তিনি ॥
 লোমপাদ তাঁরে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে ।
 গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে যৌতুকে ॥
 এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ ।
 ক্রোধ দূরে গেল, মুনি অতি সষ্টমন ॥
 সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ ।
 পুত্রের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ ॥
 ভাবে, অপুত্রক রাজা অজের নন্দন ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
 নিমন্ত্রণ হইবেক মম সে যজ্ঞেতে ।
 সেইকালে দেখা হবে পুত্রের সহিতে ॥
 এতক ভাবিয়া মুনি গেল নিজ বাস ।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

দশরথ রাজার পুত্রেষ্ট্রি যজ্ঞ ও ভগবানের
 চারি অংশে জন্মগ্রহণ ।

দশরথ রাজারে হুমন্ত্র ইহা বলে ।
 মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে ॥
 হুমন্ত্র বলেন, মুনি তোমার জামাই ।
 তাঁহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ ঠাই ॥
 দশরথ লোমপাদ নৃপতির ঘরে ।
 চতুরঙ্গ (১) সঙ্গে যান হরিষ অস্তুরে ॥
 রাজার পাইয়া বার্তা লোমপাদ রাজা ।
 রাজ-উপচারে (২) যত্ন করে তাঁর পূজা ॥
 মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া করায় ভোজন ।
 জিজ্ঞাসেন কোন্ কাৰ্য্যে তব আগমন ॥

(১) চতুরঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি ।
 (২) পয়োগ—গমন; (৩) নির্মল্লন—আরতি ।

দশরথ বলিলেন, শুন মোর বণী ।
 অযোধ্যায় লয়ে চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥
 অন্ধক মুনির উক্তি আছে, যথাকালে ।
 পুত্রবান্ হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে ॥
 এমত কহিলে দশরথ নৃপবর ।
 লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর ॥
 প্রণাম করেন দশরথ জোড়হাতে ।
 লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে ॥
 দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান ।
 তুমি রূপা কর যদি হন পুত্রবান্ ॥
 শাস্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে ।
 সেই কন্যা জন্মেছিল ইহার আগারে ॥
 ইহার জামাতা তুমি তোমার শশুর ।
 অপুত্রক তাপিত এ তাপ কর দূর ॥
 ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনেতে প্রশংসে ।
 এই ঘরে বিষ্ণু জন্মিবেন চারি অংশে ।
 অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন ।
 এতক ভাবিয়া মুনি করিল পয়োগ ॥
 তনয়া-জামাতা সঙ্গে চাপি নিজ রথে ।
 অযোধ্যা আইল রাজা লোমপাদ সাথে ॥
 দেখে' মুনি ঋষ্যশৃঙ্গে হৃষ্ট যত প্রজা ।
 নির্মল্লন (৪) করে তাঁর সবে করে পূজা ॥
 বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞে কর বিষ্ণু-আরাধন ।
 যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
 দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে ।
 নিমন্ত্রণ পাইয়া যতক মুনি আইসে ॥

(২) রাজ-উপচারে রাজ-যোগ্য বস্ত্র দ্বারা ।

অগস্ত্য আগস্ত্য আর পুলস্ত্য পুলোম ।
 আইলেন বৈশম্পায়ন দুর্বাসা গোতম ॥
 জৈমিনি গোতম পিপ্ললাদ পরাশর ।
 পুলহ কৌণ্ডিন্য মুনি আইল নিশাকর ॥
 মার্কণ্ডেয় মরীচি ভরত ভরদ্বাজ ।
 অষ্টাবক্র মুনি ভৃগু কুর্শ্ব দক্ষরাজ ॥
 গর্গমুনি দধীচি আইল শরভঙ্গ ।
 পূজে রাজা মুনিগণে, বাড়ে মনে রঙ্গ ॥
 পাণ্ডালেতে আইল কপিল মহাপ্রাণি ।
 সগরসস্তানে যে করিল ভাস্বরশি ॥
 বেদবান্ চক্রবান্ আইল সাবর্ণি ।
 জল-ভিতরের আর মুনি মৎস্যকর্ণী ॥
 সনাতন সনক যে সনন্দকুমার ।
 সৌভরি আইল মুনি বিষ্ণু-অবতার (১) ॥
 আইল বাল্মীকি যমুনার কূলে ধাম ।
 কশ্যপের পুত্র আইল বিভাণ্ডক নাম ॥
 কতক আইল মুনি নাম নাহি জানি ।
 রাজার যজ্ঞেতে আইল তিন কোটি মুনি ॥
 তিন কোটি মুনি করে বেদ উচ্চারণ ।
 সবাকার বদনে নিঃসরে ছত্ৰাশন (২) ॥
 পৃথিবীতে কেহ আছে এক পদে ভর ।
 কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসর ॥
 মাথায় কপিল (৩) জটা বাকল বসন ।
 অণু কথা নাহি মুখে বিনা নারায়ণ ॥
 এমন আইল তথা তিন কোটি মুনি ।
 সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি ॥
 মুনিগণে থাকিতে দিলেন বাসাঘর ।
 পৃথিবীর রাজা আইল অযোধ্যানগর ॥

মিথিলার আইল জনক রাজস্বয়ি ।
 মল্ল মহারাজ আইল রাজ্য যার কাশী ।
 অঙ্গদেশ-অধিপতি লোমপাদ নাম ।
 রাজা বঙ্গদেশের আইল ঘনশ্যাম ॥
 মরীচিপুরের রাজা ভোগ পুরন্দর ।
 চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর ॥
 আইল তৈলঙ্গ রাজা তেজেতে অসীমে ।
 আইল আর্টাসী কোটি যে ছিল পশ্চিমে ॥
 মগধ মাগধ আইল গান্ধার কর্ণাট ।
 লক্ষকোটি রাজা আইল ছাড়ি রাজপাট (৪) ॥
 উদয়াস্ত-গিরিতে যতক রাজা বৈসে ।
 দশরথ-নিমন্ত্রণে সব রাজা আইসে ॥
 মেদিনী ভুবনে বৈসে যত রাজাগণ ।
 নানা রঙ্গে আইলেন সঙ্গী অগণন ॥
 কহিতে প্রত্যেক নাম নিঃশব্দ অশক্য (৫) ।
 রাজা যত আইল আর্টাসী কোটি লক্ষ ॥
 যত রাজা গেল দশরথের গোচরে ।
 রাজচক্রবর্তী দশরথ সর্বেপারে ॥
 আসিয়া করিল দশরথ সহ দেখা ।
 দিলেন বার্ষিক কর সমুচিত লেখা ॥
 যত ধন এনেছিল রাখিল ভাণ্ডারে ।
 পৃথক্ পৃথক্ বাসা দিল সবাকারে ॥
 যজ্ঞ করিছেন রাজা সরস্বতীতীরে ।
 মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞ-ঘরে ॥
 একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর ।
 দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর ॥
 চারিক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ঞের মেখলা (৬) ।
 শতক যোজন উভে (৭) সেই যজ্ঞশালা ॥

(১) বিষ্ণু-অবতার—বিষ্ণুর স্বরূপ । (২) ছত্ৰাশন—অগ্নি ; ছত্র (যজ্ঞীয় হবিঃ) অশন (খাত) বলিয়া অগ্নির নাম ছত্ৰাশন । (৩) কপিল—একটু হৃদয়ে আতা বিশিষ্ট কৃষ্ণ বর্ণ; (৪) রাজপাট—সিংহাসন । (৫) অশক্য—অসমর্থ । (৬) মেখলা—হোমকুণ্ডের উপস্থিত সূক্ষ্ম বেটনী । (৭) উভে—উচ্চতায় ।

মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে ।
 শুভফলে শুভলগ্নে যজ্ঞারম্ভ করে ॥
 স্তম্ভিকাদি (১) আগ্রহেত করয়ে মুনিগণ ।
 সঙ্কল্প করিল তবে অজের নন্দন ॥
 দাণ্ডাইল দশরথ জোড় করি হাত ।
 কহিতে লাগিল সব মুনি সাক্ষাৎ ॥
 ছোট বড় নাহি জানি তুল্য সর্বজন ।
 আঙ্গা কর কারে আগে করিব বরণ ॥
 পায়শূঙ্গ বলিলেন, শুনহ রাজন ।
 আগ্রহেত করহ গুরু বশিষ্ঠ বরণ ॥
 ব্রহ্মার তনয় আর কুল পুরোহিত ।
 উহার পরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত ॥
 বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘূচাও অভিমান ।
 বড় ছোট কেহ নহে, সকলি সমান ॥
 ভাল ভাল বলিয়া সকল মুনি বলে ।
 বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে ॥
 সকলে করিল এককালে বেদধ্বনি ।
 মুনি-মুখে নিঃসরিল পাবক (২) তখনি ॥
 সেই অগ্নি পবিত্র করিয়া মুনিগণ ।
 অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন ॥
 আতপ তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি ।
 একে একে দিল দ্রুত সহস্র কলসী ॥
 একবম যজ্ঞ করে রাজা দশরথে ।
 দেবতার ভয় হেথা হইল স্বর্গেতে ॥
 বিশ্বনার পুত্র হয় রাজা দশানন ।
 হীন জ্ঞানে লঙ্কাত্তে খাটায় দেবগণ ॥
 মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি ।
 এই কালে জন্ম কি হে লবেন শ্রীহরি ॥

পুত্রের লাগিয়া দশরথ যজ্ঞ করে ।
 তাঁর পুত্র হৈলে তবে দশানন মরে ॥
 এই যুক্তি করিয়া যতক দেবগণ ।
 ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেলা যথা নারায়ণ ॥
 চারি মুখে ব্রহ্মা গিয়া করেন স্তবন ।
 কত নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ ॥
 পদতলে লক্ষ্মীদেবী করিছেন স্তুতি ।
 অনন্ত-শয্যায় (৩) শুয়ে আছেন শ্রীপতি (৪) ॥
 সকল দেবতা গিয়া দাণ্ডাইল কূলে ।
 দেখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে ॥
 শুইয়া আছেন হরি অনন্ত-উপরে ।
 বাসুকি সহস্র ফণা তরুপরে ধরে ॥
 সেবকগণের প্রতি প্রভু দেহ মন ।
 তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন ॥
 বিপত্তি করহ দূর শ্রীমধুসূদন ।
 চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন ॥
 ক্ষীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ ।
 চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ ॥
 বসিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ ।
 সে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ বন্ধ (৫) ॥
 হরি করিলেন চারিদিকে নিরীক্ষণ ।
 গান দেখিলেন সব দেবের বদন ॥
 মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ ।
 তোমা সবার শত্রু হৈল কোন্ জন ॥
 বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর ।
 তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর ॥
 আমি বর দিয়াছি দুর্দাস্ত রাবণেরে ।
 তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে ॥

(১) স্তম্ভিকাদি - মাদুলিক দ্রব্যাদি ; সঙ্কল্পিত কার্যের সুসমাপ্তি জ্ঞায় যে মন্ত্র-পাঠ করা হয় ।
 (২) পাবক - অগ্নি ; সমস্ত পবিত্র করে বলিয়া অগ্নির নাম পাবক । (৩) অনন্ত-শয্যা - অনন্তনাগের উপরি বাঁচত শয্যা । (৪) শ্রীপতি - শ্রী (লক্ষ্মী) পতি (স্বামী) - নারায়ণ । (৫) চারিপদ বন্ধ - চারিপদ যুক্ত । পাঠান্তরে 'চারিপদামুক্ত' ; কিন্তু ইহার অর্থগ্রহণ করা কঠিন ।

দেবগুরু বৃহস্পতি জোড় করি হাত ।
 প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত ॥
 অবধান করহ ঠাকুর ভগবান্ ।
 আপনি জানহ যত দেবতার মান ॥
 আগম নিগম তুমি ভারত পুরাণ ।
 অনাথের নাথ তুমি কর পরিত্রাণ ॥
 বিশ্ববা মূনির পুত্র রাজা দশানন ।
 পাইল ত্রক্ষার বর করি আরাধন ॥
 তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে ।
 দেবের দেবত্ব হরে ছুঁষ্ট দুরাচারে ॥
 যুচাইল যমের যতেক অধিকার ।
 সূর্যের উদয় নাই, সব অন্ধকার ॥
 চন্দ্রের কতেক কব, নাহি তার জ্যোতি ।
 বহুকাল প্রভু স্বর্গে অন্ধকার রাত্তি ॥
 বরুণের যুচিল অগাধ যত জল ।
 নির্বাপন হইল অগ্নি, এবে হীনবল ॥
 কুবেরের হরে ধন, পাইল তরাস ।
 গ্রহগণ-অধিকার হইল বিনাশ ॥
 সম্বরিল পবন পাইয়া মহাভয় ।
 সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয় ॥
 ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত ।
 স্বর্গে যত অমঙ্গল হৈল বিপরীত ॥
 বসন্তাদি অধিকার ছাড়ে ছয় ঋতু ।
 নিত্য ভয় পাই সবে রাবণের হেতু ॥
 ত্রক্ষার বরেতে সেই হইল দুর্জয় ।
 তারে বর দিয়া ত্রক্ষা নিজে পান ভয় ॥
 তাঁর বর পেয়ে লজ্জা তাঁহারি বচন ।
 স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল দেবগণ ॥

কাড়িয়া লইল সে দেবের কণ্ঠা যত ।
 দেবের শরীরে অপমান সহে কত ॥
 ত্রিভুবনে রহিতে কোথাও নাহি স্থান ।
 যথা যাই, তথা সেই করে অপমান ॥
 নিবেদন মহাশয় তোমার চরণে ।
 রাবণে বধিয়া, রাখ দেব-দেবীগণে ॥
 শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল ।
 যুত পেয়ে অগ্নি যেন প্রজ্জলিত হৈল ।
 বিনতানন্দনে (১) হরি করেন স্মরণ ॥
 চক্র হাতে করি পক্ষে (২) করি আরোহণ ॥
 কহিলেন দেবগণে ভয় নাহি আর ।
 রাবণে সহরে আমি করিব সংহার ॥
 গরুড়ে চড়িয়া চলিলেন জগন্নাথ ।
 তখন কহেন ত্রক্ষা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥
 আমি বর দিয়াছি যে পূর্বে রাবণেরে ।
 এখন করিলে রণ রাবণ না মরে ॥
 নারীর উদরে যদি লও হে জনম ।
 নর-বানরের হাতে তাহার মরণ ॥
 প্রভুর সাক্ষাতে ত্রক্ষা কহেন এ কথা ।
 জন্মের নামেতে প্রভু হেঁট করে মাথা ॥
 বরের সময় ত্রক্ষা হন আশুয়ান ।
 বিপদে পড়িলে বলে রক্ষ ভগবান ॥
 কতবার দুঃখ পাব লগাটে লিখন ।
 পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়া ত্যজন (৩) ॥
 পুনশ্চ হরিরে ত্রক্ষা কহেন বচন ।
 ছুঁষ্ট রাবণের ক্রিয়া (৪) করহ শ্রবণ ॥
 হাতে অস্ত্র সূর্য্যদেব লঙ্কার দুয়ারী (৫) ।
 ইন্দ্র মালা গাঁথি দেন, চন্দ্র ছত্রধারী ॥

(১) বিনতানন্দন—গরুড় । (২) পক্ষে—পাখার ; অথবা পাখার উপরে । (৩) ত্যজন—ত্যাগ ।
 (৪) ক্রিয়া—কার্য । (৫) দুয়ারী—দ্বারী ; দ্বাররক্ষক ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



পদতলে মাল্যদেবী করিছেন দৃতি

THE LIBRARY SOCIETY
1900 010

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



কৃত্তিবাসী জনক বড় হরিষ অহরিষ ।
কৃত্তিবাসী (কৃত্তিবাসী) রাম অইল পথে ।—১৭৭

তাহাকে দেখিয়া রাজা জনক মোহিত ।
 সহসা রাজার তেজ ধরায় পতিত ॥
 দৈবযোগে পৃথিবীতে জন্মে ডিম্ব এক ।
 যাহাতে সাত্ৰাৎ লক্ষ্মী হৈল পরতেক (১) ॥
 ডিম্বরূপে ভূমিমধ্যে বহুকাল ছিল ।
 লাক্ষ্ম-সীরালে (২) ডিম্ব আজি যে উঠিল ॥
 ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান ।
 কন্যারত্ন দেখি তাহে লক্ষ্মীর সমান ॥
 উণ্ডা উণ্ডা করি কান্দে যেন সৌদামিনী (৩) ।
 আচম্বিতে (৪) আকাশে হইল দৈববাণী ॥
 যজ্ঞভূমি হৈতে এই কন্যার জনম ।
 রাজা এরে কন্যারূপে, করহ পালন ॥
 শুনিয়া জনক বড় হরিষ অস্তরে ।
 কন্যা কোলে করিয়া তখন আইল ঘরে ॥
 দেখি কন্যা রাজরাণী জিজ্ঞাসে তখন ।
 দুঃখ দিয়া কাহারে আনিলা কন্যা-ধন ॥
 জনক বলেন, ক্ষেত্রে কন্যার জনম ।
 কন্যারূপে একে, তুমি করহ পালন ॥
 অপত্য নাহিক, স্নেহ বাড়িল অস্তরে ।
 দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে ॥
 ঘন কেশপাশ (৫) তাঁর যেমন চামর ।
 পাকা বিশ্বফল তুল্য তাঁর গুণধর ॥
 মূষ্টিতে ধরিতে পারি তাঁহার কাঁকালি ।
 হিন্দুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলি ॥
 পরমা সূন্দরী কন্যা যেন হেমলতা ।
 সীরালে হইল জন্ম নাম ধুইল সীতা ॥

লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন ।
 যাঁর রূপে ভুলিলেন নিজের নারায়ণ ॥
 যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম ।
 ধনে পুত্রে লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ ॥
 কৃষ্ণবাস পণ্ডিত কবিছ বিচক্ষণ ।
 গাইল এ আদিকাণ্ডে লক্ষ্মীর জনম ॥

দশরথের যজ্ঞ-সমাপ্তি এবং নারায়ণের
 চারি অংশে জন্ম-বিবরণ ।

মিথিলায় হৈল যদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি ।
 অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষ্মীপতি ॥
 দশরথ যজ্ঞ করে একই বৎসর ।
 যজ্ঞস্থলে আসি দেখা দিলেন শ্রীধর ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভূজ কলা (৬) ।
 কিরীট কুণ্ডল কর্ণে হৃদে বনমালা ॥
 এইরূপে আসি দেখা দিলা নারায়ণ ।
 কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন ॥
 মুনি বলে, দশরথ, তুমি পুণ্যবান্ ।
 তব ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান্ ॥
 হেনকালে দৈববাণী হৈল চমৎকার ।
 বিষ্ণু-জন্ম রাবণেরে করিতে সংহার ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আছতি ।
 যজ্ঞ হৈতে উঠে চক্ৰ (৭) বিষ্ণুর আকৃতি ॥
 বিষ্ণুমন্ত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ তাতে দিল কাটি ।
 তাতে ফেলে দিল অন্ধকের ফল-গুটি (৮) ॥
 সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ ।
 চক্ৰেতে মিশ্রিত হন প্রভু কমলেশ (৯) ॥

(১) পরতেক—প্রত্যেক । (২) লাক্ষ্ম-সীরালে—লাক্ষ্মের দ্বাপে; লাক্ষ্ম-পদ্ধতিতে ।
 (৩) সৌদামিনী—বিহ্ব্যৎ । (৪) আচম্বিতে—সহসা । (৫) কেশপাশ—কেশগুচ্ছ । (৬) কলা—
 অশিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব—এই অষ্ট বিভূতির নাম ।
 (৭) চক্ৰ—যজ্ঞীয় পায়স । (৮) ফল-গুটি—ফলটি; প্রাচীন বাঙ্গলায় এইরূপ পদের ব্যবহার ।
 (৯) কমলেশ—কমলা (লক্ষ্মী) দেশ (প্রভু) নারায়ণ ।

তুলিলেক চরু মুনি স্বর্ণের খালে ।
 দশরথ-হাতে দিয়া কহে শুভকালে ॥
 মুখ্যরাণী দ্বয়ে লয়ে করাহ ভক্ষণ ।
 এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন ॥
 মুনি চরু হাতে দিল, রাজা বন্দে মাথে ।
 অস্ত্রপু্রে গেল রাজা সুপবিত্র পথে (১) ॥
 কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁরা মুখ্যা দুই রাণী ।
 এক ভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি ॥
 অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে ।
 শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥
 চরু দিয়া দশরথ গেল যজ্ঞশালে ।
 কান্দিয়া সুমিত্রা রাণী কহে হেন কালে ॥
 উর্দ্ধ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস ।
 চরু দিয়া রাজা মোরে না কৈল আশ্বাস ॥
 আমি ত দুর্ভগা নারী বিফল জীবন ।
 রমণী বঞ্চিত হয় বিনা পুত্র ধন ॥
 শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হ'য়ে দয়াবতী ।
 বলিতে লাগিল রাণী সুমিত্রার প্রতি ॥
 মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী ।
 আপন ভাগের তোমা দিব অর্ধখানি ॥
 ইহাতে তোমার যদি জন্ময়ে নন্দন ।
 আমার পুত্রের সঙ্গে রহিবে সে জন ॥
 সুমিত্রা বলেন, দিদি, এই দেহ বর ।
 মম পুত্র হয় তব পুত্রের নফর (২) ॥
 অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজ ঘরে ।
 শেষে শেষ ভাগ দিল সুমিত্রা দেবীরে ॥
 তাহা দেখে বসিয়া কৈকেয়ী ফুলমতি ।
 আদরে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি ॥
 তোমারে চরুর অর্ধ অংশ দিব আমি ।
 সুমিত্রা ভগিনী এই সত্য কর তুমি ॥

আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন ।
 আমার পুত্রের সঙ্গী ক'রো সেই জন ॥
 সুমিত্রা বলেন, দিদি, করিলাম পণ ।
 তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন ॥
 এত বলি শেষ ভাগ দিলেন তাহারে ।
 তিন জন খাইলেন চরু একেবারে ॥
 এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া ।
 তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥
 হেথা যজ্ঞ সাক্ষ করি রাজা দশরথ ।
 ব্রাহ্মণেরে ধন দান করে বিধিমত ॥
 ব্রাহ্মণে তুষিল করি নানা ধন দান ।
 সবে আশীর্ব্বাদ করে হও পুত্রবান ॥
 বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায় ।
 আদিকাণ্ডে গাইল পুত্রেষ্ট্রিযজ্ঞ সায ॥

শ্রীবামের জন্ম-বিবরণ ।

হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষণ ।
 কোটি সূর্য্য জিনি সেই তিনের বরণ ॥
 হইয়াছিলেন বৃদ্ধা শিরে পাকা কেশ ।
 চরুর ভক্ষণে যেন প্রথম বয়েস ॥
 বিধাতা সকল মায়া করেন ঘটন ।
 এককালে গর্ভবতী হৈল তিন জন ॥
 দশরথ জানিলেন এ সব সন্দর্ভ (৩) ।
 লক্ষণে বিদিত হল সকলের গর্ভ ॥
 এই মত তিন গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে ।
 দুই মাস গর্ভ জানা গেল সুলক্ষণে ॥
 চারি মাস গর্ভেতে প্রতীত (৪) হৈল মন ।
 পঞ্চমাস গর্ভেতে শুনিল ত্রিভুবন ॥
 প্রথম গর্ভেতে লজ্জায়ুক্ত অহর্নিশি ।
 বদন হইল যেন প্রভাতের শশী ॥

(১) সুপবিত্র পথে— ভাল রাস্তায় । (২) নফর—চাকর । (৩) সন্দর্ভ—গুঢ় সংবাদ । (৪) প্রতীত—কৃতবিশ্বাস ।

অবসাদ (১) সর্বদেহে উদর ডাগর ।
 মৃত্তিকার ভঙ্গগেতে সদা সমাদর ॥
 ঘন ঘন হাই উঠে অলস নয়ন ।
 পাণ্ডুবর্ণ (২) হৈল অঙ্গ খসে আভরণ ॥
 অলস শিথিলগতি, (৩) সতত বিকল (৪) ।
 শরীরে না রহে বস্ত্র নিত্য টুটে বল ॥
 এই মত হইল সে গর্ভের বর্জন ।
 নয়মাস গর্ভবতী হৈল তিন জন ॥
 দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন ।
 পঞ্চামৃত (৫) দিয়া কৈল গর্ভের শোধন ॥

যে ছিল প্রাক্তন পুণ্য (৬) তাহারি কারণ ।
 কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ ॥
 স্বপ্নে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শাঙ্গধারী (৭) ।
 চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি ॥
 পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে ।
 কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা ব'লে ॥
 পূর্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে ।
 সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে ॥
 আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনম ।
 পুত্র বলি স্তম্ভ দিয়া করহ পালন ॥
 এত বলি অদর্শন হৈল নারায়ণ ।
 কৌশল্যা বলেন, কিবা দেখিছু স্বপন
 কহিল সকল কথা দশরথ-প্রতি ।
 মা বলিয়া আমাকে যে ডাকেন শ্রীপতি ॥
 শুনি দশরথ রাজা হরষিত মন ।
 ভাবে, বুঝি সত্য হবে অঙ্কক-বচন ।
 দীন-দ্বিজগণেরে দিলেন কত স্বর্ণ ।
 এইরূপে দশ মাস হইল সম্পূর্ণ ॥

প্রসব সময় যত নিকট হইল ।
 দশরথ ভূপতির আনন্দ বাড়িল ॥
 এখন-তখন রাণী হইবে প্রসব ।
 হৃষ্ট মনে গান করে, নরনারী সব ॥
 যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ ।
 আকাশ জুড়িয়া বসিলেন দেবগণ ॥
 শুভগ্রহ সকল উদিত স্থানে স্থানে ।
 দশদিক মঙ্গল করিল তারাগণে ॥
 প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের বেদন ।
 অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ ॥
 মধুচৈত্র মাস শুক্লা শ্রীরামনবমী ।
 শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হ'লেন জগৎস্বামী ॥
 গর্ভব্যথা নাহি তায়, নাহিক শোণিত (৮) ।
 শুভক্ষণে শ্রীহরি হইল উপনীত ॥
 অন্ধকারে ঘুচে যেন জ্বালিলেক বাতি ।
 কোটি সূর্য্য জিনিয়া তাঁহার দেহ-ভাতি ॥
 শ্যামল শরীর প্রভু চাঁচর কুস্তল ।
 সুধাংশু (৯) জিনিয়া মুখ করে বলমল ॥
 আজামুলস্থিত দীর্ঘ ভুজ সুললিত ।
 নীলোৎপল যিনি চক্ষু আকর্ষণপূর্ণিত ॥
 কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর ।
 নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর ॥
 সিন্দূরে মণ্ডিত রাঙা কুণ্ডল সুন্দর ।
 কমল জিনিয়া প্রভুর নাভি মনোহর ॥
 সংসারের রূপ যত একত্র মিলন ।
 কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন ॥
 জয়জয় হলাহলি দিল নারীগণ ।
 সাবধানে করিলেক নাড়িকা ছেদন ॥

(১) অবসাদ—আলস্য । (২) পাণ্ডুবর্ণ—ফ্যাকাশে । (৩) শিথিলগতি—ক্রান্তভাবে চলন । (৪) বিকল—
 অবসন্ন । (৫) পঞ্চামৃত—মধু, ঘৃত, মধু, চিনি । (৬) প্রাক্তন পুণ্য—পূর্বেকালের পুণ্য ।
 (৭) শাঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের ধনুকের নাম । (৮) শোণিত—রক্ত । (৯) সুধাংশু—চন্দ্র ।

কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্তা নামে ।
 শুভ সমাচার দিল গিয়া রাজধামে ॥
 শুনি দশরথ পূর্ণ-পুলক-শরীরে ।
 অষ্ট আভরণ (১) আরো দিলেন দাসীরে ॥
 পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা ।
 কত ধন দিল দ্বিজ্ঞে কে করে গণনা ॥
 আনন্দ-সাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাই ।
 পুনরপি দিল দান কত শত গাই ॥
 গণক আনিয়া স্থির করি শুভকাল ।
 পুত্রমুখ দেখিবারে যান মহীপাল ॥
 ইস্ত্র যেন চলিলেন শচীর মন্দিরে ।
 চন্দ্র যেন আসিয়াছে রোহিণীর ঘরে ॥
 কৌশল্যা বসিয়া আছে নারায়ণ-কোলে ।
 পুত্র দেখিবারে রাজা গেল হেন কালে ॥
 ধীরে ধীরে দশরথ পুত্র নিল বৃকে ।
 এক লক্ষ চূষ তাঁর দিল চাঁদমুখে ॥
 দরিদ্র পাইল যেন নিধির (২) কলস ।
 ততোধিক আনন্দিত রাজার মানস ॥
 অক্ষ জন যেমন নয়ন লাভে হয় ।
 ততোধিক দশরথ পাইয়া তনয় ॥
 ভাবিতে লাগিল রাজা পুত্রে কোলে করি ।
 আজি সে সার্থক আমি চাঁদ-মুখ হেরি ॥
 শুভদিন হৈল আজি, পোহাল রজনী ।
 পুত্র-মুখ দেখি আমি আজি ধন্য মানি ॥
 এতদিনে দশরথ-মনেতে উল্লাস ।
 রাম-জন্ম রচিল পণ্ডিত কৃষ্টিবাস ॥

ভরত লক্ষণ ও শক্রবের জন্ম-বিবরণ
 এক অংশে জন্ম লইলেন নারায়ণ ।
 শুনিয়া দুঃখিত বড় কৈকয়ীর মন ॥
 আজি হৈতে কৌশল্যার বাড়িল সোহাগে ।
 মোরে পুত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হয় সর্বশাস্ত্রে বলে ।
 মম পুত্র বিধি, আগে কেন নাহি দিলে ॥
 বলিতে বলিতে হৈল গর্ভের বেদন ।
 কৈকয়ী বলেন, কুঞ্জি, গা করে কেমন ॥
 ছিলেন মায়ের গর্ভে করি পদ্মাসন (৩) ।
 শুভক্ষণে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ ॥
 কৌশল্যা রাণীর পুত্র যে রূপ-লাবণ্য ।
 সেই নাক সেই মুখ কিছু নহে ভিন্ন ॥
 কুঞ্জী গিয়া জানাইল ভূপতির ঘরে ।
 হইল তোমার পুত্র কৈকয়ী উদরে ॥
 শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে ।
 পুত্রমুখ দেখে গিয়া কৈকয়ীর ঘরে ॥
 পুত্রমুখ দেখি রাজা অতি হৃষ্টমতি ।
 ধন বিতরণে তবে দিল অনুমতি ॥
 স্মিত্রার হইলোক গর্ভের বেদন ।
 যমজ উভয় পুত্র প্রসবে তখন ॥
 গৌরবর্ণ হৈল দৌহে বিষ্ণু-অবতার ।
 স্মিত্রা প্রসব করে যমজ কুমার ॥
 যখন যমজ পুত্র প্রসবে সুন্দরী ।
 জয়-জয় হুলাহুলি দিল সব নারী ॥
 দাসী গিয়া দশরথে কহিল গৌরবে ।
 আর দুই পুত্র রাজা স্মিত্রা প্রসবে ॥

(১) অষ্ট আভরণ -- পদ্মাস্ত্র ২ বাহু ২ মনিবন্ধ ১ গ্রীবা ও ১ কটি এই অষ্টাঙ্গের অষ্ট অলঙ্কার, যথা ২ পাণ্ডুলি ২ কেয়ুর ২ কঙ্কণ, ১ হার ও ১ সারসন (গোট বা চন্দ্রহার) । (২) নিধি—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর কঙ্কণ, যুক্ত, সুনীল ও ধর্ম; এখানে ধন । (৩) পদ্মাসন—বাম উরুমূলে দক্ষিণপদ এবং দক্ষিণ উরুমূলে বামপদ রাখিয়া উপবেশনের নাম ।

শুনিয়া আনন্দ তাঁর হইল অপার ।
 ব্রাহ্মণে লুটাইল সকল ভাণ্ডার ॥
 চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক ।
 তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্র-মুখ ॥
 তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা (১) ।
 খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ বেলা ॥
 সূর্য্যবংশে আছে বহু রাজার সুকীৰ্ত্তি ।
 সবা হৈতে এই পুত্র রাজচক্রবর্তী ॥
 ইহার কোষ্ঠির কিবা করিব গণন ।
 এমন লক্ষণে বুঝি প্রভু নারায়ণ ॥
 যেই জন শুনে প্রভু রামের জনম ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ, ভয় পায় যম ॥
 অযোধ্যায় হইল আনন্দ-কোলাহল ।
 ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সবে করিল মঙ্গল ॥
 গণকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন ।
 আদিকাণ্ড গান কৃষ্টিবাস বিচক্ষণ ॥

শ্রীরামের জন্মে চরাচরের আনন্দ ।

রামের জনম শুনি, নাচেন সকল মুনি,
 দণ্ড-কমণ্ডলু করি হাতে ।
 স্বর্গে নাচে দেবগণ, মর্ত্যে নাচে মর্ত্যজন (২)
 হরিষে নাচিছে দশরথে ॥
 শ্রীদেবযানীর সঙ্গে, নাচিছেন ব্রহ্মা রঙ্গে,
 শচি সঙ্গে নাচে শচীপতি ।
 স্বাবর (৩) জঙ্গম (৪) আর, সবে নাচে চমৎকার,
 উল্লাসেতে নাচে বসুমতী ॥
 দিব্য বস্ত্র আভরণ, পরি যত নারীগণ,
 চলি যায় অনেক সুন্দরী ।

চলি যায় রাজপথে, শ্রীরামেরে নিরখিতে,
 সম্মুখেতে নাচে বিছাধরী ॥
 রত্নের প্রদীপ জ্বলে, পুরী পূর্ণ কোলাহলে,
 কৌশল্যা হইল পুত্রবতী ।
 গগনমণ্ডলে থাকি, দেবগণ বলে ডাকি,
 জয় জয় জয় রঘুপতি ॥
 জন্মিলেন নারায়ণ, বধিবারে দশানন,
 দেবেরে করিতে অব্যাহতি ।
 ইহা শুনে যেই জন, কিম্বা করে পারায়ণ, (৫)
 ভবমুক্ত হয় সেই কৃতী (৬) ॥
 বৈকুণ্ঠ করিয়া শূণ্য, প্রকাশিত নর-পুণ্য,
 অবতীর্ণ পূর্ণ ভগবান ।
 রচিল যে কৃষ্টিবাস, পূর্ণ করি অভিলাষ,
 বন্দিয়া সে বাঙ্গীকি পুরাণ ॥

শ্রীরামের জন্মে রাবণের ভয় ও তন্ত্রিবারণের
 উপায় চিন্তা ।

অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিলেন শ্রীপতি ।
 লঙ্কায় আতঙ্ক দেখে সদা লঙ্কাপতি ॥
 আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে ।
 মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে ॥
 দশমুখে হায় হায় করে দশানন ।
 আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারণ ॥
 কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ আন ধনুর্বিগণ ।
 পৃথিবী বাসুকি (৭) কাটি করি খান খান ॥
 হেন কালে কহেন ধার্মিক বিভীষণ ।
 জন্মিয়াছে যে তোমার বধিবে জীবন ॥
 পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ ।
 তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ॥

(১) মেলা - জনতা । (২) মর্ত্যজন—পৃথিবীবাসী ; (৩) স্বাবর—স্থিতিশীল ; বাহা নড়ে না । (৪) জঙ্গম—গতিশীল ; বাহা মড়িয়া বেড়ায় । (৫) পারায়ণ—ইষ্টকামনায় সংকল্প পূর্ব্বক প্রহুপাঠ সমাপ্তি । (৬) কৃতী—উপযুক্ত । (৭) বাসুকি—সর্পরাজ ; যিনি কণা বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে ধরিয়া আছেন ।

আর কারো অপরাধ নাহি দশানন ।
 বাসুকি কাটিতে এবে কহ কি কারণ ॥
 এইকালে আকাশে হইল দৈববাণী ।
 দশরথ-ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি ॥
 শুনিয়া চিস্তিত বড় রাজা দশানন ।
 ডাক দিয়া বলে, শুন শুক ও সারণ (১) ॥
 একে একে দেখে এস পৃথিবী-ভুবনে ।
 আমার শত্রুর জন্ম হইল কোন্ খানে ॥
 এখনি মারিব তারে অতি শিশু-কালে ।
 প্রবল হইলে সেই বাড়িবে জঞ্জালে ॥

রাবণের আজ্ঞা চর (২) বন্দিলেক মাথে ।
 সমুদ্রের পার হ'য়ে লাগিল ভাবিতে ।
 পরম বৈষ্ণব দূত শুক ও সারণ ।
 বাসবের দ্বারী তারা জানে ত্রিভুবন ॥
 শুক বলে, শুন মোর ভাই রে সারণ ।
 অযোধ্যায় বৃষ্ণি জন্মিলেন নারায়ণ ॥
 আজি শুভ দিন হৈল আমা দৌহাকার ।
 ভাগ্যফল দেখি গিয়া চরণ তাঁহার ॥
 এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন ।
 দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
 রত্নের প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে ।
 তৈল-হরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে ॥
 অলঙ্কিতে প্রবেশিল কৌশল্যার ঘরে ।
 নসেছেন কৌশল্যা শ্রীরামে কোলে ক'রে ॥
 যাহার মানসে থাকে যেরূপ বাসনা ।
 সেইরূপে প্রভুরে দেখয়ে সেই জনা ॥
 পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুইজন ।
 চতুর্ভূজ-রূপে দেখিলেন নারায়ণ ॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চতুর্ভূজ কলা ।
 কিরীট কুণ্ডল কানে, হৃদি (৩) বনমালা ॥
 কত কোটি ব্রহ্মা তাঁরে করিছে স্তবন ।
 প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন ॥
 প্রসঙ্গেতে (৪) দেখিল যে সর্ব পারিষদ (৫) ।
 সনক-শৌনক-আদি প্রহ্লাদ নারদ ॥
 এইরূপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া ।
 সহস্র প্রণাম করে ধূলি লোটাঁইয়া ॥
 ভক্তিভাবে করয়ে অনেক প্রণিপাত ।
 স্তবন করিছে তারা করি জোড় হাত ॥
 রাক্ষসের জাতি মোরা বড়ই অধম ।
 বৃষ্ণিতে মহিমা তব আমরা অক্ষম ॥
 যে পদ ব্রহ্মাদি দেব নাহি পায় ধ্যানে ।
 হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ প্রমাণে ॥
 এই নিবেদন করি শুন মহাশয় ।
 তব পাদপদ্মে যেন সদা মন রয় ॥
 কৃপার সাগর প্রভু তুমি গুণধাম ।
 এত বলি গেল তারা করিয়া প্রণাম ॥
 পথে যেতে দুই ভাই ভাবিলেক মনে ।
 এই কথা না কহিব পাপী দশাননে ॥
 চক্ষুর নিমেষে তারা লঙ্কাপুরে গিয়া ।
 রাবণেরে কহে কথা আগে দাঁড়াইয়া ॥
 একে একে দেখিলাম এ তিন ভুবনে ।
 তোমার যে শত্রু আছে, নাহি লয় মনে ॥
 মুকুট খসিল রাজা, হবে অপমান ।
 সকল তীর্থের জলে কর তুমি স্নান ॥
 স্তব্ধ করহ দান দীন-দ্বিজ-নরে ।
 অমঙ্গল ঘুচিবে, আপদ যাবে দূরে ॥

(১) শুক ও সারণ—রাবণের মন্ত্রিঘরের নাম । (২) চর—গুপ্তভাবে লোকমত জানিয়া যে রাজাকে জানায় । (৩) হৃদি—হৃদয়ে । (৪) প্রসঙ্গেতে—সম্পর্কে । (৫) পারিষদ—সভাসদ ।

দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাঙ্গে ।
কেতকী-কুসুম (১) যেন ফুটে ভাদ্র মাসে ॥
না বুঝিয়া কথা কহ ভাই বিভীষণ ।
আমার নাহিক শত্রু, হেন লয় মন ॥
রাবণের কথা শুনি বলে বিভীষণ ।
পরিণামে এই কথা করিবে স্মরণ ॥

রাবণ সমুদ্রে বলি লাগিল ডাকিতে ।
আসিয়া সমুদ্রে দাঁড়াইল জোড়-হাতে ॥
রাজা বলে, পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে ।
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে ॥
বাক্য-মাত্র বলিতে বিলম্ব না হইল ।
সকল তীর্থের জল সম্মুখে আইল ॥
তীর্থ-জলে দশানন করিলেক স্নান ।
দরিদ্রে চুঃখীরে রাজা করে স্বর্গদান ॥
যতক কাঞ্চন দিল নাম লব কত ।
ধেনু-দান, শিলা-দান (২) করে শত শত ॥
দান পুণ্য করিয়া বসিল দশানন ।
ভাবিল অমর আমি, নাহিক মরণ ॥
কুন্তিবাস পণ্ডিতের শ্লোক বিচক্ষণ ।
রামের প্রীতিতে হরি বল সর্ব জন ॥

বানরগণের জন্ম-বিবরণ ।

নররূপে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ ।
বানররূপেতে জন্ম নিল দেবগণ ॥
বিধাতা বলেন, শুন যত দেবগণ ।
বানরীর গর্ভে কর জনম গ্রহণ ॥
এক বানরীর গর্ভে ইস্র-সূর্য্য-বরে ।
প্রচণ্ড বানর দুই জন্ম লাভ করে ॥

হইল ইস্রের তেজে বাণী কপিবর ।
সুগ্রীব বীরের জন্ম হইতে ভাস্কর ॥
কিকিঙ্ক্যার ফল-মূল খাইতে রসাল (৩)
ফল-মূল খায় দৌহে বিক্রমে বিশাল ॥
তেজ হৈতে তেজ বাড়ে সম্পদে সম্পদ ।
হইল বাণীর পুত্র কুমার অঙ্গদ ॥
হইল ব্রহ্মার তেজে মন্ত্রী জাম্বুবান ।
হইলেন পবনের তেজে হনুমান ॥
হেমকূট নামে কপি বরুণনন্দন ।
পঞ্চপুত্র যমের যে যম দরশন ॥
জন্মিল শিবের তেজে কেশরী বানর ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল তরুণর ॥
অগ্নি-তেজে জন্মিলেন নীল সেনাপতি ।
কুবেরের তেজে জন্মে বানর প্রমথী ॥
সুষেণের জন্ম হয় ধনুস্তরি-তেজে ।
অহিবিদ্ধা (৪) বিশ্বশাস্ত্র (৫) দিল তার মাঝে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হৈল সুষেণ-নন্দন ।
চন্দ্র-তেজে দধিমুখ হইল তখন ॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর ।
একেক দেবের তেজে একেক বানর ॥
কুন্তিবাস পণ্ডিত যে স্ত্রী সর্বদগে ।
বানরের জন্ম এবে গায় আশ্চর্য্যগে ॥

দশরথের চারিপুত্রের অন্নপ্রাশন
ও নামকরণ ।

একেক গণনে যে হইল চারিদিন ।
পাঁচ দিনে পাঁচটি (৬) করিল সুপ্রবীণ (৭) ॥
ছয় দিনে ষষ্টিপূজা নিশি জাগরণে ।
দিল অষ্টকলাই অষ্টাহে শিশুগণে ॥

১) কেতকী-কুসুম—কেয়াফুল । (২) শিলা-দান—প্রস্তর দান ; এখানে বস্ত্রদান । (৩) রসাল—সুমিষ্ট ।
(৪) অহিবিদ্ধা—সর্প-বিষ-চিকিৎসা । (৫) বিশ্বশাস্ত্র—জগতের সকল প্রকার শাস্ত্র । (৬) পাঁচটি—শিশুর
জন্মের পঞ্চমদিনে কৃত জাতকর্ষবিষেষ্ণ । (৭) সুপ্রবীণ—সুদক্ষ ।

ডাক দিয়া আনে রাজা বালকগণে ।
 কাপড় পুরিয়া সোনা দিল সবাকারে ॥
 ত্রয়োদশে রাজার হইল অশৌচাস্ত ।
 কতক করিল দান তার নাহি অস্ত ॥
 ছয় মাস বয়স্ক হইলে চারিজন ।
 করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন (১) ॥
 আমন্ত্রণ (২) করিয়া ষতক ক্ষত্রগণে ।
 আনাইল দশরথ আপন ভবনে ॥
 আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দ-মনে ।
 চারিপুত্র-মুখে অন্ন দিল শুভক্ষণে ॥
 দশরথ চারিপুত্র লয়ে নিজ কোলে ।
 মিষ্ট অন্ন জল দিল বদন-কমলে ॥
 বসিলেন চারি ভাই সূচারুবদন ।
 কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন ॥
 মন-স্থখে আসি যত নর-নারীগণ ।
 কৌতুকে যৌতুক দিল সবে রত্ন-ধন ॥
 সকলে যৌতুক দিল আসি রাজধাম (৩) ।
 বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম ॥
 বিচারিল চারি বেদ আগম পুরাণ ।
 যে মন্ত্র হইতে লোকে পাবে পরিত্রাণ ॥
 সেই মন্ত্র বাসুকী জপেন অবিশ্রাম ।
 কৌশল্যা-পুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম ॥
 পৃথিবীর ভার সহিবেন অবিরত ।
 সেই হেতু তাঁর নাম হইল ভারত ॥
 সূমিত্রার হইয়াছে যমজ নন্দন ।
 শক্রয় কনিষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ ॥
 রাজা চারি নন্দনের শুনিলেন নাম ।
 ত্র্যাম্বকে দিল দান কত শত গ্রাম ॥

রজত কাঞ্চন দিল নাম লব কত ।
 ধেনু-দান শিলা-দান করে শত শত ॥
 নানা দান দিয়া করে বশিষ্ঠের মান ।
 দুগ্ধবতী গাভী দিল সহস্রপ্রমাণ ॥
 আশীর্ব্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ ।
 আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাম সঙ্কলন (৪) ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণদ্বির বাপ্যক্রীড়া ।
 ছয় মাসের হৈল রাম দেন হামাগুড়ি ।
 হাসিয়া মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি ॥
 ক্ষণেক মায়ের কোলে, ক্ষণে পিতৃকোলে ।
 বদনে না আসে কথা আধ আধ বোলে ॥
 শ্রীরামের চন্দ্রাননে অমৃত বচন ।
 প্রকাশিছে মন্দ মন্দ হাসিতে দশন ॥
 একবর্ষ বয়স্ক হইলে ভাইক'টি ।
 পীতধড়া (৫) পরিধান গলে স্নর্গকাঁঠি ॥
 কাঁঠির মধ্যেতে দিল সোনার কিঙ্কিণী ।
 রত্নের নূপুর পায় রুণু রুণু ধ্বনি ॥
 করেন শ্রীরাম খেলা বাজকের সনে ।
 পরস্পর সম্প্রীতি (৬) হইল চারিজনে ॥
 শ্রীরাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মণ ।
 ভারতের চলনে চলেন শক্রয়ন ॥
 যার যে চরুর অংশ জানিল তাহাতে ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণে মিলে শক্রয় ভারতে ॥
 যথা তথা যান রাজা রাম যান সাথে ।
 এক তিল অদর্শনে প্রমাদ (৭) তাহাতে ॥
 ত্র্যম্বা আদি বীর পদ না পায় মননে ।
 পুনঃপুনঃ চুষ্ম দেন তাঁহার বদনে ॥

(১) ওদনপ্রাশন—অন্নপ্রাশন । (২) আমন্ত্রণ—সমাহব করিয়া আহ্বান । (৩) রাজধাম—
 রাজার বাড়ী । (৪) সঙ্কলন—সংগ্রহ । (৫) পীতধড়া—পীতবর্ণ বস্ত্র । (৬) সম্প্রীতি—প্রণয় ।
 (৭) প্রমাদ—চিন্তের অস্থিরতার জন্য যে ভুল ; মহা বিপদ ।

চন্দ্রকলা যেমন বর্জিত দিনে দিনে ।
সেইরূপ শাবণ্য বাড়িল চারি জনে ॥
এক বিষ্ণু চারি ভাই মায়ার কারণ ।
রামে দেখি দশরথ ভাবে মনে-মনে ॥
সর্বক্ষণ দশরথ রামেরে নেহালে ।
অক্ষয় মুনির শাপ মনে মনে বলে ॥
শাপ দিলা মুনি মোরে গৌরব কারণ ।
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ ॥
নয় হাজার বর্ষ রাজ্য করি কুতূহলে ।
রাম হেন পুত্র পাইলাম পুণ্যফলে ॥
পুত্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল ।
দশরথ-গৃহে রাম প্রথম প্রবল (১) ॥
এই সব দশরথ করে অভিলাষ ।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা
এবং অরণ্য-বিহার ।

পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ী ।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী ॥
ক-খ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি ।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥
ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি ।
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি (২) ॥
কোন শাস্ত্র নাহি হয় তাঁর অগোচর ।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্ঠী বিদ্যাতে তৎপর ॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম ।
অস্ত্রবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম ॥

প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মালঘরে (৩) ।
মল্লবিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে ॥
গুলি-দাঁড়া নিয়া রাম লাঠরি (৪) খেলান ।
রামের বিক্রমে সব মালের পয়াণ ॥
রাম সঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে ভাল ।
স্বমেরু পর্বতে যান করিতে সাতাল (৫) ॥
সূর্য্যবংশী বালক ধনুক ভাল জানে ।
ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে ॥
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ ॥
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল ।
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল ॥

যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে ।
এক দিন বনে গেল লক্ষ্মণ সহিতে ॥
মৃগ চাহি দুই জন বেড়ান কানন ।
তখন মারীচ সঙ্গে হইল মিলন ॥
কোনখানে ছিল সে মারীচ নিশাচর ।
মৃগরূপ হৈয়া গেল রামের গোচর ॥
মৃগ দেখি রামের কৌতুক হৈল মনে ।
ধনুকে অব্যর্থ বাণ জুড়িলা তখনে ॥
ছুটিল রামের বাণ তারা যেন খসে ।
মহাভীত মারীচ পলায় মহাত্রাসে ॥
শ্রীরামের বাণশব্দে ছাড়িল সে বন ।
জনকের দেশে গেল মিথিলা ভুবন ॥
রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাষে (৬) ।
এত দিনে রাবণ মরিবে অন্যায়সে ॥
সূর্য্য অস্ত গেল, তথা বেলায় বিরাম ।
রণশাস্ত্র লক্ষ্মণেরে দেখিলেন রাম ॥

(১) প্রথম প্রবল—প্রথমে বলবান । (২) চতুঃশ্রুতি—চতুঃ (চারি) শ্রুতি (বেদ) চারি বেদ; ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ । (৩) মালঘর—ব্যায়াম-শালা; কৃষ্ণি করিবার ঘর । (৪) লাঠরি—গুলি দাঁড়া খেলা । (৫) সাতাল—বাছ ঠুকিয়া আঘাত; এক প্রকার ব্যায়াম । (৬) ভাষে - বলেন ।

মলিন হইয়া গেল লক্ষ্মণের মুখ ।
 দেখিয়া শ্রীরাম পান অস্তরেতে দুখ ॥
 একদিন দুঃখে ভাই হইলা এমন ।
 কেমনে মারিয়া বৈরী (১) রাখিবে ব্রাহ্মণ ॥
 আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মুখে ।
 ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে গেল খান মন-সুখে ॥
 হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর ।
 নানা পক্ষী জলে আছে, করে কলস্বর (২) ॥
 এমন সময়ে ব্রহ্মা কন পুরন্দরে ।
 জন্মেন আপনি হরি দশরথ-ঘরে ॥
 নররূপী আপনাকে বিস্মৃত আপনি ।
 রাবণে মারিতে মাত্র অবতীর্ণ তিনি ॥
 চতুর্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বনে ।
 ফল-মূলাহারে যুদ্ধ করিবে কেমনে ॥
 মৃগাল-ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুখা ।
 খাইয়া অমৃত রাম পাসরয়ে ক্ষুধা ॥
 এই আশ্রয় পাইলেন দেব পুরন্দরে ।
 রাখিয়া গেলেন সুখা মৃগাল-ভিতরে ॥
 হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম ।
 মৃগাল (৩) তুলিয়া আন করি জলপান ॥
 লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে ।
 দুই ভাই সুখা খান মৃগাল সহিতে ॥
 ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে গেল সুস্থ হইল মন ।
 বৃক্ষপত্র পাতিয়া যে করিলা শয়ন ॥
 পরিশ্রমে সুনিদ্রা হইল বৃক্ষতলে ।
 আছেন শ্রীরাম যেন শুয়ে পিতৃকোলে ॥
 না দেখিয়া শ্রীরামেরে হইয়া কাতর ।
 আস্তে আস্তে গেল রাণী রাজার গোচর ॥

হেথা রাজা বহুক্ষণ রামে না দেখিয়া ।
 মনে সুখ নাহি যেন অজ্ঞান হইয়া ॥
 সবারে বিদায় দিয়া গেলেন আবাসে ।
 রামেরে দেখিব বলি কৌশল্যার পাশে ॥
 দুইজনে পথেতে হইল দরশন ।
 চিন্তিতা হইয়া রাণী জিজ্ঞাসে তখন ॥
 প্রস্তুত আছে ঘরে খাণ্ড নানাবিধি (৪) ।
 বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সন্নিধি (৫) ॥
 দশরথ কহে, রাণী, কি কহিলা কথা ।
 দেখিতে না পাই রাম তারা গেল কোথা ॥
 বুঝি রাম আছেন কৈকেয়ীর আবাসে ।
 ধেয়ে গিয়ে উভয়ে কৈকেয়ীরে জিজ্ঞাসে ॥
 আজি আমি দেখি নাই শ্রীরামের মুখ ।
 প্রাণ নাহি রহে মোর বিদরয়ে বুক ॥
 কৈকেয়ী বলিল, আমি কিছু নাহি জানি ।
 আজ হেথা নাহি দেখি রাম গুণমণি ॥
 আজি বুঝি ভুলিয়া রহিল কোনখানে ॥
 লক্ষ্মণ যে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে ॥
 ভরত সহিত হেথা মিলি শক্রঘন ।
 অযোধ্যানগরে ভ্রমে ভাই দুইজন ॥
 যেই যেই বালক খেলায় তাঁর সনে ।
 তাহারে জিজ্ঞাসে রাম আছে কোনখানে ॥
 শুনিয়া সকলে কহে, শুন রাজা রাণী ।
 কোথা রাম কোথায় লক্ষ্মণ নাহি জানি ॥
 কৌশল্যা স্মিত্রা আর কৈকেয়ী কামিনী ।
 ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ॥
 হৃদে হানে দশরথ ভালে মারে ঘাত ।
 কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ ॥

(১) বৈরী—শত্রু। (২) কলস্বর—অক্ষুট মধুর ধ্বনি। (৩) মৃগাল—পদ্মের কন্দ (মূল) হইতে পুষ্প শিকড় বাহির হইয়া বাহ্য পক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণতঃ পদ্মের ডাঁটা অর্ধে ইহার ব্যবহার হয়। (৪) নানাবিধি—নানা রকম। (৫) সন্নিধি—নিকটে।

অন্ধক মুনির শাপ ঘটিল এখন ।
 রামে না দেখিয়া মম না রহে জীবন ॥
 পুত্রশোকে মৃত্যু আজি সজ্জিল বিধাতা ।
 রামে নাহি দেখি যদি মরন সর্বথা ॥
 দিবসে সকল দেখি ঘোর অন্ধকার ।
 শ্রীরাম-লক্ষণে বুঝি না দেখিব আর ॥
 এইমত কান্দে রাণী বেলা অবশেষে ।
 হেনকালে দুই ভাই অযোধ্যা প্রবেশে ॥
 বনপুষ্পে ভূষিত ধনুক বাম হাতে ।
 নাচিতে নাচিতে যান লক্ষ্মণের সাথে ॥
 ভরত শক্রয় গিয়া কহে কৌশল্যারে ।
 হের মাতা, আইলেন রাম পুরদ্বারে ॥
 তাঁর মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে ।
 বাহির হইলা রাণী শ্রীরামে দেখিতে ॥
 ধেয়ে দশরথ রাজা রামে করি বৃকে ।
 এক লক্ষ চুম্ব দিল তাঁর চাঁদ মুখে ॥
 অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক ধুক ।
 কি জানি বা হ'ন কবে বিধাতা বিমুখ ॥
 কৌশল্যা ধাইয়া গিয়া রামে কৈল কোলে ।
 এক লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
 দরিত্রের নিধি তুমি নয়নের তারা ।
 পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হারা ॥
 ভরত শক্রয় তবে দেখেন শ্রীরাম ।
 দুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম ॥
 বায়ের আশ্রয়ে রাম করিল ভোজন ।
 রাজরাণী হইলেন সুস্থির তখন ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত (১) ।
 শ্রীরামের অরণ্যবিহার সুললিত (২) ॥

সীতাদেবীর বিবাহপণ জঘ্ন হরের ধনুঃ-প্রদান ।
 সাত বৎসরের রাম অযোধ্যানগরে ।
 লক্ষ্মী হোথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥
 চাষের ভূমিতে কণ্ঠা পায় রাজ-ঋষি ।
 মিথিলা হইল আলো পরম রূপসী ॥
 অদ্ভুত সীতার রূপ-গুণ মনে মানি ।
 এ সামান্য নহে কণ্ঠা কমলা আপনি ॥
 কণ্ঠা-রূপ জনক দেখেন দিনে দিনে ।
 উমা কি কমলা বাণী (৩) ভ্রম হয় তিনে ॥
 হরিণী নয়নে কিবা শোভিত কজ্জল ।
 তিলফুল যিনি তাঁর নাসিকা উজ্জল ॥
 সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর ।
 সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥
 মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি ।
 হিঙ্গুলে মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি ॥
 অরুণ-বরণ (৪) তাঁর চরণ-কমল ।
 তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥
 রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন ।
 অমৃত জিনিয়া তাঁর মধুর বচন (৫) ॥
 দশদিক্ আলো করে জানকীর রূপে ।
 লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে ॥
 সংসারের লোক এল সীতা দেখিবারে ।
 দেখিয়া সীতার রূপ আপনা পাসরে ॥
 জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে ।
 সীতায়োগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে ॥
 পুরোহিত আনি রাজা কহেন বিশেষে ।
 জানকীর যোগ্য বর পাব কোন্ দেশে ॥
 জানকীরে বিবাহ করিবে কোন্ জন ।
 স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ ॥

(১) ভণিত-ভণিতা; কথা । (২) সুললিত-সুন্দর; মনোহর । (৩) বাণী-সংস্রতা । (৪) অরুণ-বরণ-প্রভাত সূর্য্যের মত লালবর্ণ । (৫) অমৃত-মধুর বচন-সীতার কথাগুলি অতিশয় শ্রুতিসুখকর ।

বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর ।
 রামের বয়স মাত্র সপ্তম বৎসর ॥
 দিনে দিনে জ্ঞানকীর রূপ বৃদ্ধিমান্ (১) ।
 পাছে অশ্ব বরে রাজা সীতা করে দান ॥
 এই যুক্তি দেবগণ করিয়া মনন ।
 কৈলাস পর্বতে গেল যথা ত্রিলোচন ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, শুন শিব অস্তুর্যামী ।
 জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর তুমি ॥
 সে তব সেবক, আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে ।
 যেন রাম বিনা অশ্বে না দেয় সীতারে ॥
 এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিলা গমন ।
 ভৃগুরামে ডাকিয়া কহেন ত্রিলোচন ॥
 আমার ধনুক নিয়া করহ পয়াণ ।
 জনকের ঘরে রাখ করি সাবধান ॥
 আমার এ ধনুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে ।
 কহ জনকেরে যেন সীতা দেন তারে ॥
 এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন্ জন ।
 সবে মাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ ॥
 পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি ।
 ধনুক করিয়া হাতে করিলেন গতি ॥
 মাথায় জটার ভার পৃষ্ঠে ছুই তুণ ।
 এক হাতে কুঠার অশ্বেতে ধনু গুণ ॥
 ব্রহ্মারে যেমন দেবে করেন সম্ভ্রম ।
 জনক পরশুরামে করেন সে ক্রম (২) ॥
 প্রণাম করিয়া তাঁরে দিলেন আসন ।
 পাদ-অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করেন পূজন ॥
 ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস ।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ পণ ।
 জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক রাজন ।
 কোন্ কার্যে মহাশয় হেথা আগমন ॥
 বলেন পরশুরাম, তোমার দুহিতা (৩) ।
 সীতা দেহ যদি রাজা করি বিবাহিতা ॥
 জনক বলেন, একি শুনি চমৎকার ।
 এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার ॥
 সীতার বিবাহকাল হইবে যখন ।
 করা যাবে যুক্তিমত কহিবা যেমন ॥
 ভৃগু বলে, তপস্শায় করিব গমন ।
 দেখো যেন অশ্ব মত না হয় রাজন্ ॥
 এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান ।
 ভৃগুর চরণ ধরি জনক সুধান ॥
 তোমার সাক্ষাৎ আর পাব কত কালে ।
 কারে দিব কণ্ঠা আমি, তুমি না আইলে ॥
 বলেন পরশুরাম, আমার ধনুক ।
 রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক ॥
 ধনুক তুলিয়া যেবা গুণ দিতে পারে ।
 রহিল আমার আজ্ঞা কণ্ঠা দিও তারে ॥
 এত বলি ভার্গব (৪) গেলেন স্থানান্তরে ।
 পড়িয়া রহিল ধনু জনকের ঘরে ॥
 হরের ধনুক সেই অপূর্ব নিৰ্ম্মাণ ।
 সস্তর যোজন উভে ধনুক প্রমাণ ॥
 যোজন দশেক ধনু আড়ে পরিসর ।
 করিলেন প্রতিজ্ঞা জনক ঋষিবর ॥
 এ ধনুকে গুণ দিতে যে জন পারিবে ।
 সেই জন জ্ঞানকীরে বিবাহ করিবে ॥
 যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর ।
 একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর ॥

(১) বৃদ্ধিমান্ যাহা দিন দিন বাড়িতেছে । (২) ক্রম-অনুসার । (৩) দুহিতা—কণ্ঠা ; পিতৃ-
 গৃহে গাভী দোহন করা ইহাদের কাজ ছিল বলিয়া কণ্ঠার নাম দুহিতা । ভার্গব—পরশুরাম ।

এগার যোজন দ্বার আড়ে পরিসর ।
ধনুক পড়িয়া রহে তাহার ভিতর ॥
সেই ধনুকের কথা গেল দেশে দেশে ।
আদিকাণ্ড রচিত পণ্ডিত কৃষ্টিবাসে ॥

ধনুক তুলিতে অসমর্থ হইয়া রাবণাদি
রাজগণের পলায়ন ।

ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে ।
জানকী-বিবাহ হেতু তাহারা আইসে ॥
পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহন্তর (১)
একে একে আসে সবে জনকের ঘর ॥
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে ।
সবারে পাঠায়ে দেন ধনুকের ঘরে ॥
জনক বলে, যেন তুলিবে ধনুক ।
তঁারে সীতা কন্যা দিব পরম কৌতুক ॥
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায় ।
দেখিতে সকল লোক পশ্চাৎ গোড়ায় (২) ॥
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উকি দিয়া চায় ।
তুলিবার শক্তি কোথা, দেখিয়া পলায় ॥
কত রাজা রাজপুত্র উত্তত হইয়া ।
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছটিয়া (৩) ॥
প্রাণপণে তারা গিয়া টানাটানি করে ।
তুলিবার সাধ্য কিবা, নাড়িতে না পারে ॥
স্বমেরু (৪) পর্বত যেন ধনুখান ভারি ।
দিবে কি তাহাতে গুণ, নাড়িতে না পারি ॥
লজ্জা পেয়ে রাজা সব পলাইয়া যায় ।
হাততালি দিয়া সব বালক গোড়ায় ॥
পলাইয়া যায় সবে আপনার দেশে ।
বিবাহ করিতে অশ্রু রাজগণ আসে ॥

পথ মধ্যে দেখা হয় যে সবার সনে ।
ধনুকের পরাক্রম তারা সব শুনে ॥
দেখিবার কাজ নাই শুনিয়া ডরায় ।
শুনিয়া শুনিয়া পথে অমনি পলায় ॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর ।
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলা নগর ॥
ধনুক তুলিতে না পারিল কোন জন ।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ ॥
অকম্পন প্রহস্ত মারীচ মহোদর ।
চারি পাত্র ল'য়ে রথে চড়ে লঙ্কেশ্বর ॥
আইল সকলে তারা মিথিলা ভুবন ।
জনক শুনিল রাবণের আগমন ॥
জনক বলেন, শুন পাত্র মিত্রগণ ।
রাবণ আইল আজি হইবে কেমন ॥
স্নেহান্তে বিবাহ যদি না দিব রাবণে ।
কাড়িয়া লইবে সীতা রাখে কোন জনে ॥
চলিল জনক রাজা রাবণে আনিতে ।
দেখিয়া রাবণ রাজা লাগিল হাসিতে ॥
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে, রাবণ রাজারে ।
জনক আইল দেখ লইতে তোমারে ॥
দেখিয়া রাবণ তারে ভূমিতলে উলি ।
দুই বাহু পসারিয়া করে কোলাকুলি ॥
বসাইল রাবণেরে দিব্য সিংহাসনে ।
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া দু'জনে ॥
জনক বলেন, আজি সফল জীবন ।
কোন কার্যে মহাশয় তব আগমন ॥
দশানন বলে, রাজা, তব কন্যা সীতা ।
আমারে করহ দান আমি সে গ্রহীতা (৫) ॥
জনক বলেন, ইহা সৌভাগ্য-লক্ষণ ।
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন জন ॥

(১) মহন্তর—শ্রেষ্ঠ । (২) গোড়ায়—পেছনে পেছনে যায় । (৩) কাছটিয়া—মালকোঁচা মাঝিরা
কাপড় পরা । (৪) স্বমেরু—পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রস্থ পর্বত বিশেষ । (৫) গ্রহীতা—গ্রহণকারী ।

আনিলেন ভৃগুরাম ধনু একখান ।
 হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান ॥
 তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি ।
 ধনুকের ঘরে সীতা সমর্পিব আমি ॥
 শুনিয়া সে দশমুখে হাসিল রাবণ ।
 আমার সাক্ষাতে বল ধনুক বিক্রম ॥
 কৈলাস তুলেছি আমি পর্বত মন্দর ।
 তাহাকে জিনিয়া কি হে ধনুকেতে ডর ॥
 আগে সীতা আনিয়া আমারে কর দান ।
 যাত্রাকালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুখান ॥
 জনক বলেন, কর প্রতিজ্ঞা পূরণ ।
 দেখুক সকল লোক ধনুক-ভঞ্জন ॥
 প্রহস্ত বলেন, শুন রাজা দশানন ।
 যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে কখন ॥
 ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীরে দিবে ।
 ইচ্ছাধীনে (১) নাহি দেয়, বলে কাড়ি লবে ॥
 দশমুখ বলে, মামা, রাখি তব কথা ।
 ধনুক ভাঙ্গিলে যেন না হয় অণুথা ॥
 অহঙ্কার করিয়া চলিল লক্ষ্মেশ্বর ।
 দেখাতে জনক চলে ধনুকের ঘর ॥
 শুনিয়া ধাইল সবে মিথিলানগর ।
 সবে বলে জানকীর আজ্ঞা আইল বর ॥
 যুবা বৃদ্ধ শিশু এক নাহি রহে ঘরে ।
 কৌতুক দেখিতে গেল রাজার মন্দিরে ॥
 একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর ।
 একাদশ যোজন তাহার পরিসর (২) ॥
 ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে ।
 আসিয়া রাবণ রাজা দাণ্ডাইল দ্বারে ॥

দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উকি দিয়া চায় ।
 দেখিয়া দুর্জয় ধনু অস্তুরে ডরায় ॥
 মনে ভাবে আমার ঘুচিল ভারিভুরি (৩) ।
 যে দেখি ধনুকখান পারি কি না পারি ॥
 অস্তুরে আতঙ্ক অতি, মুখে আফালন ।
 ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন ॥
 আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে ।
 কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে ॥
 আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখান টানে ।
 তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে ॥
 নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায় ।
 কি হইবে মামা, ধনু তুলা নাহি যায় ॥
 প্রহস্ত বলিল, শুন রাজা লক্ষ্মেশ্বর ।
 লোক হাসাইলা আসি মিথিলানগর ॥
 চিন্তা না করহ তুমি না করিহ ডর ।
 গাত্রে বল করি আর একবার ধর ॥
 পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে ।
 তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে ॥
 দশগ্রীব (৪) বলে আর নাড়িতে না পারি ।
 প্রাণ যায় মামা, তবু তুলিতে না পারি ॥
 কৈলাস তুলিলু মামা, পর্বত মন্দর ।
 তাহারে জিনিয়া মামা, ধনুকের ভর (৫) ॥
 এই যুক্তি মামা গো তোমার ঠাই মাগি ।
 সবাই মেলিয়া তুলি ধনুখান ভাঙ্গি ॥
 প্রহস্ত বলিল, শুন বীর দশানন ।
 তবে ত সীতার বর হবে কোন্ জন ॥
 পার বা না পার আর একবার টান ।
 যায় প্রাণ রাখ মান এই বাক্য মান ॥

(১) ইচ্ছাধীনে—স্বৈচ্ছায়; নিজের ইচ্ছায় । (২) পরিসর—বিস্তৃতি । (৩) ভারিভুরি—ধর্প ।
 (৪) দশগ্রীব—রাবণ । (৫) ভর—চাপ ।

রাবণ বলিল, মামা, শুন মোর বাণী ।
 তুলিতে না পারি, শীঘ্র আন রথখানি ॥
 ঈষৎ হাসিয়া বলে, প্রহস্ত তাহারে ।
 রথ লয়ে এই আমি রহিলাম দ্বারে ॥
 আরবার রাবণ ধনুকখান টানে ।
 তুলিতে না পারে, চায় প্রহস্তের পানে ॥
 কাকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে ।
 মনে ভাবে, পাছে আসি ইস্ত্র বেটা দেখে ॥
 বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল জোগাইয়া ।
 লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া (১) ॥
 পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী ।
 সকল বালক দেয় তারে টিটকারী ॥
 লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ ।
 আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ ॥
 শ্রীলক্ষ্মীপতির লক্ষ্মী লবে কোন জন ।
 তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা ।
 আত্মকাণ্ড গাইল, সীতার হইল রক্ষা ॥

শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও গুহক-সম্মিলন ।
 এক দিন দশরথ পুণ্য তিথি পাইয়া ।
 গঙ্গাস্নানে যান রাজা চারি পুত্র লইয়া ॥
 হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ ।
 রামের কল্যাণে রাজা দিবেন কাঞ্চন ॥
 তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে ।
 চারি পুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথে ॥
 চলিল কটক সব নাহি দিশপাশ (২) ।
 কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ ॥
 চলেছেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে ।
 নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হৈল পথে ॥

মুনি বলে, কোথা রাজা, করিছ পয়াণ ।
 ভূপতি কহেন, গিয়া করি গঙ্গাস্নান ॥
 মুনি কহে, দশরথ, তুমি ত অজ্ঞান ।
 রাম-মুখ দেখিলে কে করে গঙ্গাস্নান ॥
 পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে ।
 সেই গঙ্গা জন্মিলেন যাঁর পদতলে ॥
 সেই দান সেই পুণ্য সেই গঙ্গাস্নান ।
 পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান্ ॥
 এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি ।
 রাজা বলে, চল ঘরে রাম রঘুমণি ॥
 বাপের বচন শুনি বলেন শ্রীরাম ।
 অনেক পাষণ্ড (৩) আছে ধর্মপথে বাম ॥
 গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি ।
 না শুনিও মহারাজ, নারদের বাণী ॥
 এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার ।
 চলিলেন রাজা দশরথ আরবার ॥
 চলিল রাজার সৈন্য আনন্দিত হৈয়া ।
 গুহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া ॥
 তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক বেষ্টিত ।
 জড়াজড়ি বাধে দশরথের সহিত ॥
 গুহক চণ্ডাল বলে, শুন দশরথ ।
 ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিলে কি পথ ॥
 বারে বারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া ।
 সৈন্যেতে আমার রাজ্য ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
 গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন ।
 আর পথ দিয়া তুমি করহ গমন ॥
 যদি ইচ্ছা থাকে যাইবার এই পথে ।
 দেখাও তোমার আগে পুত্র রঘুনাথে ॥
 রাম রাম বলিয়া যে গুহক ডাকিল ।
 রথমধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল ॥

(১) এড়িয়া—ছাড়িয়া । (২) দিশপাশ—কুল-কিনারা ; সীমা । (৩) পাষণ্ড—পাপিষ্ঠ ; পামর ।

নিল দশরথ রাজা ধনুর্বাণ হাতে ।
 রণের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে ॥
 চণ্ডালেরে মারি কিবা হইবেক যশ ।
 নীচ জনে জিনিলে কি হইবে পৌরুষ ॥
 যদি পরাজয় হই চণ্ডালের বাণে ।
 অপযশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে ॥
 আমি যদি ছাড়ি, নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল ।
 কি করিব পথে এক বাধিল জঞ্জাল ॥
 দুই জনে বাণ বৃষ্টি করে মহাকোপে ।
 উভয়ের বাণেতে দৌহার প্রাণ কাঁপে ॥
 এই মতে বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর ।
 উভয়ের সংগ্রাম হইল বড় গর ॥
 দশরথ রাজা এড়ে পাশুপত শর (১) ।
 হাতে গলে গুহকে বান্ধিল নরেশ্বর ॥
 গুহকে বান্ধিয়া রাজা তুলিলেন রথে ।
 বন্ধনে পড়িয়া গুহ লাগিল ভাবিতে ॥
 যাহার লাগিয়া আমি আগুলিনু পথ ।
 দেখিতে না পাইলাম সে রাম কি মত (২) ॥
 এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান ।
 পায়েতে ধনুক টানে, পায়ে এড়ে বাণ ॥
 ভরত কহিল গিয়া রামের গোচরে ।
 এমন অপূর্বশিক্ষা নাহি চরাচরে ॥
 পায়েতে ধনুক টানে, পায়ে এড়ে বাণ ।
 দেখিতে কৌতুক, (৩) রাম গেলেন সে স্থান ॥
 যেইমাত্র গুহক দেখিল রঘুনাথে ।
 দণ্ডবৎ হইয়া রহিল জোড়হাতে ॥
 শ্রীরাম বলেন, ধনু টানহ কেমন ।
 গুহ বলে, তোমাকে কহিব সে কারণ ॥

পূর্বজন্মকথা মম শুন নারায়ণ ।
 যে পাপে হইল মোর চণ্ডাল-জন্ম ॥
 অপুত্রক ছিলেন যখন দশরথ ।
 অন্ধক মূনির পুত্র করিলেন হত ॥
 মূনিহত্যা করিয়া আসিয়া তপোবনে ।
 লোটাইয়া ধরিলেন আমার চরণে ॥
 বশিষ্ঠের পুত্র আমি বামদেব নাম ।
 তিনবার রাজারে বলানু রাম-নাম ॥
 শুনিয়া বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল (৪) ।
 যাহ বামদেব পুত্র, হওগে চণ্ডাল ॥
 এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে ।
 তিনবার রামনাম বলানি রাজারে ॥
 লোটায়ে ধরিনু আমি পিতার চরণে ।
 চণ্ডাল হইব মুক্ত কাহার দর্শনে ॥
 পিতা বলে, যবে পাবে শ্রীরাম দর্শন ।
 তবে ত হইবে মুক্ত চণ্ডাল-জন্ম ॥
 সেই রাম জন্মিয়াছে দশরথ-ঘরে ।
 চরণ-পরশ দিয়া মুক্ত কর মোরে ॥
 অনাথের নাথ তুমি ভকতবৎসল ।
 করুণাসাগর হরি তুমি সে কেবল ॥
 চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে ।
 পতিতপাবন নাম তবে কি কারণে ॥
 এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কান্দিতে ।
 গুহের ক্রন্দনেতে কান্দেন রঘুনাথে ॥
 করপুটে (৫) দাণ্ডাইয়া পিতার সাক্ষাৎ ।
 ভিক্ষা দেহ গুহকে, বলেন রঘুনাথ ॥
 রাজা বলে, প্রাণ চাহ প্রাণ পারি দিতে ।
 গুহকে তোমাকে দিব বাধা নাহি ইথে ॥

(১) পাশুপত শর—শিব-প্রদত্ত অমোঘাশ্র। (২) কি মত—কিরূপ; কি প্রকার। (৩) কৌতুক—
 তামাসা। (৪) বিশাল—ভয়ানক। (৫) করপুটে—হাত জোড় করিয়া।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা কৌশল্যানন্দন ।
 খসালেন নিজহস্তে গুহের বন্ধন ॥
 শ্রীরাম বলেন, অগ্নি জ্বালহ লক্ষ্মণ ।
 গুহকের সহ করি মিত্রতা এখন ॥
 লক্ষ্মণ জ্বালেন অগ্নি রামের সাক্ষাতে ।
 গুহ সহ মিত্রতা করেন রঘুনাথে ॥
 যেই তুমি সেই আমি, বলেন শ্রীরাম ।
 গুহ বলে, ঘুচাইতে নারি নিজ নাম ॥
 শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি (১) ।
 প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি (২) ॥
 বিদায় করিয়া রামে গুহ গেল ঘরে ।
 পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গা তীরে ॥
 অপূর্ব অনন্ত-ফল (৩) ভাস্কর-গ্রহণ (৪) ।
 স্নান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন ॥
 ধেনু-দান শিলা-দান কৈল শত শত ।
 রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত ॥
 দান ধর্ম্য করিতে হইল বেলা ক্ষয় ।
 প্রদোষে (৫) গেলেন ভরদ্বাজের আশয় ॥
 বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে ।
 চারি পুত্র সহ রাজা নমস্কার করে ॥
 জোড়হাতে বলে রাজা, মুনির গোচর ।
 আনিয়াছি চারি পুত্র দেখ মুনিবর ॥
 আশীর্বাদ কর চারিপুত্র তপোধন ।
 বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ ॥
 দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরদ্বাজ মুনি ।
 বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইল আপনি ॥
 মুনি বলে, রাজা, তব সকল জনম ।
 পুত্র ভাবে দেখ রাজা, দেব নারায়ণ ॥

ভরদ্বাজ এককালে দেখে চমৎকার ।
 দুর্বাদল-শ্যাম তম্বু পরম-আকার ॥
 ধ্বজ-বজ্র-অক্ষুণ-শোভিত পদাধুজ ।
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদাধারী চতুর্ভুজ ॥
 শঙ্কর বিরিকি আদি যত দেবগণ ।
 রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন ॥
 সমুচিত আতিথ্য (৬) করেন ভরদ্বাজ ।
 সুখে রহিলেন সৈন্য সহ মহারাজ ॥
 রামেরে লইয়া মুনি অস্তঃপুরে গিয়া ।
 শয়ন করেন দোহে একে হইয়া ॥
 যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ।
 শিয়রে রাখেন দেবরাজ ধনুঃশর ॥
 স্নেহে উপদেশ এই করেন মুনিরে ।
 অক্ষয় ধনুক তুণ দেহ শ্রীরামেরে ॥
 এত বলি করিলেন বাসব পয়াণ ।
 প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধনুঃবাণ ॥
 কাহিলেন শ্রীরামেরে মুনি ভরদ্বাজ ।
 তোমারে দিলেন ধনুঃবাণ দেবরাজ ॥
 স্নেহেতে ধনুক বাণ পায় যেই জন ।
 সেই সে জানিহ প্রভু দেব নারায়ণ ॥
 মুনির বচনে রাম করি প্রণিপাত ।
 আনিলেন সেই বণ্ড পিটার সাক্ষাৎ ॥
 শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া ।
 আইলেন দেশে চারি কুমার লইয়া ॥
 কৃষ্টিবাস করে আশ, পাই পরিভ্রাণ ।
 আদিকাণ্ডে গাহিল রামের গঙ্গাগান ॥

(১) ঠাকুরালি - কর্তৃত্ব (২) মিতালি - বন্ধুতা । অনন্ত-ফল - অনেক পুণ্য । (৩) ভাস্কর-গ্রহণ -
 সূর্য্য-গ্রহণ । (৪) প্রদোষ - সন্ধ্যাকাল । (৫) আতিথ্য - অতিথি-সংকার ।

রাক্ষসের দৌরাণ্যে যজ্ঞ বিঘ্ন
নিবারণের উপায় ।
এইরূপে দশরথ চারি পুত্রে লৈয়া ।
সাম্রাজ্য (১) করেন ভোগ সাবধান হৈয়া ॥
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ ।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারন ॥
যজ্ঞ আরম্ভন যেই করে মুনিবর ।
করে রক্তবষণ মারীচ নিশাচর ॥
যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলা ভুবন ।
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ ॥
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি ।
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি ॥
রাক্ষস-বধের হেতু ধরি রাম-বেশ ।
দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ হ্রষীকেশ (২) ॥
বলিলেন জনক, শুন হে মহাশয় ।
তুমি রক্ষা করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয় ॥
বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস ।
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যানিবাস ॥
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে ।
দ্বারী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে ॥
ভূপতি শুনিলামাত্র বিশ্বামিত্র-নাম ।
চিস্তিত কহেন, বৃদ্ধি বিধি আজি বাম ॥
বিশ্বামিত্র মুনি এই বড়ই বিষম ।
প্রমাদ ঘটায় কিম্বা করে কোন ক্রম (৩) ॥
সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ ।
ভার্য্যা-পুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ ॥
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ ।
শিষ্টাচারপূর্ব্বক করেন নিবেদন ॥

তব আগমনে মম পবিত্র আलय ।
আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য করি মহাশয় ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুন হে দশরথ ।
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত (৪) ॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস (৫) ।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞ নাশ ॥
মুনি-পরিত্রাণ হয় কহিনু তোমাৰে ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥
যেই মাত্র বিশ্বামিত্র কহেন এ কথা ।
ভূপতি ভাবেন মনে হেঁট করি মাথা ॥
পুত্রশোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে ।
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন্ কালে ॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্-ধুক্ ।
কখন মরিব আমি না দেখি চাঁদমুখ ॥
প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি ।
একদণ্ড রামচন্দ্রে না দেখিলে মরি ॥
অতএব রামচন্দ্রে না দিব তোমাৰে ।
একদণ্ড না দেখিলে হৃদয় বিদরে ॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন ।
আদিকাণ্ড গান কৃষ্টিবাস বিচক্ষণ ॥

রাক্ষসের যুদ্ধে শ্রীরামকে প্রেরণ করিতে
দশরথের অনিচ্ছা ।

যখন শুইয়া থাকি, রামকে হৃদয়ে রাখি,
ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত (৬) ।

(১) সাম্রাজ্য—সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য । (২) হ্রষীকেশ—হ্রষীক (ইন্দ্রিয় সকল) দ্বন্দ্ব
(ঈশ্বর) নারায়ণ । (৩) ক্রম—অনুসার ; এখানে আক্রমণ । (৪) অভিমত—ইচ্ছা । (৫) প্রয়াস—
যত্ন ; চেষ্টা । (৬) প্রতীত—বিশ্বাস ।

স্বপ্নে না দেখিলে তায়, প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,
 চমকিয়া চাহি চারিভিত (১) ॥
 যেমতে পেয়েছি রামে, কহি সে সকল ক্রমে,
 মৃগয়া করিতে গিয়া বনে ।
 সিন্ধু নামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভরে,
 তাঁরে মারি শব্দভেদী বাণে ॥
 মৃত মুনি কোলে করি, গেলাম অন্ধকপুরী,
 দেখি মুনি অগ্নির সমান ।
 পুত্র পুত্র বলি ডাকে, মরা পুত্র দিমু তাঁকে,
 পুত্রশোকে সে ছাড়িল প্রাণ ॥
 ছিলাম সম্মানহীন, মনে দুঃখী রাত্রিদিন,
 বধিলাম সিন্ধুর জীবন ।
 কুপিয়া সিন্ধুর বাপ, দিল মোরে অভিশাপ,
 তেঁই পাইলাম এই ধন ॥
 অতএব তপোধন, শুন মম নিবেদন,
 আমি যাব সহিত গোমার ।
 বিনা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, অণু কিছু প্রয়োজন,
 যাহা চাহ দিব শতবার ॥
 রাজার বচন শুনি, কুপিলেন মহামুনি,
 ঝাট দেহ গোমার কুমার ।
 আপন মঙ্গল চাহ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ,
 নহে বংশ নাশিব গোমার ॥
 মুনির শুনিয়া বাণী দশরথ নৃপমণি,
 কাঁপিতে লাগিলা ততক্ষণ ।
 কৃষ্ণিবাস কহে, ভূপ, নরদেহে বিষ্ণুরূপ,
 অজ্ঞেয় (২) যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

দশরথের ছলনা ও বিশ্বামিত্রের কোপ ।
 রাজা বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন ।
 ধনুর্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ ॥

অত্যল্প বয়স মম পুত্র চারি গুটি ।
 শিরে চুল নাহি ঘুচে, আছে পঞ্চকুণ্ডি ॥
 অণু সৈন্য যত চাহ লহ তপোধন ।
 তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ ॥
 হস্তী ঘোড়া কটকাদি পূর্ণ যে সাজন ।
 তাহা লয়ে রাক্ষসেরে কর নিবারণ ॥
 শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন ।
 কটকে খাইবে এত কোথা পাব ধন ॥
 একা রাম গেলে হয় কার্যের সাধন ।
 সহস্র কটকে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
 তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্র রাজা ।
 পৃথিবী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা ॥
 তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা ।
 স্ত্রী-পুত্র বেচিয়া শেষে দিলেন দক্ষিণা ॥
 একা রামে দিতে তুমি কর উপহাস ।
 সূর্য্যবংশ আজি বৃদ্ধি হইল বিনাশ ॥
 চিন্তিত হইরা রাজা ভাবে মনে মন ।
 ডাকিলেন ভরত-শক্রয় দুই জনে ॥
 দৌহে দাঁড়াইলেন সে মুনির সাক্ষাতে ।
 রাজা বলিলেন, যাহ মুনির সঙ্গেতে ॥
 ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রান্ত তপোধন ।
 মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 আগে যান মহামুনি পাছে দুই জন ।
 সরযু নদীর তীরে দিল দরশন ॥
 মুনি বলিলেন, শুন ভূপতি-কুমার ।
 হেথা গমনের পথ আছে দ্বিপ্রকার ॥
 এই পথে গেলে তিন্ দিনে যাই ঘর ।
 এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর ॥
 তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয় ।
 সেই পথে রাক্ষসী ভাড়কা নামে রয় ॥

(১) চারিভিত—চারিদিক । (২) অজ্ঞেয়—অপরাধেয় ; যাহাকে হারানো যায় না ।

তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগণে ।
কোন্ পথে যাইতে তোমার লাগে মনে ॥
বলিলেন ভরত, শুনহ তপোধন ।
ছুটে ঘাঁটাইয়া (১) পথে কোন্ প্রয়োজন (২) ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে ।
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষস-নিধনে ॥
এক রাক্ষসের নাম শুনি এত ডর ।
মারিবেন কিসে ইনি কোটি নিশাচর ॥
রাজার শঠতা (৩) মুনি ভাবেন অন্তরে ।
শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে ॥
আমার সহিত রাজা করে উপহাস ।
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ ॥

ক্রোধে ফিরিলেন পুনঃ বিশ্বামিত্র ঋষি ।
নির্গত হইল তাঁর নেত্রে অগ্নিরাশি ॥
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অযোধ্যানগরে ।
প্রজার তাবৎ ঘর দ্বার দগ্ন করে ॥
কান্দিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে ।
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্বনাশ করে ॥
তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে ।
তেকারণ এ আপদ অযোধ্যানগরে ।
প্রজার রোদন শুনি রামের তরাস ।
ধাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র-পাশ ॥
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমনি ।
প্রজালোকে রক্ষা প্রভু করহ আপনি ॥
অপরাধ যেই করে দণ্ড কর তাঁর ।
নিরপরাধীর দণ্ড করা অবিচার ॥
মুনি হৈয়া যেই জন রাগে দেয় মন ।
পূর্ব ধর্ম্য নষ্ট তার হয় ততক্ষণ ॥

পুত্রে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর ।
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়া মিথিলানগর ॥
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে ।
অযোধ্যার পানে চান অমৃত-নয়নে ॥
সকল করিতে পারে তপের কারণ ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন ॥
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস ।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

যজ্ঞরক্ষার্থ বিশ্বামিত্র সহ শ্রীরাম-লক্ষণের
মিথিলায় গমন ও মন্ত্রদীক্ষা ।

শিরে পঞ্চবুঁটি রাম বিষ্ণু-অবতার ।
মুক্ত হইলেন মুনি রূপেতে তাঁহার ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে ।
মুনি বলিলেন, রাম, চল মোর দেশে ॥
জানিলেন মহারাজ রামের গমন ।
লক্ষণ সহিত রামে করেন অর্পণ ॥
বলিলেন বিশ্বামিত্র, রাজার গোচর ।
রাম লাগি চিন্তা না করিহ নরেশ্বর ॥
তুমি নাহি জানহ রামের গুণ-লেশ (৪) ।
রাক্ষস বধিতে অবতীর্ণ হুয়িকেশ ॥
শ্রীরাম লক্ষণে ল'য়ে আমি দেশে যাই ।
স্থির হও মহারাজ, কোন চিন্তা নাই ॥
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ-বচন ।
মুনি বলিলেন চল শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি যদি বল তুমি ।
মাতৃস্থানে বিদায় লইয়া আসি আমি ॥

(১) ঘাঁটাইয়া—বিরক্ত করিয়া ; (২) মুস রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই । কবি এখানে রামগতপ্রাণ
বশব্দের রামের প্রতি বাৎসল্যের অতিমাত্রায় আধিক্য প্রদর্শন করিয়াছেন । (৩) শঠতা—চালাকি ।
(৪) গুণ-লেশ গুণের লেশমাত্র পরিচয় ।

মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলানগর।
 কান্দিবেন অন্ন-জল ছাড়ি নিরন্তরে ॥
 গেলেন শ্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দির।
 প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে ॥
 আইলেন বিশ্বামিত্র লইতে আমারে।
 মিথিলায় যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে ॥
 শুদ্ধ মনে (১) মাতা মোরে আশীর্বাদ কর।
 যুদ্ধে জয়ী হই যেন প্রসাদে তোমার ॥
 প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি।
 আমার লাগিয়া শোক না করহ তুমি ॥
 কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
 ভিজিল নয়ন-নীরে নেত্রের বসন (২) ॥
 এই কথা শুনিয়া যে কান্দে মহারণী।
 শ্রাবণের ধারা দুই চক্ষে পড়ে পানী ॥
 কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে।
 আশীর্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে ॥
 মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ-বচন।
 নেত্র-নীর নেত্রেতে হইল নিবারণ ॥
 মাতৃ-পদ-ধূলি রাম বন্দিলেন মাথে।
 শুভ-যাত্রা করিলেন ধনুর্বাণ-হাতে ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লৈয়া বিশ্বামিত্র যান।
 মহারাজ নেত্র-নীরে ধরণী ভাসান ॥
 কতদূরে গিয়া রাম হন অদর্শন।
 ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন রোদন ॥
 রাজাকে প্রবোধ দেয় যত পাত্রগণ।
 কে করে অগ্ৰথা, যাহা বিধির লিখন ॥
 রামে দেখি মুনিবর আনন্দিত-মন।
 রামের বিবাহ হবে দৈবের ঘটন ॥

আগে মুনিবর যান পাছে দুই জন।
 ত্রক্ষার পশ্চাতে যেন অশ্বিনী-নন্দন (৩) ॥
 কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজ বাসে।
 রামে ল'য়ে বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥
 আগে মুনি যান, পিছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
 আতপে হইল যান দৌহার আনন ॥
 তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত।
 এতদিনে শ্রীরামের দুঃখ উপস্থিত ॥
 রবির প্রথর তাপে হৈল মুখে ঘাম।
 বহুকাল কিমতে ভ্রমিবে বনে রাম ॥
 সামান্য আতপ-তাপে হইল কাতর।
 কেমনে বেড়াবে বনে চৌদ্দ বৎসর ॥
 বিশ্বামিত্র এই মত ভাবিয়া অন্তরে।
 করাইল মন্ত্রদীক্ষা শ্রীরামচন্দ্রে ॥
 বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ রঘুবীর।
 জ্ঞান কর গিয়া জলে সরযু নদীর ॥
 যত রাজা পূর্বে সূর্য্যবংশে হয়েছিল।
 এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি পর্গণামে গেল ॥
 এই পুণ্যতীর্থে রাম জ্ঞান কর তুমি।
 তোমারে স্তম্ভ দীক্ষা (৪) করাইব আমি ॥
 শোক-দুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে।
 ক্ষুধা-তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে ॥
 করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ।
 রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ ॥
 দৃঢ় করি শিথিলেন ভাই দুই জন।
 আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ ॥
 চৌদ্দবর্ষ অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মণ।
 এতকালে হবে ইন্দ্রজিতের মরণ ॥

(১) শুদ্ধ মনে পবিত্র চিন্তে। (২) নেত্রের বসন—সূক্ষ্ম বেশনী কাপড়। (৩) অশ্বিনী-নন্দন—সূর্যের
 ঔরসে অশ্বিনীরূপিণী সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিন ও রেবন্ত নামক দুই যমজ পুত্র জন্মলাভ করে। ইঁহারা
 একাকৃতি ছিলেন এবং সর্বদা একত্র থাকিতেন ইঁহারা অত্যন্ত সুদর্শন ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী
 ছিলেন। (৪) স্তম্ভ-দীক্ষা - যে মন্ত্র গ্রহণে ইষ্ট লাভ হয়।

কুস্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা ।
আত্মকাণ্ডে লিখিল রামের মন্ব-দীক্ষা ॥

— — —

তাড়কা-রাক্ষসী বধ ।

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি ॥
রাম লৈয়া বিশ্বামিত্র করিলেন গতি ॥
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন ।
মুনি বলে সেইরূপ পথ-বিবরণ ॥
এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে ।
এই পথে তিন দিনে যাই মম ঘরে ॥
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি ।
তাড়কা রাক্ষসী আছে মহাভয়ঙ্করী ॥
তাড়কা ধরিয়া খায় যত জীবগণ ।
কোন্ পথে যাই বল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
করিলেন রাম গুরু-বাক্যের উত্তর ।
তিন দিন ফেরে কেন যাব মুনিবর (১) ॥
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে ।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে ॥
রামেরে কহেন, বিশ্বামিত্র মুনিবর ।
ও পথের নামে মোর গায়ে আসে জ্বর (২) ॥
তোমার বাসনা রাম না পারি বুঝিতে ।
মোরে নিয়া যাহ বুঝি রাক্ষসেরে দিতে ॥
যখন রাক্ষসী মোরে আসিবে তাড়িয়া ।
আমারে এড়িয়া দৌহে যাবে পলাইয়া ॥
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম ।
বিফল ধনুক ব্যর্থ ধরি রাম-নাম ॥
এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ ধরি ।
তোমার দোহাই যদি তিন বাণ মারি ॥

এই মত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করিতে ।
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে ॥
উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর ।
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর ॥
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া ।
অতি ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, মুনির সহিত ।
শীঘ্র যাহ, গুরু একা যান অনুচিত ॥
লক্ষ্মণ বলেন, রামে জোড় করি হাত ।
থাকুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ ॥
শুনিলে যে সব কথা বড়ই বিষম ।
একেলা কেমনে রাম করিবা বিক্রম ॥
ভয় নাহি ওরে ভাই, রামচন্দ্র বলে ।
কি করিতে পারে ভাই, রাক্ষসীর দলে ॥
সকল রাক্ষসী যদি হয় একমেলি (৩) ।
লজ্বিতে না পারে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ॥
গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষ্মণ তখন ।
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন ॥
বাম হাঁটু দিয়া রাম ধনুমধ্যখানে ।
দক্ষিণ হস্তেতে গুণ দিলেন সে স্থানে ॥
আঁটিয়া সুপীত বস্ত্র বান্ধিলেন রাম ।
বামহাতে ধনুর্বাণ দুর্বাদল-শ্যাম ॥
গুণ দিয়া দিল রাম ধনুকে টঙ্কার ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
শুয়েছিল রাক্ষসী সে সুরণের খাটে ।
ধনুক-টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে ॥
বসিয়া রাক্ষসী সেই একদৃষ্টে চায় ।
দুর্বাদল-শ্যামরূপ দেখিল তথায় ॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম-বিচ্যমান ।
ডাকিয়া বলিল, আজ লব তোর প্রাণ ॥

(১) ফেরে—বেড়ে । (২) গায়ে আসে জ্বর—অত্যন্ত ভয়ের চিহ্ন । (৩) একমেলি—একত্র ; এক সঙ্গে ।

ব্রাহ্মণের চর্ম্ম তার গায়ের কাপড় ।
 চলিতে তাহার বস্ত্র করে হড়মড় ॥
 ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল ।
 মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলার উপর (১) ॥
 বসিতে আসন নাই, ভাবে মনে-মন ।
 ইহার চর্ম্মেতে হবে বসিতে আসন ॥
 রক্ত-মাংস মূনির শরীরে নাহি পাই ।
 অস্থিচর্ম্মসার মাত্র শুধু হাড় খাই ॥
 অপূর্ব্ব ইহার মাংস দিলেন বিধাতা ।
 কহি এবে শুন রাম, তাড়কার কথা ॥
 ভ্রামবর্ণ দেখি তার গায় লোমাবলী ।
 দস্তগোটা (২) দেখি যেন লোহার শিকলি ॥
 বদন ব্যাদান (৩) করি আইল খাইতে ।
 পাঠাইব তোরে আজি যমের ঘরেতে ॥
 হাঁ মুখ করিয়া আসে খেতে নারায়ণ ।
 গর্জন করিয়া রাম বলিছে বচন ॥
 মনুষ্য খাইয়া চেড়ী দেশ কৈল বন ।
 তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন ॥
 শুনিয়া রামের বাক্য কুপিত অস্তুর ।
 তাড়কা আকাশ-পথে আইল সহর ॥
 রাম-শরে তাড়কা যে হইল কাতর ।
 চোখ চোখ বাণ এড়ে রাম গদাধর ॥
 রামকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল অস্তুরে ।
 নিকটে আসিয়া সে নিকটাকার ধরে ॥
 মহা আড়ম্বর করি রাম অতঃপর ।
 বৈষ্ণবী বাণেতে তারে মারে গদাধর ॥

হাঁ মুখ করিয়া যায় রামে গিলিবারে ।
 মুখগোটা ভরিল যে চোখ চোখ শরে ॥
 রামকে খাইতে যায়, ডরে নাহি পারে ।
 শালগাছ উপাড়িয়া আনিল ছুকারে ॥
 শালগাছ উপাড়ি ঘন দিল পাক ।
 দূর দূর করিয়া তাড়কা দিল ডাক ॥
 তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ ।
 বাণাঘাতে করিলেন গাছ খানখান ॥
 গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে ।
 শিশপার (৪) গাছ ধরি ঘন ঘন টানে ॥
 শিশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে ।
 তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে ॥
 তথাপি তাড়িয়া যায় রামে গিলিবারে ।
 মহাবীর তবু ভয় নাহি করে তারে ॥
 বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠন্ঠনি ।
 বর্ষাকালে বিদ্যুতের যেন ছন্ছনি ॥
 শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলিল দেবগণ ।
 বজ্রবাণে তাড়কার বধহ জীবন ॥
 বজ্রবাণ এড়ে রাম বজ্রের হুড়ুকে (৫) ।
 নির্ঘাত (৬) বাজিল বাণ তাড়কার বুকে ॥
 বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতন ।
 তাড়কা পড়িল গিয়া পঞ্চাশ যোজন ॥
 বিপরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িল পরাণ ।
 শব্দ শুনি বিশামিত্র হৈল হতস্তান ॥
 তাড়কা মারিয়া প্রভু রাম নারায়ণ ।
 মূনির চরণ গিয়া করিলা বন্দন ॥

(১) ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল, মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলার উপর—কবি কৃষ্ণবাস এখানে মনুষ্য শব্দে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অর্থ করিয়াছেন । মনে হয়, কবি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্বের মুণ্ডের প্রভেদ মনে করিয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ড কর্ণের কুণ্ডল ও মনুষ্যের (ব্রাহ্মণত্বের) মুণ্ড গলার ভূষণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । (২) দস্তগোটা—দাঁতগুলো । (৩) ব্যাদান—মুখের হাঁ । (৪) শিশপা—শিশু গাছ (৫) হুড়ুকে—শব্দে; ঠেলায় । (৬) নির্ঘাত—প্রচণ্ড; ভয়ানক ।

চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন (১) ।
 তাড়কা মারিলা বাছা কৌশল্যা-জীবন ॥
 শ্রীরাম বলেন, গুরু, কি শক্তি আমার ।
 তাড়কারে বধিলাম প্রসাদে তোমার ॥
 মুনি বলিলেন, শুন রাম নারায়ণ ।
 চল চল দেখি গিয়া তাড়কা কেমন ॥
 তাড়কা দেখিতে মুনি ততক্ষণে যায় ।
 এক পদ যায়, আর দু-পদ পিছায় ॥
 তাড়কা দেখিতে পুনঃ করেন পয়াণ ।
 মরেছে তাড়কা, তবু মুনি কম্পমান ॥
 তাড়কারে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে ।
 এমন বিকট-মূর্তি না দেখি নয়নে ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের কবিদ্র অতিশয় ।
 প্রথম যুদ্ধেতে হৈল শ্রীরামের জয় ॥

— — —
 অহল্যা-উদ্ধার ।

তাড়কা মারিয়া রাম রাজীব-লোচন (২) ।
 পবনের জন্মভূমি করেন গমন ॥
 বিশ্বামিত্র কহে, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 এইখানে হৈল উনপঞ্চাশ পবন ॥
 পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া ।
 অহল্যার ত্রপোবনে গেলেন চলিয়া ॥
 মুনি বলিলেন, রাম, কমল-লোচন ।
 পাষাণ-উপরে পদ করহ অর্পণ ॥
 শুনিয়া বলেন রাম মুনির বচনে ।
 পাষাণেতে পদ দিব কিসের কারণে ॥
 মুনি বলিলেন, শুন পুরাতন কথা ।
 সহস্র সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন ধাতা ॥

সজিলেন তাসবার রূপেতে অহল্যা ।
 ত্রিভুবনে সুন্দরী না ছিল তার তুল্যা ॥
 করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম ।
 গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র অতি প্রিয়তম ॥
 একদিন গৌতম গেলেন তপস্শায় ।
 গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায় ॥
 অহল্যা গৌতম-জ্ঞানে করে সম্ভাষণ ।
 আজি প্রাতে কেন প্রভু, ঘরে আগমন ॥
 ছদ্মবেশী (৩) ইন্দ্র তবে বলিল তখন ।
 কেমনে করিব বল তপস্শাচরণ ॥
 বাসনা-অনলে দগ্ধ হয় মম হিয়া ।
 জুড়াও তাপিত প্রাণ শাস্তি-বারি দিয়া ॥
 পতিরতা নাহি লজ্জ্য পতির বচন ।
 আলাপে সম্ভাষে তাঁর তুষ্ঠ কৈল মন ॥
 মন্দমতি বাসবের অশিষ্ট আচার ।
 অজ্ঞাত রহিল ইহা দেবী অহল্যার ॥
 তপস্শা করিয়া মুনি আইলেন ঘরে ।
 অহল্যা আসন দিল অতি সমাদরে ॥
 গৌতম বলেন, প্রিয়ে জিজ্ঞাসি তোমায় ।
 অবসাদ এত কেন তোমার শরীরে ॥
 অহল্যা বলেন, প্রভু নিবেদি তোমায় ।
 প্রভাতের যত কথা ভুলিলে কি হায় ॥
 এ কথা শুনিয়া মুনি হেঁট কৈল তুণ্ডে (৪) ।
 আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গৌতমের মুণ্ডে ॥
 জানিলেন ধ্যানেন্তে গৌতম মুনিবর ।
 অনর্থ (৫) করিল এত আসি পুরন্দর ॥
 'ইন্দ্র ইন্দ্র' বলিয়া ডাকেন মুনিবর ।
 পুণ্ডি কাঁখে করিয়া আইল পুরন্দর ॥

(১) গাধির নন্দন—বিশ্বামিত্র । (২) রাজীব-লোচন—পদ্মের মত সুন্দর চক্ষু বাহার ।
 (৩) ছদ্মবেশী—যে ছল করিয়া অস্ত্র রূপ পরিচ্ছদ ধারণ করে । (৪) তুণ্ডে—মুখকে । (৫) অনর্থ—অনিষ্ট ।

কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ



সঙ্গে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শাস্ত্র ধারা ।
চতুর্ভুজরূপে দেবা দিলেন শ্রীহরি ॥—৬৩ পৃঃ

কুন্তিবাসী রামায়ণ



একথা শুনিয়া রাম কমল-লোচন ।
প্রসন্ন উপরে দিলা রাতুল চরণ ॥—৯১ পৃঃ

দিনান্তে অভুক্ত মুনি কুপিত অন্তরে ।
 দ্বিগুণ জলিয়া কহিলেন পুরন্দরে ॥
 গৌকে পড়াইনু আমি যত শাস্ত্র নানা ।
 এত দিনে ভাল দিলি গুরুর দক্ষিণা ॥
 অনর্থ করিলি তুই ওরে পুরন্দর ।
 কলঙ্কিত হোক গোর সব কলেবর ॥
 অহল্যারে অভিশাপ দিলা মুনিবর ।
 হউক পাষণ গোর সর্ব কলেবর ॥
 অহল্যা চরণে ধরি কহিল তখন ।
 কতকালে শাপ মোর হবে বিমোচন ॥
 অহল্যারে সকাওরা দেখি তপোধন ।
 কহিলেন, মম শাপ না হয় খণ্ডন ॥
 জন্মিবেন যবে রাম দশরথ-ঘরে ।
 বিশ্বামিত্র ল'য়ে যাবে যজ্ঞ রাখিবারে ॥
 তোমার মাথায় পদ দিবে নারায়ণ ।
 তখনি হইবে মুক্ত, না কর ক্রন্দন ॥
 ইহা শুনি লক্ষ্মণ বলেন শুন মুনি ।
 কেমনে দিবেন পদ, উনি যে ব্রাহ্মণী ॥
 বিশ্বামিত্র কহিলেন শুন রঘুবর ।
 ব্রাহ্মণী নহেন উনি, এখন প্রস্তর ॥
 এ কথা শুনিয়া রাম কমল-লোচন ।
 প্রস্তর উপরে দিল যুগল চরণ ॥
 তাহাতে হইল তার শাপ বিমোচন ।
 অহ্লাদিত শুনিয়া গৌতম তপোধন ॥
 অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ মহামুনি ।
 পুনর্বার করিলেন পুষ্পের ছাউনি (১) ॥
 শুন সবে ওরে ভাই, হইয়া একমন ।
 আশ্চর্য্যে গাইল অহল্যা-বিবরণ ॥

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তিনকোটি ব্রাহ্মস বধ
 ও হরহু উদ্ধ করিতে শ্রীরামচন্দ্রের
 নিধিনায় গমন ।

শ্রীরাম বলেন, প্রভু করি নিবেদন ।
 কেমনে হইল মুক্ত সহস্র-লোচন ॥
 মুনি বলিলেন, শুন রাম গদাধর ।
 কলঙ্কিত হৈল ইন্দ্র সর্ব কলেবর ॥
 লক্ষ্মায়ুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর ।
 কি হবে উপায়, সব ভাবেন অমর ॥
 অশ্রমেধ করিলেন তখন বাসব ।
 কলঙ্ক ঘুচিয়া হৈল নেত্রময় সব ॥

এইরূপে কথাবার্তা কহিতে কহিতে ।

তিন জনে চলিলেন গঙ্গার কুলেতে ॥
 পাষণ হৈল মুক্ত কৈবর্ত (২) তা শুনে ।
 নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বনে (৩) ॥
 কৈবর্তকে ডাকিয়া কহেন তপোধন ।
 না আইলে ভয় আমি করিব এখন ॥
 এত শুনি কৈবর্তের উড়িল জীবন ।
 আসিয়া মুনির কাছে দিল দরশন ॥
 মুনি বলিলেন, বলি কৈবর্ত তোমারে ।
 গঙ্গায় করহ পার এ তিন জনারে ॥
 কাওর কৈবর্ত কহে করিয়া বিনয় ।
 নৌকাখানি জীর্ণ মম শত ছিদ্রময় ॥
 তবে যদি আঞ্জা কর মোরে তপোধন ।
 স্ফঙ্কে করি করি পার যাহ তিন জন ॥
 কোথা হৈতে আইল এ পুরুষ সুন্দর ।
 চরণ পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর ॥
 এ কথা শুনিয়া আমি সভয় অন্তর ।
 চরণ-ধূলিতে মুক্ত হইল পাথর ॥

(১) পুষ্পের ছাউনি - দুলের চাদোয়া । (২) কৈবর্ত - দাবর ; জেলে ; এখানে ঘাটের নারি ।
 (৩) নৌকা লইয়া বনে পলাইয়া যাওয়া অসম্ভব । তবে “বন” শব্দের অপর অর্থ “জঙ্গল” বলিলে
 এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যে, কৈবর্ত নৌকা লইয়া গঙ্গার গভীর জলে পলায়ন করিল ।

নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি ।
 কি দিয়া পুষিব আমি মম পোষ্যগুলি ॥
 করিবেক গৃহিণী আমারে গালাগালি ।
 বলিবে, মূনির বোলে (১) নৌকা হারাইলি ॥
 যদি বল, শ্রীরামের চরণ ধোয়াই ।
 নতুবা লাগিলে ধূলি তরণী (২) হারাই ॥
 তরণীতে ত্বরায় করিতে আরোহণ ।
 ধোয়াইল কৈবর্ত শ্রীরামের চরণ ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ দিশামিত্র এই তিনে ।
 পাটনী (৩) করিয়া পার গেল ভব জিনে(৪) ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ ।
 ইহার সমান নাহি দেখি অকিঞ্চন (৫) ॥
 শুভ-দৃষ্টে (৬) শ্রীরাম চাহেন তার পানে ।
 হইল সুবর্ণময়ী তরণী তৎক্ষণে ॥
 হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 জিজ্ঞাসেন কত দূরে মিথিলা তখন ॥
 মুনি বলিলেন, রাম, চলহ সঙ্গর ।
 এখন মিথিলা আছে তিন ক্রোশান্তর ॥
 পার হয়ে যান রাম সহিত লক্ষ্মণ ।
 কহিতে লাগিল দেখি মুনিপত্নীগণ ॥
 দ্বাদশ বসের রাম শিরে পঞ্চকুটি ।
 মারিবেন রাক্ষস কেমনে তিন কোটি ॥
 কোন্ ভাগবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্ভে ।
 কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্বে ॥
 মুনিগণ আইলেন করিতে কল্যাণ ।
 আশীষ করেন সবে হাতে দুর্বা ধান ॥
 শ্রীরামেরে নিরখিয়া যত মুনিগণ ।
 আনন্দ-সাগরে মগ্ন যত তপোধন ॥

সে দিন বক্ষিয়া স্মৃথে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 প্রাতঃকালে মূনিরে করেন নিবেদন ॥
 যে কার্য করিতে আইলাম দুই ভাই ।
 সেই কার্যে অনুমতি করহ গৌসাই ॥
 মূনিরা বলেন- শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 এখনি করিব যজ্ঞ সকল ত্রাক্ষণ ॥
 আমরা যখন করি যজ্ঞ আরম্ভণ ।
 রক্ত-বৃষ্টি করে দৃষ্ট ত্রাডকা-নন্দন ॥
 না পারি করিতে ক্রোধ আমরা ত্রাক্ষণ ।
 যদি ক্রোধ করি হয় ধর্ম-উল্লঙ্ঘন (৭) ॥
 শ্রীরাম বলেন, প্রভু করি নিবেদন ।
 অবিলম্বে কর যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভণ ॥
 শুনিয়া রামের কথা তপস্বী সকলে ।
 খোলা কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে ॥
 কেহ ব্যাঘ্র-চর্ম্মে বৈসে, কেহ কুশাসনে ।
 বসিলেন পূর্বমুখ হইয়া আসনে ॥
 বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন সকলে ।
 মন্ত্রের প্রভাবেতে আপনি অগ্নি জ্বলে ॥
 যজ্ঞের যতক ধূম উড়য়ে আকাশে ।
 দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে ॥
 আমরা জীয়ন্তে থাকি মুনি যজ্ঞ করে ।
 তিন কোটি নিশাচর (৮) সাজিয়া চলরে ॥
 তিন কোটি লইয়া মারীচ নিশাচর ।
 সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর ॥
 সঙ্কেতে শ্রীরামেরে জানান মুনিগণ ।
 আসিছে রাক্ষসগণ কর নিরীক্ষণ ॥
 দেখিলেন রঘুবীর নিশাচরগণ ।
 ব্যাপীয়াছে বহুমতী না যায় গণন ॥

(১) বোলে—কথায় । (২) তরণী—নৌকা । (৩) পাটনী—মাঝি । (৪) ভব জিনে—ভব (সংসার) জিনে (জয় করিয়া) অর্থাৎ পৃথিবীর বন্ধন কাটাই। (৫) অকিঞ্চন—গদীব। (৬) শুভ-দৃষ্টে—প্রসন্ন দৃষ্টিতে । (৭) ধর্ম-উল্লঙ্ঘন—ধর্মনির্দ্ভিত কাজ করা । (৮) নিশাচর—রাক্ষস ।

কুৎসিৎ বচন বলে বৃক্ষতলে বসি ।
 ফল-মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গে ত কলসী ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ করে ধরি ধনুর্বাণ ।
 আকর্ণ পুরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥
 বিশ্বস্তুর মূর্তি (১) তবে ধরি নারায়ণ ।
 মারিবারে চলিলেন নিশাচরগণ ॥
 ভয়ঙ্কর-কলেবর যত নিশাচর ।
 পাদপ (২) পাথর লয়ে আইল বিস্তর ॥
 কটাক্ষেতে নিষ্ফেপ করেন রাম শর ।
 ত্রাহতে পড়িল এক কোটি নিশাচর ॥
 এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর ।
 অথ এক কোটি আইল লৈয়া ধনুঃশর ॥
 হীরা বাণ জীরা বাণ অতি খরধার ।
 মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যাকুমার ॥
 ক্ষুরপা সুরপা বাণ পাশুপত আর ।
 রাক্ষস উপরে পড়ে বলি মার মার ॥
 গলাতে নির্মিত মণি-মাণিক্যের কাঁটি ।
 রামবাণে পড়িল রাক্ষস দুই কোটি ॥
 শ্রীরামেরে আশীর্বাদ করে মুনিগণ ।
 সবে বলে জয়ী হোক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 ব্রাহ্মণের আশীষে না হয় হেন নাই ।
 মার মার করিয়া যুবেন দুই ভাই ॥
 বরুণাস্ত্র পাপ, বায়ু-বান কালানল ।
 এড়িলেন বহু রাম সমরে অটল ॥
 মারিলেন শ্রীরাম গন্ধর্ভ নামে শর ।
 রামময় দেখিল সকল নিশাচর ॥
 আপনা-আপনি সব কাটাকাটি করে ।
 সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অঙ্গরে (৩) ॥

শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাঁপাইয়া মাটি ।
 রাম-বাণে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি ॥
 তিন কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর ।
 রামের উপরে মারে চোখ চোখ শর ॥
 নিরস্তুর বান মারে নিশাচরগণ ।
 সহিযুতা (৪) কত করিবেন দুই জন ॥
 হইলেন জর্জর বাণেতে রঘুবীর ।
 শোণিত-শোভিত অতি শ্যামল শরীর ॥
 আশীর্বাদ করেন অমর-দ্বিজচয় ।
 হউক রামের জয়, রাক্ষসের ক্ষয় ॥
 ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে বাড়িল যে বল ।
 মার মার করিয়া গেলেন রণস্থল ॥
 আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারেন রাঘব ।
 পরিশয়ে বসায় যেমন মেঘ সব ॥
 অর্কচন্দ্র-বিশিখের (৫) কি কহিব কথা ।
 ত্রাহতে কাটেন রাম দুই পাত্র-মাথা ॥
 দুই পাত্র (৬) পড়ে যদি রণের ভিতর ।
 মারীচ কৃষিক তবে ত্রাডকা কোৱর ॥
 কোথা গেল রাম, কোথা গেল বা লক্ষ্মণ ।
 তিন কোটি রাক্ষস মারিল কোন্ জন ॥
 শ্রীরাম বলেন, রে ত্রাডকা-হস্তা যেই ।
 তিন কোটি রাক্ষস মারিল রণে সেই ॥
 শ্রীরাম বলেন, তোর মাকে প্রাণে মারি ।
 মারিলে পামর(৭)তোরে কান্দে তোর নারী ॥
 মারীচ শুনিয়া ত্রাহা কুপিল অস্তুরে ।
 ঘন ঘন বাণ মারে রামের উপরে ॥
 রামের উপরে বাণ পড়িতেছে নানা ।
 বৈশাখ মাসেতে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা ॥

(১) বিশ্বস্তুর মূর্তি - বিশ্ব-বাহনকারী মূর্তি, অর্থাৎ বিরাট মূর্তি । (২) পাদপ-গাছ । (৩) অঙ্গরে
 আকাশে । (৪) সহিযুতা-ধৈর্য্য; ক্রেশ সহ করিবার ক্ষমতা । (৫) অর্কচন্দ্র-বিশিখের - অর্কচন্দ্র
 বাণের । (৬) পাত্র - নদী । (৭) পামর - পাপিষ্ঠ; মীচ । (৮) ঝঞ্ঝনা - বজ্রাঘাতের শব্দ ।

মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর ।
 শর-বৃষ্টি করেন যেমন জলধর ॥
 মারীচের রক্ষা হেতু ভাবে দেবগণ ।
 মারীচ মরিলে নহে সীতার হরণ ॥
 বজ্রবাণ বলি রাম করিল স্মরণ ।
 আসিয়া সে বজ্রবাণ দিল দরশণ ॥
 শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্রের ছড়ুকে ।
 নির্ঘাত পড়িল ছুঁষ্ট মারীচের বৃকে ॥
 বৃকে বাণ বাজিয়া নাটাই (১) যেন ঘুরে ।
 ডানাভাঙ্গা পাখী যেন উড়ে ধীরে ধীরে ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ কাতর ।
 সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর ॥
 বল্ জীব খাইয়া মারীচ লঙ্কাসী ।
 বিবেকে (২) সংসার ত্যজি হইল সন্ন্যাসী ॥
 কহে, যদি মরিতাম বালকের বাণে ।
 কে করিত দহ্যবৃষ্টি, কি করিত ধনে ॥
 শিরে জটা ধরিয়া বাকল পরিধান ।
 শয়নে স্বপনে করে রামময় ধ্যান ॥
 বটবৃক্ষ-তলে তপ কৈল আরম্ভণ ।
 রাম বিনা মারীচের আগে নাহি মন ॥

হেথা যজ্ঞ মূনিরা করিল সমাধান ।
 আশীষ করেন রামে দিয়া দুর্ক্বাধান ॥
 যজ্ঞ অবশেষে যেই ফল-মূল ছিল ।
 খাইতে সে সব ফল দুই ভাইয়ে দিল ॥
 সে রাত্রি বঞ্চে রাম মূনির আশ্রমে ।
 প্রভাতে একত্র হন মূনিগণ ক্রমে ॥
 সভাতে বসিয়া যুক্তি করে সর্বজন ।
 সামান্য মনুষ্য নহে রাম নারায়ণ ॥

যিনি যজ্ঞধর, যজ্ঞ রাখিলেন তিনি ।
 দশরথ-পুণ্যফলে অবতীর্ণ (৪) ইনি ॥
 রাক্ষসের ভয় কর কি কারণ আর ।
 রাক্ষস-বধার্থ হরি স্বয়ং অবতার ॥
 করিলেন যেই পণ জনক ভূপতি ।
 রাম বিনা তাহাতে না হবে অণ্ডে কৃতী (৫) ॥
 বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ রঘুবর ।
 মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ম্বর (৬) ॥
 করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা ।
 হর-ধনু ভাঙ্গিবে যে তারে দিবে সীতা ॥
 কত শত ভূপতি আইসে আর যায় ।
 দেখিয়া হরের ধনু সভয়ে পলায় ॥
 দেখিলাম তোমারে যে বীর বলবান ।
 মনে বুঝি, ধনুক করিবা দুই খান ॥
 শ্রীরাম বলেন, আজ্ঞা কর যে এখন ।
 গ্রহণ করি, তব আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন্ জন ॥
 এ কথা কহেন যদি কৌশল্যা-নন্দন ।
 রামেরে লইয়া যায় সকল ব্রাহ্মণ ॥
 হাতে ধনু করি যায় শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 আগে পাছে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, শুন রঘুবর ।
 আগেতে গমন করি জনকের ঘর ॥
 এ কথা শুনিয়া রাম বলেন তাঁহারে ।
 আগে গিয়া বার্তা (৭) দেহ জনক রাজারে ॥
 বিশ্বামিত্রে দেখিয়া উঠিল সর্বজন ।
 আইস বলিয়া দিল বসিতে আসন ॥
 মূনি বলিলেন, শুন জনক রাজন ।
 তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

(১) নাটাই—ঘুড়ীর স্তম্ভ যাহাতে গুটানো থাকে। (২) বিবেকে—হিতাহিত জানে।
 (৩) সমাধান—শেষ করা। (৪) অবতীর্ণ—উপনীত। (৫) কৃতী—উপযুক্ত। (৬) স্বয়ম্বর—নিমন্ত্রিত
 বিবাহার্থী রাজগণের সভায় স্বয়ং কন্যা কর্তৃক স্বীয় পতি-নির্বাচন উৎসব। [৭] বার্তা—সংবাদ; খবর।

তাড়কারে মারিলেন হেলায় যে জন ।
 অহল্যার করিলেন শাপ-বিমোচন ॥
 কৈবর্তকে তারিলেন স্কৃপা-দর্শনে ।
 তিন কোটি রাক্ষস মরিল যার বাণে ॥
 সেই রাম দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম ।
 লক্ষ্মণ তাঁহার ভাই দুই অনুপম ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা রাজ-সভাজন ।
 কহিল সীতার বর আইল এখন ॥
 আইল সমস্ত লোক করিতে দর্শন ।
 বন্ধু-কর ধরিয়া ধাইল অন্ধ-জন ॥
 সবে বলে, দেখিব লক্ষ্মণ আর রাম ।
 মিথিলার সব লোকে ছাড়ে গৃহ-কাম (১) ॥
 উভ (২) করি বাঙ্কিয়াছে শিরে পঞ্চ বুঁটি ।
 গলাতে নির্মিত মণি-মাণিক্যের কাঁচি ॥
 বিশ্বামিত্র লৈয়া যান জনকের ঘরে ।
 অনুব্রজি (৩) রামেরে লইল সমাদরে ॥
 উল্লাসিত কহেন জনক নৃপবর ।
 আইল সীতার বর এতদিন পর ॥
 বিশ্বামিত্র বলে, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 জনকেরে প্রণাম করহ দুই জন ॥
 গুরুবাক্য-অনুসারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 করিলেন প্রণাম রাজাকে সম্ভাষণ ॥
 আলিঙ্গন দিলেন জনক দৌহাকারে (৪) ।
 ভাসিলেন তখন আনন্দ-পারাবারে (৫) ॥
 মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্রায় ।
 গোলোক ছাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায় ॥
 ধূর্জটি-দুর্জয় ধনু আছে যেই খানে ।
 সভা সহ গেল সেই স্ময়স্বর-স্থানে ॥

হেনকালে জনক বলেন কুতূহলে ।
 সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে ॥
 যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে ।
 সীতা নামে কণ্ঠা আমি সমর্পিব তাঁরে ॥
 এ কথা শুনিয়া রাম কমল-লোচন ।
 ধনুকের সম্মুখে করেন গমন ॥
 হেন কালে সীতাদেবী সহ সখীগণ ।
 অট্টালিকা'পরে উঠি করে নিরীক্ষণ ॥
 জানকী বলেন, সখি, করি নিবেদন ।
 কোন্ জন রাম বা লক্ষ্মণ কোন্ জন ॥
 সীতারে দেখায় সখীগণ তুলি হাত ।
 দুর্বাদল-শ্যাম ওই রাম রঘুনাথ ॥
 রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে ।
 পাছে হে বিরুদ্ধি কর বধিত এ ধনে ॥
 দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে ।
 ধামী করি দেহ, রাম কমল-লোচনে ॥
 বাসনা পূরাও মম দেব গণপতি ।
 হরি-হর সূর্যদেব দেবী ভগবতী ॥
 পিতার দারুণ পণ, রাম তনু-তনু (৬) ।
 কি প্রকারে ভাঙ্গিবেন তিনি হর-ধনু ॥
 সীতার মানস জানি হৈল দৈব-বাণী ।
 পাবে রামে, ভেবোনাকো জনক-নন্দিনী ॥
 দেবতার বাক্য কভু গুণন না হয় ।
 শ্রীরাম-সীতার বিভা কৃষ্ণিবাস কয় ॥

সীতাদেবীর দেবগণের নিকটে বর প্রার্থনা ।

কৃতাঞ্জলি সূচিস্থিতা, প্রার্থনা করেন সীতা,
 শুনহ সকল দেবগণ ।

(১) গৃহকাম—গৃহ-কার্য্য । (২) উভ—উঁচু । (৩) অনুব্রজি—আগ্ বাড়াইয়া । (৪) দৌহাকারে—দুই জনকে । (৫) আনন্দ-পারাবারে—সুখ-সাগরে । (৬) তনু-তনু—তনু (কৃশ) তনু (শরীর) - কাহিল শরীর ।

যদি রাম গুণনিধি, স্বামী করি দেহ বিধি, হরণমুর্ভঙ্গ ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত
তবে হয় কামনা পূরণ। শত্রুরের বিবাহ।

শুন দেব গজানন, আর শুন হতাশন, ধনুকের ঘরে রাম গেলেন যখন।
শুনহ আমার পরিহার (১)। ধনুক তোলহ রাম, বলে সর্বজন ॥

মহেন্দ্র বরুণ কাল, শূণ সব দিকপাল, যত যত রাজা আছে ভাবিল অন্তরে।
মহাদেব করহ নিস্তার ॥ দেখিব কেমনে শিশু ধনুর্ভঙ্গ করে ॥

কাত্যায়নি ভগবতি, করজোড়ে করি স্তুতি, বিন্মিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
পতি দেহ রাম গুণমণি। মূর্ত্তিমান্ ক্ষত্র-তেজ (৮) শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

তুমি শিবা (২) তুমি ধাতা(৩) সকল দেবের মাতা, লক্ষ্মণ বলেন, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
বেদমাতা হরের ঘরণী (৪) ॥ ঘুচাও ধনুক ধরি সবার বিশ্বয় ॥

চণ্ড মুণ্ড আদি যত, বধিলা যে কত শত, শ্রীরাম বলেন, শুন গাধির নন্দন।
দেবগণে করিলা নিস্তার। আজ্ঞা কর করিব কি ধনুক ধারণ ॥

শ্রীরামেরে পতি দেহ, ঘুচাও মনের মোহ, (৫) আজ্ঞা দেন বিশ্বামিত্র সহস্র বদনে।
রাম বিনা গতি নাহি আর ॥ ধনুক ধরেন রাম, দেখে সর্বজনে ॥

কমঠ-কঠোর (৬) ধনু, শ্রীরাম কোমল-ভনু, ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে।
কেমনে তুলিবে শরাসন (৭)। ভাঙ্গিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে ॥

কত শত বীরগণে, না পারিল উস্তোলনে, ধনুকে অর্পিয়া গুণ বলেন মুনিরে।
পিতার দারুণ এই পণ ॥ গ্রাহ করি, যাহা আজ্ঞা করিবা আমারে ॥

সীতার এমন মন, বুঝিলেন দেবগণ, মুনি বলিলেন, রাম, দেখাহ কৌতুক।
আকাশে হইল দেববাণী। মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক ॥

শুন গো জনক-সুতা, না হইও দুঃখযুতা, আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
স্বামী তব রাম গুণমণি ॥ মড় মড় শব্দে ধনুক হৈল দুই খান ॥

ফুলের ধনুক প্রায়, হেলায় তুলিয়া তায়, সভায় সকল লোক হারাইল জ্ঞান।
ভাঙ্গিবেন কৌশল্যা-নন্দন। ত্রিভুবন সঘনে হইল কম্পমান ॥

দেবতাগণের কথা, কভু, না হইবে বৃথা, হইলেন জনক ভূপতি হরষিত।
এই কৃষ্টিবাসের বচন ॥ বাঘ বাজে মিথিলা নগরে অগণিত ॥

গলে বস্ত্র দিয়া রাজা অতি সমাদরে।
একে একে সবাকারে নিমন্ত্রণ করে ॥

(১) পরিহার—নিবেদন; প্রার্থনা। (২) শিবা—মঙ্গলময়ী। (৩) ধাতা—এখানে বিধানকর্ত্রী।
(৪) ঘরণী—স্ত্রী। মোহ—দুঃখ; বিষাদ। (৬) কমঠ কঠোর—কচ্ছপের পিঠের মত কঠিন।
(৭) শরাসন—ধনুক। (৮) ক্ষত্র-তেজ—কৃত্রিয় শক্তি; বীরত্ব।

স্মমন্ত্র ব্রাহ্মণ রামে ল'য়ে গেল ঘরে ।
 স্মমন্ত্রের ব্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে ॥
 কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভাগ্যবতী ।
 মা মা বলিয়া যারে ডাকেন শ্রীপতি ॥
 স্মমন্ত্র মুনির ঘরে রাখিয়া রামেরে ।
 বিশ্বামিত্র গেলেন যে জনকের পুরে ॥
 সীতাদেবী বন্দিলেন মুনির চরণ ।
 আনন্দিত হইল জনক যশোধন (১) ॥
 জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন ।
 সীতার বিবাহ জগ্য কর শুভক্ষণ ॥
 এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন ।
 অমনি আইল যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 মুনি বলিলেন, রাম, এই আমি চাই ।
 বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ দুই ভাই ॥
 শ্রীরাম কহেন, প্রভু, নিবেদি তোমারে ।
 আমা দৌহে ল'য়ে চল অযোধ্যানগরে ॥
 বহুদিন আসিয়াছি তোমার সহিত ।
 বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিস্তিত ॥
 চারি ভাই জন্ম লইয়াছি একদিনে ।
 সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে ॥
 এ চারি ভাতাকে যেই কণ্ঠা দিবে চারি ।
 চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি ॥
 এই বাক্য নিঃসরিলে (২) শ্রীরামের তুণ্ডে ।
 আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কৌশিকের (৩) মুণ্ডে ॥
 দুঃখিত হইয়া মুনি গেলেন তখন ।
 জনকের নিকটে দিলেন দরশন ॥
 জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন ।
 সীতার বিবাহ-দিন কর শুভক্ষণ ॥
 বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ নরপতে ।
 রামের মনস্থ (৪) নহে বিবাহ করিতে ॥

কহিলেন, বহুকাল ছাড়িয়াছি ঘর ।
 বিলম্ব হইলে পিতা হবেন কাঠর ॥
 যে চারি ভাইকে চারি কণ্ঠা সমর্পিব ।
 তাঁর ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিব ॥
 এতক শুনিয়া রাজা নাহি কহে কথা ।
 মনে মনে ভাবে তবে চন্দ্রমুখী সীতা ॥
 এ প্রতিজ্ঞা করেছেন দেব গদাধরে ।
 বিবাহ করিব চারি ভায়ে এক ঘরে ॥
 কুশধ্বজ খুড়ার আছে দুইটা নন্দিনী ।
 ভরত শক্রবর্ত্ত তারে করুন ছামনী (৫) ॥
 উর্শ্বীলা সুন্দরী মম কনিষ্ঠা ভগিনী ।
 তাহারে করুন বিভা লক্ষ্মণ আপনি ॥
 আর কথা কি কহিব, আপনি শ্রীরাম ।
 দাসীরে চরণে রাখি পুরাও মনস্কাম ॥
 শতানন্দ পুরোহিত কহিছে তখন ।
 কেন রাজা হইয়াছ বিচলিত-মন ॥
 তব ঘরে চারি কণ্ঠা হইবে ঘটন ।
 জনক, আমার কথা করহ শ্রবণ ॥
 তোমার কনিষ্ঠ ভাই কুশধ্বজ-নাম ।
 তাঁর দুই কণ্ঠা আছে রূপ-গুণ-ধাম ॥
 তোমার দুহিতা দুই পরমা সুন্দরী ।
 চারি ভাইয়ে সমর্পণ কর কণ্ঠা চারি ॥
 জনক শুনিয়া কথা হরষিত মন ।
 করজোড়ে বিশ্বামিত্রে কহিলো গুণ ॥
 শ্রীরামের যে বাসনা হবে সেই মত ।
 তাহারে জানাও গিয়া সমাচার যত ॥
 হরষিত হইয়া মুনি গাধির কোণ্ডর ।
 বার্ত্তা গিয়া দেন তবে রামের গোচর ॥
 শুন রাম, নাহি দেখি ইহাতে বাধক (৬) ।
 চারি ভায়ে চারি কণ্ঠা দিবেন জনক ॥

(১) যশোধন যশস্বী; কীর্ত্তিশালী। (২) নিঃসরিলে—বাহির হইলে। (৩) কৌশিকের-বিশ্বামিত্রের। (৪) মনস্থ—অভিপ্রেত। (৫) ছামনী—ভ্রতৃষ্টি; এখানে বিবাহ। (৬) বাধক—বাধা।

রাম কহিলেন, প্রভু, নিবেদি চরণে ।
 সব ভাই হেথা নাই, করিব কেমনে ॥
 ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর ।
 বিবাহ করিতে নারি পিতৃ-অগোচর ॥
 আমার বিবাহ দিতে যদি আছে মন ।
 অযোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও একজন ॥
 এতক শুনিয়া কথা গাধির নন্দন ।
 কহিলেন জনকেরে সর্ব বিবরণ ॥
 শুনিয়া ভাবেন রাজা ভাবে গদগদ ।
 বচন-মনের অগোচর এ সম্পদ ॥
 মুনি বলিলেন, শুন জনক রাজন্ ।
 আনিবারে রাজারে পাঠাও একজন ॥
 রাজা বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন ।
 তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যা-ভুবন ॥
 এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে ।
 ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যা-ভুবনে ॥
 এই যশঃ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে ।
 বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 এতক ভাবিয়া মুনি করিল গমন ।
 সিদ্ধাশ্রমে প্রথমতঃ দিল দরশন ॥
 শুধায় সকল মুনি, কি শুনি কৌতুক ।
 রাম নাকি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধনুক ॥
 মুনি বলে, করিবারে সীতার কল্যাণ ।
 শিব-ধনু আপনি হইল ছুই খান ॥
 বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ করিয়া ।
 গঙ্গার কূলেতে মুনি উত্তরিল গিয়া ॥
 গঙ্গা পার হইয়া চলেন মুনিবর ।
 অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর ॥
 অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া ।
 পবনের জন্মভূমি উত্তরেন গিয়া ॥

পবনের জন্মভূমি থুয়ে কত দূর ।
 তাড়কার বনে যান কাঁছে সরঘুর ॥
 করিলেন সরঘুর নীর সংস্পর্শন (১) ।
 দূরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন ॥
 আসিয়া যে মুনিরাজ রামে ল'য়ে গেল ।
 একা মুনি আসিতেছে, রাম না আইল ॥
 এ কথা কহিল গিয়া দশরথ-প্রতি ।
 বজ্রপাত মত জ্ঞান করেন ভূপতি ॥
 কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন ।
 রামে না দেখিয়া কহে কাতর বচন ॥
 একা যে আইল মুনি, রাম মোর কোথা ।
 হইল প্রত্যক্ষ (২) বুঝি অন্ধকের কথা ॥
 কোথা রাম, কোথা বা লক্ষ্মণ গুণনিধি ।
 দরিদ্রে দিয়া নিধি হরিলেন বিধি ॥
 যজ্ঞরক্ষা হেতু ল'য়ে গেলা নিজ-বাস ।
 ছলেতে (৩) করিলা মুনি মম সর্বনাশ ॥
 রাক্ষস বধের হেতু লইয়া কুমার ।
 কে জানে বধিবা মুনি পরাণ আমার ॥
 বার্তা পেয়ে আইল রাজার যত রাণী ।
 ডম্বুর হারায় যেন ফুকারে বাধিণী ॥
 কৌশল্যা হুমিত্রা রাণী হাহাকার করে ।
 প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যানগরে ॥
 বার বৎসরের রাম তের নাহি পুরে ।
 হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে ॥
 আকুল হইলা রাজা অজের কুমার ।
 বিশ্বামিত্র ভাবিলেন এ কি চমৎকার ॥
 রাজারে বুঝায় যত পাত্রমিত্রগণ ।
 হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ॥
 বশিষ্ঠ বলেন, কহ গাধির নন্দন ।
 রামের মঙ্গল শুনি জুড়াক জীবন ॥

(১) সংস্পর্শন—স্পর্শ । (২) প্রত্যক্ষ—সাক্ষাৎ ; এখানে সার্থক । (৩) ছলেতে—চালাকি করিয়া ।

এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন ।
 ভাল-মন্দ না শুনিয়া কাজ কি কারণ ॥
 বশিষ্ঠ বলেন, মুনি, কহ কি আশ্চর্য্য ।
 রামে না দেখিয়া কারো মনে নাহি দৈর্ঘ্য ॥
 রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন ।
 রাম বিনা অন্ধকার অযোধ্যা ভুবন ॥
 লোটায়ে পড়েন রাজা মুনি-পদতলে ।
 কোথা রাম কোথা লক্ষ্মণ এই সদা বলে ॥
 বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ যশোধন ।
 পুত্রের বিক্রম-কথা করহ শ্রবণ ॥
 তাড়কাকে মারিলেন কৌশল্যা-নন্দন ।
 অহলাকে করিলেন শাপে বিমোচন ॥
 কৈবর্তকে করিলেন কৃতার্থ শ্রীরাম ।
 রাক্ষস মাঝিয়া পূর্ণ করিলেন কাম (১) ॥
 জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ ।
 তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ ॥
 শঙ্করের ধনুক করিয়া ছই খান ।
 লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান ॥
 চারি কন্যা দিবেন জনক চারি ভায়ে ।
 চল মহারাজ শীঘ্র ছই পুত্র ল'য়ে ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ-বিহ্বলে ।
 প্রগতি করেন মুনি-চরণ-কমলে ॥
 অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাড়া ।
 লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে, লক্ষ লক্ষ ঘোড়া ॥
 নানারূপে রথ সাজে অতি সুশোভন ।
 ডাকিয়া আনিল রাজা ভারত-শত্রুঘন ॥
 হরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ ।
 অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন ॥

অগ্রে রথে চড়িলেন যাতক ব্রাহ্মণ ।
 চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ ॥
 বলেন কৌশল্যাদেবী স্মিত্রাদেবীরে ।
 না পাই হরিদ্রা দিতে রামের শরীরে ॥
 স্মিত্রা বলেন, দিদি, কেন ভাব আর ।
 রামের নামেতে করি মঙ্গল-আচার ॥
 লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে ।
 চক্রবর্তী (২) চলিলেন সৈন্য চতুরঙ্গে ॥
 রায়বার (৩) পড়ে ভাট, (৪) বেদ বিপ্রগণ ।
 মিথিলার এবে কিছ শুন বিবরণ ।
 সীতারূপে লক্ষ্মী অয়ং তথায় জন্মিল ।
 মিথিলানগর ধনে পূর্ণিত হইল ॥
 দ্রুত-দ্রুত জনক করিল সরোবর ।
 স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর ॥
 চাল রাশি রাশি স্মিষ্টান্ন কাঁড়িকাঁড়ি ।
 স্থানে স্থানে রাখে রাজ লক্ষ লক্ষ ঠাঁড়ি ॥
 হেথা সৈন্যগণ ল'য়ে অজের নন্দন ।
 সরয় নদীর তীরে দিলা দর্শন ॥
 সরয় নদীতে রাজা করি স্নান-দান ।
 মিষ্টান্ন ভোজন করে, মিষ্ট জল পান ॥
 হরিতে সরয় নদী উত্তীর্ণ হইয়া ।
 তাড়কার বনমাঝে প্রবেশিল গিয়া ॥
 বিশ্বামিত্র বলে, শুন অজের নন্দন ।
 এই বনে তাড়কা হইল নিপাতন (৫) ॥
 শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন ।
 তাড়কা দেখিব প্রভু, তাড়কা কেমন ॥
 তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ ।
 পঞ্চাশ যোজন আছে আগুলিয়া পথ ॥

(১) কাম—ইচ্ছা ; বাসনা ; (২) চক্রবর্তী—বহুবিশ্রুত রাজ্যের রাজা ; সম্রাট । (৩) রায়বার—
 স্তুতিগান । (৪) ভাট—বংশ চরিত-কাঁঠনকারী স্তুতি পাঠক । (৫) নিপাতন—বিনাশ ।

তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন মনে ।
 ইহারে বালক রাম মারিল কেমনে ॥
 তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া ।
 পবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া ॥
 পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া ।
 অহল্যার আশ্রমেতে উত্তরিল গিয়া ॥
 অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া ।
 গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া ॥
 যে কৈবর্ত্ত শ্রীরামেরে পার করেছিল ।
 সে রাজার নাম শুনি নৌকা মাজাইল ॥
 নৌকাতে হইল পার যত সৈন্যগণ ।
 সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন যশোধন ॥
 ভূপতি বলেন, মুনি, নিবেদন করি ।
 কত দূর আছে আর মিথিলানগরী ॥
 বিশামিত্র বলেন, শুনহ নৃপবর ।
 আছে আর তিন ক্রোশ মিথিলানগর ॥
 মুনিপত্নী সবে বলে, রাজা পূর্ণকাম ।
 যাঁহার ঔরসে জন্ম লইলেন রাম ॥
 সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাৎ করিয়া ।
 মিথিলার সন্নিকটে দেখিলেন গিয়া ॥
 আছাদিত প্রজা সব আর সৈন্যগণ ।
 নানাজাতি অস্ত্র খেলে বাজায় বাজন ॥
 দূত গিয়া বার্তা দিল জনক রাজারে ।
 অনুব্রজি লও রাজা অজের কুমারে ॥
 রথ হৈতে নামিলেন অযোধ্যার পতি ।
 করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি ॥
 জনক বলেন, রাজা যদি দয়া কর ।
 তব চারি পুত্রে দেই চারিটি তনয়া ॥
 দশরথ বলিলেন, শুন হে জনক ।
 সম্বন্ধ হইল স্থির, তবে কি বাধক ॥

উভয়ে হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ ।
 বিদায় হইয়া রাজা করেন গমন ॥
 যেই ঘরে বসিয়া আছেন রঘুবীর ।
 সেই ঘরে চলিলেন দশরথ ধীর ॥
 পিতার আদেশ পেয়ে হইয়া বাহির ।
 বন্দিলেন পিতৃ-পদদ্বয় রঘুবীর ॥
 লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া পিতার চরণ ।
 রামের চরণ বন্দে ভারত-শক্রঘণ ॥
 লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া ভারতে তখন ।
 শক্রের আসিয়া বন্দে সোদর লক্ষ্মণ ॥
 চারি ভ্রাতা পরম্পরে করে আলিঙ্গন ।
 স্থখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন ॥
 ঘাটেতে উতরে কেহ, উতরে বা মাঠে ।
 কেহ পাক করি খায় সরোবর ঘাটে ॥
 খাও খাও লও লও এই শব্দ শুনি ।
 অম্নে পরিপূর্ণ যেন হইল ধরণী ॥
 গেলেন বিশিষ্ট মুনি জনকের ঘর ।
 সভা করি বসেছেন জনক নৃপবর ॥
 বিশিষ্টে দেখিয়া রাজা করে অভ্যর্থনা ।
 পাণ্ডু অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আসন ॥
 কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন ।
 সীতার বিবাহ-লগ্ন কর শুভক্ষণ ॥
 বিশিষ্ট সভার মধ্যে জ্যোতিষ (১) মেলিল ।
 পুনর্ব্বক্ষ কৰ্কটেতে কন্যা লগ্ন হইল ॥
 তাহাতে বিবাহ-বিধি হইল ঘটন ।
 স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন ॥
 সে লগ্ন (২) করিল যে যত বন্ধুগণ ।
 স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ ॥
 স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে (৩) ।
 কেমনে মরিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে ॥

(১) জ্যোতিষ—গ্রহাদির গতি দ্বারা ত্তাত্ত নির্ণায়ক শাস্ত্র । (২) লগ্ন—সূর্য্যের অঙ্ক বাশিতে গমন বা সংক্রমণের সময় । (৩) কালান্তরে—কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ কালে ।

করহ মন্ত্রণা, এই বলি সারোদ্ধার ।
 লগ্ন ভ্রষ্ট কর গিয়া শ্রীরাম-সীতার ॥
 নষ্টক হইয়া তবে যাও শশধর ।
 নৃত্য কর গিয়া তুমি জনকের ঘর ॥
 তব নৃত্য দেখিলে ভুলিবে সর্ব জন ।
 অতীত হইবে তবে কর্কট লগ্ন ॥
 শুভলগ্ন করিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর ।
 বাক্তা ল'য়ে দিলেন যে ভূপতি-গোচর ॥
 আনন্দিত হইলেন অঞ্জের নন্দন ।
 আয়োজন করিলেন সর্ব আভরণ ॥
 ভারে ভারে দধি দুগ্ধ, ভারে ভারে কলা ।
 ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজ্জ্বলা ॥
 সন্দেশের ভার ল'য়ে গেল ভারিগণ (১) ।
 অধিবাস (২) করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ ॥
 সভা করি বসেছেন জনক ভূপতি ।
 সেইখানে গেলেন বশিষ্ঠ মহামতি ॥
 দ্রব্যের যতক ভার এড়িলেক গিয়া ।
 বসেন বশিষ্ঠ কুশ-আসন পাতিয়া ॥
 ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিধান ।
 উপরেতে আশ্রয়শাখা নীচে দুর্বা-ধান ॥
 বেদ-ধ্বনি করিতে লাগিলা দ্বিজগণ ।
 সীতারে আনিল দিয়া নানা আভরণ ॥
 বসিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে ।
 বেদমন্ত্রে দিল গন্ধ সীতার ললাটে ॥
 চারি জনের অধিবাস করিল তখন ।
 বস্ত্র পরাইল আর নানা আভরণ ॥
 জল-ধারা দিয়া কণ্ঠা লইলেক ঘরে ।
 জনক ভূপতি সর্ব দ্রব্য ব্যয় করে ॥

অধিবাস দ্রব্য লৈয়া চলিল ব্রাহ্মণে ।
 শ্রীরামের অধিবাস করে সর্বজনে ॥
 বশিষ্ঠ কহেন, দশরথে সম্বোধিয়া ।
 চারি জনের কর অধিবাস-ক্রিয়া ॥
 রাজা বলে, শুনহ বশিষ্ঠ তপোধনে ।
 যজ্ঞোপবীত নাহি হয় চারিটি নন্দনে ॥
 ক্ষৌর কস্ম করিলেন চারিটি নন্দনে ।
 আর যজ্ঞোপবীত হইল চারি জনে ॥
 রামচন্দ্র বসিলেন বাপের নিকটে ।
 চন্দন দিলেন চারি পুত্রের ললাটে ॥
 চারি জনের অধিবাস করিল রাজন ।
 বসন পরায়ে দিল নানা আভরণ ॥
 নান্দীমুখ করিলেন যেমন বিধান ।
 নান্দীমুখ উপলক্ষ্যে করিলেন দান ॥
 কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত দাসী লৈয়া ।
 আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয়া ॥
 হরিদ্রা মাথায় চারি বরে কুতূহলে ।
 অঙ্গ্রেতে পিঠালি (৩) দিল সখীরা সকলে ॥
 তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে ।
 বাঙ্কিল মঙ্গল-সূতা (৪) তাঁহাদের করে ॥
 মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারি জন ।
 দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন ॥
 বাঙ্কিল অপূর্ব পাগ (৫) মস্তকমণ্ডলে ।
 মনোহর মুক্তাহার শোভে বক্ষঃস্থলে ॥
 অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল, বাহুতে কঙ্কণ ।
 কর্ণেতে কুস্তল দিল সূর্য্যের কিরণ ॥
 দিব্য বস্ত্র পরিধান ভাই চারিজন ।
 অপর অঙ্গ্রেতে দিল নানা আভরণ ॥

(১) ভারিগণ—ভারবহন-কারীরা । (২) অধিবাস—শুভকার্য্যাদির পূর্কানুষ্ঠান । (৩) পিঠালি—চাল বাটা ।
 (৪) মঙ্গল-সূতা—বিবাহের সময়ে বর-কণ্ঠার হস্তে দুর্বার সতিত বদ্ধ হরিদ্রারঞ্জিত সূত্র । (৫) পাগ—
 তাল ; টুপী ।

ক্ষত্রিয় বিবাহ করে চতুর্দোলোপরে ।
 সাজাইতে চতুর্দোল (১) কহে নৃপবরে ॥
 চতুর্দোল সাজাইল অতি সে রূপস (২) ।
 উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণ-কলস ॥
 চারি দিকে দিল নানা সুবর্ণের বারা (৩) ।
 ঝলমল করে গজ-মুকুতার ঝারা ॥
 গঙ্গাজলি (৪) চামর দিলেক ঠাই ঠাই ।
 চতুর্দোল সাজাইল, হেন আর নাই ॥
 আপনার সুসাজ করেন দশরথ ।
 পরিধান পরিচ্ছদ যত মনোমত ॥
 রথোপরে চড়িলেন হাতে ধনুঃশর ।
 শুভযাত্রা করিলেন সানন্দ-অস্তর ॥
 ভাটে রায়বার পড়ে, নাচে নটগণ (৫) ।
 বাজনা বাজায় কত না যায় গণন ॥
 দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা ।
 চতুর্দোলে আরোহণ করে চারি জনা ॥
 ঢাক ঢোল বাজিতেছে ডম্ব কোটি কোটি ।
 চারিদিকে উঠিল বীণার ছটছটি ॥
 কত ঠাই বাজিতেছে জোড়া জোড়া সানি ।
 কাশী বাঁশী যত বাজে নিয়ম (৬) না জানি ॥
 ঢালী পাইক যায় সে খাঁড়ার চিকিমিকি ।
 কত শত অপরোহী কত বা ধানুকী ॥

চন্দ্র নৃত্য করিছেন জনক-সভায় ।
 হেন কালে দশরথ গেলেন তথায় ॥
 অনুরাজি লইলেন তাঁহারে জনক ।
 দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক ॥
 প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি ।
 ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি ॥

চন্দ্র-নৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্ব জন ।
 তাহে, মগ, কোথা লগ্ন কে করে গণন ॥
 আগে আইলেন রাম, পশ্চাতে লক্ষ্মণ ।
 শতানন্দ বলে, কণ্ঠা কর সমর্পণ ॥
 ভাল মন্দ কেহ কারো না শুনে বচন ।
 অগীত হইল লগ্ন, সবে বিস্মরণ ॥
 ল'য়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে ।
 চারি ভাই বৈসে ছায়া-মণ্ডপের (৭) তলে ॥
 প্রণাম করেন সবে সকল ব্রাহ্মণে ।
 বরণ করিল রামে বসন-চন্দনে ॥
 নারীগণে করিলেক বরণ বিধান ।
 পায়ে দধি দিলেন মাথায় দুর্বা-ধান ॥
 বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ ।
 ছুই পুরোহিত করে কথোপকথন ॥
 শতানন্দ বলেন, বশিষ্ঠ মহাশয় ।
 সূর্য্য-বংশ কি প্রকার দেহ পরিচয় ॥
 বশিষ্ঠ বলেন, মুনি, হবে বোধাবুঝি ।
 কহ দেখি তুমি চন্দ্র-বংশের কুলজী (৮) ॥
 শতানন্দ মুনি বলে, সভার ভিতর ।
 শুন চন্দ্র-বংশের বিস্তার মুনিবর (৯) ॥
 দেবানুগেরে মন্থন করিল সিদ্ধু-নীর ।
 তাহে লক্ষ্মী জগন্মাতা হইল বাহির ॥
 সাগর মথনেতে জন্মিল শশধর ।
 চন্দ্র নাম হইল তাঁহার মনোহর ॥
 হইল চন্দ্রের পুত্র বৃধ মতিমান (১০) ।
 পুরুরবা নামে তাঁর হইল সন্তান ॥
 পুরুকৃষ্ণ নামে হৈল তাঁহার কুমার ।
 শতাবর্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার ॥

(১) চতুর্দোল—চারিজন বাহিত ঘোলা ; চৌদোলা । (২) রূপস—সুন্দর । (৩) বারা—টাছোয়া ।
 (৪) গঙ্গাজলি—গঙ্গাজলের বর্ণের তায় । (৫) নটগণ—নর্তক সকল । (৬) নিয়ম—নির্ধারণ । (৭)
 ছায়া-মণ্ডপ—ছান্দাতলা । (৮) কুলজী—বংশাবলী ; কুলের পরিচয় । (৯) চন্দ্রবংশীয় রাজগণের
 পুত্রানুক্রমিক নাম ৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য । (১০) মতিমান—সুধী ; পণ্ডিত ।

আৰ্য্যাবর্ত নামে হৈল তাঁহার তনয় ।
 সেপদী নামেতে তাঁর পুত্র মহাশয় ॥
 বাণ নামে পুত্র হৈল জানে সৰ্বজন ।
 রেত নামে তাঁর পুত্র অতি বিচক্ষণ ॥
 ধ্রুব নামে তাঁর পুত্র বিদিত ভূতলে ।
 স্বর্গ নামে পুত্র তাঁর সর্বলোকে বলে ॥
 পুত্র স্বর্গ রাজার সে সর্বনামধর ।
 হৈহয় নামেতে তাঁর পুত্র মনোহর ॥
 হৈহয়ের নন্দন অর্জুন নাম ধরে ।
 নিমি নামে তাঁর পুত্র তুলনা অমরে ॥
 নিমির কীর্তিতে ব্যাপ্ত সকল সংসার ।
 মিথি নামে তাঁহার যে হইল কুমার ॥
 সকলে মিলিয়া তার মথিল শরীর ।
 তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর ॥
 সেই বসাইল এই মিথিলা নগর ।
 জনক কুশধ্বজ হৈল তাঁহার কোঙর ॥
 বশিষ্ঠ রলেন, শুনিলাম বিবরণ ।
 আমি কথা কহি তবে তাহে দেহ মন ॥
 আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন (১) ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥
 তিন পুত্র হৈল তনয়া এক জানি ।
 সকলে তাঁহার নাম রাখিল কন্দিনী ॥
 জরৎকার মুনিপুত্র নারদ বীণাপাণি ।
 তাঁহাকে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥
 সবে গীত গায়, নারদ বাজায় বেণু (২) ।
 তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তাঁর ভানু ॥
 তাঁহাকে বিবাহ দিল জমদগ্নি বরে ।
 এক অংশে নারায়ণ জন্মে তাঁর ঘরে ॥
 ব্রহ্মার সমীপে তাঁর পড়িলেক বীচ ।
 তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মরীচ ॥

মরীচের পুত্র হৈল নামেতে কশ্যপ ।
 তাঁহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড-প্রগল্ব ॥
 সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর ।
 মনুর নামেতে সর্ব ব্যাপিল সংসার ॥
 মনুর হইল পুত্র সুষেণ নামেতে ।
 প্রসেন তাঁহার পুত্র বিদিত জগতে ॥
 প্রসেনের পুত্র যুবনাশ্ব নাম ধরে ।
 রাজা হয় যুবনাশ্ব অযোধ্যানগরে ॥
 যুবনাশ্ব রাজার কহিব কিবা কথা ।
 তাঁহার জন্মিল পুত্র নাম যে মাক্ষাত্ত ॥
 মাক্ষাত্তর পুত্র হৈল মুচুকুন্দ নাম ।
 গুণধাম (৩) ধুকুমার তাঁর পুত্র নাম ॥
 তাঁহার হইল পুত্র ইলা নাম ধরে ।
 তাঁর পুত্র শত্রুবর্ত অযোধ্যানগরে ॥
 আৰ্য্যাবর্ত নামে তাঁর হইল নন্দন ।
 ভারত তাঁহার পুত্র যানে সর্বজন ॥
 ভারত রাজার আর কি কব আখ্যান ।
 য়ার নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ ॥
 তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি ।
 বশিষ্ঠ পুরোধা (৪) য়ার স্তম্ভ সারথি ॥
 তাঁহার ভূপর নামে হইল নন্দন ।
 খাণ্ড নামে তাঁর পুত্র অযোধ্যাভূষণ ॥
 হইল খাণ্ডের বেটা দণ্ড নাম ধরে ।
 সে প্রজার কামিনীকে পীড়াদান করে ॥
 তার পুত্র হইল হারীত নাম ধরে ।
 হরিবীজ তাঁর পুত্র বিদিত সংসারে ॥
 হরিবীজ রাজা করে পরম আনন্দ ।
 তাঁহার হইল পুত্র নাম হরিশ্চন্দ্র ॥
 য়ার দান লইলেন গাধির নন্দন ।
 নিকাইয়া আপনি যে শুভিল কাঞ্চন ॥

(১) নিরঞ্জন—পরব্রহ্ম । (২) বেণু—বীণা ; এখানে বীণা । (৩) গুণধাম—গুণাকর । (৪) পুরোধা—পুরোহিত ।

হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করে পূর্ণ অভিলাষ ।
 তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস ॥
 সে রুহিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্জয় ।
 ত্রিশঙ্কু তাঁহার পুত্র যিনি তপোময় ॥
 তাঁর পুত্র রুদ্ৰাঙ্গদ অযোধ্যানিবাসী ।
 দ্বাদশ বৎসরকাল করে একাদশী ॥
 রুদ্ৰাঙ্গদ জন্মাইল ধার্মিক তনয় ।
 তাঁর পুত্র হইল মরুত মহাশয় ॥
 অনরণ্য তাঁর বেটা জানে সর্বজন ।
 তাঁহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ ॥
 তাঁহার হইল পুত্র বাহু নৃপবর ।
 শিব-ভক্ত তাঁর পুত্র হইল সগর ॥
 অসমঞ্জ নামে তাঁর হইল নন্দন ।
 তাঁর বেটা অংশুমান্ ধর্ম-পরায়ণ ॥
 অংশুমান্ রাজ্য করিয়া কোতুকে ।
 মরিলেন, তাঁর বংশ আর নাহি থাকে ॥
 ভগীরথ তাঁর বেটা অযোধ্যানগরে ।
 গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেব দৈত্র্য নরে ॥
 বিতপত নামে তাঁর হইল নন্দন ।
 বিকর্ণ তাঁহার পুত্র অযোধ্যা-ভূষণ ॥
 তাঁহার হইল বেটা অমর্ষি রাজন্ ।
 দিলীপ তাঁহার বেটা জানে সর্বজন ॥
 দিলীপের সূত রঘু বড় বলবান্ ।
 রঘু-বংশ বলি গাঁর বংশের আখ্যান ॥
 রঘুর তনয় অঙ্গ পিতার সমান্ ।
 তাঁর পুত্র দশরথ দেখ বিচ্যমান ॥

দশরথ রাজা শৌর্য-বীর্য-গুণধাম ।
 তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ধার্মিক শ্রীরাম (১) ॥
 এতক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকৈ ।
 শুনি শতানন্দ মুনি হাত দিল নাকৈ ॥
 গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন ।
 তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ ॥
 দশরথ বলিলেন জনক রাজারে ।
 শরণ লইনু দিয়া এ চারি কুমারে ॥
 দুই রাজা উঠি তবে কৈল সন্তাষণ ।
 কন্যা আন কন্যা আন বলে বন্ধুগণ ॥
 হেন বেশ-ভূষণ পরায় সখীগণ ।
 যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন ॥
 সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী ।
 তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী ॥
 চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ ।
 চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ ॥
 কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দূর ।
 বাল সূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রহর ॥
 নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে ।
 পাটের পাছড়া (২) দিল সকল শরীরে ॥
 চঞ্চল নয়নে কিবা কঙ্কলের রেখা ।
 কামের কাম্মুক (৩) যেন গুণ যায় দেখা ॥
 গলায় তাঁহার দিল হার ঝিলিমিলি ।
 বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি ॥
 উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময় ।
 সূবর্ণের কর্ণ-ফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥

(১) সূর্য্যবংশীয় রাজগণের পুত্রাক্রমিক নাম মূল বাণীকি রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—ব্রহ্মা, মরীচি; কশ্যপ, বিবশ্বান. মনু, ইক্ষাকু, কুক্কি, বিকুক্কি, বাণ; অনরণ্য, পৃথু, ত্রিশঙ্কু ধুঙ্কমার, যুবনাথ, মাক্ধাতা, সুসঙ্কি, ধ্রুবসঙ্কি ও প্রসেনজিৎ, ধ্রুবসঙ্কি-পুত্র ভরত, অসিত, সগর, অসমঞ্জ. অংশুমান্, দিলীপ. ভগীরথ. ককুৎস্থ. রঘু, প্রবুদ্ধ শঙ্খান্, সুদর্শন, অগ্নিবর্গ, শীঘ্রগ, মরু, প্রশুঙ্কক, অধরীষ, নহুষ. যযাতি নাভাগ, অজ. দশরথ, দশরথ-পুত্র শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণ ভরত ও শক্রয়। (২) পাছড়া—চাদর। (৩) কাম্মুক—ধনু।

দুই বাহু শাশ্বেতে শোভিল বিলক্ষণ ।
 শাশ্বেত উপর সাজে সোনার করুণ ॥
 বসন পরায় তাঁরে সুন্দর প্রচুর ।
 দুই পায়ে দিল তাঁর বাজন-নুপুর ॥
 সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী ।
 চারিদিকে জালি দিল সোহাগের বাতি ॥
 চারি ভগিনীতে বেশ করি বিলক্ষণ ।
 তখন মণ্ডপে (১) গিয়া দিল দরশন ॥
 পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতা নমস্কার করে ।
 প্রদক্ষিণ সাত বার করিল রামেরে ॥
 অন্তঃপট (২) ঘুচাইল যত বন্ধুগণ ।
 সীতা-রামে পরস্পর হৈল দরশন ॥
 সীতা-রাম-সম্মিলন অপূর্ব বাখানি ।
 লক্ষ্মী-নারায়ণ দৌহে হয়েছে মেলানি ॥
 জলধারা দিয়া সবে কণ্ঠা নিল পরে ।
 শোয়াইল জানকীরে অক্ষকার ঘরে ॥
 বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ ।
 আসিয়া করুন রাম যষ্টীর পূজন ॥
 হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন ।
 সীতার হাত ধরি তোল, বলে বন্ধুজন ॥
 তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী ।
 পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমনি ॥
 করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি ।
 হাতে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি ॥
 স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পেয়ে ।
 কেহ বলে হাতে ধরে, কেহ বলে পায়ে ॥

পূর্বাপর (৩) বরকণ্ঠা আইল দুই জনে ।
 রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে ॥
 কণ্ঠাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে ।
 পঞ্চহরীতকী দিয়া পরিহার (৪) করে ॥
 বহু দাস দাসী রাজা দিল কণ্ঠা-বরে ।
 জলধারা দিয়া কণ্ঠা-বর লৈল ঘরে ॥
 রাজরাণী গিয়া পরে করিল রক্ষন ।
 কণ্ঠা-বর দুই জনে করিল ভোজন ॥
 সাজায় বাসর-ঘর (৫) যত সখীগণ ।
 রাম-সীতা তাহাতে রহেন দুই জন ॥
 উন্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ ।
 মাণ্ডবীর সহিত ভরত বিচক্ষণ ॥
 শ্রুতকীর্তি সহিত আছেন শক্রঘন ।
 এইরূপে বাসর বঞ্চিল চান্দিজন ॥
 সানন্দ হইল সব মিথিলা ভুবন ।
 রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ ॥
 পরিহাস করে সবে রামের সহিত ।
 তুমি যে জানকী-পতি (৬) এ নহে উচিত ॥
 এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল ।
 সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল ॥
 হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর ।
 সুন্দরীর সহবাসে (৭) হইব সুন্দর ॥
 পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান ।
 স্ত্রীরামের চরণে মঞ্জিল মনঃ-প্রাণ ॥
 পুনশ্চ বলেন রাম কমল-লোচন ।
 আমা হতে স্ত্রী বটে অনুজ লক্ষ্মণ ॥

(১) মণ্ডপ—গৃহ । (২) অন্তঃপট—পরদা ; আচ্ছাদন বস্ত্র । (৩) পূর্বাপর—এখানে পেছনে পেছনে । (৪) পরিহার—সমর্পণ । (৫) বাসর-ঘর—বিবাহান্তে বর-কণ্ঠার অবস্থানের ঘর । (৬) জানকী-পতি—জানকী-পতি শব্দটি এখানে দুই প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । জনক রাজার কণ্ঠা বলিয়া সীতার নাম জানকী, তাহার পতি ; পক্ষান্তরে জানকী শব্দের অর্থ ভগিনী । জনক (পিতা) ঋ (অপত্য অর্থে) জীলিঙ্গে ঙৈ, জানকী । এখানে সখীগণ রামচন্দ্রকে জানকী শব্দের অপব্যর্থ ভগিনীর স্বামী বলিয়া বহস্ত করিল । (৭) সহবাসে—একত্র অবস্থানে ।

পরিহাস বুঝিয়া বলিবামাত্র ধায় ।
 রামে এড়ি লক্ষ্মণের ঠাই তবে যায় ॥
 যেখানে বসিয়া আছে অমুজ লক্ষ্মণ ।
 সেখানে চলিয়া যায় যত সখীগণ ॥
 অগ্রজ যেমন তাঁর অমুজ তেমন ।
 ভুলিল রামেরে, তারা হেরিয়া লক্ষ্মণ ॥
 গলে বস্ত্র দিয়া কহে লক্ষ্মণ গুণমণি ।
 রামে পরিহাস করে সে মোর জননী ॥
 লজ্জায়ুক্ত হইয়া ত যত সখীগণ ।
 পুনর্ব্বার গেল যথা আছেন নারায়ণ ॥
 এইরূপে চারি স্থানে করি দর্শন ।
 মানিল কামিনীগণ সফল নয়ন ॥
 চারি ভাই তুল্য চারি লইয়া সুন্দরী ।
 নানা স্থখে কৌতুকে বঞ্জন বিভাবরী (১) ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান ।
 সীতা-রাম-পরিণয় আদিকাণ্ডে গান ॥

পরশুরামের দর্প চূর্ণ ।

প্রভাত হইল রাত্রি, উদিত তপন
 সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ ॥
 বাজিল আনন্দ-বাণ জনক-ভবনে ।
 বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে ॥
 জনক বলেন অতি হইয়া কাতর ।
 রাম-সীতা রাখি যাও একটি বৎসর ॥
 হাসিয়া বলেন তবে অজের নন্দন ।
 শরীর লইয়া যাব রাখিয়া জীবন ॥
 বলেন জনক রাজা, শুন হে রাজন ।
 সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন ॥
 ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি ।
 আয়োজন করিলেন জনক ভূপতি ॥

(১) বিভাবরী—রাত্রি । (২) ভোজনাবশেষে—খাওয়ার পর । (৩) অশুভ-বিধান—অমঙ্গল ঘটন ।

রাজা রাণী ঘরে গিয়া দেখেন রক্ষন ।
 সূক্ষ্ম অন্ন সহ আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
 স্নান করি আসিয়া সকল প্রজাগণ ।
 আনন্দিত হইয়া সবে করেন ভোজন ॥
 ভোজন করেন রাম পরম হরিষে ।
 দধি দুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষে (২) ॥
 স্নতপ্ত হইল রাজা, করে আচমন ।
 কর্পূর-তাম্বুলে করে মুখের শোধন ॥
 সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ব্ববৎ ।
 প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরথ ॥
 রাম-সীতা চতুর্দোলে করি আরোহণ ।

দীন-দ্বিজ-দুঃখীরে করেন বিতরণ ॥
 ভাটে রায়বার পড়ে, বেদ দ্বিজগণ ।
 মুনিগণ পাঠ করে স্মৃত্তিক বচন ॥
 দিব্যবস্ত্র পরিধান মাথায় টৌপর ।
 দুর্বাদল-শ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর ॥
 তিন ভ্রাতা চাপিলেন তিন চতুর্দোলে ।
 পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে ॥
 দেব-রথে চড়িলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ।
 কিন্তু চতুর্দিকে রাজা দেখে অলক্ষণ ॥
 রাজা বলিলেন, শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ।
 চারিদিকে দেখি কেন এত অলক্ষণ ॥
 কি জানি কেমন হবে বিপদ ঘটন ।
 বশিষ্ঠ বলেন, শুন অজের নন্দন ।
 চারিদিকে চারি পুত্র দেখ বিষ্ণুমান ।
 কে করিতে পারে তব অশুভ-বিধান (৩) ॥
 বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ ।
 পরশুরামের চিন্তে লাগিল তরাস ॥
 মিথিলাতে শুনি কেন বাছুর বাজন ।
 সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোন জন ॥

মনে মনে যুক্তি করে সেখা মূনিবর ।
 হোথা রাজা বিদায় করেন কণ্ঠা-বর ॥
 লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন-কমলে ।
 জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে ॥
 করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন ।
 বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ ॥
 শশুর-শাশুড়ী প্রতি রাখিও স্মৃতি ।
 রাগ দ্বেষ অমুয়া (১) না ক'রো কারো প্রতি ॥
 সুখ-দুঃখ না ভাবিও যে আছে কপালে ।
 স্বামি-সেবা সতি, না ছাড়িও কোনকালে ॥
 ঝিয়রী বহুরী সব আসিয়া তখন ।
 গলায় ধরিয়া সব জুড়িয়া ক্রন্দন ॥
 আমা সবা এড়িয়া কি চলিলা জানকী ।
 আর কি হইবে দেখা সীতা চন্দ্রমুখি ॥
 করিলেন রাম-সীতা বিদায় জনক ।
 দ্বিজেরে দিলেন দান সহস্রসংখ্যক ॥

হেনকালে জামদগ্ন্য (৫) হাতেতে কুঠার ।
 রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার ॥
 খড়গ চর্ম্ম ধনুঃ-শর শরীরে গ্রথিত (৩) ।
 ভীমবেশে ভার্গব (৪) হইল উপস্থিত ॥
 মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মূনির ।
 দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর ॥
 এক হাতে ধরি রামে, অপরে লক্ষ্মণে ।
 মূনির চরণে রাজা দিল সেইক্ষণে ॥
 মূনি বলে, দশরথ, বলি হে তোমারে ।
 ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে ॥
 দশরথ বলেন, আমার পুত্র রাম ।
 গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধনুখান ॥

মহাকোপে জলিয়া বলেন ভৃগুরাম ।
 মম সম করি রাখিয়াছ পুত্র-নাম ॥
 আমি ত পরশুরাম বিদিত ভূতলে ।
 হেন জন আছে কে যে রাম নাম বলে ॥
 একথা শুনিয়া রাম বলেন বচন ।
 দোষ ক্ষমা কর প্রভু, তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥
 বলেন পরশুরাম, আরক্ত নয়ন ।
 তুচ্ছ জ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥
 নিঃক্রিয় ভূমি করি তিন-সাতবার ।
 রক্ত-নদী বহাইল আমার কুঠার ॥
 সমস্ত পৃথিবী করি কশ্যপেরে দান ।
 তপস্বী ব্রাহ্মণ বলি কর অপমান ॥
 আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই ।
 তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই ॥
 ভূপতি বলেন, ভয়ে কম্পিত শরীর ।
 বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর ॥
 রুষিয়া কহেন বীর স্মিত্রা-কুমার ।
 কথায় কি ফল, কর বীরের আচার ॥
 ক্রিয়-বিনাশ তুমি করেছ যখন ।
 তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 এতক বলিল যদি স্মিত্রা-নন্দন ।
 কুপিত পরশুরাম কহেন বচন ॥
 জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলে গুণ (৫) ।
 আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ (৬) ॥
 এতক কহিয়া ধনু দিলেন তখন ।
 জানকী ভাবেন নত্র করিয়া বদন ॥
 একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ ।
 করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ ॥

(১) অমুয়া—ঈর্ষা; দ্বেষ । (২) জামদগ্ন্য—জমদগ্নির পুত্র । (৩) গ্রথিত—গাঁথা; বদ্ধ । (৪) ভার্গব—
 পরশুরাম, ভৃগুমূনির পুত্র । (৫) গুণ—শক্তি; শৌর্য্য । (৬) গুণ—ধনুকের ছিলা; অ্যা ।

আরবার ধনুক আনিলা ভৃগুমুনি ।
 না জানি হইবে মোর কতক সতিনী (১) ॥
 ধনুখান ভৃগুরাম দিল বড় দাপে (২) ।
 মরে ত মরুক রাম ধনুকের চাপে (৩) ॥
 ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন অন্তরে ।
 হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বাম করে ॥
 শ্রীরাম বলেন, হে লক্ষ্মণ ধনুর্ধর
 এ ধনুকের গরিমা (৪) করেন মুনিবর ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন ওহে বীরবর ।
 ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর ॥
 স্রবুন্ধি পরশুরামে কুবুন্ধি লাগিল ।
 তখন রামের হাতে শর জোগাইল ॥
 যেই শ্রীরামের হাতে মুনি শর দিল ।
 আপনার তেজ রাম সকল হরিল ॥
 আপনার তেজ রাম হরিল যখন ।
 হইল মুনির পুত্র সামান্য ব্রাহ্মণ ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন ।
 ধনুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ ॥
 তোমার ধনুকে যদি গুণ দিতে পারি ।
 তোমার ধনুক-বাণে তোমারে সংহারি ॥
 লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম শেষে ।
 ধনুকেতে গুণ দিই মুনির আদেশে ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয় ।
 ধনুকেতে গুণ দিয়া দূর কর ভয় ॥
 এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌতুকে ।
 ধনু নোঙাইয়া গুণ দিলেন ধনুকে ॥
 ধনুক-টঙ্কার গিয়া লাগিল গগন ।
 পাতালে বাহুকি কাঁপে স্বর্গে দেবগণ ॥

পাতালে বাহুকি বলে, দেব রঘুবীর ।
 ধনুখান তোল, মোর বুক হোক স্থির ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, শুন অগ্রজ শ্রীরাম ।
 ধনুখান তোল যে বাহুকি পায় ত্রাণ ॥
 এই কথা শুনিয়া হাসিয়া রঘুনাথ ।
 তুলিলেন সেই ধনু সবার সাক্ষাৎ ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন ।
 তোমারে না মারি ব্রহ্ম-বধের কারণ ॥
 অব্যর্থ আমার বাণ হইবে কেমন ।
 স্বর্গ রোধ করি, কিন্মা পাতাল ভুবন ॥
 ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া বলে, মুনির নন্দন ।
 চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ ॥
 ধর্মদ্বারা স্বর্গ পায় নাহি হয় আন ।
 স্বর্গ-পথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান্ ॥
 এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ ।
 পরশুরামের করে স্বর্গ-পথ রোধ ॥
 শ্রীরামের স্তুতি করি শ্রীপরশুরাম ।
 তপস্যা করিতে মুনি যান নিত্য-ধাম (৫) ॥
 দশরথ পাইলেন যেন হারাধন ।
 আনন্দিত তেমতি হইল তাঁর মন ॥
 ‘পুত্র পুত্র’ বলিয়া করেন রামে কোলে ।
 লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন-কমলে ॥
 ভূপতি বলেন, শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ।
 বাজনায়ে আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
 চতুর্দোলে শ্রীরাম করেন আরোহণ ।
 অযোধ্যায় দ্রুততর করেন গমন ॥
 সিদ্ধাশ্রমে শ্রীরাম দিলেন দরশন ।
 প্রণাম করেন সবে মুনির চরণ ॥

(১) নারীজনমূলত দুর্ভাগ্যের জন্য সীতার এইরূপ আশঙ্কা বড় স্বাভাবিক । (২) দাপে—দর্পে
 (৩) চাপে—পেষণে । (৪) গরিমা—গৌরব । (৫) নিত্য-ধাম—এখানে মহেশ্বর পরিত ।

কবিবাসী রামায়ণ



অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশিত কবিবাসী রামায়ণ — ১৯৬৬
মূল্য: মাত্র ১০০ টাকা

THE ASIATIC SOCIETY
100 010

কবিতাসৌ রামায়ণ



এক শর মারিলেন না কারো কোঁপে
সরস্বতীর কবে তা পথ রোধ হলে

মুনিপত্নী আইল শ্রীরামে দেখিবারে ।
 রাম-সীতা দেখে তাঁরা হরিষ অস্তরে ॥
 ইহার জননী ধন্যা, ধন্য এ'র পিতা ।
 যেমন গুণের রাম তেমনি এ সীতা ॥
 তথা হৈতে চলিলেন পরম হরিষে ।
 উত্তরিল গিয়া সবে আপনার দেশে ॥
 অযোধ্যার যে শোভা তা বর্ণিতে না পারি ।
 আনন্দ-সাগরে মগ্ন বাল-বৃদ্ধ-নারী ॥
 নানাবর্ণ পতাকা উড়িছে নানা স্থলে ।
 উপরে চাঁদোয়া শোভে গগন-মণ্ডলে ॥
 কুলবধু আর যত প্রজার কুমারী ।
 যত্নে প্রদীপ জ্বালে দ্বারে সারি সারি ॥
 স্বর্ণের পূর্ণকুন্তে দিল আত্মসার (১) ।
 গুবাক কদম্বী নারিকেল রাখে আর ॥
 গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অজ্ঞের নন্দন ।
 গ্রামের নিকটে গিয়া বাজায় বাজন ॥
 কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রমণী ।
 চারি বধু আনিতে চলিল তিন রাণী ॥
 সঙ্গেতে চলিল সঙ্গে যত পুরনারী ।
 সানন্দ সকল পুরী, বাজে তুরী ভেরী ॥
 ডাক দিয়া আনিল কৌশল্যা ঠাকুরাণী ।
 কুলান্ননাগণ আসি করিল নিছনি ॥
 দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি ।
 জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি ॥
 চারি বধু কঙ্কে দিল স্বর্ণ কলসী ।
 ব্যবহার মত কৰ্ম্ম করে পুরবাসী ॥
 কঙ্কে দিল কলসী, মস্তকে দিল ডালা ।
 ছড়াইয়া ফেলে সেই খানে থই-কলা ॥
 সোনার কঙ্কণ দিয়া বধুগণ-হাতে ।
 বধু-মুখ তিন রাণী লাগিল দেখিতে ॥

পুত্র-বধু ঘরে নিল জলধারা দিয়া ।
 বসাইল বর-কন্যা পিঁড়িকা (২) পাতিয়া ॥
 শুভক্ষণে রাণীরা দেখিল বধু-মুখ ।
 নিরখিয়া চন্দ্র-মুখ জুড়াইল বুক ॥
 নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্বজন ।
 মণিময় আভরণ বসন-ভূষণ ॥
 যৌতুকেতে রাম পান যত অলঙ্কার ।
 তাহাতে হইল পূর্ণ তাঁহার ভাণ্ডার ॥
 পাইলেন সীতাদেবী যত্নে যৌতুক ।
 নিজে লক্ষ্মী হিনী, তাঁর এ নহে কৌতুক (৩) ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শক্রঘন ।
 বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ ॥
 চারি পুত্রে আশীর্বাদ করে রাণীগণ ।
 চিরজীবী হও, পাও বহু পুত্র ধন ॥
 হরষিত হৈল রাজা অজ্ঞের নন্দন ।
 রাজরাণী ঘরে নিয়া করিল রন্ধন ॥
 এক অন্ন করিল আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ।
 ভোজন করিতে বৈসে যত রাজগণ ॥
 ভোজন করিল সবে পরম হরিষে ।
 দধি দুগ্ধ দিল তবে ভোজনের শেষে ॥
 আচমন করিল যত্নে রাজগণ ।
 কর্পূর তাম্বুল দিল করিতে ভোজন ॥
 বিদায় হইয়া গেল যত রাজগণ ।
 অযোধ্যাতে রহিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
 চারি পুত্র লৈয়া রাজা স্থখী বহুতর ।
 স্থখে রাজ্য করে যেন সর্গে পুরন্দর ॥
 কৃষ্ণিবাস রচে গীত অমৃত সমান ।
 এত দূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান ॥

(১) আত্মসার আনের ডাল। (২) পিঁড়িকা—পিড়ি। (৩) বন্ধ-কবির রচনায় রাম সীতার
বিবাহে বঙ্গদেশীয় পদ্ধতি প্রকাশ পাইয়াছে। (৪) সমাধান - শেষ।

রাজনীতি ধর্ম রাজা শিখান রামেরে ।
 শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তরে ॥
 রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান ।
 স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র শাস্ত্রের বিধান ॥
 মুনি ব্রহ্মচারী যত ভট্ট বিপ্রগণ ।
 সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন ॥
 যত যত লোক আছে যত যত স্থানে ।
 সবারে আনিয়া রাণী গেষে নানা ধনে ॥
 আইল যতক লোক রাজ-বিঘ্নমানে ।
 রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে ॥
 কেহ নাচে, কেহ গায়, আনন্দ বিশেষ ।
 রাম রাজা হইলে না হবে কারো ক্লেশ ॥
 যত যত লোক আছে অযোধ্যানগরে ।
 রামের নিকটে যায় হরিষ অন্তরে ॥
 সকলে যথোচিত করিয়া সন্মান ।
 জননী দর্শনে রাম করেন প্রয়াণ ॥
 মাতৃ-গৃহে উপস্থিত মনে কুতূহলী ।
 অযোধ্যাকাণ্ডে গান প্রথম শিকলি (১) ॥

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকোদ্‌যোগ ও অধিবাস ।
 সুখেতে বন্ধিয়া রাত্রি উদ্ভিত অরুণে ।
 আনন্দে গেলে রাম পিতৃ-সম্ভাষণে ॥
 ভক্তিভাবে পিতার বন্দনে শ্রীচরণ ।
 রামেরে কহিল রাজা শুভানীর্বচন ॥
 সিংহাসনে বসাইল রাজা শ্রীরামেরে ।
 পিতৃ-পুত্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে ॥
 রাজা বলিলেন, রাম, কর অবধান ।
 যত কর্ম করিয়াছি কহি তব স্থান ॥

(১) শিকলি - অধ্যায় । (২) জঞ্জাল - উৎপাত ; আপদ (৩) আশয় - মতলব ; অভিপ্রায় ।
 (৪) পাষণ্ড - কার্যে বিরুদ্ধাচরণকারী । (৫) সুনক্ষত্র - শুভদায়ক নক্ষত্র ।

যজ্ঞ করি তুষিলাম যত দেবগণে ।
 তুষিলাম পিতৃলোক শ্রাদ্ধ ও তর্পণে ॥
 রাজা হ'য়ে করিলাম লোকের পালন ।
 তোমা হেন পুত্র পাই যজ্ঞের কারণ ॥
 পালিলাম রাজনীতি ধর্ম অনিবার ।
 তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার ॥
 বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন ।
 তোমারে করিব রাজা, পাল সর্বজন ॥
 আজি হ'তে তোমারে দিলাম রাজ্যভার ।
 স্বপক্ষ পালন কর, বিপক্ষ সংহার ॥
 কিন্তু আজি কুস্বপন দেখেছি উৎপাত ।
 আকাশ হইতে ভূমে হয় উল্কাপাত ॥
 আচম্বিতে পুরীমধ্যে পড়ে বজ্রাঘাত ।
 দেউল প্রাসাদ যত হয় ভূমিসাৎ ॥
 পূর্ণিমার চন্দ্র-গ্রাস শাস্ত্রের বিহিত ।
 দেখি অমাবসায় এ অতি বিপরীত ॥
 ইত্যাদি জঞ্জাল (২) আমি দেখি নু স্বপনে ।
 গন্ধর্বেব পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে ॥
 কুস্বপ্ন দেখি নু আজি নিকট মরণ ।
 তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন ॥
 কনিষ্ঠ ভরত তার না জানি আশয় (৩) ।
 তারে রাজ্য দিতে কভু উপযুক্ত নয় ॥
 জ্যেষ্ঠ সখে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার ।
 তুমি রাজা হও রাম, কর অঙ্গীকার ॥
 কত শত শত্রু তব আছে কত স্থানে ।
 কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেবা তাহা জানে ॥
 আমি বিঘ্নমানে ধর ছত্র নব দণ্ড ।
 কি জানি আসিয়া কেহ হয় পাষণ্ড (৪) ॥
 আজি অধিবাস পুনর্ব্বহু সুনক্ষত্র (৫) ।
 পুষ্যা কল্যা হইবে ধরিবে দশু-ছত্র ॥

এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায় ।
 অস্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন তথায় ॥
 বসেছেন কৌশল্যা বেষ্টিত সখীবৃন্দে ।
 সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে ॥
 দেব-পূজা করে রাণী নানা উপহারে ।
 হেন কালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে ॥
 রামেরে দেখেন রাণী সহস্রবদন ।
 মায়ের চরণ রাম করেন বন্দন ॥
 মায়ের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া রঘুনাথ ।
 কহেন সকল কথা করি জোড়হাত ॥
 আমারে দিলেন পিতা সর্ব রাজ্যখণ্ড ।
 আজি অধিবাস, কালি পাব ছত্র-দণ্ড ॥
 মোরে রাজা করিতে সবার অভিলাষ ।
 শুভ বার্তা কহিতে আইলু তব পাশ ॥
 নানা উপহারে মাতা, কর ইষ্ট পূজা ।
 মম প্রতি তুষ্টা যেন হন দশভূজা ॥
 এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত-মন ।
 রামের কল্যাণ করিলেন অগণন ॥
 কৌশল্যা বলেন, রাম, হও চিরজীব ।
 তোমার সহায় হোন শ্রীপার্বতী শিব ॥
 অনেক কঠোরে (১) আমি পূজিয়া শঙ্করে ।
 তোমা হেন পুত্র রাম ধরিলু উদরে ॥
 শুভক্ষণে জন্ম নিলা আমার ভবনে ।
 রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে ॥
 স্মিত্রা সপত্নী সে আমাতে অমুরক্ত ।
 তার পুত্র লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত ॥
 তোমার কুশল সে যে চাহে অক্ষুক্ষণ ।
 অতি হিতকারী তব স্মিত্রা-নন্দন ॥
 এতেক কৌশল্যা দেবী কহিলেন কথা ।
 হেন কালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলেন তথা ॥

লক্ষ্মণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ ।
 কৌশল্যারে বন্দন লক্ষ্মণ জোড়হাত ॥
 লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে দিয়া রাম কোল ।
 সহস্র বদনে বলে, কত মিষ্ট বোল ॥
 মম ভক্ত ভাই তুমি পরম স্তুতির ।
 তুমি আমি ভিন্ন নহি, একই শরীর ॥
 আমার হিতৈষী তুমি, যদি পাই রাজ্য ।
 উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য্য ॥
 এতেক বলিয়া রাম হইলা বিদায় ।
 আশীর্ব্বাদ করিল সকল রাণী তায় ॥

গেলেন পিতার কাছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 রাজা বলে, রাম আইল, হৈল শুভক্ষণ ॥
 বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সেই স্থানে ।
 আজ্ঞা পেয়ে আয়োজন করে সর্ব্বজনে ॥
 নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ ।
 রাম রাজা হবেন সকলে হৃষ্টমন ॥
 বিষ্ণাধরী নাচে গায় গন্ধর্বে সঙ্গীত ।
 চতুর্ভিতে জয়ধ্বনি শুনি সুললিত ॥
 লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে ।
 নানা দেশ হতে রাজা আসে সৈন্য সঙ্গে ॥
 নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে ।
 নানা জাতি বাণ্ড শুনি নানা দিকে বাজে ॥
 অধিবাস করিতে আইল ঋষি-মুনি ।
 রাম-জয় বলিয়া করিছে বেদ-ধ্বনি ॥
 নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি ।
 ব্রতের প্রদীপ জ্বালে প্রজার কুমারী ॥
 নানা রত্নে নির্ম্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর ।
 বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর ॥
 পৃথিবীতে আছে ষত নানা উপহার ।
 তাহা আনি লক্ষ লক্ষ ভরিল ভাণ্ডার ॥

(১) কঠোরে—কঠিন ভাবে ।

নানা রত্নে শোভিত বসনে পরিহিত (১) ।
 অযোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত ॥
 রাম-অভিষেক শুনি সবে হয়ে প্রীত ।
 অমুরাগে যত লোক গায় সবে গীত ॥
 আইল দেশের লোক অযোধ্যা নগরে ।
 কেহ নাচে, কেহ গায়, সানন্দ-অস্তরে ॥
 অধিবাস দেখিতে আইল দেবগণ ।
 অস্তুরীক্ষে রহে দূরে চাপিয়া বাহন ॥
 ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেবগণ ।
 ভগবতী আদি করি দেবী অগণন ॥
 অধিবাস দেখিতে বসিল সর্বজন ।
 কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন ॥
 ঋষিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া পূজে, করি প্রণিপাত ॥
 বশিষ্ঠ বজেন, রাম, শাস্ত্রের বিহিত ।
 তব অধিবাস আমি করি যে উচিত ॥
 পিতৃ-বিঘ্নমানে ধর দণ্ড আর ছাতি ।
 নহু্য রাজার যেন তনয় যযাতি ॥
 বশিষ্ঠ করেন স্মঙ্গল বেদ-ধ্বনি ।
 অখিল ভুবনে রাম-জয় শব্দ শুনি ॥
 অধিবাস রামের হইল সমাপন ।
 দেখিয়া আনন্দে স্বর্গে গেল দেবগণ ॥
 জয় জয় হুলাহুলি করে রামাগণ ।
 নৃত্য-গীতে আনন্দিত অযোধ্যা-ভুবন ॥
 রাম-সীতা উপবাসী রহে দুই জন ।
 চন্দনে চর্চিত অঙ্গ, সকৌতুক মন ॥
 নানা রত্ন ধন সবে দিলেক যৌতুক ।
 নিজালায়ে গেল সব দেখিয়া কৌতুক ॥
 বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে ।
 অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে ॥

শুনিয়া হাসেন রাজা আনন্দিত মনে ।
 নানা রত্ন দানে রাজা তুষিল ব্রাহ্মণে ॥
 বেলায় হইল শেষ চৈত্রের গগনে ।
 অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্বজনে ॥
 সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহে চতুর্ভিত ।
 দেবতুল্য বেশ সবে, শুইয়া নিদ্রিত ॥
 রাত্রি অবসান হয়, সূর্যের উদয় ।
 শয়ন (২) ত্যজিল সবে সানন্দ-হৃদয় ॥
 অযোধ্যাকাণ্ডেতে আজি রাম-অধিবাস ।
 মনের উল্লাসে গাহে কবি কৃষ্ণিবাস ॥

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য-প্রাপ্তিতে সকলের আনন্দ ।

রথ রথী ঘোড়া সাজে, নানা রঙ্গে বাণ্ড বাজে,
 মুনি সব করে জয়ধ্বনি ।
 জয় জয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি,
 সর্বলোক—কি দুঃখী কি ধনী ॥
 সব লোক আনন্দিত, গন্ধ-পুষ্প-সুশোভিত,
 আমোদ প্রমোদ সব ঘরে ।
 স্বর্গপুরী তুল্য বেশ, অযোধ্যার সর্বদেশ,
 নাচে গায় হরিষ অস্তরে ॥
 সবে ভাবে রঘুপতি, হইবেন মহীপতি,
 ঘুচিল সবার আজি ক্লেশ ।
 না রহিবে দুঃখ শোক, আনন্দিত সর্বলোক,
 নিস্তার পাইল সর্বদেশ ॥
 ঘুচিল সকল ভয়, সবাই আনন্দময়,
 রাম-নামে পাইবে নিষ্কৃতি ।
 রাম বিষ্ণু-অবতার, লবেন সবার ভার,
 বৈকুণ্ঠেতে করিবে বসতি ॥

(১) পরিহিত—ঘাহা পরা হইয়াছে। (২) শয়ন—শয্যা; বিছানা ।

এতক ভাবিয়া মনে, আনন্দিত সর্বজনে,
 আনন্দেতে পাসরে আপনা ।
 অযোধ্যার ষত লোক, ভুলিল সকল শোক,
 আনন্দে পূরিত সর্বজনা ॥
 নানা বস্ত্র অলঙ্কার, পরিধান সবাকার,
 রূপে বেশে দেব-অবতার ।
 আনন্দে বিহ্বলপ্রায়, রাম-গুণ সবে গায়,
 জয় জয় করে বারেবার ॥
 অযোধ্যানগরবাসী, শিশু নারী দাস-দাসী,
 মনে হয় অতি হরষিত ।
 ঘুচিবে সবার দুঃখ, ভুঞ্জিব বিবিধ সুখ,
 এত বলি সবে আনন্দিত ॥
 মধুর অযোধ্যাকাণ্ড, শুনিতে অমৃত-ভাণ্ড,
 যাতে হয় পাপের বিনাশ ।
 রামায়ণ আকর্গনে, (১) ইহা কৃষ্টিবাস ভণে,
 হয় অস্ত্রকালে স্বর্গে বাস ॥

ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে
 কৈকেয়ীর প্রতি কুঞ্জার মন্ত্রণা দান
 পূর্ণ স্বর্ণ-কুম্ভপরে শোভে আত্রসার ।
 শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল-আচার ॥
 নানা রত্নে নির্ম্মাইল টুঙ্গী (২) শতে শতে ।
 নানা বর্ণে পতাকা উড়িছে প্রতিপথে ॥
 প্রতিঘরে শোভা করে স্তবর্ণের ঝারা ।
 নানা রত্নে লক্ষ লক্ষ নির্ম্মিত চৌতারা (৩) ॥
 নানা রত্নে নির্ম্মিত আগার সারি সারি ।
 জিনিয়া অমরাবতী (৪) রম্যবেশ-ধারী ॥

ইন্দ্রপুরে যেমন সবার রম্যবেশ ।
 তেমনি মঙ্গল-যুক্ত অযোধ্যার দেশ ॥
 দৈবের নিরীক্ষ (৫) কভু না যায় খণ্ডন ।
 কে জানে পড়িবে আসি প্রমাদ কখন ॥
 পূর্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অম্বরী ।
 জন্মিল সে কুঞ্জী হ'য়ে নামেতে মম্বরী ॥
 তার পৃষ্ঠে কুঞ্জ যেন ভরস্তু (৬) ডাবরী (৭) ।
 কুটিলা কুরুপা কুঞ্জী কুরকর্মকারী ॥
 কৈকেয়ীর চেড়ী, ভারতের ধাত্রী-মাতা ।
 রামের দুঃখের হেতু সজ্জিল বিধাতা ॥
 দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী ।
 রাম রাজা হন দেখি করে ধড়ফড়ী ॥
 আকৃতি-প্রকৃতিতে কুৎসিত দেখি তারে ।
 সর্বনাশ করে কুঞ্জী, থাকে যার ঘরে ॥
 রামের দুঃখের হেতু তার উপাদান (৮) ।
 রাজার মরণ, কৈকেয়ীর অপমান ॥
 মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে ।
 বিধাতা সজ্জিল তারে এই সে কারণে ॥
 আচম্বিতে কুঞ্জী চেড়ী আইল বাহিরে ।
 প্রজা আনন্দিত সব দেখিল নগরে ॥
 টুঙ্গীর উপরে উঠি কুঞ্জী তাহা দেখে ।
 রাম রাজা হবে মহা হরষিত লোকে ॥
 চেড়ী চেড়ী এক ঠাই টুঙ্গীর উপরে ।
 কুঞ্জী চেড়ী জিজ্ঞাসিল ইতর (৯) চেড়ীরে ॥
 কি কারণ হরষিত অযোধ্যানগর ।
 কি হেতু কৌশল্যা রাণী হরষ অস্তর ॥
 কি জন্ম রামের মাতা করে বল দান ।
 সবে মেলি তোমরা কি কর অসুমান ॥

(১) আকর্গনে—শ্রবণে । (২) টুঙ্গী—মাঁচার উপরের ছোট ঘর ; (৩) চৌতারা—চত্বর ।
 (৪) অমরাবতী—স্বর্গ । (৫) নিরীক্ষ ঘটনা । (৬) ভরস্তু—স্থল ; বড় । (৭) ডাবরী—কলসী ।
 (৮) উপাদান—এখানে সৃষ্টি প্রযুক্ত হইয়াছে । (৯) ইতর—অন্য ; অপর

আর চেড়ী বলে, তুমি না জান মম্বরা ।
 রামেরে করিতে রাজ্য ভূপতির করা ॥
 রাজার নিকট মৃত্যু গণিয়া অসার (১) ।
 এই হেতু রামেরে দিলেন রাজ্যভার ॥
 এমত শুনিল কুঞ্জী সে চেড়ীর মুখে ।
 বজ্রাঘাত হয় যেন মম্বরার বৃকে ॥
 বিধাতার বাজি (২) কেবা করয়ে খণ্ডন ।
 কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন ॥
 কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে ।
 মম্বর মম্বরা গিয়া কহিল সেখানে ॥
 নির্বুদ্ধি কৈকেয়ি, শুয়ে আছ কোন্ লাজে ।
 তোমার ভরত আজি মনোদুঃখে মজে ॥
 অপমানে মরিবি তুই শোকের সাগরে ।
 ভারতে এড়িয়া রাজ্য রামে রাজ্য করে ॥
 ভারতেরে রাজ্য কর, রাখ নিজ পণ ।
 রাজ্যেরে কহিয়া রামে পাঠাও কানন ॥
 রাম রাজ্য হইলে কিসের অধিকার ।
 ভারত হইলে রাজ্য সকলি তোমার ॥
 একে ত রাজ্য হও তুমি মুখ্যা রাণী ।
 ভারত হইলে রাজ্য, রাজ্যের জননী ॥
 কৈকেয়ী বলেন, রাম ধার্মিক তনয় ।
 কোন্ দোষে রামের করিব অপচয় (৩) ॥
 আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয় ।
 করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয় ॥
 গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত ।
 পিতৃ-রাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইতে উচিত ॥
 রাম রাজ্য হইলে সম্ভুট সর্বজননে ।
 তুমিবেন সবাকারে রাম বহু ধনে ॥
 ভারতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি ।
 রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী ॥

রাম রাজ্য হইলে আমার বহমান (৪) ।
 শুভ বার্তা (৫) কহিলি, কি দিব তোরে দান ॥
 রাম রাজ্য হবেন হরিষ সর্বজন ।
 হরিষে বিষাদ কুঞ্জি, কর কি কারণ ॥
 যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে ।
 মম্বরাকে দান দিতে চিন্তে মনে মনে ॥
 অঙ্গ হৈতে অলঙ্কার খুলি শশব্যস্তে (৬) ।
 আদরে কৈকেয়ী দেন মম্বরার হস্তে ॥
 কৈকেয়ী কহেন, কুঞ্জি, না কর উত্তর ।
 রাম রাজ্য হৈলে ধন দিব ত বিস্তর ॥
 কুপিতা মম্বরা চেড়ী দুই ওষ্ঠ কাঁপে ।
 কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে ॥
 হাত হৈতে অলঙ্কার ছড়াইয়া ফেলে ।
 দুই চক্ষু রাঙ্গা করি কৈকেয়ীরে বলে ॥
 কৈকেয়ি, তোমার দুঃখে হৃদয় বিদরে ।
 বলি হিত বিপরীত বৃথাও আমারে ॥
 সপত্নী-তনয় রাজ্য, তুমি আনন্দিতা ।
 কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা ॥
 নিজ পুত্রে রাজ্য করে স্বামীর সোহাগে ।
 থাকিবা দাসীর শ্রায় কৌশল্যার আগে ॥
 থাকিল কৌশল্যা রাণী সীতার সম্পদে ।
 দাঁড়াইতে নারিবি সীতার পরিচ্ছদে ॥
 কৌশল্যা জিনিলা তুমি সোহাগের দাপে (৭) ।
 নিজ পুত্রে রাজ্য করে সেই মনস্তাপে ॥
 ভারত থাকিল গিয়া মাতামহ-ঘরে ।
 রাজ্যের কি দোষ দিব, না দেখি তাহারে ॥
 সতীনের আনন্দেতে সানন্দা সতিনী ।
 হেন অপরূপ কভু না দেখি না শুনি ॥
 লাগিয়া পালিয়া বড় করিশু ভারতে ।
 মাতা-পুত্রে পড়িলা সে কৌশল্যার হাতে ॥

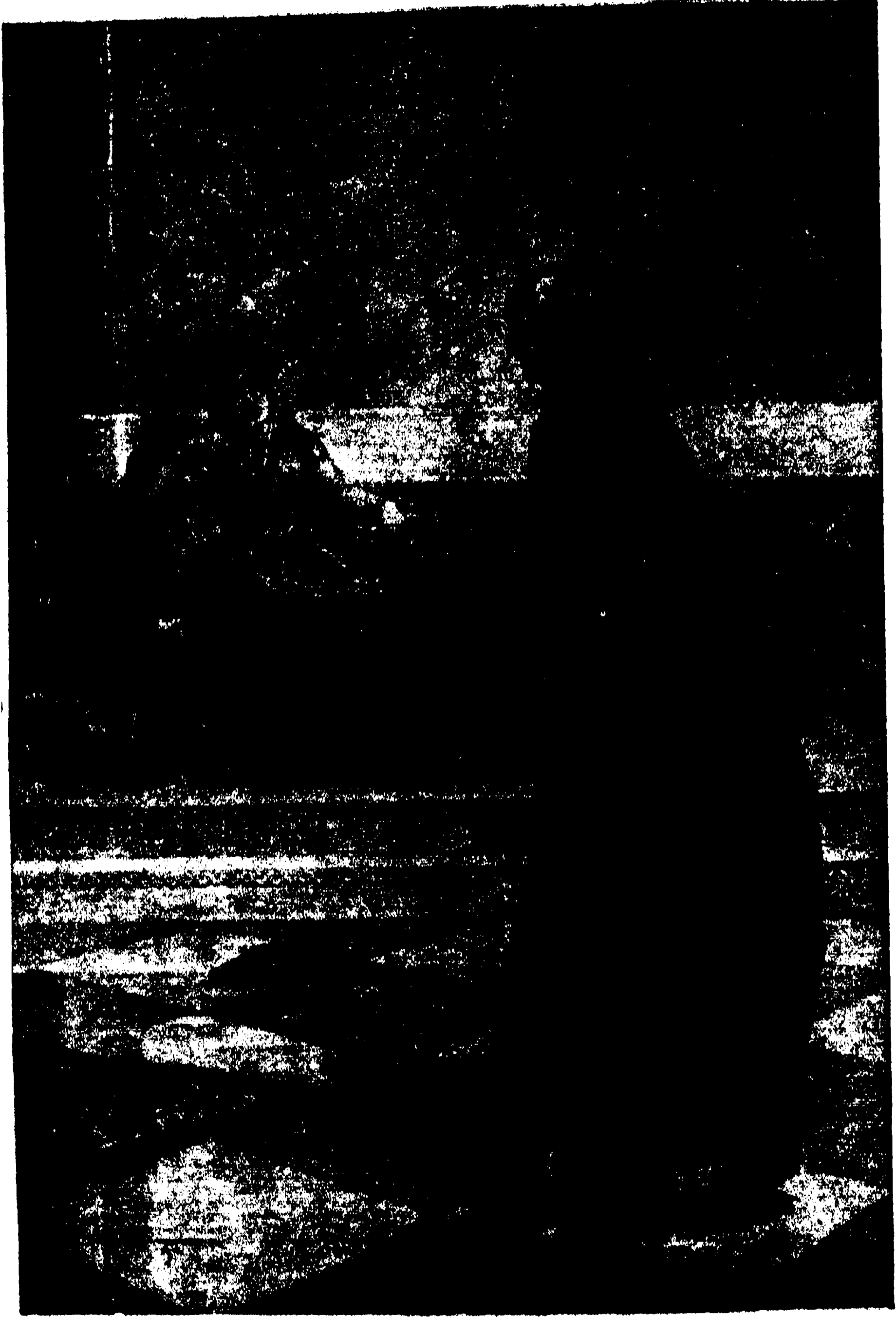
(১) অসার—ক্ষণস্থায়ী । (২) বাজি—খেলা । (৩) অপচয়—ক্ষতি । (৪) বহমান—গৌরবের বৃদ্ধি ।
 (৫) শুভ বার্তা—সুসংবাদ । (৬) শশব্যস্ত—তাড়াতাড়ি । (৭) সোহাগের দাপে—আদরের গর্বে ।

কবিভবাগী বাগান —



অযেখোর যে শোভা তা বর্ণিত না পারি ।
অনিন্দ-সাগরের মগ্ন বাজ-বৃক্ষ-নারী ॥—১০৯ পৃঃ

কৃত্তিবাসী রামায়ণ —



যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে ।
মথুরাকে দান দিতে চিন্তে মনে মনে ॥—১১৬ পৃঃ

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুই একই শরীর ।
 উভয়ে করিবে রাজ্য, ভারত বাহির ॥
 তবে ত ভারত তোর হইল বঞ্চিত ।
 হিত কথা বলিলাম, বুঝিস্ অহিত ॥
 ভারত না পেয়ে রাজ্য না আসিবে দেশে ।
 না দেখিবে তব মুখ, থাকিবে প্রবাসে ॥
 মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন ।
 ভারতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন ॥
 শুনিয়া কুঞ্জীর কথা কৈকেয়ীর আশ ।
 কুঞ্জীর বচনে তার বুদ্ধি হৈল নাশ ॥
 দেব দৈত্য আদি লোক রাম হেতু সূখী ।
 মন্ত্রার বচনে কৈকেয়ী আজি দুখী ॥
 কৈকেয়ী বলেন, কুঞ্জী, তুমি হিতৈষিণী (১) ।
 রাম মম মন্দকারী কিছুই না জানি ॥
 ভারত প্রবাসে, রাম রাজ্য হবে আজি ।
 কেমনে অগ্ৰথা করি যুক্তি বল কুঞ্জি ॥
 নৃপতির শ্রাণ রাম গুণের সাগর ।
 কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর ॥
 ঘরেতে রাখিব বরং রাজ্য নাহি দিব ।
 কোন্ দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইব ॥
 চারি পুত্র আছে তাঁর, ভারত বিদেশে ।
 অংশ অনুসারে ভাগ পাইবেন শেষে ॥
 জ্যেষ্ঠ ভাই আছে তার কর বিবেচনা ।
 কহ দেখি কুঞ্জি, তুমি কর কি মন্ত্রণা ॥
 সবে তুষ্ট শ্রীরামের মধুর বচনে ।
 হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজ্য বনে ॥
 ভারত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায় ।
 যুক্তি বল ভারত কিরূপে রাজ্য পায় ॥
 কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস ।
 ভারতেরে রাজ্য দিয়া পুরাইব আশ ॥

কুঞ্জী বলে, যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি ।
 হেন যুক্তি দিব যে ভারতে রাজ্য করি ॥
 পূর্ব কথা সকল আমার আছে মনে ।
 সে সকল কথা কহি, শুন সাবধানে ॥
 পূর্ব যুদ্ধ করিল যে দানব সঙ্গর ।
 সেই যুদ্ধে মহারাজ কৃত-কলেবর ॥
 গহাতে করিলা তুমি তাঁর সেবা-পূজা ।
 স্নান হৈয়া বর দিতে চাহিলেন রাজ্য ॥
 আরবার রাজ্যের যে হইল বিফোট (২) ।
 গ্রাপ দিতে মুখের ঠেকিল দুই ঠোঁট ॥
 রক্ত পুঁষ যতেক লাগিল তব মুখে ।
 তব যত দুঃখ রাজ্য দেখিল সন্মুখে ॥
 তোমার সেবায় রাজ্য পাইল নিস্তার ।
 বর দিতে চাহিল তোমাতে পুনর্বার ॥
 তখন বলিলা তুমি রাজ্যের গোচর ।
 কুঞ্জী যবে বর চাহে তবে দিও বর ॥
 দুই বারের দুই বর থাক্ তব ঠাই ।
 কুঞ্জী যবে বর চাহে তবে যেন পাই ॥
 এই কথা কহিলা আসিয়া মোর স্থানে ।
 তুমি পাসরিলে, মোর সব আছে মনে ॥
 আজি রাম রাজ্য হবে বেলা-অবশেষে ।
 আগে আসিবেন রাজ্য তোমার সম্ভাষে (৩) ॥
 পট বস্ত্র এড়ি (৪) পর মলিন বসন ।
 খসাইয়া ফেল যত গায়ের ভূষণ ॥
 ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার ।
 রাজ্য জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার ॥
 জিজ্ঞাসা করিবে রাজ্য, কোপের কারণ ।
 না দিও উত্তর তুমি করিও রোদন ॥
 বিবিধ প্রকারে তোমা করিবে সাস্তনা ।
 যাচিবে তোমায় বস্ত্র অলঙ্কার নানা ॥

(১) হিতৈষিণী—মঙ্গলাকারী । (২) বিফোট—বিষফোড়া ; (৩) সম্ভাষে—আধর আপ্যায়িত করিবার ক্রম । (৪) এড়ি—ত্যাগ করিয়া ; ছাড়িয়া ।

তবে পূর্ব-নির্বন্ধ কহিয়া তাঁর স্থান ।
 আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগ দান ॥
 পূর্বকথা রাজার অবশ্য হবে মনে ।
 দুই বর মাগিহ রাজার বিচুমাণে ॥
 এক বরে করাইবা রাজা ভারতেরে ।
 আর বরে পাঠাইবা অরণ্যে রামেরে ॥
 চতুর্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে ।
 পৃথিবী পূরাবে তুমি ভারতের ধনে ॥
 তুমি যদি প্রাণ চাহ রাজা প্রাণ দিবে ।
 রাম হেন প্রিয় পুত্র বনে পাঠাইবে ॥
 এমন আসক্ত (১) রাজা তোমার উপর ।
 সত্যে বন্ধ আছে, কেন নাহি দিবে বর ॥
 ফিরিল কৈকেয়ী রাণী কুঞ্জীর বচনে ।
 অধর্ম অযশ কিছু নাহি করে মনে ॥
 ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে ।
 সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে ॥
 পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশু কালে ।
 করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণেরে ছলে ॥
 তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ ।
 কুপিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে দিল ব্রহ্মশাপ ॥
 দেখিয়া করিস্ ব্যঙ্গ, কহিস্ কর্কশ ।
 সর্বলোকে গায় যেন তব অপযশ ॥
 ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন ।
 সেই হেতু ঘটিলেক এ সব ঘটন (২) ॥
 অনন্তর কৈকেয়ীর প্রসন্ন বদন ।
 করে ধরি কুঞ্জীরে করিল আলিঙ্গন ॥
 কুঞ্জীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্টমনে ।
 তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে ॥
 যত বল সকলি সে নহে ত কুৎসিত ।
 সকলি অহিত (৩) মম তুমি মাত্র হিত (৪) ॥

নীলবাস পর তুমি বাঁকা আঁখিতারা ।
 সার্থক তোমার নাম হইল মন্থরা ॥
 গৌরবর্ণ ধর তুমি যেন চন্দ্রকলা ।
 গলায় তুলিয়া দেই দিব্য পুষ্পমালা ॥
 রত্নহার লও, পর কুঞ্জের উপর ।
 ভারত হইলে রাজা দিব ত বিস্তর ॥
 কুঞ্জীর দেখিয়া কুঞ্জ কৈকেয়ী বাখানে ।
 বিধাতা নিশ্চিন্তা কুঞ্জ বড় শুভক্ষণে ॥
 যেমন বিস্তর সেবা করিলি আমার ।
 যদি দিন পাই, তবে, শুধিব সে ধার ॥
 যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন ।
 তবে সে করিব স্নান করিব ভোজন ॥
 প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিচুমাণে ।
 বনে পাঠাইব রামে দেখহ এক্ষণে ॥
 কৈকেয়ীর কথা শুনি কুঞ্জীর উল্লাস ।
 রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

রাজা দশরথের নিকট কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনা ।
 কুঞ্জী বলে, কৈকেয়ী, বিলম্ব নাহি সাজে ।
 রাম রাজা হইলে নহিবে কোন কাজে ॥
 ষাবৎ না দেয় রাজা রামে সিংহাসন ।
 তাবৎ রাজার ঠাই কর নিবেদন ॥
 এক্ষণে আসিবে রাজা তোমা সম্ভাষণে ।
 যেরূপ কহিবা, তাহা চিন্তা কর মনে ॥
 শুনিয়া কুঞ্জীর বাক্য কৈকেয়ী সে কালে ।
 আভরণ ফেলাইয়া লুটে ভূমিতলে ॥
 হেথা দশরথ রাজা হরষিত মনে ।
 চলিলেন কোতুকে কৈকেয়ী-সম্ভাষণে ॥
 ভাবিলেন সম্ভাষিয়া আসিয়া সত্বর ।
 শ্রীরামে করিব আমি ছত্র-দণ্ড-ধর ॥

(১) আসক্ত-অনুরক্ত; প্রেমাক্ত । (২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । (৩) অহিত-(এখানে) শত্রু । (৪) হিত-(এখানে) বন্ধু; মিত্র ।

নাহি গেলে কৈকেয়ী করিবে অনুযোগ (১) ।
 ধনজন বিফল আমার রাজ্যভোগ ॥
 দশরথ নৃপতির নিকট মরণ ।
 ঘরে ঘরে কৈকেয়ীরে করে অশেষণ ॥
 যে ঘরে কৈকেয়ী দেবী লোটে ভূমিপরে ।
 বিধির নিৰ্বন্ধ, রাজা গেল সেই ঘরে ॥
 পূৰ্বজ্ঞানে গেল রাজা, না জানে প্রমাদ ।
 গড়াগড়ি যায় রাণী, করিছে বিষাদ ॥
 সরল-হৃদয় রাজা এত নাহি বুঝে ।
 অজগর সর্প যেন কৈকেয়ী গরজে ॥
 দশরথ অতি বৃদ্ধ, কৈকেয়ী যুবতী ।
 কৈকেয়ী বিহনে আর তার নাহি গতি ॥
 কৈকেয়ী যুবতী নারী দশরথ বুড়া ।
 বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া ॥
 প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে ।
 রাজার উড়িল প্রাণ কৈকেয়ীর চুঃখে ॥
 ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে ।
 বনে মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে ॥
 কি হেতু করিলা ক্রোধ বল কার বোলে ।
 কোন্ ব্যাধি শরীরে, লোটাও ভূমিতলে ॥
 ব্যাধিপীড়া হয় যদি তোমার শরীরে ।
 বৈতু আনি সুস্থ করি, বলহ আমারে ॥
 পৃথিবীমণ্ডলে আমি রাজেন্দ্র-প্রধান ।
 হেন রাজা কেহ নাহি আমার সমান ॥
 শুনিয়া আমার নাম দেব ডরে কাঁপে ।
 ত্রিভুবন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে ॥
 সকল পৃথিবী মধ্যে মম অধিকার ।
 ধন জন যত আছে সকলি তোমার ॥

কোন্ কার্যে কৈকেয়ি, করহ অভিমান ।
 আজ্ঞা কর তাহাই তোমারে করি দান ॥
 এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ ।
 পূৰ্বকথা তাঁর আগে করিল প্রকাশ ॥
 রোগ পীড়া নহে মোর, পাই অপমান ।
 আগে সত্য কর, তবে পিছে মাগি দান ॥
 কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে ।
 সত্য করে দশরথ প্রিয়র বচনে ॥
 মহাপাশ লাগি যেন মৃগ বনে ঠেকে (২) ।
 প্রমাদ পড়িবে, রাজা পাছু নাহি দেখে ॥
 ভূপতি বলেন, প্রিয়ে, নিজ কথা বল ।
 সত্য করি যতপি তোমারে করি ছল ॥
 যেই দ্রব্য চাহ তুমি, তাহা দিব দান ।
 আছুক অন্নের কাজ, দিতে পারি প্রাণ ॥
 কৈকেয়ী বলেন, সত্য করিলা আপনি ।
 অষ্টলোকপাল (৩) সাক্ষী, শুন সত্য বাণী ॥
 নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার ।
 রাত্র দিবা সাক্ষী হও সকল সংসার ॥
 একাদশ রুদ্র সাক্ষী, দ্বাদশ আদিত্য ।
 স্থাবর জঙ্গম সাক্ষী, যারা আছে নিত্য ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই ।
 সবে সাক্ষী; রাজার নিকটে বর চাই ॥
 অবধান কর রাজা, ধার (৪) মোর ধার (৫) ।
 মোর ধার শোধি তুমি সত্যে হও পার ॥
 যুদ্ধে তব হয়েছিল ক্ষত কলেবর ।
 সেবিলাম, তাহে দিতে চেয়েছিলে বর ॥
 করিলাম পুনর্ব্বার বিক্ষোটে তারণ ।
 তুষ্ট হ'য়ে বর দিতে চাহিলা রাজন্ ॥

(১) অনুযোগ—এখানে অভিমান অর্থে ব্যবহৃত । (২) ঠেকে—আটক পড়ে । (৩) অষ্টলোকপাল—
 শিব, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, যম ও নৈরৱ্ত । (৪) ধার—ক্রিয়াপদ, ঋণী আছি । (৫) ধার—ধন ।

তবে আমি বলিলাম, তোমারে গৌসাগ্রি ।
 পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই ॥
 আজি মম নিবেদন তোমার গোচর ।
 এইক্ষণে চাই রাজা সেই দুই বর ॥
 এক বরে ভারতেরে দেহ সিংহাসন ।
 আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন ॥
 চতুর্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে ।
 ততকাল ভারত বসুক সিংহাসনে ॥
 দুই বর দিয়া কর প্রতিজ্ঞা পালন ।
 ভারত হউক রাজা, রাম যাক বন ॥

দুরন্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত ।
 আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্ছিত ॥
 অচেতন হইলেন, নাহিক সংবিত (১) ।
 উদ্ভ্রান্ত (২) নয়ন-যুগ সঘনে ঘূর্ণিত ॥
 কৈকেয়ী-বচন যেন শেল বৃকে ফুটে ।
 চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে ॥
 মুখে ধূলা উঠে, রাজা কাঁপিছে অস্তরে ।
 হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে ॥
 পাপীয়সি, আমারে বধিতে তব আশা ।
 স্ত্রীপুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষা ॥
 রাম বিনা আমার নাহিক অণু গতি ।
 আমারে বধিতে তোরে কে দিল দুর্শ্ৰুতি ॥
 রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন ।
 সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ ॥
 স্বামী যদি থাকে, তবে নারীর সম্পদ ।
 তিন কুল (৩) মজাইলি স্বামী করি বধ ॥
 স্মামি-বধ করিয়া পুত্রেরে দিবি রাজ্য ।
 চণ্ডাল-হৃদয়া (৪) তুই করিলি কি কার্য্য ॥

এই কথা ভারত যতপি আসি শুনে ।
 আপনি মরিবে, কি মরিবে সেই ক্ষণে ॥
 মাতৃবধ-ভয়ে যদি না লয় পরাণ ।
 করিবে তথাপি তোর বহু অপমান ॥
 বিষদন্তে দংশিলি রে কাল-ভুজঙ্গিনী (৫) ।
 তোরে ঘরে আনি আমি মজিনু আপনি ॥
 কোন্ রাজা আছে কোথা স্ত্রী-বশ এমন ।
 পত্নীর কথায় কেবা ত্যজেছে নন্দন ॥
 কোন্ রাজা দেখেছিস পত্নীর কথায় ।
 প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রে কাননে পাঠায় ॥
 দশ হাজার বর্ষ লোক জীয়ে (৬) ত্রেতাযুগে ।
 নয় হাজার বর্ষ রাজ্য করি নানা ভোগে ॥
 আর এক হাজার বৎসর আয়ু আছে ।
 পরমায়ু থাকিতে মজিনু তোর কাছে ॥
 প্রমাই (৭) থাকিতে মোর বধিলি পরাণ ।
 পায়ে পড়ি, কৈকেয়ী, করহ প্রাণদান ॥
 কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে ।
 সর্বাপ তিতিল তাঁর নয়নের জলে ॥
 প্রভাতে বসিব কল্যা সভা-বিঘুমাণে ।
 পৃথিবীর যত রাজা আসিবে সে স্থানে ॥
 অধিবাস রামের হইল সবে জানে ।
 কি বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে ॥
 ক্ষমা কর কৈকেয়ী, করহ প্রাণরক্ষা ।
 নিজ সোহাগের (৮) তুমি বুঝিলা পরীক্ষা ॥
 স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমার এ বংশে ।
 তোর দোষ নহে, আমি মজি নিজ দোষে ।
 স্ত্রীবশ যে জন তার হয় সর্বনাশ ।
 গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কুস্তিবাস ॥

(১) সংবিত—জ্ঞান ; চেতনা ; (২) উদ্ভ্রান্ত—পাগলের মত । (৩) তিনকুল—পিতৃকুল, মাতৃকুল, স্বশ্বকুল । (৪) চণ্ডাল-হৃদয়া—কঠিন প্রাণ । (৫) কাল-ভুজঙ্গিনী—কাল সাপিনী । (৬) জীয়ে - বাচে । (৭) প্রমাই—পরমায়ু । (৮) সোহাগের—আদরের ।

পিতৃ-সত্য-পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বন-
গমনোদ্‌ঘোগ ।

কৈকেয়ী বলেন, সত্য আপনি করিলা ।
সত্য করি বর দিতে কাঁতর হইলা ॥
সত্য ধর্ম তপ রাজা করে বহু শ্রমে ।
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে ॥
সত্য লজ্জা যে তাহার হয় সর্বনাশ ।
যে সত্য পালন করে তার স্বর্গবাস ॥
যত রাজা হইলেন চন্দ্র-সূর্য্য-বংশে ।
সে সবার যশঃ-গুণ সকলে প্রশংসে ॥
যযাতি নামেতে রাজা পালিল পৃথিবী ।
দেবযানী নামে তার মুখ্যা মহাদেবী ॥
শশ্মিষ্ঠার পুত্র হৈল সবার কনিষ্ঠ ।
পত্নীর বচনে রাজা তাঁরে দিল রাষ্ট্র (১) ॥
শিবি নামে রাজা ছিল পৃথিবীর পাতা ।
অসমসাহসী বীর, নহে অন্ন-দাতা ॥
এক দ্বিজ ছিল, তাঁর অন্ধ দুই আঁখি ।
অত্যন্ত দরিদ্র, কিছু উপায় না দেখি ॥
ঐ অন্ধ শিবিরাজে সত্য করাইল ।
নিজ দুই চক্ষু শিবি তাঁরে দান দিল ॥
আপনি হইল অন্ধ, চক্ষে নাহি দেখে ।
সত্য পালি সেই রাজা গেল স্বর্গলোকে ॥
ইক্ষাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে ।
ইক্ষাকুর বংশ বলি সকলে প্রশংসে ॥
পিতৃ-সত্য করিলেন ইক্ষাকু পালন ।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার তরে দিল রাজ্যধন ॥
পৃথিবী ডুবাতে পারে সাগরের নীরে ।
সাগর না বাড়ে পূর্ব্ব সত্য পালিবারে (২) ॥

করিলে যে সত্য মোরে দিবে দুই বর ।
এখন কাঁতর কেন হও নৃপবর ॥
নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায় ।
দশরথ পড়িলেন কৈকেয়ী-মায়ায় ॥
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে ।
এতেক প্রমাদ-কথা কেহ নাহি জানে ॥
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্বজন ।
সবে বলে, বশিষ্ঠ, হইল শুভক্ষণ ॥
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস ।
আজি কেন বিলম্ব, না জানি সে আভাস (৩) ॥
রাজার প্রতাপে হয় দিভুবন বশ ।
ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস ॥
পাত্র মিত্র বলে, শুন স্তম্ভ সারথি ।
তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি ॥
ঝাট যাহ স্তম্ভ সারথি, অন্তঃপুরে ।
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে ॥
রাম-অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ ।
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ ॥
স্তম্ভ সারথি গেল সকলের বোলে ।
দেখে, রাজা অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে ॥
স্তম্ভ বলিছে, কেন লোটাও রাজন্ ।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ ॥
ত্রিলোকের রাজা সব আসিয়াছে দ্বারে ।
বিলম্ব না কর রাজা, চলহ বাহিরে ॥
রাজা বলিলেন, পাত্র, না জান কারণ ।
মোরে বধ করিবারে কৈকেয়ীর মন ॥
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুবালী ।
গর সত্যে বন্দী আমি হয়েছি আপনি ॥

(১) রাষ্ট্র—রাজ্য । (২) দ্বান্ধিপাতোর উপকূলবাসী মুনিগণের যজ্ঞীয় অব্যাহি সমুদ্র-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া তপোবিল উপস্থিত হয়। এই জন্ত মুনিগণ নিরুপায় হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। অগস্ত্য মুনিগণের প্রার্থনায় সমুদ্র-শাসনের জন্ত সাগরতীরে উপস্থিত হইলে সমুদ্র অগস্ত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কখনও কোনো কারণে কুল পরিত্যাগ করিতেন না। (৩) আভাস—কারণ ; সূচনা ।

শীত্ৰ রামে আন গিয়া আমার বচনে ।
 তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে ॥
 কৈকেয়ী বলেন, যাহ স্তম্ভ স্থরিত ।
 শীত্ৰ রামে আন, নহে বিলম্ব উচিত ॥
 শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি ।
 উপস্থিত হইল যেখানে রঘুপতি ॥
 বাহিরে থুইয়া রথ গেল অন্তঃপুরে ।
 জোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে ॥
 কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজা যুক্তি করে ঘরে ।
 আমারে যে পাঠাইলা লইতে তোমারে ॥
 মুখ্যপাত্র স্তম্ভ শ্রীরাম তাহা জানি ।
 গৌরবে দিলেন তাঁরে আসন আপনি ॥
 শ্রীরাম বলেন, পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি ।
 বিলম্ব না করি আর, চল যাত্রা করি ॥
 যাত্রাকালে শ্রীরাম বলেন শুন সীতা ।
 আমি রাজ্য পাইব, বিমাতা চিন্তাশ্রিতা ॥
 কোন্ যুক্তি কুঁজী দিল বিমাতার তরে ।
 না জানি বিমাতা আজি কোন্ যুক্তি করে ॥
 রাজা সহ কৈকেয়ী কি করে অশুমান (১) ।
 জানি আসি পিতা কি করেন সন্ধিধান (২) ॥
 সীতা-স্থানে লইলেন শ্রীরাম বিদায় ।
 প্রকোষ্ঠ (৩) তিনেক সীতা অনুব্রজি যায় ॥
 বাটীর বাহির হইলেন রঘুনাথ ।
 চারিভিতে ধায় লোক করি জোড়হাত ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ দৌহে চড়িলেন রথে ।
 দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে ॥
 উর্দ্ধশ্বাসে ধাইলেক নারী গর্ভবতী ।
 লজ্জা-ভয় নাহি মানে কুলের যুবতী ॥
 কি করিবে স্বামী, কি করিরে ধনে জনে ।
 স্মৃতিবে সকল পাপ রাম-দরশনে ॥

সারি সারি লোক সবে দাণ্ডাইয়া চায় ।
 শ্রীরামের যত গুণ সর্বলোকে গায় ॥
 বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজা ।
 জন্মে জন্মে রাম যেন করি তব পূজা ॥
 সর্বক্ষণ দেখি যেন তোমার বদন ।
 সর্বলোক মুক্ত হবে দেখিয়া চরণ ॥
 রামরূপে নারীগণ মজাইল চিত ।
 নয়নে না চান রাম পরনারী ভিত ॥
 রূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে মরে ।
 কপাল নিন্দিয়া সবে গেল নিজ ঘরে ॥
 ঘরে গিয়া সবাকার মন নহে স্থির ।
 পিতৃকাছে প্রবেশ করেন রঘুবীর ॥
 এক প্রকোষ্ঠের বহিঃ (৪) রহেন লক্ষ্মণ ।
 ভিতর আবাসে রাম করেন গমন ॥
 দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে ।
 কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে ॥
 শ্রীরাম বলেন, মাতা, কহ ত কারণ ।
 কেন পিতা বিষাদিত ভূমেতে শয়ন ॥
 কোপ যদি করেন, হাসেন আমা দেখে ।
 আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে ॥
 কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে ।
 উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে ॥
 ভরত শক্রপ দুই ভাই নাহি দেশে ।
 মাতুলের আলায়েতে রহিল প্রবাসে ॥
 বহু দিন গত, না আইল দুই জন ।
 সেই মনোহুঃখে বৃষ্টি বিরস-বদন ॥
 কোন জন কিম্বা করিয়াছে অপরাধ ।
 ভূমে লোটাইয়া তেঁই করেন বিষাদ ॥
 তুমি বৃষ্টি পিতারে কহিলা কটু বাণী ।
 সত্য করি কহ গো বিমাতা ঠাকুরাণি ॥

(১) অশুমান—এখানে যুক্তি; পরামর্শ। (২) সন্ধিধান—ব্যবস্থা। (৩) প্রকোষ্ঠ—কুঠারী; অপরাধ কথুই হইতে হাতের কব্জি পর্য্যন্ত। (৪) বহিঃ—বাহিরে।

কি করিবে রাজ্যভোগে পিতার অভাবে ।
 আমারে কহ গো সত্য, প্রাণ পাই তবে ॥
 কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন ।
 সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ ॥
 আছুক পিতার কার্য্য তোমার বচনে ।
 রাজ্য ছাড়ি, প্রাণ ছাড়ি, কি ছার জীবনে ॥
 শ্রীরাম সরল, সে কৈকেয়ী পাপ-হিয়া(১) ।
 কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া ॥
 দৈত্য-যুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জর ।
 তাতে সেবিলাম, দিতে চাহিলেন বর ॥
 বিফোট হইল পুনঃ করি সেবা-পূজা !
 তাহে অণু বর দিতে চাহিলেন রাজা ॥
 দুই বারের দুই বর আছে মম ধার ।
 মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার ॥
 এক বরে ভারতে করিব দণ্ডধর ।
 আর বরে বনে তুমি চৌদ্দ বৎসর ॥
 শিরে জটা ধরি তুমি পরিয়া বাকল ।
 চৌদ্দ বৎসর বনে খাইবা মূল-ফল ॥
 শুনিয়া কহেন রাম সহস্র বদনে ।
 তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে ॥
 করিয়াছ কোন্ কাজে পিতারে মূচ্ছিত ।
 লজ্বিতে তোমার আজ্ঞা নহে ত উচিত ॥
 আছুক পিতার কাজ, তুমি আজ্ঞা কর ।
 তব আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর ॥
 তব প্রীতি হবে, রবে পিতার বচন ।
 চতুর্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন ॥
 ভারতেরে স্বরিতে আনাও মাতা দেশ ।
 ভারত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ ॥
 কোন দোষ নাহি মাতা তাহার শরীরে ।
 ধন-জন-রাজ্যভোগ দেহ ভারতেরে ॥

কৈকেয়ী বলেন, রাম, আগে যাহ বন ।
 ভারত আসিবে তবে এই নিকেতন (২) ॥
 আমার কথাতে কোপ না করিহ মনে ।
 শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাহ বনে ॥
 হেঁট মাথা করিয়া শুনেন মহারাজ ।
 কি কহিব কৈকেয়ীর নাহি হয় লাজ ॥
 কৈকেয়ীর প্রতি রাম কহেন আশ্বাস ।
 বিলম্ব নাহিক, আজি যাব বনবাস ॥
 যাবৎ মায়েরে সীতা করি সমর্পণ ।
 তবৎ বিলম্ব মাতা সহিবা এখন ॥
 ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে ।
 শুনেন দৌহার বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে ॥
 রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে ।
 দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে ॥
 পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত ।
 'হা রাম' বলিয়া রাজা হ'লেন মূচ্ছিত ॥
 মুখে নাহি শব্দ আর নাহিক চেতন ।
 হইলেন বাহির যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে ।
 প্রাণের দোসর (৩) মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে ॥
 করেন কৌশল্যা দেবী দেবতা পূজন ।
 ধূপ ধূনা বৃত্তদীপ জালিয়া তখন ॥
 নানা উপহারে রাণী পূরিয়াছে ঘর ।
 সাত শত সপত্নী সে ঘরের ভিতর ॥
 সবে মাত্র কৈকেয়ী নাহিক একজন ।
 সাত শত রাণী আর বহু নারীগণ ॥
 কৌশল্যার কাছে থাকে সাত শত রাণী ।
 রাম-জয় এই মাত্র শব্দ সদা শুনি ॥
 হেন কালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে ।
 আশীর্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে ॥

(১) পাপ-হিয়া—পাপ-প্রাণা । (২) নিকেতন—ঘর । (৩) দোসর—সঙ্গী ; সহায় ।

তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্যদান ।
 সুপ্রসন্ন রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ ॥
 সূর্যবংশী রাজারা আসিয়া তব স্থান ।
 তোমার করিয়া পূজা করিবে সম্মান ॥
 নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ, হও চিরস্বামী ।
 চিরকাল রাজ্য কর, পালহ পৃথিবী ॥
 সেবিলাম শিব-শিবা-চরণ-কমলে ।
 তুমি পুত্র, রাজা হও সেই পুণ্য-ফলে ॥
 শ্রীরাম বলেন, মাতা, হর্ষ কর কিসে ।
 হাতেতে আইল নিধি গেল দৈবদোষে ॥
 তুমি আমি সীতা আর অনুজ লক্ষণ ।
 শোক-সিন্ধু-নীরে আজি মজি চারি জন ॥
 তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই ।
 প্রমাদ পড়িল মাতা বিমাতা কৈকেয়ী ॥
 বিমাতার বচনে যাইতে হৈল বন ।
 ভারতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন ॥
 শুনিয়া পড়িল রাণী হইয়া মূচ্ছিত ।
 'মা মা' বলি রামচন্দ্র ডাকেন দ্রবিত ॥
 'মা মা মা' বলিয়া রাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ।
 মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিনু নরকে ॥
 কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম-লক্ষণ ।
 বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন ॥
 চৈতন্য পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে ।
 সকল বস্তাস্ত সত্য কহ ত আমারে ॥
 মোর দিবা লাগে, যদি ভাঁড়াও আমায় ।
 কি দোষে কৈকেয়ী বনে তোমারে পাঠায় ॥
 শ্রীরাম বলেন, মাতা, দৈবের ঘটন ।
 বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন ॥
 পিতৃসেবা বিমাতা করিল বার-বার ।
 দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার ॥

আজি আমি রাজা হব সকলের আগে ।
 শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে ॥
 এক বরে ভারতে করিতে দণ্ডধর ।
 আর বরে আমি যাই বনের ভিতর ॥
 স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি ।
 বিমাতার সেবায় পিতার প্রীতি অতি ॥
 তুমি যদি সেবা মাতা করিতে পিতার ।
 তবে কেন এত তাপ ঘটবে তোমার ॥
 এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে ।
 ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা-অস্তরে ॥
 কাটিলে কদলী যেন লোটারে ভূতলে ।
 'হা পুত্র' বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে ॥
 গুণের সাগর পুত্র যার যায় বন ।
 সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন ॥
 রাজার প্রথম জায়া (১) আমি মহারাণী ।
 চণ্ডালী হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী ॥
 ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী ।
 রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী ॥
 চণ্ডালের ধর্ম বাপু আমি নাহি চাই ।
 সতীনের অপযশ-কথা সব গাই ॥
 সূর্যবংশ-রাজ্যে নাই অকাল-মরণ ।
 এই সে কারণে মম না যায় জীবন ॥
 পূজিলাম কত শত দেব-দেবীগণে ।
 তার কি এ ফল বাছা তুমি যাও বনে ॥
 সূর্যবংশে যত যত রাজা জন্মেছিল ।
 বল দেখি, স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল ॥
 অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে ।
 স্ত্রী-বশ পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে ॥
 স্ত্রীর বাক্যে যিনি পুত্রে পাঠান কাননে ।
 এমন পিতার কথা না শুনিল কানে ॥

(১) জায়া—যাহাতে আত্মা স্বয়ং অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করে ।

লক্ষ্মণ বলেন, সত্য তব কথা পূজি ।
 স্ত্রীবশ-পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে ।
 হেন পুত্রে বনে রাজা পাঠান কি দোষে ॥
 আগে রাজ্য দিয়া পরে পাঠান কাননে ।
 হেন অপযশ পিতা রাখেন ডুবনে ॥
 যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার ।
 তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহ রাজ্যভার ॥
 বার্কক্যে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল ।
 করিয়াছে বাধ্য তাঁরে কৈকেয়ী কেবল ॥
 যদি রঘুনাথ, আমি তব আজ্ঞা পাই ।
 ভারতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই ॥
 আমি এই আছি রাম, তোমার সেবক ।
 আজ্ঞা কর, ভারতের কাটিব কটক ॥
 তুমি যদি হস্তে প্রভু ধর ধনুর্বাণ ।
 তব রণে কোন্ জন হবে আশ্রয়ান ॥
 কৌশল্যা বলেন, রাম, কি বলে লক্ষ্মণ ।
 বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন ॥
 এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার ।
 ভারতের করে দেহ সব রাজ্যভার ॥
 অথ সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন ।
 দেশে থাক রাম, তুমি না যাইও বন ॥
 মায়ের বচন লজ্জি পিতৃবাক্য ধর ।
 পিতা হৈতে মাতা তব অতি মহন্তর ॥
 গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন্য দিয়া পোষে ।
 হেন মাতৃ-আজ্ঞা রাম, লজ্জ তুমি কিসে ॥
 বাপের বচন রাখ, লজ্জ মাতৃ-বাণী ।
 কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি ॥
 শ্রীরাম বলেন, মাতা, শুন এক কথা ।
 পিতা অতিশয় মাগু তোমার দেবতা ॥

দেখহ পরশুরাম পিতার কথায় ।
 অস্ত্রাঘাত করিলেন মায়ের মাথায় (১) ॥
 পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবক্রের গোবধ (২) ।
 সগর জন্মায় পুত্রগণের আপদ (৩) ॥
 বাপের আদেশে মূনি বরুণ-আলয়ে ।
 পশি কত কাল কাটে বিষাদিত হয়ে (৪) ॥
 সত্য না লজ্জেন পিতা সত্যোতে তৎপর ।
 মম দুঃখে পিতা অতি অন্তরে কাতর ॥
 পিতৃ-সত্য আমি যদি না করি পালন ।
 বৃথা রাজ্যভোগ মম, বৃথাই জীবন ॥
 বর্জিবেন বিমাতারে পিতা লয় মনে ।
 করিহ তাঁহার সেবা তুমি রাত্রি দিনে ॥
 কৌশল্যা বলেন, রাম, সত্যে যাও বন ।
 তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
 মাতৃ-বধ করিলে হইবে তব পাপ ।
 মাতৃ-বধ-পাপে রাম বড় পাবে তাপ ॥
 পিতৃ-সত্য পালিবা সে মায়ের মরণে ।
 কোন্ পাপ বড় রাম, ভাব দেখি মনে ॥
 আক্ষালন লক্ষ্মণ করেন অতিশয় ।
 শ্রীরাম বলেন, তব বুদ্ধি ভাল নয় ॥
 যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে ।
 তত যত্ন করি আমি যাইতে কাস্তারে (৫) ॥
 বিমাতার দোষ নাহি, দোষী নহে কুঁজী ।
 সকল দেখিবা ভাই বিমাতার বাজি ॥
 বিমাতা জানেন ভাল আমার চরিত ।
 জানিয়া শুনিয়া করিলেন বিপরীত ॥
 ভারত হইতে তাঁর আমা প্রতি আশা ।
 বিমাতার দোষ নাই, আমার দুর্দশা ।
 যে দিন যে হবে, তাহা বিধি সব জানে ।
 দুঃখ না ভাবিহ ভাই, ক্ষমা দেহ মনে ॥

(১) (২) (৩) (৪)—বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । (৫) কাস্তারে—বনে ।

দুঃখ না ভুঞ্জিলে কৰ্ম না হয় খণ্ডন ।
 দুঃখ-সুখ দেখ ভাই ললাট-লিখন ॥
 প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জে ।
 সুমিত্রাকুমার বীর ঘন ঘন তর্জে ॥
 ধনুকেতে গুণ দিয়া চাহে চারিভিতে ।
 কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে ॥
 রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী ।
 রাজ্যভোগ ত্যজি ফল-মূল-অভিলাষী ॥
 সম্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কৰ্ম ।
 ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ, সেই তার ধৰ্ম ॥
 ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বনবাস ।
 শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য-আশ ॥
 সবে জানে বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি ।
 তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ে কোথাও না শুনি ॥
 তোমা বিনা পিতার মনেতে নাই আন ।
 তুমি বনে গেলে পিতা ত্যজিবেন প্রাণ ॥
 তোমা বিনা রাজা যাইবেন পরলোকে ।
 প্রাণ ত্যজিবেন মাতা তোমা পুত্রশোকে ॥
 এই শোকে পিতা মাতা মরিবে দু'জনে ।
 পিতা মাতা বধ তুমি কর কি কারণে ॥
 অকারণে হের এ আজানু-বাহুদণ্ড ।
 অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড ॥

অকারণে ধরি খড়গ চর্ম ভল্ল শূল ।
 আজ্ঞা কর, ভরতেরে করিব নির্মূল ॥
 সকল হইল ব্যর্থ এ সব সম্পদ ।
 আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ ॥
 শ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ ।
 ভরত না জানে কিছু এতক প্রমাদ ॥
 অকারণ ভরতেরে কেন কর রোষ ।
 বিধির নির্বন্ধ ইহা, তাহার কি দোষ ॥
 রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ ।
 পিতৃভক্ত রাম নাহি শুনে বচন ॥
 মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ-বচন ।
 আজ্ঞা কর মাতা, আজি আমি যাই বন ॥
 কৌশল্যা কহেন রামে সজল নয়নে ।
 না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে ॥
 যে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে ।
 সেই মন্ত্র দিল রাণী শ্রীরামের কানে ॥
 চতুর্দশ বর্ষ বনে থাকিবে কুশলে ।
 অষ্ট লোকপাল রাখ আমার ছাওয়ালে ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্তিক গণপতি ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্বতী ॥
 একাদশ রুদ্র (১) আর দ্বাদশ যে রবি (২) ।
 জলে স্থলে রক্ষা তোমা করুন পৃথিবী ॥

(১) একাদশ রুদ্র—ব্রহ্মা কল্পারম্ভে সৃষ্টি-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় এক বাসক-মূর্তি তাঁহার ললাট হইতে আবির্ভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা তাঁহার রোদন নিবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে রুদ্র নামে অভিহিত করিলেন । ইনি একাদশ মূর্তিতে একাদশ রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ । একাদশ রুদ্রের নাম এইরূপ :—অজ, একপাদ, অহিব্রহ্ম, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্বু, হর ও ঈশ্বর ; মতান্তরে অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত সাবিত্র ও হর । (২) দ্বাদশ রবি—বিবস্বান, অর্ষ্যামা, পুষা, জ্যেষ্ঠা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম । পুরাণে লিখিত আছে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ করিতে অসমর্থ হইলে তদীয় পিতা বিশ্বকর্মা আদিত্যকে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া সূর্য্যের তেজোহ্রাস করেন । তখন হইতে সূর্য্য বৈশাখাষি মাসক্রমে তপন, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, ষম, হিরণ্যবেতা, দ্বিবাকর, চিত্র, বিষ্ণু, অরুণ, সূর্য্য ও বেহজ নামে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ।

চৌদ্দবর্ষ যদি রহে আমার জীবন ।
 তবে তোমা সনে মম হবে দরশন ॥
 বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে ।
 গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সস্তাষণে ॥
 শ্রীরাম বলেন, সীতা, নিজ কৰ্ম্ম-দোষে ।
 বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥
 বিবাহ করিয়া এক বর্ষ আছি ঘরে ।
 হেনকালে বিমাতা ফেলিল মহাকেরে (১) ॥
 তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস ।
 ভারতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ ॥
 চতুর্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে ।
 তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি-দিনে ॥
 জানকী বলেন, সুখে হইয়া নিরাশ ।
 স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস ॥
 তুমি সে পরমগুরু তুমি সে দেবতা ।
 তুমি যাও যথা, প্রভু, আমি যাই তথা ॥
 তোমা বিনা আর কারে নাহি জানে সীতা ।
 তুমি মোর গুরু বন্ধু তুমি মনুদাতা ॥
 স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি ।
 স্বামীর জীবনে জীয়ে, মরণে সংহতি ॥
 প্রাণনাথ, কেন একা হবে বনবাসী ।
 পথের দোসর হব সঙ্গে লও দাসী ॥
 বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা ক্রেশে ।
 দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে ॥
 যদি বল, সীতা, বনে পাবে নানা দুখ ।
 শত দুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ ॥
 মম হেতু প্রাণনাথ, ক'র না ভাবনা ।
 কদাপি তোমাতে আমি দিব না বেদনা ॥

তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি ।
 তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন জনক-দুহিতা ।
 বিষম দণ্ডক বন না যাইহ সীতা ॥
 সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস ।
 বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস ॥
 অস্ত্রপুরে নানা ভোগে থাক মনসুখে ।
 ফল-মূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে (২) ॥
 তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল ।
 কুশাকুরে বিক্র হবে চরণ-কমল ॥
 তুমি আমি দৌহে হব বিকৃত-আকৃতি ।
 দৌহে দৌহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি ॥
 চতুর্দশ বর্ষ গেলে দেখ বৃদ্ধি মনে ।
 এই কাল গেলে সুখ ধীকিব দুজনে ॥
 চিন্তা না করহ কাস্তে, কাস্ত হও মনে ।
 বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে ॥
 শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে ।
 কহেন রামের প্রতি কুপিত সস্তাপে (৩) ॥
 পণ্ডিত হইয়া বল নির্ঝোধের প্রায় ।
 কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায় ॥
 নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে ।
 দেখ তায় দীর বলে কোন্ দীর জনে ॥
 রাজ্য নিতে ভারত না করিল অপেক্ষা ।
 তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা ॥
 পেয়েছিলে রাজ্য তুমি লইল যে জন ।
 লইতে তোমার নারী তার কতক্ষণ ॥
 তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশকাঁটা ফুটে ।
 তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥

(১) মহাকেরে—ঘোর বিপদে । (২) দণ্ডকে—দণ্ডক বনে ; দণ্ডরাজ্য শুক্রাচার্যের কন্যা অজ্ঞার অপমান করিলে শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডরাজকে অভিশাপ দেন । সেই অভিশাপে দণ্ড-রাজ্য ঘোর বনে পরিণত হয় । এই বনের নাম দণ্ডক-বন । বিস্তারিত বিবরণ ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । (৩) সস্তাপে—বেদনায়

তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূলি গায় ।
 অগুরু চন্দন চূয়া জ্ঞান করি তায় ॥
 তব সনে রহি যদি শয়ন কহায় ।
 ভাবিব হে নাথ, তাহা নেত্র-তুলী প্রায় ॥
 তব সঙ্গে থাকি যদি পাই তরুণুল ।
 অগ্ন স্বর্গ-গৃহ নহে তার সমতুল ॥
 তব দুঃখে দুঃখ মম, সুখে সুখ-ভার ।
 আহারে আহার, আর বিহারে বিহার ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন ।
 তব রূপ নিরখিয়া করিব বারণ ॥
 বহু তীর্থ দেখিব, অনেক তপোবন ।
 নানাবিধ পর্বতে করিব আরোহণ ॥
 যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে (১) ।
 বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে ॥
 শুন হে জনকরাজ, তোমার দুহিতা ।
 করিবেন বনবাস পতির সহিতা ॥
 ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন ।
 বনবাস আছে মম ললাটে লিখন ॥
 তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন ।
 স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন ॥

শ্রীরাম বলেন, বুঝিলাম তব মন ।
 তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥
 বনে বাস হেতু হইয়াছে তব মন ।
 খসাইয়া ফেলাহ গায়ের আভরণ (২) ॥
 এতক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে ।
 খুলিলেন অলঙ্কার যে ছিল শরীরে ॥
 সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন ।
 তা'সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ ॥
 আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতা বাণী ।
 ভূষণ পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী ॥

সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র-ধন ।
 সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন অমুজ্জ লক্ষ্মণ ।
 দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন ॥
 দাস-দাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা ।
 রাজ্য লইবারে ভাই না করিহ আশা ॥
 পিতা-মাতা কাতর হবেন মম শোকে ।
 কতক হবেন শাস্ত তব মুখ দেখে ॥
 যেই তুমি, সেই আমি, শুনহ লক্ষ্মণ ।
 একেরে দেখিলে হয় শোক পাসরণ ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, আমি হই অগ্রসর ।
 আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অমুচর (৩) ॥
 যেই তুমি, সেই আমি, বিধাতা তা জানে ।
 যদি আমি থাকি, তুমি কি করিবে বনে ॥
 সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে ।
 সেবকে ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে ॥
 রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে ।
 সেবক বিহনে দুঃখ পাবেন কাননে ॥

শ্রীরাম বলেন, ভাই, যদি যাবে বন ।
 বাছিয়া ধনুক বাণ লহ রে লক্ষ্মণ ॥
 বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে ।
 ধনুর্বাণ লহ যেন জয়ী হই রণে ॥
 পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর ।
 ভাল ভাল বাণ সব বাঙ্কিলা বিস্তর ॥
 শ্রীরাম বলেন, বলি লক্ষ্মণ তোমারে ।
 তল্লাস করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে ॥
 ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন ।
 ব্রাহ্মণ-সজ্জনে দেহ যত আছে ধন ॥
 মুনি ঋষি আদি করি কুল- পুরোহিত ।
 তা'সবারে ধন দিয়া তোষহ ত্বরিত ॥

(১) শৈশব—৮ বৎসরের অনধিক বয়স পর্য্যন্ত । (২) আভরণ—গহনা । (৩) অমুচর—অমুগামী ; সঙ্গী ।

বাছিয়া বাছিয়া আন কুলীন (১) ব্রাহ্মণ ।

যেবা যত চাহে তারে দেহ তত ধন ॥

যতক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায় ।

তা সব্বারে দেহ ধন যেবা যত চায় ॥

মম দুঃখে যত লোক হইবেক দুঃখী ।

চতুর্দশ বর্ষ যেন হয় তারা সুখী ॥

পাইলেন লক্ষ্মণ শ্রীরামের আদেশ ।

তাঁহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ ॥

ভাণ্ডার করেন শূণ্য ধন বিতরণে ।

সব্বারে গোষেন রাম মধুর বচনে ॥

আমা লাগি তোমরা না করিহ ক্রন্দন ।

করিবে ভরত ভাই সব্বারে পালন ॥

কোন দোষ নাহি ভাই ভরত-শরীরে ।

বড় তুষ্ট আছি আমি তার ব্যবহারে ॥

নানা রত্ন রাম করিলেন পরিহার (২) ।

দানে শূণ্য করিলেন শতক ভাণ্ডার ॥

সকল ভাণ্ডার শূণ্য আর নাহি ধন ।

হেনকালে বার্তা পায় ত্রিজট ব্রাহ্মণ ॥

বড়ই দরিদ্র সে ত্রিজট নাম ধরে ।

দান-কথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে ॥

চলিতে শক্তি নাই, চক্ষু ক্ষীণ হয় ।

ব্রাহ্মণী তাঁহাকে হিত উপদেশ কয় ॥

দীনেরে করেন ধনী রাম দিয়া ধন ।

তুমি আমি বুড়া-বুড়ি মরি দুই জন ॥

তুমি বৃদ্ধ আমি বৃদ্ধা, দুঃখ যে অপার ।

কে আর পুষিবে, কোথা মিলিবে আহার ॥

শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে নড়ি (৩) ভর ক'রে ।

অতি কষ্টে গিয়া কহে রামের গোচরে ॥

আমি দ্বিজ দরিদ্র ত্রিজট নাম ধরি ।

বৃদ্ধকালে ব্রাহ্মণীকে পুষিতে না পারি ॥

পুত্র নাই, আমারে কে করিবে পালন ।

অনাহারে বুড়াবুড়ী মরি দুই জন ॥

আইলাম নড়ি ভর করিয়া সম্প্রতি ।

তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাহি গতি ॥

শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ, আসিয়াছ শেষে ।

ধন নাই, লক্ষ ধেনু ল'য়ে যাও দেশে ॥

ধেনু দান পেয়ে দ্বিজ হরিষ অস্তুরে ।

কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে ॥

দড় করি চুল বান্ধি নড়ি করি হাতে ।

পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে-পড়িতে (৪) ॥

বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্ব্বজনে ।

ধেনুতে মারিবে নাকি এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে ॥

হাসিয়া বিহ্বল কেহ, কেহ বা বিষাদ (৫) ।

ব্রাহ্মবধ হেতু রাম পাড়িল প্রমাদ ॥

শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ, কহিতে ডরাই ।

না পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই ॥

এক ধেনু লইতে তোমার এ সঙ্কট ।

মরিবারে যাহ কেন ধেনুর নিকট ॥

ধেনুর সহিত দান দিলাম গোয়াল ।

গোয়ালে রাখিবে ধেনু থাকে যতকাল ॥

অনুমাণে জানি তুমি বড়ই নির্ধন ।

আজ্ঞা কর দিতে পারি আর কিছু ধন ॥

দ্বিজ বলে, প্রভু, নাহি চাহি আর ধন ।

ধেনু-ধন বিনা নাহি অণু প্রয়োজন ॥

বুড়া-বুড়ী ধেনু-দুগ্ধ খাইব অপার (৬) ।

কত দুগ্ধ বিকি দিয়া (৭) পুরিব ভাণ্ডার ॥

(১) কুলীন—উত্তমবংশজ । আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তাঁর্যদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ, দান এই নয় প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কুলীন বসে । (২) পরিহার—দান । (৩) নড়ি—লাঠি । (৪) উঠিতে-পড়িতে—অতিকষ্টে । (৫) বিষাদ—এখানে দুঃখিত অর্থে প্রযুক্ত । (৬) অপার—এখানে প্রচুর । (৭) বিকি দিয়া—বিক্রয় করিয়া ।

অনাথের নাথ তুমি, সকলের গতি ।
 কহিতে তোমার গুণ কাহার শক্তি ॥
 এক লক্ষ দেখু লৈয়া দ্বিজ গেল দেশে ।
 রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥
 শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষণের বনবাস যাত্রা
 শৃঙ্গবেরপুরে গমন ।
 রামের প্রসাদে বাড়ে সবার ঐশ্বর্য ।
 দরিদ্র হইল ধনী, শুনিতে আশ্চর্য ॥
 রামের দয়ায় সবে সুখে কাটে কাল ।
 অযোধ্যাতে কেহ নাহি ধনের কাঙ্গাল ॥
 রাজ্যগণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে ।
 শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে ॥
 মাঝে সীতা, আগে পাছে দুই মহাবীর ।
 তিন জন হইলেন পুরীর বাহির ॥
 স্ত্রী-পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী ।
 জানকীর পাছে যায় অযোধ্যার নারী ॥
 যে সীতা না দেখিতেন সূর্যের কিরণ ।
 হেন সীতা বনে যান দেখে সর্বজন ॥
 যেই রাম ভ্রমিতেন স্বর্ণ-চতুর্দোলে ।
 হেন প্রভু রাম পথ বাহেন (১) ভুতলে ॥
 কোথাও না দেখি হেন, কোথাও না শুনি ।
 হাহাকার করে বৃদ্ধ-বালক-রমণী ॥
 জগতের নাথ রাম যান তপোবনে ।
 বিদায় লইতে যান পিতার চরণে ॥
 বুদ্ধি নাই ভূপতির, হরিয়াছে জ্ঞান ।
 রাম বনে গেলে তাঁর কিসে বাঁচে প্রাণ ॥
 রাজ্যের পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী ।
 রাম হেন পুত্রে হায় কৈল বনবাসী ॥
 মনে বুঝি, রাজ্যের যে নিকট মরণ ।
 বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ ॥

জানকী সহিত রাম যান তপোবন ।
 রাজ্য-সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষণ ॥
 পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে ।
 চৌদ্দবর্ষ এক ঠাই থাকি গিয়া বনে ॥
 অযোধ্যার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া ।
 কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভারতে লইয়া ॥
 শৃগাল ভল্লুক রোক অযোধ্যানগরে ।
 মায়ে-পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে (২) ॥
 এইরূপ শ্রীরামেরে সকলে বাথানে ।
 রাজ্যের নিকটে যান দ্রুত তিন জনে ॥
 প্রকোষ্ঠের (৩) বাহিরেতে রহে তিন জন ।
 আবাস ভিতরে রাজ্য করেন ক্রন্দন ॥
 ভূপতি বলেন, রে কৈকেয়ি ভুজঙ্গিনী ।
 তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি ॥
 রঘুবংশ ক্ষয় হেতু আইলি রাক্ষসী ।
 রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী ॥
 কেমনে দেখিব আমি রাম যায় বন ।
 রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
 প্রাণ যাক, তাহে মম নাহি কোন শোক ।
 আমারে স্ত্রীবশ বলি ঘুষিবেক লোক ॥
 বড় বড় রাজ্য আমি জিনিলাম রণে ।
 দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মোর বাণে ॥
 যেই রাজ্য জিনিলেক দৈত্য যে সম্বর ।
 যারে একাসনে স্থান দেন পুরন্দর ॥
 হেন দশরথ রাজ্য স্ত্রী লাগিয়া মরে ।
 এই অপকীর্ত্তি (৪) মোর থাকিল সংসারে ॥
 স্ত্রীর বশ না হইবে অণু কোন নর ।
 আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর ॥
 বর্জ্জিবে ভারত তোরে এই অনাচারে ।
 আমি বর্জ্জিলাম তোরে আর ভারতেরে ॥

(১) বাহেন—চলেন । (২) একেশ্বর—একলা । (৩) প্রকোষ্ঠ—কুঠরী । (৪) অপকীর্ত্তি—অপঘণ ।

আজি হৈতে তোরে আমি করি বর্জন ।
 ভরতের না লইব শ্রীক বা তর্পণ ॥
 থাকি অগ্ৰ প্রকোষ্ঠেতে তাঁরা তিন জন ।
 শুনে রাজার সর্ব বিলাপ-বচন ॥
 রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম-লক্ষণ ।
 রাজার ক্রন্দনে কাঁদে তাঁরা দুই জন ॥
 আবাস ভিতরে দেখে কান্দেন ভূপতি ।
 হেনকালে উপনীত স্মমন্ত্র সারথি ॥
 জোড়হাতে বাক্তি কহে রাজার গোচর ।
 নিবেদন, অবধান কর নৃপবর ॥
 শ্রীরাম লক্ষণ সীতা যায় আজি বনে ।
 বিদায় লইতে আইলেন তিন জনে ॥
 ভূপতি বলেন, মন্ত্রী, নাহি মম জ্ঞান ।
 সাত শত মহারাণী আন মোর স্থান ॥
 পাইয়া রাজার আজ্ঞা স্মমন্ত্র সারথি ।
 সাত শত মহারাণী আনে শীঘ্রগতি ॥
 সাত শত মহারাণী চারি দিকে বৈসে ।
 তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রমা প্রকাশে ॥
 স্মমন্ত্র রাজাজ্ঞামতে চলিল তখন ।
 শ্রীরাম লক্ষণ সীতা আনে তিন জন ॥
 জোড়হাতে বন্দে রাম পিতার চরণে ।
 আজ্ঞা কর, বনে যাই এই তিন জনে ॥
 মাথায় বা মারি রাজা করে হাহাকার ।
 মম সঙ্গে দেখা বাছা, না হইবে আর ॥
 হেথা না রহিব আমি, না রবে জীবন ।
 তোমার সহিত রাম, যাব তপোবন ॥
 শ্রীরাম বলেন, পিতা, এ নহে বিহিত ।
 পুত্র সঙ্গে পিতা যায় এ নহে উচিত ॥
 ভূপতি বলেন, রাম, থাক একরাত্রি ।
 একরাত্রি একত্র করিব নিবসতি (১) ॥

ভালমতে দেখিব তোমার সুবদন ।
 পুনর্বার না হইবে তব দরশন ॥
 শ্রীরাম বলেন, যদি নিশ্চিত গমন ।
 একরাত্রি লাগি কেন সত্য-উল্লঙ্ঘন ॥
 আজি আমি বনে যাব আছে এ নির্বন্ধ (২) ।
 না গেলে নিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ ॥
 আজি হ'তে অন্ন করিলাম বিসর্জন ।
 বনে গিয়া ফল-মূল করিব ভক্ষণ ॥
 তারে পুত্র বলি, যে কুলের অলঙ্কার ।
 পিতৃ-সত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃ-ধার ॥
 ভূপতি বলেন, শুন স্মমন্ত্র বচন ।
 অগ্নি হস্তী সঙ্গে দেহ বহুমূল্য ধন ॥
 অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্যস্থান ।
 ব্রাহ্মণ তপস্বী দেখি করিও প্রদান ॥
 যদি ধন দিতে রাজা করেন আশাস (৩) ।
 কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী, ছাড়িল নিশ্বাস ॥
 সর্বান্ত হইল শুষ্ক, যান তৈল মৃগ ।
 রাজারে পাড়িল গালি পেয়ে মনে দুখ ॥
 ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার ।
 কুটিলহৃদয় কর অগ্ৰথা গ্ৰহণ ॥
 তব বংশে ছিলেন সগর মহাশয় ।
 অসমঞ্জ পুত্র বর্জ্য প্রধান তনয় ॥
 রামেরে বর্জিতে আজি মনে লাগে ব্যথা ।
 আপনি করিয়া সত্য করিলা অগ্ৰথা ॥
 এত যদি ভূপতির কহিল কৈকেয়ী ।
 নৃপতি বলেন, শুন পাপীয়সি, কহি ॥
 সগরের পুত্র অসমঞ্জ দুরাচার ।
 গলা চাপি বালকেরে করিত সংহার ॥
 তার মাতা-পিতা দুঃখ পায় পুত্র-শোকে ।
 জানাইল সগর রাজারে প্রজালোকে ॥

(১) নিবসতি—বাস । (২) নির্বন্ধ—অবৃত্ত । (৩) আশাস—এখানে আদেশ ।

তব রাজ্য ছাড়ি রাজা যাব অণু দেশ ।
 অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ ॥
 কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশ এমন ।
 প্রজা যদি চাও, পুত্রে করহ বর্জন ॥
 অসমঞ্জ বর্জে রাজা লোক-অনুরোধে (১) ।
 শ্রীরামেরে বর্জি আমি কোন্ অপরাধে ॥
 জগতের হিত রাম জগৎ-জীবন ।
 হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন ॥
 তখন বলেন, রাম পিতৃ-বিদ্যমানে ।
 ভাল যুক্তি বলিলেন, মাত্ৰ তব স্থানে ॥
 রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন ।
 অথ হস্তী ধনে তার কোন্ প্রয়োজন ॥
 গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে ।
 জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে ॥
 বাকল পরিবে রাম, কৈকেয়ী তা শুনে ।
 বাকল রাখিয়াছিল, দিল ততক্ষণে ॥
 বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে ।
 কান্দেন বাকল দেখি রাজা দশরথে ॥
 লক্ষ্মণের, সীতার, বাকল তিন খানি ।
 রোদন করেন দেখি সাত শত রাণী ॥
 অশ্রুজল সবাকার করে ছলছল ।
 কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল ॥
 হরি হরি স্মরণ করয়ে সর্বলোকে ।
 বজ্রঘাত হয় যেন ভূপতির বৃকে ॥
 সবে বলে, কৈকেয়ি, পাষণ তোর হিয়া ।
 তিলেক না হয় দয়া রামেরে দেখিয়া ॥
 এক জনে দংশিয়া দংশিলি তিন জনে ।
 লক্ষ্মণ-সীতারে কেন পাঠাইলি বনে ॥
 পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যান বন ।
 জানকী লক্ষ্মণ যান কিসের কারণ ॥

ইন্দ্রাণীর সম যাঁর সুবেশ সুকেশ ।
 সে সীতা কেমনে ধরে তাপসীর বেশ ॥
 বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন ।
 পাত্র মিত্র বলে, সীতা পরুন বসন ॥
 পিতৃসত্য পুত্র পালে, বধূর কি দায় ।
 পতিব্রতা সীতাদেবী পশ্চাৎ গোড়ায় (২) ॥
 নানা রত্নে পরিপূর্ণ রাজার ভাণ্ডার ।
 সূমন্ত্র শুনিয়া আনে দিব্য অলঙ্কার ॥
 জানকী পরেন তাড় বাজন (৩) নুপুর ।
 মকর কুণ্ডল হার অপূর্ব কেয়ুর ॥
 মণিময় মালা আর বিচিত্র পাশুলি ।
 হীরক অঙ্গুরী করে শোভিত অঙ্গুলি ॥
 দুই হাতে শঙ্খ তাঁর অদ্ভুত নির্মাণ ।
 করিলেন যতেক ভূষণ পরিধান ॥
 পটুবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর ।
 ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর ॥
 যেমন ভূষণ তাঁর তেমনি আকার ।
 শশুরে জানকী দেবী করে নমস্কার ॥
 বিদায় হইয়া সীতা শশুর-চরণে ।
 রহে জোড়হাতে শাশুড়ীর বিদ্যমানে ॥
 কৌশল্যা বলেন, সীতা, শুন সাবধানে ।
 স্বামিসেবা সতত করিবে রাত্রিদিনে ॥
 রাজার বহুরী (৪) তুমি রাজার কুমারী ।
 তোমার আচারে আচরিবে অণু নারী ॥
 নির্বন হউক স্বামী অথবা স-ধন ।
 স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অণে নাহি মন ॥
 জানকী বলেন গো কৌশল্যা ঠাকুরাণি ।
 স্বামিসেবা করিতে যে আমি ভাল জানি ॥
 স্বামি-সেবা করি মাত্র, এই আমি চাই ।
 তে-কারণে ঠাকুরাণি, বনবাসে যাই ॥

(১) লোক-অনুরোধে—লোকের উনুরোধে । (২) গোড়ায়—পেছনে পেছনে যার (৩) বাজন—
 শব্দকারী ; শব্দায়মান । (৪) বহুরী—বৌ ।

যত ধর্ম্য কর্ম্য করিয়াছি পিতৃ-ঘরে ।
 আর স্ত্রীর মত জ্ঞান না কর আমারে ॥
 মায়ের অধিক যে, আমার ভাব ব্যথা ।
 হিত-উপদেশ তেঁই শিখাইলা মাতা ॥
 তাঁর কথা শুনিয়া কহেন মহারাণী ।
 তোমা হেন বধু আমি ভাগ্য করি মানি ।
 বধুরে প্রবোধ দিয়া বুঝান শ্রীরামে ।
 সতর্ক থাকিহ রাম মুনির আশ্রমে ॥
 জ্ঞানকীরে হেরি চমৎকৃত ত্রিভুবনে ।
 সাবধানে থেকো রাম ভয়ানক বনে ॥
 সীতার রূপেতে করে আলো ত্রিভুবন ।
 চক্ষুর আড়াল গারে কোরোনা কখন ॥
 স্মিত্রা বলেন, শুন তনয় লক্ষ্মণ ।
 দেবজ্ঞান শ্রীরামেরে কোরো সর্বক্ষণ ॥
 জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃভূলা সর্বশাস্ত্রে জানি ।
 আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন স্মিত্রা সতাই (১) ।
 আশীর্বাদ কর আমি বনবাসে যাই ॥
 বনেতে তিনেতে তিন থাকিব দোসর ।
 ত্রিভুবনে আমার কাহারে নাহি ডর ॥
 বন্দন সব্বারে রাম যত রাজরাণী ।
 সব্বাকার ঠাঁঞি রাম মাগেন মেলানি (২) ॥
 নমস্কার করিলেন কৈকেয়ী-চরণে ।
 অমুমতি কর মাতা, আমি যাই বনে ॥
 ভাল মন্দ বলিয়াছি দুবন্ধর বাণী (৩) ।
 মনে কিছু না করিহ, দেহ গো মেলানি ॥
 পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী, তাহে অতি ক্রুরমতি ।
 ভালমন্দ না বলিল শ্রীরামের প্রতি ॥
 মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায় ।
 যাবৎ না আসি পিতা, পালিহ মাতায় ॥

রাজা বলিলেন, যদি রহে এ জীবন ।
 তবে ত তোমার মায়ে করিব পালন ॥
 আমার এ আজ্ঞা রাম না কর লঙ্ঘন ।
 তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন ॥
 রাজাজ্ঞায় রথ আনে স্মমন্ত্র সারথি ।
 তিন দিন রথে যাইবেন রঘুপতি ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে ।
 গোলেন আয়ুধ নানা লক্ষ্মণ গহাতে ॥
 রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে ।
 পাছে পাছে কত ধায় স্ত্রীপুরুষগণে ॥
 ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যানগরী ।
 শ্রীরামের পাছে ধায় সব অন্তঃপুরী ॥
 ডাক দিয়া স্মমন্ত্রে বলিছে সর্বজন ।
 রথ রাখ দেখি শ্রীরামের চন্দ্রানন ॥
 কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি রাজা উর্দ্ধশ্বাসে ধা'ন ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা কত দূরে যান ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন, স্মমন্ত্র সারথি ।
 দেখিতে না পারি আমি পিতার দুর্গতি ॥
 রথের করাও তুমি ত্বরিত গমন ।
 পিতার সহিত যেন না হয় দর্শন ॥
 স্মমন্ত্র বলেন, আজ্ঞা না করিব আন ।
 এক বাক্য বলি আমি কর অবধান ॥
 ভাঙ্গিল রাজ্যর সঙ্গে অযোধ্যানগরী ।
 রথের পশ্চাতে এই দেখ সর্বপুরী ॥
 রাজ্যর সহিত যদি হয় দর্শন ।
 তবে না দেশেতে লোকে করিবে গমন ।
 শ্রীরাম বলেন, বলি স্মমন্ত্র তোমারে ।
 প্রয়োজন নাহি মোর রাজ্য করিবারে ॥
 মম বাক্য আপনি না পার লঙ্ঘিবারে ।
 ঝাট রথ চালাহ, না দেখা দিবে কারে ॥

(১) সতাই—বিমাতা । (২) মেলানি—বিষায় । (৩) দুবন্ধর-বাণী—কটুকথা ।

শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি ।
 রথখান চালাইল পবনের গতি ॥
 কত দূরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন ।
 ভূমিতে পড়েন রাজা হ'য়ে অচেতন ॥
 রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্য সকল ।
 শরীরের ধূলি ঝাড়ে, মুখে দেয় জল ॥
 এক দিন শোকে তাঁর মূর্ত্তি হৈল স্নান ।
 রাজার বাঁচন (১) নাহি করে অনুমান ॥
 চন্দ্র গ্রাসে হয় যেন রাহুর মূর্ত্তি ।
 কৃষ্ণবর্ণ হৈল রাজার আকৃতি-প্রকৃতি ॥
 রাজারে ধরিয়া সবে লৈয়া গেল দেশ ।
 অন্তঃপুর মধ্যে তাঁরে করায় প্রবেশ ॥
 গড়াগড়ি দশরথ যান ভূমিতলে ।
 হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে ॥
 রাজা বলে নাহি ছুইস্ কাল-ভুজঙ্গিনী ।
 স্ত্রী হইয়া স্বামীকে বধিলি চণ্ডালিনী ॥
 প্রথমে যখন ছিলি কৈকেয়ী যুবতী ।
 রাত্রি-দিন থাকিতিস্ আমার সংহতি (২) ॥
 তাহার কারণ এই হইল প্রকাশ ।
 রাম ছাড়া করিয়া করিলি সর্বনাশ ॥

গেলেন শোকাক্ত রাজা কৌশল্যার ঘর ।
 দৌহার হইল শোক একই সোসর (৩) ॥
 রাত্রিদিন নাহি ঘুচে দৌহার ক্রন্দন ।
 এক শোকে কাতর হ'লেন দুই জন ॥
 মুনি বেদ ছাড়িলেন, যোগী ছাড়ে যোগ ।
 পাবক আহুতি (৪) ছাড়ে, প্রজা ছাড়ে ভোগ ॥
 মাতঙ্গ আহার ছাড়ে, ঘোড়া ছাড়ে ঘাস ।
 রন্ধন ভোজন নাই, লোকে উপবাস ॥

যামিনীতে কামিনী না যায় পতি-পাশ ।
 সংসার হইল শূণ্য, সকলে নিরাশ ॥
 রাত্রিদিন কান্দে লোক, করে জাগরণ ।
 গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 নানা বনফুল দেখি সে নদীর কূলে ।
 রাজহংস ক্রীড়া করে তমসার (৫) জলে ॥

সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম ।
 তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম ॥
 রথ-অশ্ব স্নান করাইল তার জলে ।
 জলপান করাইয়া বাঁধে তার কূলে ॥
 অস্তগিরি-গত রবি বেলার বিরাম ।
 তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম ॥
 লক্ষণ বৃক্ষের তলে বিছাইলা পাতা ।
 করিলেন তাহাতে শয়ন রাম-সীতা ॥
 কমণ্ডলু ভরি জল আনিল লক্ষণ ।
 রাম-সীতা দুই জনে পাখালে চরণ ॥
 হাতে ধনু লক্ষণ রহিল জাগরণে ।
 প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষণের গুণে ॥
 তমসার কূলেতে বঞ্জন এক রাত্রি ।
 প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি ॥
 প্রাতঃস্নান আদি করি নিয়ম আচার ।
 হইলেন শ্রীরাম তমসা নদী পার ॥
 যেখানে যেখানে শ্রীরামের রথ রয় ।
 তথাকার লোক আসি দেয় পরিচয় ॥
 বৃক্ষকালে দশরথ বাধ্য বনিতার (৬) ।
 হেন পুত্র পুত্রবধু পাঠায় কান্ডার ॥
 যেখানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন ।
 করেন সে স্থান হ'তে ত্বরিত গমন ॥

(১) বাঁচন—পরিভ্রাণ । (২) সংহতি—সঙ্গে । (৩) সোসর—সমান । (৪) আহুতি—ঘুতাদি হবন যোগ্য জব্যসকল । (৫) তমসা—বর্তমান নাম Tones । প্রয়াগের কিছু নিম্নে ইহা গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে । (৬) বনিতার—স্ত্রীর ।

তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি ।
 নদী পার হইলেন রাম মহামতি ॥
 জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন ।
 সেই নদী পার হৈল শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 শ্রীরাম বলেন সীতে, সর্বত্র বিদিত ।
 ইক্ষাকুর রাজ্য এই দেখ সুশোভিত ॥
 এই দেশে ইক্ষাকু ধরিল ছত্র-দণ্ড ।
 মম পূর্ব-পুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড ॥
 যথা যথা যান রাম প্রসন্নহৃদয় ।
 সে দেশের যত লোক আসি নিবেদয় ॥
 তোমার বিহনে রাম রাজ্যের বিনাশ ।
 কোন্‌ বিধি স্বজিল তোমার বনবাস ॥
 সবাঁকারে রামচন্দ্র দিলেন মেলানি ।
 ভালবাস আমারে তোমরা ভাল জানি ॥
 করিয়া রাজার নিন্দা সবে যায় ঘরে ।
 পিতৃনিন্দা শুনি রাম গেলেন অন্তরে (১) ॥
 পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ ।
 কোশলের রাজ্যে রাম করেন প্রবেশ ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন জনকী সুন্দরী ।
 মম মাতামহের আছিল এই পুরী ॥
 পুত্রবৎ করিলেন প্রজার পালন ।
 গঙ্গাতীরে দিয়াছেন ব্রাহ্মণ-শাসন (২) ॥
 নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতূহলে ।
 সারি সারি যজ্ঞকূণ্ড তার দুই কূলে ॥
 কদলী গুবাক নারিকেল আশ্র আশ্র ।
 দুই তীরে রোপিয়াছে, শোভিত অপার ॥
 দুই কূলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি ।
 দুই কূলে স্নান করে যত ঋষি মুনি ॥

সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম ।
 গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম ॥
 সুমন্ত্র লক্ষণ দৌহে দিলা অনুমতি ।
 রথ হৈতে উলিলেন চারি মহামতি ॥
 রাম সীতা লক্ষণ বৈসেন বৃক্ষমূলে ।
 সুমন্ত্র চালায় অশ্ব জাহুবীর কূলে ॥
 ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা-অবশেষে ।
 তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে (৩) ॥
 শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম স্তম্ভমতি ।
 লাগিলেন বলিতে শ্রীলক্ষণের প্রতি ॥
 গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত ।
 আমারে পাইলে মিত্র হবে হরষিত ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন সুমন্ত্র সারথি ।
 মিত্রার বাটিতে আমি থাকি এক রাত্‌তি ॥
 কহিব শুনিব বাক্য দৌহে দৌহাকার ।
 বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচার ॥
 নানাবিধ ফল খাব কদলী কাঁঠাল ।
 সুরঙ্গ নারঙ্গী আদি পাইব রসাল ॥
 রাম বনে যাইতে রহেন সেই দেশে ।
 গাইল অযোধ্যাকাণ্ড করি কৃষ্ণবাসে ॥

শ্রীরামের নিকট হইতে সুমন্ত্রের বিদায় ।
 জোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি ।
 আমাকে কি আজ্ঞা কর, করি অবগতি ॥
 শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন ।
 রথ লৈয়া দেশে তুমি করহ গমন ॥
 তিন দিন রথে আসি পিত্রার আদেশে ।
 দিন দিন গত হৈল, যাও নিজ দেশে ॥

(১) অন্তরে—দূরে । (২) ব্রাহ্মণ-শাসন—ব্রহ্মোত্তর জমি । (৩) শৃঙ্গবের দেশ—গুহকের বাসভূমি ।
 গঙ্গাতীরস্থ বর্তমান চুনার । পূর্বনাম চণ্ডালগড় । অধ্যাপ্ত রামায়ণে ইহার নাম শৃঙ্গবের । ছইলার
 সাহেবের মতে ইহার বর্তমান নাম সঙ্গর (Sunroor) গ্যারেট সাহেব বলেন, ইহা কোশল ও
 ভীলরাজ্যের সীমান্ত নগর ।

আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যানগর ।
 সকল কহিবে গিয়া পিতার গোচর ॥
 বৃদ্ধ পিতা ছাড়ি আইলাম দেশান্তরে ।
 এমত দারুণ শোক কিমতে পাসরে ॥
 পিতৃসেবা না করিমু থাকিয়া নিকটে ।
 কোথাও না দেখি হেন কোন জনে ঘটে ॥
 প্রাণের ভারত ভাই থাকে সে বিদেশে ।
 ভারতে আনিয়া রাজ্য করিবা হরিষে ॥
 যত দিন ভারত এ কথা নাহি শুনে ।
 তত দিন রবে মাগামহের ভবনে ॥
 যতদিন ভারত না করে আগমন ।
 ততদিন মহারাজে করিয়ো সেবন ॥
 মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার ।
 আমা হেতু শোক যেন না করেন আর ॥
 রাত্রি-দিন সেবা যেন করেন পিতার ।
 মোরে পাসরিবে মাতা দেখিয়া সংসার ॥
 পরিহার (১) জানাইবে কৈকেয়ী-গোচর ।
 তাঁর কিছু দোষ নাই, কর্মফল মোর ॥
 পিতার চরণে জানাইয়ো সমাচার ।
 অস্থির হইলে তিনি মজ্জিবে সংসার ॥
 তুমি হেন মহাপাত্র (২) স্মমন্ত্র সারথি ।
 ইষ্ট কুটুম্বের ঠাণ্ডি জানাবে মিনতি ॥
 রামেরে স্মমন্ত্র কহে করিয়া ক্রন্দন ।
 আর কত দিনে রাম পাব দরশন ॥
 বিবশ হইয়া যায় স্মমন্ত্র কান্দিয়া ।
 অতি শীঘ্রগতি গেল রথ চালাইয়া ॥
 রামায়ণ-রস-কথা কভু না ফুরায় ।
 গাহিলেন কৃষ্ণিবাস স্মমন্ত্র-বিদায় ॥

রাম-লক্ষণাদির পর্যটন ও জয়ন্ত
 কাকের চক্ষুবিদ্ধকরণ ।
 স্মমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিহ্নিত ।
 মন্ত্রণা করেন সীতা-লক্ষ্মণ সহিত ॥
 হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ ।
 এখানে থাকিলে নিতে আসিবে ভারত ॥
 স্মমন্ত্র কহিবে রাখি শৃঙ্গবের পুরে ।
 শুনিলে ভারত নিতে আসিবে সহরে ॥
 যাবৎ স্মমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে ।
 গঙ্গাপার হৈয়া চল যাই বনবাসে ॥
 গুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম ।
 চিত্রকূট (৩) শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম ॥
 দেখিয়া আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরঙ্গ ।
 ঝাট পার কর, যেন সত্যে নহে ভঙ্গ ॥
 সাত কোটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল ।
 আনিল সোনার নৌকা সোনার কেবাল (৪) ॥
 গুহ বলে, করিলাম তরণী সাজন ।
 এক রাত্রি রাম, হেথা বঞ্চ তিন জন ॥
 এক রাত্রি থাকি রাম, তোমার সহিত ।
 শ্রীরাম বলেন, মিত্র, এ নহে উচিত ॥
 এখানে রহিতে আজি মনে শঙ্কা পায় ।
 ভারত আসিয়া পাছে প্রমাদ ঘটায় ॥
 ঝাট পার কর বন্ধু, না হয় বিলম্ব ।
 গুহ বলে, ঝাট পার করিব আরম্ভ ॥
 গুহের বাড়ীতে রাম করি অবস্থিতি ।
 বিদায় হইয়া যান চলি শ্রীঘ্রগতি ॥
 প্রাতঃকালে গুহ নৌকা করিল সাজন ।
 পার হৈয়া কুলেতে উঠেন তিন জন ॥

(১) পরিহার—প্রার্থনা। (২) মহাপাত্র—শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। (৩) চিত্রকূট—বৃন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা
 সহর হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে এই পর্বত অবস্থিত। এখানে রাম-লক্ষ্মণের মূর্তি বিশিষ্ট অনেক
 মন্দির আছে। পর্বতের প্রত্যেক দৃশ্যের সহিত রাম-লক্ষ্মণ-সীতার স্মৃতি বিজড়িত। এই পর্বতের
 একাংশ বাসীকির আশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। একপ্রকার বৃক্ষফল (আতা) এখানে সীতাদেবীর পুণ্য-স্মৃতি
 বহন করিয়া “সীতা ফল” নামে কথিত হয়। (৪) কেবাল—দাঁড়।

কুন্তিবাসী রামায়ণ



মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন ।
আজ্ঞা কর মাতা, গর্ভি আমি যাহ বন ॥—১২৬ পৃ.

কতিবাসী রাসায়ণ



সাতঃকালে গুর নৌকা করিল সাজন—১৩৬ পৃঃ

মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর ।

দুই দিন পথ বহি পান গঙ্গাতীর ॥

শ্রীরাম বলেন, ভরদ্বাজের নিকটে ।
আজি বাসা করি গিয়া থাকি নিঃসঙ্কটে (১) ॥

মুনিগণে-বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ ।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে দ্বিজরাজ (২) ॥
হেনকালে সেখানে গেলেন তিন জন ।

তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ।
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনি মহাশয় ।
তিন জন তব ঠাই করি পরিচয় ॥
শ্রীদশরথের পুত্র মোরা দুই জন ।
শ্রীরাম আমার নাম, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ॥
পিতৃ-সত্য পালিতে হয়েছি বনবাসী ।
জনক-কুমারী সীতা সহিত প্রেয়সী ॥
রাম-কথা শুনি মুনি উঠেন সম্মুখে ।

পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন শ্রীরামে ॥
মুনি বলিলেন, তুমি বিষ্ণু-অবতার ।
বিষ্ণু আরাধনে তপ করয়ে সঞ্চার ॥
যাঁর তপ আরাধন করে মুনিগণে ।
সেই বিষ্ণু আইলেন আমার ভবনে ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-লক্ষ্মী দেখি তিন জনে ।
আপনারে ধন্য করি মানি এতদিনে ॥
গঙ্গা-যমুনার মধ্যে আমার বসতি ।
বনবাস বঞ্চ এথা, থাকিব সংহতি (৩) ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি অযোধ্যা সম্মিধি (৪) ।
অযোধ্যার লোকেরা আসিবে নিরবধি ॥
এথা হৈতে কোন্ স্থান আছয়ে নির্জন ।
যমুনার পারে সে অদ্রুত হয় বন ॥
কহ মুনি, কোথায় করিব নিবসতি (৫) ।
শুনি ভরদ্বাজ কহে শ্রীরামের প্রতি ॥

যথা মুনিগণ বৈসে বটবৃক্ষতলে ।

মৃগ পক্ষী বন্যজন্তু আছে কুতূহলে ॥

নানা ফল-মূল পাবে বড়ই সুস্বাদ ।
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে বিষাদ ॥

মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ ।
ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ ॥
এই দেশে নাহি রাম নৌকার সঞ্চার ।
ভেলা বাঙ্কি যমুনায় হয়ো তুমি পার ॥

চারি গজ যমুনা আড়েতে পরিসর ।
নিম্নেতে না জানে লোক গভীর বিস্তর ॥
এক রাত্রি রাম, হেথা বঞ্চ তিন জন ।
কালি তুমি যাইও মুনির তপোবন ॥
এথা হৈতে তপোবন দুইটি যোজন ।
দুই প্রহরের মধ্যে যাবে তিন জন ॥

ভরদ্বাজাশ্রমে রাম বঞ্জন এক রাত্রি ।

বিদায় হইয়া তবে যান শীঘ্রগতি ॥
উভয় বীরের হাতে দিব্য ধনুঃশর ।
মধ্যে সাঁতা দুই পার্শ্বে দুই সহোদর ॥
মুনিপাড়া দিয়া যান জানকী সুন্দরী ।
সাঁতার রূপেতে আলো করে সেই পুরী ॥
আগে রাম যান, পাছে শ্রীরাম-রমণী ।
সজ্জল জলদ সহ যেন সৌদামিনী (৬) ॥

জয়ন্তু নামেতে কাক ছিল সে আকাশে ।

দেখিয়া সাঁতার রূপ আসে সাঁতা পাশে ॥
সহসা সাঁতার গায়ে পড়িল উড়িয়া ।
সুর্ভাঙ্গ নখরে বক্ষ দিল আঁচড়িয়া ॥
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস ।
ছ' মাসের পথ গেল পর্বত কৈলাস ॥
ডাকেন জনক-সুতা ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ।
শ্রীরাম বলেন, ভাই, সাঁতাকে কে মারে ॥

(১) নিঃসঙ্কটে—নির্ভয়ে । (২) দ্বিজরাজ—চন্দ্র । (৩) সংহতি—সঙ্গে । (৪) সম্মিধি—নিকটে ।
(৫) নিবসতি—বাস । (৬) সৌদামিনী—বিদ্যাৎ ।

শুনিয়া রামের কথা কহেন লক্ষ্মণ ।
 সীতারে প্রগরে হেন আছে কোন্ জন ॥
 সুমিত্রা-অধিক সীতা ঠাকুরাণী মা ।
 পলাইয়া গেল কাক অঁচড়িয়া গা ॥
 দেখিতে না পাই কাক গেল কোন্খানে ।
 বাণেতে বিক্রিয়া তারে মারিব পরাণে ॥
 হেন কালে রামেরে বলেন দেবী সীতা ।
 অঁচড়িয়া গেল কাক, হয়েছি ব্যথিতা ॥
 কাক মারিবারে রাম পূরেন সন্ধান ।
 যে দেশে চলিল কাক তথা যায় বাণ ॥
 কৈলাশ ছাড়িয়া কাক স্বর্গপুরে যায় ।
 মারিতে রামের বাণ পাছু পাছু ধায় ॥
 ইন্দ্রের নিকটে কাক লইল শরণ ।
 রামের ঐষিক বাণ হইল ব্রাহ্মণ ॥
 ব্রাহ্মণ-বেশেতে গেল সে ইন্দ্রের ঠাঁই ।
 কহিলেন আমি সে জয়ন্ত কাক চাই ॥
 করিয়াহে মন্দ কর্ম্ম বধিব জীবন ।
 রাখিবে যে জন কাক তাহারি মরণ ॥
 রাখিতে নারিল কাকে দেব পুরন্দর (১) ।
 আনিয়া দিলেন কাকে বাণের গোচর ॥
 জয়ন্তেরে দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ ।
 বিক্রিয়া করিল তার এক চক্ষু কাণ (২) ॥
 শ্রীরামের কাছে দিল বিক্রি এক অঁথি ।
 করুণাসাগর রাম না মারেন পাখী ॥
 শ্রীরাম বলেন, সীতা, দেখ অপমান ।
 যে চক্ষে দেখিল সেই চক্ষু হৈল কাণ ॥
 অপমান পেয়ে কাক গেল নিজদেশে ।
 রছিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাসে ॥

দশরথরাজার মৃত্যু ।

দিবাকর-কিরণ-উত্তাপে উত্তাপিত ।
 চলিল কাতর অতি জনক-দুহিতা ॥
 নিদারুণ পথশ্রমে হইয়া পীড়িতা ।
 আজি হেথা রহ নাথ, বলিলেন সীতা ॥
 হিন্দুলমণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি ।
 আতপে (৩) মিলায় যেন ননার পুস্তলী ॥
 মুনির নগর দিয়া যান তিন জন ।
 দেখিতে আইল পথে মুনিপত্নীগণ ॥
 জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি ।
 পদব্রজে (৪) কেন যাও তুমি রূপবতী ॥
 অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী ।
 সত্য পরিচয় দেহ, কে বট আপনি ॥
 দুর্বাদলশ্যাম অগ্রে পুরুষ সুন্দর ।
 আজানুলম্বিত ভুজ, রক্ত ওষ্ঠাধর ॥
 সুনীল কমল অঁথি নব জলধর ।
 কমল-কোমল তনু অতি মনোহর ॥
 সুন্দর বদন দেখি শোভার আধার ।
 ধনুর্বাণ করে, উনি কে হন তোমার ॥
 নবীন-কমল মুখ ক্রভঙ্গ-রচিতা (৫) ।
 পুলক-মণ্ডিত (৬) গণ্ড হাসিলেন সীতা ॥
 লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর ।
 ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার ॥
 কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে ।
 তবে উপস্থিত হন যমুনার তীরে ॥
 তাহার গভীর জল পাতাল-প্রমাণ (৭) ।
 রামের প্রভাবে হয় হাঁটুর সমান ॥
 না জানিয়া ভেলা তাহে বাঞ্ছেন লক্ষ্মণ ।
 হাঁটু জল পার হ'য়ে অক্লেশে গমন ॥

(১) পুরন্দর—ইন্দ্র । (২) কাণ—কাণা । (৩) আতপে—বৌদ্ধে । (৪) পদব্রজে—পায়ে হাঁটিয়া । (৫) ক্রভঙ্গ-রচিতা—ক্রভঙ্গ-যুক্তা । (৬) পুলক-মণ্ডিত—আনন্দিত । (৭) পাতাল-প্রমাণ—অতি-গভীর ; অতলস্পর্শ ।

মুনির চরণ রাম বন্দন তখন ।
 রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত্ত-মন ॥
 বলিলেন, হে রাম, অপনি নারায়ণ ।
 তপস্বীর বেশে কেন আইলেন বন ॥
 শ্রীরাম বলেন, মুনি, পিতার আদেশ ।
 বিপিনে (১) করিব বাস তপস্বীর বেশ ॥
 তিন জন রহিলেন তথায় অক্লেশে ।
 এদিকে সুমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে ॥
 ছয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগরে ।
 জোড়হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচরে ॥
 কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার ক'রে ।
 রামে রাখি আইলাম শৃঙ্গবেরপুরে ॥
 সেথা হৈতে আইলাম রাজা তিন দিনে ।
 রাম-সীতা লক্ষ্মণ রহেন সেই স্থানে ॥
 বিদায় দিলেন রাম মধুর বচনে ।
 প্রণিপাত করেছেন তোমার চরণে ॥
 রামের যেমন শীল (২) তেমনি বচন ।
 গর্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ ॥
 প্রচণ্ড কোদণ্ড (৩) ধরি গর্জে যেন ফণী ।
 কিছুমাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরাণী ॥
 এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন ।
 পুরীর সহিত সবে করিল ক্রন্দন ॥
 সাত শত মহাদেবী রাজার রমণী ।
 কান্দিয়া বিকল সবে পোহায় রজনী ॥
 কেহ করে না সাহায্য (৪) সবে অচেতন ।
 পূর্বকথা রাজার যে হইল স্মরণ ॥
 কৌশল্যার ঠাই রাজা কহে পূর্বকথা ।
 মহাজন-বাক্য (৫) কভু না হয় অগ্ৰথা ॥

মৃগয়াতে ষাইলাম সরযুর তীরে ।
 অন্ধ মুনির পুত্র কলসে জল ভরে ॥
 মম জ্ঞান, মৃগ সব করে জলপান ।
 পুরিলাম শব্দ মাত্র পাইয়া সন্ধান ॥
 ভরিতে সলিল তার ফুটে বাণ বৃকে ।
 প্রাণ গেল বলিয়া মুনির পুত্র ডাকে ॥
 কোন্ অপরাধে প্রাণ নিল কোন্ জনে ।
 এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সে স্থানে ॥
 মুনি-পুত্র বলে, রাজা পাড়িলা প্রমাদ ।
 আমারে মারিলা কি পাইয়া অপরাধ ॥
 অন্ধ পিতা-মাতা আমি পুষি রাত্রি-দিনে ।
 বুড়া-বুড়ী করিবেক আমার মরণে ॥
 অন্ধ পিতা-মাতা আছে শ্রীফলের বনে ।
 আমা কোলে করি রাজা, চল সেই স্থানে ॥
 যাবৎ আমার পিতা নাহি দেন শাপ ।
 আমা লইয়া তুমি চল, যথা বৃদ্ধ বাপ ॥
 ইহা বিনা তব আর নাহি প্রতিকার (৬) ।
 এতেক বলিয়া মরে মুনির কুমার ॥
 অন্ধ বুড়া-বুড়ী বসিয়াছে যেইখানে ।
 শিশু কোলে করি আমি গেলাম সে বনে ॥
 মুনি বলিলেন, রাজা, বড়ই নির্দয় ।
 কি দোষে মারিলে বল আমার তনয় ॥
 আমারে লইয়া চল সরযুর কূলে ।
 পুত্রের তর্পণ আমি করি সেই জলে ॥
 মুনিরে ধরিয়া আনি সরযুর তীরে ।
 পুত্রের তর্পণ করি শাপিল আমারে ॥
 পুত্রশোকে মরিয়া করিবা স্বর্গবাস ।
 দেশে আইলাম আমি পাইয়া তরাস ॥

(১) বিপিন—বনে। (২) শীল—চরিত্র। (৩) কোদণ্ড—ধনু। (৪) সাহায্য—সাহায্য দেয়। (৫) মহাজন-বাক্য—বেদবিশ্বাসী ও বশস্বী লোকের কথা। (৬) প্রতিকার—উপায়।

সে মুনির বাক্য কভু না হয় খণ্ডন ।
 আজিকার রাতে রাণি, আমার মরণ ॥
 সে অন্ধ মুনির শাপ ফলে অতঃপরে ।
 ছটফট করে রাজা মুখে বাক্য হরে ॥
 হাহাকার করি রাজা ত্যজিল জীবন ।
 নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন ॥
 পুরীর সহিত কান্দি পোহায় রজনী ।
 রাজারে চিয়াতে (১) গেল সাত শত রাণী ॥
 দুই দণ্ড বেলা হয়, সূর্যের উদয় ।
 এতক্ষণ নিদ্রা যায় রাজা মহাশয় ॥
 অনন্তর রাজারে করিল মৃতজ্ঞান ।
 নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে, নাহি তাঁর প্রাণ ॥
 আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমনি ।
 রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী ॥
 এক পুত্রশোকে রাণী পরম দুঃখিতা ।
 পতিশোকে ততোধিক হইলা মূচ্ছিতা ॥
 সত্যবাদী রাজা তুমি সত্যে বড় স্থির ।
 সত্য পালি স্বর্গে গেলে ত্যজিয়া শরীর ॥
 সত্য না লজ্জিলে তুমি বড় পুণ্যশ্লোক ।
 স্বর্গবাসী হ'য়ে এড়াইলে পুত্র-শোক ॥
 রাজা স্বর্গে গেল, আর রাম গেল বন ।
 দুই শোকে প্রাণ মম থাকে কি কারণ ॥
 ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা তাপিনী ।
 কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি ॥
 গেমাঝে বুঝাব কত নহে ত উচিত ।
 মৃত হেতু কান্দ যত, সব অনুচিত ॥
 স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী ।
 তাঁর ধর্ম্য কর্ম কর তুমি মহাদেবী ॥
 রাজাকে রাখহ করি তৈলমধ্যগত ।
 দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবে ভরত ॥

(১) চিয়াতে - জাগাইতে ; সচেতন করিতে । (২) পুণ্যশ্লোক - পুত-চরিত্র । (৩) অমাত্য-সমাজ মন্ত্রিগণ । (৪) আদরে - গৌরবে ।

বাসিমড়া হইয়া আছেন মহারাজ ।
 প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাত্য-সমাজ (৩) ॥
 সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস ।
 অরাজক হৈল রাজ্য, বড় পাই ত্রাস ॥
 অরাজক রাজ্যের সর্বদা অকুশল ।
 অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল ॥
 অরাজক রাজ্যে বৃক্ষে নাহি ধরে ফল ।
 অরাজক রাজ্যে ধর্ম্য সকলি বিফল ॥
 অরাজক রাজ্যে ভৃত্য বশ নাহি হয় ।
 অরাজক রাজ্যে সর্বক্ষণ দস্যুভয় ॥
 অরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গ হস্তী ছোটে ।
 অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে ॥
 অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা চুরি ।
 অরাজক রাজ্যে দেখি বড় ভয় করি ॥
 অরাজক রাজ্যে অগ্ন নৃপতি গরজে ।
 অরাজক রাজ্যে প্রজালোক দুঃখে মজে ॥
 অরাজক রাজ্যে না বরিষে পুত্রন্দর ।
 অরাজক রাজ্যে অশুভ বহুতর ॥
 অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রহে পাশে ।
 অরাজক রাজ্যে স্বামী অগ্ন নারী গোষে ॥
 অরাজক রাজ্যে সদা হিতে বিপরীত ।
 অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত ॥
 রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয় ।
 তাঁহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয় ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিত তাঁর ডরে ।
 রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে (৪) ॥
 হেন রাজা বিনা রাজ্য করে টলমল ।
 রাজা হৈলে রাজ্যরক্ষা প্রজার কুশল ॥
 রাজ্য দিতে ভারতেরে সর্ব-অঙ্গীকার ।
 ভারতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার ॥

ভরত আছেন মাতামহের বসতি ।
 দূত পাঠাইয়া তাঁরে আন শীঘ্রগতি ॥
 রাজা স্বর্গগত, রাম চলিলেন বনে ।
 এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥
 ভরতেরে না করিবে এ সব ঘটন ।
 তবে না করিবে সে যে দেশে আগমন ॥
 মাতৃদোষ শুনিলে ভরত না আসিবে ।
 পিতৃশোকে মনোহুঃখে দেশান্তরী হবে ॥
 ভরত মাতুল-গৃহে অযোধ্যা-পাসরা (১) ।
 চারি পুত্র সঙ্গে দশরথ বাসি মড়া ॥
 বৃদ্ধির সাগর পাত্র মন্ত্রণা-বিশেষে ।
 চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে ॥
 করিলেন অনুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত ।
 ভরতেরে আনিবারে চলিল দ্বরিত ॥
 হস্তিনানগরে গেল তৃতীয় দিবসে ।
 পরদিন গেল তারা কুরঙ্গের দেশে ॥
 নীহারের রাজ্যে গেল দ্বরিত গমনে ।
 লক্ষ্মী-অধিষ্ঠান সদা জ্ঞান হয় মনে ॥
 রাত্রিদিন সবে পথে চলিল সহর ।
 পুনবের রাজ্যে গেল দেখে মনোহর ॥
 আড়িকুল দেশে গেল যেন সুরপুর ।
 কুবন্দ-বর্জিত লোক স্কন্দ প্রচুর ॥
 বহবেণু নদী পার হইল সর্বজন ।
 যার দুই কূলে বৈসে অনেক ব্রাহ্মণ ॥
 নদ নদী কন্দর (২) হইল বহু পার ।
 বহু দেশ দেশান্তর এড়ায় অপার ॥
 গিরিরাজ-দেশেতে (৩) কেকয় রাজা বৈসে ।
 উত্তরিল গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবসে ॥
 রাত্রিদিন পথশ্রমে হইয়া বিকল ।
 রন্ধন ভোজন করে পেয়ে রম্যহল ॥

ভরতের সঙ্গে নাহি হয় দরশন ।
 পথশ্রমে নিদ্রা যায় হ’য়ে অচেতন ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের বাণী অধিষ্ঠান ।
 রছিল অযোধ্যাকাণ্ড অমৃত-সমান ॥

ভরতের অযোধ্যায় আগমন এবং পিতার
 মৃত্যু ও রামচন্দ্রাদির বনগমন সংবাদে
 শোক ও দশরথের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া
 সম্পাদন ।

নিদ্রাগত ভরত পালঙ্কের উপর ।
 উঠেন কুসুম দেগি সশঙ্ক অন্তর ॥
 প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেওয়ানে ।
 আইল অমাত্যগণ তাঁর সম্ভাষণে ॥
 যথাযোগ্য নমস্কার করে পাত্রগণ ।
 ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত করে শুভাশীর্ষচন ॥
 মিত্রগণ আসিয়া আলাপ করে কত ।
 ইতরে (৪) সম্ভাষণ করে ব্যবহার-মত ॥
 গায়ক রসাল আইল অমৃত নাচনী ।
 সুললিত গীত গায় মিষ্ট তাল শুনি ॥
 নৃত্য-গীত করে তারা মনের কৌতুকে ।
 বাক্যহীন ভরত রহেন অধোমুখে ॥
 বাজে সপ্তস্বরা, (৫) গায় মধুর সঙ্গীত ।
 ভরতে বিরস দেখি বন্ধ নৃত্য-গীত ॥
 ভরত বিষণ্ণ অতি মুখে নাহি শব্দ ।
 নিশ্বাস প্রবল বহে, রহে অতিস্তব্দ ॥
 ভরতেরে জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগণ ।
 শুনিয়া ভরত বাক্য বলেন তখন ॥
 কুসুম দেখেছি আজি রাত্রি-অবশেষে ।
 যেন চন্দ্র-সূর্য্য খসি পড়িল আকাশে ॥

(১) অযোধ্যা-পাসরা—যিনি অযোধ্যাকে ভুলিয়া গিয়াছেন । (২) কন্দর—পর্বত-গুহা ; এখানে কাঁদর অর্থাৎ ছোট বিল । (৩) গিরিরাজ-দেশেতে...পরিশিষ্ট ব্রহ্মণ্য । (৪) ইতরে—অন্য সাধারণে । (৫) সপ্তস্বরা—বাণী ।

স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা গিয়াছেন বন ॥
 দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর ।
 এই স্বপ্ন দেখি মোর কম্পিত অন্তর ॥
 চারি ভাই আর পিতা এই পাঁচজন ।
 পাঁচের মধ্যেতে দেখি পিতার মরণ ॥
 ভারতের কথা শুনি সবার কার ত্রাস ।
 পাত্র মিত্র ভারতেরে করিছে আশাস ॥
 দেখিয়াছ কুম্বপন হে নৃপকুমার ।
 শুনহ ভারত, কহি তার প্রতিকার ॥
 দেবতার পূজা তুমি কর সাবধানে ।
 ব্রাহ্মণ-দরিদ্র তুষ্ট কর নানা দানে ॥
 ইহা বিনা ভারত, নাহিক উপদেশ ।
 দান দ্বারা তোমার ঘুচিবে সর্ব ক্লেশ ॥
 পাত্র মিত্র করিলেন এতেক মঙ্গলা ।
 স্নান করি ভারত আনেন দ্রব্য নানা ॥
 পূজিলেন আগে দেব দিয়া উপহার ।
 করেন ভারত দান সকল ভাগ্যর ॥
 ভারতের যত ছিল ধনের ভাগ্যর ।
 দিলেন সকল দ্বিজে সীমা নাহি তার ॥
 সকল ভাগ্যর শূণ্য, নাই আর ধন ।
 তথাপি তাঁহার কিছু স্থির নহে মন ॥
 প্রবল প্রতাপশালী কেকয় ভূপতি ।
 দেওয়ানে (১) বসিল গিয়া যেন স্বরপতি ॥
 ভারত বসেন গিয়া ভূপতির পাশে ।
 অযোধ্যার দূত গিয়া তখন প্রবেশে ॥
 কেকয় রাজার প্রতি নোয়াইয়া মাথা ।
 ভারতের আগে দূত কহে সব কথা ॥
 আইলাম তোমাকে লইতে সর্বজন ।
 ভারত, ঝটিতি দেশে কর আগমন ॥

রাজার নিশান দেখ হাতের অঙ্গুরী ।
 ঝাট চল, আমরা রহিতে নাহি পারি ॥
 একদণ্ড না রহিব, আছে বড় কাজ ।
 ভারতেরে পাঠাও কেকয় মহারাজ ॥
 কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ ।
 দেখিতে তোমায় রাঞ্জা রাজার অশেষ ॥
 শুনিয়া ভারত কিছু না হন প্রতীত (২) ।
 যত স্বপ্ন দেখিলাম সব বিপরীত ॥
 ভারত বলেন, বল পিতার মঙ্গল ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল ॥
 কৈকেয়ী কৌশল্যা আর স্তমিত্রা জননী ।
 সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি ॥
 দূত বলে, রাজপুত্র, সবার কুশল ।
 সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল ॥
 প্রণাম করিয়া মাতামহের চরণে ।
 হইলেন ভারত বিদায় সেইক্ষণে ॥
 হাতী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন ।
 অশন বসন আর নানা আভরণ ॥
 শক্রঘ্ন ভারত দৌহে চড়িলেন রথে ।
 কত শত সৈন্য চলে তাহার সহিতে ॥
 সূমন্ত্রে পথের মাঝে কহিছে ভারত ।
 কেমন আছেন মোর পিতা দশরথ ॥
 কেমন আছেন বল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 জানকী সহিত মোর যত মাতৃগণ ॥
 শ্রীরামের দিব্য লাগে ওহে মন্ত্রিবর ।
 সঠিক বৃত্তান্ত কহ আমার গোচর ॥
 দিব্য শুনি সূমন্ত্র যে কর্ণে দিল হাত ।
 কুশলে আছেন রাজা, আর রঘুনাথ ॥
 সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা অদর্শেষে ।
 হেনকালে সবে তারা অযোধ্যা প্রবেশে ॥

(১) দেওয়ানে—রাজসভায় । (২) প্রতীত—অবগত ; জ্ঞাত ।

শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন ।
 অযোধ্যার সর্বলোক বিরস-বদন ॥
 জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত ।
 প্রজালোক কান্দে কেন হইয়া তাপিত ॥
 অনেক দিনের পরে আইলাম দেশে ।
 কাছে না আইসে কেন, কেহ না সন্তাষে ॥
 এত শুনি দূতগণ হেঁট করে মাথা ।
 কেহ নাহি কহে কোন ভাল-মন্দ কথা ॥
 অযোধ্যায় সর্বলোক আছে এ নিয়মে ।
 অশুভ সংবাদ নাহি কহে কোনক্রমে ॥
 ভরত চিন্তিত অতি মানিয়া বিশ্বয় ।
 প্রথমে গেলেন ত্রিনি পিতার আলায় ॥
 দেখেন নাহিক পিতা শূণ্য নিকেতন ।
 ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ ॥
 ভরত পিতারে নাহি দেখিয়া আবাসে ।
 বিষন্ন হইল অতি দারুণ হত্যাশে ॥
 মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে ।
 তথা তাঁর মৃতদেহ তৈলের ভিতরে ॥
 ভরত পিতার গৃহ শূণ্যময় দেখি ।
 মায়ের আবাসে যান হয়ে মনে দুঃখী ॥
 কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্নসিংহাসনে ।
 পড়িয়াছে প্রমাদ মনেতে নাহি গনে ॥
 পুত্রের রাজত্ব লাভে আছে মনস্থখে ।
 ভরত গেলেন তবে মায়ের সম্মুখে ॥
 ভরতেরে দেখি রাণী ত্র্যজে সিংহাসন ।
 ভরত করেন তাঁর চরণ বন্দন ॥
 মুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুত্র কৈল কোলে ।
 কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁরে কুতূহলে ॥
 কেকয় ভূপতি পিতা আছেন কুশলে ।
 কুশলে আছেন মম সোদর সকলে ॥

মঙ্গলে আছেন মোর বিমাতা সকল ।
 পিতৃরাজ্য রাজগিরি দেশের মঙ্গল ॥
 ভরত বলেন, মাতা, না হও বিকল ।
 মাতা পিতা ভ্রাতা তব সবার কুশল ॥
 তোমার বাক্যব (১) যত কেহ নাহি মরে ।
 সকল মঙ্গল তব জনকের ঘরে ॥
 তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর ।
 আমি যে জিজ্ঞাসি তাহা কহ ত সত্তর ॥
 অযোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরীত ।
 সকলে বিষন্ন, কেহ নহে হরষিত ॥
 চতুর্দিকে লোক কেন করিছে ক্রন্দন ।
 আমারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন (২) ॥
 পিতার আলায়ে কেন না দেখি পিতারে ।
 অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে ॥
 যে কথা কহিতে কারো মুখে না আইসে ।
 হেন কথা কহে রাণী পরম হরিশে ॥
 সত্যবাদী তব পিতা সত্যে বড় স্থির ।
 সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর ॥
 শূণ্য রাজ্য আছে তব পিতার মরণে ।
 ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে ॥
 কাটিলে কদলী যেন ভূমেতে লোটায় ।
 ধূলায় পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায় ॥
 মূর্ছাগত ভরত হলেন পিতৃশোকে ।
 কান্দিয়া বিকল, পিতা শুনি পরলোকে ॥
 কৈকেয়ী বলিল, পুত্র, কর অবধান ।
 তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণ ॥
 সর্বশাস্ত্র জান তুমি ভরত অস্তুরে ।
 পিতা-মাতা লয়ে কেবা কোথা রাজ্য করে ॥
 ভরত বলেন, শুনি পিতার মরণ ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুই জন ॥

(১) বাক্যব—ইষ্ট মিত্র । (২) নিন্দন—নিন্দা ।

মহারাজ রামেরে অপিয়া রাজ্যভার ।
 করিবেন আপনি কেবল সদাচার (১) ॥
 এই সব যুক্তি পূর্বে ছিল আমি জানি ।
 তাহার অগ্ৰথা কেন, কহ ঠাকুরাণি ॥
 অযুত বৎসর জানি পিতার জীবন ।
 নয় হাজার বর্ষে তাঁর মৃত্যু কি কারণ ॥
 রাজার মরণে তব নাহিক বিষাদ ।
 অনুমানে বুঝি তুমি করেছ প্রমাদ ॥
 রাজকন্যা কৈকেয়ী, বাড়িছে নানা স্থখে ।
 কত শত কথা বলে, যত আসে মুখে ॥
 রাম বনে গেলেন লক্ষ্মণ তাঁর সাথে ।
 মনে কি করিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে ॥
 ভরত বলেন, কেন রাম যান বনে ।
 পরাণ বিদরে মাতা, তোমার বচনে ॥
 হরিলেন কার ধন, কার বা সুন্দরী ।
 কোন্ দোষে হইলেন রাম বনচারী ॥
 কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে ।
 রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে ॥
 ভকতবৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর ।
 জনক-জননী-প্রাণ গুণের সাগর ॥
 শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক ।
 রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ ॥
 কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস ।
 হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস ॥
 তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন ।
 ‘হা রাম’ বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন ॥
 মাতৃ-ঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে ।
 রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে ॥
 রাজা হয়ে রাজ্য কর, বৈস রাজপাটে ।
 রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র, তোমার ললাটে ॥

ঘায়েতে(২) লাগিলে ঘা(৩) যেন বড় জ্বলে ।
 ভরত তেমন জ্বালাতন হয়ে বলে ॥
 নিজগুণ কহ মাতা, আপনার মুখে ।
 আপনি মজিলে মাতা, ডুবিলে নরকে ॥
 রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন্‌খানে ।
 কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে ॥
 তব পিতা পিতামহ করে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ।
 সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম ॥
 নিশাচরী হ’য়ে তুমি হইলে মানুষী ।
 রঘুবংশ ক্ষয় হেতু হইলে রাক্ষসী ॥
 শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন ।
 তুমি কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলে বন ॥
 রাজার প্রসাদে তব এতক সম্পদ ।
 তিন কুলে মজাইলে স্বামী করি বধ ॥
 পূর্বজন্মে করিলাম কত কদাচার ।
 সেই পাপে তব গর্ভে জন্ম আমার ॥
 মা হইয়া তনয়েরে দিলে এত শোক ।
 ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক ॥
 এমন রাক্ষসী তুমি নাহি দেখি কোথা ।
 তব হেন মাতা বধি নাহি কোন ব্যথা ॥
 যেমন পরশুরাম ক্রাটিল মায়েরে ।
 তেমতি করিতে বাঞ্ছা, কিন্তু মরি ডরে ॥
 রাম পাছে বর্জ্জন বলিয়া মাতৃঘাণী ।
 তবে ত নরকে মম হবে নিবসতি ॥
 ভরত জ্বলন্ত অগ্নি-তুল্য ক্রোধে জ্বলে ।
 দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অগ্ন স্থলে ॥
 যাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ ।
 কার লাগি করিলাম এতক প্রমাদ ॥
 আইলেন শক্রুর করিতে সন্তাষণ ।
 ভরতের ক্রন্দনে কান্দেন দুই জন ॥

(১) সদাচার—লোকহিতকর কার্য্য । (২) ঘায়ে—কৃত জায়গায় ; রামের বন-গমনে ভরতের বিষাদরূপ হৃদয়-কৃত । (৩) ঘা—আঘাত ; তোমাকে রাজা করিয়াছি, কৈকেয়ীর এই উক্তিতে ভরতের হৃদয়ে আঘাত ।

ভাই ভাই বলিয়া ভরত নিল কোলে ।
 দুজনার অঙ্গ তিতে (১) নয়নের জলে ॥
 অনুমানে বুঝিলেন কুঞ্জীর এ ক্রিয়া ।
 কহিতে লাগিল দৌহে কুপিত হইয়া ॥
 রামেরে দিলেন রাজা নিজ ছত্র দণ্ড ।
 কোথা হৈতে কুঞ্জী চেড়ী পাড়িল পাষণ্ড (২) ॥
 পাইলে কুঞ্জীর দেখা বধিব জীবন ॥
 বিধির নিব্বন্ধ কুঞ্জী আইল সেই ক্ষণ ।
 শোভা পায় পটুবস্ত্রে আর আভরণে ।
 সৰ্ব্বাঙ্গভূষিতা কুঞ্জী স্নগন্ধ চন্দনে ॥
 মুক্তাহার শোভে তার কুঞ্জের উপর ।
 শ্রীরামের বনবাসে প্রফুল্ল অন্তর ॥
 এতক প্রমাদ হবে কুঞ্জী নাহি জানে ।
 ভরতের নিকটে আইসে স্তম্ভমানে ॥
 হেনকালে দ্বারী বলে, শুন শক্রঘন ।
 এই কুঞ্জী হেতু বৃদ্ধ রাজার মরণ ॥
 এই কুঞ্জী মজাইল অযোধ্যানগরী ।
 এই কুঞ্জী মরিলে সকল দুঃখে তরি ॥
 শক্রঘ্ন বলেন, ভাই, ইচ্ছা করে মন ।
 এখনি কুঞ্জীর আমি বধিব জীবন ॥
 শক্রঘ্ন কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে ।
 চুলে ধরি কুঞ্জীরে সে ফেলে ভূমিতলে ॥
 ছিঁছড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভুতলে ।
 কুমারের চাক হেন ঘুরাইয়া ফেলে ॥
 মরি মরি বলে কুঞ্জী পরিত্রাহি ডাকে ।
 চুল ছিঁড়ে গেল, সে কৈকেয়ী-ঘরে ডোকে ॥
 কুঞ্জী বলে, কৈকেয়ী, করহ পরিত্রাণ ।
 ভরত-শক্রঘ্ন মোর লইল পরাণ ॥
 শক্রঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কৈকেয়ীর ঘরে ।
 চুলে ধরি কুঞ্জীরে সে আনিল বাহিরে ॥

তবু তার হার আছে কুঞ্জের শোভন ।
 ছিঁড়িয়া পরিল যেন দীপ্ত তারাগণ ॥
 গোর লাগি পিতা মরে, ভাই বনবাসী ।
 সৃষ্টিনাশ করিলি, হইয়া তুই দাসী ॥
 কৈকেয়ীর মুখ্যা দাসী, ধাত্রী ভরতের ।
 সৰ্ব্বাঙ্গ ভিজিল রক্তে এই কৰ্ম্ম ফের (৩) ॥
 চলে ধরে লয়ে যায়, কুঞ্জে লাগে ছড় (৪) ।
 শক্রঘ্নেরে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড় (৫) ॥
 চেড়ীরে মারিল, পাছে প্রহারে আমায় ।
 এই ত্রাস মনে করি কৈকেয়ী পলায় ॥
 শক্রঘ্ন বলেন, শুন, কৈকেয়ী বিমাতা ।
 পলাইয়া নাহি যাও, শুন এক কথা ॥
 সাত শত রাণী জিনি তোমার প্রতাপ ।
 তুমি যে বলিতে তাই করিতেন বাপ ॥
 রাজার মহিষী তুমি রাজার নন্দিনী ।
 তোমা সম দুর্ভগা স্ত্রী না দেখি না শুনি ॥
 শচীর অধিক স্তুতি বলে সৰ্ব্বলোকে ।
 আমি কি মারিয়া মাতা ডুবিব নরকে ॥
 দাসীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতল ।
 দোষ অনুরূপ আমি কি বলিব বল ॥
 যদি তোমা বধি, প্রাণে দুঃখ নাহি ঘুচে ।
 মাতৃ-বধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে ।
 তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে ।
 জলিয়া পুড়িয়া যে মরহ এই শোকে ॥
 চুলে ধরি চেড়ীর মাটিতে মুখ ঘসে ।
 দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে ॥
 বৃকে হাঁটু দিয়া সে কুঞ্জীর ধরে গলা ।
 মুদগরের ঘায়েতে ভাসিল পায়ের নলা (৬) ॥
 একে ত কুৎসিতা কুঞ্জী তায় হৈল খোঁড়া ।
 সৰ্ব্ব গায়ে ছড় গেল যেন রক্তবোড়া (৭) ॥

(১) তিতে - ভিজে । (২) পাষণ্ড - এখানে প্রমাদ । (৩) কৰ্ম্ম-ফের - অন্তঃকরণের বিড়ম্বনা । (৪) ছড় - আঁচড় ।
 (৫) রড় - ঘোঁড় ; ছুট । (৬) নলা - পায়ের নলাকার হাড় । (৭) রক্তবোড়া - লালরক্তের বোড়া সাপ ।

অচেতন হৈল কুঞ্জী শাস মাত্র আছে ।
 ভরত ভাবেন নারীহত্যা হয় পাছে ॥
 বারে বারে ভরত বলেন স্রবচন ।
 নারীহত্যা হয় পাছে শুন শক্রঘন ॥
 রক্ত চর্ম্ম নাহি আর অস্থিমাত্র সার ।
 নারীবধ হয় পাছে না মারিহ আর ॥
 নারীহত্যা মহাপাপ শুন শক্রঘন ।
 যদি এই পাপে রাম করেন বর্জন ॥
 মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে ।
 এত শুনি শক্রঘন ছাড়িল কুঞ্জীরে ॥
 লইলেন কুঞ্জীরে কৈকেয়ী বিচ্যমান ।
 এতক প্রহারে তার রহিল পরাণ ॥
 ভরত বলেন, ভাই, দেব সব জানে ।
 এতক হইবে ভাই জানিব কেমনে ॥
 রামেরে দিলেন পিতা রাজসিংহাসন ।
 কে জানে করিবে মাতা অশুখাচরণ ॥
 সংসারের ভোগ ভুঞ্জে তবু নাহি আঁটে ।
 রাজার মহিষী কি চেড়ীর বাক্যে খাটে ॥
 আমি ছুষ্ট হইলাম জননীর দোষে ।
 কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ॥
 শক্রঘ্ন বলেন, তিনি না করিবেন রোষ ।
 আপনি জানেন মাতা যার যত দোষ ॥
 ভরত-শক্রঘ্ন হেথা করেন রোদন ।
 কৌশল্যা বসিয়া ঘরে করেন শ্রবণ ॥
 ভরত শক্রঘ্ন গিয়া ভাই দুই জন ।
 করিলেন কৌশল্যার চরণ বন্দন ॥
 'পুত্র' বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে ।
 উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্র-জলে ॥
 কৌশল্যা বলেন, শুন কৈকেয়ী-নন্দন ।
 মায়ে-পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন ॥

কালি রাজা হবে রাম আজি অধিবাস ।
 হেন কালে তব মাতা দিল বনবাস ॥
 হরিল কাহার ধন রাম কার নারী ।
 কোন্ দোষে পুত্রে মোর করে দেশান্তরী ॥
 আমারে করিয়া দূর ঘুচাও এ কাঁটা ।
 পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জটা ॥
 দুঃখভাগী যেই জন সেই পায় দুখ ।
 মায়ে-পোয়ে ভরত, করহ রাজ্য-সুখ ॥
 কাতর ভরত অতি কৌশল্যার বোলে ।
 রামের সেবক আমি তুমি জান ভালে (২) ॥
 মম মতে রাম যদি গিয়াছেন বনে ।
 দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ॥
 রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন ।
 আমারে করুন বিধি সে পাপ ভাজন ॥
 প্রজা হ'য়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে ।
 সেই পাপে পাপী হ'য়ে ডুবিব নরকে ॥
 বিদ্যা পেয়ে যে না করে গুরুর সেবন ।
 কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেই যেই জন ॥
 আপনা বাখানে, যেবা পরনিন্দা করে ।
 সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে ॥
 স্থাপ্যধন (৩) হরণেতে যে হয় পাতক ।
 তত পাপে পাপী হ'য়ে ডুজিব নরক ॥
 রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই ।
 ইহ-পরকাল নষ্ট, শিবের দোহাই ॥
 শপথ করেন এত ভরত তখন ।
 কৌশল্যা বলেন, পুত্র, জানি তব মন ॥
 রামের হৃদয় ধর্ম্মে যেমন তৎপর ।
 তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর ॥
 চৌদ্দবর্ষ গেলে রাম আসিবেন দেশ ।
 ততদিনে মম প্রাণ হইবে নিঃশেষ ॥

(১) কৈকেয়ী-নন্দন—ভরত ; ভরতকে কৈকেয়ী-নন্দন বলায় কৈকেয়ীর মত কুটিল-প্রকৃতি বলাব ইঙ্গিত । (২) ভালে—ভাল । (৩) স্থাপ্য ধন—গচ্ছিত ধন ।

মৃত-দেহ আছে ঘরে বড় পাই লাজ ।
 শীঘ্র কর ভরত, পিতার অগ্নি কাজ ॥
 পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ ।
 ভরত করেন খেদ রজনী-দিবস ॥
 আমি হেতু পিতা মরে, ভ্রাতা বনবাসী ।
 এতক জানিলে কি দেশেতে আমি আসি ॥
 বশিষ্ঠ বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত ।
 তোমারে বুঝাব কত, এ নহে উচিত ॥
 ত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস ।
 ঠহার কারণে কান্দ, হয় পুণ্যানাশ ॥
 আমি হেন পুত্র যাঁর গুণের নিধান ।
 ক বলে মরিল রাজা, আছে বিচ্যমান ॥
 ইরূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি ।
 ভরত না কহে কিছু, কহে খেদ-বাণী ॥
 মতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে ।
 মতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে ॥
 রূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি ।
 ই শোকে প্রাণ রহে কোথাও না দেখি ॥
 শধর যেমন হইল মেঘাচ্ছন্ন ।
 বর্ণ ভরত অতি তেমতি বিষন্ন ॥
 ত্র মিত্র সহিত বশিষ্ঠ পুরোহিত ।
 কৌশল্যা নিবাসে যান বশিষ্ঠ-বেষ্টিত ॥
 ত শত রাণী তাঁরা শোকেতে নিরাশ ।
 তের সঙ্গে গেল কৌশল্যা নিবাস ॥
 ত বলেন, পিতা, এই তব গতি ।
 টিয়া সস্তাষা (১) কর ভরতের প্রতি ॥
 মারে দেখিতে আসিয়াছে পুরজ্ঞন ।
 টিয়া সব্বারে কহ প্রবেশ বচন ॥
 চূদোষে আমি সহ না কহ বচন ।
 ঠাকে অপরাধ কর বিমোচন ॥

বশিষ্ঠ বলেন, ত্যজ ভরত ক্রন্দন ।
 পিতৃ-অগ্নিকার্য্য শ্রদ্ধ করহ তর্পণ ॥
 পিতৃকার্য্যে জ্যেষ্ঠ তনয়ের অধিকার ।
 রাম দেশে নাহি, তুমি করহ সংকার ॥
 অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভারে ।
 দ্বিত মধু কুম্ভ পূরি আনিল সহরে ॥
 মুকুতা প্রবাল আনে, বহুমূল্য ধন ।
 চতুর্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন ॥
 সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর ।
 চতুর্দোলে চড়াইল রাজ্যেরে সহর ॥
 অযোধ্যানগরে যত স্ত্রী-পুরুষ আছে ।
 শিরে হাত দিয়া যায় ভরতের পিছে ॥
 তৈলের ভিতরে আছিলেন মহারাজা ।
 সরযুর তীরে লয়ে যায়-বন্ধু প্রজা ॥
 তাঁরে স্নান করাইল সরযুর জলে ।
 দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে ॥
 শুরু বস্ত্র পরাইল সুন্দর উত্তরী ।
 সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধি কস্তুরী ॥
 নানাবিধ কুম্ভের মাল্য মনোহর ।
 ভরত দিলা যে তাঁর গলার উপর ॥
 চিতার উপর লয়ে করায় শয়ন ।
 হেঁটে (২) উক্কে কাষ্ঠ দিল অগুরু চন্দন ॥
 তিন লক্ষ ধেমু দান করেন ভরত ।
 রাজ্যের সম্মুখে আনি যথা শাস্ত্রমত ॥
 পিতারে করেন দাহ দ্বতের অনলে ।
 করিলেন তর্পণাদি সরযুর জলে ॥
 তর্পণ করিয়া পিণ্ড দিয়া নদী-পাড়ে (৩) ।
 ভরত মৃচ্ছিত হয়ে যুদ্ধিকাতে পড়ে ॥
 ভরত বলেন, সবে যাহ নিজ দেশ ।
 পিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ ॥

(১) সস্তাষা—সস্তাষণ ; কথাবার্তা । (২) হেঁটে—নিয়ে । (৩) নদী-পাড়ে—নদী-তীরে ।

পিতা পরলোক-গত, ভ্রাতা গেল বনে ।
 দেশেতে যাইব আমি কোন্ প্রয়োজনে ॥
 বশিষ্ঠ বলেন, হে ভারত, যুক্তি নয় ।
 জন্মিলে মরণ আছে এ কথা নিশ্চয় ॥
 মরণকে এড়াইতে না পারে সংসার ।
 মরিলে সবার জন্ম হয় আরবার ॥
 সকলে মরিবে, কেহ নহে ত অমর ।
 ক্রন্দন সম্বর, হে ভারত, চল ঘর ॥
 শূণ্ঠরূপা (১) আছে অত অযোধ্যানগরী ।
 ভারতেরে নিলেন বশিষ্ঠ রাজপুরী ॥
 কান্দিয়া ভারত পোহাইলেন রজনী ।
 বিলাপ করেন সদা কোথা রঘুমণি ॥
 ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধ-দান ।
 নানা দান করেন যে শাস্ত্রের বিধান ॥
 তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর পুরী ভূমি গ্রাম ।
 বিবিধ বসন শাল আর শালগ্রাম ॥
 বিপ্রে দান দেন সোনা সাত লক্ষ তোলা ।
 ধেমু দান করিলেন সোনার মেখলা (২) ॥
 ত্রি-অশীতি লক্ষ মণ সোনার ভাগার ।
 বিতরণ করিলেন, ধন নাহি আর ॥
 অষ্টাশীতি লক্ষ ধেমু করিলেন দান ।
 পৃথিবীতে দাগ নাহি ভারত সমান ॥
 যত যত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্যকূলে ।
 হেন দান কেহ কোথা না করে ভূতলে ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অপার ।
 গাহিলেন দশরথ-অস্ত্যোষ্টি-সংকার ॥

ভারতের পাত্র-মিত্র-সহ রাজ্য-শাসনমন্ত্রণা ।
 সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ, নিবারিল দান ।
 পাত্রমিত্র কহে গিয়া ভারতের স্থান ॥
 আসমুদ্র রাজ্য আর অযোধ্যানগরী ।
 দিয়া রাজা তোমারে গেলেন স্বর্গপুরী ॥
 পিতৃদত্ত রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ ।
 রাজা হৈয়া কর তুমি প্রজার পালন ॥
 তোমা বিনা রাজধর্ম্ম অণ্ডে নাহি সাজে ।
 তুমি রাজা না হইলে পিতৃ-রাজ্য মজে ॥
 ভারত বলেন, পাত্র, না বলিবা আর ।
 জ্যেষ্ঠ সত্ত্ব কনিষ্ঠের নাহি অধিকার ॥
 রাজা হৈয়া আমি যদি বৈসি রাজপাটে (৩) ।
 মায়ের যতক দোষ আমাতে সে ঘটে ॥
 রাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই ।
 রামেরে করিব রাজা, চল তথা যাই ॥
 যত অভিষেক-দ্রব্য লহ রাজ্যখণ্ড ।
 তথা গিয়া রামেরে অর্পিব ছত্রদণ্ড ॥
 রামে রাজা করিয়া পাঠাই নিজ দেশে ।
 রামের বদলে আমি যাই বনবাসে ॥
 সমান করহ যত উচ্চ নীচ বাট (৪) ।
 সূখে পথে যায় যেন ঘোড়া হাতী ঠাট (৫) ॥
 ভারতের আঞ্জায় সকলে পড়ে তারা ।
 ভারতে বলেন সবে হাত করি জোড়া ॥
 তোমার যতক যশ ঘুষিবে সংসারে ।
 কৈকেয়ীর অপযশ ভারত ভিতরে ॥
 ভাল মন্দ সকলি হেথাই বিদ্যমান ।
 মায়ের হইল নিন্দা, পুত্রের বাখান ॥

(১) শূণ্ঠরূপা—সম্রাটহীনা । (২) ধেমু দান করিলেন সোনার মেখলা—সোনার চন্দ্রহারযুক্তা ধেমু দান করিলেন । (৩) রাজপাটে—রাজ-সিংহাসনে । (৪) বাট—রাস্তা । (৫) ঠাট—সৈন্য ।

ভরত বলেন, আর তোমরা না বল ।
হাতী ঘোড়া কটক (১) সমেত সব চল ॥
কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণা ।
গান ভরতের রাজ্য-শাসন-মন্ত্রণা ॥

রাম-আনয়নার্থ ভরতের বন যাত্রা ।

ঘোড়া হাতী রথ চলে সাজায়ে সারথি ।
ভরত আনিতে রামে যান শীঘ্রগতি ॥
দাস-দাসী চলিল রাজার যত নারী ।
ছোট বড় সকল চলিল অস্তঃপুরী ॥
শ্রীরামে আনিতে যায় সকল কটক ।
বাল বৃদ্ধ কেহ কারো না মানে আটক ॥
অনন্ত সামন্ত (২) চলে বৃদ্ধ সেনাপতি ।
ভরতের মতে চলে বহু রথ রথী ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা যান উভয় সতিনী ।
আর সবে চলিল রাজার যত রাণী ॥
বশিষ্ঠাদি করিয়া যতক মুনিগণ ।
রাজ্যশুদ্ধ চলিল সকল পুরীজন ॥
কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে ।
কুটীলা কুঞ্জীর সহ রহিলেন ঘরে ॥
কতদূর গিয়া পথে হইল দেওয়ান ।
বলিলেন বশিষ্ঠ ভরত-বিজ্ঞমান ॥
যত্ন করি আপনি বিধাতা যদি আইসে ।
রামেরে আনিতে তবু না পারিবে দেশে ॥
রামেরে আনিতে কেন করিলা উদ্যোগ ।
না পারিবে আনিতে, কেবল দুঃখভোগ ॥
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন ।
পিত্রা দিল রাজ্য, তুমি ছাড় কি কারণ ॥

ভরত বলেন, মুনি, তুমি পুরোহিত ।
পুরোহিত হয়ে কেন করহ অহিত ॥
তোমার চরণে মোর শত নমস্কার ।
হেন অমঙ্গল-বাক্য না কহিও আর ॥
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর ।
রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজ্যভার ॥
প্রবোধিয়া ভরতেরে না পারে রাখিতে ।
শ্রীরাম স্মরিয়া যান ভরত হরিতে ॥
আছেন যমুনা-পারে রাম বনবাসে ।
ভরত গেলেন তথা শৃঙ্গবের দেশে ॥
পৃথিবী জুড়িয়া ঠাট এক-চাপে (৩) যায় ।
গঙ্গাতীরে বসি গুহ করে অভিপ্রায় ॥
কোন্ রাজা আইসে সমর করিবারে ।
আপনার ঠাট গুহ এক ঠাই করে ॥
চিনিলেক বিলম্বে সে অযোধ্যার ঠাট ।
আপন কটকে গুহ আঙুলিল বাট ॥
গুহ বলে, দেখি ভরতের সেনাগণ ।
শ্রীরামের সহিত করিতে আসে রণ ॥
পরায়ী বাকল সে পাঠাইল বনে ।
রাজ্যখণ্ড নিল, তবু ক্ষমা নাহি মনে ॥
সাজরে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চড়া (৪) ।
বিষম শরেতে মুই কাটি হাতী ঘোড়া ॥
সর্বসৈন্য কাটিয়া করিব ভূমিগত (৫) ।
দেশে বাহুড়িয়া যেন না যায় ভরত ॥
মার মার বলিয়া দগড়ে (৬) দিল কাটি ।
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি (৭) ॥
শুনরে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হইও নাই ।
আসিয়াছে ভরত রামের ছোট ভাই ॥
দধি দুগ্ধ দুগ্ধ মধু কলসী কলসী ।
অগ্নি সমান ফল আন রাশি রাশি ॥

(১) কটক—সৈন্য । (২) সামন্ত—অধীন রাজা । (৩) এক-চাপে—এক সঙ্গে । (৪) চড়া—জ্যা
লাগানো । (৫) ভূমিগত—ভূপাতিত । (৬) দগড়ে—দামানায় । (৭) ভেটি—সাক্ষাৎ করি ।

নারিকেল গুবাক কদলী আত্র আর ।
 দ্রাক্ষা (১) ফল পনস (২) অনিহ ভারে-ভার ॥
 ভাল মৎস্য আনি সবে রোহিত চিতল ।
 শিরে বোঝা কান্ধে ভার বহরে সকল ॥
 যতপি ভারত করে শ্রীরামেরে রাজা ।
 ভাল মতে কর তবে ভারতেরে পূজা ॥
 ভারত আসিয়া থাকে শত্রুভাবে যদি ।
 ভারতের ঠাট কাটি বহাইব নদী ॥

সাত পাঁচ গুহক ভাবিছে মনে-মন ।
 হেন কালে সুমন্ত্র কহেন সুবচন ॥
 আইলেন শ্রীরামেরে লইতে ভারত ।
 বল গুহ, শ্রীরাম গেলেন কোন পথ ॥
 গুহ বলে, হেথা দেখা না পাবে ভারত ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বজ্রদূর গত ॥
 ভারতেরে তবে গুহ নোঙাইল মাতা ।
 ভেট দিয়া গুহ তাঁরে কহে সব কথা ॥
 গুহ বলে ঠাট তব বনের ভিতরে ।
 আঞ্জা কর থাকুক অতিথি-ব্যবহারে ॥
 ভারত বলেন, ঠাট আছে অনশন ।
 যাবৎ রামের সনে নহে দরশন ॥
 যে দেখি গঙ্গার ঢেউ পড়িছু প্রমাদে ।
 তুমি যদি পার কর যাই নিরাপদে ॥
 গুহ বলে, আমার কটক পথ জানে ।
 কটক সহিত আমি যাই তব সনে ॥
 তোমার বচনে আমি না পাই প্রতীত ।
 মনে গোলপাড় করি, দেখি বিপরীত ॥
 কোন রূপ ধরি আইলা ভাই দরশনে ।
 সাজান কটক দেখি ভয় হয় মনে ॥
 ভারত বলেন, মন না জান আমার ।
 রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥

রাম বিনা রাজহ লইতে অণ্ডে নারে ।
 রাজ্য সহ আইলাম রামে লইবারে ॥
 গুহ বলে, ধন্যবাদ তোমারে আমার ।
 তব যশঃ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥
 তোমা হেন ধন্য ভাই রঘুনাথ মিত্র ।
 রঘুবংশ ধন্য তুমি করিলা পবিত্র ॥

ভরত বলেন, শুন চণ্ডালের রাজা ।
 কতদিন শ্রীরামেরে করিলা হে পূজা ॥
 আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে ।
 বল গুহ, শ্রীরাম গেলেন কোন্ দেশে ॥
 গুহ বলে, এখানে ছিলেন দুই রাত্তি ।
 দুই রাত্তি এক ঠাই ছিলাম সংহতি ॥
 লক্ষ্মণ রামের ভক্ত সেবে রাত্তিদিনে ।
 ধনুঃশর হাতে করি থাকে সর্বক্ষণে ॥
 সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া চিস্তিলেন মনে ।
 হেথা ভারতের হাত এড়াব কেমনে ॥
 হেথা হৈতে যাই আমি অণ্ডে কোন স্থলে ।
 ভারত না দেখা পাবে যেখানে থাকিলে ॥
 এই পথে তাঁহারা গেলেন মহাবনে ।
 গঙ্গাপার করিয়া রাখিছু তিন জনে ॥

গুহ-স্থানে পাইয়া সকল সমাচার ।
 সেই পথে গমন হইল সবাচার ॥
 তাহা এড়ি ভারত যে কতদূর গেলে ।
 তৃণ-শয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে ॥
 তত্পরে শুইলেন রাম বনবাসী ।
 তৃণ-লগ্ন আছে পটু কাপড়ের দশী (৫) ॥
 কাপড়ের দশীতে স্থলিত আভরণ ।
 ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥
 তাহা দেখি ভারত চিন্তেন সকাতরে ।
 কেমনে শুইলে প্রভু খড়ের উপরে ॥

(১) দ্রাক্ষা—আঙুর । (২) পনস—কাঁটাল । (৩) অতিথি-ব্যবহারে—অতিথির মত । (৪) অনশন—
 অভুক্ত । (৫) দশী—বস্ত্রাঙ্কল । এখানে বস্ত্রাঙ্কলের সূত্র ।

কেমনে লক্ষ্মণ ছিলা, কেমনে জানকী ।
 চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি ॥
 আছাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে ।
 সুমন্ত্র ধরিয়া তারে লইলেক কোলে ॥
 ভরত উভয়-শোকে হইল অজ্ঞান ।
 ভরতের ক্রন্দনেতে বিদরে পাষণ ॥
 অনেক প্রবোধ-বাক্যে উঠেন ভরত ।
 শ্রীরামের শোকে দুঃখ পান অবিরত ॥
 ঘোড়া হাতী পদাতিক সাত শত রাণী ।
 উপবাসে সেই খানে বঞ্চিল রজনী ॥
 প্রভাতে ভরত যান মহাকোলাহলে ।
 কটক সমেত রহে জাহ্নবীর কূলে ॥
 গুহক চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে ।
 নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে ॥
 বহু কোটি নৌকার গুহক অধিপতি ।
 আনাইয়া তরনী ছাইল ভাগীরথী ॥
 তরনী-মানুষে গঙ্গা পূর্ণ দুই কূলে ।
 হইল কটক গঙ্গা পার এক ত্রিলে ॥
 হইল সমস্ত সৈন্য শীঘ্র নদী-পার ।
 তারপর ঘোড়া হাতী কটক অপার ॥
 সাজন (১) নৌকায় পার হন যত রাণী ।
 পরে পার হইলেক সাত অক্ষৌহিনী (২) ॥
 গুহ বলে, আমার সেখানে নাহি কার্য্য ।
 বিদায় করহ, আমি যাই নিজ রাজ্য ॥
 ফিরিয়া যখন দেশে করিবা গমন ।
 আমারে আপন জ্ঞানে করিবা স্মরণ ॥
 ভরত বলেন, গুহ, শ্রীরামের মিত ।
 বরিতে তোমার পূজা আমার উচিত ॥
 যাঁরে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম ।
 তাঁহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম ॥

আপনি ভরত তাঁরে দেন আলিঙ্গন ।
 সুগন্ধি চন্দন দেন বহুমূল্য ধন ॥
 প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে ।
 চলিলেন ভরত শ্রীরামের উদ্দেশে ॥
 মাধব তীর্থে (৩) কাছে আছে যেই পথ ।
 তাহারে দক্ষিণ করি চলেন ভরত ॥
 হাতী ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া সেই স্থানে ।
 অল্প লোকে গেলেন ভরত তপোবনে ॥
 ভরদ্বাজ মহামুনি আছেন বসিয়া ।
 ভরত জানান তাঁর চরণ বন্দিয়া ॥
 আমি রাজহনয় ভরত মম নাম ।
 লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ মম জ্যেষ্ঠ হন রাম ॥
 রামের উদ্দেশে আমি আসিয়াছি বন ।
 কহ মুনি, কোথা তাঁর পাব দরশন ॥
 জিজ্ঞাসেন মুনি তাঁরে কোথা আগমন ।
 একেশ্বর (৪) আসিয়াছ না বৃষ্টি কারণ ॥
 কটক সকল তুমি রাখিয়াছ পথে ।
 কোন্ ভাবে আসিয়াছ না পারি বৃষ্টিতে ॥
 ভরত বলেন, আমি কপট না জানি ।
 ধ্যান করি মুনি সব জানহ আপনি ॥
 সর্বশুদ্ধ আইলে আশ্রমে হবে ক্লেশ ।
 তে কারণে সৈন্য মম বাহিরে অশেষ ॥
 সকল কটক মম সাত অক্ষৌহিনী ।
 কোন্ খানে রবে ঠাট ভয় করি মুনি ॥
 তোমার পীড়াতে মুনি করি বড় ভয় ।
 অণু সব বাহিরে আছয়ে মহাশয় ॥
 রাজ্যশুদ্ধ আসিয়াছে অযোধ্যানগরী ।
 রামেরে লইয়া যাব এই বাঞ্জা করি ॥
 অতিশয় শ্রান্ত সৈন্য পথ-পরিশ্রমে ।
 কোন্‌খানে রবে ঠাট তোমার আশ্রমে ॥

(১) সাজন—সজ্জিত । (২) অক্ষৌহিনী—যে সৈন্য-বলে ১০০০০ পদাতিক ৬১৬১০ ঘোড়া ২১৮৭ হাতী, ২১৮৭০ বথ—মোট ২১৮.৭০০ সৈন্য থাকে । ৩, মাধব তীর্থ—প্রয়াগের বেনীমাধব ঘাট । (৪) একেশ্বর—একলা ।

ভারতের কথা শুনি আজ্ঞা দেন মুনি ।
 আপন ইচ্ছায় আন যত অক্ষৌহিণী ॥
 দিব্য পুরী দিব আমি দিব দিব্য বাসা ।
 অতিথি সবায় আমি করিব জিজ্ঞাসা (১) ॥
 ভারত বলেন, দেখি খানকত ঘর ।
 কেমনে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর ॥
 ভারতের কথাতে কহেন হাসি মুনি ।
 প্রয়োজন যত ঘর পাইবা এখনি ॥
 কটক আনিতে যান ভারত আপনি ।
 এথা চমৎকার করে ভারত্বাজ মুনি ॥
 যজ্ঞশালে গিয়া মুনি ধ্যান করি বৈসে ।
 যখন যাহারে ডাকে তখনি সে আসে ॥
 বিশ্বকর্মা প্রথমতঃ হয় আগুয়ান ।
 আশ্রম অপূর্ব পুরী করিতে নিৰ্ম্মাণ ॥
 মুনি বলে, বিশ্বকর্মা, শুনহ বচন ।
 নিৰ্ম্মাণ করহ যেন মহেশ্বর-ভবন ॥
 অশীতি যোজন করে পুরীর পস্তন ।
 সোনার আবাস ঘর করিল গঠন ॥
 সোনার প্রাচীর আর সোনার আওয়ারী (২) ।
 সোনার বান্ধিল ঘাট দীঘী সারি সারি ॥
 পুরীর ভিতর করে দিব্য সরোবর ।
 শ্বেতপদ্ম নীলপদ্ম শোভে নিরন্তর ॥
 স্ববর্ণ-পালঙ্ক করে রত্নসিংহাসন ।
 ভারতের ঠাট তাহে করিবে শয়ন ॥
 করিল সোনার বাটা সোনার ডাবর ।
 কস্তুরী কুমুম রাখে গন্ধ মনোহর ॥
 যত যত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে ।
 যোগবলে মুনি আনাইল সেই স্থলে ॥
 সাত শত নদী আর নদ যত ছিল ।
 সেখানে প্রভাস আদি যমুনা আইল ॥

আইল নর্ম্মদা নদী কৃষ্ণা গোদাবরী ।
 আইল ভৈরব সিদ্ধ গোমতী কাবেরী ॥
 সরযু তমসা নদী আর মহানদ ।
 তর্পণে যাঁহার জলে পায় মোক্ষপদ ॥
 কালিন্দী পুষ্কর নদী আইল গণ্ডকী ।
 শ্বেতগঙ্গা স্বর্গগঙ্গা আইল কৌশিকী ॥
 ইক্ষুরস নদী আইল সুগন্ধি সুস্বাদ ।
 মধুরস নদী আইল ঘুচে অবসাদ (৩) ॥
 দধি দুগ্ধ স্নাত আদি রচে চারি ভিতে ।
 স্নাতনদী বহিয়া আইসে শুধু স্নাতে ॥
 সাত শত নদী তথা অতি বেগবতী ।
 আইলেন আশ্রমে আপনি ভাগিরথী ॥
 ভারত্বাজ ঠাকুরের তপস্যা বিশাল ।
 আইলেন সর্বদেব দশদিকপাল ॥
 দেবকণ্ঠা লইয়া আইল পুরন্দরে ।
 যে কণ্ঠার রূপেতে পৃথিবী আলো করে ॥
 হেমকূটে (৪) দেখি যেন সূর্য্যের কিরণ ।
 আছুক অগ্নের কাজ ভুলে মুনিগণ ॥
 আইলেন কুবের ধনের অধিকারী ।
 সোনার বাসন খালে আলো করে পুরী ॥
 সুমেরু পর্ব্বত হৈতে আইল পবন ।
 মলয়ের বায়ুতে সবার হরে মন ॥
 আইলেন সুধাকর সুধার নিধান ।
 পরম কৌতুকে সবে করে সুধাপান ॥
 আইলেন অগ্নি আর জলের ঈশ্বর ।
 শনি আদি নবগ্রহ সঙ্গে দিবাকর ॥
 মরুদগণ বসুগণ কেবা কোথা রয় ।
 আইল সকল দেব মুনির আলায় ॥
 তুমুরু নারদ আদি স্বর্গের গায়ক ।
 আইল নর্ত্তকী কত, কত বা নর্ত্তক ॥

(১) জিজ্ঞাসা—সংকার ও সম্ভাষণ অর্থে প্রযুক্ত । (২) আওয়ারী—বাড়ী । (৩) অবসাদ—
 কাতরতা ; মানি । (৪) হেমকূটে—স্বর্ণচূড় সুমেরু পর্ব্বতে ।

অতুলা (১) হইল, যেন ইন্দ্রের নগরী ।
 ভরদ্বাজ-আশ্রম হইল স্বর্গপুরী ॥
 হেনকালে সৈন্যসহ ভরত আইসে ।
 এতেক করিল মুনি চক্ষুর নিমিষে ॥
 নিরখিয়া ভরতের লাগিল বিস্ময় ।
 তখন মন্ত্রণা করে স্বর্গে দেবচয় ॥
 ভরতের সঙ্গে যদি রাম যায় দেশে ।
 দেবগণ মুনিগণ মরিবেন ক্রেশে ॥
 রাম দেশে গেলে নাহি মরিবে রাবণ ।
 সাধুলোক সকলের নিতান্ত মরণ ॥
 যেরূপে না যান রাম অযোধ্যাভুবন ।
 তেমন করহ যুক্তি, মরুক রাবণ ॥
 দেবগণ মুনিগণ করেন মন্ত্রণা ।
 ভুবনমণ্ডল ঘেরে রহে সর্বজন ॥
 যার যোগ্য যে আবাস যায় সেই জন ।
 যেদিকে যে চাহে তার তাহে রহে মন ॥
 মাথিয়া স্নগন্ধি তৈল স্নান করিবারে ।
 কেহ যায় নদীতে, কেহ বা সরোবরে ॥
 কোন পুরুষেতে গঙ্গা যে জন না দেখে ।
 করে স্নান-তর্পণ সে পরম কৌতুকে ॥
 হাতী ঘোড়া কটক চলিল সুবিস্তর (২) ।
 জলকেলি করে সবে গিয়া সরোবর ॥
 ভরদ্বাজ মুনির কি অপূর্ব প্রভাব ।
 কত নদী আশ্রমে আপনি আবির্ভাব (৩) ॥
 স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন ।
 সর্বান্ধে লেপিয়া দিল স্নগন্ধি চন্দন ॥
 বহুবিধ পরিচ্ছদ পরে সৈন্যগণ ।
 যার যাতে বাসনা পরিল আভরণ ॥

সবার সমান বেশ সমান ভূষণ ।
 কেবা প্রভু কেবা দাস নাহি নিরূপণ ॥
 ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটী ।
 স্বর্ণ-পীঠ (৪) স্বর্ণ-খাল স্বর্ণময় বাটী ॥
 স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি ।
 স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি ॥
 দেবকণ্ঠা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায় ।
 কে পরিবেশন করে জানিতে না পায় ॥
 নিশ্চল কোমল অন্ন যেন যুথীফুল ।
 খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল ॥
 দ্রত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পয়াস ।
 নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস ॥
 চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় (৫) স্নগন্ধি স্নস্বাদ ।
 যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ (৬) ॥
 কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে ।
 আচমন করি ঠাট কষ্টে উঠে খাটে ॥
 খাটে গিয়া মহানন্দে করিল শয়ন ।
 কর্পূরে তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন ॥
 মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে স্তললিত ।
 কোকিল পঞ্চম স্বরে গাহে কুলু গীত ॥
 মধুকর মধুকরী কাননে ঝঙ্কারে ।
 সুবেশা অপ্সরাগণ স্তম্বে নৃত্য করে ॥
 অনন্ত সামন্ত সৈন্য মাতি মকরন্দে (৭) ।
 বসন্ত-রজনী বক্ষে পরম আনন্দে ॥
 সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই ।
 অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইমু হেথাই ॥
 এত সুখ এ সংসারে কেহ নাহি করে ।
 যে যায় সে যাক আমি না যাইব ঘরে ॥

(১) অতুলা—অল্পপন্ন । (২) সুবিস্তর—অনেক । (৩) আবির্ভাব—প্রকাশ । (৪) স্বর্ণ পীঠ—সোনার পিড়ি । (৫) চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়—যাহা চিবাইয়া খাওয়া যায়, যাহা চুষিয়া খাওয়া যায়, যাহা চাটিয়া খাইতে হয় ; যাহা পান করিতে হয় । (৬) অবসাদ—বিরাগ ; শোণ । (৭) মকরন্দে—মধুতে ।

হেন স্মৃথ ঠাট করে ভরত না জানে ।
 রামের চরণ বিনা অণু নাহি জানে ॥
 এতক করেন মুনি ভরত কারণ ।
 ভরত ভাবেন মাত্র রামের চরণ ॥
 প্রভাতে ভরত গিয়া মুনিরে জিজ্ঞাসে ।
 ছিলাম পরম স্মৃথে তোমার নিবাসে ॥
 কহ মুনি, কোথা গেলে পাইব শ্রীরাম ।
 উপদেশ করিয়া পূরাও মনস্কাম ॥
 মুনি বলে, জানিলাম ভরত তোমারে ।
 তব তুল্য ভক্ত আমি না দেখি সংসারে ॥
 বর মাগ ভরত, আমি হে ভরদ্বাজ ।
 যারে যেই বর দেই সিদ্ধ হয় কাজ ॥
 ভরত বলেন, মুনি, অণু নাহি মন ।
 বর দেহ শ্রীরামের পাই দরশন ॥
 মুনি বলে, শ্রীরামেরে জানি সবিশেষ ।
 দেখা পাবে, কিন্তু রাম না যাবেন দেশ ॥
 চিত্রকূট পর্বতে আছেন রঘুবীর ।
 তথা গেলে দেখা হবে এই জান স্থির ॥
 অণু অণু মুনিগণ দিল তাহে সায় ।
 ভরতের সৈন্যগণ চিত্রকূটে যায় ॥
 দশদিক্ হইল ধূলায় অন্ধকার ।
 হইল ভরত-সৈন্য যমুনার পার ॥
 রামের সন্ধান পেয়ে প্রফুল্ল কটক ।
 বায়ুবেগে চলে সবে, না মানে আটক ॥
 যত হয় চিত্রকূট পর্বত নিকট ।
 তত তথাকার লোক ভাবয়ে বিকট (১) ॥
 চিত্রকূট-পর্বত-নিবাসী মুনিগণ ।
 শ্রীরামের সহবাসে সদা হৃষ্টমন ॥
 সৈন্য-কোলাহল শুনি সভয় অন্তরে ।
 রক্ষা কর রামচন্দ্র, বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥

হেনকালে ভরত শত্রু উপনীত ।
 সবার তপস্বি-বেশ অযোধ্যা সহিত ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষণ ।
 গাহিলেন ভরতও রাম সন্মিলন ॥

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ভরত প্রভৃতির সন্মিলন ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আর জনকের বালা ।
 বসতি করেন নির্মাইয়া পর্ণশালা (২) ॥
 তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর ।
 জানকী তাহার মধ্যে, লক্ষ্মণ বাহির ॥
 হেনকালে ভরত শত্রু দীনবেশে ।
 শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে ॥
 গলবস্ত্র ভরত, নয়নে বহে নীর ।
 পথ-পর্যটনে অতি মলিন শরীর ॥
 পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-কমলে ।
 আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে ॥
 পরস্পর সম্ভাষণ করেন সর্বজন ।
 যথাযোগ্য আলিঙ্গন চরণ-বন্দন ॥
 ভরত কহেন ধরি রামের চরণ ।
 কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ॥
 বামা (৩) জাতি স্বভাবতঃ বামা (৪) বুদ্ধি ধরে ।
 তার বাক্যে কে কোথায় গেছে দেশান্তরে ॥
 অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু, দেশ ।
 সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ ॥
 অযোধ্যাভূষণ তুমি, অযোধ্যার সার ।
 তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥
 চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্যভার ।
 দাসবৎ কর্ম করি আজ্ঞা-অনুসার ॥

(১) বিকট—ভয়ানক । ২) পর্ণশালা—পাতার কুঁড়ে । ৩) বামা—দ্বী । ৪) বামা—প্রতিকূলা ।

শ্রীরাম বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত ।
 না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত ॥
 মিথ্যা অশ্রুযোগে (১) কেন কর বিমাতার ।
 বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার ॥
 চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃ-বাক্য ।
 অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবা প্রত্যক্ষ ॥
 থাকুক সে-সব কথা শুনিব সকল ।
 বলহ ভরত, আগে পিতার কুশল ॥
 বিশিষ্ট কহেন, রাম, না কহিলে নয় ।
 স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয় ॥
 শুনি মুচ্ছাগত রাম-জানকী-লক্ষণ ।
 ভূমিতে লুটিয়া বস্ত্র করেন রোদন ॥
 বিশিষ্ট বলেন, বলি ব্যবস্থা ইহাতে ।
 তিন দিন তোমার অশৌচ শাস্ত্রমতে ॥
 পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে জ্যেষ্ঠের অধিকার ।
 তিন দিন গেলে শ্রাদ্ধ করিবা রাজার ॥
 সকল ভাগুর আছে ভরতের সাথে ।
 লহ ধন কর ব্যয় প্রয়োজন-মতে ॥
 সম্বর সম্বর শোক রাম মহামতি ।
 তোমা বুঝাইতে পারে আছে কোন্ কৃতী ॥
 সত্য হেতু ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস ।
 রোদন করিয়া কেন পুণ্য কর নাশ ॥
 ছিলেন তৈলের মধ্যে মৃত মহারাজ ।
 ভরত আসিয়া করিলেন অগ্নিকাজ ॥
 আরো যে কর্তব্য কর্ম করিয়া ভরত ।
 কত শত দান করিলেন অবিরত ॥
 তাঁহার দানের কথা শুন পরিপাটি (২) ।
 একৈক ব্রাহ্মণে দেন ধন এক কোটি ॥
 যত যত রাজা হইলেন চরাচরে ।
 ভরতসমান দান কেহ নাহি করে ॥

শ্রীরাম বলেন, হে বিশিষ্ট পুরোহিত ।
 আজ্ঞা কর পিতৃশ্রাদ্ধ করি যে বিহিত ॥
 শ্রীরাম লক্ষণ সীতা চলেন ধরিত ।
 হইলেন ফল্গুনদীপ্তীরে উপনীত ॥
 সকলে সলিলে স্নান করিল তখন ।
 করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্পণ ॥
 স্নান করি তীরেতে বসেন তিন জন ।
 তখন বসিল সবে আশ্ববন্ধুগণ ॥
 যথা রাম তথা হয় অযোধ্যানগরী ।
 রামচন্দ্র বেড়িয়া বসিল সব পুরী ॥
 শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ ।
 আয়ুঃ সবে পিতা মরিলেন কি কারণ ॥
 অধুত বৎসর লোক সূর্য্যবংশে জীয়ে ।
 কাল পূর্ণ না হইতে মৃত্যু কি লাগিয়ে ॥
 বিশিষ্ট বলেন, রাজা গিয়া পরলোকে ।
 রক্ষা পাইলেন রাম, তোমা-পুত্র-শোকে ॥
 স্তম্ভ কহিল গিয়া তুমি গেলা বন ।
 'হা রাম' বলিয়া রাজা ত্রাজিল জীবন ॥
 পিতৃ কথা শুনিয়া কান্দেন তিন জন ।
 এদিকে শ্রাদ্ধের দ্রব্য হয় আয়োজন ॥
 তপোবনে ছিলেন যতক মুনিগণ ।
 পিতৃশ্রাদ্ধ শ্রীরাম করেন নিমন্ত্রণ ॥
 পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্গুনদীপ্তীরে ।
 পিতৃপিণ্ড সমর্পণ করেন সে নীরে ॥
 মুনিগণ কহে, কি রাজার পরিণাম ।
 গিনি পিণ্ড দেন যিনি নিজের মোক্ষধাম ॥
 শ্রীরামেরে বলেন বিশিষ্ট মহাশয় ।
 ভরতের প্রতি রাম, কি অশ্রুজ্ঞা (৩) হয় ॥
 তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি ।
 বুঝিয়া ভরত রাম, কর অশ্রুমতি ॥

(১) অশ্রুযোগ—দোষারোপ । (২) পরিপাটি—সুন্দর । (৩) অশ্রুজ্ঞা আবেশ ।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, হইলাম সুখী ।
 প্রাণের অধিক আমি ভারতেরে দেখি ॥
 ভারতে আমাতে নাহি করি অণ্ডভাব ।
 ভারতেরে রাজত্ব আমার রাজ্যলাভ ॥
 যাও ভাই ভারত, করিত অযোধ্যায় ।
 মন্ত্রিগণ লৈয়ে রাজ্য করহ তথায় ॥
 সিংহাসন শূণ্য আছে ভয় করি মনে ।
 কোন্ শত্রু আপদ ঘটাবে কোন্ ক্ষণে ॥
 তোমারে জানাব কত আছ যে বিদিত ।
 বিবেচনা করিবা সর্বদা হিতাহিত ॥
 চতুর্দশ বৎসর জানহ গতপ্রায় ।
 চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায় ॥
 শুনি কথা ভারতের কাঁদিল পরাণ ।
 কৃষ্ণিবাস রচে গীত অমৃত-সমান ॥

সিংহাসনে শ্রীরামের পাছুকা রাখিয়া ভারতের
 রাজ্যশাসন ।

জোড়হাতে ভারত বলেন সবিনয় ।
 কেমনে রাখিব রাজ্য, মম কার্য্য নয় ॥
 তোমার পাছুকা দেহ, করি গিয়া রাজা ।
 তবে সে পারিব রাম, পালিবারে প্রজা ॥
 তোমার পাছুকা যদি থাকে রাম, ঘরে ।
 ত্রিভুবনে আমার কি করে কার ডরে ॥
 শ্রীরাম বলেন, হে ভারত প্রাণাধিক ।
 পাছুকা লইয়া যাও, কি কব অধিক ॥
 নন্দিগ্রামে পাট (১) করি কর রাজ্যকার্য্য ।
 সাবধান হইয়া পালিহ পিতৃরাজ্য ॥

শ্রীরামের পাছুকা ভারত শিরে ধরে ।
 ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 পাছুকার অভিষেক করিয়া তথায় ।
 চলিলেন ভারত শ্রীরামের আজ্ঞায় ॥
 যাত্রাকালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল ।
 কোন জন শুনিত না পায় কারো বোল ॥
 কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কোলে ।
 বসন ত্রিতিল তাঁর নয়নের জলে ॥
 স্মিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে ।
 সকলে ক্রন্দন করে সীতার কারণে ॥
 ভারতেরে বিদায় করিয়া রঘুবীর ।
 চিত্রকূটে কিছুদিন রহিলেন স্থির ॥
 সৈন্যগণ সহিত ভারত অঃপরে ।
 তিন দিনে আইলেন অযোধ্যানগরে ॥
 বিশ্বকর্মে পাঠাইয়া দেন ভগবান্ ।
 নন্দিগ্রামে অট্টালিকা করিল নিৰ্ম্মাণ ॥
 রত্নসিংহাসনেতে ভারত পট্ট (২) পাতি ।
 তত্পরি পাছুকা থুইয়া ধরে ছাতি ॥
 তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসারচর্মে ।
 পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্মে ॥
 কৃষ্ণিবাস কবির সঙ্গীত সুধাভাণ্ড ।
 বিচিত্র মধুর গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড ॥

দশরথের উদ্দেশে সীতাদেবীর পিণ্ডধান ।
 রাম-সীতা রহিলেন চিত্রকূট পরে ॥
 হেথা দশরথ রাজার হৈল সংবৎসরে (৩) ।
 এই হেতু রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ ।
 গয়া ভূমে গিয়া দেশে দিলা দরশন ॥

(১) পাট—রাজধানী । (২) পট্ট—বহুমূল্য বেশমী বস্ত্র । (৩) সংবৎসরে—মৃত্যুর পর একবৎসর পূর্ণ ; প্রেতমোচন করিবার জন্য মৃত্যুর এক বৎসর পরে যে শ্রাদ্ধ করা হয় ।

କୃତ୍ତିବାସୀ ରାମାୟଣ —



ଶ୍ରୀରାମ ବଲେନ, ତୁମି ଓହ୍ଲତ ପାଞ୍ଜିତ ।
ନା ବୁଦ୍ଧିୟା କେନ ବଜ, ଏ ନତେ ଉଚିତ ॥—୧୫୫ ପୃ।

কুন্তিনাসী রামায়ণ



বঙ্গসিংহাসনেতে ভরত পতি পাতি।
শতকরি পাতক্য পুঙ্খা ধরে ছাতি ম— ১৫৬ প

কহিলা শ্রীরাম, সীতা আর লক্ষ্মণেরে ।
 পিতৃ-পিণ্ড দিব আজি ফল্গুনদীপ্তীরে ॥
 হেথা পিণ্ড পেলে পিতা যাবে স্বর্গপুরে ।
 হৃদয়-বেদনা মোর তবে যাবে দূরে ॥
 তখন করেন যুক্তি শ্রীরাম দৈত্যারি ।
 ভঞ্জিত করিয়া (১) আনি মাণিক্য-অঙ্গুরী ॥
 অঙ্গুরী লইয়া গেলা দুই সহোদরে ।
 সীতা আরস্তিলা খেলা ফল্গুনদীপ্তীরে ॥
 খেলেন লইয়া বালি সীতা বহুমতে ।
 হেনকালে দশরথ সীতার সাক্ষাতে ॥
 উপনীত হয়ে কন, শুন ওমা সীতে ।
 ক্ষুধার জ্বালায় আমি না পারি তিষ্ঠিতে ॥
 তুমি বধু, আমি তব শ্বশুর ঠাকুর ।
 প্রদানি বালির পিণ্ড ক্ষুধা কর দূর ॥
 প্রাণাধিকা সীতা দেবি, কহি তব স্থান ।
 আমার নিকটে তুমি রামের সমান ॥
 সীতা কহিলেন, দেব, কহি যে তোমারে ।
 কি মতে দিব যে পিণ্ড রাম-অগোচরে ॥
 দশরথ কন, ওমা সীতা চন্দ্রমুখী ।
 লোকজন ডাকি আনি ক'রে রাখ সাক্ষী ॥
 ভাল ভাল কহিলেন সীতা চন্দ্রমুখী ।
 আছের তুলসী (২) তুমি হ'য়ে থাক সাক্ষী ।
 জিজ্ঞাসা করেন রাম আসিয়াই যদি ।
 বট-বৃক্ষ কহিবেন আর ফল্গুনদী ॥
 ব্রাহ্মণ দেখিয়া সীতা করেন জ্ঞাপন ।
 দশরথ-কথা সব কহিবে ব্রাহ্মণ ॥
 এত বলি পিণ্ড সীতা করেন অর্পণ ।
 হস্ত মেলি দশরথ করেন গ্রহণ ॥

পিণ্ড পেয়ে দশরথ হবে উঠি রথে ।
 বরষি আশীষধারা গেলা স্বর্গপথে ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ ।
 শ্বশুরের পিণ্ড-দানে বধুর প্রমাদ ॥

ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গুনদীর প্রতি সীতার
 অভিশাপ এবং বটবৃক্ষের প্রতি
 তাঁহার আশীর্বাচ ।

হেথা প্রভু রামচন্দ্র অতি স্বরাপর (৩) ।
 শ্রাহ্মের সামগ্রী লৈয়া আইলা সহর ॥
 রামেরে দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তরে ।
 নিবেদন করিলেন রামের গোচরে ॥
 সীতা কহিলেন, শুন নিবেদি ঠাকুর ।
 এখানে আসিয়াছিলা স্বর্গীয় শ্বশুর ॥
 বালি-পিণ্ড দিতে মোরে দশরথ কন ।
 তাইতে বালির পিণ্ড করিমু অর্পণ ॥
 লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথ ।
 শ্বশুর আদেশে নাথ, করেছি এমত ॥
 রাম কহিলেন, কিসে প্রত্যয় সে কথা ।
 সাক্ষী করি রাখিয়াছি, কন দেবী সীতা ॥
 রাম কন সাক্ষী আনি বলাও এখন ।
 সাক্ষী পাইলেই মোর শাস্ত হয় মন ॥
 সীতা কহিলেন, প্রভু, করি নিবেদন ।
 জিজ্ঞাসা করহ তুমি ডাকিয়া ব্রাহ্মণ ॥
 ব্রাহ্মণ ভাবেন, খর্ব্ব (৪) দিবে রঘুনাথে ।
 মিথ্যা বাক্য কব আজি তাঁহার সাক্ষাতে ॥
 ডাকিয়া ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসেন রঘুনাথ ।
 তোমরা দেখেছ মোর পিতা দশরথ ॥

(১) ভঞ্জিত করিয়া—ভাঙাছাড়া; এখানে বিক্রয় কারয়া । (২) আছের তুলসী—আদিবালের তুলসী ;
 বহু প্রাচীন । (৩) স্বরাপর—তাড়াতাড়ি । (৪) খর্ব্ব—বহুসংখ্যক ধন ; এক হাজার কোটি ।

ব্রাহ্মণ কহেন, তবে রামের সাক্ষাতে ।
 আমরা না দেখিয়াছি রাজা দশরথে ॥
 একথা শুনিয়া রাম হাসি হাসি কন ।
 শোন শোন জানকী কি বলিছে ব্রাহ্মণ ॥
 ব্রাহ্মণের কথা শুনি যান মুখ-শশী ।
 ক্রোধে থর থর তনু সীতা সুরূপসী ॥
 কহিলেন ব্রাহ্মণে, এতক দিলে তাপ ।
 মিথ্যা কহিয়াছ তাই তোমা দিখু শাপ ॥
 লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য যদি থাকে তব ঘরে ।
 ভিক্ষার লাগিয়া যেও দেশ-দেশান্তরে ॥
 রাম কন, কান্দ কেন সীতা চন্দ্রমুখী ।
 আর কেহ থাকে ত বলাহ দেখি সাক্ষী ॥
 এতক শুনিয়া কন সীতা সুরূপসী ।
 আনিয়া বলাহ প্রভু আত্মের তুলসী ॥
 অতঃপর তথা হেরি তুলসী-কানন ।
 কহিলেন রাম, বল তুলসী এখন ॥
 কেমনে করিলা সীতা পিণ্ড-সম্প্রদান ।
 শুনি তুলসীর হৈল সশঙ্কিত প্রাণ ॥
 তুলসী ভাবেন, রাম মোরে নিবে হাতে ।
 মিথ্যা কথা কব আমি তাঁহার সাক্ষাতে ॥
 শ্রীরাম বলেন, তুলসি, শুন মোর কথা ।
 সাক্ষাতে দেখেছ মোর দশরথ পিতা ॥
 তুলসী বলেন, তবে প্রভু রঘুবরে ।
 আমরা না দেখিয়াছি তোমার পিতারে ॥
 একথা শুনিয়া সীতার হৈল বড় তাপ ।
 যা রে যা তুলসী, আমি তোরে দিখু শাপ ॥
 এত দুঃখ দিলি তুই আমার অন্তরে ।
 আ-ভূমি(১) জন্মিস্ তুই লৈয়া সর্ব্বস্তরে(২) ॥

ক্রোধভরে সীতাদেবী কহেন তখন ।
 গোর পত্র শ্রীহরির অতিপ্রিয়ধন ॥
 অপবিত্র স্থানে গোর প্রবস্থিতি হবে ।
 শৃগাল কুকুর মূত্র পুরীষ (৩) ত্যজিবে ॥
 হাসিয়া বলেন রাম শুনহ জানকী ।
 আর কেহ থাকে ত বলাহ তারে সাক্ষী ॥
 সীতা কহিলেন, শুন প্রভু গুণনিধি ।
 আর সাক্ষী আছে এই ফল্ল মহানদী ॥
 ফল্ল ভাবে, মিথ্যা কব শ্রীরামের স্থলে ।
 দিবেন কতই দ্রব্য রাম মোর জলে ॥
 ফল্লরে শুধান রাম কমল-লোচন ।
 তুমি দেখিয়াছ কিবা অঞ্জের নন্দন ॥
 ফল্লনদী কহে প্রভু রঘুবংশনাথ ।
 আমি নাহি দেখিয়াছি রাজা দশরথ ॥
 এতক শুনিয়া সীতা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ।
 আমি আজি দিব শাপ এ ফল্লনদীরে ॥
 অন্তঃশীলা (৪) হয়ে তুমি বহিও সর্ব্বকাল ।
 গোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুকুর শৃগাল ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন সীতা চন্দ্রমুখী ।
 আর কেহ থাকে যদি বলাও আনি সাক্ষী ॥
 সীতা কহিলেন, নাথ, লজ্জা বোধ করি ।
 বট-বৃক্ষ আনি সাক্ষী বলাও দৈত্যরি ॥
 বট-বৃক্ষ আসি কহে, প্রভু রঘুবর ॥
 সাক্ষী দিব, যদি মোর জুড়াও অন্তর ।
 রাম-সীতা দৌহে আজি হেরিব নয়নে ॥
 তবে আমি সাক্ষ্য দিব তব বিঘমানে ।
 বৃক্ষ-কথা শুনি সীতা আনন্দিত মন ॥
 রামের বামেতে হাসি দাঁড়ান তখন ।

(১) আভূমি—ভূমি পধ্যস্ত । (২) সর্ব্বস্তরে—সকল জায়গায় (৩) পুরীষ—বিষ্ঠা । (৪) অন্তঃশীলা—
 অন্তঃসলিলা ; যে নদীর জলপ্রবাহ বালুকারাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত ।

হেরিয়া যুগল রূপ নিজের নয়ানে ।
 জোড়-হস্তে বলে বৃক্ষ রাম-বিজ্ঞমানে ॥
 তোমার চরণে প্রভু এই নিবেদন ।
 'চিন্তামণি' নাম তুমি ধর কি কারণ ॥
 দয়াময় নাম তব সর্বলোকে কয় ।
 পতিতে তরাও, তাই নাম 'দয়াময়' ॥
 স্থাবর জঙ্গম আদি যত জীবগণ ।
 সর্বজীবে সর্বক্ষণ আছ নারায়ণ ॥
 সংসারের চিন্তা কর, নাম 'চিন্তামণি'
 সীতা পিণ্ড দিলা কিনা, না জান নৃমণি ॥
 চিন্তামণি-নামে তব কলঙ্ক রহিল ।
 আজি হ'তে চিন্তামণি নামটি ডুবিল ॥
 চিন্তায় ব্যাকুল হ'য়ে ভুলেছ আপনা ।
 মায়ায় মানুষ হ'লে নাহি কিছু জানা ॥
 সত্য সত্য বলি, শুন কমল-লোচন ।
 মিথ্যা সাক্ষ্য ইহারা দিলেক সর্বজন ॥
 ধন-লোভে মিথ্যা কথা কহিল ব্রাহ্মণ ।
 ব্রাহ্মণের অনুরোধে অণু দুই জন ॥
 আমি যদি মিথ্যা বলি, একে হবে আর ।
 অন্তর্যামী নারায়ণে ফাঁকি দেওয়া ভার ॥
 শত-কোটি-জন্ম তপ করে যেই জন ।
 সত্যবাদী সম কিন্তু না হয় কখন ॥
 বলি-পিণ্ড লয়েছিল সীতা ডান হাতে ।
 আপনি লইল তাহা রাজা দশরথে ॥
 খাইয়া সীতার পিণ্ড প্রফুল্ল-অস্তরে ।
 দেখিতে দেখিতে রাজা গেলা স্বর্গপুরে ॥
 শুনিয়া বৃক্ষের কথা কন্‌ রঘুবর ।
 চিরজীবী হও বট, অক্ষয় অমর ॥
 পিণ্ডদান করি মনে ভাবেন জানকী ।
 বারে বারে সবাকারে করিয়াছি সাক্ষী ॥

তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমারে কেবল ।
 শীতকালে উষ্ণ হবে গ্রীষ্মেতে শীতল ॥
 পুনর্বার সীতা তারে দিলা এই বর ।
 ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর ॥
 মনোহর সুশীতল হবে অনিবার ।
 নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার ॥
 সুশীতল রাখিবে, যে যাবে তব তলে ।
 সর্বদা আনন্দে হবে নিজ পত্র-ফলে ॥
 এইরূপে বটবৃক্ষে আশীর্বাদ করি ।
 বিদায় দিলেন তারে রামের সুন্দরী ॥
 পর্বত উপরে রন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ।
 এখন কহিব কিছু গয়াধামের কথা ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কথা সুধাভাণ্ড ।
 অতি মনোহর এই অযোধ্যার কাণ্ড ॥

গয়া-মাহাত্ম্য ।

সীতা বলে, শুন প্রভু, করি নিবেদন ।
 পূর্বকথা কহ প্রভু করিব শ্রবণ ॥
 কি নিমিত্ত গয়াভূম হইল এখানে ।
 ইথে পিণ্ড দিলে যায় বৈকুণ্ঠে কেমনে ॥
 রাম বলে, শুন সীতা, আমার বচন ।
 পূর্বকথা কহি আমি, তাহে দেহ মন ॥
 পূর্বে হেথা ছিল দৈত্য গয়াসুর নাম ।
 তার সনে করে ইন্দ্র ভীষণ সংগ্রাম ॥
 গয়াসুর দৈত্য, তার মহাশক্তি ছিল ।
 ব্রহ্মাদি যতোক সুর সবারে জিনিল ॥
 সত্যযুগে গয়াসুর ভূমি (১) রাজা ছিল ।
 নানা যাগযজ্ঞ করি শরীর ত্রিঞ্জল ॥
 অশ্বমেধ আদি করি নানা যজ্ঞ করে ।
 অক্ষয় অমর হ'য়ে রহে কলেবরে ॥

(১) ভূমি—পৃথিবীতে ।

প্রকাণ্ড শরীর তার, কারেও না মানে ।
 একে একে জ্বিনিল যতক দেবগণে ॥
 তার ভয়ে দেবগণ তিষ্ঠিতে না পারে ।
 ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সবে স্তব করে ॥
 গৌসাই, অসুর-ভয়ে নাহি অব্যাহতি ।
 এইবার রক্ষা কর, ওহে প্রজাপতি ॥
 সমস্ত দেবের ব্রহ্মা দেখিয়া কাকুতি (১) ।
 আপনি আইলা সঙ্গে ল'য়ে পশুপতি ॥
 করিলা ভীষণ রণ দৌহে তার সনে ।
 তথাপি জ্বিনিতে নারে ব্রহ্মা ত্রিলোচনে ॥
 ব্রহ্মা বলে, দৈত্য, তুমি বড় বলবান ।
 তোমার সমান কেহ নাহি পুণ্যবান ॥
 ব্রহ্মা বলে, গয়াসুর, শুনহ বচন ।
 তোমার উপর যজ্ঞ করিব এখন ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মার কথা কহে গয়াসুর ।
 দৌহে মিলি যজ্ঞ কর আমার উপর ॥
 আমার উপর যজ্ঞ কর দুই জন ।
 তথাপি ইহাতে মোর না হবে মরণ ॥
 চিৎ হয়ে গয়াসুর পড়িল সেখানে ।
 বসিলা করিতে যজ্ঞ ব্রহ্মা ত্রিলোচনে ॥
 পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত যত ছিল ।
 গয়াসুর বক্ষোপরি সকলি চাপাল ॥

যজ্ঞ-সজ্জা আনি দেয় যত দেবগণে ।
 আরম্ভিল মহাযজ্ঞ ব্রহ্মা ত্রিলোচনে ॥
 সব দেবগণ সহ ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 একমন হয়ে সবে হৈলা বিশ্বস্তর ॥
 বিশ্বস্তর মূর্ত্তি ধরি গয়ের উপর ।
 বসিলেন দেবগণ সহ পুরন্দর ॥
 অগ্নি জ্বালি যজ্ঞ করি ব্রহ্মা ত্রিনয়ান ।
 শীতল হইয়া অগ্নি উঠে মূর্ত্তিমান ॥
 অগ্নিমধ্যে দ্বত ঢালি কলসী কলসী ।
 মূর্ত্তিমান হয়ে ব্রহ্মা জ্বলে রাশি রাশি ॥
 অসুর উপরে যজ্ঞ যত্নপি করিল ।
 তথাপি অসুর তাহে ভয় না পাইল ॥
 সবে বলে, গয়াসুর পরাণ ত্যজিল ।
 যজ্ঞ সাঙ্গ করি ফোঁটা সকলে পরিল ॥
 গয়াসুর বলে সবে যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল ।
 গা-ঝাড়া দিইয়া বীর তখনি উঠিল ॥
 পাহাড় পর্বত বৃক্ষ রহে বহুদূরে ।
 দেখি যত দেবগণ পড়িল ফাঁফরে ॥
 গয়াসুর বলে, শুন ওহে দেবগণ ।
 তোমাদের হাতে মোর না হবে মরণ ॥
 এতক শুনিয়া দেবগণে লাগে ত্রাস ।
 সমাপ্ত অযোধ্যাকাণ্ড কহে কৃষ্ণবাস ॥

(১) কাকুতি—কাতর নিবেদন

প্রাচীন বৃষ্টি-বান্দী রামায়ণ

অরণ্যকাণ্ড

—:0:—

মূলং ধর্মতরোর্বিবেকজলধৌ পূর্ণেন্দুমানন্দম্ ।
বৈরাগ্যান্মুজ্জভাস্করং ত্বধরং ধ্যান্তাপহং তাপহম্ ॥
নীলান্মুজ্জং শ্রামলকোমলাকং সীতাসমারোপিতবামভাগম্ ।
পার্ণৌ মহাশায়কচাক্রচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্ ॥

চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রাধির অবস্থান ও রাক্ষস-ভয়ে মুনিগণের অশ্রুত গমন।

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন । | যে মন্ত্রণা করিতেছিলাম রঘুবর । |
| চিত্রকূট পর্বতে রহেন তিন জন ॥ | তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর ॥ |
| চিত্রকূট পর্বতে অনেক মুনি বৈসে । | রাবণের দুই ভাই দুই নিশাচর । |
| ভাল-মন্দ যখন যে রামেরে জিজ্ঞাসে ॥ | তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ গর দুষণ অপর ॥ |
| একদিন মুনিগণ করে কাণাকাণি (১) । | তাহার সামন্তগণ চতুর্দিকে ত্রমে । |
| জিজ্ঞাসা করেন রাম ধনুর্বাণ-পাণি ॥ | কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে ॥ |
| কহ কহ মুনিগণ, কি কর মন্ত্রণা । | যজ্ঞ আরম্ভণ মাত্র আসিয়া নিকটে । |
| আমারে না কহ কেন বাড়িও যন্ত্রণা ॥ | যজ্ঞ নষ্ট করে, মোরা পড়ি যে সঙ্কটে ॥ |
| আমরা সকলে করি একত্র বসতি । | রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি । |
| একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি ॥ | ফল-মূল কাড়ি খায়, ভাগ্নয়ে কলসী ॥ |
| যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত । | এই বন ছাড়িয়া যাইব অগ্ন বন । |
| আমারে জানাও, আমি করিব বিহিত (২) ॥ | কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ ॥ |
| মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে । | মুনিগণ ছাড়ে যদি শূণ্য হবে বন । |
| বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে ॥ | শূণ্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন ॥ |

(১) কাণাকাণি—পরস্পর চুপে চুপে কথা বদাবনি। (২) বিহিত—প্রতিকার।

সীতা অতি রূপবতী এই বনমাঝে ।
 কেমনে রাখিবা রাম, রাক্ষস-সমাজে ॥
 বিক্রমে বিশাল তুমি মোরা জানি মনে ।
 কত সন্দরিয়া রাম, থাকিবা কাননে ॥
 আমরা এ বন ছাড়ি অগ্ৰ বনে যাই ।
 তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই ॥
 স্ত্রী-পুরুষে মুনিগণ চলেন সহর ।
 যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর ॥
 উঠে গেল মুনিগণ, শৃগু দেখা যায় ।
 শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায় ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি ।
 গাইল অরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥

শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রমে গমন
 ও মুনিপত্নীর নিকট সীতার
 আশ্রমকাহিনী কথন ।

আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্বার ।
 কেমনে অগ্ৰথা করি বচন তাহার ॥
 চিত্রকূট অযোধ্যা নহে ত বহু দূর ।
 ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর ॥
 আমা নিতে ভরত যে করিল যতন ।
 মনোদুঃখে ভাই মোর করিল গমন ॥
 সত্য হেতু না শুনিষু ভরত-বচন ।
 অত্রিমুনি-ধামে আজি বঞ্চি তিন জন ॥
 রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে ।
 চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে ॥
 কত দূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম ।
 সম্মুখে দেখেন অত্রি মুনির আশ্রম ॥

প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবনে ।
 বন্দনা করেন অত্রি-মুনির চরণে ॥
 রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে ॥
 আপনার পত্নী-ঠাই সমর্পিলা সীতা ।
 পালন করহ যেন আপন চুহিতা ॥
 দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা ।
 মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা (১) উপস্থিতা ॥
 শুরবস্ত্রপরিধানা শুর সর্ববেশ ।
 করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ ॥
 তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা ।
 জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা (২) ॥
 কৃতাজলি নমস্কার করিলেন সীতা ।
 আশীর্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা (৩) ॥
 মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে ।
 কহেন মধুর বাক্যে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 রাজকূলে জন্মিয়া পড়িলা রাজকূলে ।
 দুই কুল উজ্জল করিলা গুণে শীলে ॥
 এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায় ।
 হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায় ॥
 সীতা কহিলেন, মা, সম্পদে কিবা কাম ।
 সকল সম্পদ মম দুর্বাদল-শ্যাম ॥
 স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য কিবা ধনে ।
 অগ্ৰ ধনে কি করিবে পতির বিহনে ॥
 জিতেন্দ্রিয় (৪) প্রভু মম সর্বগুণে গুণী ।
 হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি ॥
 ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতি ।
 আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি ॥
 শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনি-দারা (৫) ।
 আপনার যেমন সীতার সেই ধারা ॥

(১) শ্রদ্ধা—আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস । (২) নমস্যা—প্রণামের পাত্রী । (৩) বনিতা—স্ত্রী । (৪) জিতেন্দ্রিয়—
 সংযমী । (৫) মুনি-দারা—মুনি-পত্নী

সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন ।
 দিব্য অলঙ্কার আর বহুমূল্য ধন ॥
 তুষ্ট হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী ।
 তব পূর্ববৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতি ॥
 জানকী বলেন, দেবি, কর অবধান ।
 আমার জন্মের কথা অপূর্ব আখ্যান ॥
 একদা মোহিনীবেশ দেখি মেনকার ।
 জনক রাজার হয় চিস্তের বিকার ॥
 তার ফলে জন্ম মোর হইল ভূমিতে ।
 উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে ॥
 অনারীসম্ভবা, (১) মম জন্ম মহীতলে ।
 লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিলা কোলে ॥
 নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি ।
 হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী ॥
 দেবগণ ডাকি বলে, জনক ভূপতি ।
 জন্মিল তোমার এই কন্যা রূপবতী ॥
 অনারীসম্ভবা এই তোমার চুহিতা ।
 লাঙ্গলের মুখে জন্ম, নাম রাখ সীতা ॥
 এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত-মন ।
 দীন-দ্বিজ-দুঃখীরে দিলেন বহু ধন ॥
 প্রধানা দেবীর ঠাই দিলেন আমারে ।
 আমারে পালেন দেবী বিনিধ প্রকারে ॥
 দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে ।
 আমা দেখি জনক চিস্তেন মনে মনে ॥
 যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে ।
 তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে ॥
 দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার ।
 তের লক্ষ বর আইল রাজার কুমার ॥
 ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে ।
 না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে ॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া ।
 কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া ॥
 হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 ধনুক দেখিয়া হাস্ত করেন তখন ॥
 ধনুকেতে গুণ দিতে সর্ব লোকে বলে ।
 ধনুখান ধরি রাম বাম হাতে তোলে ॥
 গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে ।
 সবে স্তব্ধ, তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে ॥
 ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা ।
 স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে কাঁপিল সর্বজনা ॥
 শিরে পঞ্চকুঁটি তাঁর বিক্রম বিস্তার ।
 চূড়া-কর্ণবেধ হয়, লোকে চমৎকার ॥
 বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে ।
 না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে ॥
 রাজ্য সহ দশরথ আসিয়া সংবাদে ।
 রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে ॥
 করিলেন শ্রীরাম আমারে পরিগ্রহ ।
 লক্ষ্মণের দার-কর্ম (২) উন্মিলার সহ ॥
 কুশধ্বজ খুড়ার, যে দুই কন্যা ছিল ।
 ভরত শক্রর দৌহে বিবাহ করিল ॥
 ভগবতি, পূর্বকথা এই কহিলাম ।
 হেন মতে মিলিলেন মম স্বামী রাম ॥
 এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী ।
 পরিতুষ্ট হইলেন মূনির গেহিনী (৩) ॥
 ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দূর ।
 কণ্ঠে মণিময় হার, বাহুতে কেয়ুর ॥
 কর্ণেতে কুণ্ডল, করে কাঞ্চন কঙ্কণ ।
 নূপুরে শোভিত হয় কমল-চরণ ॥
 নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা (৪) তায় ।
 পটবস্ত্র অধিক শোভিত গৌর গায় ॥

(১) অনারীসম্ভবা—নারী-গর্ভ হইতে বাহ্যর জন্ম হয় নাই । (২) দার-কর্ম—বিবাহ ।
 (৩) গেহিনী—স্ত্রী । (৪) গজমুক্তা—হাতীর কুণ্ডদেশে যে মুক্তা জন্মে ।

প্রদোষ (১) হইল গত, প্রবেশে রজনী ।
 রামের নিকটে যায় শ্রীরাম-রমণী ॥
 উমা রমা নাহি পায় সীতার উপমা ।
 চরাচরে (২) জনক-দুহিতা নিরূপমা ॥
 দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি ।
 মুনির আশ্রমে স্থখে বঞ্চে ন রজনী ॥

রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ ।
 আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ ॥
 দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক-কানন ।
 তিন জন মন-স্থখে করেন ভ্রমণ ॥
 আগে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাৎ লক্ষ্মণ ।
 নানা স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ ॥

শ্রীরামচন্দ্রাঙ্গির দণ্ডকারণ্য-দর্শন ।
 প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ ।
 তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥
 আশীর্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি ।
 কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী ॥
 শুন রাম, রাক্ষসপ্রধান এই দেশ ।
 সদা উপদ্রব করে, দেয় বহু ক্লেশ ॥
 অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান ।
 তথা গিয়া রঘুবীর, কর অবস্থান ॥
 মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি ।
 দণ্ডক-কানন মধ্যে করিলেন গতি ॥
 আগে যান রঘুনাথ পশ্চাতে লক্ষ্মণ ।
 জনক-তনয়া মধ্যে, কি শোভা তখন ॥
 ফল পুষ্প দেখেন, গন্ধেতে আমোদিত ।
 ময়ূরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥
 নানা পক্ষি-কলরব শুনিতে মধুর ।
 সরোবরে কত শত কমল প্রচুর ॥
 বনমধ্যে অনেক মুনির নিবসতি ।
 শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি ॥
 রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সমান ।
 যথা তথা থাক রাম, তুমি ভগবান ॥

বিবোধ রাক্ষস বধ ।
 হেনকালে দুর্জয় রাক্ষস আচম্বিত ।
 বিকট আকার ধরি হৈল উপস্থিত ॥
 রাক্ষা দুই আঁখি তার খোঁখর (৩) হৃদয় ।
 বনজন্তু ধ'রে মারে, করে নাহি ভয় ॥
 দুর্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান ।
 জ্বলন্ত আগুন যেন রাক্ষা মুখখান ॥
 শিরে দীর্ঘজটা কটা দীর্ঘ সর্ষকায় ।
 লম্বোদর অস্থিসার শিরা গণা যায় ॥
 বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে ।
 পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে ॥
 মেঘের গর্জন প্রায় ছাড়ে সিংহনাদ ।
 মহাভয়ঙ্কর মূর্তি রাক্ষস বিবোধ ॥
 সীতায় রাক্ষস গিয়া লইলেক কন্ধে ।
 তর্জন গর্জন করে, থাকে অন্তরীক্ষে ॥
 সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন ।
 শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জন ॥
 তপস্বীর বেশে রাম, ভ্রমিস্ কাননে ।
 দেখাইয়া কামিনী ডুলাস্ মুনিগণে ॥
 বলিল, মনুষ্য আজি করিব ভ্রমণ ।
 ঝাট পরিচয় দে রে তোরা কোন্ জন ॥

(১) প্রদোষ—সন্ধ্যা । (২) চরাচরে—চর (জলম) অচর (স্থাবর)—জলম ও স্থাবর, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ । (৩) খোঁখর—সুকঠিন ।

শ্রীরাম বলেন, আমি ক্ষত্রিয়কুমার ।
 লক্ষ্মণ অশুভ্র, জায়া জানকী আমার ॥
 দেখি হে তোমার কেন বিকৃতি আকৃতি ।
 বনেতে বেড়াও তুমি, হও কোন্ জাতি ॥
 রাক্ষস বলিল, আমি যে হই সে হই ।
 সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই ॥
 বিরোধ আমার নাম থাকি যথা তথা ।
 কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্বথা ॥
 কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে ।
 অভেদে শরীর মোর, ভয় করি কারে ॥
 লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয় ।
 জানকীরে খায় বৃষ্টি রাক্ষস দুর্জয় ॥
 আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে ।
 সীতারে খাইল আজি দারুণ রাক্ষসে ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, দাদা, না ভাবিহ তপ ।
 রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ ॥
 লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে ।
 মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে ॥
 সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে ।
 হাতে ছিল জাঠাগাছ (১) মারিল একগণে ॥
 তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ ।
 জাঠাগাছ তখনি হইল খানখান ॥
 জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস ।
 অস্ত্র নাহি, নিশাচর (২) উঠিল আকাশ ॥
 ছাড়েন ঐষীক বাণ দশরথ-সুত ।
 পড়িল বিরোধ যেন কৃতাস্তুর দূত ॥
 খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাসে ।
 মার মার করি যায় শ্রীরামের পাশে ॥
 ব্যগ্র হয়ে আছাড়িয়া ফেলে দেবী সীতা ।
 ভূমিতে পড়েন সীতা হইয়া মূচ্ছিতা ॥

জোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি ।
 তব বাণ-স্পর্শে রাম, পাই অব্যাহতি ॥
 শাপে মুক্ত করিলা আমার এ শরীর ।
 লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর ॥
 ধন্য ধন্য সীতা দেবী রাম যঁার পতি ।
 তোমা পরশিয়া পাই শাপে অব্যাহতি ॥
 পূর্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি ।
 কুবেরের শাপেতে আমার এ দুর্গতি ॥
 কিশোর আমার নাম, কুবেরের চর ।
 আমারে সর্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর (৩) ॥
 এক দিন কুবের লইয়া নারীগণে ।
 রঙ্গস্থলে (৪) কেলি করে আনন্দিত মনে ॥
 কস্মদোষে আমি তথা হই উপনীত ।
 আমারে দেখিয়া তাঁরা হইলা লজ্জিত ॥
 কোপে শাপ আমাকে দিলেন ধনেশ্বর ।
 দণ্ডক-কাননে গিয়া হও নিশাচর ॥
 পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন ।
 শ্রীরামের শরে হবে শাপ বিমোচন ॥
 পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি ।
 মৃতদেহ পোড়াইলে পাইব নিকৃতি ॥
 লক্ষ্মণের উদ্যোগে দানব-দেহ পুড়ে ।
 দিব্যদেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে ॥
 রাম-দর্শনে চর গেল সর্গবাস ।
 রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃষ্ণিবাস ॥

শ্রীরামের শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন ।

শ্রীরাম বলেন, চল জানকী-লক্ষ্মণ ।
 গোমতীর পারে শরভঙ্গ-নিকেতন ॥

(১) জাঠাগাছ স্থল লৌহদণ্ড । (২) নিশাচর—রাক্ষস । (৩) ধনের ঈশ্বর—কুবের ।
 (৪) রঙ্গস্থলে—নাট্যশালায় ।

এথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন ।
 অদ্ভুত দেখিবে সে মুনির তপোবন ॥
 তপের প্রতাপে যেন জলন্ত অনল ।
 শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল ॥
 সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে ।
 প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি-দরশনে ॥
 হেনকালে উপনীত তথা শচীনাথ ।
 করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ ॥
 রথোপরে পুরন্দর আসে শুকবেশে ।
 দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারি পাশে ॥
 রথশোভা করে মণি-মুকুতার ঝারা ।
 বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথির ত্বরা ॥
 চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায় ।
 দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তাঁয় ॥
 অশুভ্জেরে বলেন, থাকহ এই ক্ষণ ।
 জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোন্ জন ॥
 ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার ।
 নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার ॥
 শুন মুনি, রামরূপী ত্রিলোকের নাথ ।
 আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥
 রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার ।
 ত্রিকালজ্ঞ (১) আপনারে জানাব কি আর ॥
 তব স্থানে রাখিলাম এই ধমুর্বাণ ।
 আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান ॥
 এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর ।
 প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর ॥
 প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে ।
 আশীর্বাদপূর্ব্বক কহেন মুনি তাঁরে ॥
 অনাথ ছিলাম বনে হইনু সনাথ ।
 যোগে যঁারে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ ॥

আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস ।
 তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস ॥
 শত বৎসরের তপ করিলাম দান ।
 এই লও ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধমুর্বাণ ॥
 শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন ।
 প্রাণ রাখিয়াছি রাম, তোমার কারণ ॥
 ক্ষণেক জানকী সহ বৈস এই খানে ।
 অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিছমানে ॥
 শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বলেন অনল ।
 জলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল ॥
 কৌতুক দেখেন সীতা-শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 মুনির সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন ॥
 রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি উর্দ্ধতুণ্ডে (২) ।
 অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে ॥
 পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার ।
 অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ-আকার ॥
 গোলোকে গেলেন মুনি, পুণ্যফলোদয় ।
 দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময় ॥
 রাম-দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস ।
 রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃষ্ণিবাস ॥

শ্রীরামচন্দ্রের অশ্রু বনে গমন ।

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী ।
 কেহ কেহ ফল খায়, কেহ উপবাসী ॥
 অনাহারী কেহ বা বরিষা চারিমাস ।
 কেহ কেহ সর্বকাল করে উপবাস ॥
 গাছের বাকল পরে, শিরে জটা ধরে ।
 মৃগচৰ্ম্ম ধরে কেহ কমণ্ডলু করে ॥

(১) ত্রিকালজ্ঞ—যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কালের বিষয় জানেন । (২) উর্দ্ধতুণ্ডে—উর্দ্ধমুখে ।

মুনিগণে দেখিয়া উঠিলা রঘুনাথ ।
 করেন প্রণতি স্তুতি করি জোড়হাত ॥
 মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর ।
 শ্রীরাম বলেন, প্রভু, না করিহ ডর ॥
 তপোবনে না ধুইব রাক্ষস-সঞ্চার ।
 অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস সংহার ॥
 মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 তপোবন দরশনে করেন গমন ॥
 ধনুকে টঙ্কার দিলা রাম রঘুবীর ।
 দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির ॥
 বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্বাণ ।
 নিষেধ করেন সীতা রাম-বিজ্ঞান ॥
 রাক্ষসের সনে কেহ করহ বিবাদ ।
 অকারণ প্রাণিবধে ঘটবে প্রমাদ ॥
 পূর্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান ।
 দুর্বাদলশ্যাম রাম, কর অবধান ॥
 শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে ।
 কহিলেন পিতা পূর্ব-আখ্যান আমারে ॥
 দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে ।
 তাঁর স্থানে স্থাপ্য (১) খড়গ রাখে একজনে ॥
 পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন ।
 তেঁই যত্নে খড়গখানি রাখেন ত্রাণ ॥
 এক বৃদ্ধ পাখী সেই তপোবনে বৈসে ।
 নড়িতে-চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে ॥
 মুনিরে কুবুদ্ধি পায়, দৈবের লিখন ।
 সে খড়গ আঘাতে বধে পাখীর জীবন ॥
 হাতে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে ।
 হইল মুনির পাপ সে অস্ত্র পরশে ॥
 সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ ।
 রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন ॥

সরলা জনকবালা কহিলে এমতি ।
 বুঝান প্রবোধ-বাক্যে তাঁরে সীতাপতি ॥
 কনক-কমলমুখী জনক-কুমারি ।
 আমার নাহিক ভয়, কি ভয় তোমারি ॥
 মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে ।
 তাহার কিসের ভয়, বল দেখি সীতে ॥
 যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর ।
 শুনে অপূর্ব গীত তাহার ভিতর ॥
 বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি ।
 জলের ভিতর গীত, মুনি, কেন শুনি ॥
 মুনি বলিলেন, ছিল হেথা এক মুনি ।
 করিত কঠোর তপ দিবস-রজনী ॥
 তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর ।
 পাঠায় অপ্সরাগণে যথা মুনিবর ॥
 আইল অপ্সরাগণ মুনির নিকটে ।
 দেখিয়া পড়িল মুনি বিষম সঙ্কটে ॥
 সে স্থানের খ্যাতি পঞ্চ-অপ্সরা বলিয়া ।
 অত্যাপি আইসে তারা তথা লুকাইয়া ॥
 নৃত্য-গীত করে তারা, নাহি যায় দেখা ।
 এমন অপূর্ব কথা পুরাণেতে লেখা ॥
 শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম ।
 তপোবন দেখিয়া গেলেন নিজধাম ॥
 আতিথ্য (২) করেন মুনি সমাদর করি ।
 তিন জন বঞ্চিলেন স্তূথে বিভাবরী (৩) ॥
 কোথা পাঁচ সাত মাস কোথা দশ মাস ।
 কোথাও বৎসর রাম করেন প্রণাস ॥
 এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ ।
 অতীত হইল দশ বৎসর তখন ॥
 একদিন সীতা সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ ॥

(১) স্থাপ্য—গচ্ছিত । (২) আতিথ্য—অতিথি সংকার । (৩) বিভাবরী—বান্ধি ।

স্বতীক মুনিরে রাম কহেন স্তম্ভাষ (১) ।
 অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ ॥
 মুনি বলে, যাহ রাম, অগস্ত্যের খাম ।
 তথা গিয়া তাঁহার পুরাও মনস্কাম ॥
 তাঁহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্ললীর বনে ।
 অতু গিয়া বাস কর তাঁর তপোবনে ॥
 কল্যা গিয়া পাইবা অগস্ত্য-তপোবন ।
 তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন ॥
 বিদায় হইয়া রাম চলেন দক্ষিণে ।
 উপনীত হইলেন পিপ্ললীর বনে ॥
 রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি ।
 তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর ।
 গাহিল অরণ্যকাণ্ডে গীত মনোহর ॥

শ্রীরাম প্রভৃতির অগস্ত্যাশ্রমে গমন
 এবং অগস্ত্যমুনি কর্তৃক বাতাপি
 ও ইন্ডলের প্রাণ নাশ ।

প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন ।
 লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন ॥
 এই বনে ছিল এক রাক্ষস দুর্জয় ।
 তারে বধি করিলেন মুনি এ আশয় ॥
 শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণেরে চমৎকার ।
 মুনি হয়ে রাক্ষস মারেন কি প্রকার ॥
 শ্রীরাম বলেন, ভাই, শুন অতঃপর ।
 ইন্ডল-বাতাপি ছিল দুই সহোদর ॥
 মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে ।
 বাতাপি হইয়া মেঘ ব্রহ্মবধ করে ॥

তার ভাই ইন্ডল'সে চড়িয়া শতঙ্গ (২) ।
 ভ্রমিত ভুবনে যেন অদ্ভুত মাতঙ্গ ॥
 আদর করিয়া দ্বিজেরে করে নিমন্ত্রণ ।
 সেই মেঘ-মাংস দিয়া করায় ভোজন ॥
 ব্রাহ্মণের উদরে মেঘের মাংস থাকে ।
 বাতাপি বাহির হয় ইন্ডলের ডাকে ॥
 পেট চিরি বাহিরায়, বিপ্রগণ মরে ।
 এইরূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে ॥

ব্রহ্ম-বধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি ।
 ইন্ডলের ঠাই দান মাগিলা আপনি ॥
 দূরে হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ ।
 মেঘ-মাংস মোরে আজি করাহ ভোজন ॥
 মুনির বচন শুনি ইন্ডল উল্লাস ।
 কহিল কতক মুনি খাবে মেঘ-মাংস ॥
 বাতাপি গাড়র (৩) হয় মায়া'র প্রবন্ধে (৪) ।
 গাড়র কাটিয়া মাংস রাক্ষস আনন্দে ॥
 বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বৈসে ।
 হাতে খালা করিয়া ইন্ডল তার পাশে ॥
 গঙ্গাদেবি, বলি মুনি মনে মনে ডাকে ।
 অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে ॥
 মুনি বলে, বহু দিন মম উপবাস ।
 ভোজন করিব আমি গাড়রের মাস ॥
 গঙ্গাজল পিয়া মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে ।
 মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে ॥
 মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক ।
 বাহিরে ইন্ডল ডাকে ঘন ঘন ডাক ॥
 ইন্ডল বলিল, এস বাতাপি বাহিরে ।
 মুনি বলে, তুমি কোথা পাবে বাতাপিরে ॥
 যেমন গজিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ্য হাতী ।
 ইন্ডলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি ॥

(১) স্তম্ভাষ—প্রিয় বাক্য । (২) শতঙ্গ—বধ । (৩) গাড়র—ভেড়া । (৪) মায়া'র প্রবন্ধে—কৌশল ক্রমে ।

পণ্ডিত হইয়া তব বুদ্ধি নাই ঘটে (১) ।
 তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে ॥
 সে কথায় পাসরিল রাক্ষস আপনা ।
 মুনির সরোষ ভাষা যেমন ঝঞ্ঝনা (২) ॥
 সহসা মুনির কোপ হইল প্রবল ।
 নয়ন হইতে ছোটে প্রদীপ্ত অনল ॥
 সে অগ্নিতে ইল্লল পুড়িয়া তবে মরে ।
 এই মতে মুনি ছুই রাক্ষসেরে মারে ॥
 একপে মারিয়া সেই রাক্ষস দুর্জয় ।
 করিলেন তপোবন রক্ষা মহাশয় ॥
 আইলাম সেই অগস্ত্যের তপোবনে ।
 সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় যাঁর দরশনে ॥
 যাইতেছিলেন রাম অগস্ত্যের দ্বারে ।
 হেন কালে শিষ্য এক আইল বাহিরে ॥
 তাঁহারে দেখিয়া বলিলেন শ্রীলক্ষ্মণ ।
 আইলেন রাম অতু সস্তাষ কারণ ॥
 এতক বচনে শিষ্য গেল অভ্যস্তরে ।
 কহিল রামের কথা মুনির গোচরে ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন ।
 আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন ॥
 রামের সংবাদে মুনি হ'য়ে আনন্দিত ।
 আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে, আনহ হরিত ॥
 সবাঁকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে ।
 যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে ॥
 সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায় ।
 দেখিয়া মুনির মনোভ্রম দূরে যায় ॥
 অগস্ত্য বলেন, কি অপূর্ব্ব দরশন ।
 কি লীলা দেখাতে রাম হেথা আগমন ॥

শুনি হৃষ্টচিত্ত রাম কমল-লোচন ।
 অগস্ত্যের চরণ বন্দন তিন জন ॥
 আশীর্বাদ দিয়া মুনি শ্রীরামে কহিল ।
 জ্ঞানি না আবার কিবা মানসে জাগিল ॥
 গোলোক ছাড়িয়া কেন হেন বনবাস ।
 না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ ॥
 লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার ।
 দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, লক্ষ্মণ তোমার ॥
 পথ-শ্রান্ত আছ রাম, করহ ভোজন ।
 আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন ॥
 মুনির আদরে রাম করেন ভোজন ।
 নিশীথিনী (৩) তথায় বঞ্জন তিন জন ॥
 করিয়া প্রভাত-কৃত্য (৪) শ্রীরঘুনন্দন ।
 অগস্ত্যের সহিত কবেন আলাপন ॥
 পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে ।
 আজ্ঞা কর অগস্ত্য, থাকিব কোন্ স্থানে ॥
 কৃতিবাস পণ্ডিতের কবিতা অপার ।
 গাহিল অরণ্যকাণ্ড সুধার আধার ॥

শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটীতে অবস্থান ও তাঁহার
 নিকট ঔটায়ুর আশ্রয়প্রার্থন
 প্রদান

অগস্ত্য বলেন, শুনি রামের বচন ।
 যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র-ভবন (৫) ॥
 গোদাবরী-তীরে রাম, দিব্য আয়তন (৬) ।
 পঞ্চবটী (৭) গিয়া তথা থাক তিন জন ॥

(১) ঘটে—মস্তিষ্কে; মগ্ধে। (২) ঝঞ্ঝনা—বজ্র। (৩) নিশীথিনী—বজ্রনী। (৪) প্রভাত-কৃত্য—
 সকাল বেলায় কাণ্ড; শৌচ আচমন প্রভৃতি। (৫) মহেন্দ্র-ভবন—ইন্দ্রপালয়; বৈষ্ণব পুরী। (৬)
 আয়তন—দেবালয় বা পরিসর ভূমি। (৭) পঞ্চবটী—যে বনে অশ্বখ, বট, বিব, আমলকী ও অশোক, এই
 পাঁচরকম গাছ আছে।

দিব্য ধনুর্বাণ বিশ্বকর্ষ্মার নিৰ্ম্মাণ ।
 রামেরে অগস্ত্যমুনি করিলেন দান ॥
 নানা আভরণ আর সোনার টোপর ।
 বস্ত্র রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর ॥
 অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায় ।
 চলেন দক্ষিণে সীতা-লক্ষ্মণ সহায় ॥
 জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি ।
 পাইয়া রামের বার্তা আসে শীঘ্রগতি ॥
 শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত ।
 আপনার পরিচয় দেন যথোচিত ॥
 জটায়ু আমার নাম গরুড়-নন্দন ।
 তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন ॥
 পক্ষিরাজ সম্প্রতি আমার বড় ভাই ।
 আরো পরিচয় রাম, তোমারে জানাই ॥
 পূর্বে দশরথের করেছি উপকার ।
 তেঁই সে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা আমার (১) ॥
 আইস আইস রাম-সীতা মোর ঘরে ।
 ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে ॥
 তিন জন অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী ।
 পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী ॥
 লক্ষ্মণে বলেন, রাম, বাস্ক বাসাঘর ।
 গোদাবরী-জলে স্নান করি নিরন্তর ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, রাম, আপনি প্রধান ।
 কোন্ স্থানে বাস্কি ঘর কর সংবিধান ॥
 দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী-তীরে ।
 সুশোভিত খেত পীত লোহিত প্রস্তরে ॥

নিকটে প্রসর (২) ঘাট তাহে নানা ফুল ।
 মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল ॥
 শ্রীরাম বলেন, হেথা বাস্ক বাসাঘর ।
 জানকীর মনোমত করহ সুন্দর ॥
 শ্রীরামের আজ্ঞাতে বাস্কেন দিব্য ঘর ।
 একদিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর ॥
 পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুম্ভম রাশি রাশি ।
 অগ্নিপূজা করি হইলেন গৃহবাসী ॥
 পাতা-লতা-নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া ।
 অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন তুলিয়া ॥
 জটায়ু বলেন, রাম, আসি হে এখন ।
 যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন ॥
 এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে ।
 দুই পাখা সারি (৩) গেল আপনার দেশে ॥
 রজনী বন্ধিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে ।
 স্নান করিবারে যান গোদাবরী-জলে ॥
 সুগন্ধি সুদৃশ্য নানা কুম্ভম তুলিয়া ।
 নিত্য নিত্য করেন শ্রীরাম নিত্যক্রিয়া ॥
 ফল-মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ ।
 সুস্বাদু বিমল গোদাবরীর জীবন ॥
 ঋষিগণ সহিত সর্ব্বদা সহবাস ।
 করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস ॥
 সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে ।
 পাসরেন তখনি শ্রীরাম-দরশনে ॥
 রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ ।
 আশ্বারাম (৪) শ্রীরাম নাহিক কোন ক্লেশ ॥

(১) শনির দৃষ্টিতে দশরথ রথ হইতে ভূমিতে পড়িতে থাকিলে জটায়ু দশরথের প্রাণনাশ আশঙ্কায় পাখা প্রসারিত করিয়া দশরথকে রক্ষা করেন । দশরথ জটায়ুর পরিচয় পাইয়া জুগুপ্সিত সাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিয়াছিলেন—৪৬ পৃঃ দৃষ্টব্য । (২) প্রসর—চওড়া । (৩) সারি ছড়াইয়া । (৪) আশ্বারাম—যিনি আপনাতে আপনি বরণ করিয়া আনন্দ লাভ করেন; ভগবান পূর্ণব্রহ্ম ।

লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি ।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী ॥
অস্ত্রে রেখো পদে রাম, এই মনে আশ ।
রচিল অরণ্যাকাণ্ড দীন কৃষ্ণিবাস ॥

বহু দূর নহে, তারা আইল নিকটে ।
হেন রূপবান্ তুমি পড়িলে সঙ্কটে ॥
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার ।
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার ॥
সরল-হৃদয় রাম দেন পরিচয় ।

সূৰ্পণখার শ্রীরামকে বিবাহ করিতে
ইচ্ছা ও লক্ষ্মণ-কর্তৃক তাহার
নাসাকর্ণচ্ছেদন ।

রহেন একপে পঞ্চবটি তিন জন ।
হেন কালে ঘটে এক অপূৰ্ব ঘটন ॥
রাবণের ভগিনী সে নাম সূৰ্পণখা ।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হৈল উপনীত ।
শ্রীরামেরে দেখিয়া সে হইল মোহিত ॥
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান্ ।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান ॥
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্টা নিশাচরী ।
নররূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি ॥
জিতেন্দ্রিয় (১) শ্রীরাম ধার্মিক-শিরোমণি ।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্যাচারিণী ॥
পৰ্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্বলা ।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা ॥
হাব-ভাব (২) আবির্ভাব করিয়া কামিনী ।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্তবদনী ॥
রাজপুত্র বট, কিম্বু তপস্বীর বেশ ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ ॥
দণ্ডক-কাননে আছে দারুণ রাক্ষস ।
হেন বনে ভ্রম তুমি, এ বড় সাহস ॥

মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয় ॥
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ, প্রেয়সী সীতা ইনি ।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী ॥
এখন আমারে দেহ নিজ পরিচয় ।
কে বট আপনি, কোথা তোমার আশয় ॥
পরমা সুন্দরী তুমি লোকে নিরূপমা ।
মেনকা উৰ্বশী কি হইবে তিলোত্তমা ॥
জিজ্ঞাসা করিলা রাম সরল হৃদয় ।
সূৰ্পণখা আপনার দেয় পরিচয় ॥
লঙ্কাতে বসতি, আমি রাবণ-ভগিনী ।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হ'য়ে একাকিনী ॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি করে নাহি ভয় ।
তোমার কামিনী হই হেন বাঞ্ছা হয় ॥
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা ।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা ॥
অণু ভ্রাতা সুশীল ধার্মিক বিভীষণ ।
ভাই খর-দূষণ এখানে দুই জন ॥
অতি আফ্লাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী ।
তোমার হইলে রূপা ধন্য করি মানি ॥
সুমেধ পৰ্বত আর কৈলাস মন্দর ।
তোমা সহ বেড়াইব, দেখিব বিস্তর ॥
তথা যাব, যথা নাই মনুষ্য-সঞ্চার (৩) ।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার ॥
মন-সুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষ-গতি (৪) ।
এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী ॥

(১) জিতেন্দ্রিয় - সংযমী । (২) হাবভাব - মনোবিকার অথ বিলাসসীলা । (৩) মনুষ্য-সঞ্চার - মানুষের
যাওয়া-আসা । (৪) অন্তরীক্ষ-গতি - আকাশের উপর দিয়া যাওয়া ।

প্রতিবাদী হয় যদি জ্ঞানকী-লক্ষণ ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য, করিব ভক্ষণ ॥
আমার দেখহ রাম কেমন স্তবেশ ।
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ ॥
কুবেশা তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত ।
হেন ভার্য্যা সহ থাক মনে পেয়ে প্রীত (১) ॥
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি ।
বিহার করিব গিয়া দিবস রজনী ॥

শ্রীরাম বলেন, সীতা, না করিহ ত্রাস ।
রাক্ষসীর সহিত করিব পরিহাস ॥
পরিহাস করেন শ্রীরাম সূচতুর ।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর ॥
আমার হইলে জায়া পাইবে সতিনী ।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও, সে যে বড় গুণী ॥
সূচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর-বেশ ।
পূরিবে মনের আশা, কহি উপদেশ ॥
লক্ষ্মণ কনক-বর্ণ পরমসুন্দর ।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই, তুমি কর বর ॥
তোমা হেন রূপবতী পাবে কোন্ স্থলে ।
সত্যজ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে ॥
তুমি যুবা হইয়া একেলা বধ রাতি ।
প্রেমানন্দে থাক তুমি আমার সংহতি ॥
লক্ষ্মণ বলেন, আমি শ্রীরামের দাস ।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ ॥
ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা ।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা ॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর ।
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অস্তর ॥

রামেরে ভজহ তুমি হৈয়া সাবধান ।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিছমান ॥
উপহাস না বুঝে, বচন মাত্রে ধায় ।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায় ॥
পুনর্ব্বার আইলাম, রাম, তব পাশে ।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে ॥
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে ।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে ॥
ক্ষণে বামে, ক্ষণেতে দক্ষিণে যায় সীতা ।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা ॥
যেই দিকে যান সীতা সে দিকে রাক্ষসী ।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জ্ঞানকী রূপসী ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, ছাড় উপহাস ।
ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে বিনাশ ॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক-কাণ ॥
কাটা গেল নাক-কাণ, ভাসে রক্তশ্রোতে ।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে ॥

শ্রীরাম কর্তৃক সূৰ্পণখার বক্ষক চতুর্দশ
রাক্ষস-সেনাপতি বধ ।

সূৰ্পণখা যায় খর-দূষণের পাশে ।
নাকে হাত দিয়া কান্দে গাত্র রক্তে ভাসে ॥
কহে খর-দূষণ রাক্ষস-সেনাপতি ।
কে করিল ভগিনীর এ-হেন দুর্গতি ॥
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের (২) বসতি ।
মরিবার ঔষধ কে বাঙ্কিল দুর্গতি ॥

(১) প্রীত--এখানে আনন্দ । (২) ঘোগের--বন্য কুকুর জাতীয় একপ্রকার হিংস্র পশুর ; বাঘের সহিত ইহারের চির-শত্রুতা । সর্ব্বলের সহিত দুর্জলের বন্ধবৈব প্রকাশ করিতে “বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা” প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি ।

গোদাবরী-কূলে পঞ্চবটীর ভিতরে ।
 কোন্ বেটা আইল আজি মরিবার তরে ॥
 দূষণ খরের থানা (১) যমের সমান ।
 যোদ্ধা চৌদ্দ হাজার যাহার পরিমাণ ॥
 রাবণেরে নাহি মানে, আমারে না জানে ।
 মরিবার উপায় স্বজিল কোন্ জনে ॥
 বসি সেখা সূৰ্ণখা কহে ধীরে ধীরে ।
 আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে ॥
 মুনিতুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি ।
 সঙ্গে ল'য়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী ॥
 এক কার্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কাজ ।
 মনের বাসনা, সে কহিতে বাসে লাজ ॥
 গেলাম মনুষ্য-মাংস খাইবার সাধে ।
 নাক-কাণ কাটে মোর এই অপরাধে ॥
 ছিল চৌদ্দজন যে প্রধান সেনাপতি ।
 যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি ॥
 রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ-সহিত ।
 গৃধ্র আর কাক থাক্ তাহার শোণিত ॥
 যার ঠাই ভগিনী পাইল অপমান ।
 তার রক্ত-মাংস সবে কর গিয়া পান (২) ॥
 লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদগর ।
 সেনাপতি ধায় যেন যমের কিস্কর (৩) ॥
 মার মার বলিয়া ধাইল নিশাচর ।
 কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগন্তর ॥
 সকলে আইল যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন ॥
 ফল-মূল খাই মাত্র বাস করি বনে ।
 বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে ॥
 এই মত বিনয়ে কহিল রঘুবর ।
 রামেরে ডাকিয়া বলে, ছুট নিশাচর ॥

তপস্বীর মত থাক কে করে বারণ ।
 ভগিনীর নাক-কাণ কাট কি কারণ ॥
 যেই ধর্ম করিলি, জীবনে নাহি সাধ ।
 কোন্ মুখে বলিস্, না করি অপরাধ ॥
 তোরা দুই মনুষ্য, আমরা বহু জন ।
 আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন ॥
 এই মত কহিয়া সে সকল রাক্ষস ।
 করে অস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস ॥
 কাটিয়া ঝকড়া, শেল রাক্ষস এড়িল ।
 তা দেখিয়া রামচন্দ্র সমরে মাতিল ॥
 এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল ।
 খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদগর মুষল ॥
 চতুর্দশ বাণ রাম পূরেন সন্ধান ।
 চতুর্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ ॥
 নেউটিয়া বাণ আইল শ্রীরামের তুণে ।
 রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্বলোকে ।
 পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে ॥

শ্রীরামের সহিত যুদ্ধার্থে খর ও

দূষণের আগমন ।

চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে সূৰ্ণখা দেখে ।
 ত্রাস পেয়ে কহে গিয়া খরের সম্মুখে ॥
 যুঝিবারে পাঠাইলা ভাই চৌদ্দ জন ।
 অযশ করিল, না সাধিল প্রয়োজন ॥
 যে চৌদ্দ রাক্ষস, পাঠাইলা রণ-স্থান ।
 রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ ॥
 খর বলে, দেখ তুমি আমার প্রতাপ ।
 ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ ॥

(১) থানা—সৈন্য-সমাবেশ । (২) পান—এখানে ভোজন অর্থে ব্যবহৃত । (৩) কিস্কর—ভৃত্য ; চাকর ।

লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশাণ ।
 নিশাচর চতুর্দশ হাজার প্রধান ॥
 প্রবাল প্রস্তর ছটা তাহে নানা মণি ।
 বিচিত্র পত্রকা ধ্বজ রথের সাজনি ॥
 রথগুলো চন্দ্র-সূর্য্য জিনিয়া উজ্জল ।
 প্রবাল মুক্তার হার করে ঝলমল ॥
 কনকরচিত রথ বিচিত্রনির্মাণ ।
 বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের জোগান ॥
 অস্ত্রশস্ত্র তাবৎ তুলিয়া রথোপর ।
 রথস্তু (১) ধরি উঠে মহাবলী খর ॥
 আচম্বিতে গৃথিনী পড়ি রথধ্বজে ।
 না চলে রথের ঘোড়া, চলে মন্দ তেজে ॥
 মেঘের গর্জনে গর্জে রাক্ষস দূষণ ।
 রামেরে মারিবে আগে পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥
 রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে ।
 কৃষ্ণিবাস রামায়ণ রচে মন-স্থখে ॥

একা রাম চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস ।
 কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস ॥
 ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ ।
 মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ ॥
 দূষণের বচন শুনিয়া খর হাসে ।
 রাক্ষস হাজার ছয় সহিত আইসে ॥
 ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস ।
 খর-সৈন্য যত তত দূষণের বশ ॥
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি ।
 রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী ॥
 বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা ।
 শৃগাল-বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা ॥
 সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া ।
 রামের উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া ॥
 চৌদিকে রাক্ষস-সৈন্য, মাঝে রঘুবীর ।
 তা দেখি দেবতাগণ হলেন অস্থির ॥
 সঙ্কান পুরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ ।
 তার বাণ কাটিয়া করিল খানখান ॥
 দুই জনে বাণ বর্ষে দৌহে ধমুর্ধর ।
 দৌহে দৌহা বিদ্ধি বাণে করিল জর্জর ॥
 উভয়ের গা বাহিয়া রক্ত পড়ে শ্রোতে ।
 উভয়ের দেহ-রক্তে দুই বীর তিতে ॥
 জুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধমুকে ।
 অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বৃকে ॥
 নিশাচরগণের উঠিল কলকলি (৩) ।
 মরি মরি বলিয়া পলায় কতগুলি ॥
 সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে ।
 জোড়েন গন্ধর্ব অস্ত্র ধমুকের গুণে ॥
 সকল রাক্ষস হৈল যেন রক্তময় ।
 আপনা আপনি কারো নাহি পরিচয় ॥

শ্রীরাম সহ যুদ্ধে দূষণের মৃত্যু ।
 শ্রীরাম বলেন, শুন সৈন্য-কলকলি ।
 সীতা ল'য়ে লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলী ॥
 থাকিলে আমার কাছে, হইতে দোসর ।
 কিন্তু হেথা থাকিলে পাইবে সীতা ডর ॥
 বিলম্ব না কর ভাই, চলহ সহর ।
 সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর ॥
 এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রামে ।
 দূরেতে লক্ষ্মণ-সীতা গেলেন সম্মমে (২) ॥
 দেব দৈত্য গন্ধর্ব আইল সর্ব্বজন ।
 অস্ত্ররীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ ॥

(১) রথস্তু—রথের ধাম । (২) সম্মমে—তাড়াতাড়ি । (৩) কলকলি -অব্যক্ত শব্দ ।

আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার
 খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার ॥
 সকলে পড়িল বীর খর মাত্র আছে ।
 সেনাপতি দূষণ আইল তার কাছে ॥
 আপনি নিকট হ'য়ে প্রবেশে সংগ্রামে ।
 মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে ॥
 যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে ।
 শূলে ঠেকি পড়ে, কিছু করিতে না পারে ॥
 পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে ।
 ত্রিভুবনে সেই বর অণুখা কে করে ॥
 বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে ।
 শূলসহ দূষণের দুই হাত কাটে ॥
 দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত ।
 কাটা গেল, পড়িল সে হইয়া মূচ্ছিত ॥
 জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ ।
 দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান ॥
 কৃষ্ণিবাস রামায়ণ গাইল কৌতুকে ।
 দূষণাদি সেনানী পড়িল অরণ্যকে ॥

শ্রীরাম সহ যুদ্ধে খরের মৃত্যু ।

দূষণ পড়িল, খর লাগিল ভাবিতে ।
 কাঠর হইয়া বীর নেত্র-জলে তিতে ॥
 হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইয়া আগুসারে (১) ।
 এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে ॥
 রাম আর খর বীর অগ্নির আকার ।
 দশদিক্ জলস্থল বাণে অক্ষকার ॥
 অর্ক্বুদ অর্ক্বুদ বাণ এড়িয়া সে খর ।
 ডাক দিয়া পড়ি বীর করিছে উত্তর ॥

মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার ।
 দেবগণ নাহি পারে, তুই কোন্ ছার ॥
 সৈনিক মারিয়া তোর হরিষ অস্তুর ।
 আজি তোরে পাঠাব নিশ্চয় যমঘর ॥
 কত বাণ মারিস্ অগ্রেতে যাক দেখা ।
 আমার হস্তেতে তোর আছে মৃত্যু লেখা ॥
 শ্রীরাম বলেন, খর, লব তোর প্রাণ ।
 মুনিস্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্বাণ ॥
 শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তুণ (২) ।
 যত চাই তত পাই, নাহি হয় নূন ॥
 অযুত বৎসর যদি এড়ি এই বাণ ।
 অফুরস্ত রহিবেক, নহেক ফুরান ॥
 শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার ।
 ত্রাসে খর চিস্তিল সংশয়-আপনার ॥
 ত্রাস বৃদ্ধি খরেরে এড়েন রাম বাণ ।
 খান খান করেন খরের ধনুখান ॥
 কাটা গেল ধনুক, চিস্তিত হ'য়ে খর ।
 লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর ॥
 রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ।
 চতুর্দিক্ জল স্থল ছাইল গগন ॥
 নানা অস্ত্রে দশদিক্ করিল প্রকাশ ।
 জ্বিনলাম রামেরে বলিয়া মনে হাস ॥
 যে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ ।
 রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন ॥
 যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর ।
 সে ধনুকে সন্ধান পুরেন রঘুবর ॥
 স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পুরিলা সন্ধান ।
 কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্বাণ ॥
 রথধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড ।
 ভূমিতে লোটায় রণে সারথির যুগ ॥

(১) আগুসারে—অগ্রগামী হয় । (২) তুণ—বাণ রাখিবার পাত্র ।

অগ্নিবান এড়েন ধনুক্কে দিয়ে চড়া (১) ।
 কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া ॥
 রামের দুর্জয় বাণ তারা যেন ছোটে ।
 আরবার খরের হাতের ধনু কাটে ॥
 মস্ত পড়ি খরবীর মহা গদা এড়ে ।
 যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে ॥
 গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে ।
 আলো করি আসে গদা গগনমণ্ডলে ॥
 অগ্নি জ্বলে গদাতে, না হয় শাস্ত্র বাণে ।
 ত্রিভুবন একাকার, ছাইল আগুনে ॥
 আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মস্ত প'ড়ে ।
 পৃথিবীতে কত ধরে, অস্তুরীক্ষ জোড়ে ॥
 অগ্নিসম বাণ জ্বলে পর্বত-আকার ।
 অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার ॥
 পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর ।
 খরের শরীর বাণে করেন জর্জর ॥
 ভাণ্ডার ফুরাল, খর হইল ফাঁফর ।
 উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ মহাভয়ঙ্কর ॥
 গাছ কাটি ফেলিলেন রাম রঘুবর ।
 পাথর কাটিয়া রাম ফেলেন সত্তর ॥
 সর্ব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে ।
 রক্তে রাঙ্গা হয়ে বীর চাহে চারিভিতে ॥
 হাতে অস্ত্র নাহি আর, উঠি দিল রড় ।
 রামেরে রুঘিয়া যায় খাইতে কামড় ॥
 রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে ।
 শ্রীরাম ঐষীক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে ॥
 বজ্রাঘাতে পর্বত যেমন দুই চির ।
 গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খর বীর ॥
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে বাণে ।
 শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে ॥

বিরিকি বলেন, রাম, কর অবধান ।
 সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ ॥
 আইলেন শঙ্কর তোমার রণে সুখী ।
 মহেন্দ্র তোমাতে তুষ্ট তব রণ দেখি ॥
 কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ ।
 অষ্টলোকপাল আসি করেন স্তবন ॥
 তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে ।
 যথা তথা দেব-দেবী রহিবে আনন্দে ॥
 রামেরে বন্দন গিয়া জ্ঞানকী-লক্ষ্মণ ।
 করেন সকলে বসি ইষ্ট-সম্ভাষণ ॥
 অস্ত্র-ক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে ।
 জ্ঞানকীর নেত্র-নীল ঝর ঝর ঝরে ॥
 তাঁহারে কহেন রাম রণ-বিবরণ ।
 শুনি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ ॥
 সীতাদেবী ধুয়ে দিয়া রাম-রক্তধারা ।
 মনোদুঃখে অতিশয় হইলা কাতরা ॥
 স্নান করি আইলেন রাম কুতূহলী ।
 তা দেখিয়া সীতাদেবী করিলা অঞ্জলি ॥
 সীতারে কহেন রাম সংগ্রাম কাহিনী ।
 সুখে সীতা সহ রাম বকিলা যামিনী ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
 পড়িল রামের বাণে খর ও দুষণ ॥
 ———
 রাবণের নিকট সূর্পণখার সংবাদ দান ।
 রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে ।
 শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে ॥
 রাবণে কহিতে যায় আত্ম-সমাচার ।
 নাক-কাণ-কাটা, তার বীভৎস-আকার ॥
 যার কাছে যায় রাঁড়ী সেই ভয় পায় ।
 খেয়ে (২) খর-দুষণে রাবণে খেতে (৩) যায় ॥

(১) চড়া - গুণ যোজন। (২) খেয়ে—এখানে নাশ করিয়া। (৩) খেতে—এখানে নাশ করিতে।

সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি ।
 সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি ॥
 নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রিগণ ।
 হেন কালে সূৰ্ণখা দিল দরশন ॥
 নাক-কাণ-কাটা তার মূর্ত্তিখানি কাণী ।
 সভা মধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি ॥
 প্রমোদে কৌতুকে রাজা, থাক রাত্রি-দিনে ।
 রাক্ষস করিতে নাশ রাম আইল বনে ॥
 স্ত্রী-মাত্র তাহার সঙ্গে, কেহ নাহি আর ।
 যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার ॥
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস রাম মারে ।
 তাহ সহ বধিলা রাম খরদূষণেরে ॥
 হস্তী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর ।
 কতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর ॥

শুনি সূৰ্ণখার মুখেতে বিবরণ ।
 হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন ॥
 কতেক কটক তার, কি প্রকার বেশ ।
 ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ ॥
 কাহার নন্দন রাম, কেমন সম্মান (১) ।
 কেমন বিক্রমী সে, কেমন ধনুর্বাণ ॥
 সূৰ্ণখা বলে, দশরথের নন্দন ।
 পিতৃসত্য পালিতে বেড়ায় বনে-বন ॥
 তপস্বীর বেশ ধরে, নহে ত তপস্বী ।
 সঙ্গে করি ল'য়ে ভ্রমে পরম-রূপসী ॥
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল ।
 একা রাম সকলেরে সংহার করিল ॥
 রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর ।
 তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির ॥

রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী (২) ।
 ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে পরমা কামিনী ॥
 সীতার রূপের সম আর নাহি নারী ।
 উর্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি ॥
 যেমন মহৎ তুমি পুরুষ-সমাজে ।
 তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে ॥
 রামেরে ভাঁড়াও, (৩) আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে ।
 আনহ রমণী-রত্ন যত্নে এই ক্ষণে ॥
 যেমন সম্ভাপ দিল সে রাক্ষস-কূলে ।
 তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে ॥
 সূৰ্ণখা যত বলে রাজা সব শুনে ।
 সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে ॥
 যুক্তি করে রাবণ বসিয়া সভাস্থানে ।
 রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে ॥
 রাক্ষসের মায়া নর বৃত্তিতে কি পারে ।
 সূৰ্ণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে ॥
 কেহ সূৰ্ণখার কথায় মন্দ হাসে ।
 গাইল অরণ্যাকাণ্ড দ্বিজ কৃষ্ণিবাসে ॥

সীতাহরণার্থ রাবণের নারীচের
 নিকট গমন ।

আর দিন দশানন আইল বাহিরে ।
 বৃত্তিয়া রাজার মন সারথি-সহরে ॥
 আনিল পুষ্পকরথ অপূর্ব-গঠন ।
 সে রথের সারথি আপনি সমীরণ ॥
 হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে ।
 খচিত রচিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে ॥

(১) সম্মান—কুলগৌরব । (২) পদ্মিনী—সুন্দরী নারীর প্রকার-ভেদ । পর-পত্নের স্যায় চক্ষু, নাসিকা-বক্র ক্ষুদ্র ; উন্নত বক্ষ, দীর্ঘ-কেশ, কণ অক্ষ, ধীর মূরু কথা, নৃত্য-গীত অসুরক্ত এবং সমস্ত বেহে পত্নের মত গন্ধ এমন স্ত্রীকে 'পদ্মিনী' বলা হয় । (৩) ভাঁড়াও—প্রতারণা কর ।

মনোরথে (১) না আইসে রথের সৌন্দর্য্য ।
 অষ্ট অশ্ব বন্ধ তাহে, দেখিতে আশ্চর্য্য ॥
 সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর ।
 বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সহর ॥
 নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ ।
 সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন ॥
 শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল ।
 অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল ॥
 চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া ।
 সস্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া ॥
 তপ করে বালখিল্য (২) আদি মুনিগণ ।
 মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ ॥
 যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর ।
 রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর ॥

মারীচ আইল ভয়ে রাবণেরে দেখি ।
 সর্প যেন ভীত হয় গরুড়ে নিরখি ॥
 ত্রাস পায় লোক যেন যম-দরশনে ।
 পাইল মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে ॥
 রাবণ বলে, হে মারীচ, অমাত্য প্রধান ।
 লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান ॥
 অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে ।
 দেবতা গন্ধর্ভ সদা ভীত তব ডরে ॥
 বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচর ।
 সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বনের ভিতর ॥
 দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর ।
 সবারে সংহারিল রাম একেশ্বর ॥
 ত্রিশিরা দুষণ খর আদি যত ভাই ।
 সবারে মারিল রাম, আর কেহ নাই ॥
 গোদাবরী-কূলে পঞ্চবটীর ভিতরে ।
 মারিল রাক্ষস সহ খর-দুষণেরে ॥

স্বগিত সে রাম, তারে খেদাইল বাপে ।
 ভরত লইল রাজ্য, ভ্রমে মনস্তাপে ॥
 হাতে বাণ ভ্রমে বনে হইয়া তপস্বী ।
 লইয়া বেড়ায় সঙ্গে পরমরূপসী ॥
 ধিক্ ধিক্ আমারে, তোমারে ধিক্ ধিক্ ।
 তুমি আমি থাকিতে কি কলঙ্ক অধিক ॥
 সূৰ্পণখা ভগিনীর কাটে নাক-কাণ ।
 হইয়া মনুষ্য-কীট করে অপমান ॥
 আপনি রাবণ আমি, পুত্র মেঘনাদ ।
 ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ ॥
 না করি ইহার যদি আমি প্রতীকার ।
 ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার ॥
 আজি লইলাম আমি তোমার শরণ ।
 পাত্র-কার্য্য কর পাত্র, শুনহ বচন ॥

শুনি তার পরমা সুন্দরী এক নারী ।
 তার রূপ-গুণ-কথা কহিতে না পারি ॥
 তাহারে হরিব করি তোমারে সহায় ।
 শুনিয়া মারীচ কহে, করি হায় হায় ॥
 অবোধ রাবণ, এ কি তোমার যুক্তি ।
 কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি ॥
 প্রাণাধিক রামের সে জ্ঞানকীসুন্দরী ।
 হরিলে তাহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী ॥
 রামসহ বিবাদে যাইবে যমপুরী ।
 শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী ॥
 কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ ।
 মরিবে কুমারগণ, হবে সর্ব্বনাশ ॥
 লঙ্কাপুরী মনোহর নাহিক উপমা ।
 সৃষ্টি নষ্ট না করিহ, চিন্তে দেহ ক্ষমা ॥
 পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ, করি হে মিনতি ।
 ক্ষমা কর, রক্ষা কর, লঙ্কার বসতি ॥

(১) মনোরথে—মনে; এখানে চিন্তায় । (২) বালখিল্য—বৃদ্ধাঙ্কুষ্ঠ-প্রমাণ মহাতপা ঋষিবিশেষ ।
 ইহারের সংখ্যা ষাট হাজার ।

আনহ যতপি সীতা করহ বিবাদ ।
 সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ ॥
 কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যজে ।
 স্তম্ভী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে ॥
 ছুটিলে যে মস্তহস্তী না রহে অক্ষুশে (১) ।
 লক্ষাপুরী তেমতি মজ্জিবে তব দোষে ॥
 বিদিত রামের গুণ আছে সর্বলোকে ।
 প্রাণ দিল দশরথ রাম-পুত্রশোকে ॥
 সীতা বিনা রামের না যায় অণ্ডে মন ।
 সীতার শ্রীরাম-পদে মন সমর্পণ ॥
 কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে ।
 স্মৃতি পাত্র তোমার থাকুক কুতূহলে ॥
 বহু ভোগ করিবে হইলে চিরজীবী ।
 আনিতে না কর মনে শ্রীরামের দেবী ॥
 রাম বিনে সীতাদেবী অণ্ডে নাহি ভজে ।
 তবে তারে রাবণ, হরিবে কোন্ কাঞ্জে ॥
 পরস্তু দেখিলে তুমি হও বড় সুখী ।
 সবংশে মরিবে রাজা, পাছু নাহি দেখি ॥

রাজা বলে, মারীচ, হরিণ হও তুমি ।
 ভাগাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি ॥
 মারীচ বলে, যুগ-বেশে যাব তাঁর কাছে ।
 আগেতে আমার মৃত্যু, তব মৃত্যু পাছে ॥
 কার্যসিদ্ধি না হইবে, পড়িবে সঙ্কটে ।
 অপরাধ না করিও রামের নিকটে ॥
 পরিণাম ভালমন্দ বিভীষণ জানে ।
 জিজ্ঞাসা করিও সে ধার্মিক বিভীষণে ॥
 ধার্মিক ত্রিজটা (২) আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিত ।
 যদি বলে আনিতে সে, তবে আন সীতা ॥
 নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ ।
 নতুবা অণ্ডের কার এত পরাক্রম ॥

মনে না করিও সূৰ্পণখার অবস্থা ।
 মরিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আস্থা (৩) ॥
 দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ দুঃখ ।
 আপনি বাঁচিলে যে ভুঞ্জিবে নানা সুখ ॥
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মারে ।
 সবংশে মরিবে রাজা, নারিবে তাহারে ॥
 তোমার বিক্রম জানি, শুন লক্ষেশ্বর ।
 শ্রীরামে তোমায় দেখি অনেক অস্তুর ॥
 আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি ।
 তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি ॥
 ছাড়িলাম ভার্য্যা পুত্র স্বর্ণ-লক্ষাপুরী ।
 তপস্বী হইয়া তবু শ্রীরামেরে ডরি ॥
 তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান ।
 পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ ॥
 আমার বচন তুমি শুন লক্ষেশ্বর ।
 সীতা-লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ বর ॥
 যত বলে মারীচ রাবণ তত রোষে ।
 রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃষ্ণিবাসে ॥

সীতাহরণে মারীচ সহ রাবণের
 পরামর্শ ।

ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ ।
 যত বলে মারীচ, তা না শুনে রাবণ ॥
 রুঘিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি ।
 কুবুদ্ধি বটিল তোর শুন রে দুর্নৃতি ॥
 নরের গৌরব রাখ, মন্দ বল মোরে ।
 আমি তোরে মারিলে কে কি করিতে পারে ॥
 আমার প্রতাপে সদা কল্পিত মেদিনী (৪) ।
 মনুষ্যের কিবা কথা, দেবী দৈত্যে জিনি ॥

(১) অক্ষুশ—ভাঙ্গা । (২) ত্রিজটা—রাবণের দাসী । এই রাক্ষসী সীতার প্রতি একটু অনুগ্রহ করিত ।
 (৩) আস্থা—তাহা । (৪) মেদিনী—পৃথিবা ; কুবুদ্ধিতে বনে উৎপত্তি হইয়া পৃথিবীর নাম মেদিনী ।

অতিথি আইলে লোকে করয়ে যতন ।
কিস্তু দুষ্ট, তুমি মোরে বল কু-বচন ॥
আইনু তোমার ঘরে কর তিরস্কার ।
আমার সম্মুখে মনুষ্যের পুরস্কার (১) ॥
বলবুদ্ধিহীন রাম হয় নরজাতি ।
নিশাচর-কুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি ॥
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন ।
তথাপি আনিব সীতা, না যায় খণ্ডন ॥
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূরে ।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূণ্য ঘরে ॥
আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয় ।
যুদ্ধ না করিব আমি, দেখহ নিশ্চয় ॥

মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন ।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ ॥
হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার ।
না দেখি নিস্তার রাজা, হরিলে এবার ॥
পুত্র মিত্র একত্র বাসব পরিবার ।
এইবার সবাকার হইবে সংহার ॥
এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে যত নারী ।
এই লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী ॥
সাগরের দর্প কর, সাগর কি করে ।
সবংশে তোমারে রাম, ডুবাবে সাগরে ॥
আগেতে মরিব আমি রাম-দরশনে ।
পশ্চাৎ মরিবে তুমি, পরে পুরীজনে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ভাণ্ডাইব কি মায়ায় ।
না দেখি উপায় কিছু, ঠেকিলাম দায় ॥
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর ।
একা না রহিবে সীতা থাকিবে দোসর ॥

যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন ।
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন্ জন ॥
যথা তথা যাও তুমি বলি লঙ্কেশ্বর ।
না কর সীতার চেষ্টা, চলি যাহ ঘরে ॥
হরিতে গেলাম সীতা না হরিশু তায় ।
দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায় ॥
যদি সীতা আনিতে নিতাস্ত কর মন ।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ ॥
রাজা পাত্র করে যুক্তি হ'য়ে একমতি ।
রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি ॥
ফুলিয়ার কৃষ্ণিবাস গায় সুখাভাণ্ড ।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড (২) ॥

মারীচের মায়া-মৃগ-রূপ ধারণ ।
রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে ।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুই জনে ॥
মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশ্বর ।
মৃগ-রূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর ॥
মৃগ-রূপ ধরিল মারীচ নিশাচর ।
বিচিত্র সূচিত্র তার স্বর্ণ-কলেবর ॥
মৃগ-রূপ ধরিল মারীচ ত্রজ্ঞা-বরে ।
ত্বরিত গমনে গেল কানন-ভিতরে ॥
নবনীতসদৃশ কোমল কলেবর ।
শ্বেতবর্ণ চারি ক্ষুর দেখিতে সুন্দর ॥
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবাল প্রস্তর ।
সোনার বিশ্বকী (৩) গলে যেন নিশাকর ॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণ-মৃগ মনোহর ।
দুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন দিবাকর ॥

(১) পুরস্কার - সুখ্যাতি । (২) কাণ্ড - কাণ্ড ; লীলা । (৩) বিশ্বকী - ধুকধুকি ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



আমার হঠকো ভাবা হঠকো সন্ধি।
লক্ষণের ভাবনা হঠকো হঠকো সন্ধি।

কৃত্তবাসী রামারণ



কৃত্তবাসী রামারণ

স্থানে স্থানে রাক্ষা, মধ্যে কঙ্কলের রেখা ।
 রাক্ষা জিহ্বা মেলে যেন বিজলী-ঝলকা (১) ॥
 লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি ।
 দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥
 নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলি ।
 রত্নের কিরণ কিম্বা শোভিত বিজলী ॥
 মৃগ-রূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাঙ্গে ।
 গাইল অরণ্যকাণ্ড গীত কৃষ্টিবাসে ॥

মায়ামৃগ-রূপী মারীচ বধ ।

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ ।
 আলো করি চলে মৃগ রত্নের কিরণ ॥
 দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে (২) ।
 চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে ॥
 রাম-সীতা বসিয়া আছেন দুই জন ।
 সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন ॥
 রাক্ষস-বংশের ধ্বংস করিবার তরে ।
 ডুবাইতে জানকীকে বিপদ-সাগরে ॥
 দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ ।
 বিধাতা করিলা হেন মৃগের নিৰ্ম্মাণ ॥

রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন ।
 অসুমতি যদি হয় করি নিবেদন ॥
 এই মৃগ-চৰ্ম্ম যদি দাও ভালবাসি ।
 কুটীরে কৌতুকে রাম, বিছাইয়া বসি ॥
 আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন ।
 ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন ॥
 অদ্ভুত হরিণ ভাই, দেখ বিচ্যমান ।
 অপূৰ্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নিৰ্ম্মাণ ॥
 দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী ।
 ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলি ॥

রাক্ষা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি ।
 আকাশের তারা যেন শোভে দুই অঁখি ॥
 দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ ।
 রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ ॥
 জানকী চাহেন এই হরিণের চৰ্ম্ম ।
 বুঝ দেখি লক্ষ্মণ, ইহার কিবা মৰ্ম্ম ॥
 লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ ।
 রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন ॥
 মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি-মুখে ।
 পাতিয়া মায়ার কাঁদ আপনার স্তখে ॥
 রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার ।
 বনে গিয়া রক্ত-মাংস করিবে আহার ॥
 নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলি ।
 আমা সব ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালি (৩) ।
 অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত উহার ।
 নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার ॥
 ভালমতে ইহা আগে করিব নির্ণয় ।
 মারীচের মায়া, কি, স্বরূপ (৪) মৃগ হয় ॥
 লক্ষ্মণ স্মৃষ্টি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে ।
 যত যুক্তি বলিলেন, সকলি সে ঘটে ॥
 লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুশীর ।
 মারীচ আইল কিসে কর ভাই স্থির ॥
 যতপী মারীচ হয় ব্রহ্মবদী পাপী ।
 মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য-বাতাপি (৫) ॥
 সে না হ'য়ে যতপি রাক্ষস অণু জন ।
 মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক উপোবন ॥
 রাক্ষস না হয় যদি, হয় মৃগজাতি ।
 রত্ন-মৃগ ধরিলে পাইব মনঃ-প্রীতি ॥
 ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে ।
 মৃগচৰ্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে ॥

(১) বিজলী-ঝলকা—বিহ্বাতের দাপ্তি । (২) উলটে—উলটায় বড়ে । (৩) মায়াজালি—মারাজাল ।
 (৪) স্বরূপ—প্রকৃত । (৫) অগস্ত্য-বাতাপি—মৃগ পুস্তকের ১৬৮-১৬৯ পৃষ্ঠা অষ্টব্য ।

যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে ।
 তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ, সীতারে ॥
 আমার বচন কভু না করিহ আন ।
 প্রমাদ না পড়ে যেন, হইও সাবধান ॥
 বৃক্ষ-আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে ।
 মনে করে জানকীরে হরিব এক্ষণে ॥
 যখন যা হবে, তাহা বিধির লিখন ।
 সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ ॥
 শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর ।
 যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর ॥
 শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে ।
 পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে ॥
 আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ ।
 আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ ॥
 বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল ।
 রাবণের হাতে মৃত্যু নরক (১) কেবল ॥
 মারীচ শঙ্কিত হয়ে যায় ধীরে ধীরে ।
 আগে ধায় পিছে যায় চায় ফিরে ফিরে ॥
 মারীচ চলিয়া গেল প্রহরেক পথ ।
 নদ নদী এড়ি গেল অনেক পর্বত ॥
 ক্ষণে যায়, ক্ষণে চায়, ক্ষণে হয় দূর ।
 নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর (২) ॥
 ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে ।
 শ্রীরাম নিকটে গেলে সে পলায় দূরে ॥
 প্রাণে মরিবেক মৃগ, না মারেন বাণ ।
 নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কাণ ॥
 এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ ।
 স্বরূপতঃ (৩) মৃগ নহে, হবে চুষ্ট জন ॥
 ক্ষণে অদর্শন হয়, ক্ষণে মৃগ দেখি ।
 মায়াৰূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী ॥

ঐশীক-বিশিখ (৪) রাম পূরেন সন্ধান ।
 মারীচের বৃকে বাজে বজ্রের সমান ॥
 বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে ।
 রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে ॥
 তখন মারীচ করে রাবণের হিত ।
 রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত (৫) ॥
 আইস লক্ষ্মণ, ঝাট কর পরিত্রাণ ।
 রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ ।
 মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি ।
 রামের বচন মানি আসিবে এখনি ॥
 ‘লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ’ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।
 শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে ॥
 মারীচেরে সংহারিয়া বাণ ল’য়ে হাতে ।
 সীতার নিকটে রাম চলেন অরিতে ॥
 মারীচের বৃকে বাণ খসে টান দিতে ।
 কৃষ্ণিবাস মারীচ-বধ গায় অরণ্যেতে ॥

রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ ।

দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি ।
 রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি ॥
 হেথা শুনিলেন সীতা করুণ বচন ।
 বলিলেন, ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ ॥
 আর্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন যে তোমারে ।
 দেখ গিয়া তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, নাই শ্রীরামের ভয় ।
 মৃগ মারি আসিবেন, কিসের বিষয় ॥
 শ্রীরামের মুখে নাই কাহর বচন ।
 এত ব্যস্ত হও মাতা, কিসের কারণ ॥

(১) নরক—দুঃখ-ভোগের স্থান। (২) প্রচুর—এখানে নিম্ন অর্থে ব্যবহৃত। (৩) স্বরূপতঃ—বাস্তবিক। (৪) ঐশীক-বিশিখ—ঐশীক নামক বাণ। (৫) আচম্বিত—সহসা।

রামেরে মারিতে পারে আছে কোন্ জন ।
 তুমি কি জান না সীতা ধনুক-ভঞ্জন ॥
 রামের বচন দেবী, আমি নাহি শুনি ।
 প্রাণ গেলে রামের কাঠর নহে বাণী ॥
 কারে রাখি তোমার নিকটে, কেবা রহে ।
 শূন্য ঘরে থাকা তব উপযুক্ত নহে ॥
 তাহা না মানেন সীতা, হয়ে উতরোগী (১) ।
 শিরে ঘা হানেন সীতা, দেন গালাগালি ॥
 বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন ।
 আমা প্রতি লক্ষ্মণ, তোমার বৃদ্ধি মন ॥
 ভারত লইল রাজ্য, তুমি লহ নারী ।
 ভারতের সনে তব আছে ভারিভুরী (২) ॥
 মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা ।
 আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা ॥
 অপর পুরুষে যদি যায় মম মন ।
 গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন ॥
 লক্ষ্মণ ধার্মিক অতি, মনে নাহি পাপ ।
 সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ ॥
 জলচর স্তলচর অস্তুরীক্ষ-চর (৩) ।
 সবে সাক্ষী হও, সীতা বলে ছুরক্ষর (৪) ॥
 প্রবোধ না মানেন সীতা, আরো বলে রোষে ।
 আজি মজ্জিবেক সীতা আপনার দোষে ॥
 গভী দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর ।
 প্রবেশ না করে কেহ ঘরের-ভিতর ॥
 স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ, তাঁর পত্নী সীতা ।
 শূন্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা ॥
 আমারে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী ।
 আর কিছু না বলিহ ছুরক্ষর বাণী ॥
 শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্র-জলে তিতে ।
 সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ হরিতে ॥

হইল বিমুখ বিধি, চলেন লক্ষ্মণ ।
 থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ ॥
 এত ক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ ।
 তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ ॥
 ভিক্ষা-ঝুলি করি কান্ধে করে ধরে ছাতি ।
 সকল বসন রাঙ্গা, ধরে নানা গতি ॥
 পরমসুন্দরী সীতা মধুর বচন ।
 দেখিয়া সীতার রূপ মোহিত রাবণ ॥
 রাবণ মধুর ভাসে সীতারে সম্ভাষে ।
 কোন্ জাতি নারী তুমি, থাক কোন্ দেশে ॥
 কাহার বিয়ারী তুমি, কার প্রিয়তমা ।
 মানবী না হও তুমি, সোনার প্রতিমা ॥
 সুললিত বক্ষোদেশে শোভা করে হারে ।
 উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে ॥
 বিষম দণ্ডক-বনে হিংস্র ব্যাঘ্র বৈসে ।
 এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে ॥
 পরিচয় দেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে ।
 অমৃত সেচিল যেন মধুর বচনে ॥
 জনক-নন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা ।
 দশরথ-পুত্র-বধু রামের বনিতা ॥
 রহ দ্বিজ, ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ ।
 সেই ফল দিব, তুমি করিও ভক্ষণ ॥
 অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে ।
 বড় শ্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে ॥
 জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি, শিরে ধর শিখা (৫) ।
 কি জাতি কি নাম ধর, কেন কর ভিক্ষা ॥
 এতক বলেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে ।
 নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে ॥
 জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের, ধনের অধিকারী ।
 এই বনে বহুকাল আমি তপ করি ॥

(১) উতরোগী—উৎকণ্ঠিত । (২) ভারিভুরী—আড়ম্বর ; এখানে ষড়ম্বর । (৩) অস্তুরীক্ষ-চর—
 আকাশ-চর । (৪) ছুরক্ষর—কটু কথা । (৫) শিখা—টিকি ।

রাবণ আমার নাম, জানে মুনিগণে ।
 বড় শ্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে ॥
 ফল-মূল দিয়া করি উদর-পূরণ ।
 গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন ॥
 তোমার সহিত আজি অপূর্ব দর্শন ।
 ভিক্ষা দিলে যাই চলে নিজ নিকেতন ॥
 হইল অনেক বেলা, কর যে বিধান (১) ।
 তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নান-দান ॥
 শ্রীরামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি ।
 হইল স্নানের বেলা, দেখ চন্দ্রযুথী ॥
 জানকী বলেন, দ্বিজ, করি নিবেদন ।
 পঞ্চ ফল ঘরে আছে, করহ ভক্ষণ ॥
 রাবণ বলিল সীতা, ব্রত করি বনে ।
 আশ্রমে (২) না লই ভিক্ষা, জানে মুনিগণে ॥

জানকী বলেন, দ্বিজ, এক কথা কহি ।
 আজ্ঞা বিনে প্রভুর ঘরের বাহির নহি ॥
 রাবণ বলিল, ভিক্ষা আনহ সত্বর ।
 নতুবা উত্তর দেহ, যাই নিজ ঘর ॥
 জানকী বলেন, ব্যর্থ (৩) অতিথি যাইবে ।
 ধর্ম-কর্ম নষ্ট হবে, প্রভু কি বলিবে ॥
 বিধির নির্বন্ধ কভু না হয় অণুখা ।
 বিধির লিখন মত ঘটবেক তথা ॥

ফল-হাতে বাহির হইলেন জানকী ।
 লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী ॥
 ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত ।
 জানকী বলেন, হায় একি বিপরীত ॥
 চুরাচার দূর হ রে পাপিষ্ঠ দুর্জন ।
 আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ ॥
 রাবণ বলিল, সীতা, শুনহ বচন ।
 আশ্র-পরিচয় কহি, আমি দশানন ॥

রাক্ষসের রাজা আমি, লক্ষা নিকেতন ।
 কুড়ি হাত, কুড়ি চক্ষু, দশটি বদন ॥
 তপস্বীর বেশ ধরি আমি তপোবন ।
 অনুগ্রহ কর মোরে, আমি দাস জন ॥
 ইস্ত্রের অমরাবতী জিনি লক্ষাপুরী ।
 জগত-দুর্গভ ঠাই দেখিবে সুন্দরি ॥
 তোমার রূপেতে আমি বড় ভালবাসি ।
 অণু যত মহিষী তোমার হবে দাসী ॥
 সর্বোপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণী ।
 তুমি অন্ন দিলে, অন্ন পাবে অণু রাণী ॥
 হইবে তোমার পূজা, বাড়িবে সম্মান ।
 সুবর্ণ-মাণিক্যময় হবে তব স্থান ॥
 করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে ।
 করিলে আমার সেবা হবে নানা সুখে ॥
 ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পমান ।
 মনুষ্য রামেরে আমি করি কীট-জ্ঞান ॥
 অন্নবুদ্ধি সে রামের, অত্যন্ন জীবন ।
 যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশানন ॥
 সীতে, তুমি সুন্দরী লাভ্য আর বেশে ।
 তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে ॥
 কোপাঘ্নিতা সীতাদেবী রাবণ-বচনে ।
 রাবণেরে গালি দেন, যত আসে মনে ॥
 অধাশ্মিক অগণ্য অধম চুরাচার ।
 করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার ॥
 শ্রীরাম কেশরী, তুই শৃগাল যেমন ।
 কি সাহসে তাঁহারে বলিস্ কুবচন ॥
 বিষ্ণু-অবতার রাম, তুই নিশাচর (৪) ।
 রাম আর তোরে দেখি অনেক অন্তর ॥
 যদি রাম থাকিতেন, অথবা লক্ষ্মণ ।
 করিতিস্ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ ॥

(১) বিধান - ব্যবস্থা । (২) আশ্রমে - গৃহে । (৩) ব্যর্থ - বিফল মনে । (৪) নিশাচর - রাক্ষস ।

একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ ।
 হরিস্ আমারে ছুঁই, নাহি তোর লাজ ॥
 করে ছুঁই কুড়িপাটি দস্ত কড়মড়ি ।
 জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি (১) ॥
 প্রকাশে রাক্ষস মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর ।
 অধিক তর্জন (২) করে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
 কি গুণে রামের প্রতি মজ্জে তোর মন ।
 বঙ্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে-বন ॥
 দেখিবে, কেমনে করি তোমার পালন ।
 তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন ॥
 জানকী বলেন, আরে পাতকী রাবণ ।
 আপনি মজ্জিলি বেটা আমার কারণ ॥
 দৈবের নির্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ।
 নতুবা এমন কেন হবে সঙ্ঘটন ॥
 যিনি জনকের কন্যা, রামের কামিনী ।
 যাঁহার শশুর দশরথ নৃপমণি ॥
 আপনি ত্রিলোকমাগ্ন লক্ষ্মী-অবতার ।
 তাঁহারে রাক্ষসে হরে, অতি চমৎকার ॥
 ত্রাসেতে কাঁপেন সীতা হইয়া কাতর ।
 কোথা গেলে প্রভু রাম, গুণের সাগর ॥
 সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ ।
 শূণ্য ঘর পেয়ে মোরে হরিল রাবণ ॥
 তুমি যত বলিলে হইল বিজ্ঞান ।
 ঝাট আইস দেবর, করহ পরিত্রাণ ॥
 অত্যন্ত চিন্তিয়া সীতা করেন রোদন ।
 এমন সময় রক্ষা করে কোন জন ॥
 সীতারে ধরিয়া রখে তুলিল রাবণ ।
 মেঘের উপরে শোভে চপলা (৩) যেমন ॥
 বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রী রাম ।
 চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুর্বাদলশ্যাম ॥

সীতা লৈয়া রাবণ পলায় দিব্যরথে ।
 রাম আইল বলিয়া দেখয়ে চারিভিতে ॥
 জানকী বলেন, শুন যত দেবগণ ।
 প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ ॥
 হায় বিধি, কি করিলে, ফেলিলে বিপাকে ।
 এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে ॥
 বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষ-লতা ।
 রামেরে কহিও, গেল তোমার বনিতা ॥
 মধুর বচনে যত বুকায় রাবণ ।
 শোকেতে জানকী তত করেন রোদন ॥
 আগে যদি জানিলাম এ রাক্ষস বীর ।
 তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির ॥
 হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায় ।
 লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিল হেন দায় ॥
 রাবণ বলিল, সীতা, ভাব অকারণ ।
 পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন্ জন ॥
 জানকী বলেন, শোন্ ছুঁই নিশাচর ।
 অন্নায়ুঃ হইয়া তুই যাবি যম-ঘর ॥
 কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে ।
 চালাইল রথখান হরিত গমনে ॥
 অরণ্যকাণ্ডেতে এই অপূর্ব কথন ।
 কৃষ্ণিবাস গাহে, সীতা হরিল রাবণ ॥

অটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ ।

অটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন ।
 দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন ॥
 আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দিকে চায় ।
 দেখিল রাবণ রাজা সীতা ল'য়ে যায় ॥

(১) কলার-বাগুড়ি—কলাগাছের বাইল । (২) তর্জন—আঙ্গুল । (৩) চপলা—বিহ্বাৎ ।

ত্রিভুবনে ষত বীর পক্ষীর গোচর ।
 দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
 দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট ।
 রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাত (১) ॥
 ডাক দিয়া বলে পক্ষী, শোন্ নিশাচর ।
 আপনা না জানিস্ তুই পাপী হুঁরাচার ॥
 কোন্ দোষে হারিল শ্রীরামের হৃন্দরী ।
 রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী ॥
 সূৰ্ণখা গিয়াছিল মরণের সাধে ।
 নাক-কাণ কাটা গেল সেই অপরাধে ॥
 দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর ।
 পুত্রবধু হরিলি তাঁহার, নাহি ডর ॥
 কি কব, হয়োছি বৃদ্ধ, ঠোট হৈল ভোঁতা ।
 নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা ॥
 পাখসাত মারে পক্ষী, আর দেয় গালি ।
 রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী ॥
 আকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহুদূর ।
 আঁচড়ে কামড়ে তার রথ কৈল চূর ॥
 আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছেঁা দিয়া পড়ে ।
 রাবণের পৃষ্ঠমাংস থাকে থাকে ফাড়ে ॥
 ছিঁড়িল ঠোটের ঘায় সারথির মুণ্ড ।
 রথ ধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
 অতি ব্যস্ত দশানন জলে ক্রোধানলে ।
 রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে ॥
 ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে ।
 সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন-আশে ॥
 পলাইতে চান সীতা, নাহি পান পথ ।
 চতুর্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্বত ॥
 ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা (২) ।
 অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা ॥

যুঝে পক্ষিরাজ, কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস ।
 বৃক্ষ-ডালে বৈসে গিয়া ঘন বহে শ্বাস ॥
 বলে-টুটা (৩) পক্ষিরাজে দেখিয়া রাবণ ।
 মায়া করি রথখান করিল সাজন ॥
 আরবার রাবণ সীতারে তোলে রথে ।
 চলিল সে মহাবলী পূর্ণমনোরথে ॥
 আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর ।
 মহায়ুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর ॥
 রাবণ বলিল, পক্ষি, শুনহ বচন ।
 পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ ॥
 অতঃপর পক্ষিরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ (৪) ।
 যাবৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ ॥
 দুই জনে ঘোর রবে হৈল গালাগালি ।
 দুই জনে যুদ্ধ করে, দৌহে মহাবলী ॥
 অক্ষুশ না মানে মস্ত মাতঙ্গ যেমন ।
 কেহ করে করিতে নারিল নিবারণ ॥
 রাবণের মুকুট সে রক্তেতে নির্ম্মাণ ।
 ঠোট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান ॥
 পূর্বপুণ্যে রাবণের রহে দশ মাথা ।
 শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অগ্ৰথা (৫) ॥
 কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড ।
 নিক্ষেপ (৬) হইল রাবণের দশ মুণ্ড ॥
 পক্ষি-যুদ্ধে তাহার হইল অপমান ।
 ধরিয়াছে সীতারে, কেমনে ছাড়ে বাণ ॥
 আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে ।
 রথশুদ্ধ রাবণ উঠিল নভস্থলে ॥
 বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল ।
 সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল, পক্ষী কাতর হইল ॥
 দুর্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জ্বিনে ।
 কি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরাণে ॥

(১) পাখসাত—পাখার ঝাপটা । (২) ব্যগ্রতা—ব্যাকুলতা । (৩) বলে-টুটা—বলহীন । (৪) রক্ষ—
 রক্ষা কর । (৫) শিবের বরে দশ মাথা কাটা গেলেও রাবণের মূর্ত্তা হইবে না । (৬) নিক্ষেপ—চুলশূত্র ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



ফল তাতে বাহির হইলেন জানকা ।

লইতে আইল তুই রাবণ পাতকা ॥—১৮৪ পৃঃ



আকাশে উড়িয়া পক্ষী ছৌঁ নিয়া সে পড়ে ।
রাননের পুটমাংস থাকে থাকে কাড়ে ॥—১৮৬ পৃঃ

রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষিবর ।
 প্রাণপণে যুবিল সাহসে করি ভর ॥
 রাবণ দেখিল, পক্ষী বলে নাহি টুটে (১) ।
 অর্কচন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট ।
 আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট ॥
 শশুর (২) আমার লাগি হারাল জীবন ।
 রাবণের হাতে আছে আমার মরণ ॥
 আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ ।
 আর না পাইব শ্রীরামের দরশন ॥
 যাবৎ না দেখা পান শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 তাবৎ কহিবে তুমি সব বিবরণ ॥
 প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর ।
 বলিহ তোমার সীতা নিল লক্ষেশ্বর ॥
 সাগরের পার ঘর বৈসে লক্ষাপুরী ।
 অস্তুরীক্ষে ল'য়ে গেল তোমার সুন্দরী ॥
 জটায়ু বলেন, সীতা, নাহি মোর হাত ।
 যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ ॥
 আমার বচন শুন, না কর ক্রন্দন ।
 উদ্ধার করিবে তোমা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে ।
 রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে ॥
 পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপরে ।
 সীতার বিলাপ শুনি পাষণ বিদরে ॥
 অসার (৩) ভাবিয়া সীতা নাহি পান কুল ।
 অতি-কৃশা দীন-বেশা কান্দিয়া আকুল ॥
 সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী ।
 গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী ॥
 সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে ।
 রথে চড়ি বায়বেগে উঠিল গগনে ॥

রাবণ পক্ষীর যুদ্ধে হৈল লণ্ডভণ্ড ।
 কি জানি, আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড ॥
 এই ভয়ে রাবণ পলায় উর্দ্ধশ্বাসে ।
 তার সহ ঘাইতে না পারিল বাতাসে ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
 সীতা ল'য়ে লক্ষাপুরে চলিল রাবণ ॥

সুপার্বপক্ষিকর্ষক রাবণের লক্ষাগমনে
 বাধা প্রদান ।

রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভৃষণ ।
 সীতার ভৃষণ-পুষ্পে ছাইল গগন ॥
 আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী ।
 সে ভৃষণে স্তম্ভোত্তিতা হইল পৃথিবী ॥
 ছিড়িয়া ফেলেন মণি-মুকুতার ঝারা ।
 হিমালয় শৈলে যেন বহে গঙ্গা-ধারা ॥
 শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন ।
 অস্তুরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ ॥
 জানকী বলেন, কোথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 এ অভাগিনীরে দেখা দেহ এইক্ষণ ॥
 ঋষ্যমুক (৪) নামে গিরি অতি উচ্চতর ।
 চারি পাত্র সহিত স্তম্ভীব তরুপর ॥
 নল নীল গবাক্ষ' ও পবন-নন্দন ।
 জাম্ববান্ স্তম্ভীব বসেছে দুই জন ॥
 পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ ।
 ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ ॥
 শ্রীরামের নারী আমি, সীতা নাম ধরি ।
 গায়ের ভৃষণ ফেলি, গলায় উস্তরী ॥
 রামের সহিত যদি হয় দরশন ।
 তাঁহারে কহিও, সীতা হরিল রাবণ ॥

(১) বলে নাহি টুটে—হীনবল হয় না । (২) শশুর—শশুরের বন্ধু বলিয়া জটায়ু সীতাদেবীর শশুর-স্থানীয় । (৩) অসার—মিথ্যা । (৪) ঋষ্যমুক—পূর্ব্বঘাট ও নীলগিরির মধ্যস্থিত পর্ব্বত । পরিশিষ্টে ব্রহ্মব্যা ।

হেন কালে সূত্রীবেরে বলে হনুমান ।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান ॥
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে ।
সীতা ল'য়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে ॥
সীতা লৈয়া দক্ষিণেতে চলিল রাবণ ।
দৈবে পথে সূপার্শ্বের সহ দরশন ॥
সম্পাতির নন্দন, সূপার্শ্ব নাম তার ।
বিক্র্যাচলে (১) থাকি ভক্ষ্য জোগায় পিতার ॥
জটায়ুর ভ্রাতৃপুত্র সম্পাতি-নন্দন ।
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ ॥
জটায়ুর মরণ সূপার্শ্ব যদি জানে ।
রাবণেরে মারিত সেদিন সেই ক্ষণে ॥
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে ।
সহস্র সহস্র জন্তু গৌটে করি আনে ॥
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে ।
তিন ভাগ জল তারে আচ্ছাদন করে ॥
একভাগ সাগরের জলমাত্র রয় ।
এমন বৃহৎকায় বিহঙ্গ দুর্জয় ॥
জটায়ুর ভ্রাতৃপুত্র গরুড়ের নাতি ।
অস্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি ॥
পাকসাঁট মারে পাখী ঝড় যেন বহে ।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি উর্ধ্বে চাহে ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন ।
শুনিল সে পক্ষিরাজ উপর গগন ॥
পাখসাঁট মারে পাখী তর্জে গর্জে ডাকে ।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে ॥
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ ।
সীতারে হরিয় ল'য়ে যায় দশানন ॥
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে ।
রথশুক গিলিবারে দুই গৌট মেলে ॥

রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী ।
ভাবে নারীহত্যা করি হব কি নারকী ॥
রথখান বন্ধ করি রাখে পাখা দিয়া ।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া ॥
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায় ।
নাহিক শত্রুতা কিছু তোমায় আমায় ॥
করিয়াছে রাঘব আমার অপমান ।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক-কান ॥
ভাই খর-দুষণের রাম মহা অরি (২) ।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী ॥
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জয় ।
তব ঠাই পক্ষিরাজ, মানি পরাজয় ॥
সূপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন ।
সেইক্ষণে রথ ল'য়ে চলিল রাবণ ॥
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা ।
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মূর্ছিতা ॥
দেখিয়া সমুদ্র-তীর রাবণ উল্লাস ।
জলনিধি (৩) উত্তরিল করিয়া প্রয়াস (৪) ॥
ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার ।
কুপার আধার রাম করিবেন পার ॥
অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায় ।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায় ॥
কুস্তিবাস পণ্ডিত কবিহে বিচক্ষণ ।
গাহিলেন রাবণের লঙ্কা-আগমন ॥

সীতাকে লইয়া রাবণের
লঙ্কায় গমন ।

রথ হৈতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর ।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিত অন্তর ॥

(১) বিক্র্যাচলে—বিক্রাপর্ষতে; ভারতের মধ্যস্থিত পর্বতবিশেষ। (২) অরি—শত্রু।
(৩) জলনিধি—সমুদ্র। (৪) প্রয়াস—যত্ন।

শক্রতা হইল রাম-লক্ষ্মণের সনে ।
 নিদ্রা নাহি, যাবৎ না মরি ছুই জনে ॥
 রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর ।
 এতক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর ॥
 কেমনে যুঝিব রাম-লক্ষ্মণের সনে ।
 কি করিতে পারি মোরা বীর যত জনে ॥
 রাজা বলে, শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর ।
 সাগরের পারে থাক সতর্ক-অস্তর ॥
 রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় নরে ।
 ধিক্ ধিক্ তো-সবারে যা রে স্থানাস্তরে ॥
 রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে ।
 লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অগ্নি দেশে ॥
 রাবণের নাহি নিদ্রা, নাহিক ভোজন ।
 সীতারে রাখিব কোথা, ভাবে সর্বক্ষণ ॥
 সীতারে প্রবোধ বাক্যে কহে দশানন ।
 লঙ্কাপুরী দেখ সীতা, তুলিয়া বদন ॥
 চন্দ্র-সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে ।
 মোর আঞ্জা বিনা কেহ না আসে নিকটে ॥
 চারি ভিতে সাগর, মধ্যেতে লঙ্কা-গড় ।
 দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড় (১) ॥
 দেব-দানবের কণ্ঠা আছে মোর ঘরে ।
 দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে ॥
 নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার ।
 আঞ্জা কর, সীতা দেবী, সকলি তোমার ॥
 তোমার সেবক আমি, তুমি তো ঈশ্বরী ।
 আঞ্জা কর সীতা, ল'য়ে যাই অস্তঃপুরী ॥
 সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা (২) ।
 কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী সীতা ॥

রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অস্তরে ।
 বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে ॥
 রাম ধ্যান, রাম প্রাণ, শ্রীরাম-দেবতা ।
 রাম বিনা অণু জনে নাহি জানে সীতা ॥
 শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ ।
 তাঁর কাছে নিযুক্ত করিল চেড়ীগণ ॥
 সীতারে রাখিল ল'য়ে অশোক-কাননে ।
 সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে ॥
 সূৰ্ণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন ।
 গলে নখ দিয়া বেটীর বধিব জীবন ॥
 কাটিল দেবর তোর মোর নাক-কাণ ।
 সেই কোপে তোর আঞ্জি বধিব পরাণ ॥
 খান্দা মুখে গর্জে খান্দী সভয় অস্তরে ।
 রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে ॥
 সশোক থাকেন সীতা অশোক কাননে ।
 হৃদয়ে সর্বদা রাম সলিল নয়নে ॥
 প্রদোষ-পদ্মিনী সম সীতার বদন (৩) ।
 কৃষ্ণিবাস রচে, রামে করিয়া স্মরণ ॥

দেবগণ কর্তৃক সীতার আহাবের
 ব্যবস্থা ।

জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ ।
 ইন্দ্রে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন ॥
 লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশ মাস ।
 এতদিন কেমনে করেন উপবাস ॥
 জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ ।
 এই পরমাত্ম ল'য়ে যাই দেবরাজ ॥

(১) নিয়ড়—নিকট । (২) ব্যগ্রতা—কাতরতা প্রদর্শন । (৩) প্রদোষ-পদ্মিনী সম সীতার বদন—
 যেমন পদ্মকুল দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হইসেও সন্ধ্যাকালে যুক্ত অবস্থায় তত সুন্দর থাকে না, তদ্রূপ
 সীতাদেবীরও মুখখানি রামের শোকে বিমলিন হইয়াছে ।

ত্রক্ষার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন ।
 জ্ঞানকী আহেন যথা অশোক-কানন ॥
 বাসব বলেন, সীতা, না ভাবিও চিতে ।
 আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে ।
 হরিল তোমাকে সে রাবণ শূন্য ঘরে ॥
 সাগর বাঁধিয়া রাম সৈন্য করি পার ।
 রাবণেরে মারিয়া করিবেন উদ্ধার ॥
 শোক পরিহর সীতে, স্থির কর মন ।
 পরমাত্ম আনিয়াছি তোমার কারণ ॥
 জ্ঞানকী বলেন, লক্ষ্মা নিশাচরময় ।
 ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ পরিচয় ॥
 সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে ।
 সহস্র-লোচন হইলেন ততক্ষণে ॥
 ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্র-লোচন ।
 তাঁহার প্রতীতি (১) মনে জন্মিল তখন ॥
 দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমাত্ম সুখা ।
 যাহা ভক্ষণেতে হরে তৃষ্ণা আর ক্ষুধা ॥
 আগে পরমাত্ম দেন রামের উদ্দেশে ।
 আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে ॥
 পায়স-ভক্ষণে তৃপ্তি কি হবে তাঁহার ।
 রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার ॥
 মহেন্দ্র বলেন, সীতা, না হও বিকল ।
 প্রতিদিন আমি জোগাইব সুখা-ফল ॥
 সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর ।
 অন্তরে জ্ঞানকী দুঃখ পান নিরন্তর ॥
 লক্ষ্মাতে রহেন সীতা অশোক-কাননে ।
 বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান ।
 অরণ্যেতে গান রাম-শোকের নিদান (২) ॥

স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস ।
 রামায়ণ গান দ্বিজ, মনে অভিলাষ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার
 অবেষণ ।

হাতে ধনুর্বাণ, রাম আইসেন ঘরে ।
 পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ॥
 বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে ।
 তোলাপাড়া (৩) করেন শ্রীরাম কত মনে ॥
 বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর ।
 লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর ॥
 মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে ।
 সীতারে রাখিয়া একা অগ্ন্যত্র যাইবে ॥
 দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা ।
 যা ছিল কপালে, তাহা দিলেন বিমাতা ॥
 বলেন শ্রীরাম, শুন সকল দেবতা ।
 আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা ॥
 যেমন চিস্তেন রাম, ঘটিল তেমন ।
 আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ ॥
 লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি ।
 ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন সীতাজানি (৪) ॥
 কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী ।
 শূন্য ঘরে জ্ঞানকীরে একাকিনী রাখি ॥
 প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী ।
 জ্ঞান হয়, ভাই, হারাইলাম জ্ঞানকী ॥
 আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ ।
 রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্য (৫) ধন ॥
 মম বাক্য অগ্ৰথা করিলে কেন ভাই ।
 আর বুঝি, জ্ঞানকীর সাক্ষাৎ না পাই ॥

(১) প্রতীতি—বোধ । (২) নিদান—আদি কারণ । (৩) তোলাপাড়া—আন্দোলন । (৪) সীতাজানি—
 সীতা জায়া বাঁহার—রামচন্দ্র । (৫) স্থাপ্য—গচ্ছিত ।

কি হইল লক্ষ্মণ, কি হইল আমারে ।
 যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে ॥
 শুনরে লক্ষ্মণ, সেই সোনার পুত্রলি ।
 শূণ্য ঘর রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি (১) ॥
 দুঃস্বপ্ন দণ্ডকারণ্য মহা-ভয়ঙ্কর ।
 হিংস্রজন্তু কত শত, কত নিশাচর ॥
 কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ ।
 কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ ॥
 এই বন দুষ্টজন রাক্ষসের থানা ।
 পূর্বাপর লক্ষ্মণ তোমার আছে জানা ॥
 মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা ।
 তথাপি লক্ষ্মণ না করিলে বিবেচনা ॥
 তোমারে কি দিব দোষ, মম কৰ্ম্মফল ।
 যেমন বিধির লিপি, ঘটবে সকল ॥
 আমার অধিক ভাই, তব বুদ্ধি-বল ।
 কৰ্ম্মদোষে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল ॥
 মায়ামৃগ-ছলে আমা লইল কাননে ।
 হের, সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে ॥
 ভয়ঙ্কর বিকট (২) মুষল ডানি হাতে ।
 দেখ ভাই, মারোচ পড়িয়া আছে পথে ॥
 এই মত কহিতে কহিতে দুই ভাই ।
 বায়ুবেগে চলিলেন অগ্ৰ জ্ঞান নাই ॥
 উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে ।
 'সীতা সীতা' বলিয়া ডাকেন বারে বারে ॥
 শূণ্য ঘর দেখেন, না দেখেন জানকী ।
 মূর্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধামুকী (৩) ॥
 শ্রীরাম বলেন, ভাই, একি চমৎকার ।
 সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর ॥
 তখনি বলিনু ভাই, সীতা নাই ঘরে ।
 শূণ্য ঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে ॥

প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল ।
 দেখেন সর্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল ॥
 পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর ।
 উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর ॥
 গিরি-গুহা দেখেন মুনির তপোবন ।
 নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ ॥
 একবার যেখানে করেন অন্বেষণ ।
 পুনর্বার যান তথা সীতার কারণ ॥
 এইরূপে এক স্থানে যান শতবার ।
 তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার ॥
 কান্দিয়া বিকল রাম, জলে ভাসে অঁখি (৪) ।
 রামের ক্রন্দনে কান্দে বগ্ন পশু পাখী ॥
 রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ ।
 রামেরে কহেন যত প্রবোধ-বচন ॥
 উপদেশ-বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম ।
 সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম ॥
 'সীতা সীতা' বলিয়া পড়েন ভূমিতলে ।
 করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে ॥
 রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে ।
 হাহাকার বার বার করে দেবলোকে ॥
 বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে ।
 ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে ॥
 কি করিব, কোথা যাব, অশুভ লক্ষ্মণ ।
 কোথা গেলে সীতা পাব, কর নিরূপণ ॥
 মন বৃষিবারে বৃষি আমার জানকী ।
 লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ, দেখ দেগি ॥
 বৃষি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায় ।
 গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায় ॥
 গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন ।
 তথা কি কমল-মুখী করেন ভ্রমণ ॥

(১) ডালি—উপহার । (২) বিকট—কুৎসিত । (৩) ধামুকী—ধমুকাবী । (৪) শ্রবাহ যে, বোকুণ্ডমান রামের অশ্রুজল প্রবাহে বৈতরণী নদীর উৎপত্তি হয় । এই নদীতে স্নান-তর্পণ করিলে পিতৃসৌক্যের পরিভ্রাণ হয় ।

পদ্মালয়া (১) পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া ।
 রাখিলেন বুকি পদ্মবনে লুকাইয়া ॥
 চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস ।
 চন্দ্র-কলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ॥
 রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তাবিগ্ন ।
 হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ॥
 রাজ্যহীন যতপি হয়েছি আমি বটে ।
 রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে ॥
 আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে ।
 কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥
 সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে ।
 লুকাইল তেমন জানকী বনাস্তরে ॥
 কনক-লতার প্রায় জনক-দুহিতা ।
 বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥
 দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ ।
 দিবানিশি করিতেছে তমো-নিবারণ ॥
 তারা না হরিতে পারে তিমির আমার ।
 এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার ॥
 দশদিক্ শূন্য দেখি সীতা-অদর্শনে ।
 সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে ॥
 সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি (২) ।
 সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী ॥
 দেখরে লক্ষ্মণ ভাই, কর অশ্বেষণ ।
 সীতারে আনিয়া দিয়া বাঁচাও জীবন ॥
 আমি জানি, পঞ্চবটী, তুমি পুণ্যস্থান ।
 তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান ॥
 তাহার উচিত ফল দিলেহে আমারে ।
 শূন্য দেখি তপোবন, সীতা নাই ঘরে ॥

শুন পশু মৃগ পক্ষি, শুন বৃক্ষ লতা ।
 কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ॥
 কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন ।
 দেখিলেন পশ্চিমধ্যে সীতার ভূষণ ॥
 দেখিলেন প'ড়ে আছে ভগ্ন-রথ-চাকা ।
 কনক-রচিত আছে পতিত পতাকা ॥
 রথ-চূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি (৩) ।
 মণি-মুক্তা পড়িয়াছে সুবর্ণের কাঁঠি ॥
 শ্রীরাম বলেন, দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ ।
 এইখানে সীতারে করহ অশ্বেষণ ॥
 সম্মুখে পর্বত বড়, অতি উচ্চ দেখি ।
 লুকাইয়া পর্বত রাখিল চন্দ্রমুখী ॥
 যমদণ্ড-সম আমি, ধরি ধনুর্বাণ ।
 পর্বত কাটিয়া আজি করি খানখান ॥
 মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান ।
 লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ তার দেখ বিচ্যমান ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, ইহা নহে কোনমতে ।
 সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্বতে ॥
 পর্বত কাটিতে প্রভু, চাহ অকারণ ।
 সীতা ল'য়ে অন্তরীক্ষে গেল কোন জন ॥
 নানা-মতে শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ ।
 শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন ॥
 ধনুকে দিলেন গুণ, সর্প যেন গর্জে ।
 বলেন, দহিব বিশ্ব, আছে কোন্ কার্যে ॥
 বিশ্ব পুড়াইতে রাম পূরেন সঙ্কান ।
 মহেশ্বর দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন (৪) ॥
 লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি ।
 এক কথা অবধান কর রঘুপতি ॥

(১) পদ্মালয়া - পরের মধ্যে ঘনি বাস করেন ; লক্ষ্মী । (২) চিন্তামণি—অভীষ্ট-দায়ক মণি বা রত্ন-বিশেষ ; অথবা সর্বচিন্তার মূল ইষ্ট দেবতা । (৩) জাঠি—রথ-দণ্ড । (৪) দক্ষকর্তৃক শিব-নিম্নাশ্রবণে সতীর বেহত্যাগের সংবাদে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন ।

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর ।
 কেন সৃষ্টি নষ্ট কর, দেব রঘুবর ॥
 সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী ।
 অপরাধে একের অগ্ৰকে নাহি বধি ॥
 তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার ।
 অকারণে কেন প্রভু, পোড়াও সংসার ॥
 কোথায় আছেন সীতা, করহ বিচার ।
 দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার ॥
 গ্রাম আর তপোবন পর্বত-শিখর ।
 নদ-নদী দেখি আর দীঘী সরোবর ॥
 তবে যদি সীতার না পাই দরশন ।
 পশ্চাৎ করিহ চেষ্টা, যেন লয় মন ॥
 শুনি অস্ত্র সংবরিয়া (১) রাখিলেন তুণে ।
 সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুই জনে ॥
 ক্ষণেক উঠেন রাম, বৈসেন ক্ষণেক ।
 যেমত উন্মত্ত, রাম বলেন অনেক ॥
 জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ ।
 বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ ॥
 যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে ।
 দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে ॥
 ওহে গিরি, এ সময়ে কর উপকার ।
 কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার ॥
 হে অরণ্য, তুমি ধন্য, বন্য বৃক্ষগণ ।
 কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন ॥

চক্রবাক-চক্রবাকীর প্রতি শ্রীরামের
 অভিলাষ ।

আরো বহু দূর গিয়া কমল-লোচন ।
 চক্রবাকে দেখি রাম জিজ্ঞাসে তখন ॥

তুমি কি দেখেছ মোর জনক-নন্দিনী ।
 রাম-বাক্য শুনি পক্ষী বলিলেক বাণী ॥
 জনক-নন্দিনী কেবা, তারে নাহি জানি ।
 মর্শ্বকথা (২) খুলে বল, মোরা দৌহে শুনি ॥
 পক্ষীর বচন শুনি, বলে চক্রপাণি (৩) ।
 জনক-নন্দিনী সীতা আমার ঘরণী (৪) ॥
 গেলাম গৃহেতে রাখি মৃগ মারিবারে ।
 গৃহে ফিরে আসি দেখি সীতা নাই ঘরে ॥
 রামের কথায় পক্ষী করে উপহাস ।
 এই উপহাসে তার হৈল সর্বনাশ ॥
 দেখিয়া রামের দুঃখ, দুঃখ না হইল ।
 উপহাস করি পক্ষী বলিতে লাগিল ॥
 এক নারী দুই জনে রাখিতে না পার ।
 নারীর উদ্দেশে তাই হৈলা দেশান্তর ॥
 পক্ষিরূপে জন্ম মোর, বৃক্ষ-শাখে থাকি ।
 একেশ্বর পক্ষী আমি দুইটি স্ত্রী রাখি ॥
 জিজ্ঞাসিলে কি বলিবে ক্ষত্রিয়-সমাজ ।
 স্ত্রীকে হারাইয়া পুহ, নাহি আসে লাজ ॥
 পক্ষীর বচন শুনি কমল-লোচন ।
 অগ্নি-সম নেত্র করি কহিলা বচন ॥
 স্ত্রীকে হারাইয়া আমি পুছিমু তোমায় ।
 তাই কি করিলে তুমি বিক্রম আমায় ॥
 স্ত্রীর সঙ্গে বসি; মোরে কৈলা উপহাস ।
 স্ত্রীর গর্ভ, প্রেমালাপ, আজি হোক নাশ ॥
 রজনীতে আহা করিবে দুই জনে ।
 কেহ করে না চিনিবে আমার বচনে ॥
 উদ্দেশ না পাবে কেহ রাত্রির ভিতরে ।
 রাত্রিতে বিচ্ছেদ-দুঃখ ভুগিবে অন্তরে ॥
 প্রেমালাপ করি পক্ষী উড়িয়া আকাশ ।
 ভূমিতে পড়িলে হবে তব প্রাণনাশ ॥

(১) সংবরিয়া—সংবরণ করিয়া ; অর্থাৎ অস্ত্রক্ষেপ না করিয়া তাহা যথাস্থানে বন্ধ করিয়া । (২) মর্শ্বকথা—
 অন্তরের কথা । (৩) চক্রপাণি—সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া ভগবানের এই নাম । (৪) ঘরণী—স্ত্রী ।

শাপেতে পক্ষীর হৈল দণ্ড সমুচিত ।
 'রাম কম্ রাম কম্, পক্ষী বলিল ত্বরিত ॥
 শাপ পেয়ে পক্ষিবর চিস্তিত হইয়া ।
 শ্রীরামের স্তব করে ভূমিতে পড়িয়া ॥
 না জানিয়া প্রভু, দোষ হইল আমার ।
 যে কথা বলেছি প্রভু, শাস্তি হৈল তার ॥
 ভকতবৎসল প্রভু তুমি নারায়ণ ।
 পতিতে তরাও তাই পতিত-পাবন ॥
 না বুঝিয়া যাহা কিছু বলেছি বদনে ।
 সেই পাপ নাশ হৈল তব দরশনে ॥
 রামের হইল দয়া পক্ষীর স্তবনে (১) ।
 পুনরপি বলে প্রভু পক্ষিবর-স্থানে ॥
 যে কথা বলেছি তার না হয় খণ্ডন ।
 দ্বাপর যুগেতে হবে তাহার মোচন (২) ॥
 জ্ঞান পাতি ব্যাধে তোমা করিবে বন্ধন ।
 তখনি হইবে তব শাপ-বিমোচন ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের বাক্য সূধা-খণ্ড (৩) ।
 গাইল অরণ্যকাণ্ডে চক্রবাক-দণ্ড ॥

জটায়ুর মুখে শ্রীরামের সীতা-বার্তাশ্রবণ
 ও জটায়ুর স্বর্গলাভ ।

এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেন চারিদিকে ।
 রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সন্মুখে ॥
 পক্ষীকে কহেন রাম, করি অনুমান ।
 খাইলি সীতারে তুই, বধি তোর প্রাণ ॥
 পক্ষীরূপে আছিস্ রে তুই নিশাচর ।
 পাঠাইব এক বাণে তোরে ষম-ধর ॥
 সন্ধান পূরেন রাম তারে মারিবারে ।
 মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে ॥

অশেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ ।
 এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ ॥
 সীতার লাগিয়া রাম, আমার মরণ ।
 সীতাকে লইয়া লঙ্কা গেল সে রাবণ ॥
 দু-ভাই তোমরা যবে নাহি ছিলা ঘর ।
 শূণ্য ঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর ॥
 আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায় ।
 রাখিয়াছিলাম রাম, তোমার আশায় ॥
 দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ ।
 মুখে রক্ত উঠে, রাম, যায় এ জীবন ॥
 ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন ।
 চিন্তা কর রাম, যাতে মরিবে রাবণ ॥
 তোমার পিতার মিত্র, তোমা লাগি মরি ।
 আপনি মারিলে রাম, কি করিতে পারি ॥
 প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন ।
 সন্মুখে দাঁড়াও রাম, দেখি একক্ষণ (৪) ॥
 আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয় ।
 দুই ভাই রোদন করেন অতিশয় ॥
 জটায়ু বলেন যত, লিখিব তা কত ।
 রামের নয়নে বহে বারি অবিরত ॥

শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, তুমি মম বাপ ।
 কহিয়া সীতার বার্তা দূর কর তাপ ॥
 রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা (৫) ।
 বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা ॥
 কোন্ বংশে জন্ম তার, বৈসে কোন্ পুরে ।
 কোন্ দোষে হরিলেক বল জানকীরে ॥
 অনেক কষ্টেতে পক্ষী তুলিলেক মাথা ।
 কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্ব-কথা ॥
 সংহারিলে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস ।
 লক্ষ্মণ করেন সূর্পগণ্ডার অঘণ (৬) ॥

(১) স্তবনে—স্তবে । (২) পরিশিষ্ট—অষ্টব্য । (৩) সূধা-খণ্ড - অমৃতের অংশস্বরূপ । (৪) একক্ষণ—
 একমুহূর্ত্ত । (৫) বৈরিতা—শত্রুতা । (৬) অঘণ—অপমান ।

এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে ।
রাখিল লঙ্কায় ল'য়ে সমুদ্রের তীরে ॥
বিশ্ববার পুত্র সে, রাবণ বড় রাজা ।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা ॥
কোন চিন্তা না করিহ, সংবর ক্রন্দন ।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ ॥
তব পাদোদক (১) রাম, দেহ মোর মুখে ।
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে ॥
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে ।
কহিল সীতার বার্তা শ্রীরামের আগে ॥
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
দিব্যরথে চাপি স্বর্গে করিল গমন ॥
জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধর্মজ্ঞান ।
কৃষ্টিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ ॥

শ্রীরাম কর্তৃক জটায়ুর সৎকার

শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, পিতার সমান ।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ ॥
বনজন্তু খাইলে অধর্ম্য অপযশ ।
অগ্নি কার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ (২) ॥
তবে ত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি ।
জালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটী ॥
তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষিরাজ ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নি-কাজ ॥
সৎকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন ।
গোদাবরী-জলে তার করেন তর্পণ ॥
রাম-দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গ বাস ।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে কবি কৃষ্টিবাস ॥

শ্রীরামকর্তৃক কবন্ধের মুক্তি-বিধান ।
রজনী আইল, স্থান থাকিবার নাই ।
শূন্য ঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই ॥
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্রয় ।
শূন্য ঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ভাইরে লক্ষ্মণ ।
গোদাবরী জীবনেতে (৩) ত্যজিব জীবন ॥
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে ।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে ॥
রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে শ্বাস ।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস ॥
সীতার বিচ্ছেদে রাম যে পাইল ক্লেশ ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ ॥
রজনী প্রভাত হই অরুণ বিকাশে ।
চলেন দক্ষিণে রাম সীতার উদ্দেশে ॥
ঘর ছাড়ি যান রাম দুই ক্রোশ পথে ।
প্রবেশেন দুই ভাই কুশের বনেতে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি চরে পালে পালে ।
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে ॥
বুদ্ধিতে বিক্রমে বড় চতুর লক্ষ্মণ ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ-বচন ॥
কেন রাম, হয় দস্ত-লোচন-স্পন্দন ।
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন (৪) গমন ॥
বিষম কুশের বন দেখি করি ভয় ।
নানা অমঙ্গল দেখি, না জানি কি হয় ॥
দুই ভাই করেন চলিতে অশুবন্ধ (৫) ।
পথ আগুলিয়া রাখে রাক্ষস কবন্ধ (৬) ॥
পেটের ভিতর নাক কান চক্ষু মাথা ।
শতক যোজন দীর্ঘ, অপূর্ব সে কথা ॥

(১) পাদোদক—চরণামৃত ; পা-ধোওয়া জল । (২) পৌরুষ—পুরুষত্ব । (৩) গোদাবরী-জীবনেতে—
গোদাবরীর জলে । (৪) খঞ্জন—একরকম পাখী । (৫) অশুবন্ধ—আবস্ত । (৬) কবন্ধ—গন্ধর্ব্ব বিধাবস্তুর
পুত্র ; অষ্টাবক্র ঋষির শাপে রাক্ষসরূপে, পরে ইন্দের ব্রতাবশেষে কবন্ধ রূপ প্রাপ্ত হয় ।

রাম-লক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্জন ।
 দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুই জন ॥
 কবন্ধ বলিল, তোরা আমার আহার ।
 মোর হাতে পড়িলে কি পাইবি নিস্তার ॥
 এ বিষম বনে তোরা আইলি কি কারণ ।
 পরিচয় দেহ, শুনি তোরা কোন্ জন ॥
 শ্রীরাম বলেন, ভাই, হইল সংশয় ।
 প্রাণ রক্ষা কর, ভাই, দেহ পরিচয় ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, ভাই, বুদ্ধে (১) কেন ঘাটি ।
 রাক্ষসেরে দুই হাত, দুই ভাই কাটি ॥
 কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম ।
 খড়গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম ॥
 দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি ।
 পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছটফটি ॥
 ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ ।
 কোন্ দেশে বৈস তুমি, হও কোন্ জন ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, রাম জগতের রাজা ।
 রাজা-দশরথ-পুত্র, সবে করে পূজা ॥
 শ্রীরামের ভাই আমি, নামেতে লক্ষ্মণ ।
 পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে-বন ॥
 তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃতি-আকৃতি ।
 বনের ভিতরে থাক, হও কোন্ জাতি ॥
 এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ ।
 পূর্ব-কথা কবন্ধের হইল স্মরণ ॥
 কুবের-নামেতে, (২) দৈত্য ছিলাম সুন্দর ।
 কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর ॥
 সকল দেবতা নিন্দা করি নিজরূপে ।
 ক্রোধে মুনিবর(৩) মোরে, শাপ দিল কোপে ॥

যেমন রূপের তেজে কর উপহাস ।
 কিরূপ হউক সব, রূপ যা'ক নাশ ॥
 যখন হবেন বিষ্ণু রাম-অবতার ।
 তাঁর বাণ-স্পর্শে তোর হইবে নিস্তার ॥
 আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ ।
 করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত (৪) ॥
 বজ্রাঘাতে প্রবেশিল আমার উদরে ।
 চক্ষু কণ নাক পদ না রহে বাহিরে ॥
 গতিশক্তি নাই, কিসে মিলিবেক ভক্ষ্য ।
 তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘে দুই লক্ষ ॥
 দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্বত ।
 দুই হস্তে জুড়ি আমি বহুদূর পথ ॥
 দুই প্রহরের পথে যত বনচর ।
 দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর ॥
 কুৎসিত আকার মোর, কুৎসিত ভোজন ।
 তোমা-দরশনে মোর শাপ বিমোচন ॥
 তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্র-বাস (৫) ।
 কেন রাম, বনে ভ্রম, কোন্ অভিলাষ ॥
 শ্রীরাম বলেন, সীতা হরিল রাবণ ।
 যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন ॥
 কবন্ধ বলিল, রাম, কহি উপদেশ ।
 যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ ॥
 যাবৎ আমার তমু না হয় সংহার ।
 তাবৎ না দেখি কিছু, সব অন্ধকার ॥
 রাক্ষস-শরীর গেলে পাব অব্যাহতি (৬) ।
 তবে ত বলিতে পারি ইহার যুক্তি ॥
 তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি ।
 কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটি ॥

(১) বুদ্ধে—বুদ্ধিতে । (২) বাসীকি রামায়ণে—শ্রীহানব-পুত্র হনু । (৩) বাসীকি রামায়ণে—সুল শিবা ; অথাস্থ রামায়ণের মতে অষ্টাবক্র মুনি । (৪) দীঘ-আয়ু-বরপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্বৃত্ত হইলে ইন্দ্র বজ্র প্রহারে তাহার এইরূপ অবস্থা করেন । (৫) ইন্দ্র-বাস—ইন্দ্রালয় ; বৈষ্ণবস্তুপুরী । (৬) অব্যাহতি—পরিত্রাণ ।

শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার ।
 অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার ॥
 আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ ।
 দেবমূর্তি সে পুরুষ, দ্বিতীয় তপন ॥
 পুরুষ বলেন, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 সাবধান হয়ে শুন আমার বচন ॥
 সূত্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমূকে (১) ।
 আঞ্জা কর রামচন্দ্র, যাই স্বর্গলোকে ॥
 রাম-দরশনে কবন্ধের স্বর্গ-বাস ।
 কুশের বনেতে রাম করেন প্রবাস ॥

শ্রীরাম-দর্শনে শবরীর স্বর্গ-লাভ ।
 প্রভাত হইল নিশা, উদয় মিহির ।
 চলিলেন দুই ভাই পম্পা-নদী-তীর ॥
 কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিনী সহিত ।
 দেখিলেন মৃগ-মৃগী বিচ্ছেদ-বঞ্চিত (২) ॥
 রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে ।
 দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে ॥
 জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ-পক্ষী ।
 দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী ॥
 পম্পাতে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ ।
 সূত্রীব-উদ্দেশে রাম করেন গমন ॥
 প্রবেশ করেন রাম মতঙ্গ-আশ্রমে (৩) ।
 তথায় শবরী (৪) ছিল, দেখিল শ্রীরামে ॥

শবরী আনন্দ-বারি বারিতে (৫) না পারে ।
 শ্রীরামের প্রতি বলে, আঞ্জা-অমুসারে ॥
 মতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল ।
 বৈকুণ্ঠ গেলেন মুনি হ'য়ে প্রাপ্তকাল (৬) ॥
 কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি ।
 আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি ॥
 শবরি, যখন পাবে রাম-দরশন ।
 তখনি হইবে তব পাপ-বিমোচন ॥
 রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি ।
 হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি ॥
 শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে ।
 আনিয়া জালিল অগ্নি নানা শুদ্ধ কাঠে ॥
 করে অগ্নি-প্রবেশ স্মরিয়৷ নারায়ণ ।
 গ্রাহার চরিতে রাম চমকিত-মন ॥
 অগ্নিতে পুড়িয়া তম্বু হইল অঙ্গার ।
 গ্রাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তর ॥
 গাঁহার স্মরণমাত্র মুক্তি সঙ্গে ধায় ।
 তাঁহারে সম্মুখে দেখি গুঞ্জিল সে কায় ॥
 শ্রীরাম-প্রসাদে তার হয় পাপ-নাশ ।
 অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস ॥
 শ্রীরামচরিত-কথা অমৃতের ভাণ্ড ।
 এত দূরে সমাপ্ত হৈল অরণ্যকাণ্ড ॥
 তিন কাণ্ড পুঁথি গেল শ্রীরাম-মাহাত্ম্য ।
 আর তিন কাণ্ডে শুন রাবণ-চরিত্র ॥

(১) ঋষ্যমুক—কিষ্কিন্দার প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে এই পর্বত অবস্থিত। এই পর্বতের পাদদেশে পম্পাসরোবর ও পম্পানদী প্রবাহিত। মতঙ্গ সরোবর পম্পার অংশ মাত্র। পম্পার পশ্চিমে শবরীর আশ্রম। (২) বিচ্ছেদ-বঞ্চিত—চির-মিলনে মিলিত। (৩) মতঙ্গ আশ্রমে—মতঙ্গ সরোবরের তীরস্থ আশ্রমে (৪) শবরী ব্যাধপত্নী শ্রমণা। (৫) বারিতে—সংবরণ করিতে। (৬) প্রাপ্তকাল—মৃত্যুমুখে পতিত।

পাঁচু বৃষ্টি-বানী রামায়ণ

কিক্কিঙ্কাকাণ্ড

—:0:—

শাস্তং শাস্তমপ্রমেয়মনসং নির্বাণশাস্তিপ্রদং ।
ত্রিশাস্ত্রফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদাস্তবেদ্যং বিভূম্ ॥
রামাধ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুজ্যং হরিম্ ।
বন্দেহহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্ ॥

শ্রীরাম-লক্ষণকে দেখিয়া স্ত্রীবাঈ বানরগণের বিতর্ক ।

শ্রীরাম-লক্ষণ দৌহে ভ্রমেন দণ্ডকে ।
সহায় করিতে যান বানর-কটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্বত-শিখরে ।
দেখিয়া বানর পঞ্চ (১) শঙ্কিত অন্তরে ॥
স্ত্রীবাঈ বলিল, দেখ আইসে দুই নর ।
মনে করি বালিরাজ পাঠাইল চর ॥
বুদ্ধির সাগর বালি বুদ্ধি ধরে নানা ।
তব্ব কর, সত্য মিথ্যা তথ্য যাবে জানা ॥
স্ত্রীবাঈবের বচনে বানর পালে পালে ।
লাফে লাফে উঠে সবে বড় বড় ডালে ॥
সে গাছ সহিতে নারে সবার আফাল (২) ।
ফল-ফুল ভাঙ্গে কত শাল তাল ডাল ॥
বন-জন্তু ষত ছিল পর্বত-শিখরে ।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ পলায় উচ্চৈঃস্বরে ॥

হনুমান বলে, রাজা, না হও চিস্তিত ।
না দেখিয়া বালিরে হইলা কেন ভীত ॥
বানর চঞ্চল জাতি, লোকে উপহাসে ।
চঞ্চল হইলে রাজা লোকে আরো দোষে ॥
আমি আগে জেনে আসি কোথাকার বীর ।
তথ্য না জানিয়া কেন হইলে অস্থির ॥
স্ত্রীবাঈ বলিল, দেখি তপস্বী উভয় ।
কিন্তু ধনুর্বাণ ধরে, মনে লাগে ভয় ॥
হইবে তপস্বি-বেশ রাজার কুমার ।
ঝটি যাহ হনুমান, আন সমাচার ॥
যান হনুমান বীর তপস্বীর বেশে ।
পরম-গৌরব-ভাবে উভয়ে সম্ভাষে ॥
কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি ।
রচেন কিক্কিঙ্কাকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥

(১) বানর পঞ্চ—নল, নীল, গবাক্ষ, হনুমান ও স্ত্রীবাঈ । ১৮৭ পৃষ্ঠা জটব্য (২) আফাল—লাফালাফি

রাম-নাম স্মরণে যমের দায় তরি ।
অনায়াসে মুক্তি হবে, মুখে বল হরি ॥

শুশ্রীবেব সহিত শ্রীরামের
মিত্রতা-বন্ধন ।

হনুমান্ মুনি-বেশী দেখে দুই জন ।
তপস্বীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ ॥
হনুমান্ বলে, প্রভু, যে দেখি আকার ।
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার ॥
চন্দ্র-সূর্য্য জিনি রূপ, ভ্রম ভূমিতলে ।
গগন-মণ্ডল ছাড়ি কেন বনস্থলে ॥
কোথা ঘর, কি কারণে হেথা আগমন ।
বিশেষিয়া কহ, প্রভু, সব বিবরণ ॥
শুশ্রীব বানর-রাজ্য লোকে খ্যাতিমান (১) ।
তাঁহার সচিব (২) আমি, নাম হনুমান ॥
তোমা সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ ।
পাঠাইল আমারে শুশ্রীব তব পাশ ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন লক্ষ্মণ, বচন ।
শুশ্রীবেব পাত্র সহ কর সম্ভাষণ ॥
এতেক কহেন যদি কমল-লোচন ।
নিজ পরিচয় দেন তাঁহারে লক্ষ্মণ ॥
মহারাজ দশরথ পৃথিবী-ভূষণ ।
আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
আইলাম পিতৃ-সত্য পালিতে কানন ।
শৃগ ঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ ॥
কোন সিদ্ধ-পুরুষে (৩) কহিল উপদেশ ।
শুশ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ ॥

ভ্রমিতেছি মোরা দৌহে শুশ্রীব-উদ্দেশে ।
দৌহারে লইয়া চল শুশ্রীবেব পাশে ॥
হনুমান্ বলে, উভয়ের দরশনে ।
পরস্পর তুষ্ট হবে উভয়ের মনে ॥
শুশ্রীবেব রাজ্য নাহি, নাহি তার নারী ।
বালি রাজ্য হরিল, করিল দেশান্তরী ॥
শুশ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার ।
শুশ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার ॥
হারাইয়া রাজ্য, ভ্রমে শুশ্রীব কাননে ।
রাজ্যস্থ পাইবে সে তব দরশনে ॥
শ্রীরাম বলেন, কপি, করহ গমন ।
শুশ্রীবেব সহ মোর করাহ মিলন ॥
শুনিয়া রামের বাক্য যান হনুমান্ ।
কহেন সকল শুশ্রীবেব বিদ্যমান ॥
ঋষ্যগুক-পর্বতে উঠিয়া সেই ক্ষণে ।
হনুমান্ কহেন, শুশ্রীব রাজ্য শুনে ॥
ছাড়হ বানর-মূর্ত্তি কুৎসিত-আকার ।
ধরহ মনুষ্যরূপ দেখিতে সুসার (৪) ॥
পাণ্ড-অর্ঘ্য (৫) লইয়া করহ শিষ্টাচার ।
আইলেন রাম দশরথের কুমার ॥
তাঁহার সাহায্য যদি কর মহারাজ ।
ইহ-পর-কালে-তব সিদ্ধ হবে কাজ ॥
রামের অনুজ সে লক্ষ্মণ সুলক্ষণ ।
স্বর্ণ কুবর্ণ মানি করি নিরীক্ষণ ॥
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ ।
সেই হেতু তোমাকে তাঁহার প্রয়োজন ॥
শুশ্রীব, তোমাকে আজি অশুকল বিধি ।
কোথা হৈতে মিলাইলা রাম গুণনিধি ॥

(১) খ্যাতিমান—প্রসিদ্ধ । (২) সচিব—মন্ত্রী । (৩) সিদ্ধপুরুষ—যিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ; এখানে কবন্ধ বাকস । (৪) সুসার—সুন্দর ; সুরূপ । (৫) পাণ্ড অর্ঘ্য—পা দুইবার জল ও সন্মানান্বিতের সন্মান রক্ষার জন্য প্রদত্ত পুষ্প চন্দন মাল্য প্রভৃতি ।

এতদিনে তোমার ছুংখের বিমোচন ।
 তোমার সহায় রামরূপী জনার্দন (১) ॥
 যাঁর তব চারিবেদে না হয় কিক্কিৎ ।
 বিরিক্কি-বাহিত (২) যাহা শঙ্কর-বাহিত ॥
 যোগে-যোগে যোগিগণ না পায় সাঁহারে ।
 সেই রাম রমানাথ উপস্থিত দ্বারে ॥
 শুনিয়া সূগ্রীব রাজা আপনা পাসরে ।
 ফল-পুষ্প ল'য়ে গেল রামের গোচরে ॥
 বড় ভাগ্য সূগ্রীবের বিধির লিখন ।
 শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম দরশন ॥
 পাণ্ড-অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে ।
 প্রেমানন্দে সূগ্রীবের নেত্র-নীর ঝরে ॥
 কৃতাজলি হইয়া কহিল কপিরাজ ।
 হইয়াছি জ্ঞাত, রাম, তোমার যে কাজ ॥
 কহিলেন সকল আমারে হনুমান্ ।
 সীতার উদ্ধার হেতু আইলে এ স্থান ॥
 মিত্রতা করিবে রাম পশুর সহিত ।
 এ হনুমানের বাক্যে না হয় প্রতীত ॥
 পশু প্রতি যদি রাম, হয় অনুগ্রহ ।
 মিত্র বলি রঘুবীর হস্তে হস্ত দেহ ॥
 দাসযোগ্য নহি আমি, জাতিতে বানর ।
 করুণা প্রকাশ' রাম করুণা-সাগর ॥
 পাষাণের উপরে অর্পিয়া নিজ পদ (৩) ।
 অনায়াসে দিলা তারে মনুষ্যের পদ (৪) ॥
 চণ্ডালেরে সখ্যভাবে করিলে উদ্ধার ।
 নীচের নিস্তার হেতু তব অবতার ॥
 দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কমল-লোচন ।
 বানরের হাতে হাত দেন নারায়ণ ॥

পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্ব পুণ্য সূগ্রীবের ছিল ।
 বিরিক্কি-বাহিত পদ প্রত্যক্ষ পাইল ॥
 পরম দয়াল রাম গুণের নাহিক সঙ্কি (৫) ।
 বনের বানর যাঁর গুণে হয় বন্দী ॥
 বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ ।
 দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ ॥
 মুনি-বেশ ছাড়ি, হ'য়ে কপি হনুমান্ ।
 কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর দুই খান ॥
 দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে ।
 অগ্নি সাক্ষী করি দৌহে মিত্র মিত্র বলে ॥
 পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী ।
 অগ্নি সাক্ষী, এই সত্য হইল দৌহারি ॥
 বিধির নির্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন ।
 বানরের সঙ্গে সত্যে বন্ধ নারায়ণ ।
 সব হৈতে সূগ্রীবের অধিক রূপাল ।
 মিতালি (৬) করেন রাম পরম দয়াল ॥
 উভয়ে কহেন কথা শুনে উভয় ।
 উভয়ে উভয় প্রতি প্রীতি অতিশয় ॥
 উভয়ের মিত্রতা যে শুনে কিংবা কয় ।
 সূগ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয় ॥
 কৃষ্ণিবাস গাহে গীত অপূর্ব কখন ।
 কিক্কিাকাণ্ডেতে রাম-সূগ্রীব-মিলন ॥

সূগ্রীব কর্তৃক প্রাপ্ত সীতার আশ্রয়
 আনয়ন ও শ্রীরামকে প্রদর্শন ।

সূগ্রীব বলেন, রাম, কহি অবশেষ ।
 পাইয়াছিলাম বৃষ্ণি সীতার উদ্দেশ ॥

(১) জনার্দন—জন নামক অশুরকে বধ করায় ভগবানের নাম জনার্দন । (২) বিরিক্কি-বাহিত—
 ব্রহ্মার অভিসম্বিত । (৩) পদ—চরণ ; পা । (৪) পদ—সম্মান । (৫) সঙ্কি—সীমা । (৬) বিমর্ষ—
 এখানে ছুংখিত অর্থে ব্যবহৃত । (৭) মিতালি—বন্ধুতা ।

আমরা বানর পঞ্চ (১) ছিলাম পর্বতে ।

দেখিলাম এক কণ্ঠ্য রাবণের রথে ॥

হাত-পা আছাড়ে, করে কঙ্কণের ধ্বনি ।

গরুড়ের মুখে যেন বন্ধা ভুঞ্জঙ্গিনী ॥

উত্তরীয় গলার, গায়ের আভরণ ।

রথ হৈতে পড়িল, যেমন তারাগণ ॥

অশ্রুমাণ্ডে বৃষ্টি তিনি তোমার সুন্দরী ।

যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী ॥

যদি আঞ্জা হয় তব, আনি তা এখন ।

হয় নয় চিন, মিত্র, সীতার ভূষণ ॥

শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কর সে বিধান ।

দেখাও সীতার চিহ্ন, রাখ মম প্রাণ ॥

আভরণ আনেন সূত্রীব সেই স্থলে ।

দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে ॥

অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে ।

শরীর ভাসিল তাঁর নয়নের জলে ॥

বিলাপ করেন, কোথা রহিলে সুন্দরি ।

তোমার ভূষণ এই, তোমার উত্তরী ॥

জানাইতে আমারে ফেলিয়াছিলে পথে ।

কোন দিকে গেলে প্রিয়ে, জানিব কি মতে ॥

কহ কহ সূত্রীব, আমার তুমি সখা ।

পুনঃ কি পাইব আমি জানকীর দেখা ॥

জানকীর রূপ মনে হইলে উদয় ।

জ্ঞান-হত হই, দেখি বিশ্ব তমোময় ॥

স্থির নহে, মন দহে দিবস-রজনী ।

কোথা গেলে পাইব সে সুধাংশু-বদনী ॥

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে রাবণ বৈসে যথা ।

ঘুচাইব সর্বত্র রাক্ষস-জাতি-কথা ॥

ত্রিভুবনে জানে মম ধনুকের ছটা (২) ।

মারিব রাক্ষস-গণে রক্ষা করে কেটা (৩) ॥

লক্ষণ, উদ্‌যোগ কর, আন ধনুর্বাণ ।

অরি বধ করি কর শোকাগ্নি নির্বাণ ॥

সূত্রীব বিবিধ রূপে রামকে বুঝান ।

কৃষ্টিবাস রচে গীত অদ্বুত-ব্যাখ্যান ॥

রাম-নাম-মাহাত্ম্য ।

শমন-দমন,

রাবণ রাজা,

রাবণ-দমন রাম ।

শমন-ভবন,

না হয় গমন,

যে লয় রামের নাম ॥

সুকৃত-জনন,

দুষ্কৃত-দমন,

শ্রুতিসুখ-রামায়ণ ।

শ্রবণ-মনন,

করে যেই জন,

তারে তুষ্ট নারায়ণ ॥

রাম-নাম জপ ভাই, অশ্রু কৰ্ম্ম পিছে ।

সর্ব-ধর্ম্ম-কর্ম্ম রাম-নাম বিনা মিছে ॥

মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে ।

বিমানে (৪) চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে ॥

শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা ।

তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা (৫) ॥

পাপিজন হয় মুক্ত বান্দ্যাকির গুণে ।

অশ্বমেধ-কল পায় রামায়ণ গুণে ॥

রাম-নাম লইতে না কর ভাই হেলা ।

ভব-সিন্ধু তরিবারে রাম-নাম ভেলা ॥

চণ্ডালে শ্রীরামচন্দ্র বড় সক্রুণ (৬) ।

পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ ॥

শ্রীরাম-নামের গুণে কি দিব তুলনা ।

পাষাণ মনুষ্য করে, নৌকা করে সোনা ॥

(১) নল, নীল, গবাক্ষ, হনুমান ও সূত্রীব । (২) ছটা—দ্বীপ্তি । (৩) কেটা—কে । (৪) বিমানে—
 দেবতাগণের আকাশগামী রথে ; দেবরথে । (৫) গৌতম-ললনা—অহল্যা । (৬) সক্রুণ—সহয় ।

শ্রীরাম স্মরিয়া যেনা মহারণ্যে যায় ।
 ধনুর্বাণ লৈয়া রাম পশ্চাতে গোড়ায় (১) ॥
 অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা ।
 বনের বানর বন্দী, জলে ভাসে শিলা ॥
 রাম-জন্ম-পূর্বে ষাট সহস্র বৎসর ।
 অনাগত (২) পুরাণ রচিল মুনিবর ॥
 রাম-নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি ।
 ভব-সিদ্ধ তরিবারে রাম-পদতরী ॥
 বাঙ্গালীকি বন্দিয়া কৃষ্টিবাস বিচক্ষণ ।
 শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ ॥
 রামচন্দ্র ভজ্জ ভাই, মুখে বল হরি ।
 কৃষ্টিবাস রচে গীত স্মৃতির লহরী ॥

সীতা-উদ্ধারে স্মৃতিবের অঙ্গীকার ।

স্মৃতিব বলেন, সখে, না জান বিশেষ ।
 কি জানি কেমন বীর, গেল কোন্ দেশ ॥
 যথায় যাউক, তার নাহিক এড়ান ।
 বানর লইয়া তার বধিব পরাণ ॥
 সংবর সংবর (৩) মিত্র, মনে দেহ ক্ষমা ।
 অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা ॥
 যথা তথা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ ।
 সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥
 বিলাপ সংবর রাম, শোকে বাড়ে শোক ।
 শোকেতে কাঁচর নাহি হয় বিজ্ঞলোক ॥
 রাজ্য হারালাম আমি, হারালাম নারী ।
 পশু আমি, তথাপি তা মনে নাহি করি ॥
 তুমি রাম, হইয়াছ ভুবন-পূজিত ।
 ভার্য্যা লাগি কর খেদ অতি অশুচিত ॥

মিথ্যা না বলিব মিত্র, অগ্নি সাক্ষী করি ।
 উদ্ধার করিব আমি তোমার স্তন্দরী ॥
 অশেষ প্রকারে রাজা জন্মায় প্রবোধ ।
 তথাপি বিষম শোক নাহি হয় রোধ ॥
 এতেক বলিল যদি স্মৃতিব ভূপতি ।
 প্রত্যস্তর করেন আপনি রঘুপতি ॥
 জ্ঞাতি গোত্র পুত্র মিত্র শোক পায় লোক ।
 সে সবার হইতে অধিক ভার্য্যা-শোক ॥
 কলত্রে (৪) গৃহীর সুখ, কলত্রে সংসার ।
 কলত্র হইতে হয় পুত্র পরিবার ॥
 গয়াশ্রাক করে পুত্র, বংশের উদ্ধার ।
 পুত্র দ্বারা পারত্রিক (৫) ঐহিক (৬) নিস্তার ॥
 অশেষ প্রকারে মিত্র, বুঝাও আমায় ।
 তথাপি কলত্র-শোক পাসরা না যায় ॥
 স্মৃতিব বলেন, রাম, কি কহিতে পারি ।
 পালিব তোমার আজ্ঞা, আমি আজ্ঞাকারী ॥
 করিব তোমার কার্য্য আমি যথাজ্ঞান ।
 কৃষ্টিবাস রচে গীত অমৃত-সমান ॥

শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে স্মৃতিবের
 আত্মকাহিনী বর্ণন ।

শ্রীরাম বলেন, মিত্র, বিনা প্রয়োজন ।
 হেন কালে হেন কথা কহে কোন্ জন ॥
 আপনি দেখিলে মিত্র, আমার যে ক্লেশ ।
 অবশ্য করিবে তুমি সীতার উদ্দেশ ॥
 আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন ।
 অকপটে সেই কর্ম করিব সাধন ॥
 স্মৃতিব বলেন, স্থির কর তুমি মন ।
 সম্প্রতি করিব কিছু আত্মনিবেদন (৭) ॥

(১) গোড়ায়—অনুগমন করে । (২) অনাগত—ভবিষ্যৎ । (৩) সংবর—দমন কর । (৪) কলত্র—স্ত্রী ।
 (৫) পারত্রিক—পরকালের । (৬) ঐহিক—ইহকালের । (৭) আত্মনিবেদন—নিজের কথা বলা ।

বসিতে আসন রাজা দেখে চারিভিতে ।
 আনিলেন শাল বৃক্ষ ফলের সহিতে ॥
 তত্পরি আনন্দে বসেন দুই জন ।
 চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষণ ॥
 সূগ্রীব বলেন, বালি বিক্রমে প্রধান ।
 রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান ॥
 এ পর্বতে থাকি রাম, না দেখি উপায় ।
 অনুকূল (১) হ'য়ে নিধি তোমারে মিলায় ॥
 আশাস করেন সূগ্রীবেরে রঘুবর ।
 বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর ॥
 মম ভার্য্যা, তব রাজ্য, যেই জন হরে ।
 অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যম-ঘরে ॥
 উভয় ভ্রাতায় কেন হইল বিবাদ ।
 বিশেষ শুনিতে চাহি কার অপরাধ ॥
 সূগ্রীব বলেন, আমি বিবাদ না জানি ।
 বিশেষ করিয়া কহি, শুন রঘুমণি ॥
 ছিলেন অক্ষয় নামে রাজা মহামতি ।
 আমরা উভয় ভ্রাতা, তাঁহার সন্ততি ॥
 কিছুকাল পরে পিতা পাইলেন স্বর্গ ।
 রাজ্য দিতে উভয়ে আইল পাত্রবর্গ ॥
 জ্যেষ্ঠ ভাই বালি রাজ্য বিক্রম-সাগর ।
 ধর্ম্মে কর্ম্মে সদা রত, সমরে তৎপর ॥
 মন্ত্রিগণ তাঁহারে দিলেন রাজ্যভার ।
 পরে বালি দিল মোরে রাজ্য-অধিকার ॥
 পরস্পর পরম সৌহার্দ্যে (২) করি বাস ।
 না জানি বিরোধ, কদা হাস্ত-পরিহাস ॥
 বিধির নির্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ।
 বিবাদের কথা শুন কমল-লোচন ॥
 শ্রীতিরূপে দৌহে করিলাম রাজ্যভোগ ।
 হেন কালে করিলেন বিধাতা দুর্যোগ ॥

মায়াবী দুন্দুভি নামে দুই সহোদর ।
 পাইয়া ত্রক্ষার বর দানব দুর্জর ॥
 দুই ভাই মায়ায় মহিষ-রূপ ধরে ।
 মায়াবী (৩) নিশিতে আসে জ্বিনিতে তাঁহারে ॥
 যুঝিবারে যায় বালি সবার নিষেধে ।
 পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই-অনুরোধে ॥
 পলাইল দানব দেখিয়া দুই জনে ।
 আমরা ভ্রমণ করি তার অশ্বঘণে ॥
 চন্দ্র আলো করিয়াছে ঘাই দেখাদেখি ।
 সূড়ঙ্গ প্রবেশ করে দানব পাতকী (৪) ॥
 বালি বলে, ভাই, থাক সূড়ঙ্গের দ্বারে ।
 যাবৎ দানব মারি নাহি আসি ফিরে ॥
 আমি কহিলাম দৈত্য হইল নিরুদ্দেশ ।
 সংশয়-স্থানেতে (৫) তুমি না কর প্রবেশ ॥
 পায়ে পড়ি বলিলাম, তবু নাহি মানে ।
 সূড়ঙ্গ প্রবেশ করে দানব যেখানে ॥
 বারে বারে নিবারিশু, না শুনে বচন ।
 প্রবেশ করিল গিয়া পাতাল ভুবন ॥
 দৈত্য অশ্বঘণে ভ্রমে সে এক বৎসর ।
 সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর ॥
 মহাবীর দানব সে করিল আঘাত ।
 আমি ভাবি বালি-রাজ হইল নিপাত (৬) ॥
 বালিকে মারিয়া দৈত্য পাছে মোরে মারে ।
 দিলাম পাথর এক সূড়ঙ্গের দ্বারে ॥
 সংবৎসর না দেখিয়া হইল সংশয় ।
 সবে বলে বালির সে মরণ নিশ্চয় ॥
 কান্দিলাম ভ্রাতৃশোকে আপনি বিস্তর ।
 কোথা গেলে বালি-রাজ জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
 অস্ত্যক্রিয়া (৭) করিলাম তাহার বিধানে ।
 আমাদের করিল রাজ্য সব পাত্রগণে ॥

(১) অনুকূল - সহায় । (২) সৌহার্দ্যে - প্রণয়ে । (৩) মায়াবী - কুহকী দানব । (৪) পাতকী - পাপী ।
 (৫) সংশয়-স্থানেতে - বিপৎসমুদ্র আয়গায় । (৬) নিপাত - নাশ । (৭) অস্ত্যক্রিয়া - শ্রাদ্ধাদি ।

তার পর দৈত্যে মারি ঘরে আইল বালি ।
 মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি ॥
 পাত্র-মিত্র-বন্ধুগণে ডাকে সবাকারে ।
 সবার সম্মুখে গালি দিলেন আমারে ॥
 দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে ।
 রাখিয়া সূড়ঙ্গ-দ্বারে সূত্রীব চণ্ডালে ॥
 সূত্রীব পাথর দিয়া তার দ্বার রোধে ।
 রাজ্য মহাদেবী হরে ভোগ-সুখ-সাধে ॥
 ছত্র-দণ্ড নিল মোর, নিল মহাদেবী ।
 হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী ॥
 বৎসরেক দৈত্য মারি দেশে আসিবারে ।
 সূত্রীব বলিয়া ডাকি সূড়ঙ্গের দ্বারে ॥
 বহু ডাকিলাম, তবু না পাই উত্তর ।
 পদাঘাতে ঘুচাইনু সূড়ঙ্গ-পাথর ॥
 সহোদর ভাই হয়ে করিল অন্ডায় ।
 মাথা কাটি ইহার, তবে ত দুঃখ যায় ॥
 দূর হ রে অধাম্মিক দুষ্ট চুরাচার ।
 এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
 পায়ে পড়ি করিলাম বহু স্তুতিবাদ (১) ।
 সেবক হইয়া থাকি, ক্ষম অপরাধ ॥
 আমার না ছিল ইচ্ছা হই আমি রাজা ।
 মন্ত্রিগণ করিলেক পালিবারে প্রজা ॥
 বহু স্তব করিলাম, না শুনে বচন ।
 বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ ॥
 পায়ে পড়ি যত বলি, বালি নাহি শুনে ।
 ক্রোধে বলে যা রে দুষ্ট যেখানে সেখানে ॥
 বারে বারে বলি, তবু না শুনি কথ্য ।
 একটা চাপড়ে ভান্সি আয় তোর মাথা ॥
 দেখিয়া বালির কোপ ভীত হয়ে সনে ।
 পলাইয়া আইলাম এই অপমানে ॥

এই অপরাধে রাম, আমি অপরাধী ।
 বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি ॥
 সূত্রীবের যত দুঃখ কহিতে না পারি ।
 কৃষ্টিবাস গাহে গীত রাম-পদ স্মরি ॥

বালির বিক্রম ও দুন্দুভি
 দানব বধ ।

বলিল সূত্রীব পূর্ব-বিবাদ-কথন ।
 এক-চিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 শ্রীরাম বলেন, মিত্র, পড়েছ সঙ্কটে ।
 কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥
 সূত্রীব কহেন কথা শ্রীরামের পাশ ।
 ঋষ্যমুক পর্বতের শুন ইতিহাস ॥
 মায়াবী কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ ।
 অগ্রজের (২) বার্তা শুনি ত্রুঙ্ক অহর্নিশ ॥
 বিক্রমে মহিষাসুর করে নাহি গণে ।
 সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুক্টিবার মনে ॥
 সমুদ্রে বলিল, মম যুদ্ধ না আইসে ।
 যাহ হিমালয়ে চ'লে রণের উদ্দেশ্যে ॥
 হিমালয়-পর্বত শঙ্করের শশুর ।
 তাঁর ঠাই গেলে তব দর্প হবে চূর ॥
 ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে ।
 চক্ষুর নিমিষে গেল পর্বত-নিকটে ॥
 শৃঙ্গাঘাতে পর্বতেরে করে খান খান ।
 চিস্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান ॥
 পর্বত জানিল তবে চিস্তিয়া সংসার ।
 যাহাতে মহিষাসুর হইবে সংহার ॥
 বলিল, মহিষাসুর, তুমি মহাবলী (৩) ।
 কিক্কিাক্যায় যাহ তুমি, যথা আছে বালি ॥

(১) স্তুতিবাদ—প্রশংসা ; তোষামোদ । (২) অগ্রজের—ভ্রাতৃগণের । (৩) মহাবলী—অত্যন্ত বলশালী ।

বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ ।
 বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ ॥
 রাজভোগ মধুবন রাজার ভাণ্ডার ।
 বন ভাঙ্গি মধু খেয়ে করহ সংহার ॥
 বালি রাজা না সহিবে মধু-অপচয় (১) ।
 প্রাণেতে মারিবে তোরে বালি মহাশয় ॥
 তোর জ্যেষ্ঠ মায়াবী ছিল যে মহাবলী ।
 তাহারে মারিল সে বানর-রাজা বালি ॥
 শুনিয়া জ্যেষ্ঠের কথা কুপিত অন্তরে ।
 তখন চলিল বালি-ভূপতির পুরে ॥
 শৃঙ্গাঘাতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড ।
 কুপিত হইল বালি, সংগ্রামে প্রচণ্ড ॥
 বীরধড়া পরে বীর কাঁকালি বেড়িয়া ।
 দ্বিগুণ ইন্দ্রের মালা (২) পরিল তুলিয়া ॥
 স্ত্রীগণ-বেষ্টিত বালি আইল নির্ভয় ।
 তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয় ॥
 রুষিল মহিষাসুর আরক্ত-লোচন ।
 স্ত্রীগণ সম্মুখে করে তর্জন-গর্জন ॥
 মধুপানে মত্ত তুমি ঘৃণিত-লোচন ।
 মত্ত জন মারি, মোর নাহি প্রয়োজন ॥
 প্রাণদান দিষু তোরে আজিকার তরে ।
 আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া আপনার ঘরে ॥
 সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রতুষ বিহানে (৩) ।
 বল-বুদ্ধি চূর্ণ করি বধিব পরাণে ॥
 স্ত্রীগণেরে বালি পাঠাইল অন্তঃপুর ।
 বীরদাপ (৪) করি বলে শুন রে অসুর ॥
 রণে প্রবেশিলে বুদ্ধি রণের পরীক্ষা ।
 পড়িলি বালির হাতে, নাহি তোর রক্ষা ॥
 যমরাজ যদি ধরে আছে প্রতিকার ।
 বালির স্থানেতে কারো নাহিক নিস্তার ॥

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে, যতক বীরগণ ।
 আইলে আমার যুদ্ধে অবশ্য মরণ ॥
 কপটে বাঁচিতে চাহ কালিকার তরে ।
 সে কথা থাকুক, আজি যাও যম-ঘরে ॥
 কুবুদ্ধি পাইল তোরে, মোর সঙ্গে রণ ।
 তোর দোষ নাহি, তোর ললাটে লিখন ॥
 পলাইয়া যা রে তুই লইয়া পরাণ ।
 আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান ॥
 কোপেতে মহিষাসুর কাঁপে ধর ধর ।
 পুনশ্চ বলিছে তোরে বালি কপীধর ॥
 আগে মোরে হান, তোর বুদ্ধিব বিক্রম ।
 তোর যা সহিয়া তোরে দেখাইব যম ॥
 তোর যত শক্তি থাকে তত শক্তি হান ।
 এই দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ ॥
 রুষিয়া ছন্দভি দৈত্য দুই শৃঙ্গ মারে ।
 খান খান করিয়া বালির অঙ্গ চিরে ॥
 সর্বাস্ত্রে বিদীর্ণ বালি, তবু নাহি হটে ।
 অশোক কিংশুক (৫) যেন বসন্তেতে ফুটে ॥
 দৈত্যের বিক্রম দেখি বালি রাজা হাসে ।
 করিল অদ্বুত রণ অসুর-বিনাশে ॥
 মহিষ বালির সঙ্গে যুদ্ধে চমৎকার ।
 পাদপ-পাথরে বালি করে মহামার ॥
 মারে গাছ পাথর সে মহিষ উপর ।
 পরাভব নহে দৈত্য, যুদ্ধে নিরস্তর ॥
 দুই শৃঙ্গ নত করি বালিরে বধিতে ।
 বালির সম্মুখে দৈত্য গেল আচম্বিত ॥
 দুই শৃঙ্গ বালি তার ধরিলেক রোষে ।
 শৃঙ্গ ধরি মহিষেরে তুলিল আকাশে ॥
 দুই শৃঙ্গ ধরি তার ঘন দেয় পাক ।
 ঘন পাক ফেরে যেন কুমারের চাক ॥

(১) অপচয় - ক্ষতি । (২) দ্বিগুণ ইন্দ্রের মালা - কুড়চী ফুলের অথবা বীজের দো-ফেরা মালা ; (৩) প্রতুষ-বিহানে - ভোর ও সকাল বেলায় । (৪) বীরদাপ - খুব তেজের সহিত । (৫) কিংশুক - শিমুল ফুল ।

পাথর-উপরে তারে মারিল আছাড় ।
 ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড় ॥
 পড়িল মহিষাসুর হ'য়ে অচেতন ।
 পদাঘাতে ফেলে তারে একটি যোজন ॥
 চতুর্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে ।
 মতঙ্গ-মুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে ॥
 মুনি বলে, কোন্ বেটা করিল এমন ।
 গায়ে রক্ত দেয়, সে যে পাপিষ্ঠ কেমন ॥
 রক্ত পাখালিয়া করিলেন আচমন ।
 পবিত্র হইল মুনি স্মরি নারায়ণ ॥
 মহাক্রোধ করি মুনি হাতে জল নিল ।
 কুপিত হইয়া তারে অভিশাপ দিল ॥
 মুনি বলে, হেন কৰ্ম্ম করিল যে জন ।
 এ পর্বতে এলে তার অবশ্য মরণ ॥
 পরস্পর শুনে বালি শাপ-বাক্য তার ।
 দূর হৈতে মুনি-পদে করে নমস্কার ॥
 দূরে থাকি মুনি-স্থানে যাচে পরিহার (১) ।
 সঙ্কট-সাগরে প্রভু, করহ নিস্তার ॥
 মতঙ্গ বলেন, মম শাপ অখণ্ডন (২) ।
 এ পর্বতে কভু তুমি না কর গমন ॥
 সেই শাপে বালি না আইসে ঋষ্যমূকে ।
 দেশ-দেশান্তরে থাকি শুনি লোকমুখে ॥
 ঋষ্যমূকে আইলে সে হারাবে পরাণ ।
 বালিকে মুনির শাপ, তেঁই মম ত্রাণ ॥
 শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কহিলে সকল ।
 বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল ॥
 সূগ্রীব বলেন, বালি বিক্রম-সাগর ।
 বালির বিক্রম-কথা শুনি রঘুবর ॥
 যখন রজনী শেষ, অরুণ-উদয় ।
 চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥

আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্বত-শিখর ।
 দুই হাতে লোফে তাহা বালি কপীশ্বর ॥
 উপাড়িয়া পর্বত আকাশোপরি ফেলে
 আপনারে পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বলে ॥
 সপ্তদ্বীপা পৃথিবী (৩) সে নিমেষে বেড়ায় ।
 কি কব, পবন তার সঙ্গে না গোড়ায় ॥
 বালিকে মারিতে যদি না পার এক বাণে ।
 তবে বালি রাজা মোরে বধিবে পরাণে ॥
 মহাবীর বালিরাজ এ তিন ভুবনে ।
 পরাভব পায় সর্ব বীর তার রণে ॥
 বালির বিক্রম শুনি রামচন্দ্র হাসে ।
 গাহিল কিক্কিাক্যাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাসে ॥

বালি বধ করিয়া সূগ্রীবকে রাজ্য-দানে
 শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা

সূগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মণ ।
 কোন্ কৰ্ম্মে তোমার প্রতীতি হয় মন ॥
 দেব দৈত্য গন্ধর্ভ কোথায় হেন বীর ।
 শ্রীরামের এক বাণে রহিবে যে পির ॥
 হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত ।
 কি কৰ্ম্ম করিলে তুমি হও হরষিত ॥
 সূগ্রীব বলেন, দেখ দুন্দুভি-পাঁজর (৪) ।
 পায়ে করি ফেলাইল বালি কপীশ্বর ॥
 নেত্র-নীরে সূগ্রীবের তিতিল বদন ।
 আশ্বাসিয়া তুষিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 সূগ্রীবের প্রত্যয় নিমিস্ত রঘুবর ।
 পদাঘাতে ফেলিলেন দুন্দুভি-পাঁজর ॥

(১) পরিহার - পরাভব; হার । (২) অখণ্ডন—খাছা খণ্ডন করা যায় না । (৩) সপ্তদ্বীপা-পৃথিবী—ভূমি, কৃষ্ণ
 ধনু, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ বিশিষ্ট পৃথিবী । (৪) দুন্দুভি-পাঁজর - দুন্দুভির হাড় ।

ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন ।
 ফেলেন যোজন শত কমল-লোচন ॥
 স্ত্রী বালি, শুন রাম রঘুবর ।
 যখন ফেলিয়াছিল বালি সে পাঁজর ॥
 রক্ত-চর্মে ছিল অতি গুরুভার তার ।
 এখন হয়েছে শুক, নহে তত ভার ॥
 ইহাতে কেমনে রাম করি অনুমান ।
 বালিরাজ হইতে যে তুমি বলবান ॥
 শুন প্রভু রঘুনাথ, আমার বচন ।
 বালির বিক্রম-কথা করি নিবেদন ॥
 দিখিছয় করিতে চলিল দশানন ।
 বালির সহিত যুদ্ধ হইল ঘটন ॥
 সন্ধ্যা করে বালিরাজ সাগরের জলে ।
 হেনকালে দশানন চৌদিকে নেহালে ॥
 তপ করে বালিরাজ মুদিত-নয়ন ।
 পশ্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন ॥
 যুদ্ধ নাহি করে বালি, তপ নাহি ত্যজে ।
 পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে ॥
 লাস্ত্রুলে বাকিয়া ফেলে সাগরের জলে ।
 একবার ডুবাইয়া আরবার তোলে ॥
 এইরূপে তপ করে চারি পারাবারে ।
 রাবণ খাইয়া জল বাঁচিতে না পারে ॥
 চারি সাগরেতে করি সন্ধ্যা সমাপন ।
 উঠিলেন বালি, লেজে বান্ধা দশানন ॥
 রজনী হইল, বালি চলি গেল ঘর ।
 কাতরে রাবণ বলে, ক্রম কপীধর (২) ॥
 বহু স্তবে ক্রমে (৩) বালি তার অপরাধ ।
 রাবণ হইল মুক্ত পরম আহ্লাদ ॥
 এক যুক্তি শুন প্রভু কমল-লোচন ।
 বালি-সঙ্গে মিলন করাহ এই ক্রম ॥

মিলন হইলে রাম দুই সহোদরে ।
 দৌহে মিলি মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
 ভ্রাতা দুই জনে যদি করাহ মিলন ।
 কোন্ ছার গণি তবে রাজা দশানন ॥
 পৃথিবীর মধ্যে কেবা বালিরাজে আঁটে ।
 রাবণে আনিবে বালি ধরে তার জটে (৪) ॥
 এতক বালি, যদি স্ত্রী বতন ।
 শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহেন বচন ॥
 করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে অগ্নি সাক্ষী করি ।
 বালি বধি তোমারে করিব অধিকারী (৫) ॥
 আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন ।
 পিতৃ-বাক্য-ক্রমে কেন আইলাম বন ॥
 এতক বালি রাম কমল-লোচন ।
 স্ত্রীবেরে ডাক দিয়া বহলেন লক্ষ্মণ ॥
 স্ত্রী বলেন, তবে শুন নরবর ।
 সপ্ততাল ভেদ কর মারি এক শর ॥
 ওই দেখ পুরোভাগে আছে গোলাকারে ।
 তবে সে বালিকে তুমি জিনিবে সমরে ॥
 হাসেন শ্রীরঘুনাথ, আলো দশদিকে ।
 সপ্ততাল বিক্ষি মাত্র কোন্ কাজ লাগে ॥
 সূচিত্র বিচিত্র বাণ কনক-রচিত ।
 তৃণ হৈতে লইলেন শ্রীরাম ধরিত ॥
 দৃঢ়মুষ্টি (৬) করি নিল দক্ষিণ হস্তেতে ।
 ছুটিল রামের বাণ সে সাত তালেতে ॥
 সপ্ত তাল ভেদ করি বাণ হৈল পার ।
 ঋণ্যমুক পর্কিত বিক্ষিয়া আশুসার ॥
 এক বাণ শৈল বিক্ষে, সপ্ত গাছ তাল ।
 বজ্রাঘাত শব্দে বাণ সাক্ষায় (৭) পাতাল ॥
 রাজহংস মূর্ত্তিমান্ আসিবার কালে ।
 পুনর্বার বাণ আইল শ্রীরামের কোলে ॥

(১) নেহালে—দেখে । (২) কপীধর বানর-রাজ । (৩) ক্রমে—ক্রমা করে । (৪) জটে—চূলে ।
 (৫) অধিকারী—প্রভু ; রাজা । (৬) দৃঢ়মুষ্টি—মুঠো শক্তি । (৭) সাক্ষায়—প্রবেশ করে ; চোকে ।

নিজ গুস্তি ধরি বাণ তৃণ মধ্যে ঢোকে ।
 রামের বিক্রমে সবে হাত দিল নাকে (১) ॥
 সকল বানর নিল রাম-পদ-ধূলি ।
 তুমি পার মারিবারে শত শত বালি ॥
 সূগ্রীব বলেন, তব বিক্রমেতে (২) জানি ।
 বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু এসেছ আপনি ॥
 তোমা হেন মিত্র মোরে দিলেন বিধাতা ।
 তোমার প্রতাপে পাব রাজ-গণ্ড-ছাতা ॥
 রামের বীরত্ব হেরি সূগ্রীবের আশ ।
 কিক্ক্যাকাণ্ডেতে গাহে কবি কৃষ্ণিবাস ॥

বালির সহিত যুদ্ধে সূগ্রীবের
 পরাজয় ।

শ্রীরাম বলেন, কি বিলম্বে প্রয়োজন ।
 বালির সহিত ঝাট করাহ দর্শন ॥
 দেখিলে শত্রুকে মারি ঘুচাইব ডর ।
 সুখে রাজ্য করিবে তোমরা মিত্রবর ॥
 সূগ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস-বচন ।
 সাত জন কিক্ক্যাকায় করেন গমন ॥
 রাজ-দ্বার নিকটে চলেন রাম ধীরে ।
 বৃক্ষ-আড়ে লুকাইয়া থাকি দুই বীরে ॥
 বালি-দ্বারে সূগ্রীব ছাড়িবে সিংহ-নাদ ।
 তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ ॥
 করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরক (৩) ।
 এক বানে বালিকে করিব আমি স্তর ॥
 বালি-দ্বারে সূগ্রীব ছাড়িল সিংহ-নাদ ।
 বাহির হইল বালি গণিয়া প্রমাদ ॥

বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর ।
 বিক্রমে আক্রম (৪) করে সূগ্রীব উপর ॥
 হাতে হাতে মাথে মাথে বাধিল সমর ।
 দুই ভাই মল্লযুদ্ধ করে বহুতর ॥
 ক্রমে হেঁটে পড়ে বালি, ক্রমেক উপরে ।
 ক্ষতি টলমল করে উভয়ের ভরে ॥
 দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহ-নাদ ।
 দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ (৫) ॥
 দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান ।
 উভয়ের বেশ-ভূষা বয়স সমান ॥
 চিনিতে নারেন রাম সূগ্রীব বানরে ।
 বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে ॥
 সূগ্রীবেরে মারে বালি বজ্রসম চড় ।
 সহিতে না পারি তাহা উঠি দিল রড় (৬) ॥
 মহাবল বালি-রাজা অতুল প্রতাপ ।
 তাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বাপ ॥
 বড় বড় বীরগণে করে যে সংহার ।
 যুদ্ধারম্ভে সূগ্রীব বানর কোন্ ছার ॥
 রক্তে রাজা অঙ্গ ভাঙ্গা, পলায় সূগ্রীব ।
 আগে যায়, ফিরে চায়, প্রায় সে নির্জীব ॥
 ঋষ্যমূকে তিষ্ঠিতে (৭) সূগ্রীব পলাইল ।
 মুনি-শাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল ॥
 না পারিয়া সূগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে ।
 ঘরে যায় বালিরাজা গর্জিতে গর্জিতে ॥
 ভাল পলাইয়া গেলি লইয়া জীবন ।
 কি জোরে করিস্ তুই মোর সঙ্গে রণ ॥
 ভাল হৈল পলাইল, হ'য়ে মোর ভাই ।
 প্রাণেতে মারিব, যদি পুনঃ দেখা পাই ॥
 সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোহুঃখে ।
 সূগ্রীব জর্জর ঘায়ে, রহে ঋষ্যমূকে ॥

(১) হাত দিল নাকে—অবাক হওয়ার চিহ্ন । (২) বিক্রমেতে—বিক্রম দর্শনে । (৩) আরক—আরম্ভ অর্থে ।
 (৪) আক্রম—তাড়া । (৫) অবসাদ—বিরাম ; শেষ । (৬) রড়—ধোড় । (৭) তিষ্ঠিতে—বাস করিবার কক্ষ ।

চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেইখানে ।
 আছে হেঁট মুণ্ডেতে সূত্রীব অপমানে ॥
 মাথা তুলি সূত্রীব রামেরে নাহি দেখে ।
 বহু অনুযোগ (১) করে সবার সম্মুখে ॥
 আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে ।
 কে করিত রাজ্যভোগ, কি করিত রামে ॥
 মারিতে মারিবে আগে না বলিলে কেনে ।
 বালি সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে ॥
 তখনি বলেছি বালি বিষম দুর্জয় ।
 তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কৰ্ম্ম নয় ॥
 বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর ।
 বালিকে মারিতে পারে নাহি হেন বীর ॥
 আছুক যুদ্ধের কাজ, দরশনে ভাগে ।
 কোন্ জন যুদ্ধ করে সে বালির আগে ॥
 কেন বা গেলাম, পাইলাম অপমান ।
 এতক্ষণ থাকিলে বধিত মোর প্রাণ ॥
 ঋণ্যযুক পর্বত নিকটে ছিল যেই ।
 এ সঙ্কটে রক্ষা আমি পাইলাম তেঁই ॥
 বালিকে মারিবে বলি করিলে আশ্বাস (২) ।
 আমাকে ফেলিয়া রণে হৈলে এক পাশ ॥
 এখনি মারিবা বাণ হেন মোর মনে ।
 কোথা বাণ, কোথা রাম, ভাগ্যে আজি প্রাণে ॥
 শ্রীরাম বলেন, মিত্র, না বল বিস্তর ।
 উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর (৩) ॥
 বয়সে সাহসে বেশে একই সমান ।
 মিত্র-বধ-ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ ॥
 চিহ্ন দিয়া মিত্র, তুমি রণে গেলে চিনি ।
 বালিকে মারিব, রাজা হইবা আপনি ॥

পুনঃ রণে গেলে যবে আসিবেক বালি ।
 ঘুচাইব তখনি মনের যত কালি (৪) ॥
 বঞ্চিল সূত্রীব রাত্রি রামের আশ্বাসে ।
 রচিল কিক্কিাকাণ্ড কবি কৃষ্টিবাসে ॥

শ্রীরাম-কর্তৃক বাপি-বধ ।

চিহ্ন বিনা নাহি চেনা যায় সূত্রীবেরে ।
 চিহ্ন দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে ॥
 রজনী প্রভাতে ফুল আনি নানাজাতি ।
 সেই ফুলে মালা গাঁথে লক্ষ্মণ সুমতি ॥
 লক্ষ্মণ দিলেন পুষ্প-মালা তার গলে ।
 করিলেন সাত বীর (৫) যাত্রা শুভকালে ॥
 রাজ্যলোভে সূত্রীব মারিতে সহোদরে ।
 আগে আগে চলিল, বিলম্ব নাহি করে ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যান হাতে ধনুঃশর ।
 তাহার পশ্চাতে চলে ইতর (৬) বানর ॥
 মৃগ পক্ষী বনচর দেখে স্থানে স্থান ।
 লক্ষ লক্ষ হস্তী দেখে পর্বত প্রমাণ ॥
 বনের ভিতর দেখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 মূনির আশ্রম, মাঝে কদলীর বন ॥
 শ্রীরাম বলেন, মিত্র, অদ্রুত কদলী ।
 কাহার সজ্জন এই আশ্রম-মণ্ডলী (৭) ॥
 সূত্রীব বলেন, হেথা ছিল সপ্ত মুনি ।
 করিত কঠোর তপ লোক মুখে শুনি ॥
 তারা দশ হাজার বৎসর অনাহারে ।
 করি তপ সশরীরে গেল স্বর্গপুরে ॥

(১) অনুযোগ--দোষারোপ । (২) আশ্বাস--আশাধান । (৩) সোসর--সমান । (৪) কালি--গানি ।
 (৫) সাত বীর--নল, নীল, গবাক্ষ, হনুমান, সূত্রীব, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ । (৬) ইতর--অপর সাধারণ ।
 (৭) আশ্রম-মণ্ডলী--আশ্রম সকল ।

সকলে বন্দন গিয়া আশ্রম-মণ্ডল ।
 যাহারে বন্দিলে হয় সর্বত্র মঙ্গল ॥
 সূত্রীব বলেন, রাম, হও সাবধান ।
 কালিকার মত যেন না হয় বিধান ॥
 আপন শপথে মিত্র, আজি হও পার ।
 অবশ্য করিব আমি সীতার উদ্ধার ॥
 আমার বচন মিথ্যা না ভাবিহ মনে ।
 সীতা উদ্ধারিব আমি মারিয়া রাবণে ॥
 শ্রীরাম বলেন, তুমি ভূষিত মালায় ।
 বালিকে বধিব আজি, বাঁচাব তোমায় ॥
 বালিকে দেখিবামাত্র চালাইব শর ।
 পুনরায় বালি আজি না যাইবে ঘর ॥
 সপ্ত তাল বিক্লিলাম আমি যেই বাণে ।
 সেই বাণ স্মরিয়া নিশ্চিন্ত হও মনে ॥
 মিথ্যা না বলিব, সত্য না করিব আন ।
 বালি-রাজ্য নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ ॥
 সিংহনাদ ছাড়িল সূত্রীব বালি-দ্বারে ।
 আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মহীধরে (১) ॥
 পাইয়া রামের বল সূত্রীব প্রবল ।
 সিংহনাদে কাঁপাইল ধরা রসাতল ॥
 সিংহনাদে রুধিল বানর-রাজ বালি ।
 সম্মুখে যাহারে দেখে তারে দেয় গালি ॥
 মুখখানি মেলে যেন অলস্ত অঙ্গারা (২) ।
 চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া চক্ষুর দুই তারা ॥
 সস্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর ।
 তিন শত যোজন দীঘল (৩) কলেবর ॥
 যদি বাঞ্ছা হয়, হয় নকুল-প্রমাণ ।
 কখন আকাশ-জোড়া হয় পরিমাণ ॥
 লাঙ্গুল করিতে পারে যোজন পঞ্চাশ ।
 উভ (৪) যদি করে তবে পরশে আকাশ ॥

তারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে ।
 বালিকে বারণ করে যাইতে সমরে ॥
 কোপ সম্বরহ, রণে না কর গমন ।
 আমার বচন শুন জীবন কারণ ॥
 এক দিন যুদ্ধে যার বৎসর বিশ্রাম ।
 কি সাহসে আইসে সে করিতে সংগ্রাম ॥
 যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুদ্ধিতে হাঁকারে (৫) ।
 হইলে পণ্ডিত লোক অবশ্য বিচারে ॥
 আপনা পাসর তুমি মন্ত হও কোপে ।
 ভাবিতে তোমার কৰ্ম্ম ভয়ে প্রাণ কাঁপে ॥
 যুদ্ধে না যাইও প্রভু, শুন মোর বাণী ।
 আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি ॥
 কালি গেল তব স্থানে সূত্রীব হারিয়া ।
 কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া ॥
 অবশ্য কাহারো ঠাই পাইয়াছে বল ।
 নতুবা আসিবে কেন, নিজে সে দুর্বল ॥
 যুদ্ধে না যাইও তুমি, থাক অন্তঃপুরে ।
 ডাকিছে সূত্রীব, ডাকে ডাকুক বাহিরে ॥
 সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম ।
 রাজপুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥
 পিতৃ-সত্য পালিতে হইল বনবাসী ।
 বঙ্কল (৬) পরণে, শিরে জটা, সে সন্ন্যাসী ॥
 রাজ্য হারাইয়া তারা ভ্রমে বনে বনে ।
 মিলিয়াছে তারা বুদ্ধি সূত্রীবের সনে ॥
 রাজ্যভ্রষ্ট সূত্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে ।
 সহায় করিয়া বুদ্ধি আইল রামেরে ॥
 যতপি এমত হয়, তবে বড় ভার (৭) ।
 নাহি দেখি অত্ন যুদ্ধে মঙ্গল তোমার ॥
 ভাল মন্দ হউক সে তব সহোদর ।
 সহোদর সনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর ॥

(১) মহীধর—পর্ষত । (২) অঙ্গারা—অঙ্গার; পশ্চের মিলের অনুরোধে । (৩) দীঘল—দীর্ঘ । (৪) উভ—উচ্চ । (৫) হাঁকারে—উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ; চীৎকার করে । (৬) বঙ্কল—গাছের ছাল । (৭) ভার—কঠিন ।

কাস্ত হও মহারাজ, কাজ নাই রাগে ।
 সূগ্রীব সহিত রাজ্য কর একযোগে ॥
 সকলে রাজত্ব করে, সূগ্রীব বঞ্চিত ।
 সহিতে না পারে দুঃখ, ভাবে বিপরীত ॥
 আমার বচন তুমি না করিহ হেলা ।
 অহঙ্কারে না যাইও সংগ্রামের বেলা ॥
 আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন ।
 পিতৃসত্য হেতু রাম আইলেন বন ॥
 কৈকেয়ী বিমাতা তারে দিল সত্য-ভার ।
 কনিষ্ঠেরে রাজ্য রাম দেন অধিকার ॥
 শত্রু হৈয়া যেই জন পাঠাইল বনে ।
 তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে ॥
 তোমার বাপের বেটা কনিষ্ঠ সোদর ।
 দুই ভাই রাজ্য কর হৈয়া একস্তর (১) ॥

বালি বলে, না ভাবিহ তারা চন্দ্রমুখি ।
 সূগ্রীব লাগিয়া যত বল নহি দুঃখী ॥
 দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে ।
 রাখিলাম সুড়ঙ্গের দ্বারে সে চণ্ডালে ॥
 বৃক্ষ-প্রস্তরেতে সে সুড়ঙ্গ-দ্বার ঢাকে ।
 আমার মহিলা হরে, জ্ঞাতি নাহি রাখে ॥
 তোমার কথায় তারে না মারিব প্রাণে ।
 হাতে গলে বাঁধি দিব তোমা বিঘ্নমানে ॥
 তারা বলে, শুন রাজা করি নিবেদন ।
 সূগ্রীবের দোষ নাই, দোষী পাত্রগণ ॥
 পাত্রগণে রাজ্য দিল করিয়া সন্তোষ ।
 সূগ্রীব হইল রাজা, তার নাহি দোষ ॥
 করহ আমারে ক্ষমা, রাখহ বচন ।
 আজিকার দিন তুমি না করিহ রণ ॥
 ক্ষিতি খান খান হয় পর্বত উপাড়ে ।
 চন্দ্র সূর্য্য আদি শ্রীরামের বাণে পোড়ে ॥

রামেরে সহায় করি যদি সে আইসে ।
 তবে বল প্রাণনাথ, রক্ষা পাবে কিসে ॥
 বালি বলে, বল কেন অসত্য বচন ।
 মারিবেন শ্রীরাম আমারে কি কারণ ॥
 পরের কথায় কি করিবেন অধর্ম্ম ।
 রামকে না ভয় করি, শুন তার কর্ম্ম ॥
 সত্যবাদী রাম বড় সত্যধর্ম্মে মন ।
 সত্যের কারণে তিনি আইলেন বন ॥
 কখনো রামের সঙ্গে মোর নাহি বাদ ।
 তিনি কেন করিবেন মিথ্যা বিসংবাদ (২) ॥
 আমি দোষী নহি, রাম ক্রমিবেন কিসে ।
 পুনঃপুনঃ কহ কেন রাম যদি আসে ॥
 তবে যদি সূগ্রীব সাহায্যে আসে রাম ।
 তবু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম ॥

কুম্বিয়া চলিল বালি সিংহের গর্জনে ।
 না রহিল তারা মহাদেবীর বচনে ॥
 যাত্রাকালে তারাদেবী করিল মঙ্গল ।
 কিন্তু তার নেত্রজল করে ছল ছল ॥
 অস্তরে জানিয়া তারা কান্দিল বিস্তর ।
 এবার নিস্তার নাহি সমর দুস্তর ॥
 বাহির হইয়া বালি চতুর্দিকে চায় ।
 একা সূগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায় ॥
 বালি সূগ্রীবের যুদ্ধ লাগে হুড়াহুড়ি (৩) ।
 হুড়াহুড়ি দুই জনে করে বেড়াবেড়ি (৪) ॥
 বেড়াবেড়ি দুই জনে করে জড়াজড়ি (৫) ।
 জড়াজড়ি দুই জনে করে মারামারি ॥
 কেহ করে নাহি পারে উভয়ে সোসর ।
 দুই জনে মল্ল-যুদ্ধ একটি প্রহর ॥
 সূগ্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রহর ।
 একটি চাপড়ে তারে করিল কাহর ॥

(১) একস্তর—একত্র । (২) বিসংবাদ—বিবাদ । (৩) হুড়াহুড়ি—ঠেলাঠেলি । (৪) বেড়াবেড়ি—
 উভয়ে উভয়কে ধরিবার চেষ্টা । (৫) জড়াজড়ি—সাপটাসাপটি ।

বালি বজ্রমুষ্টি যে মারিল তার বৃকে।
 অচেতন সূগ্রীব, শোণিত উঠে মুখে ॥
 সূগ্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে ।
 শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়েন ধনুকে ॥
 শশক সূগ্রীব প্রায় করে পলায়ন ।
 আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
 দশদিক্ আলো করি সেই বাণ ছুটে ।
 বজ্রাঘাত সম বাণ বালি-বৃকে ফুটে ॥
 বৃক ধরি বালি রাজা করে হাহাকার ।
 কোন্ জন করিল এ দারুণ প্রহার ॥
 বৃকে পৃষ্ঠে ভার সে নাড়িতে নারে পাশ ।
 এক বাণে পড়ে বালি ঘন বহে খাস ॥
 পড়িলেক বালি রাজা ইন্দ্রের নন্দন ।
 গায়ের ভূষণ খসে অঙ্গের বসন ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ ।
 ধার্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ ॥

শ্রীরামকে বালির ভৎসনা ।

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছটফট ।
 ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট ॥
 মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে ।
 ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে ॥
 রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি ।
 দস্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি ॥
 নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে ।
 করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু-জ্ঞানে ॥
 রাজকূলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম-জ্ঞান ।
 আমারে মারিলে রাম, এ কোন্ বিধান ॥

শশক গণ্ডার কৃষ্ণ গোধিকা শল্লকী ।
 ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চনখী (১) ॥
 তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর ।
 আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির ॥
 আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন ।
 মৃগ নহি, শাখা-মৃগে (২) কোন্ প্রয়োজন ॥
 নির্দোষ বানর আমি, মার কোন কার্যে ।
 এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে ॥
 কোন্ দেশ লুটিয়া দিলাম কারে রেশ ।
 কোন্ দোষে করিলে আমার আয়ুঃশেষ ॥
 আর বংশে জন্ম নহে, জন্ম রঘুবংশে ।
 ধার্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে ॥
 এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি ।
 অপরাধ বিনা বিনাশিলে মম প্রাণী ॥
 সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস ।
 যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ ॥
 তপস্বীর ছলে রাম, ভ্রম এই বনে ।
 কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে ॥
 সর্বলোকে বলে রাম ধর্ম্ম-অবতার ।
 ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহার ॥
 ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক ।
 আমারে মারিয়া রাম, কি পাইলে সুখ ॥
 কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি ।
 অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে অস্ত্রে হয় হানি ॥
 সম্মুখ-সমরে যদি মারিতে হে বাণ ।
 একটা চপেটাঘাতে (৩) বধিতাম প্রাণ ॥
 সম্মুখ-সংগ্রাম বুঝি বুঝিলা কঠোর ।
 তেঁই রাম আমাকে বধিলে হৈয়া চোর ॥
 জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর ।
 আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির ॥

(১) পঞ্চনখী—যাহাদের পাঁচটা নখ আছে। শশক (ধরগোস) শল্লকী (সজারু) গোধা (গো-সাপ)
 পঞ্চগী (গজাব) কর্ম্ম (করুণ) এই পাঁচটি অস্ত্রের নাম। (২) শাখা-মৃগ—বানর। (৩) চপেটাঘাতে—চড়ে।



সশস্ত স্ত্রীবি প্রায় করে পলায়ন ।
আঁড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপন ॥—২১২ পৃঃ

কুন্তিবাসী নামায়ণ



সম্ভবা আমার নাম হেমা মোর সখী।
হেমাব বচনে আমি এত পুরী রাখি। পৃ: ২০০

সুগ্রীব আমার বাদী, সাধি তার বাদ ।
 অবিবাদে (১) তুমি কেন করিলে প্রমাদ ॥
 কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে ।
 বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালি-রাজে ॥
 দশরথ রাজা তিনি ধর্ম-অবতার ।
 তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার ॥
 মহারাজ দশরথ ধর্মের রত মন ।
 তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন ॥
 ধর্মহীন, মাগু ছিলে বাপের গৌরবে ।
 মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে ॥
 পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা ।
 নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা ॥
 বানর হইতে কার্য্য করিবে উদ্ধার ।
 তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার ॥
 এক লাফে পারাবার (২) হইতাম পার ।
 এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥
 রাজপুত্র তুমি রাম, নাহি বিবেচনা ।
 কোন্ ছার মন্ত্রী সহ করিলে মন্ত্রণা ॥
 করিলাম কত শত বীরের সংহার ।
 আমার সম্মুখে সে রাবণ কোন্ ছার ॥
 রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে ।
 লেজে বান্ধি ডুবলাম চারি পারাবারে ॥
 লেজের বন্ধন তার কিক্কিক্যায় খসে ।
 পায়ে পড়ি আমার, সে উঠিল আকাশে ॥
 ত্রিলোক-বিজয়ী শিব-ভক্ত দশগ্রীব (৩) ।
 কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব ॥
 যদি হয়, হইবে বিলম্ব বহুতর ।
 মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর ॥
 যতপি আমারে রাম দিতে এই ভার ।
 এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥

আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায় ।
 সেবক হইয়া রাম সেবিত হোমায় ॥
 এ নহে বিচিত্র ভার, আমি বালি-রাজ ।
 আমারে না জানে কোন্ বীরের সমাজ ॥
 বিস্তর ভৎসিল রামে রণস্থলে বালি ।
 কুস্তিবাস বলে, কেন রামে দেহ গালি ॥

শ্রীরামের প্রতি বালির বিনয় ।

শ্রীরাম বলেন, বালি, শুন হয়ে শির ।
 বানর-জাতির মধ্যে তুমি বড় বীর ॥
 আমারে করিলে তুমি অনেক ভৎসন ।
 আর যদি থাকে কিছু কহু-কু-বচন ॥
 পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে ।
 দয়া করি কোন্ রাজা ছাড়িয়াছে যুগে ॥
 ঘাস খায়, বনে চরে, নাহি অপরাধ ।
 তবু মৃগ মারিতে রাজারা হয় ব্যাধ ॥
 মৎস্যগণ জলে থাকে, তারা হিংসে কাঁকে ।
 তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে ॥
 পশু পক্ষী সর্ব্ব স্থানে থাকে সর্ব্ব বনে ।
 ব্যাধগণ অধিরত কেন তারে হানে ॥
 আমার রাজ্যেতে থাকি হর পরদার (৪) ।
 সেই পাপে মম রাজ্যে পাপের সঞ্চার ॥
 মম বাণে হোমার হইল মুক্ত পাপ ।
 স্বর্গে যাই বালি, কেন করহ সস্তাপ ॥
 ভক্ত হেন সুগ্রীবের করিব পালন ।
 তাহার যে শত্রু তার বধিব জীবন ॥
 করিয়াছি মিত্রতা পাবক (৫) সাক্ষী করি ।
 কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি ॥

(১) অবিবাদে—বিবাহ না থাকিলেও । (২) পারাবার—সমুদ্র । (৩) দশগ্রীব—রাবণ । (৪) পরদার—
 পরস্ত্রী হরণ । (৫) পাবক—অগ্নি ।

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভাই তুমি ত গর্বিত (১) ।
 তোমারে অধিক বল না হয় উচিত ॥
 তোমার সহিত যুদ্ধ মোর নাহি সাজে ।
 ক্ষমা কর কপিরাজ, কেন পাড় লাজে ॥
 ক্ষমা কর বীর, তব দৈবের লিখন ।
 আমার প্রসাদে যাও মহেন্দ্র-ভুবন ॥
 ইন্দ্রপুত্র তুমি, হও মহেন্দ্রের বেশ ।
 অমরাবতীতে (২) যাও আপনার দেশ ॥
 বালি বলে, ত্রিভুবনে তুমি ত পূজিত ।
 ব্যথিত হইয়া বলিলাম অনুচিত ॥
 ক্ষমা কর, ধরি রাম তোমার চরণ ।
 সুগ্রীব-অঙ্গদে তুমি করহ পালন ॥
 সুগ্রীবেরে রাজ্য দিতে করিলে স্বীকার ।
 অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন্ অধিকার ॥
 তুমি দাতা, তুমি কর্তা, তুমি ত বিধাতা ।
 সুগ্রীব অঙ্গদের ধর্ম্যতঃ হও পিতা ॥
 সুশেষ-দুহিতা তারা আছে গৃহমাঝে ।
 সুগ্রীব না দুঃখ দেয় তারে কোন কাজে ॥
 শ্রীরাম বলেন, গতি চিন্ত কপিরাজ ।
 পবিত্র হইলে তুমি, কথায় কি কাজ ॥
 শ্রীরামে বিনয়ে কহে বালি জোড়-হাত ।
 বিরূপ বচন (৩) ক্ষমা কর রঘুনাথ ॥
 বালির বচন শুনি রামের উল্লাস ।
 রচিল কিক্কিক্যাকাণ্ড কবি কৃষ্টিবাস ॥

বালির মৃত্যুতে তারার বিলাপ ও
 শ্রীরামের প্রতি অভিশাপ ।

রণে পড়ে বালি-রাজ শ্রীরামের বাণে ।
 অস্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে ॥

বস্ত্র না সংবরে রাণী আলুয়িত-কেশে (৪) ।
 অঙ্গদেরে ল'য়ে যায় বালির উদ্দেশে ॥
 পথে দেখে মন্ত্রিগণ পলাইছে ত্রাসে ।
 অশ্রুমুখী (৫) তারাদেবী সবারে জিজ্ঞাসে ॥
 তোমরা রাজার পাত্র, ছিলে তাঁর সাথী ।
 তবে ছাড়ি যাও কেন রাখিয়া অখ্যাতি ॥
 কপিগণ বলে, শুন তারা ঠাকুরাণী ।
 দুই ভাই বিস্তর করেন হানাহানি ॥
 তুমি যত বলিলে হইল বিচ্যমান ।
 শ্রীরামের বাণে বালি হারাইল প্রাণ ॥
 চারিভিতে সৈন্য গিয়া রাখ অস্তঃপুরী ।
 অঙ্গদেরে রাজা কর শোক পরিহরি ॥
 তারা বলে, রাজ্য নিয়ে থাকুক অঙ্গদ ।
 স্বামি-সঙ্গে যাব আমি, এই সে সম্পদ ॥
 শিরে করে করাঘাত, বস্ত্র না সম্বরে ।
 রণস্থলে রাণী চতুর্দিকে দৃষ্টি করে ॥
 ধনুর্বাণ ছাড়িয়া বসিয়া রঘুনাথ ।
 লক্ষ্মণ সম্মুখে তাঁর করি জোড়হাত ॥
 কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা ।
 সকলে বসিয়া আছে হেঁট করি মাথা ॥
 বালির নিকটে তারা চলিল সহরে ।
 স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে ॥
 মেঘের গর্জন তুল্য তোমার গর্জন ।
 বড় বড় বীর সহে কে তোমার রণ ॥
 শ্রীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে ।
 একি অসম্ভব কর্ম বিধি দেখাইলে ॥
 মম বাক্য না শুনিলে, করিলে সাহস ।
 তোমার নাহিক দোষ, বিধাতা বিরস (৬) ॥
 মুদিলে নয়ন, নাথ, ত্যজিয়া আশায় ।
 তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায় ॥

(১) গর্বিত—গর্ভযুক্ত ; গৌরবাধিত ; সম্মানিত । (২) অমরাবতী—স্বর্গ । (৩) বিরূপ বচন—অসন্তোষজনক কথা । (৪) আলুয়িত কেশে—এলোচুলে । (৫) অশ্রুমুখী—রোদন-পরায়ণা । (৬) বিরস—প্রতিকূল ; বাম ।

চন্দ্র যান অস্ত, তাঁর সঙ্গে যায় তারা (১) ।
 তোমার হইল অস্ত, রহে কেন তারা (২) ॥
 রাজ্যলোভে স্ত্রীকরিল হেন কাজ ।
 কান্দাইল কিক্কিয়ার বিশিষ্ট সমাজ (৩) ॥
 এতক বলিয়া কান্দে তারা কুশোদরী (৪) ।
 তাহার ক্রন্দনে কান্দে কিক্কিাকাণ্ড-নগরী ॥
 বালক অঙ্গদ কান্দে মৃত্তিকা-শয়নে ।
 পশু পক্ষী আদি কান্দে বালির মরণে ॥
 থাকুক অগ্নের কথা কান্দেন লক্ষ্মণ ।
 শ্রীরাম স্ত্রীকরিলে দৌহে বিরস-বদন ॥
 তারা বলে, রাম, তব জন্ম রঘুকুলে ।
 আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥
 সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ ।
 লুকাইয়া মারিলে, পাইলু বড় তাপ ॥
 শ্রীরাম, তোমারে বলে সবে দয়াবান্ ।
 ভাল দেখাইলে আজ তাহার প্রমাণ ॥
 একেবারে আমার করিলে সর্বনাশ ।
 স্ত্রীকরিলে প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ ॥
 বিচ্ছেদ-যাত্রা যত জান ত আপনি ।
 তবে কেন মোরে তাহা দিলে রঘুমণি ॥
 প্রভু শাপ না দিলেন সদয়-হৃদয় ।
 আমি শাপ দিব তোমা, ফলিবে নিশ্চয় ॥
 সীতা উদ্ধারিবে রাম, আপন বিক্রমে ।
 সীতারে আনিবে ঘরে বড় পরিশ্রমে ॥
 কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ ।
 কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ॥
 কান্দাইলে যেইরূপে কিক্কিাকাণ্ড-নগরী ।
 কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী ॥
 আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে ।
 কান্দিবে সীতার হেতু, কে খণ্ডিতে পারে ॥

আমি শাপ দিলাম, না হইবে খণ্ডন ।
 সীতার কারণে তব দহিবে জীবন ॥
 সীতার কারণে তুমি নিয়ত কাঁদিবে ।
 এ জন্মের মত দুঃখে কাল কাটাইবে ॥
 বানরী হইয়া তারা রামে শাপ দিল ।
 এতক সম্পদ মোর সকলি মজিল ॥
 ইহা মনে না করিও, আমি নারায়ণ ।
 কর্ম্মমত ফল ভোগ করে সর্বজন ॥
 বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে ।
 মারিবে তোমারে রাম সে-ই জন্মান্তরে (৫) ॥
 সতীর বচন কড়ু না হয় খণ্ডন ।
 যাহা বলি, তাহা হবে, নাহি বিমোচন ॥
 খেদে তারা কান্দে, কোলে করিয়া বালিরে ।
 তাহার ক্রন্দনে বালি বক্ষে ধীরে ধীরে ॥
 শুন তারা প্রেয়সি, তোমারে আমি বলি ।
 রামেরে দিয়াছি আমি বহু গালাগালি ॥
 আমার বচনে বড় পাইলেন লাজ ।
 তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন্ কাজ ॥
 সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ ।
 রাবণের অপরাধে আমার মরণ ॥
 বিধির নির্বন্ধ ছিল, রামের কি দোষ ।
 গালি দিলে শ্রীরাম হবেন অসন্তোষ ॥
 তারা প্রতি দিল বালি প্রবোধ-বচন ।
 মৃত্যুকালে স্ত্রীকরিলে করে সম্ভাষণ ॥
 বালি বলে, স্ত্রীকরিলে, তুমি যে সহোদর ।
 তব সনে বিসংবাদ হইল বিস্তর ॥
 তোমার বিবাদের মোর এই ফল হয় ।
 তুমি রাজ্য কর, আমি মরি হে নিশ্চয় ॥
 তব দোষ নাহি, মোরে বিধাতা বিমুখ ।
 একত্র না হইল দৌহার রাজ্যস্থ ॥

(১) তারা—নক্ষত্র । (২) তারা—বালি-পত্নী; এখানে অন্ত্যযমক অলঙ্কার হইয়াছে। (৩) বিশিষ্ট সমাজ—প্রধান ব্যক্তিবর্গ । (৪) কুশোদরী—সুন্দরী । (৫) স্বপ্নে স্বপ্নে জরা নামক ব্যাধির শ্রাবণে শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হন।

রাজ্যভোগে বাড়ামাম অঙ্গদ সুন্দর ।
 পদতলে লোটে পুত্র ধূলায় ধূসর ॥
 অঙ্গদেরে ভাই, তুমি নাহি দিও তপ ।
 আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ ॥
 অঙ্গদেরে ভয়েতে অভয় দিও দান ।
 পালন করিও এরে পুত্রের সমান ॥
 আমি যদি থাকিতাম হইত পালন ।
 এই লহ অঙ্গদেরে করি সমর্পণ ॥
 দারুণ রামের বাণে পোড়ে এ শরীর ।
 ক্ষণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির ॥
 ইন্দ্র মালা দিয়াছেন পুত্রের সন্দেশ (১) ।
 সূগ্রীবেরে দিই যে, দেখহ এই দেশ ॥
 ক্রীরামের ঠাই বালি লয় অনুমতি ।
 সূগ্রীবের গলে দিল, ধরে নানা জ্যোতি ॥
 সূগ্রীবেরে মালা দিয়া পুত্র পানে চাহে ।
 মৃত্যুকালে অঙ্গদেরে পরিমিত (২) কহে ॥
 বাড়িলে যেমন পুত্র আমার গৌরবে ।
 সেই মত বাড়াইবে গেমারে সূগ্রীবেরে ॥
 অহঙ্কার না করিহ আমার কথনে ।
 খুড়ার করিহ সেবা বিবিধ বিধানে ॥
 সূগ্রীবের বিপক্ষে যে, জানিও বিপক্ষ ।
 সূগ্রীবের যেই পক্ষ সেই তব পক্ষ ॥
 অধর্ম না করিহ, করিহ সেবা কর্ম ।
 খুড়ার করিহ সেবা পরাপর (৩) ধর্ম ॥
 এত বলি বালি-রাজ তাজিল পরাণ ।
 প্রেরণ করেন ইন্দ্র তখনি বিমান ॥
 কালের কুটিল গতি কে বুঝিবে স্থির ।
 রণস্থলে শয়ন করিল মহাবীর ॥
 বিমানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে ।
 হাহাকার করি তারা লাগিল কান্দিতে ॥

শিরে করি করাঘাত তাজে আভরণ ।
 ক্ষণে হাহাকার করে, ক্ষণে অচেতন ॥
 ছিঁড়িল মুক্তার মালা, খসিল কবরী ।
 ধরিয়া রাখিতে তারে নারে সহচরী ॥
 পতি হারাইয়া তারা, নেত্রধারা বহে ।
 বলে প্রভু তোমার বিহনে প্রাণ দহে ॥
 কোথায় রহিল তব রাজ্য-পাট ধন ।
 কোথায় রহিল দিব্য রত্ন-সিংহাসন ॥
 সূগ্রীব হইল তব প্রাণের আপদ ।
 কোথায় রহিল তব প্রাণের অঙ্গদ ॥
 কোথায় রহিল তব এ রাজ্য সংসার ।
 তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার ॥
 ত্রিভুবন কম্পমান তোমার বিক্রমে ।
 তোমার এমন দশা মম ভাগ্যক্রমে ॥
 রামের দারুণ বাণ বিদ্ধ বক্ষঃস্থলে ।
 সূগ্রীবের যত পাপ, আমার তা ফলে ॥
 বুক হৈতে সূগ্রীব তুলিয়া নিল বাণ ।
 বালির রক্তেতে নদী বহে খরশাণ (৪) ॥
 কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল কাতর ।
 পাত্র মিত্র মিলি দেয় প্রবোধ-উত্তর ॥

কান্দে মহাদেবী তারা না মানে প্রবোধ ।
 হনুমান বলে কত করি অনুরোধ ॥
 শোক পরিহর রাগি, সম্বর ক্রন্দন ।
 এমনি কালের ধর্ম কে করে খণ্ডন ॥
 পরম ধার্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান ।
 রামের প্রসাদে যাইলেন পিতৃস্থান ॥
 অঙ্গদেরে পালহ, পালহ সবাকারে ।
 সকলি তোমার রাগি, যে আছে সংসারে ॥
 অঙ্গদ হইবে রাজ্য দেখিবে নয়নে ।
 পরিত্যাগ কর শোক ধৈর্য্য ধর মনে ॥

(১) সন্দেশ—সংবাদ । ইন্দ্র, পুত্র বালির কুশল উদ্দেশে এই মালা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ।

(২) পরিমিত—উপযুক্তরূপ । (৩) পরাপর - শ্রেষ্ঠ । (৪) খরশাণ—খুব জোরে ; তীব্র বেগে ।

নেত্র-নীল ঝরে যেন শ্রাবণের ধারা ।
 না কহিলে নহে তেঁই কহে রাণী তারা ॥
 শুন বীর, রাজা যদি অঙ্গদ হইবে ।
 শ্রীরামের কি সাহায্য করিবে স্ত্রীবে ॥
 ভাল মন্দ পুত্রের যে নাহি মনে করি ।
 স্বামী সহ মরিলে সকল দায়ে তরি ॥
 নারীর গৌরব যত স্বামী সব জানে ।
 কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর বিহনে ॥
 পুত্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্য সে রোষে ।
 স্বামীরে বলিলে মন্দ মনে মনে হাসে ॥
 সর্ব-ধর্ম-কর্ম স্বামী নারীর বিধাতা ।
 কামিনীর স্বামী হয় সুখ-মোক্ষ-দাতা ॥
 স্বামীসেবা করিবেক যদি হয় সতী ।
 স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি ॥
 স্বামী দাতা, স্বামী কর্তা, স্বামী মাত্র ধন ।
 স্বামী বিনা গুরু নাহি বলে জ্ঞানিজন ॥
 শতপুত্রবতী যদি স্বামিহীনা হয় ।
 তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয় ॥
 কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল (১) ।
 তারার ক্রন্দনে হয় স্ত্রীবে বিকল ॥
 রাম-নাম-স্মরণেতে পাপের বিনাশ ।
 রচিল কিক্কিকাকাও কবি কৃষ্টিবাস ॥

সম্বরহ শোক তুমি বানরের রাজ ।
 ত্বরা করি করহ বালির অগ্নি-কাজ ॥
 শুককাষ্ঠ আন, মিত্র, অগুরু চন্দন ।
 রাজ-আভরণ আন বসন ভূষণ ॥
 বৃহৎ শরীর তার করিতে বহন ।
 বাছিয়া কটক আন বালির বাহন (২) ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, হনুমান, হও স্থির ।
 সর্ব আয়োজন (৩) তুমি আনহ বালির ॥
 হনুমান্ সাক্ষাইল (৪) ভাণ্ডার ভিতরে ।
 নানা রত্ন আভরণ আনিলা বাহিরে ॥
 রাজ-চতুর্দোল আনে বিচিত্র বসন ।
 বিলাইতে আনে আর বহুগুণ্য ধন ॥
 রাজ-চতুর্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে ।
 সকলে লইয়া গেল পম্পা-নদী-তীরে ॥
 চন্দন কাষ্ঠের চিত্র করিল সে তীরে ।
 বালি-রাজে শোয়াইল তাহার উপরে ॥
 রাজযোগ্য চিত্র করে, পুষ্প নানা জাতি ।
 তারা মহাদেবী করে বৈশ্বানরে (৫) স্তুতি ॥
 অগ্নি-কার্য্য বালির করিল বহুগণ ।
 তারার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন ॥
 বাল্মীকি বন্দিয়া কৃষ্টিবাস ফুলিয়ার ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে রচে বালির সংকার ॥

বালির সংকার ।

শ্রীরাম বলেন, মিত্র, না কর বিষাদ ।
 কারো দোষ নাই, দৈব পাড়িল প্রমাদ ॥

স্ত্রীবেব রাজ্যপ্রাপ্তি

সকল বানর গেল রাম-বিহ্বল (৬) ।
 স্ত্রীবেব ইঙ্গিতে বলেন হনুমান্ ॥

(১) বিহ্বল—কাতর । (২) বাহন—বাহক । (৩) আয়োজন—এখানে মৃতদেহ হাছ করিতে যে সব জিনিষের প্রয়োজন—ঘৃত, চন্দন-কাষ্ঠ, ধূপ, ধূনা ইত্যাদি । (৪) সাক্ষাইল—টুকিল । (৫) বৈশ্বানর—বিশ্বনরের ষষ্ঠবে বিবাজ করেন বলিগা অগ্নির এই নাম । (৬) রাম-বিহ্বল—রামের নিকটে ।

তোমার প্রসাদেতে স্ত্রীবে হৈল রাজা ।
 বাঞ্ছা করে স্ত্রীবে তোমারে করে পূজা ॥
 পাইলে তোমার আজ্ঞা যায় অস্তঃপুরে ।
 অতঃপর শ্রীরাম আইসহ রাজপুরে ॥
 শ্রীরাম বলেন, পুরে না করি প্রবেশ ।
 বনবাস করিবারে পিতার আদেশ ॥
 চতুর্দশ বৎসর ভ্রমিব বনে-বন ।
 নগরে কেমনে আমি করিব গমন ॥
 স্ত্রীবেেরে শ্রীরাম বলেন লও ভার ।
 রাজ্য হৈয়া তুমি রাজ্য কর অধিকার ॥
 বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ ।
 এই লও অঙ্গদেরে কর যুবরাজ (১) ॥
 মহাদেবী তারার করিহ পুরস্কার ।
 তারার মন্ত্রণায় করিহ ব্যবহার (২) ॥
 আইল শ্রাবণ-মাস বরিষা প্রবেশ ।
 শাখা-মৃগ-কটক (৩) থাকুক নিজ দেশ ॥
 বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলে বড় দুঃখ ।
 বরিষায় কিছুদিন কর রাজ্য-সুখ ॥
 বর্ষা গেলে ঘরে যে থাকিবে এক দণ্ড ।
 তাহার করিব মিত্র সমুচিত দণ্ড ॥
 শ্রীরামের আজ্ঞাতে সে গেল অস্তঃপুর ।
 নানা বস্ত্র অন্ন দান করিল প্রচুর ॥
 স্ত্রীবে করিতে রাজ্য আইল রাজ্যখণ্ড (৪) ।
 সিংহাসন বাহির করিল ছত্র-দণ্ড ॥
 শুভক্ৰমে স্ত্রীবে বসিল সিংহাসনে ।
 চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে ॥
 শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষণের রেখ (৫) ।
 সাগরের জলে তার করে অভিষেক ॥

ছত্র-দণ্ড দিল আর কিক্কিাকা-নগরী ।
 অভিষেক করি দিল তারা কৃশোদরী ॥
 রাজার স্ত্রী রাজ্য লবে ইহাতে কি দোষ ।
 তারা পাইয়া স্ত্রীবেের বড়ই সন্তোষ ॥
 শ্রীরামের অলঙ্কিত বচন-প্রমাণে ।
 অঙ্গদের অভিষেক করে অবসানে ॥
 করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ ।
 'রাম-জয়' বলি ডাকে সব কপিগণ ॥
 সীতার লাগিয়া রাম কুলমনঃপ্রাণ ।
 বরিষা বন্ধিতে যান গিরি মাল্যবান্ (৬) ॥
 দুই ক্রোশ অস্তুরে থাকেন রঘুবীর ।
 যথা বহে পর্বতেতে স্ত্রীবে সমীর ॥
 বাসা করি থাকিবেন পর্বত-শিখর ।
 স্থানে স্থানে পর্বতের দিব্য সরোবর ॥
 নানাবিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুল-ফল ।
 ধবল রজনী, পূর্ণচন্দ্র সূশীতল ॥
 রামের সুখের হেতু না হয় কিক্কিৎ ।
 সীতা বিনা সর্বসুখে শ্রীরাম বন্ধিত ॥
 শয়ন ভোজন তাঁর কিছু নাহি মনে ।
 দিন যায় রোদনেতে, রাত্রি জাগরণে ॥
 রাজ্যভোগ স্ত্রীবেের বাড়ে দিন দিন ।
 রাত্রি-দিন শ্রীরাম সীতার শোকে দীন ॥
 সুবর্ণ-পালঙ্কে শোয় স্ত্রীবে ভূপতি ।
 তরুতলে শ্রীরাম করেন নিবসতি ॥
 দিব্য সুন্দরীতে স্ত্রীবেের অভিলাষ ।
 সীতা লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রাম হইলা কাণ্ডর ।
 তাঁহারে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ উত্তর ॥

(১) যুবরাজ—রাজ্য বর্তমান থাকিতে যিনি রাজ্যের ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন । (২) ব্যবহার—
 রাজ্যকার্য্য নির্বাহ । (৩) শাখা-মৃগ-কটক—বানর-সৈন্য । (৪) রাজ্যখণ্ড—রাজ্যের সমস্ত আধবাসী ;
 এখানে বানর-বল । (৫) পাষণের রেখ—প্রস্তরের উপরিস্থিত রেখার (দাগের) মত বাহা ঘুচিয়া
 যায় না । (৬) মাল্যবান—কিক্কিাকার নিকটস্থ এক পর্বত ।

তুমি বীর, হও স্থির, ত্যজহ প্রমাদ ।
 মহাপুরুষেরা হেন না করে বিষাদ ॥
 কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে ।
 শোকে বুদ্ধি-নাশ হয়, দ্বিগুণ হয় শোকে ॥
 শোকেতে আচ্ছন্ন হয় যে জন অজ্ঞান ।
 শোক কর কেন রাম, হ'য়ে জ্ঞানবান্ ॥
 তুমি বীর কাম-ক্রোধ কর পরাজয় ।
 শোকস্থানে পরাভব তব কেন হয় ॥
 কাস্ত হও রঘুবীর, চিন্তা কর দূর ।
 লঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর ॥
 আজ্ঞা কর বিষ্ণুবর সেবক লক্ষ্মণে ।
 জানকী উদ্ধার করি নাশিয়া রাবণে ॥
 কোন্ ছার লঙ্কা সে রাবণ কোন্ ছার ।
 একা আমি রাম করি সকল সংহার ॥
 কান্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণ মাস ।
 রামের ক্রন্দন-গীত গায় কৃষ্ণিবাস ॥

সীতার শোকে স্ত্রীরামের পরিতাপ ।

নীল অষ্টমাসের বরিষা-কালে পোষে ।
 মেঘ সঞ্চারিয়া চারি সাগর বরিষে ॥
 বরিষার ধারাতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ ।
 সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সম্ভাপ ॥
 আমার বচনে কর লক্ষ্মণ আরতি (১) ।
 ছরন্ত বরিষা ঋতু, স্থির নহে মতি ॥
 সূর্য্য চন্দ্র দৌহে বরিষার মেঘে ঢাকে ।
 আমি ত মরিব ভাই জানকীর শোকে ॥
 সজল জলদে শোভে বিহ্বল যেমন ।
 জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন ॥

চতুর্দিকে জল-স্থল সব একাকার ।
 কেমনে হইবে কপি-সৈন্য আশুসার ॥
 জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে ।
 জলমগ্না ধরণী, ধরণীধর (২) ভাসে ॥
 এ সময়ে সূগ্রীবেরে কহিব কি মতে ।
 কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে ॥
 নদ নদী শুকাইবে, শুষ্ক হবে পথ ।
 তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ ॥
 তত দিন সীতা হবে অস্থি-চর্ম্ম-সার ।
 কি জানি তাজে বা প্রাণ বিরহে আমার ॥
 একাকিনী অনাধিনী শত্রু-মধ্যে বাস ।
 কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস ॥
 আমা বিনা জানকীর আর নাহি মন ।
 এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন ॥
 কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত ।
 কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিত (৩) ॥
 পক্ষী হইয়া উড়ে যাই সাগরের পার ।
 অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার ॥
 কান্দেন সর্ব্বদা রাম হইয়া হতাশ ।
 রামের ক্রন্দন রচে কবি কৃষ্ণিবাস ॥

সীতার উদ্ধারার্থ লক্ষ্মণ কর্তৃক
 সূগ্রীবের শাসন ।

বরিষা হইল গত শরৎ প্রবেশ ।
 তথাপি না হইল জানকীর উদ্দেশ ॥
 ভেকের নিনাদ (৪) গেল মেঘের গর্জন ।
 নিশ্চল চন্দ্রমা তারা প্রকাশে গগন ॥
 মন প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে ।
 মরিলেন সীতা বুদ্ধি, দিন গেল ব'য়ে ॥

(১) আবতি—বরণ ; আগ্রহ । (২) ধরণীধর—পর্কত । (৩) মিত—বন্ধু ; মিত্র । (৪) নিনাদ—শব্দ ।

কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিতে ।
 সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে ॥
 স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে ধরেছে সংসার ।
 ভার্য্যাতে সম্ভূতি হয় বাড়ে পরিবার ॥
 স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার ।
 পুত্র না হইলে তার গতি নাহি আর ॥
 পিশু দেয় গয়ায়, সে করয়ে তর্পণ ।
 সংসারের মধ্যে ভাই পুত্র বড় ধন ॥
 স্ত্রী পুত্র ও পরিবার কেহ নহে ছাড়া ।
 পুত্র না থাকিলে লোকে বলে আঁটকুড়া (১) ॥
 তার মুখ দেখি শ্রদ্ধা যে করিতে যায় ।
 শ্রদ্ধাক্রিয়া বুঝা তার, শাস্ত্রে হেন কয় ॥
 অতএব শুন ভাই, ভার্য্যা বড় ধন ।
 তাহাতে সম্ভূতি হয় সংসার পালন ॥
 জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক ।
 সবার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক ॥
 স্ত্রীই আমারে নাহি ভাবে, সে নির্দয় ।
 স্ত্রীর সনে সুখে রহে আপন আশয় ॥
 তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালি ।
 আমাকে না স্মরে কপি রাজ্য-ভোগে ভুলি ॥
 বালিকে বধিয়া অতি পাইলাম লাঞ্ছ ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ ॥
 কিঙ্কিঙ্ক্যা পাইল কপি আমার কারণে ।
 এখন আমার কর্ম্ম নাহি করে মনে ॥
 এইক্ষণে যাও ভাই কিঙ্কিঙ্ক্যা-নগর ।
 সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, যাই কিঙ্কিঙ্ক্যা-নগর ।
 দেখিব কেমন আজি স্ত্রীই বানর ॥
 জ্ঞাতি বন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর ।
 পাঠাইব সবাকারে শমনের দ্বার ॥

নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে ।
 স্ত্রীইবে মারিব আজি পাড়ি এক বাণে ॥
 তুমি প্রভু রঘুনাথ, বেড়াও কান্দিয়া ।
 কৌতুকে স্ত্রীই থাকে পালকে শুইয়া ॥
 বুঝাইয়া লক্ষ্মণে কহেন রঘুবর ।
 মিত্র-বধ না করহ, দেখাইও ডর ॥
 লক্ষ্মণ বিদায় হয় স্ত্রীরামের স্থান ।
 বাম হস্তে ধনুক দক্ষিণ হাতে বাণ ॥
 মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিত-লোচন ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
 কিঙ্কিঙ্ক্যানগর-পথে যান রড়ারড়ি (২) ।
 গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি ॥
 কিঙ্কিঙ্ক্যা-নগরে বীর হ'য়ে উপনীত ।
 দ্বারে দেখে অঙ্গদেবের কটক-বেষ্টিত ॥
 লক্ষ্মণের কোপ দেখি হইয়া ফাঁফর ।
 প্রণতি করিল তাঁরে সকল বানর ॥
 হইলেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির ।
 লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর বাহির ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, শুন বালির নন্দন ।
 স্ত্রীইবে জ্ঞানো আমার আগমন ॥
 বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া ।
 স্ত্রীই থাকেন সিংহাসনেতে শুইয়া ॥
 সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে ।
 নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্ন-সিংহাসনে ॥
 বালিরে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব ।
 স্ত্রীই পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মন্ত ॥
 অতি দুষ্ট মিষ্টবাক্যে আছে আশ্বাসিয়া ।
 কোন্ লাঞ্ছ থাকে ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া ॥
 পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তুরে (৩) ।
 রাজ্য সহ পোড়াইব আজি এক শরে ॥

(১) আঁটকুড়া নিঃসন্তান । (২) রড়ারড়ি—খুব জোরে । (৩) পিপীড়ার...মরিবার তুরে—নীচ ব্যক্তির সামান্য উন্নতি হইলেই সে গর্বিত হইয়া এমন সব কাজ করে যাহাতে তাহার মৃত্যু অনিবার্য হয় ।

সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার ।
 এখন না মনে করে তাহা একবার ॥
 বালি-ভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে ।
 সে সকল স্ত্রীবেগ নাহি কিছু মনে ॥
 এই সমাচার গিয়া কহ স্ত্রীবেগে ।
 রামের অশুভ্র ভাই আসিয়াছে দ্বারে ॥
 মারিলেন যে রাম বালিকে অনায়াসে ।
 স্ত্রীব তাহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে ॥
 পশুজাতি বানর স্ত্রীব চুরাচারী ।
 তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি (১) ॥
 আপনি শ্রীরঘুনাথ দয়ার সাগর ।
 তাঁর যোগ্য মিত্র কি এ স্ত্রীব বানর ॥
 কত যোগী জিতেন্দ্রিয় (২) মুনি ব্রহ্ম-ঋষি (৩) ।
 অনাহারে কত তপ করে দিবানিশি ॥
 হেন রাম কোল দেন স্ত্রীব বানরে ।
 স্ত্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরে ॥
 অঙ্গদ বলেন, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 স্থির হও মহাশয় করি নিবেদন ॥
 পাণ্ড অর্থা দিল তারে বসিতে আসন ।
 জোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন ॥
 লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে ।
 অন্তঃপুর-মধ্যে যায় পরম-সম্মানে ॥
 স্ত্রীবেরে প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ ।
 জোড়হাতে বলে, প্রভু, দ্বারেতে লক্ষ্মণ ॥
 ঘৃণিত-লোচন রাজা বিলাসের মদে (৪) ।
 শোভা পায় শরীর কুকুম-মৃগমদে (৫) ॥
 সুরাপানে বিহ্বল স্ত্রীব অশ্রু-মন ।
 কিছু নাহি শুনিলেন অঙ্গদ-বচন ॥

জাগাইতে রাজারে করিল পাঁচাপাঁচি (৬) ।
 অনেক বানর মেলি করে কিচিমিচি ॥
 বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে ।
 কার সাধ্য স্থির থাকে এ ঘোর চীৎকারে ॥
 শব্দ শুনি শয্যা ছাড়ি স্ত্রীব উঠয় ।
 পাত্র-মিত্র দেখি রাজা গ্রোধভরে কয় ॥
 অন্তঃপুরে সোর (৭) কেন কর ঘোরতর ।
 অঙ্গদ সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর ॥
 পাঠাইয়াছেন রাম আপন ভ্রাতারে ।
 স্ত্রিমিত্র-নন্দন বীর উপস্থিত দ্বারে ॥
 মহা-কোপাধিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 বলিব কতক যত করিল উৎসর্গন ॥
 সাধিলে আপন কৰ্ম্ম করিয়া মিত্রতা ।
 রামের কার্ণের কালে করিলে খলতা ॥
 স্ত্রীব বলেন, রাম করিয়া মিত্রতা ।
 পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে দেন গালাগালি ॥
 অপরাধ নাহি করি কারে মোর ডর ।
 কেন কোপ করেন লক্ষ্মণ ধমুর্ধর ॥
 করিয়াছি মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ ।
 রাখিবারে মিত্রতা কি হারাইব প্রাণ ॥
 ত্রিলোক-বিজয়ী সে রাবণ মহাবীর ।
 যাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির ॥
 তাহার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর ।
 আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি বর ॥
 এখন ফিরিয়া বান স্বস্থানে লক্ষ্মণ ।
 আশু পাছু যাহা হবে বলিব তখন ॥
 মহামন্ত্রী হনুমান্ অতি তীক্ষ্ণমতি ।
 কহেন হিতোপদেশ স্ত্রীবের প্রতি ॥

(১) মূব নামক অশুরকে বধ করায় তগবানের নাম মুরারি হয় । (২) জিতেন্দ্রিয় — সংযমী । (৩) ব্রহ্ম-ঋষি—ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানরত ঋষি । (৪) বিলাসের-মদে — তোগমুগজনিত মত্ততায় । (৫) মৃগমদে—মৃগনাতি । (৬) পাঁচাপাঁচি—বাগ্‌বুদ্ধ । (৭) সোর—গোপমাল । (৮) খলতা—হুটিনতা ।

স্বয়ং বিষ্ণু রমানাথ কমল-লোচন ।
 হেন বাক্য বল্য কেন, না বুঝি কারণ ॥
 যাঁহার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজত্ব ।
 তাঁহাকে এমত বল, হয়েছ কি মন্ত ॥
 রাত্রিদিন থাক তুমি কোতুক বিলাসে ।
 না দেখ রামের ছুঃখ, নাহি যাও পাশে ॥
 কুপিত লক্ষ্মণ বীর আইলেন দ্বারে ।
 অবিলম্বে যাও রাজা, সাধ গিয়া তাঁরে ॥
 যাঁর বাণে ত্রিভুবনে কেহ নাহি অঁটে ।
 তাঁর আজ্ঞা না মানিলে পড়িবে সঙ্কটে ॥
 আমি তব মন্ত্রী যেই শুন মহাশয় ।
 হিত উপদেশ বলি ইহয়া নির্ভয় ॥
 বালি হেন মহাবীর পড়ে যাঁর বাণে ।
 তাঁহার শরণ লও, বাঁচিবে পরাণে ॥
 রামের দুর্দশা শুনি বুক হয় চির (১) ।
 শোকেতে কাতর অতি, নহেন সুস্থির ॥
 ভোগ-সুখে মন্ত তুমি ঘরে কর ক্রীড়া ।
 রাজ-ভোগে মন্ত থাক, নাহি হয় ক্রীড়া (২) ॥
 রাবণের ভয়ে যদি রামেরে ছাড়িবে ।
 লক্ষ্মণের হাতে তুমি কেমনে বাঁচিবে ॥
 রাবণ সাগর-পারে দ্বারেতে লক্ষ্মণ ।
 লক্ষ্মণের বাণাগিতে মরিবে এখন ॥
 লক্ষ্মণের বানে কারো নাহিক নিস্তার ।
 বধিতে বানরগণে কি ভার তাহার ॥
 আমার বচন রাখ, হবে তব হিত ।
 রামের শরণ লহ, নহে বিপরীত ॥
 সত্য করিয়াহ তুমি অগ্নি সাক্ষী করি ।
 শ্রীরামের কার্য কর, চল স্বরা করি ॥
 সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন ।
 সত্যের কারণে রাম আইলেন বন ॥

যেই রাম আইলেন সত্য পালিবারে ।
 তেঁই সে রামের বাণে বালি রাজা মরে ॥
 তেঁই সে পাইলে তুমি নব ছত্র-দণ্ড ।
 তেঁই প্রজাগণ লৈয়া কর রাজ্যখণ্ড ॥
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে ।
 যার বাণে, তাঁরে কি সামান্য ভাব মনে ॥
 ভোগ ছাড়, রাম ভজ, পাইবে নিষ্কৃতি ।
 রঘুনাথ বিনা রাজা অর নাহি গতি ॥
 নিরপেক্ষ হনুমান্ সূত্রীবে সম্ভাষে ।
 মধুর বচনে রাজা হনুমানে গোষে ॥
 লক্ষ্মণেরে আনাইতে করেন আদেশ ।
 লক্ষ্মণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ ॥
 ইন্দ্রপুরী সমান দেখেন দিব্যপুরী ।
 দেখিয়া বানরী-সজ্জা লজ্জা পায় সুরী (৩) ॥
 চতুর্দিকে অট্টালিকা শোভিত প্রচুর ।
 চলিলেন লক্ষ্মণ দেখিয়া অস্তঃপুর ॥
 গেলেন লক্ষ্মণ বীর ভিতর আবাসে ।
 লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে (৪) ॥
 দেখিয়া সূত্রীব রাজা উঠিল সম্মুখে ।
 ডাহিনে উঠিল তারা (৫) রুমা (৬) উঠে বামে ॥
 জোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন ॥
 কুপিত লক্ষ্মণ বীর না লয় আসন ।
 সূত্রীবেরে কহিলেন আরক্ত-নয়ন ॥
 তুই যে করিলি সত্য অগ্নি সাক্ষী করি ।
 উদ্ধারিতে নিজ কার্য করিলি চাতুরী ॥
 রাত্রি-দিন ক্লেশ পাই দুই ভাই বনে ।
 তুই না করিস্ তব মন্ত রাত্রি-দিনে ॥
 পাইলি কাহার গুণে কিক্কিঙ্ক্যা-নগরী ।
 পাইলি রে কার গুণে তারা কুশোদরী ॥

(১) বুক হয় চির—বুক ফাটিয়া যায় । (২) ক্রীড়া—লজ্জা । (৩) সুরী—ধেবী । (৪) তরাসে—স্তব পায় ।
 (৫) তারা—সুবেশ-কণ্ঠা । (৬) রুমা—সূত্রীবের স্ত্রী । তারা ও রুমা উভয়েই এখন সূত্রীবের পত্নী ।

পাইলি কাহার গুণে রুমা নিজ নারী ।
 কাহার প্রসাদে তুই রাজ্য-অধিকারী ॥
 সরল-হৃদয় রাম, তুই হে নিষ্ঠুর ।
 সাধিলি আপন কার্য্য, সত্য করি দূর ॥
 এহেন মিত্রতা কভু ত্রিভুবনে থাকে ।
 আর যেন হেন কৰ্ম্ম নাহি করে লোকে ॥
 তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার ।
 অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার ॥
 অধর্ম্মী বানর রে লজ্জিলি সত্য পথ ।
 দেখ্ ধমুর্বাণ, করি পূর্ণ মনোরথ ॥
 এক বাণে মারি তোরে রাখে কোন্ জনে ।
 খণ্ড খণ্ড কিক্কাক্যা করিব আজি বাণে ॥
 বাণে কাটি সব্বারে করিব খণ্ড খণ্ড ।
 অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড ॥
 বালি-বধে শুনিছিলি ধমুক-টঙ্কার ।
 সেই ধমু সেই বাণে করিব সংহার ॥
 বালি রাজা কেবল মরিল এক জন ।
 তোর মরণেতে মরিবেক কপিগণ ॥
 দেখেছিহু বালি রাজা গেল যেই বাটে (১) ।
 সেই বাটে থাক্ গিয়া ভায়ের নিকটে ॥
 মারিব অধর্ম্মী গোরে তাহে নাহি পাপ ।
 দেখ্ বাণ এড়ি, এই দেখ্ রে প্রভূপ ॥
 প্রাণ লব আজি তোরে বজ্রসম বাণে ।
 একত্র হইয়া থাক্ ভাই দুই জনে ॥
 আরে দুষ্ট কপী তুই পাপী দুরাচার ।
 এখনি পাঠাব তোরে ষমের আগার ॥
 পৃথিবীতে হেন কার্য্য কে কোথায় করে ।
 আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে ॥
 রাম মিত্র বলিয়া দিলেন কোল তোরে ।
 কত পুণ্য করেছিলি জন্ম-জন্মান্তরে ॥

স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া ।
 তেঁই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদ-ছায়া (২) ॥
 গুণের সাগর রাম, দয়ার নাই সন্ধি (৩) ।
 বালি মারি রাজ্য দিল সত্যে হৈয়া বন্দী ॥
 লক্ষ্মণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল ।
 ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিস্তিত হইল ॥
 হরা করি কাতরা উঠিয়া তারা রাণী ।
 লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে যুত বাণী ॥
 জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্ষিত ।
 জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত ॥
 সুগ্রীব রামের মিত্র জগতে বিদিত ।
 এত হিরস্কার কভু না হয় উচিত ॥
 কমা কর রাজপুত্র, হও তুমি স্থির ।
 রাম-কার্য্য করিবে সকল কপিবীর ॥
 দূরদেশে পর্ব্বতের সমুদ্রের পারে ।
 যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে ॥
 সংবাদ করিয়া শীঘ্র আনি সে সব্বারে ।
 সংবর সংবর ক্রোধ লক্ষ্মণ আমারে ॥
 তথাপি শ্রীলক্ষ্মণেরে কোপ নাহি টুটে (৪) ।
 বসাইল যত্ন করি তারা সর্গ খাটে ॥
 তারার বিনয়-বাক্যে স্থস্থির লক্ষ্মণ ।
 কৃষ্ণিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥

— — — — —
 সুগ্রীবের সহিত লক্ষ্মণের
 কথোপকথন ।

সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে ।
 সেই মালা সুগ্রীব ফেলিল ভূমিতলে ॥
 সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল তৃষ্ণণ ।
 জোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন ॥

(১) বাটে—রাষ্ট্রায় । (২) পদ-ছায়া—চরণাশ্রয় । (৩) সন্ধি—সীমা; শেষ । (৪) টুটে—দূর হয় ।

হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে ।
 তোমার প্রসাদে আমি বাড়িনু সম্পদে ॥
 হেন রঘুনাথ স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার ।
 কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার ॥
 সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন শক্তিতে ।
 যাইব কেবল আমি তাঁহার সহিতে ॥
 না করিয়া রাম-কার্য্য ব'সে আছি ঘরে ।
 বানর-জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে ॥
 পশুজাতি কপি আমি কত করি দোষ ।
 সেবক-বৎসল রাম না করেন রোষ ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, শুন সূত্রীব রাজন্ ।
 রাম-কার্য্য করি কর পুণ্য উপার্জন ॥
 রাম-কার্য্য করিলে সর্বত্র হয় জয় ।
 না করিলে ধর্ম্ম লোপ অধর্ম্ম-সঞ্চয় ॥
 সত্যবাদী হৈলে করে সত্যের পালন ।
 মনে কর, করিয়াছ সত্য ছুই জন ॥
 শ্রীরাম আপনি সত্যে হয়েছেন পার ।
 সত্য পালি রক্ষা কর কর্তব্য তোমার ॥
 রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ ।
 তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ ॥
 ক্ষমা কর কপীশ্বর, করি পরিহার (১) ।
 কটু বলা কভু নহে উচিত আমার ॥
 মাগ্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত ।
 মাগ্য সহ আলাপ করিবে ধর্ম্মযুক্ত ॥
 ধর্ম্ম রাখ, কর্ম্ম কর, যে হয় বিহিত ।
 রাম-কার্য্য করিলে হইবে সব হিত ॥
 সাগর অপার, কে হইবে পার,
 তার মাঝে লঙ্কাপুরী ।
 কে যাবে তথায়, কি করে কথায়,
 উপায় তাহে না হেরি ॥

সূত্রীব রাজন্, কর আগমন,
 শ্রীরামের সন্নিধান ।
 করিয়া নির্ধর্য্য, (২) কর মিত্র-কার্য্য
 কর রামে ধৈর্য্যবান ॥
 রাবণ-সংহার, জানকী-উদ্ধার,
 কর এই উপকার ।
 তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্যোগ, (৩)
 কে লইবে হেন ভার ॥
 রাবণ হুরস্ত, কর তার অস্ত,
 অনস্ত যশঃ প্রকাশ ।
 গীত রামায়ণ, করিল রচন,
 ভাষা কবি কুন্তিবাস ॥

সূত্রীবের কটক সঞ্চয় ।

বলিল সূত্রীব রাজা করিয়া আহ্বান ।
 বানর-কটক ঝাট আন হনুমান ॥
 হিমালয় সূমেরু মন্দর আদি করি ।
 বিক্র্যাচল রৈবত (৪) উদয় অস্ত গিরি ॥
 সর্বত্র ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায় ।
 যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায় ॥
 পাঠাও হে দূতগণে দেশ-দেশান্তর ।
 দশ দিন মধ্যে যেন আইসে সফর ॥
 ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে ।
 শ্রহারিয়া আনিবে তাহার চুলে ধরে ॥
 অন্তমত করিবে ইহাতে যেই জন ।
 আনিবে তাহারে করি নিগড় (৫) বন্ধন ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আমার অধিকার ।
 কোথাও না থাকে যেন বানর-সংহার ॥

(১) পরিহার—প্রার্থনা । (২) নির্ধর্য্য—নির্দিষ্ট ; সুবন্দোবস্ত । (৩) দুর্যোগ—এখানে হুঃসাধ্য অর্থে ব্যবহৃত । (৪) রৈবত—বিক্র্যপর্ব্বতের পশ্চিমস্থ পর্ব্বত বিশেষ । (৫) নিগড়—লৌহশৃঙ্খল ।

সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে ।
 কটক আনিতে চলে অতুল প্রতাপে ॥
 হনুমান্ বাহিরে হইয়া উপনীত ।
 ত্রিশকোটি বানর পাঠায় চারিভিত্ত ॥
 মেদিনী আকাশ জুড়ি চলে কপিসেনা ।
 যেন পঙ্গপাল ধায়, না যায় গণনা ॥
 চলিল বানরগণ দেশ-দেশান্তর ।
 পূর্বদিকে চলি গেল নল (১) নাম-ধর ॥
 পশ্চিমে চলিয়া গেল নীল (২) মহামতি ।
 দক্ষিণে চলিয়া গেল আপনি সম্পাতি (৩) ॥
 হনুমান্ (৪) মহাবীর মহা-পরাক্রম ।
 উত্তর দিকেতে যায় করিয়া বিক্রম ॥
 একৈক জনার সঙ্গে চলে দশ লাখ ।
 মহাশব্দে চলে সবে, করে ডাক-হাঁক ॥
 ছপ হাপ লম্ফে ঝম্পে কম্পে বসুমতী ।
 অতি কষ্টে ধরে ধরা কুর্শ্ব নাগপতি ॥
 তর্জিয়া গর্জিয়া বলে বালির কুমার ।
 যাত্রা কর কপিগণ আঞ্জা-অশুসার ॥
 দশ দিবসের মধ্যে আসিবে সকলে ।
 প্রাণদণ্ড করিব হে বিলম্ব হইলে ॥
 বাঁচিবে বলিয়া যদি সাধ থাকে মনে ।
 ত্বর করি আসিবে সকল কপিগণে ॥
 পাঠাইল সকলেরে বালির নন্দনে ।
 একেলা রহিল রাজবাটীর রক্ষণে ॥
 হইলেক দশকোটি কপি আগুসার ।
 যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার ॥
 জুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে ।
 দশদিনে আইসে সকলে থাকে-থাকে ॥
 কিক্কিঙ্কার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল ।
 সুগ্রীবেরে ভেট (৬) আনি দিল ফুল-ফল ॥

সৈশ্ব দেখি সুগ্রীব ভাবেন মনে মনে ।
 কার্যসিদ্ধি হইবেক বৃষ্টি অশুমাণে ॥
 আইল কটক সব কিক্কিঙ্কা-ভিতর ।
 অসংখ্য বানর সব অতি ভয়ঙ্কর ॥
 কিক্কিঙ্কায় প্রবেশ করিল কপিগণে ।
 চলিল সুগ্রীব রাজা মিত্র-সম্ভাষণে ॥
 সুগ্রীব আপন ঠাটে বলিল বচন ।
 মিত্র-সম্ভাষণে আজি করিব গমন ॥
 সুগ্রীব করিতে যান শ্রীরামে দর্শন ।
 লক্ষ্মণের প্রতি বলে বিনয়-বচন ॥
 বিষ্ণু-অবতার তুমি, রামের সোদর ।
 আপনি চড়হ প্রভু, চতুর্দোলোপর ॥
 তবে চতুর্দোলে আমি চাপিবারে পারি ।
 মিত্র-দরশনে চল, যাই ত্বর করি ॥
 তোমার চরণে মোর এই নিবেদন ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণে যেন সদা থাকে মন ॥
 চতুর্দোলে চড়েন তখন দুই জন ।
 চারিভিতে চামর চুলায় দাসগণ ॥
 পঞ্চ শব্দ বাণ (৭) বাজে করে শঙ্খধ্বনি ।
 কোলাহল করে সবে মহোৎসব গণি ॥
 কলরব শুনিয়া চিন্তেন রঘুমণি ।
 আমা সম্ভাষিতে আসে সুগ্রীব আপনি ॥
 নিকট হইল আসি সুগ্রীব রাজন্ ।
 মনে মনে ভাবে বীর মিত্র-দরশন ॥
 চতুর্দোল হৈতে নামে রাম-বিভুমান ।
 চলি যায় সুগ্রীব পর্বত মালায়ান ॥
 রামের চরণ বন্দে করিয়া প্রণতি ।
 জোড়হাতে দাঁড়াইল সুগ্রীব ভূপতি ॥
 আদরে শ্রীরাম ত্বরে করে আলিঙ্গন ।
 নিকটে বসিতে দিব্য দিলেন আসন ॥

(১) (২) (৩) (৪) পরিশিষ্ট ঋষ্টব্য ? (৫) নাগপতি - বাসুকি । (৬) ভেট - উপহার । (৭) পঞ্চ শব্দ -
 ঢাক ঢোল ঝামাঝা বগড় কাড় - এই পঞ্চ বর্ণবাদের শব্দ ।

করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা রঘুবর ।
 সুগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর ॥
 হরিয়াছ রাম, মম বিপদ সকল ।
 তোমার প্রসাদে মিতা, সকল মঙ্গল ॥
 বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার ।
 সত্যে বন্ধ হইয়াছি ধারি তব ধার ॥
 তোমার প্রসাদে পাইলাম রাজ্যখণ্ড ।
 সকল বানরগণ ধরে ছত্রদণ্ড ॥
 সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে ।
 উপলক্ষ্য (১) কেবল থাকিব তব সনে ॥
 যতেক বানর থাকে পৃথিবী-উপরে ।
 যতেক বসতি থাকে পর্বত-শিখরে ॥
 সে সকল আসিয়াছে আমার সংবাদে ।
 কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্ক্বূদে অর্ক্বূদে ॥
 দুঃস্থ বানর-সৈন্য না হয় গণন ।
 ইহারা যে মনে করে কে করে লঙ্ঘন ॥
 তিনকোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন ।
 প্রবেশিবে সর্বত্র দুর্জয় কপিগণ ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল স্বজন বিধাতার ।
 যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার ॥
 তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার ।
 কোন্ কার্য গণি আমি সীতার উদ্ধার ॥
 আমি কি বলিব প্রভু, তোমার চরণে ।
 উদ্ধার' আপনি সীতা আপনার গুণে ॥
 ইন্দ্র-আদি দেবগণ তোমাতে ধ্যায় (২) ।
 গগনে উদ্ভিত রবি তোমার আজ্ঞায় ॥
 তোমার স্বজন সৃষ্টি এ তিন ভুবন ।
 তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন ॥
 কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল ।
 তবু তব পাদপদ্ম দেখা না পাইল ॥

হেন পাদপদ্ম:দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে ।
 আপনারে ধন্য করি মানি এত দিনে ॥
 আমি ত বানর-জাতি কি বলিতে পারি ।
 মিত্র বল আমারে, সে দয়া আপনারি ॥
 যাবৎ না হয় প্রভু সীতা-উদ্ধারণ ।
 তাবৎ আমার নাহি শয়ন-ভোজন ॥
 সীতারে আনিয়া দিলে তোমার গোচরে ।
 তবে ত কারব রাজ্য কিক্কিষ্কা-নগরে ॥
 সমুদ্র হইয়া রাম কমল-লোচন ।
 সুগ্রীবেরে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন (৩) ॥
 সুগ্রীবের ভাগ্য-কথা কে কহিতে পারে ।
 শ্রীনাথ (৪) দিলেন কোল বনের বানরে ॥
 সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল (৫) ।
 যার প্রতি সদা রাম পরম দয়াল ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব সুহৃৎ ।
 তোমা বিনা আমার কে করিবেক হিত ॥
 অপূর্ব না মানি সূর্য্য হবে অন্ধকার ।
 অপূর্ব না মানি আমি সীতার উদ্ধার ॥
 অপূর্ব না গণি মেঘ বরিষয়ে জল ।
 তোমাতে অপূর্ব মিত্র মানি হে কেবল ॥
 দুই মিত্র পর্বতে করেন সম্ভাষণ ।
 আকাশ মেদিনী জুড়ি আসে কপিগণ ॥
 সহস্র কোটি বানরে আইল শতবলী ।
 যার সৈন্য চলিলে গগনে লাগে ধূলি ॥
 গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন ।
 বানর পঞ্চাশ কোটি সঙ্গে আগমন ॥
 অঞ্জনিয়া বড় ধূম আইল ধূম্রাক্ষ ।
 ত্রিশকোটি কপি ল'য়ে আইল নীলাক্ষ ॥
 বানর সহস্র কোটি সহিত প্রমাথী ।
 আইল আপন সৈন্য আচ্ছাদিয়া ক্রিতি ॥

(১) উপলক্ষ্য-- কারণমাত্র । (২) ধ্যায়-- ধ্যান করে । (৩) আলিঙ্গন-- কোল । (৪) শ্রীনাথ -
 শ্রী (লক্ষ্মী) নাথ (স্বামী, প্রভু) লক্ষ্মীর স্বামী ভগবান । (৫) কপাল-- অদৃষ্ট ।

প্রমাণী বানর বলী ক্ষণে যদি নড়ে ।
 দশ প্রহরের পথ সৈন্য আড়ে জোড়ে ॥
 সস্তর যোজন বীর আড়ে পরিমাণ ।
 সকলে করয়ে যার শরীর বাখান ॥
 হিন্দুলিয়া পর্বতের হিন্দুলিয়া রঙ্গ ।
 বানর সহস্র কোটি সহিত বিহঙ্গ ॥
 বানর সস্তর কোটি লইয়া কেশরী ।
 যাহার বসতি স্থান সে মলয়-গিরি ॥
 পূর্ব হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি ।
 বানর সহস্র কোটি তাহার সংহতি (১) ॥
 ধূম্রাক্ষ আইল ধূম্র স্ত্রীবেব শ্যালা ।
 গগন জুড়িয়া ঠাট যেন মেঘমালা ॥
 সম্পাতি বানর আইল গৌর বর্ণ ধরে ।
 দেখিলে বিপক্ষ যায় পলাইয়া ডরে ॥
 আইল সুষেণ-বৈভৱ রাজার শশুর ।
 তিন কোটি বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর ॥
 ভল্লগণ (২) সহিত আইল জাম্ববান্ ।
 দুর্জয় আইল মহাবীর হনুমান্ ॥
 যুবরাজ আইল সে বালির কুমার ।
 বানর সহস্র কোটি যার পরিবার ॥
 শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি ।
 শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥
 শত কোটি বৃন্দে এক অর্কুদ-গণন ।
 শত কোটি অর্কুদেতে খর্কুদ নিরূপন ॥
 শত কোটি খর্কুদে এক মহাপর্কুদ জানি ।
 শত কোটি মহাপর্কুদে এক শঙ্খ গণি ॥
 শত কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খের গণন ।
 শত কোটি মহাশঙ্খে পদ্ম নিরূপন ॥
 শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি ।
 শত কোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি ॥

শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি ।
 শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী ॥
 শত কোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার ।
 অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥
 নদ নদী বাপী (৩) ঠাট ভাসিল পর্বত ।
 সর্ক ঠাট জুড়ে গেল মাসেকের পথ ॥
 পৃথিবী জুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ ।
 কটকের চাপ (৪) দেখি রামের উল্লাস ॥
 জাগিল মনেতে তাঁর সীতা-উদ্ধারণ ।
 কৃষ্ণবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥

সীতাশেষণে স্ত্রীবেব কর্তৃক পূর্নদিকে
 বানর-সৈন্য প্রেরণ ।

শ্রীরাম বলেন, মিতা, সৈন্য নানা দেশে ।
 পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে ॥
 তুমি যদি জানকীর করহ উদ্ধার ।
 তবে ত আমার ঠাই সত্যে হও পার ॥
 শ্রীরামের ঠাই রাজা ল'য়ে অশুমতি ।
 নানাদিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি ॥
 অর্কুদ অর্কুদ কপি, ওর (৫) নাহি পাই ।
 পর্বতের উপরে বসিতে নাই ঠাই ॥
 স্ত্রীবেব বিনোদ সেনাপতি প্রতি ভণে (৬) ।
 পূর্নদিকে যাও তুমি সীতা-অশেষণে ॥
 বানর সহস্র কোটি তোমার ভিড়ন (৭) ।
 সীতা অশেষিয়া তুমি কর আগমন ॥
 নদ নদী মিলিবে, মিলিবে কত দেশ ।
 সেই সেই স্থানে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
 যত যত পুণ্যদেশ দেখ পুণ্য স্থান ।
 সকল বানর লৈয়া করিবে পয়ান ॥

(১) সংহতি--সঙ্গে । (২) ভল্লগণ--ভালুক স্কন্দ । (৩) বাপী--পুষ্করিণী । (৪) চাপ সমারোহ ।
 (৫) ওর--সীমা । (৬) ভণে বলে । (৭) ভিড়ন--সমাবেশ ।

স্বর্গ হৈতে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে ।
 গঙ্গাদেবী পার হইও কটক সহিতে ॥
 ত্রিহ সরযু নদী পুণ্য তরঙ্গিনী ।
 কোশিকী ত্রিহ বিশ্বামিত্রের ভগিনী ॥
 দুই কূলে গরু চরে, মধোতে গোমতী ।
 গোমতী হইয়া পার পাবে সরস্বতী ॥
 অপূর্ব মলয় দেশ, (১) দেশ কোকনদ (২) ।
 কশ্যপের দেশ যাও পাণ্ডব মগধ ॥
 ব্রহ্মপুত্র তরি বঙ্গে করিহ প্রবেশ ।
 মন্দর-পর্বতে যাইও কিরাতের দেশ ॥
 যাইবে কর্ণাট-দেশ আর শাকদ্বীপে (৩) ।
 কিরাট (৪) জানিবা আছে অপকূপ রূপে ॥
 কনক চাঁপার মত শরীরের বর্ণ ।
 উঠানখানার মত ধরে দুই কর্ণ ॥
 খালা হেন মুখখান, তাত্রবর্ণ কেশ ।
 এক পায়ে চলে পথ বলেতে বিশেষ ॥
 জলের ভিতরে বৈসে মৎস্যবৎ মুখ (৫) ।
 মানুষ ধরিয়া খায়, আইলে সম্মুখ ॥
 বলিয়া মানুষ-ব্যাত্র তাহাদের খ্যাতি ।
 আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি ॥
 সীতা লৈয়া থাকে যদি কিরাতের ঘরে ।
 খুঁজিবে যত্ন করি তথা লক্ষ্মণেরে ॥
 ঋষভ পর্বতে যাইও কিরাতের পরে ।
 নিত্য তথা আসি কেলি দেবগণ করে ॥
 সর্বকালে আইসে তথায় পুরন্দরে ।
 তনু রুচি শচীসহ তাহার উপরে ॥
 তার পূর্বদিকে যাইও ক্ষীরোদসাগর ।
 শ্বেতগিরি দেখিবা সে ক্ষীরোদ-উপর ॥
 শ্বেত নাগ ধরে তথা সহস্র শিখর ।
 সহস্র ফণায় আছে যেন মহেশ্বর ॥

সহস্র ফণায় আছে সহস্রেক মণি ।
 মণির আলোকে তুল্য দিবস রজনী ॥
 ক্ষীরোদ-সাগর করে পৃথিবী ধবল ।
 শ্বেতগিরি শ্বেত কঠের গগনমণ্ডল ॥
 শ্বেত নাগ ধরে শিরে সহস্রেক ফণা ।
 পূর্বদিক ধর্য করে সেই তিন জনা ॥
 সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহারাজ ।
 মহেশ্বর বন্দি গেলে সিদ্ধ হবে কাজ ॥
 উভয় পর্বতে যাইও তার পূর্বদিগে ।
 স্বর্গ তাল-বৃক্ষ তথা আছে চারিযুগে ॥
 মণি-মাণিক্যেতে বাঙ্কিয়াছে তার গুঁড়ি ।
 কনক-রচিত তার শোভিত বাগুড়ি ॥
 দেখিও বানরগণ শিখরে শিখরে ।
 অশ্বেষণ কর তথা দুষ্ট লক্ষ্মণেরে ॥
 তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ ।
 কালোদর-(৬) পর্বতেতে করিহ প্রবেশ ॥
 সে পর্বতে আছে সরোবরে কাল জল ।
 তিন কোটি সর্পী সর্প থাকে সেই স্থল ॥
 সর্পী যদি হাই ছাড়ে সর্বলোক মরে ।
 তার কাছে দেব দৈত্য নাহি যায় ডরে ॥
 নদ নদী গিরি-গুহা খুঁজিহ বিস্তর ।
 সেখানে মিলিতে পারে দুষ্ট লক্ষ্মণের ॥
 তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ ।
 লোহিত পর্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ ॥
 সে পর্বতে আছে এক বড় চমৎকার ।
 ত্রিযোজন নদী, তাহে বিষম পাথার ॥
 তার পূর্বদিকে আছে লোহিত সাগর ।
 দুরন্ত রাক্ষস আছে জলের ভিতর ॥
 অগাধ সলিল তার রক্ত বর্ণ ধরে ।
 চারি যুগ এক বৃক্ষ আছে তার তীরে ॥

(১) (২) (৩) পরিশিষ্ট ঋষ্টব্য । (৪) কিরাট—ব্যাত । (৫) মৎস্যবৎ মুখ—মাছের মুখের মত মুখ লম্বা ও চওড়া । (৬) কালোদর—পরিশিষ্ট ঋষ্টব্য ।

সোনার শিমূল-গাছ সর্ব গায় কাঁটা ।
 সুবর্ণের ফল-ফুল ধরে গোটা গোটা ॥
 জল হৈতে রাক্ষসেরা চড়ে তরুপরে ।
 তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে ॥
 তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ ।
 পূর্ব সাগরের তীরে করিহ প্রবেশ ॥
 আড়ে দীর্ঘে সে সাগর দ্বাদশ যোজন ।
 সাবধানে পার হইও সব কপিগণ ॥
 উদয়-গিরির সর্ব অঙ্গ স্বর্ণময় ।
 পৃথিবী উজ্জল করে সূর্যের উদয় ॥
 তিন লক্ষ দুই শত যোজনের পথ ।
 চক্ষুর নিমিষে সূর্য করে গত্যাত ॥
 মুনিগণ তপ করে যেমন বিধান ।
 বালাখিল্য নামে মুনি বিষত-প্রমাণ (১) ॥
 উদয়-গিরির পূর্বে নাই সূর্যোদয় ।
 অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয় ॥
 সে দেশ কখন নহে আমার গোচর ।
 দেখিয়া উদয়-গিরি ফিরিবে বানর ॥
 যাইতে উদয়-গিরি লাগে একমাস ।
 মাসেকের বাড়া হৈলে সবার বিনাশ ॥
 মাসেকের মধ্যে যে বানর না আইসে ।
 সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥
 বানর-কটক সূত্রীবের আজ্ঞা পায় ।
 সীতার উদ্দেশে তারা পূর্ব দিকে যায় ॥
 কৃষ্ণিবাস কবির কবিহময় বাণী ।
 অদ্ভুত রচিত পূর্ব-দিকের পাঁচনি (২) ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত নুরারি ওঝার নাতি ।
 যঁার কণ্ঠে বিরাজেন সদা সরস্বতী ॥

সীতামেষে সূত্রীব কর্তৃক দক্ষিণ দিকে
 বানর-সৈন্ত-প্রেরণ ।
 দক্ষিণে রাবণ বৈসে সূত্রীব তা জানে ।
 বড় বড় বীর পাঁচে (৩) সেই ত দক্ষিণে ॥
 বালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
 পবননন্দন পাঁচে বীর হনুমান্ ॥
 ঋষভ-কুমুদ পাঁচে রত্ন যোদ্ধপতি ।
 নল নীল পাঁচিলেক (৪) মুখ্য সেনাপতি ॥
 সূত্রীব বলেন, সৈন্য, শুন সাবধানে ।
 সীতার উদ্দেশে যাহ তোমরা দক্ষিণে ॥
 যত নদ নদী দেখ যত দেখ দেশ ।
 যত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ ॥
 উত্তম অধম স্থানে করিহ প্রবেশ ।
 যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ ॥
 কুম্ভবেণী নদী যে নর্মদা গোদাবরী ।
 যাবে অশ্রুযুথ-গিরি, নদী যে কাবেরী ॥
 পাইয়া পর্বত বিক্ষ্য সহস্র-শিখর ।
 নানা ফল-ফুল তথা দিব্য সরোবর ॥
 পরেতে কলিঙ্গদেশ যাইবে উৎকল ।
 মলয়-পর্বতে গিয়া দেখিবে কেরল ॥
 মহেন্দ্র-পর্বতে যাবে অত্যাচ্চ শিখর ।
 সর্বক্ষণ থাকেন তথায় পুরন্দর ॥
 তাহার দক্ষিণে যাইও সাগরের তীর ।
 চন্দনের বন তথা স্নগন্ধি সমীর ॥
 স্নগন্ধি চন্দন নিরখিয়া সারি সারি ।
 সাগরের পারে যাইও স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী ॥
 মৈনাক-পর্বত আছে সাগর ভিতর ।
 সলিল হইতে উঠে সহস্র শিখর ॥
 সোনার পর্বত দশদিকের প্রকাশ ।
 সহস্র শিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ ॥

(১) বিষত প্রমাণ-বৃদ্ধাস্থিত ও কনিষ্ঠাস্থলর শীর্ষ পর্ষাস্ত বিস্তৃত স্থান; অর্ধ হস্ত। (২) পাঁচনি—
 পাঠানো। ৩) পাঁচে—প্রেরণ করে। (৪) পাঁচিলেক—পাঠাইল।

পবনের পিতা সে সূর্য্যের হয় সখা ।
 যার পাপ থাকে তারে নাহি দেয় দেখা ॥
 সাগর ভিতরে আছে সিংহিকা রাক্ষসী ।
 বিষমা রাক্ষসী সেই সর্বলোকে ঘৃষি ॥
 বিষমা রাক্ষসী সেই ছায়া পাইলে ধরে ।
 বার শত জীব জন্তু গিলে একবারে ॥
 সস্তর যোজন তমু আড়ে পরিসর ।
 দু-শত যোজন দীর্ঘ উভে কলেবর ॥
 অর্দ্ধ তমু জলে থাকে অর্দ্ধেক আকাশ ।
 তাহা দেখি বীরগণ না পাইও ত্রাস ॥
 সকল বানর তথা হইও সাবধান ।
 এক লাফে সাগর লজ্জিলে হবে ত্রাণ ॥
 সাগর তরিবা তবে শতক যোজন ।
 সাগরের পারে লঙ্কা, তথায় রাবণ ॥
 চারিদিকে সাগর মধ্যেতে লঙ্কাগড় ।
 দেবতার গতি নাই লঙ্কার নিয়ড় (১) ॥
 খুঁজিবে লঙ্কার মধ্যে জানকী দেবীরে ।
 যতন করিয়া তথা সকল বানরে ॥
 সূত্রীব বলেন, শুন পবন-নন্দন ।
 তুমি সে সাধিবে কার্য্য লয় মম মন ॥
 অগ্নি জল নাহি মান পবনের গতি ।
 তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি ॥
 তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হব পার ।
 তব যশ ঘৃষিবেক সকল সংসার ॥
 তুমি যদি সীতা দেখ তবে আমি সূত্রী ।
 আর কে দেখিবে সীতা ইহা নাহি দেখি ॥
 সূত্রীব রামের প্রতি বলিল বচন ।
 জানাইতে জানকীরে দেহ নিদর্শন ॥
 হনুমান্ সহ তাঁর নাহি পরিচয় ।
 কি জানি বানর দেখি যদি পান ভয় ॥

শ্রীরাম বলেন, শুন সূত্রীব সূত্রী ।
 অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত (৩) ॥
 দিলেন অঙ্গুরী রাম নিজ-নিদর্শন ।
 হাত পাতি নিল তাহা পবন-নন্দন ॥
 বিদায় হইয়া বীর হনুমান নড়ে ।
 পতঙ্গ-শরীর যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ॥
 চলিল সকল ঠাট সূত্রীব-আদেশে ।
 দক্ষিণের পাঁচনি রছিল কৃষ্ণিবাসে ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি ।
 যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী (৩) ॥

সীতাবেষণে সূত্রীব কর্তৃক পশ্চিমদিকে
 বানর-সৈন্য প্রেরণ

যেখানে দেখিবে যত নদ নদী দেশ ।
 সূষণ, সর্বত্র তুমি করিবে প্রবেশ ॥
 সূস্থান কুস্থান না করিহ বিবেচনা ।
 অশেষিবে জানকীরে করিয়া মন্ত্রণা ॥
 সিন্ধু ও মলয়দেশ, (৪) কাবেরীর তীর ।
 ক্রিমিজীব (৫) দেশে যাইও, সে অতি গভীর ॥
 তাহার নিকটে আছে কেতকী-কানন ।
 দিশপাশ (৬) নাহি তার, অনেক যোজন ॥
 দুই পার্শ্বে কেয়াবন দেখিবে অপার ।
 কেয়াবন-কাঁটা যেন করাণ্ডের ধার ॥
 সকল বানর তথা হইও সাবধান ।
 শীঘ্র শীঘ্র গেলে তথা পাইবে হে ত্রাণ ॥
 কেয়াবন এড়িয়া যাইবে তাল-বনে ।
 চুঃখ পাগরিবে সবে সে তাল ভক্ষণে ॥

(১) নিয়ড়—নিকট । (২) প্রতীত—বিশ্বাস-যোগ্য । (৩) ভারতী—সরস্বতী । (৪) পরিশিষ্ট ঐষ্টব্য ।
 (৬) দিশপাশ—ঠিকানা ; স্থির ।

তাহার পশ্চিমে যাইও পাটনে পাটন (১) ।
 হিন্দুলিয়া-গিরি (২) তথা অদ্ভুত-গঠন ॥
 তার পূর্বে সিদ্ধ নদ পশ্চিমে সাগর ।
 তার মধ্যে হিন্দুলিয়া অত্যাচ-শিখর ॥
 অন্বেষণ করিবে সেখানে সর্বগাই ।
 তোমরা করিলে যত্ন, অসাধ্য কি তাই ॥
 তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ ।
 চন্দ্রবান্ পর্বতে হে করিবে প্রবেশ ॥
 পশ্চিমে সাগর-তীর একই যোজন ।
 যত্ন করি সেখানে করিও অন্বেষণ ॥
 চন্দ্রবান্ গিরি করে আলো দশদিগে ।
 সাবধানে খুঁজিও সকলে একযোগে ॥
 বিষ্ণুচক্র সেখানে, অদ্ভুত তার ধার ।
 অশুরের হাড়ে চক্র অদ্ভুত-আকার ॥
 হয়গ্রীব (৩) অশুর মারেন গদাধর ।
 অশুরের হাড়ে চক্র দেখিতে সুন্দর ॥
 সেই অশুরের হাড়ে চক্র সৃষ্টি করি ।
 ধরিলেন করে, তাই নাম চক্রধারী ॥
 সে পর্বতে আরোহিবে সকল বানর ।
 যত্ন করি অশ্বষিহ সীতা-লঙ্কেশ্বর ॥
 তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ ।
 বরাহ-পর্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
 চন্দ্রবান্ ছাড়াইয়া পঞ্চাশ যোজন ।
 বরাহ-পর্বতে যাইও নিশ্চল কাঞ্চন ॥
 বিশ্বকর্মা সৃজিলেন বরুণের ঘর ।
 হীরক-মাণিক্যময় তথা মনোহর ॥
 পুরী আলো করে জ্যোতি, অন্ধকার দূর ।
 অশুর নরক নাম বিক্রম প্রচুর ॥
 বরুণের সহিত সে বৈসে সেই দেশে ।
 তে কারণে বরুণ তাহারে নাহি নাশে ॥

সেখানে হইও সবে আঁত সাবধান ।
 তার হাতে পড়িলে নাহিক পরিত্রাণ ॥
 অপ্রমত্ত রূপ (৪) তনু করিবে তথায় ।
 আমারে করহ মুক্ত এই প্রতিজ্ঞায় ॥
 তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ ।
 সুমেরু পর্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ ॥
 দেখিবে পর্বত সেই কনক-রচিত ।
 সদা ষাটি সহস্র পর্বতে সে বেষ্টিত ॥
 তথা ষাটি সহস্র পর্বতের উদয় ।
 সেই ষাটি সহস্র পর্বত স্নর্গময় ॥
 সোনার খজ্জুর বৃক্ষ সুমেরু-উপরে ।
 দশদিক আলো করে, দশ মাথা ধরে ॥
 তথা আসি করে কেলি শঙ্কর-শঙ্করী ।
 দিবা অস্ত যায়, তথা আইসে শর্করী (৫) ॥
 এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে ।
 নানামত ফুল-ফল আছে যুখে যুখে ॥
 গীত বাণ নৃত্য করে পরম-কৌতুকে ।
 নর্তকী করয়ে নৃত্য, দেখে দেব-লোকে ॥
 পরিসর তিন লক্ষ দুশত যোজন ।
 চকুর নিমিষে সূর্য্য করয়ে গমন ॥
 অপূর্ব পর্বত সেই দেব-অধিষ্ঠান ।
 সুমেরুর উপর সকল রম্য স্থান ॥
 নিমিষেতে সূর্য্যদেব করয়ে গমন ।
 সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য করেন ভ্রমণ ॥
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতল সুমেরু-গোচর ।
 দেবগণ কেলি করে তথা নিরন্তর ॥
 সুমেরু ঘিরিয়া সূর্য্য নিত্য করে গতি ।
 এক দিক দিন হয়, আর দিক রাতি ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ব্যতীত নাহি স্থান ।
 সুমেরুর উপরে সকল অধিষ্ঠান ॥

(১) পাটন—পত্তন; দেশ । (২) হিন্দুলিয়া—বর্তমান বেঙ্গু চিষ্টানের অন্তর্গত হিন্দলাপ পর্বত । (৩) হয়গ্রীব—ষোড়ার গঙ্গার মত গঙ্গাবিশিষ্ট অশুর বিশেষ । (৪) অপ্রমত্ত রূপ—চাপাক চত্বর । (৫) শর্করী—বাঁত্রি ।

সুমেরুর পশ্চিমে সূর্যের নাহি গতি ।
অন্ধকারময়, তথা নাহিক বসতি ॥
তাহার পশ্চিমে নহে গমন আমার ।
সুমেরু-পর্বত দেখি আসিবে আগার ॥
চলিল সকল ঠাট স্ত্রীবি আদেশে ।
পশ্চিম-দিকের যাত্রা রচে কৃষ্টিবাসে ॥

—

সীতাপ্রবেশে স্ত্রীবি কর্তৃক উত্তরদিকে বানর-
সৈন্য প্রবেশ ও গঙ্গা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ।

স্ত্রীবি বলেন, শুন বীর শতবলি ।
তব সৈন্য চলিতে গগনে লাগে ধূলি ॥
বানরের মধ্যে তুমি মুখ্য সেনাপতি ।
চলিবে উত্তর দিকে আমার আরতি (১) ॥
কুমুদ দ্বিবিদ দধিবদন ভূধর ।
আর আর আছে যত প্রধান বানর ॥
শতবলি, বলি হে উত্তর তব দেশ ।
যাত্রা কর শুভ-ক্রমে আমার আদেশ ॥
যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান ।
তথা সীতা অশ্বেষিহ, হ'বে সাবধান ॥
তাহার উত্তরে পাবে দেশ যে বর্ষর ।
হিমালয় গিরি যাবে যথা হিমঘর ॥
সূর্যের কিরণ যেন জন্তু সবে বৈসে ।
ভাগীরথী গঙ্গাদেবী তথা হৈতে আইসে ॥
তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি ।
তথা হৈতে ভগ্নীরথ আনে ভাগীরথী ॥

এমন পুণ্যের স্থান নাহি ত্রিভুবনে ।
ভগ্নীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে ॥
নারায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়া ভুবনে ।
পাপীরে করেন মুক্ত দিয়া দরশনে ॥
কি বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা ।
চারিবেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা ॥
আছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়া ।
গেল সে বৈকুণ্ঠ-পুরী গঙ্গাজল পাইয়া (২) ॥

সূর্য্যবংশে ভগ্নীরথ নামে মহীপাল (৩) ।

গঙ্গা-হেতু তপস্যা করিল বহুকাল ॥
আরাধন ব্রহ্মার করিল বারে বারে ।
তার পর বিষ্ণুর তপস্যা অনাহারে ॥
ভগ্নীরথ নানাবিধ তপস্যা করিল ।
গঙ্গার জন্মের তহু কেহ না বলিল ॥
শিবসেবা করে দশ হাজার বৎসর ।
তবে শিব আইলেন তারে দিতে বর ॥
ভগ্নীরথ বলে, শুন দেব পঞ্চানন ।
গঙ্গা দিয়া রক্ষা কর এই নিবেদন ॥
মম পিতৃ-লোক ভঙ্গ্য হয়েছে পাতালে ।
গঙ্গা-দরশন হৈলে স্বর্গবাসে চলে ॥
গঙ্গাধর বলেন, না জানি সে গঙ্গায় ।
কি জাতি ধরেন গঙ্গা, থাকেন কোথায় ॥
ভগ্নীরথ শুনিয়া ভাবেন দুঃখ মনে ।
আমি কি বলিব প্রভু, তোমার চরণে ॥
অষ্টাবক্র মুনি কহিলেন মোর স্থান ।
আপনি কহিবে প্রভু গঙ্গার বিধান ॥
বসিলেন ধ্যানে শিব মুদিত-নয়নে ।
গঙ্গার জন্ম তহু জানিলেন মনে ॥
ভক্ত-জ্ঞানে মহাদেব তুষ্ট হয়ে গায় ।
গঙ্গা দিয়া ভগ্নীরথে করেন বিদায় ॥

(১) আরতি—আবেশ । (২) রাক্ষসরূপী সৌদাস মহর্ষি বশিষ্ঠ-নিকিণ্ড কমণ্ডলুস্থিত গঙ্গা-বারি স্পর্শে
রাক্ষস হেহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে । (৩) মহীপাল—রাজা ।

আগে যান ভগ্নীরথ করি শঙ্খধ্বনি ।
 হিমালয়ে উঠিলেন দেবী সুরধুনী ॥
 সবে বলে, সাধু, সাধু, ভাল ভগ্নীরথ ।
 গঙ্গা আনি করিলেন তরিবার পথ ॥
 ভুবনের মধ্যে ভগ্নীরথ পুণ্যবান্ ।
 ত্রিভুবনে কেবা ভগ্নীরথের সমান ॥
 সংসার পবিত্র হৈল পরশে গঙ্গার ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালের হইল উদ্ধার ॥
 আইলেন গঙ্গা ভগ্নীরথের কারণে ।
 মহাপাপী স্বর্গে যায় গঙ্গা-দর্শনে ॥
 রাম-নাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ ।
 গঙ্গার মাহাত্ম্য-গীত রচে কৃষ্ণিবাস ॥

বানর-সৈন্যগণের প্রতি স্ত্রীবেশ
 আদেশ ।

হেন হিমালয়-গিরি বহু-আয়তন (২) ।
 তথা যত্নে অশ্বেষিহ জানকী রাবণ ॥
 তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ ।
 তাহার উত্তর দেশে করিহ প্রবেশ ॥
 বিষম দুর্গম অতি ভয়ানক স্থল ।
 বৃক্ষ নাহি, গিরি নাহি, নাহি তাতে জল ॥
 দুই শত যোজনের পথ সেই দেশ ।
 পাইবে অত্যন্ত ভয় করিতে প্রবেশ ॥
 সকল বানর তথা হইও সাবধান ।
 ঝাট যাবে আসিবে, তবে সে পরিভ্রাণ ॥
 কৈলাস পর্বতে যাইও তাহার উত্তর ।
 দশ দিক্ আলো করে সহস্র-শিখর ॥
 যোজন সহস্র নয় তার আয়তন ।
 উভেতে পর্বত লক্ষ গণিত যোজন ॥

তাহাতে অপূর্ব পুরী, পুর-রিপু (৩) যায় ।
 সতত করেন লীলা পার্বতী সহায় ॥
 আর এক অদ্ভুত অলকা নামে পুরী ।
 ধনেশ্বর কুবের তাহার অধিকারী ॥
 তাহার উপরে নদী নামেতে বিমলা ।
 তার জল রাক্ষা বর্ণ, যেন রত্নপলা ॥
 ধনেশ্বর কুবের করেন স্নান তায় ।
 সৃগন্ধি চন্দন-বৃক্ষ তীরে শোভা পায় ॥
 সীতা লৈয়া যদি থাকে তথা দশানন ।
 চতুর্দিকে তাহার করিও অন্বেষণ ॥
 তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ ।
 ত্রিশূল-পর্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
 ত্রিশূল-পর্বত সেই তিন মূর্ত্তি ধরে ।
 চমৎকার হবে তথা সকল বানরে ॥
 এক শূল রূপ তার যেন চন্দ্রকলা ।
 দ্বিতীয় শূলের রূপ যেন মণি-পলা ॥
 অন্য শূল রাক্ষা বর্ণ, সর্বত্র প্রকাশ ।
 ত্রিশূল-পর্বত গিয়া জুড়েছে আকাশ ॥
 সেখানে করিও তরু শিখরে শিখরে ।
 যত্ন করি অশ্বেষিহ সকল বানরে ॥
 তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর ।
 তাহার উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর ॥
 তাহার উত্তরে এক অদ্ভুত আকার ।
 জম্বুবৃক্ষ দেখিবে সে অতি চমৎকার ॥
 স্বর্ণ জম্বু-বৃক্ষ সেই সোনার আকার ।
 তার নামে জম্বুদ্বীপ হইল প্রচার ॥
 সকলের মুখ্য সেই জম্বুদ্বীপ কয় ।
 অগ্নি বত দ্বীপ জম্বুদ্বীপ তুল্য নয় ॥
 তার তলে দেবগণ নিভ্র করে কেলি ।
 তাহার কারণে ইহা জম্বুদ্বীপ বলি ॥

(১) সুরধুনী—গঙ্গাদেবী । (২) বহু আয়তন—বহু-বিস্তৃত । (৩) পুর-রিপু—ত্রিপুরারী মহাদেব ।

চারি ডাল ধরে, যেন পর্বতের চূড়া ।
 লক্ষ যোজনের বেড় সে গাছের গোড়া ॥
 সীতা ল'য়ে যদি থাকে তথায় রাবণ ।
 চারিদিকে সেখানে করিবে অন্বেষণ ॥
 তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর ।
 করিবে গমন আরো তাহার উত্তর ॥
 মন্দর-পর্বত জম্বুদ্বীপের উত্তর ।
 এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর ॥
 সর্বশূলী বলিয়া সে হ্রদের খেয়াতি ।
 আইসেন দেখিতে সে হ্রদ প্রজাপতি (১) ॥
 স্বর্গ হৈতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গা-নীর ।
 কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর ॥
 আমার বচন শুন সর্ব কপিগণ ।
 সাবধানে অন্বেষিবে সীতা দশানন ॥
 তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর ।
 তাহার উত্তর যাবে মহেশ-সাগর ॥
 মহেশ-সাগরে জন্মো বলমূল্য ধন ।
 আড়ে দীঘে সাগর সে শতক যোজন ॥
 অস্তাচল পর্বত সে সাগর ভিতর ।
 জল হৈতে গিরি উঠে সহস্র-শিখর ॥
 দেখিয়া হইবে সবে সভয়-অস্তর ।
 অন্বেষিহ সাবধানে মহেশ-সাগর ॥
 সোনার পর্বতে দশদিক্ সুপ্রকাশ ।
 সহস্র শিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ ॥
 সোনার গঠিত গিরি দেখিতে সূঠাম ।
 শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম ॥
 রাবণ সে মহেশ্বর পূজে সর্বক্ষণ ।
 মহেশের কাছে গিয়া থাকে সে রাবণ ॥

অন্বেষণ করিও হে শিখরে শিখরে ।
 পাইতে পারিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বরে ॥
 কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ দশানন ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিল ত্রিভুবন ॥
 সেবিয়া শিবের পদ দিখিজয় (২) করে ।
 ত্রিভুবন জিনে বেটা শঙ্করের বরে ॥
 দেবগণ যার ডরে একপাশ হয় ।
 সবে মাত্র বালি-স্থানে তার পরাজয় ॥
 তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ ।
 মহীধর-ক্রোড়ে (৩) গিয়া করিহ প্রবেশ ॥
 ক্রোড়-পর্বতেরে দেখি লাগিবেক ভয় ।
 বিষম পর্বত সেই অন্ধকারময় ॥
 দূর হৈতে পর্বত করিবে দরশন ।
 তাহার মধ্যেতে গেলে অবশ্য মরণ ॥
 সে পর্বত রাখিয়া দক্ষিণে কিংবা বামে ।
 তাহার উত্তরে যাবে দ্রোণ গিরি নামে ॥
 দ্রোণগিরি দেখিলে হইবে বড় সুখী ।
 দেব-গন্ধর্বেব আছে যত চন্দ্রমুখী ॥
 বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর ।
 বাস করে সকলে সে পর্বত-উপর ॥
 চন্দ্র-ভেজ নাহি তথা, সূর্যের প্রকাশ ।
 নক্ষত্র নাহিক দেখি, না দেখি আকাশ ॥
 কামিনীগণের ভেজে তথা আলো করে ।
 পুণ্যদা-নামেতে নদী তাহার উপরে ॥
 দুই কূলে আছে তার বংশ অগণন ।
 উভয় তীরের বংশ উপরে মিলন ॥
 য়েচ্ছজাতি (৪) আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর ।
 নদী পার হয় তারা বাঁশে করি ভর ॥

(১) প্রজাপতি—ব্রহ্মা । (২) দিখিজয়—সকল দিক অধিকার । (৩) মহীধর ক্রোড়ে—ক্রোড় পর্বতে ; হিমালয়ের অংশবিশেষ । (৪) য়েচ্ছ—জাতিবিশেষ ; গোমাংসখাদকো যন্ত বিরুদ্ধং বহুভাষতে । সর্বাচার বিহীনশ্চ য়েচ্ছ ইত্যভিধীয়তে—বৃত্তিঃ ।

তাহার উত্তরে যাবে সীতার উদ্দেশে ।
 সেই দেশে বহু লোক হরষিত বৈসে ॥
 যাহা চাবে, তাহা পাবে, মিষ্ট বৃক্ষ-ফল ।
 স্বর্গদ্রব জন্মে তথা সোনার উৎপল (১) ॥
 নানা রত্ন মাণিক্য সে জলেতে উপজে (২) ।
 রক্তবর্ণ নদী-জল মাণিক্যের তেজে ॥
 নানা রত্ন অলঙ্কার পুরুষেতে পরে ।
 কি বর্ণিব অলঙ্কার স্ত্রীলোকে যা ধরে ॥
 অহঙ্কারে নারীগণ ইন্দ্রে না মানিল ।
 ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল ॥
 অহঙ্কারে যেমন না মানিলি আমায় ।
 জীবিত হইবি দিনে রাত্রে মৃতপ্রায় ॥
 সেই শাপে মৃত থাকে সকল রজনী ।
 প্রভাত হইলে বাঁচে সকল সজনী (৩) ॥
 রজনীতে থাকে তারা হয়ে অচেতন ।
 প্রভাতে উঠিয়া করে সঙ্গীত নর্তন ॥
 বহুরত্না পৃথিবী বলেন সর্বজন ।
 কত ঠাই কত স্থিতি না হয় গণন ॥
 সাবধান হৈয়া যাবে যত কপিগণ ।
 যত্নেতে খুঁজিবে তথা জানকী রাবণ ॥
 তাহার উত্তরে যাবে অনন্ত সাগর ।
 তথা হতে হেমগিরি-নাম গিরিবর ॥
 সকল পর্বত মধ্যে হেমগিরি সার ।
 সকল পর্বত জিনি শিখর তাহার ॥
 আকাশেতে যার শৃঙ্গ লাগে সারি সারি ।
 হেমগিরি সম গিরি জগতে না হেরি ॥
 তাহার উত্তরে নাই ভাস্করের গতি ।
 অঙ্ককারময় তথা, নাহিক বসতি ॥

তাহার উত্তরে নাই আমার গমন ।
 সে পর্য্যন্ত খুঁজিয়া ফিরিবে সর্বজন ॥
 এই কহিলাম জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি ।
 এই অবধি আছে জীব-জন্তুর বসতি ॥
 সকল দেশের কথা কহিনু সবাকৈ ।
 যে দেশে থাকেন সীতা উদ্ধারিবে তাঁকে ॥
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতল এই তিন স্থান ।
 ইহা বিনা স্থিতি নাহি শাস্ত্রের বিধান ॥
 যত দেশ কহিলাম যাইবে সাহসে ।
 সীতাদেবী আনি দিবে শ্রীরামের পাশে ॥
 আনিতে না পার যদি সীতা ঠাকুরাণী ।
 আমি গিয়া তাহার করিব হানাহানি (৪) ॥
 মাসেকের মধ্যেতে আসিবে বীরগণ ।
 অধিক হইলে তার অবশ্য মরণ ॥
 অগ্নি সাক্ষী করি করিয়াছি অঙ্গীকার ।
 প্রাণপণে আমি সীতা করিব উদ্ধার ॥
 সর্বস্থানে যাব আমি যতদূর সংখ্যা (৫) ।
 তার পর প্রবেশিব স্বর্গপুরী লঙ্কা ॥
 মালসাট মারে বহু দেয় করতালি ।
 মেঘের গর্জনে গর্জে বীর শতবলী ॥
 কি কার্য্যে পাঠাও রাজা এত সেনাগণ ।
 আমি আনি দিকু সীতা মারিয়া রাবণ ॥
 পাতালে থাকেন সীতা, পাতালে প্রবেশি ।
 সাগরে থাকেন যদি, তাহা আমি শুনি ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, কেন, আকুলিত-প্রাণ ।
 সীতা উদ্ধারিব আমি হ'য়ে যত্ববান ॥
 কি হেতু শ্রীরাম, তুমি মনে ভাব আন ।
 একেলা রাবণ মোর না ধরিতে টান (৬) ॥

(১) উৎপল—পদ্ম । (২) উপজে—উৎপন্ন হয় । (৩) সজনী—স্ত্রী । (৪) হানাহানি—মারামারি ।
 (৫) সংখ্যা—গণনা ; সীমা । (৬) টান—আকর্ষণ ; বেঁচনি . এখানে শক্তি সহ করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

আসিতে যাইতে মোর যে হউক ব্যাধ (১) ।
অবিলম্বে দেখা দিব সিদ্ধ করি কাজ ॥
শুনি শতবলীর সে বিক্রম-বচন ।
ভরসা পাইল মনে স্ত্রীকীৰ্ত্তন ॥
চলিল সকল ঠাট স্ত্রীকীৰ্ত্তন-আদেশে ।
উত্তর দিকের যাত্রা রচে কৃষ্ণিবাসে ॥

স্ত্রীকীৰ্ত্তন-স্ত্রীকীৰ্ত্তন-সংবাদ ও উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমে
সীতার উদ্দেশ না পাইয়া বানরগণের
প্রত্যাগমন ।

নদ নদী পর্বতের শুনিয়া ত নাম ।
স্ত্রীকীৰ্ত্তনের জিজ্ঞাসা যে করিলেন রাম ॥
সাগর পর্বত দ্বীপ পৃথিবীর অস্ত ।
কেমনে জানিলে মিত্র, কহ সে বৃহস্পতি ॥
কহেন স্ত্রীকীৰ্ত্তন, শুন রাম গুণাধার ।
বালি-ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার ॥
সপ্তদ্বীপা মহী বালি নিমিষেকৈ যায় ।
কোন দেশে যাব, আমি, না দেখি উপায় ॥
যে দেশে যাইব আমি, তথা বালি যাবে ।
মুহূর্ত্তেকৈ দেখা পেলেন তখনি মারিবে ॥
বালি-সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ফিরি সে কারণে ॥
এক দিন এক স্থানে না থাকি কোথায় ।
বড় ভয়, বালিরাজ যদি দেখা পায় ॥
দেখা পেলেন প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠুর ।
সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর ॥
সাগর পর্বত নদী দেশ দেশান্তর ।
সর্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরন্তর ॥

স্বাবর জন্ম আদি এ তিন সংসার ।
প্রতি স্থানে ভ্রমণ করি হে শতবার ॥
যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অস্ত ।
সে কারণে জানি মিত্র, সকল বৃহস্পতি ॥
পূর্ব কথা কহিলাম তোমার গোচরে ।
সর্ব তত্ত্ব জানিলাম সে বালির ডরে ॥
ঋষ্যমুক-কথা যে কহিল হনুমান্ ।
সে কারণে করিলাম হেথা অবস্থান ॥
চারি পাত্র ভ্রমিতাম হ'য়ে সঙ্কুচিত ।
তোমার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে পূজিত ॥
এইরূপে দুই মিত্রে প্রত্যহ সন্তাষ (২) ।
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ এক মাস ॥
এক দিন পূর্বদিক হইতে স্মৃতি ।
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি ॥
না শুনি সীতার বার্তা আর্ন্ত (৩) রঘুবীর ।
আইল পশ্চিম দেখি সুষেণ স্ত্রীকীৰ্ত্তন ॥
পশ্চিম উত্তর পূর্ব তিন দিক্ দেখে ।
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে ॥
নানা গিরি ভ্রমি খুঁজি বহু দেশ ।
কোন দেশে না পাইলুম সীতার উদ্দেশ ॥
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মুচ্ছিত ।
তাঁহারে প্রবোধ দেয় স্ত্রীকীৰ্ত্তন স্ত্রীকীৰ্ত্তন ॥
দক্ষিণ-দিকেতে প্রভু রাবণের ঘর ।
সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর ॥
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
কার্য্য-সম্পাদক (৪) সঙ্গে বীর হনুমান্ ॥
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান্ ।
অবশ্য সাধিবে কার্য্য কিছু নহে আন ॥
তব কার্য্যে হনুমান্ বড়ই তৎপর ।
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর ॥

(১) ব্যাধ—দেবী । (২) সন্তাষ—কথাবার্তা । (৩) আর্ন্ত—কাতর । (৪) কার্য্য-সম্পাদক—মন্ত্রী ।

বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান্ মহাশয় ।
হনুমান্ পাবে সীতা না করিহ ভয় ॥
স্থির হইলেন রাম রাজার আশ্রাসে ।
রচিলা কিক্কাকাণ্ড কবি কৃষ্টিবাসে ॥

—

বাম-নাম-মাহাত্ম্য ।

রাম-নাম বল ভাই, মুখে বার বার ।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর ॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে ।
অশ্বমেধ-ফল পাবে রামায়ণ শুনে ॥
এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা ।
পাদ-স্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা ॥
পার কর রামচন্দ্র, পার কর মোরে ।
দীন দেখি নৌকা রাম ল'য়ে গেলে দূরে ॥
যার সনে কড়ি ছিল, গেল পার হ'য়ে ।
কড়ি বিনা পার করে, তারে বলি নেয়ে (১) ॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র-মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান ।
তারে যদি পার কর তবে জানি রাম ॥
যোগ ষাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে ।
তারে কি তরাবে রাম, তরে নিজ গুণে ॥
মোর সনে কড়ি নাই, পার হব কিসে ।
কর বা না কর পার, কুলে আছি ব'সে ॥
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে (২) ।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু, আপনি সে গড়' ।
সর্প হ'য়ে দংশ তুমি, ওঝা হ'য়ে ঝাড় ॥

সকলি তোমার লীলা, সব তুমি পার ।
হাকিম হ'য়ে হুকুম দেও, পেয়াদা হ'য়ে মার ॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে ।
পতিত-পাবন (৩) নাম কি গুণে ধরিবে ॥
সাধুজনে তরাইতে সর্বদেব পারে ।
অসাধু তরান যিনি, ঠাকুর বলি তাঁরে ॥
অহল্যা পাষণ হ'য়ে ছিল দৈববশে ।
মুক্তিপদ (৪) পাইল, তব চরণ-পরশে ॥
পার কর রামচন্দ্র রঘু-কুল-মণি ।
ত্রিবারে দুটি পদ করেছ তরণী ॥
তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব ।
বাজন-নূপুর (৫) হ'য়ে চরণে বাজিব ॥
রাম-নদী ব'য়ে যায় দেখহ নয়নে ।
তাহে স্নান কর গিয়া, কৃষ্ণে বসি কেনে ॥
হেদে রে পামর লোক পার হবি যদি ।
মন ভরি পান কর, ব'য়ে যায় নদী ॥
সে নদীর মধ্যে নাই কুস্তীর হাঙ্গর ।
ঝড় বৃষ্টি না পাইবে তাহার উপর ॥
পিয় স্বচ্ছ স্নানীতল স্নমধুর জল ।
কোথায় চলিয়া যাবে অস্তরের মল ॥
যতই করিবে পান না মিটিবে আশা ।
জল পিতে পিতে পুনঃ বাড়িবে পিপাসা ॥
বারেক বাইলে রাম-নদীয় ওপার ।
এ পারে আসিতে নাহি হয় পুনর্বার ॥
মৃত্যুকালে বারেক যে 'রাম' বলি ডাকে ।
সে-ই স্বর্গে যায়, যম দাঁড়াইয়া দেখে ॥
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি ।
হেলায় তরিয়ে যাবে, মুখে বল হরি ॥

—

(১) নেয়ে—নাবিক । (২) ভালে ভালে—সুন্দর রূপে । (৩) পতিত-পাবন—যিনি পতিত (নীচ)-কে উদ্ধার করেন । (৪) মুক্তিপদ—মুক্তিস্থান; এখানে পরিত্রাণ অর্থে প্রযুক্ত । (৫) বাজন-নূপুর—শস্যায়মান নূপুর ।

সীতার অন্বেষণার্থ বানরগণের
দক্ষিণ-পাতালে প্রবেশ ।
তিন দিকে বিফল হইল অন্বেষণ ।
দক্ষিণ-দিকের কথা শুনহ এখন ॥
দক্ষিণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াস (১) ।
বিন্ধ্যগিরি অন্বেষিতে গেল এক মাস ॥
মাসেকের অধিক হইলে লাগে ডর ।
জীবনের আশা ছাড়ে সকল বানর ॥
বিষম দণ্ডক-বন নাহিক উদ্দেশ ।
তাহাতে বানর-সৈন্য করিল প্রবেশ ॥
পূর্বের তথা ছিল এক ব্রাহ্মণ-তনয় ।
দশবর্ষ-বয়স্ক সুন্দর অতিশয় ॥
ঐ বনের বনজন্তু তাহারে মারিল ।
পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বনেরে শাপ দিল ॥
তদবধি ফল-জল নাহিক প্রচার ।
কোন জীব-জন্তু তথা নাহিক সঞ্চার ॥
হেন বনে বানরেরা করিল প্রবেশ ।
তথা না পাইল তারা সীতার উদ্দেশ ॥
অন্য বন দেখিলেক তাহার সম্মুখে ।
জানকীর অন্বেষণে সেই বনে ঢুকে ॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর ।
দেখে এক রাক্ষস দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
ধাইয়া আইল সে বানর খাইবারে ।
রুষিল অঙ্গদ বীর যুঝিতে হাঁকারে ॥
আয় বেটা, বুঝি তুই লঙ্কার রাবণ ।
আমরা করিয়া ভ্রমি তোর অন্বেষণ ॥
অঙ্গদে রাক্ষসে লাগি গেল হুড়াহুড়ি ।
হুড়াহুড়ি হইয়া উভয়ে জড়াহুড়ি ॥
কেহ করে নাহি জিনে, উভয়ে সোসর ।
আঁচড়ে কামড়ে দৌছে, হইল জর্জর ॥

কণে হেঁট (২) অঙ্গদ, সে কণেক উপরে ।
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে ॥
অঙ্গদ মুকুটি (৩) মারে রাক্ষসের বুকে ।
অচেতন হইল সে, রক্ত উঠে মুখে ॥
রাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে ।
কিন্তু সীতা না পাইয়া সবে দুঃখী মনে ॥
বিষাদেতে কপি সব বৈসে বৃক্ষ-তলে ।
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরের বলে ॥
আইলাম জানকীর জানিতে বিশেষ ।
হইল মাসের উর্ক, না যাইব দেশ ॥
সীতা না দেখিয়া যাব সূত্রীবের পাশ ।
জীবনের আশা নাই, অবশ্য বিনাশ ॥
অঙ্গদের বাক্যে সবে হ'য়ে একমতি ।
বন ডাল উটকিল (৪) করি পাঁতি-পাঁতি (৫) ॥
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদ-কথা ।
খুঁজিলাম সর্ব বন আর পাব কোথা ॥
সত্য করিয়াছেন যে খুড়া মহাশয় ।
সীতা উদ্ধারিতে আমি করিষু নিশ্চয় ॥
চারিদিকে বীরগণ গেছে দূর-দেশে ।
দেখ দেখি কোন বীর কি করিয়া আসে ॥
যে হোক সে হোক ভাবি আপন কল্যাণ ।
সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রাম-স্থান ॥
সীতা না পাইলে হবে সবার মরণ ।
আগে মরিবেন রাম, শেষে অন্ত জন ॥
তার পর লক্ষ্মণ মরিবে তাঁর শোকে ।
অনন্তর সূত্রীব যাইবে যম-লোকে ॥
চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা(৬)বিল ।
জল নাই, পক্ষী তথা করে কিল-কিল ॥
খাল জোল না দেখি, নিকটে নাহি জল ।
নানা পক্ষি-কলরব শুনি যে কেবল ॥

(১) প্রয়াস—যত্ন ; চেষ্টা । (২) হেঁট নীচে । (৩) মুকুটি—কিল । (৪) উটকিল—খুব ভাল করিয়া
ধেছিল । (৫) পাঁতি-পাঁতি—তন্ন তন্ন করিয়া দেখা । (৬) এক গোটা একটা ।

আশ্চর্য্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে ।
 জ্ঞান নাই, শব্দ শুনি কিসের কারণে ॥
 কেহ বলে, দেখ দেখি হয় কি কারণ ।
 দাণ্ডাইয়া ভাবে তথা সব কপিগণ ॥
 বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে ।
 লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে ॥
 চারিদিকে চাহে, নাহি হয় দরশন ॥
 শাখায় শাখায় ফিরে শাখা-মৃগগণ (১) ॥
 গাছে থাকি দেখে তারা সুড়ঙ্গের দ্বার ।
 চন্দ্র-সূর্য্য দীপ্তি নাই, মহা অন্ধকার ॥
 সুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে ।
 যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে ॥
 যে হোক সে হোক করি সাহসেতে ভর ।
 সকল বানর যায় সুড়ঙ্গ ভিতর ॥
 হাতাহাতি (২) করি যায় সকল বানর ।
 যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর ॥
 দৈবে হয় হোক আমা-সবার মরণ ।
 বুঝিব ইহার মর্ম্ম, জানিব কারণ ॥
 সুড়ঙ্গে প্রবেশি, এই করিয়া বিচার ।
 সুড়ঙ্গে চলিল সবে, মহা অন্ধকার ॥
 অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি লড়ি (৩) ।
 হুড়াহুড়ি করে কেহ কারো গায়ে পড়ি ॥
 হাতাহাতি যায় সবে, না পায় সঞ্চার ।
 সকল বানর তবে ভাবিল অসার ॥
 দেখিতে না পাই কিছু, যাইব কেমনে ।
 কিরে চল উঠি গিয়া, মরি কি কারণে ॥
 কেহ বলে নামিয়াছি, যা হবার হবে ।
 এসেছি সুড়ঙ্গ-পথে, কেন কিরে যাবে ॥
 অন্ধকারে চলি যায়, নাহি দেখে বাট ।
 পিপাসায় সকলের গলা হৈল কাঠ ॥

অন্ধকারে যায় সবে, আগে হনুমান ।
 হাতে লড়ি করি যেন সকলেতে যান ॥
 আগে হনুমান বীর চলিল সাহসে ।
 অন্ধ লোক চলে যেন পড়ে আশে-পাশে ॥
 বীরগণ বলে, শুন পবন-নন্দন ।
 প্রকাশ (৪) পাইব গেলে কতক যোজন ॥
 আর কত পথ গেলে পাইব প্রকাশ ।
 হনুমান কহে, কেহ না করিহ ত্রাস ॥
 আমি সঙ্গে যাব, তবে বিষম কি আছে ।
 সকল বানর-গণ আইস মোর পাছে ॥
 যোজন সাতক গেলে তবে হই পার ।
 এক গৃহ আছে তথা অদ্ভুত আকার ॥
 হনুমানের বাক্যেতে সাহসে করি ভর ।
 ধীরে ধীরে চলে তথা সকল বানর ॥
 মহাবীর হনুমান বুদ্ধে বৃহস্পতি ।
 সবারে করিল পার করি হাতাহাতি ॥
 ধর্ম্মে ধর্ম্মে (৫) সকল সঙ্কটে হ'য়ে পার ।
 দেখিতে পাইল গৃহ অদ্ভুত-আকার ॥
 সোনার প্রাচীর তার স্বর্ণময় গাছ ।
 স্বর্ণপদ্ম জলে দেখে, স্বর্ণময় মাছ ॥
 পুরীগান দেখিল সকল স্বর্ণময় ।
 দেখিয়া বানর-গণ হইল বিস্ময় ॥
 অপূর্ব্ব পুরীর শোভা, স্বর্ণময় বেশ ।
 সবে বলে হনুমান এই কোন্ দেশ ॥
 নানা ফুল-ফল দেখি, সুগন্ধ বাতাস ।
 ক্ষুধাতুর সকলে খাইতে করে আশ ॥
 অন্নজল পেটে নাই ক্ষুধায় পীড়িত ।
 ফল-ফল দেখি মনে সবে হরষিত ॥
 পুরীর ভিতর মাত্র এক কন্ডা আছে ।
 সকল বানর গেল সে কন্ডার কাছে ॥

(১) শাখা-মৃগগণ—বানর সকল । (২) হাতাহাতি—হাত ধরাধরি করিয়া । (৩) লড়ি—লাঠি ।
 (৪) প্রকাশ—আলো । (৫) ধর্ম্মে ধর্ম্মে—ভাগ্যে ভাগ্যে ।

ত্রিশত প্রকোষ্ঠ গেল, ভিতর-আবাস ।
 কণ্ডার রূপেতে করে জগৎ প্রকাশ ॥
 সুন্দরী সে কণ্ডা, বৃষ্টি হরের ঘরণী ।
 রত্না তিলোত্তমা কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
 শোভিত যুগল ভুরু যেন কাম-ধনু ।
 কপালে সিন্দূর-কোঁটা প্রভাতের ভাসু ॥
 চন্দন চন্দ্রমা কোলে কঙ্কলের বিন্দু ।
 ক্রয়ুগ উপরেতে উদয় অর্ক ইন্দু ॥
 বিন্দু বিন্দু গোবোচনা (১) শোভা করে অতি ।
 অলকাতিলকা-(২) বেথা অর্ক অর্ক পাঁতি ॥
 রতন-রঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব ।
 রাজহংস জিনি ধ্বনি নৃপূরের রব ॥
 করে শঙ্খ কঙ্কণ কিক্কিণী কটিমাঝে ।
 রতন-নৃপূর পায় রুণুবুধু বাজে ॥
 পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্ট-রূপে প্রবালের ঝাঁপা ।
 গৌর গায় গন্ধ করে গন্ধরাজ চাঁপা ॥
 ছড়া ছড়া বাজুবন্দ শঙ্খের উপর ।
 যেখানে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর ॥
 দুই পায়ে শোভিত করেছে গোটাঙ্গল ।
 ব্রহ্মচারী আদি লোক দেখিয়া পাগল ॥
 পুরীর ভিতর কণ্ডা আছে একেশ্বরী ।
 কণ্ডা-রূপে আলো করে রসাতল-পুরী ॥
 তাহার সাকলে বন্দে কণ্ডার চরণ ।
 জোড়হাতে বলে বীর পবন-নন্দন ॥
 আমরা বানর পশু, বনে করি বাস ।
 কুধায় না দেখি পথ লাগিয়াছে দিশা (৩) ॥
 রাজভয়ে গণিয়াছি জীবন অসার ।
 খাল জোল বন আদি চাহিনু সংসার ॥

দুর্জয় পাতালেতে আমরা সবে আসি ।
 তোমা দেখি বাঁচিলাম মনে হেন বাসি ॥
 হইলাম বড় তুষ্ট তোমাতে দেখিয়া ।
 পরিচয় দেহ কণ্ঠে, তুমি কার প্রিয়া ॥
 বড়ই কাতর মোরা হয়েছি এখন ।
 পরিচয় দেহ কণ্ঠে, তুমি কোন্ জন ॥
 কাহার বসতি-ঘর, কার সরোবর ।
 রূপা করি কহ কণ্ঠে, শুনি অবাস্তর (৪) ॥
 অপূর্ব পুরীর শোভা দিব্য সরোবর ।
 কার পুরী আইলাম, বড় বাসি ডর ॥
 কণ্ডা বলে, শুন বীর মম পরিচয় ।
 স্মেরু পর্বত-শ্রেষ্ঠ মম পিতা হয় ॥
 সম্ভবা আমার নাম, হেমা মোর সখী ।
 হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখি ॥
 এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে ।
 আমা অগোচরে কেহ আসিতে না পারে ॥
 ময় নামে দানবের রচিত আবাস ।
 হেমা সহ করে ময় এইখানে বাস ॥
 নৃত্যেতে নর্তকী হেমা, গানেতে গায়নী (৫) ।
 রূপে গুণে বেশে হেমা ত্রিভুবন-জিনি ॥
 রূপে ময়-দানবেরে মুগ্ধ করে হেমা ।
 ভোগ-সুখে সদা রহে, নাহি তার ক্ষমা ॥
 জোগায়ে ময়ের মন হেমা পায় ক্লেশ ।
 কাতর পীড়িত হেমা, প্রায় তমু শেষ ॥
 দানবের অত্যাচারে পলায়েছে ত্রাসে ।
 দানব গিয়াছে সেই হেমার উদ্দেশে ॥
 যেখানে পাইবে তারে, আনিবে ধরিয়া ।
 এই বেলা পলাও হে সেই পথ দিয়া ॥

(১) গোবোচনা—গরুর মস্তকস্থ উজ্জল পীতবর্ণ জব্য বিশেষ । (২) অলকা-তিলকা—পাতাকাটা কপালে
 চন্দনাদি দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোঁটা, নাকে তিলকূলের মত চিহ্ন ও গালে কবচ ফুলের মত চিত্র করণ ।
 (৩) দিশা—দ্বিগ্ভ্রম । (৪) অবাস্তর—প্রসঙ্গের বাহিরের কথা । (৫) গায়নী—গায়িকা ।

বড়ই দুঃস্থ সে দানব দুষ্ট জন ।
 এখান হইতে যাহ যত কপিগণ ॥
 কোন্ জন হইতে পাইলে উপদেশ ।
 দুর্জয় পাতালে কেন করিলে প্রবেশ ॥
 শীঘ্র যাহ বিলম্ব কি হেতু কর আর ।
 দানব আইলে কারো নাহিক নিস্তার ॥
 হনুমান্ বলে, কণ্ঠে, শুন বিবরণ ।
 আমরা রামের দূত যত কপিগণ ॥
 রামচন্দ্র দশরথ-রাজার কুমার ।
 সর্বজ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার ॥
 আইলেন পিতৃ সত্য পালিতে কানন ।
 তাঁর সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষ্মণ ॥
 শ্রীরাম-রমণী সীতা পরমা সুন্দরী ।
 স্বভাবতঃ সততঃ রামের সহচরী ॥
 বনে বাস করিয়া ছিলেন তিন জন ।
 রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ ॥
 সীতার বিরহে রাম হইয়া কাঁতর ।
 বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর ॥
 দৈবযোগে সুগ্রীবের সহিত মিলন ।
 হইলেক উভয়ের সখ্য-সংঘটন ॥
 বালি বধি রাম রাজ্য দিলেন সুগ্রীবে ।
 সুগ্রীব করিল সত্য সীতা উদ্ধারিবে ॥
 সুগ্রীবের আদেশেতে আমি নানা দেশ ।
 অত্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ ॥
 মাসেকের তরে রাজা করিল নিশ্চয় ।
 মাসের অধিক হৈলে বড় বাসি ভয় ॥
 গাছ হৈতে দেখিয়া আমরা এ সকল ।
 জলের উদ্দেশে আইলাম এই স্থল ॥
 মুখে কথা কহে, তারা ফল পানে চায় ।
 মনে গোলপাড়া করে, কণ্ঠারে ডরায় ॥

বানর দেখিয়া ফল হইল বিকল ।
 সাধ হয়, পেড়ে খায় কাঁচা পাকা ফল ॥
 বানরের ইচ্ছা বৃদ্ধি কণ্ঠা মনে গণে ।
 ফল খাইবারে কণ্ঠা বলিল আপনে ॥
 বড়ই ক্ষুধার্ত দেখি হইল মমতা ।
 কণ্ঠা বলে, ফল খাও, দিলাম সর্ব্বথা (১) ॥
 ইচ্ছামত ফল খাও, যত আসে মনে ।
 শুনি হরষিত হৈল যত কপিগণে ॥
 একে চায়, আর আত্মা পাইল বানর ।
 লাফ দিয়া উঠে গিয়া গাছের উপর ॥
 দুই হাতে ফল খায়, ভাগে আর ডাল ।
 মধু-গন্ধে পাতা খায় পূর্ণ করি গাল ॥
 পক ফল লইয়া বসিল শাখী'পরে (২) ।
 ক্ষুধায় কাঁতর, খায় যত পেটে ধরে ॥
 কতগুলি পাকা ফল নিসুড়িয়া খায় ।
 আধ-খাওয়া করি কত টানিয়া ফেলায় ॥
 কত বা কামড়ি খায়, কত ফল চুষি ।
 উদর পূরিলা রসে, মনে মনে খুসি ॥
 ফল-মূল খাইয়া করিল মাথা হেঁট ।
 নড়িতে চড়িতে নারে, নেউয়া(৩) হৈল পেট ॥
 করিয়া বানর-গণ উদর পূরণ ।
 নিবেদন করি বন্দে কণ্ঠার চরণ ॥
 প্রসাদেতে গেমার খণ্ডিল সব ক্রেশ ।
 কোন্ পথে বাহিরিব, কহ উপদেশ ॥
 যাবৎ এখানে কণ্ঠে, দানব না আসে ।
 তাবৎ বাহির হৈয়া যাই অগ্ন দেশে ॥
 বড় ভয় হয়, কণ্ঠে, দানবের তরে ।
 হরায় বাহির কর সকল বানরে ॥
 পথ দেখাইতে কণ্ঠা আপনি চলিল ।
 সকল বানর তার পাছে গোড়াইল ॥

(১) সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারে; এখানে সম্ভ্রুতি । (২) শাখী'পরে—গাছের উপরে । (৩) নেউয়া—লাউয়ের মত ।

পলায় বানর-গণ পাছু পানে চায় ।
 দানব আসিয়া পাছে পশ্চাতে খেদায় ॥
 পরাণে মারিবে সবে, কার নাহি রক্ষা ।
 উপায় কেবল দেখি এ কন্যা সপক্ষা (১) ॥
 খুড়ঙ্গের দ্বারে কন্যা হইয়া বাহির ।
 দেখায় বানর প্রতি সাগর গভীর ॥
 এই জল দেখ সবে সাগর দক্ষিণ ।
 বিক্রান্তি মলয়-গিরি দেখহ প্রবীণ ॥

শ্রীরামের আগে ষাটি সহস্র বৎসর ।
 অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥
 বায়ীকি বন্দিয়া কৃষ্টিবাস বিচক্ষণ ।
 শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ ॥
 অসীম রামের গুণ, কি বলিতে জানি ।
 মরা-মন্ত্র জপিয়া বায়ীকি হৈল মুনি ॥
 তারক-ব্রহ্ম (২) রাম-নাম অনন্ত মহিমা ।
 চারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা ॥
 চণ্ডালে করিল দয়া বড়ই করুণ ।
 পাষণেতে নিশান রহিল তাঁর গুণ ॥

সীতাষেযণে অঙ্গদাধির মন্ত্রণা ।

পাতাল হইতে উঠি সকল বানর ।
 জোড়-হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদ-গোচর ॥
 পাতালে প্রবেশি মোরা সকল বানর ।
 কোথাও না দেখিলাম সীতা লঙ্কেশ্বর ॥
 বলেন অঙ্গদ বীর হে বানরগণ ।
 সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন ॥
 সীতা-বার্তা জানিতে হইল এক মাস ।
 মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ ॥

অঙ্গের যে ইউক, মম সংশয় জীবন ।
 স্মৃগীব মারিতে মোরে করিয়াছে পণ ॥
 পিতারে মারিতে যার না হৈল মমতা ।
 পুত্রেরে মারিবে সে যে, এ বা কোন্ কথা ॥
 দক্ষিণ হস্তেতে রাম অগ্নি সাক্ষী করে ।
 যত হিত করিলেন, সকল পাসরে ॥
 আমি যুবরাজ নহি পিতা বিতুমানেরে ।
 সে পদ দিলেন রাম আমারে বিধানেরে ॥
 খুড়ার গণনে নহে আমার সম্বন্ধ ।
 আমাকে মারিতে খুড়া করেন প্রবন্ধ ॥
 আমারে মারিবে খুড়া না হয় খণ্ডন (৩) ।
 আমার নিস্তার নাই শুন কপিগণ ॥
 জোড়-হাতে কপিগণ কহিছে কাহিনী (৪) ॥
 জীবনের আশা নাই, ত্যজিব পরাণী ।
 তারক বানর ছিল বুদ্ধে বৃহস্পতি ।
 অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম প্রকৃতি ॥
 স্মৃগীবের ভয় হেতু না যাইব দেশ ।
 সকলে পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ ॥
 রাজযোগ্য আছে তথা সোনার আবাস ।
 পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস ॥
 ফুল-ফল পাব তথা, জল সুবাসিত ।
 স্মৃগীবের ভয় তুমি না কর কিঞ্চিৎ ॥
 কি করিবে স্মৃগীব শ্রীরাম শ্রীলক্ষ্মণ ।
 কোন ভয় না করিহ, শুন মিত্রগণ ॥
 নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল-ভুবনে ।
 কি করিবে স্মৃগীব রাজা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 তারকের বাক্যে সবে দিল অনুমতি ।
 মনে মনে হনুমান করেন যুক্তি ॥
 প্রমাদ-বচনে ভাবে হনুমান বীর ।
 আপনার মনে বুদ্ধি করিলেন স্থির ॥

(১) সপক্ষা—অনুকূল ; সহায়স্বরূপা । (২) তারক-ব্রহ্ম—ত্রাণকারী ভগবান । (৩) খণ্ডন—দূর ।
 (৪) কাহিনী—কথা ; প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য ; ইহা সত্য মিথ্যা দুই প্রকারেরই হইতে পারে ;

মোর বিচ্যুতানে রাম-কার্যে হয় হানি ।
 সস্তার মধ্যেতে হনুমান্ কহে বাণী ॥
 হনুমান্ বলেন, অঙ্গদ যুবরাজ ।
 এক কার্যে আসি তুমি কর অশ্রু কাজ ॥
 কোন্ যুক্তি কর তুমি ল'য়ে কপিগণ ।
 তোমার উচিত নহে এসব কখন ॥
 পলাইয়া যাবে তুমি পাতাল-ভুবনে ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না ভাবিলে কেন মনে ॥
 পলাইবা কোথায় সূত্রীব সব জানে ।
 পলাইয়া বাঁচিতে নাহিবে কোন খানে ॥
 উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর ।
 তোমার সহিত কেবা পলাবে বানর ॥
 স্ত্রী-পুত্র লইয়া করে কিক্কিক্যায় বাস ।
 তোমা লাগি কে ছাড়িবে স্ত্রী-পুত্রের আশ ॥
 তোমা হেন স্ত্রী-পুত্র ছাড়িবে কোন জন ।
 একাকী কেবল তুমি ফের বনে-বন ॥
 মনে কর পলাইয়া পাব অব্যাহতি ।
 যত কাল জীব, তব থাকিবে অখ্যাতি ॥
 তোমার বাপেরে রাম, মারে এক বাণে ।
 তাঁর হাত ছাড়াইবা গিয়া কোন্ খানে ॥
 সূত্রীব বলেন যদি স্ত্রীরামের প্রতি ।
 পাতালে বসিয়া তুমি না পাবে নিষ্কৃতি (১) ॥
 নির্ভয়ে কেমনে তুমি পাইবা উদ্ধার ।
 রাম-বাণে মুক্ত হবে সুরঙ্গের দ্বার ॥
 বিষ্ণু-অবতার রাম অগতে পূজিত ।
 তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত ॥
 নির্বৃদ্ধি তোমারে বলি শুন যুবরাজ ।
 বীর হয়ে পলাইবা মুখে নাহি লাজ ॥
 যত দূর যাবে তার চৌটি (২) নাহি আসি ।
 গৃহ পাছু যুক্তি কর, ভাল নাহি বাসি ॥

সর্ব দেশ দেখি যদি নহে দরশন ।
 সূত্রীবের ঠাই গিয়া লভিব শরণ ॥
 ধার্ম্মিক সূত্রীব রাজা ধর্ম্মের চরিত ।
 দোষ গুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত ॥
 ভয় করি পলাইলে বড় হবে দোষ ।
 হইলে শরণাপন্ন (৩) রামের সন্তোষ ॥
 যে দেশ বলিল রাজা, যাইব সে দেশে ।
 তার পর যা হবার, হইবেক শেষে ॥
 তোমারে প্রধান (৪) করি সে সূত্রীব বৈসে ।
 তোমার প্রসাদে আমাদের ভয় কিসে ॥
 কুপিল অঙ্গদ হনুমানের বচনে ।
 লজ্জা দিল হনুমান্ সবা বিচ্যুতানে ॥
 জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-রমণী রাজার বিবাহিতা ।
 শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা ॥
 ইতর পুরুষ পিতা পুত্রে হেন গণি ।
 অপরক পর-জায়া যেমন জননী (৫) ॥
 জ্যেষ্ঠ ভাই পিতা সম সর্ব শাস্ত্রে কয় ।
 তার পত্নী কেবল মায়ের তুল্য হয় ॥
 জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-জায়া হরে কিসের বাখান ।
 জানিতে সীতার বার্তা পাঠায় কুস্থান (৬) ॥
 কার্য না করিলে রাম হইবেন দুখী ।
 সর্বদা আমার মৃত্যু হনুমান্ দেখি ॥
 ধর্ম্মাধর্ম্ম তার দেখি বীর হনুমান্ ।
 কোন কার্যে ভাল নহে সূত্রীবের জ্ঞান ॥
 স্ত্রীরাম-লক্ষ্মণ কার্য করিলেন যত ।
 চোরা-যুদ্ধে (৭) আমার পিতারে করে হত ॥
 সম্মুখ-সমর যদি করিতেন পিতা ।
 কে কেমন বীর, তুমি তবে ত জানিতা ॥
 রাম কেন না বলিলেন আমার বাপেরে ।
 গলে ধরে আনিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥

(১) নিষ্কৃতি—পরিভ্রাণ । (২) চৌটি—চতুর্বাংশ । (৩) শরণাপন্ন—আশ্রিত । (৪) প্রধান—শ্রেষ্ঠ । (৫) মাতৃবৎ পরদাবেষু—শাস্ত্রবাক্য । (৬) কুস্থান—এখানে বিপদপূর্ণ আয়গা । (৭) চোরা-যুদ্ধে—গুপ্ত যুদ্ধে ।

যেখানে থাকিত সীতা, আনিত রাবণ ।
 তবে কেন সীতা লাগি দুঃখী কপিগণ ॥
 তুমি কিবা নাহি জান বীর হনুমান্ ।
 পিতা চারি সাগরে করে সন্ধ্যা-স্নান ॥
 দ্বিধিক্রয় (১) করিয়া সে বেড়াত রাবণ ।
 পিতারে জিনিত আইল কিঙ্কিকা-ভুবন ॥
 রাবণ দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে ।
 অহ্নিক (২) করেন তিনি সাগরের তীরে ।
 পাছু বাটে (৩) রাবণ ধরিল মোর বাপে ।
 সাপটিয়া ধরিল সে অতুল-প্রতাপে ॥
 ধ্যান ভঙ্গ না হইল, লেজেতে বাঁকিয়া ।
 সাগরেতে রাবণেরে ফেলান ডুবাইয়া ॥
 দীঘল (৪) পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ ।
 রাবণে তোলেন পিতা উপর আকাশ ॥
 বারেক আকাশে তুলি পুনঃ ডুবান নীরে ।
 নাকানি-চুবানি (৫) খাইয়া বেটা শেষে মরে ॥
 চারি সাগরের তপ হয় অবশেষ ।
 সন্ধ্যা-কালে মম পিতা আইলেন দেশ ॥
 রাবণের দশ মাথা করে নড়বড় (৬) ।
 কিঙ্কিকায় আসি বেটা দাঁতে করে খড় (৭) ॥
 দয়া করি মোর বাপ ছাড়েন তাহারে ।
 লঙ্কায় পলায়ে গেল রাবণ তৎপরে ॥
 সে রাবণ আসিয়া সীতারে করে চুরি ।
 এই কারণেতে আজি মোরা সবে মরি ॥
 যদি রাম লইতেন পিতার শরণ ।
 কোন্ তুচ্ছ পিতার সে পাপিষ্ঠ রাবণ ॥
 পিতাকে মারিয়া রাম করিল কুকর্ম্ম ।
 রাজা হইয়া করিলেন সম্পূর্ণ অধর্ম্ম ॥

আপন অধর্ম্মে রাম এত দুঃখ পান ।
 ধর্ম্মমত ভাব তুমি বীর হনুমান্ ॥
 কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুঃখী ।
 সব কার্য্যে হনুমান্ মোর মৃত্যু দেখি ॥
 সূগ্রীবের হবে যশ, আমার মরণ ।
 সীতা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
 হনুমান্ বলে, যত কিছু মিথ্যা নয় ।
 জ্যেষ্ঠের রমণী হৈলে মাতৃ-তুল্য হয় ॥
 আমরা বানর, পশু-জাতি ইহা পারি ।
 যে শাস্ত্র কহিলা সে কেবল মনুষ্যেরি ॥
 যত দেশ বলে রাজা খুঁজি একবার ।
 পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার ॥
 রাম-নাম-স্মরণেতে পাপের বিনাশ ।
 রচিল কিঙ্কিকা-কাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

বানরগণের মৃত্যু-কামনা ।

এতক বলিল যদি বীর হনুমান ।
 পুনশ্চ অঙ্গদ বলে, সবা-বিভ্রমান ॥
 পুনঃপুনঃ বল তুমি পবন-নন্দন ।
 যে বল সে বল তুমি, অবশ্য মরণ ॥
 শ্রীরাম সূগ্রীব এরা কভু নহে ভাল ।
 নিশ্চয় জানিহ অঙ্গদের প্রাণ গেল ॥
 জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ সম মারিল হেলায় ।
 তার পুত্রে মারিবে সূগ্রীবের নহে দায় ॥
 নমস্কার জানাইও মায়ের চরণে ।
 প্রাণ ছাড়িবেন মাতা আমার কারণে ॥

(১) দ্বিধিক্রয়—চারিদিকের রাজাকে বশীভূত করা । (২) অহ্নিক—সন্ধ্যাবন্ধনাঙ্কি প্রতীক্ষিতের কর্তব্য কর্ম্ম । (৩) পাছু বাটে—পেছন দিকে । (৪) দীঘল—লম্বা । (৫) নাকানি-চুবানি—জলমগ্ন অবস্থায় নাকে-মুখে জল ঢুকিয়া খাস রোধ হইলে যেমন কষ্ট হয় তদ্রূপ যন্ত্রণা দেওয়া । (৬) নড়বড়—দোহুল্যমান ; শিথিল ; আলগা । (৭) দাঁতে করে খড় পরাণের চিহ্ন ।

দোসর (১) বানর-গণ পরম্পর বন্দে ।
 অঙ্গদে বেড়িয়া সব বানরেরা কান্দে ॥
 অঙ্গদ কুমার বই আর নাহি গতি ।
 মরিব অঙ্গদ-সঙ্গে করিল যুক্তি ॥
 সকল বানর যুক্তি এই করি সার ।
 জীবনের আশা ছাড়ি ত্যজিল আহার ॥
 স্নান করি কপিগণ বৈসে পূর্বমুখে ।
 উপবাস করিয়া রহিল মনোদুঃখে ॥
 মরিবারে বানর করিল উপবাস ।
 রচিল কিক্কাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

বিধির বিপাকে পাখা পুরিয়া বিনাশ ।
 উড়িয়া যাইতে নারি গোমাদের পাশ ॥
 গোমাদের মুখে শুনি জটায়ু-বিনাশ ।
 আজি শোকে হইলাম নিতান্ত নিরাশ ॥
 কপিগণ বলে, পক্ষী বড়ই সিয়ান (২) ।
 নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ ॥
 নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে (৩) দুর্বল ।
 সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল ॥
 হনুমান্ বলে, ভাই অবশ্য মরণ ।
 এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ ॥

হনুর বচনে সবে দিল অনুমতি ॥ -

আনিলো ধরাধরি করিয়া সম্পাতি ।
 পক্ষিরাজে বসাইল বানর-সমাজ ।
 জোড়হাতে কহিল অঙ্গদ যুবরাজ ॥
 বালি-সুগ্রীবেরে জান দুই সহোদর ।
 কতকাল কোন্দল করিল পরম্পর ॥
 পিতৃ-সত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন ।
 সঙ্গে গোড়াইল (৪) তাঁর জানকী লক্ষ্মণ ॥
 সীতা সহ দুই ভাই ভ্রমে বনে-বন ।
 শূণ্য ঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ ॥
 সীতা লাগি ভ্রমেণ যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 পথে সুগ্রীবের সঙ্গে হইল মিলন ॥
 সুগ্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয় ।
 আপন দুঃখের কথা দুই জনে কয় ॥
 অগ্নি সাক্ষী করি দুই জনে সত্য করে ।
 পরম্পর উপকার করে পরম্পরে ॥
 দুই জনে সত্যে বন্ধ, হইল মিলন ।
 সেই হেতু করি মোরা সীতা অন্বেষণ ॥
 রাম সত্য পালেন মারিয়া মোর বাপে ।
 সুগ্রীবেরে রাজ্য দেন দুর্জয় প্রতাপে ॥

সম্পাতির সহিত হনুমানাদির পরিচয় ।

গরুড়ের সম্ভান বিখ্যাত পক্ষি-জাতি ।
 বৈসে বিষ্ণু-পর্ষতের শিখরে সম্পাতি ॥
 বানর-কটক মাথা তুলি উর্দ্ধে দেখে ।
 অনুমান করে এই খাইবে সবাকে ॥
 অঙ্গদ উঠিয়া বলে, শুন হনুমান্
 আমার বচনে তুমি কর অবধান ॥
 সীতার উদ্দেশে আইলাম সর্বজন ।
 সীতা লাগি হারাইব বিদেশে জীবন ॥
 কোন্ জন না করিল শ্রীরামের কাজ ।
 সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ ॥
 প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর ।
 অন্যায়সে স্বর্গে গেল গরুড়-কোঙর ॥
 রাম-বনবাস হেতু সীতার হরণ ।
 সীতা লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ ॥
 সম্পাতি বলেন, কে জটায়ুর মৃত্যু কহে ।
 সোদরের মৃত্যু শুনি মম প্রাণ দহে ॥

(১) দোসর—সঙ্গী । (২) সিয়ান—চতুৰ । (৩) জরা—বার্দ্ধক্য । (৪) গোড়াইল—পশ্চাতে চলিল ।

পিতা মরিলেন, মনে হইলাম দুঃখী ।
 বনে বনে ভ্রমি আমি দেখ তার সাক্ষী ॥
 বানর আইল যত ছিল দেশে দেশে ।
 রামকার্য সাধিবারে সুগ্রীব-আদেশে ॥
 একমাস নিয়ম করিল মহাশয় ।
 মাসেকের বাড়া হৈল, না জানি কি হয় ॥
 পরিচয় দিলাম আমরা কপিগণ ।
 এখন শুনহ জটায়ুর বিবরণ ॥
 জটায়ু পক্ষীর শুন মরণের কথা ।
 রাবণ হরিয়ানিলা শ্রীরামের সীতা ॥
 জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন ।
 পর্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন ॥
 হাত পা আছাড়ে সীতা রথের উপরে ।
 'শ্রীরাম লক্ষ্মণ' বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 পক্ষী বলে, এই বেটা লঙ্কার রাবণ ।
 সীতারে হরণ করি করিছে গমন ।
 অনেক কালের পক্ষী ধরিয়াকে জরা ।
 দুই পাখা মেলিয়া পোহায় তথা খরা (১) ॥
 সীতার ক্রন্দন পক্ষী তথা হৈতে শুনি ।
 ভাবিতে লাগিল সে প্রমাদ মনে গণি ॥
 আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারিদিকে চায় ।
 রাবণের রথে সীতা দেখিবারে পায় ॥
 জটায়ু বলেন, সীতা এসেছেন বনে ।
 সেই সীতা ল'য়ে যায় পাপিষ্ঠ রাবণে ॥
 দুই পাখা পসারিয়া (২) আগুলিল বাট ।
 রাবণেরে গালি পাড়ে, মারে পাখসার্ট (৩) ॥
 আকাশে থাকিয়া দেখে রাম বহুদূর ।
 আঁচড় কামড়ে তার রথ হৈল চূর ॥
 রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর ।
 জটায়ুর শরীর সে করিল জর্জর ॥

রামের অপেক্ষা করি যুঝিল বিস্তর ।
 তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর ॥
 বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল !
 দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল ॥
 আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকাজ ।
 রাম-দরশনে মুক্ত হৈল পক্ষিরাজ ॥
 কহিলাম জটায়ুর মৃত্যুর কাহিনী ।
 জটায়ুর কে হও আপনি কহ শুনি ॥
 সম্প্রতি শুনিয়া জটায়ুর বিবরণ ।
 ভাই ভাই করিয়া কান্দিল বহুক্ষণ ॥
 আমার ভাইকে মারি বেটা থাকে সুখে ।
 পাখা নাই, কি করিব, থাকি মনোদুঃখে ॥
 যৌবনে যখন ছিল পাখা সে আমার !
 শুনহ বানরগণ বলি সারোদ্ধার (৪) ॥
 জটায়ু সম্প্রতি এই দুই সহোদর ।
 বলে মহাবলী মোরা গরুড়-কোঙর ॥
 দুই ভাই প্রতিজ্ঞা যে করিলাম এই ।
 সূর্য্য যে ছুঁইতে পারে বীর বটে সেই ॥
 প্রভাত হইল যবে অরুণ-উদয় (৫) ।
 সূর্য্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয় ॥
 জ্ঞাতি-বন্ধু সকলে দেখিয়া সবিস্ময় ।
 এক লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্যোদয় ॥
 সে লক্ষ যোজন উড়ি উঠিয়া আকাশে ।
 দিবাকরে ধরিতে গেলাম তাঁর পাশে ॥
 চৌদিকে চাপিয়া উঠে সূর্য্য মহাশয় ।
 দিক্ ও বিদিক্ (৬) নাই, সব অগ্নিময় ॥
 প্রভাত হইতে দুই প্রহর উড়িয়া ।
 দুই ভাই মরি সূর্য্য-তেজেতে পুড়িয়া ॥
 তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতরু ।
 মৃতপ্রায় হেন দেখি ভাই সহোদর ॥

(১) খরা—রোত্র । (২) পসারিয়া—ছড়াইয়া । (৩) পাখসার্ট—পাখার ঝাপটা । (৪) সারোদ্ধার—প্রধান কথা ; মোট কথা । (৫) অরুণ-উদয়—প্রাতঃসূর্য্যের প্রকাশ । (৬) বিদিক্—দুই দিকের মধ্যস্থ কোণ ।

রাখি জটায়ুর পাখা নিজ পাখা দিয়া ।
 আমার উভয় পাখা গেল পুড়িয়া ॥
 এ পর্বতে পড়িলাম দৈবের নিৰ্ব্বন্ধ ॥
 এই সে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ ॥
 সাত দিন নাহি খাই সলিল ওদন (১) ।
 হেনকালে সৰ্ব্বজ্ঞ (২) আইল একজন ॥
 স্নান করে সৰ্ব্বজ্ঞ সে সরোবর-জলে ।
 সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার চরিছে তার কূলে ॥
 পর্বত-প্রমাণ দেখি জন্তু সে সকল ।
 ধরিতা খাইবে মোরে, গায়ে নাহি বল ॥
 দূরে গিয়া রহিলাম বট-বৃক্ষ-তলে ।
 সিংহ মহিষাদি জন্তু গেল হেন কালে ॥
 প্রসিক্ক সৰ্ব্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম ।
 পথে দেখা পাইয়া যে করিষু প্রণাম ॥
 ব্যথায় কাতর আমি, শব্দ নাহি মুখে ।
 আমারে কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যানে দেখে ॥
 সৰ্ব্বজ্ঞ বলেন, পক্ষিৰাজ, প্রাণ রক্ষ ।
 হারাইয়া পাবে তুমি আপনার পক্ষ ॥
 দশরথ রাজ্য করিবেন বহুদিন ।
 তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাম হবেন প্রবীণ (৩) ॥
 পিতৃসত্য পালিতে যাবেন তিনি বন ।
 শূন্যঘরে তাঁর সীতা হরিবে রাবণ ॥
 কপিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ ।
 তাঁর দরশনে তব খণ্ডিবেক ক্রেশ ॥
 থাক এই পর্বতে, পাইবে তাঁর দেখা ।
 রাম-নাম বলিতে উঠিবে দুই পাখা ॥
 বিংশতির সমধিক পঞ্চাশ বৎসর (৪) ।
 তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর ॥

এতকাল রাম লাগি আছে হে জীবন ।
 এত দিনে তব সনে হৈল দরশন ॥
 অঙ্গদ বলেন, তোমা দেখে পাই ভয় ।
 সত্য কহ পক্ষিৰাজ, বৃস্তান্ত নিশ্চয় ॥
 রাবণের কোন্ দেশ, কোথা তার ঘর ।
 তার দেশে যেতে কত যোজন সাগর ॥
 পক্ষিৰাজ বলে, আমি হই গৃধ্রজাতি (৫) ।
 পূর্বেতে দক্ষিণ-দিকে ছিল মোর গতি ॥
 কহিব শুনবে যত জানি বিবরণ ।
 সম্প্রতি জুড়াও কর্ন কহি রামায়ণ ॥
 রামের প্রসঙ্গে পুনঃ হবে পক্ষোদয় (৬) ।
 পক্ষোদয়ে লক্ষ্য (৭) লাভ, প্রাণ রক্ষা হয় ॥

রামায়ণ-শ্রবণে সম্প্রতি পক্ষোদয় ।

হনুমান্ বলে, শুন গরুড়-নন্দন ।
 মন দিয়া শুন বলি রামের কথন ॥
 পূর্ব-কথা কহি, শুন তাহে দেহ মন ।
 নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ণ ॥
 সৃষ্টি করিলেন পিতামহ বহু ক্রেশে ।
 ভাবেন সকল লোক ত্রাণ পাবে কিসে ॥
 নারদেরে বিরিকি পাঠান পৃথিবীতে ।
 আপনার পুত্রকে দিলেন তার সাথে ॥
 দুই জন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিয়া ।
 দৈবাৎ নিবিড় বনে উত্তরিল গিয়া ॥
 বান্দীকি ছিলেন পূর্বে ব্যাধ অবতার (৮) ।
 দস্যবৃষ্টি করিতেন অতি চুরাচার ॥

(১) ওদন—খাদ্য । (২) সৰ্ব্বজ্ঞ—জ্যোতিষি ; যিনি গণনা দ্বারা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলিতে পাবেন । (৩) প্রবীণ—বিজ্ঞ । (৪) সত্তর বৎসর । (৫) গৃধ্রজাতি—শকুন পক্ষী । (৬) পক্ষোদয়—ডানার উৎপত্তি । (৭) লক্ষ্য—উদ্দেশ্য । (৮) ব্যাধ-অবতার—ব্যাধরূপধারী ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র যারে দেখা পায় ।
 কঁাস দিয়া মারে সে যে, কে কোথা পলায় ॥
 এইরূপে দস্যুকর্ষ করে বনে-বন ।
 নারদের সনে হৈল পথে দরশন ॥
 নারদ বিধাতা তাঁরা যান দুই জনে ।
 হেন কালে দেখে দস্যু সে দুই ব্রাহ্মণে ॥
 দস্যু বলে, বিপ্র (১) তোরা আর যাবি কোথা ।
 পড়িলি আমার হাতে, কাটা যাবে মাথা ॥
 নারদ বলেন, আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
 আমারে মারিবে তুমি কিসের কারণ ॥
 দস্যু বলে, নিত্য আমি এই কর্ষ করি ।
 দস্যু-কর্ষ করিয়া উদর সদা ভরি ॥
 মাতা পিতা পত্নী পুত্র আছে যত জন ।
 ইহাতে সবার হয় উদর পূরণ ॥
 অবিরত দস্যু-কর্ষ করি আমি খাই ।
 তে কারণে কঁাসি-হাতে বনেতে বেড়াই ॥
 কত গণ্ডা জিতেন্দ্রিয় (২) যতী (৩) ব্রহ্মচারী ।
 যার দেখা পাই, তারে সেইরূপে মারি ॥
 নারদ বলেন, শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ ।
 তোমার পাপের ভাগ লয় কোন্ জন ॥
 তব পাপভাগী যদি হয় পিতা-মাতা ।
 তবে ত আমারে বধ করহ সর্ব্বথা ॥
 জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে ।
 তোমার পাপের ভার কাহার উপরে ॥
 দস্যু বলে, শুন বলি তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
 আমি ঘরে গিয়ে কি পলাবে দুই জন ॥
 নারদ বলেন, রাখ গাছেতে বান্ধিয়া ।
 পাপভাগী কেবা তব আইস জানিয়া ॥

তবে দস্যু দুই জনে করিল বন্ধন ।
 গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন ॥
 বাপেরে কহিল, তুমি ঘরে ব'সে খাও ।
 আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
 পিতা বলে, যাহা দেও ঘরে ব'সে খাব ।
 তুমি পাপ কর তার ভাগ কেন লব ॥
 যে সে প্রকারেতে তুমি করিবে পালন ।
 পাপ-ভাগ লইতে না পারি কদাচন ॥
 বাপের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন ।
 তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন ॥
 দস্যু বলে, শুন মাতা, করি নিবেদন ।
 মনুষ্য মারিয়া করি উদর ভরণ ॥
 আমি আনি দেই তুমি ঘরে ব'সে খাও ।
 আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
 জননী বলিল, শুন দুর্ব্বুদ্ধি নন্দন ।
 তোমার পাপের ভাগ ল'ব কি কারণ ॥
 পুত্র হৈলে করে মাতাপিতার পালন ।
 গয়া-পিণ্ড দান করে, শ্রাদ্ধ যে তর্পণ ॥
 স্নপুত্র হইলে হয় কুলের দীপক (৪) ।
 মাতৃসেবা না করিলে বিষম নরক ॥
 যাহা যাহা আনি দিবে ঘরে বসে খাব ।
 তোমার পাপের ভাগ আমি কেন ল'ব ॥
 যত যত পুত্র জন্মে ভারত-মণ্ডলে ।
 পুত্র-পাপ মায়ে লয়, কোন্ শাস্ত্রে বলে ॥
 দশ মাস দশ দিন ধরিনু উদরে ।
 পুত্র হৈয়া ডুবাইবে নরক ভিতরে ॥
 মায়ের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন ।
 পত্নীর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ ॥

(১) বিপ্র—ব্রাহ্মণ; 'বেদ পাঠ্য ভবেৎ বিপ্রঃ'—যে ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিয়াছেন । (২) জিতেন্দ্রিয়—
 সংযমী; যিনি বিপুলকলকে দমন করিয়াছেন । (৩) যতী—যিনি চিত্তবৃত্তিকে সমস্ত আসক্তি হইতে নিবৃত্ত
 করিতে পারিয়াছেন; সন্ন্যাসী । (৪) দীপক—দীপ্তিকর; শ্রদ্ধীপ ।

দস্য-কর্ষ করি আমি, ঘরে ব'সে খাও ।
 আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
 স্বামীরে বলিছে রামা (১) বিনয়-বচন ।
 তোমার পাপের ভাগ ল'ব কি কারণ ॥
 গৃহস্থের কর্তব্য কার্য সকলি করিব ।
 যথা হৈতে আন তুমি, ঘরে ব'সে খাব ॥
 নারীর শুনিল যদি এতক বচন ।
 পুত্রের নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥
 শুনিয়া বলিল পুত্র পিতার চরণে ।
 পাতকের ভাগ লব কিসের কারণে ॥
 আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে ।
 শিরে মোট বহি আমি পালিব তোমারে ॥
 এখন আমার কর ভরণ-পোষণ ।
 আমি পুত্র তোমাদের করিব পালন ॥
 এইমতে জিজ্ঞাসা করিল বারে-বার ।
 পাপ-ভাগ লৈতে কেহ না করে স্বীকার ॥
 দস্য হলে, তবে আমি কোন্ কর্তব্য করি ।
 অধর্ম করিবা কেন লোক-জন মারি ॥
 মনে মনে দস্য বড় হইল নিরাশ ।
 উর্দ্ধ-শ্বাসে ধেয়ে গেল তপস্বীর পাশ ॥
 আস্তে-বাস্তে খসাইল মুনির বন্ধন ।
 প্রণাম করিয়া বলে বিনয়-বচন ॥
 জিজ্ঞাসিয়া বরে জানিলাম সমাচার ।
 আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর ॥
 কি করিব, কোথা যাব, কি হবে উপায় ।
 মুনি বলে, তবে কেন বধিবে আমায় ॥
 তোমার পাপের ভাগী কেহ না হইল ।
 যত পাপ করিলে, সে তোমার থাকিল ॥
 চৌরাশী নরক-কুণ্ড আছে বস-পুরে ।
 রৌরব নরক আদি সব তব তরে ॥

গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাত বুকে ।
 কাতরে কহিল দস্য মুনির সম্মুখে ॥
 কৃপা কর কৃপাময়, ধরি হে চরণ ।
 কি হবে আমার গতি কহ বিবরণ ॥
 আর আমি দস্য-কর্ষ কভু না করিব ।
 হইয়া তোমার দাস সঙ্গতে ফিরিব ॥
 তাহারে কহেন দয়াশীল মহামুনি ।
 সরোবরে স্নান করি আইস এখনি ॥
 তোমার নিমিত্তে এক করিব উপায় ।
 যাহাতে হইয়া মুক্তি পাপ দূরে যায় ॥
 আস্তে-বাস্তে গেল ব্যাধ সরোবর তীরে ॥
 পাপী দেখি উড়িল সলিল সরোবরে ।
 স্নান করিবারে জল যদি না পাইল ।
 আরবার দস্য সে মুনির কাছে গেল ॥
 জোড়হাত করিয়া বলিল, হে গোসাঁই ।
 করিতে গেলাম স্নান জল নাহি পাই ॥
 আমাকে আসিতে দেখি যত ছিল জল ।
 শুকাইল সরোবর যথা শুক স্থল ॥
 শুনিয়া নারদ-মুনি করিয়া আশ্বাস ।
 কমণ্ডলু-জল ছিল আপনার পাশ ॥
 দয়া করি সেই জল দিলেন তাহায় ।
 সেই জল দস্য দিল আপন মাথায় ॥
 ব্রহ্ম-পুত্র নারদের দয়া উপজিল ।
 অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র (২) তার কর্ণে দিল ॥
 ব্রহ্ম পুত্র আপনি করিল আদেশন ।
 দিবানিশি রাম-নাম করহ স্মরণ ॥
 পরম পাতকী (৩) সে বিধাতা তারে বাম ।
 রাম-নাম বলিতে বদনে আইসে 'আম' ॥
 ভাবিলেন মহামুনি কি হবে উপায় ।
 রাম-নাম বদনে নাহি যে ব্যহিরায় ॥

(১) রামা—রূপযৌবনশালিনী স্ত্রী । (২) অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র—ওঁ নমো রামচন্দ্রায়—এই অষ্ট অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র । পাতকী—যাহা হইতে বংশ পতিত হয় ; পাপী ।

সেই বনে মরা এক তালগাছ ছিল ।
 হেরিয়া মুনির মনে দয়া উপজিল ॥
 বুদ্ধিজীবী (১) মহামুনি জিজ্ঞাসেন তায় ।
 বল দেখি কোন্ বৃক্ষ ঐ দেখা যায় ॥
 শুনিয়া কহিল ব্যাধ জোড় করি কর ।
 মরা তালগাছ এক দেখি মুনিবর ॥
 শুনিয়া কহেন তারে নারদ প্রবীন ।
 'মরা মরা' মন্ত্র জপ কর রাত্রিদিন ॥
 প্রণাম করিয়া দস্যু মুনির চরণে ।
 'মরা' মন্ত্র জপিতে লাগিল নিশিদিনে ॥
 মরা মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর ।
 দূরে গেল দস্যুবৃতি, সদা সদাচার ॥
 নারদ বলেন, মন্ত্র করহ স্মরণ ।
 এক বৎসরের পরে আসিব দুজন ॥
 ইহা বলি বিদায় হইল দুই জনে ।
 মরা মন্ত্র জপ করে দস্যু একমনে ॥
 অরণ্যে নিবাস করে মরা মন্ত্র জপি ।
 সর্বদা গেরিল তার বন্দীকের টপি ॥

আসিয়া দেখেন মুনি বৎসরের পরে ।
 এইখানে ছিল দস্যু গেল কোথাকারে ॥
 ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন ।
 টিপির মধ্যেতে আছে সে দস্যু ভ্রাত্মণ ॥
 দেবরাজে আদেশ করেন তপোধন ।
 বাসব করিল পরে বৃষ্টি বরিষণ ॥
 মাটি হইতে বাহির হৈল সেই ক্ষণে ।
 এক চিন্তে মরা মন্ত্র জপে মনে মনে ॥
 আশীর্বাদ করিলেন, তুষ্ট তপোধন ।
 মুনিরে প্রণাম করে সে দস্যু ভ্রাত্মণ ॥
 দিব্যকাস্তি (২) হইয়া মুনিরে করে স্তুতি ।
 তোমার প্রসাদে পাইলাম অব্যাহতি ॥

কহিলেন তারে বাক্য মুনি গুণধাম ।
 উলটিয়া আর-বার বল রাম-নাম ॥
 কাতর হইয়া কহে জোড়হাত বৃকে ।
 রাম-নাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে ॥
 যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে (৩) ।
 রাম-নাম স্মরণে সকল গেল দূরে ॥
 রাম-নাম স্মরণ করিল নিরন্তর ।
 তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর ॥
 মন দিয়া শুন এই অপূর্ব কাহিনী ।
 মরা মন্ত্র জপিয়া বান্দীকি হৈল মুনি ॥
 নারদের উপদেশ পাইয়া সে জন ।
 প্রকাশ করিল সপ্ত-কাণ্ড রামায়ণ ॥
 শ্রীরামের আগে ষাটি সহস্র বৎসর ।
 অনাগত বান্দীকি রচিল কবির ॥
 বান্দীকি বন্দিয়া কৃষ্ণিবাস বিচক্ষণ ।
 লোকত্রাণ হেতু রচিলেন রামায়ণ ॥

সাতকাণ্ড রামায়ণের মর্ম্ম ।

সাতকাণ্ড রামায়ণ হনুমান্ কয় ।
 সম্প্রতি পক্ষীর পাখা হইল উদয় ॥
 আত্মকাণ্ডে রাম-জন্ম হৈল শুভক্ষণে ।
 পরম উল্লাস (৪) হৈল অযোধ্যা ভুবনে ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন ।
 চারি পুত্র পাইয়া ভূপতি হৃষ্টমন ॥
 বিশ্বামিত্র আইলেন অযোধ্যা-নগরে ।
 মিথিলায় বিবাহ দিলেন শ্রীরামেরে ॥
 চারি নন্দনের দিয়া বিবাহ কৌতুকে ।
 রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্যায় সুখে ॥

(১) বুদ্ধিজীবী—যাহারা বুদ্ধিবলে জীবিকা নির্বাহ করে ; বুদ্ধিমান্ । (২) দিব্যকাস্তি—স্বর্গীয় শোভা-সম্পন্ন । (৩) ভৌতিক শরীরে—কিন্তু অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম হইতে জাত বেহে । (৪) উল্লাস—আনন্দ ।

কৃষ্ণবাসী হানাহুগ



বানরগণের সহিত সম্পর্কিতর সাক্ষাৎ—২৫১ পৃঃ

THE ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA 700 010

কুতিনাসী স্বামিন্দ্রণ —



শুনিছা তবু কথা চান্দুভার হাস ।
সময় দেবিয়া তাকে গেলেন হোমাস ॥-২৬৬ পৃ.

রামেরে করিতে রাজ্য নৃপের বাসনা ।
 কুটিল কৈকেয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা ॥
 পিতৃ-সত্য পালিতে গেলেন রাম বন ।
 সঙ্গে চলিলেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ ॥
 আশুকাণ্ডে রাম-জন্ম, বিবাহ-নির্দ্ধার্য (১) ।
 অযোধ্যায় বনবাস, ভারতের রাজ্য ॥
 অরণ্য-কাণ্ডেতে সীতা হয়ে দুরাশয় ।
 কিঙ্কিকায় বালি-বধ কটক-সঞ্চয় ॥
 সুন্দর-কাণ্ডেতে সেতু-বন্ধ চমৎকার ।
 লঙ্কা-কাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার ॥
 কথা সাত-কাণ্ডের উত্তর-কাণ্ডে পড়ে ।
 গাইলে উত্তরকাণ্ডে রামায়ণ নিয়ড়ে (২) ॥
 কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান্ ।
 সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
 সংক্ষেপে কহিলা সাত-কাণ্ড রামায়ণ ॥

সম্পাতির নিকটে বানরগণের সীতার
 সন্ধান লাভ ও সাগর-পার-
 গমনে মন্ত্রণা ।

সম্পাতি বলেন, শুন যব বীরগণ ।
 সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ ॥
 যখন দক্ষিণ দিকে মাথা তুলে থাকি ।
 অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্র মুখী ॥
 নানাবর্ণ রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা ।
 শত যোজনের পথ সাগর-পরিধা (৩) ॥

এক লাফে পার হও সকল বানর ।
 সীতাদেবী দেখিয়া সকলে যাহ ঘর ॥
 মহাবল ধর সবে, কি কর ভাবনা ।
 হইয়া সাগর পার পূরাও কামনা ॥
 তার বাক্যে বানর দক্ষিণ-মুখে চায় ।
 দশ যোজন বিনা আর দেখিতে না পায় ॥
 এক দৃষ্টে কপিগণ চাহে উদ্ধৃৎসাসে ।
 দেখিতে না পায় কিছু, পক্ষিরাজ হাসে ॥
 জাম্ববান্ উঠি বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি ।
 আমার বচন শুন বিহঙ্গ সম্পাতি ॥
 শতেক যোজন পথ সাগর পাথার (৪) ।
 বানর হইয়া হব কি প্রকারে পার ॥
 অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস ।
 সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ ॥
 সম্পাতি বলেন, শুন সবে সাবধানে ।
 অপূর্ব প্রস্তাব এক পড়িল যে মনে ॥
 সুপার্ষ আমার পুত্র হিমালয়ে থাকে ।
 নিত্য নিত্য সে আইসে দেখিতে আমাকে ॥
 হিমালয়-পর্বতে আমার পরিবার ।
 তথা হৈতে পুত্র মম জোগায় আহার ॥
 নিত্য আনে আহার সে প্রভাত সময় ।
 এক দিন আনিতে বিলম্ব অতিশয় ॥
 ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর ।
 কোপে সুপার্ষেরে ভৎসিলাম বহুতর ॥
 ধার্মিক আমার পুত্র, ধর্ম্যে বড় রত ।
 করিলেক আমারে বৃস্তাস্ত্র অবগত ॥
 আহার লইয়া পিতা প্রভাতে আসিতে ।
 দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে ॥

(১) নির্দ্ধার্য—স্থির । (২) নিয়ড়ে—শেষ হয় । লিখন-ভঙ্গীত মনে হয় নিয়ড়ে—(নিয়ড়িয়া)
 নিষ্পাড়ন করিয়া সার বাহির করিয়া লওয়া এই অর্থই এখানে সমীচীন । (৩) সাগর পরিধা—সাগরের-রূপ
 গড়খাই—এক শত হাত চওড়া দশ হাত গভীর জল-নালাকে পরিধা বলে । (৪) পাথার—এখানে সাগর ও
 পাথার একার্থক ।

কালবর্ণ রাবণ সে, গৌরবর্ণা নারী ।
 মেঘের উপর যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি ॥
 'শ্রীরাম লক্ষ্মণ' বলি কাঁদিছে বিস্তর ।
 দুই পাখে (১) আঙুলিলাম দুইটি প্রহর ॥
 রাখিতাম রথ সহ তাহারে উদরে ।
 কেবল পাইল রক্ষা স্ত্রী-বধের ডরে ॥
 সুপার্শ্বের কথা শুনিলাম মনোনীতা (২) ।
 জানিলাম তখনি সে শ্রীরামের সীতা ॥
 এখনি আসিবে পুত্র, মহাবল তার ।
 পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার ॥
 তিন ভাগ সাগর সে ঢাকে দুই পাখে ।
 এক ভাগ মাত্র তার লজ্জিবারে থাকে ॥
 এক ভাগ লজ্জিতে না হবে কোন শ্রম ।
 স্থির হও কপিগণ, নাহি ব্যতিক্রম (৩) ॥
 এইরূপ হইতেছে কথোপকথন ।
 মহাকায় সুপার্শ্ব আইল ততক্ষণ ॥
 এই ঠোট মেলিয়া সে গিলিবারে যায় ।
 সম্পাতির আড়ে গিয়া কটক লুকায় ॥
 সম্পাতি বলেন, বাছা, না কর সংহার ।
 পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার ॥

করিয়াছে ইহারা আমার উপকার ।
 করহ প্রত্যাশকার, (৪) তবে পাই পার ॥
 সুপার্শ্ব বলেন, মাগু পিতার বচন ।
 আমার পৃষ্ঠেতে চড়, যত কপিগণ ॥
 অঙ্গদ বলেন, শুন বীর উপদেশ ।
 সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ ॥
 দেবতার পুত্র মোরা দেব-অবতার ।
 কি কারণে পক্ষী হে তোমারে দিব ভার ॥
 সম্পাতি বলিল, আমি রাম-কার্য্য করি ।
 রামায়ণ-প্রসাদে (৫) নূতন পক্ষ ধরি ॥
 হইল উভয় পক্ষ দেখিতে সুন্দর ।
 'রাম-জয়' বলি ডাকে সকল বানর ॥
 দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার ।
 'রাম-জয়'-স্মরণে সাগর হব পার ॥
 কপি সম্ভাষিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে ।
 দুই সারি (৬) যায় আপনার দেশে ॥
 পুত্র সহ পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর ।
 অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর ॥
 কৃষ্টিবাস করি রচে অমৃতের ভাণ্ড ।
 সমাপ্ত হইল এই কিঙ্কিকার কাণ্ড ॥

(১) পাখে—ডানায় । (২) মনোনীতা - বাঞ্ছিত ; মনোমত, কথার বিশেষণ বলিয়া মনোনীতা
 হইয়াছে । (৩) ব্যতিক্রম—অস্বাভাবিক । (৪) প্রত্যাশকার—উপকারীর উপকার করা । রামায়ণ-প্রসাদে—
 রামায়ণের অনুগ্রহে ;—এখানে রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া । (৬) সারি—প্রসারিত করিয়া ; সংস্কার করিয়া ।

পাটল স্বর্গত বাদী রামায়ণ

সুন্দরকাণ্ড

— ১০ —

রামং কামারিসেবাং ভবভয়হরণং কালমতেভসিংহং ।
যোগীন্দ্রজ্ঞানগমাং গুণনিধিমজ্জিতং নিগুণং নিক্সিকারং ॥
মায়াতীতং সুরেশং ধলবধনিরতং ব্রহ্মবৃন্দৈকদেবং ।
বন্দে কন্দাবদাতং সবসিজনয়নং দেবমুক্ষীশরুপম্ ॥

বানরগণের সাগরপার-গমনার্থ মন্ত্রণা ।

পিতা-পুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর ।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর ॥
তর্জন গর্জন করে, ছাড়ে সিংহনাদ ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ ।
তমোময় দেখা যায় গগন-মণ্ডল ।
হিলোলে কলোলে উঠে সমুদ্রের জল ॥
সিন্ধু-জলে জল-জন্তু কলরব করে ।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে ॥
জলজন্তু-সমাকুল সাগরের পানী ।
ত্রিভুবন ছায়া যেন দৈবের দাপিনী (১) ॥
এক এক জল-জন্তু পর্বত-প্রমাণ ।
জগৎ করিবে গ্রাস, হয় অনুমান ॥
সাগরের কূলে বসি বানর-দেয়ান (২) ।
উদ্বল (৩) সাগর দেখি চিস্তাকুল প্রাণ ॥

সাগর দেখিয়া সবে কম্পিত তরাসে ।
করিতেছে নিরাতঙ্ক (৪) অঙ্গদ আশ্বাসে ॥
বিষাদে বিক্রম টুটে, বিষাদেতে মরি ।
বিষাদ ঘুচিলে ভাই সর্বত্রোতে (৫) তরি ॥
স্থখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রে কূলে ।
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে ॥
সাগরের কূলে চাপি রহিল বানর ।
রতিবারে লতা-পত্রে সাজাইল ঘর ॥
সাগরের কূলে তারা নখে স্থখে রাত্তি ।
প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব সেনাপতি ॥
জোড়হাতে দাগুইল অঙ্গদের আগে ।
অঙ্গদ কহিছে বার্তা শুন বীরভাগে (৬) ॥
দৈবযোগে লজ্জিলাম রাজার শাসন ।
কোন্ বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন ॥

(১) দাপিনী—দর্পিনী হইতে ; এই বাক্যাংশের অর্থ অস্পষ্ট । কষ্ট করিয়া করিয়া ত্রিভুবনের মধ্যে
দৈবের ছবস্তপনার যেন একত্রীকৃত সমাবেশ এই অর্থ করা যায় । (২) দেয়ান—সভাসভ । ৩, উদ্বল—
উদ্ভলিত । (৪) নিরাতঙ্ক—নির্ভয় । (৫) সর্বত্রোতে—সর্বস্থানে । (৬) বীরভাগে—বীরসকল ।

ব্রহ্মার হাতের সূখা ছলে কোন্ জনে ।
 ইন্দ্রের হাতের বজ্র কোন্ জন আনে ॥
 প্রথর সূর্য্যের রশ্মি কোন্ জন হরে ।
 চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে ॥
 বিষ্ণুর হাতের চক্র কে পারে আনিতে ।
 শিবের ত্রিশূল কেবা সমর্থ হরিতে ॥
 শক্তির হরিতে শক্তি পারে কোন্ জন ।
 যম হতে যম-দণ্ড কে করে হরণ ॥
 অসম্ভব হেন কথা না পাই শুনিতে ।
 কে পারে মৃগাল-সূত্রে কেশরী বাঁধিতে ॥
 এই কৰ্ম্ম করিবারে যাহার শক্তি ।
 দেখাইয়া বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি ॥
 আনিলে সীতার বার্তা সবে হই সুখী ।
 তাহার প্রসাদে গিয়া পত্নী-পুত্র দেখি ॥
 এত যদি বলিলেন কুমার অঙ্গদ ।
 নীরব হইয়া সবে গণিল আপদ ॥
 ছিল যত সৈন্য সঙ্গে সামন্ত প্রচুর ।
 বার বার জিজ্ঞাসেন আপনি ঠাকুর ॥
 রাজ-পুত্র অঙ্গদ জিজ্ঞাসে বারে-বার ।
 উত্তর না দাও কেন, এ কি ব্যবহার ॥
 অঙ্গদের বোলে সবে সাগর নেহালে ।
 মহা চেউ উঠে পড়ে, আকাশ পাতালে ॥
 সাগরের চেউ যেন পর্ব্বত প্রমাণ ।
 দেখি সব বানরের উড়িল পরাণ ॥
 অঙ্গদ বলেন, কেন করিছ বিবাদ ।
 কোন্ বীর ল'বে এস রাজার প্রসাদ (১) ॥
 কোন্ বীর স্ত্রীবে করিবে সত্যে পার ।
 কোন্ বীর করিবে রামের উপকার ॥

কোন্ বীর করিবে জ্ঞাতির অব্যাহতি ।
 সীতা অঘেষিয়া আজি রাখহ খেয়াতি ॥
 অঙ্গদের বচন লজ্জিতে কেহ নারে ।
 আপন বিক্রম সবে কহে ধীরে ধীরে ॥
 গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন ।
 সেহ বলে, ডিঙ্গাইব এ দশ যোজন ॥
 গবাক্ষ বানর বলে, তার সহোদর ।
 পারি লজ্জিবারে কুড়ি যোজন সাগর ॥
 শরভ নামেতে বলে, মুখ্য সেনাপতি ।
 চল্লিশ যোজন লজ্জি, আমার শক্তি ॥
 তার সহোদর বলে, সে গন্ধমাদন ।
 আমি লজ্জিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন ॥
 মহেন্দ্র বানর বলে, সুষেণ-কোঙর ।
 লজ্জিবারে পারি ষাট যোজন সাগর ॥
 দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই সার ।
 সত্তর যোজন লজ্জি আমি পারাবার (২) ॥
 পুত্র বিশ্বকর্্ম্মার বলিছে মহাবীর ।
 অশীতি যোজন লজ্জি সাগর গভীর ॥
 অগ্নিপুত্র কপি বলে বীর অবতার ।
 নবতি যোজন লজ্জি সাগর পাথার ॥
 তারক বানর বলে রাজার ভাগুরী ।
 দ্বিাবতি যোজন সে লজ্জিবারে পারি ॥
 ব্রহ্ম-পুত্র ভল্লুক করিয়া অনুমান ।
 হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্ববান্ ॥
 যৌবনকালের বল টুটয় বার্কিক্যে ।
 যৌবনকালের কথা শুনহ কৌতুকে ॥
 বলিরে ছলিতে হরি হইলা বামন (৩) ।
 তিন পায়ে জুড়িলেন এ তিন ভুবন ॥

(১) প্রসাদ—অনুগ্রহ ; আরাতি (২) পারাবার—সমুদ্র । (৩) বিরোচন দ্বানব-পুত্র বলি দানয়জ্ঞে তৃতী হইলে
 ভগবান্ ক্ষুদ্রকায় বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট মাত্র তিন পদ ভূমি প্রার্থনা করেন । বলি সম্মত হইলে
 ভগবান্ দুই পদে পাতাল হইতে সত্যলোক অধিকার করিলেন । তৃতীয় পদ পরিমিত ভূমির জন্য বলি আপন
 মস্তক পাতিয়া দিয়া ভগবানের বশ্বতা স্বীকার করিলে ভগবান্ তাহাকে পাতালের রাজা করিয়া দেন ।

পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ ।
তারা সবে তাঁর পায় করে প্রদক্ষিণ ॥
জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে উড়িয়া অপার ।
বিষ্ণুপদ (১) প্রদক্ষিণ করি তিনবার ।
পূর্বে যেই শক্তি ছিল, টুটিল এখন ।
তথাপি লজ্জিব পঞ্চনবতি যোজন ॥
লজ্জিলে যোজন শত, সিদ্ধ হয় কাজ ।
লাগিয়া যোজন পাঁচ, ভাবি আমি লাজ ॥

এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জাম্ববান ।
অভিमानে জলে মহাবীর হনুমান ॥
কহেন অঙ্গদ বীর অঙ্গ কোপে জলে ।
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে ॥
এক লাফে পড়ি গিয়া স্বর্ণ-পুরী লঙ্কা ।
আসিবারে নাহি পারি, তাহা করি শঙ্কা ॥
ভোগে রাখিলেন পিতা, না দিলেন শ্রমে ।
তে কারণে নাহি জানি আপন বিক্রমে ॥
সাগর তরিতে কেবা আছ সেনাপতি ।
দেখাইয়া বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি ॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্ববান হাসে ।
বীর তুমি হেন কথা কহ কি আভাসে (২) ॥
বালির বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানে ।
তাহার হইতে তব বিক্রম বাখানে ॥
একবার কোন্ কথা, তুমি শতবার ।
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার ॥
রাজা হ'য়ে এত শ্রম কেন হে করিবে ।
তুমি গেলে কটকের জীবন না রবে ॥
তুমি কটকের মূল মোরা সব ডাল ।
সে মূল থাকিলে ফল পাব সর্বকাল ॥
ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয় ।
যদি মূল থাকে, পত্র পুনরায় হয় ॥

কার উপকার না করিল তব বাপ ।
কোন বীর লজ্জিবেক তোমার প্রতাপ ॥
সকল বানর তব ঘরের সেবক ।
সকলে হইবে তব কার্যের সাধক ॥
বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ ।
সেবক হইতে তব সিদ্ধ হবে কাজ ॥
অঙ্গদ বলেন ধীরে কি করি ইহার ।
সাগর লজ্জিতে কেহ না করে স্বীকার ॥
সাগর তরিতে পারি, আসিতে সংশয় ।
বিলম্ব হইলে করি সুগ্রীবের ভয় ।
সংশয় জীবন মম নিশ্চয় মরণ ।
সাগর লজ্জিব আমি, দেখ বীরগণ ॥
সকল বানর কহে করি জোড়হাত ।
তুমি কেন লজ্জিবে হে বানরের নাথ ॥
রাজ-পুত্র রাজা তুমি বাসবের নাতি ।
নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
ভুলিয়াছি নালিকে হে তোমা দরশনে ।
এক তিল না বাঁচিব তোমার বিহনে ॥
জাম্ববান বলে ছাড় জঞ্জাল (৩) বচন ।
যে সাগর লজ্জিবে তা করহ শ্রবণ ॥
অভিमानে মৌনভাবে বীর হনুমান ।
কটকের মধ্যে আছে নকুল-প্রমাণ ॥
কটকেতে হনুमानে কেহ নাহি দেখে ।
জাম্ববান করিতেছে দেখিয়া তাহাকে ॥
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান ।
আমার বচন বাছা, কর অবধান ॥
হনুমান জাম্ববান উভয়ে সম্ভাষ ।
সুন্দর কাণ্ডেতে গীত গায় কৃষ্ণিবাস ॥

(১) বিষ্ণুপদ—আকাশ; বিষ্ণু বামন অবতারে একপদ আকাশে স্থাপন করিয়াছিলেন; এতদ্বারা আকাশের নাম বিষ্ণুপদ। (২) আভাসে—তাৎপর্যে; ইচ্ছিতে; ইসারায়। (৩) জঞ্জাল—ওঁ চলা; গোলমেলে।

ভানুবান্ কর্তৃক হনুমানের লক্ষ্য বৃত্তান্ত
কথন ।

ভানুবান্ বলে, বাছা তুমি মহাবল ।
রাম-কার্য্য কর বাছা, কেন কর ছল ॥
অঙ্গদ বলেন, ভাল মন্ত্রী ভানুবান্ !
কোন গুণ নাহি ধরে বীর হনুমান্ ॥
ভানুবান্-বাক্যে আর অঙ্গদের বোলে ।
কেহ হাতে ধরে, তারে কেহ করে কোলে ॥
ভানুবান্ বলে, বীর, কর অবধান ।
শুন হনুমানের যে অঙ্গের বিধান ॥
কুঞ্জর-তনয়া নামে ছিল বিত্তাধরী ।
বিশ্বামিত্র-শাপে সেই হইল বানরী ॥
অঞ্জনা নামেতে তার হইল কুমারী ।
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী ॥
মলয় পর্ব্বাতোপরে কেশরীর ঘর ।
অঞ্জনা লইয়া সুখে রহে নিরন্তর ॥
চৈত্রমাস প্রবেশিতে বসন্ত সময় ।
হেন কালে বায়ু গেল পর্ব্বত মলয় ॥
একে ত বসন্ত, তাহে মলয় পবন ।
চঞ্চল হইল অতি অঞ্জনার মন ॥
অঞ্জনারে দেখি বায়ু মোহিত-হৃদয় ।
দেখিলেন আছে ঘরে কেশরী দুর্জয় ॥
অঞ্জনা গেলেন ভাবি নিজ অমুকুল ।
স্নান করিবার তরে নর্শ্বদার কুল ॥
দৈবযোগে তথা গিয়া দেবতা পবন ।
বর দানে অঞ্জনার তুষিলেন মন ॥
অঞ্জনা বলেন তবে করিয়া বিনয় ।
তব বরে যেন মোর সাধ পূর্ণ হয় ॥
দেবতা, করুণা করি কর বর দান ।
মহাবীর হয় যেন আমার সন্তান ॥

পবন বলেন, কিছু না ভাব অঞ্জনা ।
তব পুত্রে হবে দিব্য শক্তি চোতনা (১) ॥
আনন্দিত মনে তুমি যাও নিজ ঘরে ।
মহাবীর জন্মিবেক তোমার উদরে ॥
আমার বরেতে যেই হইবে কুমার ।
আমার অধিক গতি হইবে তাহার ॥
এত বলি পবন গেলেন নিজ স্থান ।
অষ্টাদশ মাসে জন্মিলেন হনুমান্ ॥
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন হনুমান ।
সে দিনের কথা কহি, কর অবধান ॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তম্ভপান ।
প্রত্যাষে উদ্ভিত রক্ত বর্ণ ভানুমান্ (২) ॥
রাজ্য ফল জ্ঞান করি ধরিতে তাঁহাকে ।
সেখান হইতে লাক দিলেন কোতুকে ॥
পর্ব্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাস্কর ।
এক লাফে উঠিলেন, সে অতি দুষ্কর ॥
দিবাকরে ধরিবারে যান হনুমান ।
দৈবায়ত্ত (৩) তথা রাহু (৪) হয় অধিষ্ঠান ॥
সূর্য্যকে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত ।
দেখি হনুমানে হয় আপনি শঙ্কিত ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে ।
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে ॥
শুন সুরপতি, কহি এক সমাচার ।
সূর্য্যকে গিলিতে যে আইল রাহু আর ॥
শুনিয়া রাহুর কথা বাসব বিরস ।
সূর্য্যকে গিলিতে অগ্নি কাহার সাহস ॥
ঐরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর ।
হনুমানে দেখে গিয়া সূর্য্যের গোচর ॥
ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস ।
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস ॥

(১) চোতনা—প্রকাশ । (২) ভানুমান—ভানু (কিরণ) মৎ (অন্তর্গত মত) ভানুমৎ—সূর্য্য । (৩) দৈবায়ত্ত—সহসা । (৪) রাহু—সিংহিকার পুত্র ; অষ্টম গ্রহ । সূর্য্যচন্দ্রকে গ্রাস করে—ইহাতেই গ্রহণের উৎপত্তি হয় ।

সিন্দূরে শোভিত ঐরাবতের বদন ।
 দেখিয়া কোতুকী অতি পবন-নন্দন ॥
 সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে ধরে ঐরাবতে ।
 ত্রাসযুক্ত দেবরাজ বজ্র নিল হাতে ॥
 ক্রোধিত হইলে লোক আপনা পাসরে ।
 বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারে শিরে ॥
 অচেতন হনুমান্ হইলেন তাতে ।
 পড়িলেন তখনি সে মলয় পর্ব্বতে ॥
 হনু ভগ্ন পড়ে সেই মলয়-শিখরে ।
 হনুমান্ নাম তেঁই বাপ-মায়ে করে ॥
 যৌবন-কালেতে আমি ছিলাম প্রবীণ ।
 তিন বার করিলাম হরি-প্রদক্ষিণ ॥
 বৃদ্ধকালে বলহীন, নিকট-মরণ ।
 আপনারে নাহি পারি করিতে পালন ॥
 যাহার বিক্রমে লোক করেন ভরসা ।
 তাহার জীবন ধন্য, বিক্রম প্রশংসা ॥
 জানিয়া সীতার বার্তা আইস হনুমান্ ।
 চিন্তিত বানর সবে কর পরিত্রাণ ॥
 নানাবিধ বানর, বসতি নানা দেশে ।
 তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়া ঘোষে ॥
 পৌরুষ প্রকাশ কর সাগর লঙ্ঘিয়া ।
 শ্রীরামেরে তুষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত সুন্দর ।
 সুন্দরকাণ্ডেতে গাহে গীত মনোহর ॥

হনুমানের সাগর-লঙ্ঘনে উৎসাহ ।

হনুমান্ কহিলেন করহ বিচার ।
 আমার জন্মের কথা কহি আবার ॥

প্রভাস নামেতে তীর্থ খ্যাত মহীতলে ।
 মুনিগণ স্নান করে সেই নদী-জলে ॥
 ধবল নামেতে হস্তী দীঘল দশন ।
 দস্তাঘাতে চিরিয়া মারিত মুনিগণ ॥
 ভরদ্বাজ মহাঋষি ঋষির প্রধান ।
 দস্ত সারি (১) যায় হস্তী নিতে তার প্রাণ ॥
 ব্যাকুল হইয়া মুনি পলায় দৌড়িয়া ।
 রুধিয়া গেলেন পিতা বিপদ দেখিয়া ॥
 দয়ালু আমার পিতা অতি ভয়ঙ্কর ।
 এক লাফে পড়িলেন হস্তীর উপর ॥
 দুই চক্ষু উপাড়ে নখের আঁচড়ে ।
 দুই হাতে টানি দুই দশন উপাড়ে (২) ॥
 দস্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেয় দস্ত ।
 দস্তাঘাতে মাতঙ্গের করিলেন অস্ত ॥
 পরেতে গেলেন পিতা মুনির সমাজ ।
 মুনি বলে, বর মাগ, শুন কপিরাজ ॥
 কেশরী বলেন, যদি বর নিতে হয় ।
 তবে পাই যেন এক উত্তম তনয় ॥
 মুনিরাজ বলে, তুমি চাহিলা যে বর ।
 ত্রৈলোক্যবিজয়ী হবে তোমার কোত্তর ॥
 বর পেয়ে মুনিরাজে করি নমস্কার ।
 মলয়-পর্ব্বতে গেল যথা পরিবার (৩) ॥
 অঞ্জনা আমার মাতা, অতিরূপবতী ।
 স্নান হেতু গেল তেঁহ নর্ম্মদার প্রতি ॥
 দৈবযোগে তথা ছিল দেবতা পবন ।
 মোর জননীরে বর করিলা অর্পণ ॥
 এই সে কারণে আমি পবন-নন্দন ।
 সভার ভিতরে লজ্জা দিস্ কি কারণ ॥
 তুমি বা কাহার পুত্র, মৃত্যুী জাম্ববান্ ।
 সকলের সব বার্তা জানে হনুমান্ ॥

(১) সারি—সামুদ্রায়ীয়া; উটায়ীয়া। (২) উপাড়ে—ভুলিয়া ফেলে। (৩) পরিবার—আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকল।

যত যত আসিয়াছ বীর সেনাপতি ।
 কেবা না জানহ কার কতক শক্তি ॥
 রামকার্য করিতে না করি বিসংবাদ ।
 বিসংবাদ করিলে হইবে কার্যে বাধ (১) ॥
 বানর-কটকে করি অভয় প্রদান ।
 অঙ্গদ বীরের আজি বাড়াইব মান ॥
 সাগর যোজন শত দেখি খালিজুলি (২) ।
 শতবার পার হই আমি মহাবলী ॥
 উড়িয়া পড়িব গিয়া স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ।
 শক্র মারি উদ্ধারিব রামের হুন্দরী ॥
 তোমা সবাকারে না ডাকিব যুদ্ধ-আশে ।
 একাকী আনিব সীতা শ্রীরামের পাশে ॥
 পরম হরিষে থাক, কোন চিন্তা নাই ।
 সকলেতে কিবা কাজ, একা আমি যাই ॥
 সবে বলে, যত বল কিছু নহে আন ।
 ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
 সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর ।
 হনুমান-গলে দিল সকল বানর ॥
 বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি ।
 সাগর তরিতে হনুমান্ করে গতি ॥
 পৃথিবী সহিতে নারে মারুতির (৩) ভর ।
 সমুদ্র তরিতে উঠে পর্বত-শিখর ॥
 পর্বত উপরে কপি হয় একচাপ (৪) ।
 সিংহ ব্যাঘ্র পলাইল পর্বতিয়া (৫) সাপ ॥
 চলিষ যোজন বীর হইল নিমিষে ।
 হনুর শরীর গিয়া ঠেকিল আকাশে ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
 গাইল হুন্দরকাণ্ডে গীত রামায়ণ ॥

হনুমানের সাগর-সঙ্ঘমোদযোগ ।
 তদন্তরে (৬) বায়ু-পুত্র প্রসন্ন-হৃদয় ।
 উঠি দাঁড়াইলা বলি রাম জয় জয় ॥
 যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন ।
 বন্দনীয় সর্বজনে করিলা বন্দন ॥
 অণু যত কপিগণে আলিঙ্গন দিয়া ।
 কহিছেন সকলেরে উল্লাসিত হৈয়া ॥
 আমি যবে লক্ষ্য দিব সাগর লঙ্ঘিতে ।
 না পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে ॥
 অতএব চল সবে মহেন্দ্র-ভূধরে ।
 লক্ষ্য দিব থাকি ওই গিরির উপরে ॥
 এত শুনি অগ্রে করি পবন-কোঙরে ।
 উঠিলেন কপিগণ সেই ধরাধরে (৭) ॥
 মহেন্দ্র-উপরে শোভে মারুত-নন্দন ।
 যেন অণু গিরি আসি কৈল আরোহণ ॥
 হেন কালে যাবতীয় অমর কিন্নর (৮) ।
 দেখিবারে এল সবে অম্বর-উপর ॥
 বিছাধর অম্বর গন্ধর্ভ নাগগণ ।
 যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধা মুনি তপোধন ॥
 সবে মিলি যাবতীয় শাখামৃগ-কুল ।
 গাঁথিলেন এক মালা তুলি নানা ফুল ॥
 সেই মালা যুবরাজ ল'য়ে নিজ করে ।
 সমর্পিলা পবন-তনয়-কঠোপরে ॥
 শোভিল শ্রীহনুমান্ সেই মালা পরি ।
 যেন মণিমালা-গলে ঐরাবত করী (৯) ॥
 তবে সব কপি স্থানে অক্ষুণ্ণ ল'য়ে ।
 বসিলেন হনুমান্ পূর্ব-মুখ হ'য়ে ॥
 ভক্তিয়ুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি ।
 গণেশাদি পঞ্চদেব দিকপাল প্রতি ॥

(১) কার্যে বাধ — কার্যে বাধা । (২) খালিজুলি — ছোট ছোট নদী-নালা । (৩) মারুতির — হনুমানের ।
 (৪) একচাপ — একত্র । (৫) পর্বতিয়া — পাহাড়িয়া । (৬) তদন্তরে — তার পর । (৭) ধরাধরে — পর্বতে ।
 (৮) কিন্নর — ঘোড়ার মত মুখ মনুষ্যের মত শরীর দেবলোকের গায়ক । (৯) করী — হাতী ।

বিশেষতঃ প্রণমিলা পরম পিতারে ।
 কেশরী অঞ্জনা শ্রীসুগ্রীব কপিবরে ॥
 লক্ষ্মণ-জ্ঞানকী-পদ করিয়া বন্দন ।
 আরম্ভিলা রানচন্দ্রে করিতে চিস্তন ॥
 চিন্তামাত্রে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর ।
 দেখিয়া মারুতি মনে করেন আদর ॥
 জয় জয় রামচন্দ্র রঘু-কুল-পতি ।
 কৃপামৃত-পারাবার অগতির গতি ॥
 তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয় ।
 তবে পিপীলিকা মেরু (১) তুলিতে পারয় ॥
 পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধ জন ।
 পশু পারে পারাবার করিতে লজ্জন ॥
 এই ত সাহসে আমি হেন গৃঢ় কাজ ।
 করিবারে সাহস করেছি রঘু-রাজ ॥
 যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে ।
 দোষ হবে তবে প্রভু কল্পতরু নামে ॥
 অতএব তব পদে করি নিবেদন ।
 কর মোর প্রতি কৃপা কটাক্ষ অর্পণ ॥
 এত নিবেদন কৈলা যবে হনুমান ।
 কটাক্ষেতে অনুমতি দিলা ভগবান্ ॥
 তবে প্রভু অন্তরেই কৈলা অন্তর্দান ।
 প্রভু নাহি দেখি বীর তাজিলেন ধ্যান ॥
 প্রভু-অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত-মন ।
 কহিছেন কপিগণে পবন-নন্দন ॥
 আর নাহি করি আমি কোনই চিস্তন ।
 হইয়াছি রাম-কৃপা-কটাক্ষ-ভাজন ॥
 এবে দেখি সমুদ্রে গোপ্পদ যেমন ।
 শত কোটি বারে লজ্জিবারে করি মন ॥
 সবংশে রাবণ বধে সাহস যে করি ।
 লক্ষা তুলি এখানেতে আনিতে যে পারি ॥

ভুঞ্জে করি ফেলাইয়া সাগরের বারি ।
 ইচ্ছা হ'লে ত্রক্ষাণ্ডে ডুবাইতে পারি ॥
 মারুতির বাণী শুনি সখী কপিগণ ।
 শিখী (২) যেন শুনি ধরাধরের (৩) গর্জন ॥
 তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া ।
 বৃদ্ধ কপি জাম্বুবান্-চরণ বন্দিয়া ॥
 দাঁড়ায় দক্ষিণমুখে লজ্জিতে সাগর ।
 শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর ॥

— — —

হনুমানের লক্ষা-যাত্রা ।

সর্ব গুণ-পাত্র বায়ু-পুত্র সিদ্ধ লজ্জিবারে ।
 তবে করি লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে ॥
 তবে অসাধবস (৪) হ'ল দশ যোজন বিস্তার ।
 আর মহাবল সুদীঘল দ্বিগুণ তাহার ॥
 করি দরশন তারে মন করে হেন জ্ঞান ।
 যেন সেই গিরি শিরোপরি আন গিরিমান ॥
 তাহে দু-নয়ন বিরোচন (৫) সম প্রকাশয় ।
 কিবা নাসারব শুনি সব নির্ঘাত (৬) মানয় ॥
 দিব্য রোমগুচ্ছ দীর্ঘপুচ্ছ শিরোপরি লোলে (৭) ।
 যেন মেরুগিরি-শৃঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে ॥
 সেই কপিবর- কলেবর ভার সে ভূধর ।
 নাহি সহিবারে বারে বারে করে ধর ধর ॥
 তাহে তরুগণ আন্দোলন করে ঘনে-ঘন ।
 তাহে পুষ্প ঝরে বৃষ্টি বীরে করয়ে বর্ষণ ॥
 আর কত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ উপড়ি পড়য় ।
 তাহে নানা পাখী ছাড়ি পাখী আকাশে উড়য় ॥
 তাহে কত শৃঙ্গ পাই উঙ্গ ভূতলে পড়িল ।
 তায় কত দুষ্ট পশু নষ্ট কষ্ট যে পাইল ॥

(১) মেরু—পৃথিবী-প্রান্ত । (২) শিখী—সূর । (৩) ধরাধর—ভূধর । (৪) অসাধবস—নির্ভয় ।
 (৫) বিরোচন—অগ্নি । (৬) নির্ঘাত—এখানে ব্রহ্মনি । (৭) লোলে—ঘোলে ।

তাহে পায় ভীতি কত হাতী কাতর হইয়া ।
 করে পলায়ন ছাড়ি বন চীৎকার করিয়া ॥
 আর কত করী প্রাণে মরি উচ্চ হ'তে পড়ে ।
 তাহে হৈল হত পশু কত যে ছিল নিয়ড়ে ॥
 ইথে হ'ল এক পরতক মহৎ আশ্চর্য্য ।
 কিবা করি-স্থানে হল প্রাণে শূণ্য সিংহ-বর্ষ্য (১) ॥
 কিবা জগৎপ্রাণ-সুসন্ধান-কলেবর ভরে ।
 নাহি সহিবারে সে শিখরে চড় চড় করে ॥
 তাহে পেয়ে চাপ যত সাপ বিবরে আছিল ।
 তারা পেয়ে ত্রাস মহাশাস ছাড়িতে লাগিল ॥
 তবে মহাবীর হ'য়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি ।
 করি মহাদম্ব দিলা লক্ষ শ্রীরাম ফুকারি ॥
 সেই মহারব লোকসব ক্ষণে আচ্ছাদিল ।
 যেন কল্পকালে (২) কুতূহলে জলদ গর্জিল ॥
 সেই শব্দ-শুনি যত প্রাণী করে টল মল ।
 হল অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল ॥
 তাহে কপিগণ ঘনে-ঘন জয়ধ্বনি করে ।
 দুই শব্দে মিলি গেলা চলি দশ দিগন্তরে ॥
 সেই মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি ।
 তার উপমান মরুতান্ (৩) পবনেরে লেখি ॥
 সেই বেগ বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে ।
 তারা বীর বায় আসে যায় ব্যোম-উপরিতে ॥
 মনে এই লিখি তারা দেখি প্রবাসী তাহায় ।
 যেন বন্ধুজন দুঃখি-মন অনুভজি যায় ॥
 আর কত হাতী শৃঙ্গ তথি উড়িয়া চলিল ।
 তারা কতদূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল ॥
 তবে বিনা লক্ষ্যে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিল ।
 করি নিরীক্ষণ সব জন স্তম্ভিত হইল ॥

আহা কপি কিবা পায় শোভা আকাশ-উপরে ।
 যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অশ্বরে ॥
 তার বাহুদয় প্রকাশয় সবনে দোলয় ।
 যেন নাগরাজ গিরিরাজ উপরি শোভয় ॥
 তাঁর উর্দ্ধদেশে কিবা ভাসে পুচ্ছ উচ্চতর ।
 যেন ভাদ্রমাসে সুপ্রকাশে ইন্দ্রধ্বজবর (৪) ॥
 তাঁর অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে বয় ।
 যার শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয় ॥
 সেই বেগবান্ মরুতান্ (৫) লাগয়ে যাহারে ।
 সেই কোনমতে স্বস্থানেতে স্থির হতে নারে ॥
 সেই সমীরণ-বেগে ঘন সব আকর্ষিত ।
 তার পাছে পাছে কাছে কাছে চলিল ত্বরিত ॥
 আর বহুতর ধরাধর সাগরে পড়িল ।
 কত ব্যোমচারী সিন্ধুবারি-মাঝারে ডুবিল ॥
 আর সিন্ধু-জল কল কল করে অতিশয় ।
 সেই উত্তরোল (৬) জল স্থল অবধি কাঁপায় ॥
 তহে স-মকর জলচর যাবৎ আছিল ।
 তারা পেয়ে ভয় অতিশয় দূরে পলাইল ॥
 তবে ক্রমে ক্রমে উঠে ব্যোমে পবন-নন্দন ।
 হ'ল প্রথমেতে তার মাথে মুকুট তপন ॥
 পরে সে তরুণি (৭) কণ্ঠমণি সমান শোভিলা ।
 পরে দুই পদ কোকনদ ভূষণ হইলা ॥
 হেন মহাবীর মারুতির শৌর্য্য নিরীক্ষণে ।
 পেয়ে মহাতৃষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে ॥
 তবে এইমতে আকাশেতে চলিলা বানর ।
 কিবা প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর ॥

(১) সিংহবর্ষ্য—সিংহ-শ্রেষ্ঠ । (২) কল্পকালে—প্রসয়ের সময়ে । (৩) মরুতান্—ইন্দ্রপ । (৪) ইন্দ্রধ্বজবর—
 ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশীতে রাজ্যের বিঘ্ন নাশ ও প্রজাবৃদ্ধি কামনায় রাজগণ কর্তৃক ইন্দ্র-প্রীতির জন্ত অশুষ্টিয়
 ধ্বংসারোপণ । এই উৎসব সপ্ত-দিনব্যাপী হইত । পরে মহা আড়ম্ববে ইহার বিসর্জন হইত । (৫) মরুতান্—
 হনুমান্ । (৬) উত্তরোল—উচ্চ শব্দ ।

সুরসা সাপিনী কর্তৃক হনুমানের পথরোধ ।
 এইমত মারুতির বিক্রম দেখিয়া ।
 সুরসাকে সুর সব কহেন ডাকিয়া ॥
 নাগমাতা, তুমি ধর শক্তি বিলক্ষণ ।
 কর মো-সবার এক সন্দেহ-ভঞ্জন ॥
 যাইতেছে এই বায়ু-তনয় লক্ষ্মীতে ।
 রামচন্দ্র-প্রেয়সীর তদ্ব সে জানিতে ॥
 তুমিহ তাহাতে করি বিঘ্ন আচরণ ।
 জানহ ইহার বল বুদ্ধি বা কেমন ॥
 পারিবে নারিবে কিংবা এই কপিরাজ ।
 সেথা হ'তে ফিরিবারে সাধি এই কাজ ॥
 ইহাই জানিতে হবে যোর কলেবর ।
 যাহ তুমি ক্ষণেক মারুতি-বরাবর ॥
 এত শুনি সর্পমাতা সুরসা সাপিনী ।
 প্রস্থান করিল হ'য়ে রাক্ষসী-রূপিণী ॥
 ছুড় ছুড় শব্দে হনু যায় বায়ুভর (১) ।
 লেজের আঘাতে উড়ে পাদপ-পাথর ॥
 একদৃষ্টে কপিগণ সাগর নেহালে ।
 দেখিতে না পায় কেহ কতদূর গেলে ॥
 তিন ভাগ গেছে, আর আছে একভাগ ।
 সুরসা সাপিনী তারে পথে পায় লাগ ॥
 দেবতার পুরে থাকে সুরসা সাপিনী ।
 ভূজঙ্গ লোকের তিনি হয়েন স্বামিনী ॥
 দেবতা গন্ধর্ভ আর পাতাল-নিবাসী ।
 সুরসা-সাপিনী-ডরে সবে হয় ত্রাসী (২) ॥
 ধরে সে বিকট-মূর্ত্তি দেবতার বোলে ।
 করিতে পরীক্ষা হনুমানে নভস্তলে (৩) ॥
 মারুতির অগ্রে ভীম-মূর্ত্তি ধরিয়া ।
 কহিছেন নাগমাতা কপট করিয়া ॥

ওরে কপি, যাও তুমি আর কোন স্থানে ।
 প্রবেশ করহ আসি আমার বয়ানে ॥
 হইয়াছি সান্ত্বিত ক্রোধে পীড়িত ।
 এ সময়ে তোরে পেয়ে হল বড় প্রীত ॥
 বুঝিলাম, কৃপা করি যত দেবগণ ।
 করি দিলা মোর আগে তোরে আনয়ন ॥
 অতএব বিলম্ব না কর একক্ষণ ।
 শীঘ্র আসি কর মোর মুখে প্রবেশন (৪) ॥

এত শুনি বায়ুপুত্র জুড়ি করদয় ।
 কহিছেন তাঁর প্রতি করিয়া বিনয় ॥
 দশরথ-পুত্র রাম দণ্ডক-কাননে ।
 আসি বাস করেছিল পিতার বচনে ।
 বিনা দোষে হরি আনিয়াছে তাঁর নারী ।
 দশানন এই লক্ষ্মীপূরী অধিকারী ॥
 যাইতেছি আমি তাঁর তদ্ব জানিবারে ।
 তাহে বিঘ্ন নাহি কর কোনই প্রকারে ॥
 সেই রামচন্দ্র হন সকলের হিত ।
 তাঁহার অহিত করা তব অন্তচিত ॥
 যদি বল অবশ্যই খাইব তোমারে ।
 তব যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে ॥
 সীতা দেখি বার্তা দিয়া শ্রীরঘু-নন্দনে ।
 আসি প্রবেশিব আমি তোমার বদনে ॥
 কিছু নাহি কর তুমি ইহাতে সংশয় ।
 কহিতেছি আমি সত্য করিয়া নিশ্চয় ॥

সুরসা কহেন, তাহা আমি নাহি মানি ।
 মোর আগে আসি ফিরে নাহি যায় প্রাণী ॥
 সুরসার বাণী শুনি সমীর-নন্দন ।
 কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন ॥
 কোন্ মুখে হুঁটা মোরে করিবি ভক্ষণ ।
 প্রকাশ করহ তাহা, করি প্রবেশন ॥

(১) বায়ুভর—বায়ু আশ্রয় । (২) ত্রাসী—ভীত । (৩) নভস্তলে—আকাশে । (৪) প্রবেশন—প্রবেশ ।

সুনীয়া সুরসা বিংশ যোজন বিস্তার ।
 প্রকাশ করিলা নিজ মুখের আকার ॥
 তা দেখি মারুতি ত্রিশ যোজন হইলা ।
 চলি শ যোজন মুখ সুরসা করিলা ॥
 পঞ্চাশ যোজন ঠৈল পবন-সস্তান ।
 করিলা সুরসা ষষ্টি যোজন ব্যাদান (১) ॥
 সপ্ততি যোজন হৈল পরে হনুমান্ ।
 সেহ মুখ কৈল আশী যোজন প্রমাণ ॥
 হনুমান্ হৈল তবে নবতি যোজন ।
 সুরসা করিল শত যোজন আনন ॥
 তাহা দেখি হনুমান্ চিস্তিত আশয় (২) ।
 এ কে, এ ত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয় ॥
 এত ভাবি ক্ষণকাল মানস-মাঝারে ।
 জানিলেন মারুতি সুরসা বলি তাঁরে ॥
 তবে নিজে হয়ে শত যোজন প্রমাণ ।
 তাঁর মুখমধ্যে প্রবেশিলা হনুমান্ ॥
 প্রবেশিবা মাত্র সে সুরসা ঠাকুরাণী ।
 ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখখানি ॥
 তাহা দেখি হ'য়ে বীর অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ ।
 কর্ণরঞ্জ (৩) দিয়া কৈল বাহিরে প্রয়াণ ॥
 বলিছেন কপিবর জানিশু তোমায় ।
 নাগমাতা, প্রণতি করি গো তব পায় ॥
 তব বাক্যে প্রবেশিশু তোমার বদন ।
 অমুমতি দাও এবে, করি গো গমন ॥
 তবে সে সুরসা ধরি আপন মুরতি ।
 কহিবারে আরম্ভিলা বায়ু-পুত্র-প্রতি ॥
 সুখে যাহ হনুমান্ পরম কুশলী ।
 করুন তোমার শুভ অমরমণ্ডলী ॥
 তব বীৰ্য্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে ।
 পাঠাইয়াছিল সব অমরে আমারে ॥

তাহা জানিলাম, এবে করহ গমন ।
 রাম-সীতা উভয়েতে করাও মিলন ॥
 এত কহি নাগমাতা গেল নিজ-স্থান ।
 পুনঃ পূর্বরূপ হ'য়ে যান হনুমান্ ॥
 সুরসা সম্ভাষি বীর করিল প্রয়াণ ।
 কৃষ্ণিবাস রচে গীত সুধার সমান ॥

— —

হনুমানের মৈনাক পর্তত সহ সম্ভাষণ ।
 দেখি মারুতির হেন বীৰ্য্য-বুদ্ধি-বল ।
 প্রশংসা করেন তারে অমর সকল ॥
 হেনকালে নদীপতি সচিস্তিত মন ।
 করিছেন হৃদয়েতে এই বিচরণ (৪) ॥
 সগর নৃপতি হ'তে মোর উপাদান (৫) ।
 এ লাগি সাগর বলি ভুবনে আখ্যান ॥
 সেই ত সগর-বংশে ষাঁহার জন্ম ।
 সে রাম-কার্য্যেতে যান পবন-নন্দন ॥
 এ লাগি ইহার হিত কর্তব্য আমার ।
 অগ্ৰথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার ॥
 লজ্বিছেন হনুমান্ এই পারাবার ।
 হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে ইহার ॥
 অতএব মধ্যপথে আলম্বন (৬) পাই ।
 যেরূপেতে সুখে যান করিব তাহাই ॥
 এত ভাবি নদীপতি মৈনাক-ভূধরে ।
 ডাকিয়া কহেন কিছু বচন সাদরে ॥
 হিমালয়-তনয় মৈনাক গিরিরাজ ।
 করহ তুমিহ মোর আজি এক কাজ ॥
 শুন শুন শুন বাপ হিমের-নন্দন ।
 এত কাল করিলাম তোমার পালন ॥

(১) ব্যাদান—মুখের হাঁ। (২) আশয়—মন। (৩) কর্ণরঞ্জ—কাণের ছিঁড়। (৪) বিচরণ—বিচার।
 (৫) উপাদান—উৎপত্তি। আলম্বন—আশ্রয়।

ইন্দ্রের ভয়েতে মম লইলে শরণ ।
 লুকাইয়া রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥
 তব 'পরি জিরাইবে পবন-নন্দন ।
 শ্রীরামের সহায়তা কর এইক্ষণ ॥
 সাগর হইতে হয় উৎপত্তি আমার ।
 জন্ম লয়েছেন রাম বংশেতে তাঁহার ॥
 সেই রাম কার্যে যান সমীর-তনয় ।
 তাঁর হিত কিছু মোরে করিবারে হয় ॥
 এই লাগি তোমা আমি অনুরোধ করি ।
 একবার উঠ তুমি সলিল উপরি ॥
 উর্দ্ধ অবঃ আর চারি পার্শ্বে বাড়িবার ।
 আহুয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার ॥
 এই লাগি কহিতেছি তোঁহে বারবার ।
 উঠিয়া করহ তুমি মোর উপকার ॥
 তোমার উপরি শৃঙ্গে করি আরোহণ ।
 মারুতি বিশ্রাম করি করুণ গমন ॥

এত শুনি ভাল ভাল বলি গিরিবর ।
 উঠিলেন সাগরের জলের উপর ॥
 কিবা সাজে সিঙ্কুমাঝে সুবর্ণ শিখরী ।
 প্রভাত-তপন যেন সমুদ্র-উপরি ॥
 পথমাঝে দেখি তারে মারুতি চিস্তিত ।
 এ কি আসি কোন বিহ্ন হ'ল উপস্থিত ॥
 তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য-মূর্তি ।
 নিজ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি ॥
 বায়ুপুত্র, শুন কিছু আমার বচন ।
 সমুদ্র-আদেশে আমি কৈশু আগমন ॥
 শ্রীরামের পূর্ববংশ নৃপতি সাগর ।
 তিঁহ (১) খাদ করেছেন এই ত সাগর ॥
 এই হেতু রাম দূত তোঁহে (২) সন্মানিতে ।
 পাঠালেন মোরে তোঁহ (৩) প্রীতিযুক্ত চিতে ॥

তুমিহ আমার শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম ।
 খাও দিব্য ফল-মূল জল অমুপম ॥
 অবশেষে হয়ে তুমি স্থখ-যুক্ত-মন ।
 করিবে বাবণ-পুর-মধ্যেতে গমন ॥
 আমাতে কোরোনা তুমি শঙ্কা অমুভব ।
 হই আমি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব (৪) ॥
 এ লাগিয়ে আসিয়াছি পূজিতে তোমায় ।
 তুমিহ সফল কর মোর বাসনায় ॥

এত শুনি হনুমান্ থাকিয়া আকাশে ।
 জিজ্ঞাসা করেন তারে সুমধুর ভাষে ॥
 কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর ।
 বাস করিয়াছ সিঙ্কু-জলের ভিতর ॥
 কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব ।
 বিবরণ করি কহ কথা এই সব ॥

শুন বানী মহীধর মুদিত (৫) হইয়া ।
 কহেন পবন-পুত্রে প্রণয় করিয়া ॥
 পূর্বে যাবতীয় গিরি ছিলা পক্ষবান্ ।
 উড়িয়া করিত তারা সর্বত্র প্রয়াণ ॥
 তবে তাহাদের দৃষ্ট বুদ্ধি উপজিল ।
 পড়িয়া নগর গ্রাম ভাগিতে লাগিল ॥
 তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হৈয়া সহস্র-লোচন ।
 বজ্র করি কৈল পক্ষচ্ছেদ আরম্ভণ ॥
 সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে ।
 বজ্র ধরি ইন্দ্র আইল মোর পার্শ্বদেশে ॥
 তাহা দেখি ভয়ে আমি করি পলায়ন ।
 পাছে পাছে চলিলেন সহস্র-লোচন ॥
 তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয় ।
 করুণাতে আস্র হৈয়া বায়ু মহাশয় ॥
 তিঁহ অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া ।
 ফেলাইলা মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া ॥

(১) তিঁহ তিনি। (২) তোঁহে আপনাকে। (৩) তোঁহ-তুমি। (৪) বান্ধব-উৎসবে
 বাসনেটৈব হৃতক্কে বাহুবিশ্লেবে। দ্বাভাব্যে শশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ (৫) মুদিত-আনন্দিত।

তাহার কৃপাতে আর সমুদ্র-আশ্রয়ে ।
না কাটিলে ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে ॥
সে অবধি আছি আমি সাগর ভিতর ।
হিমালয়-পুত্র নাম মৈনাক-ভূধর ॥
তুমি হও মোর বন্ধু পবন-তনয় ।
তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয় ॥
অতএব মোর আর সিদ্ধুর পিরীতে ।
তুমিহ বিশ্রাম কর মোর উপরেতে ॥

গিরিবাক্য শুনি কন পবন-কুমার ।
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার ॥
তোমার মধুর বাক্যে প্রাণ জুড়াইল ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ শ্রম নিবৃত্ত হইল ॥
করিলে আতিথ্য তুমি দেখাইয়া প্রীত ।
তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত ॥
কিন্তু বড় ভরা আছে লঙ্কায় যাইতে ।
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণে থাকিতে ॥
আর শুন আসিবার কালে সিন্ধুতে ।
এসেছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধব নিকটে ॥
নিরালম্বে (১) পার হব শতেক যোজন ।
অতএব যোগ্য নহে বিশ্রাম করণ ॥
অঙ্গুলি মাত্রেরে করি পরশ তোমারে ।
দোষ ক্ষমা করি, দাও অনুজ্ঞা আমারে ॥

এত শুনি সাধু সাধু বলি গিরিবব ।
অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর ॥
তবে কর-অঙ্গুলিতে মৈনাক-ভূধরে ।
পরশি প্রয়াগ কৈলা মারুতি অম্বরে ॥
মারুতির আতিথ্যেতে সন্তুষ্ট-অস্তর ।
মৈনাক-ভূধর প্রতি কন পুরন্দর ॥
মৈনাক, তোমার আজি দেখি এই কর্ম ।
পাইলাম মোরা সবে অতিশয় শর্ম্ম (২) ॥

রাম-দূত মারুতির আতিথ্য করিয়া ।
ত্রিঙ্গতে করিলে হে তুমি তুষ্ট-হিয়া ॥
অতএব আমি তোমা দিলাম অভয় ।
সুখে থাক তুমি হ'য়ে নির্ভয়-হৃদয় ॥
সুন্দরকাণ্ডেতে এই অপূর্ব উল্লাস ।
গাহিলেন আনন্দে পণ্ডিত কৃষ্টিবাস ॥

হনুমান্ কত্বং ক সিংহিকা বান্ধসী-
বধ ও সাগর লঙ্ঘন ।

এত শুনি আনন্দিত হয় গিরিবব ।
দক্ষিণেতে চলিলেন পবন-কোত্তর ॥
কত দূরে যবে তিঁহ করিলা গমন ।
সিংহিকা বান্ধসী তাঁরে করিলা দর্শন ॥
দেখি চিন্তা করে সেই দুষ্ট নিশাচরী ।
বুঝি আজি ভুঞ্জিতে পাইব পেট ভরি ॥
যাইতেছে আকাশেতে বড় এক প্রাণী ।
ইহার ছায়াকে ধরি আকর্ষণী আনি ॥
এত ভাবি মারুতির ছায়াস্পর্শ পাই ।
আকর্ষণে আরম্ভিল মুখখান বাই (৩) ॥
তার আকর্ষণে নূন দেখি নিজ বেগ ।
মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোধেগ (৪) ॥
এ কি মোর গতিবেগ নূন হয় কেন ।
দৃঢ়-রজ্জু দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন ॥
এত ভাবি সব দিকে দেখিতে দেখিতে ।
দেখিলেন বান্ধসীরে নিজ অধোভিতে (৫) ॥
পাতাল সমান মুখ বিস্তারিত করি ।
রহিয়াছে অম্বরেতে (৬) দুষ্টা নিশাচরী ॥
তাহা দেখি ভাবনা করেন পুনর্বার ।
এ কি অধোভাগে দেখি বিকট আকার ॥

(১) নিরালম্বে—অপর কাহারো আশ্রয় না লইয়া । (২) শর্ম্ম—সুখ ; আনন্দ । (৩) বাই—হাঁ করিয়া ।
(৪) সোধেগ—উৎকণ্ঠিত হইয়া । (৫) অধোভিতে—নীচের দিকে । (৬) অম্বরেতে—আকাশে ।

বুঝি এই জন মোরে করে আকর্ষণ ।
 আপনার মুখে করাইতে প্রবেশন ॥
 সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ ।
 এই বটে সিংহিকা রাক্ষসী দুষ্ট জন ॥
 আজি আমি প্রতিকার ইহার করিব ।
 এ পথের কণ্টক নিঃশেষে ঘুচাইব ॥
 এত ভাবি ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি ধরি কপিবর ।
 প্রবেশিলা সিংহিকার বদন-ভিতর ॥
 সেহ বড় সুখী হয়ে মুদিল বদন ।
 যেন কেহ বিষ খায় মরণ কারণ ॥
 তবে তার হৃদয়ে প্রবেশে হনুমান্ ।
 নখে করি বিদারি করিল খান খান ॥
 সেই ছিদ্র দিয়া নিজে হইলা বাহির ।
 তাহে রাক্ষসীর প্রাণ ছাড়িল শরীর ॥
 তবে ঘুরি ঘুরি সেই দুষ্টা নিশাচরী ।
 পড়িল পরেতে সেই পয়োধি (১) উপরি ॥
 তাহে সুখী হলো বহু কোটি জলচর ।
 ভোজন করিয়া তার মাংস বহুতর ॥
 বুঝিলাম বহু মাংস পূর্বে খেয়েছিল ।
 আজি সেই সকলের পরিশোধ দিল ॥

সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ ।
 করিছেন হনুমাণে বহু প্রশংসন ॥
 সর্বদা বিজয়ী হও পবন-কুমার ।
 করুন শ্রীভগবান কল্যাণ তোমার ॥
 যে কর্ম্ম করিলে তুমি মারি সিংহিকারে ।
 অণ্ডে না সম্ভব হবে পৃথিবী মাঝারে ॥
 একে নিরালম্বে শত-যোজন-লঙ্ঘন ।
 তাহে পুনঃ সুদুর্দাস্ত সিংহিকা মারণ ॥
 এ দুষ্টা রাক্ষসী-ভয়ে যত দেবভাগ ।
 করেছিলো এই ষোম-মার্গ পরিত্যাগ ॥

আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক (২) ।
 সুখে বিহারুক তবে সব বৃন্দারক (৩) ॥
 তোমা হৈতে রাম-কার্য নিষ্পন্ন হইবে ।
 তোমা হৈতে ত্রিভুবন আনন্দ পাইবে ॥
 এ কি বল এ কি বীর্য এ কি পরাক্রম ।
 ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম ॥
 ধরা ধরাধর সব যাবৎ থাকিবে ।
 তাবৎ পর্য্যন্ত তব এ যশ ঘুমিবে ॥
 যাহ যাহ, করিতেছি মোরা আশীর্বাদ ।
 কৃতকার্য হয়ে ফিরি এস নিরীকবাদ ॥
 এত কহি পুষ্প-বৃষ্টি করে দেবগণ ।
 শুনি আনন্দিত বীর করিলা গমন ॥
 কিছুদূর হৈতে লক্ষ্য করি নিরীক্ষণ ।
 মনে মনে ভাবিছেন পবন-নন্দন ॥
 হেন মহা-দেহে যদি প্রবেশি এ লক্ষ্য ।
 তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্ক্য ॥
 অতএব ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি হ'য়ে প্রবেশিব ।
 উচিত সময়ে নিজ কার্য সমাধিব ॥
 এত ভাবি আপন সহজ মূর্ত্তি ধরি ।
 সিদ্ধ লজ্জি পড়িলেন স্তবেল-উপরি ॥
 সেই ত স্তবেল গিরি ভরেতে তাঁহার ।
 কাপিতে লাগিল লক্ষ্যদীপ-সহকার (৪) ॥
 আর এক হলো বড় সে সময়ে রঙ্গ ।
 সীতা আর রাবণের নাচে বাম-অঙ্গ (৫) ॥
 যতপি লজ্জিল সেই শতক যোজন ।
 তথাপি নাহিক কিছু শ্রম একক্ষণ ॥
 সাগর-লঙ্ঘন-কথা অমৃতের ভাণ্ড ।
 শুনিলে পাতকরাশি হয় খণ্ড খণ্ড ॥

(১) পয়োধি—সমুদ্র । (২) অকণ্টক—বাধাহীন । (৩) বৃন্দারক—দেবতা । (৪) সহকার—সহিত ।
 (৫) বামাজ নর্ত্তন স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভকর, পুরুষের পক্ষে অন্ততজনক । হনুমানের লক্ষ্য উপস্থিতি
 সীতাদেবীর শুভ ও রাবণের অন্ততের পরিচায়ক ।

হনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ ও চামুণ্ডার
লঙ্কা-ত্যাগ ।

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর ।
কত স্থানে কত দেখে বর্ণিতে বিস্তর ॥
কাঞ্চন রজত মণি ফটিকে নিৰ্ম্মাণ ।
পুরী-শোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান্ ॥
গড়ে প্রবেশিয়া দেখে পবন-নন্দন ।
বিশ্বকর্্মার নিৰ্ম্মিত সে অদ্ভুত রচন ॥
মহা-ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা ।
খর্পর (১) দক্ষিণ হাতে বাম হাতে খাণ্ডা ॥
ছুই চক্ষু ঘুরে যেন ছুই দিবাকর ।
ব্রহ্ম-অগ্নি হেন তেজ অতি ভয়ঙ্কর ॥
লোলজিহ্বা পৃষ্ঠে জটা বিকট দর্শন ।
হাঁড়িয়া-মেঘের বর্ণ (২) দেখিতে ভীষণ ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গলে মুণ্ডমালা ।
মাণিক-কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা ॥
দেখিয়া চিস্তিত অতি বীর হনুমান্ ।
জোড়হাতে বলেন, দেবীর বিজ্ঞমান ॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা ।
শিবের প্রেয়সী তুমি, কেন আছ হেথা ॥
তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাই ডর ।
কি কারণে আছ মাতা লঙ্কার ভিতর ॥

চামুণ্ডা বলেন, আমি শঙ্করের সতী ।
তঁাহার আজ্ঞায় মম লঙ্কায় বসতি ॥
সৃজন যখন ব্রহ্মা স্বৰ্ণ-লঙ্কা-পুরী ।
সেই কাল হৈতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি ॥
করিলাম জিজ্ঞাসা শিবের স্ত্রীচরণে ।
ধাক্কি কতক কাল রাবণ-ভবনে ॥
শঙ্কর বলেন, থাক এই সংখ্যা তার ।
যত দিন নাহি হয় রাম-অবতার ॥

জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে ।
তঁার পত্নী সীতা সতী হরিবে রাবণে ॥
সীতা অশ্বেষণে রাম পাঠাবেন চর ।
তার নাম হনুমান্ আকারে বানর ॥
যখন দেখিবা লঙ্কাগত হনুমান্ ।
তখন ছাড়িয়া লঙ্কা আসিবে স্বস্থান ॥
সেই হৈতে রাখি আমি স্বৰ্ণ-লঙ্কা-পুরী ।
হনুমানে না দেখিয়া যাইতে না পারি ॥
কাহার সেবক তুমি, কোথা তব ঘর ।
কিমতে তরিলে তুমি অলঙ্ঘ্য সাগর ॥
হনুমান্ বলে, আমি রামের কিঙ্কর ।
সুগ্রীবের পাত্র আমি, পবন-কোণ্ডর ॥
সীতা- অশ্বেষণে আইলাম লঙ্কাপুরী ।
শ্রীরামের দূত যেই, তেঁই সিদ্ধু তরি ॥
শুনিয়া হনুর কথা চামুণ্ডার হাস ।
লঙ্কায় দেখিয়া তাকে গেলেন কৈলাস ॥
কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর ।
সুন্দরকাণ্ডেতে গীত গাহে মনোহর ॥

হনুমানের সীতা-অশ্বেষণ ।

হেনকালে হনুমান্ যায় বনে-বন ।
গুয়া নারিকেল দেখে অতি সুশোভন ॥
কোকিলের কুহুরব ভ্রমর-ঝঙ্কার ।
নানা পক্ষি-কলরব লাগে চমৎকার ॥
দীঘি সরোবর দেখে সলিল নিৰ্ম্মল ।
প্রফুল্লিত কোকনদ (৩) পঙ্কজ উৎপল (৪) ॥
লঙ্কাপুরী চারিদিকে বেষ্টিত সাগর ।
দেবতার গতি নাই লঙ্কার ভিতর ॥

(১) খর্পর—মড়ার মাথার খুলি । (২) হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ—মহামেঘের প্রভা । (৩) কোকনদ—
বঙ্গগঙ্গা । (৪) পঙ্কজ, উৎপল—উভয় শব্দের অর্থ পদ্ম ।

সোনার প্রাচীর মধ্যে বাহিরে লোহার ।
 গগন-মণ্ডলে চূড়া লাগয়ে তাহার ॥
 এইরূপে হনুমান্ ভ্রমে চতুর্ভিতে ।
 মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে ॥
 রাবণের প্রতাপ দুর্জয় লঙ্কাপুরে ।
 বানর-কটক তাহে কি করিতে পারে ॥
 এখানে আসিতে পারে শক্তি আছে কার ।
 চারি ব্যক্তি বিনা আর সকলি অসার (১) ॥
 সূত্রী ব আসিতে পারে বীর-অবতার ।
 যুবরাজ অঙ্গদ আসিতে পারে আর ॥
 আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি ।
 আমিও আসিতে পারি অব্যাহত-গতি ॥
 যেই কার্য্যে আসিয়াছি, সীতা দেখি আগে ।
 শেষেতে করিব কার্য্য যেখানে যে লাগে ॥
 ভাণ্ডাইব কেমনে দুর্জয় শত্রুগণে ।
 কেমনে চিনিব আমি রাজা দশাননে ॥
 বেড়াইব কেমনে কনক লঙ্কা-পুরী ।
 কেমনে চিনিব আমি রামের সুন্দরী ॥
 রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি ।
 কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী ॥
 হস্ত-পরিহাস কথা বচন-চাতুরী ।
 সেখানে না থাকিবেন জানকী-সুন্দরী ॥
 সর্ব্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু, মলিন-বসনা ।
 সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা ॥
 সীতারে দেখিতে যদি হয় হানাহানি (২) ।
 হয় হৌক, তাহে ক্ষতি কিছু নাহি মানি ॥
 অস্ত গেল ভানুমান, বেলা অবসান ।
 মধ্যগড়ে প্রবেশ করিল হনুমান্ ॥
 নিশাকর সুপ্রকাশ গগন-মণ্ডলে ।
 ভালমতে হনুমান্ লঙ্কাকে নেহালে ॥

চালের উপরে শোভে সুবর্ণের বারা ।
 চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা ॥
 প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে ।
 রাজার মন্দির সে সুন্দর সাজে সাজে ॥
 হনুমান্ স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে ।
 নেউল প্রমাণ হ'য়ে ফেরে ঘরে ঘরে ॥
 মাণিক কাঞ্চন আর প্রবাল প্রস্তর ।
 অরুকারে আলো করে লঙ্কাপুরী-ঘর ॥
 রাজার ও মন্ত্রীর গৃহে করিল প্রবেশ ।
 তথা না পাইল হনু সীতার উদ্দেশ ॥
 কাঞ্চন-নির্ম্মিত ঘাট দীঘি ও পুখরী (৩) ।
 আনন্দিত হনুমান্ দেখি লঙ্কাপুরী ॥
 রমণীরা গীত গায় অতি সুশ্লিষ্ট ।
 বাজায় মাদল বীণা বাঁশী সুযন্ত্রিত ॥
 ছাওয়ালের মুখে কেহ কেহ দেয় স্তন ।
 রাজপথে দেখে বহু কুবজ (৪) ব্রাহ্মণ ॥
 লম্বা লম্বা পেট সব ডাগর মূর্ত্তি ।
 এক পদ এক হস্ত বিকৃত আকৃতি ॥
 কেহ মালসার্ট (৫) মারে, কেহ গায় গীত ।
 নাকের ঘড়ঘড় শব্দ শুনি বিপরীত ॥
 কোথা বা রাক্ষস-সৈন্য চলে বীরদাপে ।
 কোথাও সকলে মত্ত রহস্য-আলাপে ॥
 পরম সুন্দরী কণ্ঠা দেখে নানা বেশে ।
 যুবতীরা নিদ্রা যায় শুয়ে স্বামী পাশে ॥
 সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নানারত্ন-বিভূষিতা ।
 দেখি হনুমান্ বলে এই দেবী সীতা ॥
 কুবেশা মলিনা যেই অশ্রুজলে ভাসে ।
 সেই হবে সীতাদেবী যুক্তি ভাল আসে ॥
 আবাসে আবাসে বলে প্রাচীরে প্রাচীরে ।
 সীতাদেবী খুঁজে হনু ঘর ও বাহিরে ॥

(১) অসার—দুর্ভল । (২) হানাহানি—মারামারি । (৩) পুখরী—পুকুর । (৪) কুবজ—কুজ ;
 কুঁজো । (৫) মালসার্ট—মাল-কোচা ।

অতি সুশোভন বিভীষণের আবাস ।
 দেখে মহোদরের সে অপূর্ব নিবাস ॥
 উদ্ধাঞ্জিহ্ব বিদ্যাজ্জিহ্ব আর বিদ্যাম্বালী ।
 শুক সারণের ঘর দেখে মহাবলী ॥
 কুমার সবার ঘর দেখে সারারাতি ।
 একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি ॥
 কোন স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ ।
 রাজ-অস্ত্রপুরে বীর করিল প্রবেশ ॥
 রাজার দ্বারেতে দেখে দ্বারী সারি সারি ।
 দুর্জয় রাক্ষস সব, নানা অস্ত্রধারী ॥
 পর্বত আকার হস্তী কনক ভূষিত ।
 নানাবর্ণ ঘোড়া দেখে লক্ষ্মণ-শোভিত ॥
 নানাবর্ণ হস্তী দেখে রত্ন আভরণ ।
 আকাশে শোভিত যেন নক্ষত্রের গণ ॥
 কনক কিঙ্কণী (১) বাজে বাজন নূপুর ।
 জিনিয়া ইন্দ্রভুবন রাবণ-অস্ত্রপুর ॥
 শত শত চন্দ্র যেন হইল উদয় ।
 রাবণের ঘর দেখি হনু বিস্ময় ॥
 মাণিক নূপুর পরি নাচয়ে মধুর ।
 সুললিত গীত শুনে শ্রবণ মধুর ॥
 নানাবর্ণ গাছে দেখে নানা ফুল-ফল ।
 সুবাসিত জলে শোভে কনক কমল ॥
 দেখে হনু নানাবর্ণ পাখী ও পাখিনী ।
 সীতা না দেখিয়া বীর সর্বনাশ গণি ॥
 শঙ্খ ও ঝাঁঝরি বাজে মোহারী (২) মিশাল ।
 সুস্বাদিত সুললিত সঙ্গীত রসাল (৩) ॥
 গীত অনুসারি (৪) তথা গিয়া হনুমান ।
 দেখিল সুন্দর অতি পুষ্পক বিমান ॥
 তপের ফলেতে ব্রহ্মা স্বজ্ঞে রথখান ।
 আড়ে দীর্ঘে দুই ক্রোশ রথের প্রমাণ ॥

চৌখণ্ডি চৌচালা (৫) রথ আছে স্থানে-স্থান ।
 হেন রথে লক্ষ দিয়া উঠে হনুমান ॥
 রথোপরি মূর্তি ধরি আছেন পবন ।
 স্ব-স্বতে চাহেন দিতে তিনি আলিঙ্গন ॥
 সাধে বাপ ডাক ছাড়ে না শুনে বানর ।
 সীতারে না দেখি বীর হইল ফাঁফর ॥
 পিতাকে না পরিচয় দিল হনুমান ।
 সীতায় না হেরি হনু বিচলিত প্রাণ ॥
 রথ হৈতে উলি হনু ভ্রমে রাতারাতি ।
 সকল প্রকোষ্ঠে গেল হনু মহামতি ॥
 রাজার প্রাসাদ নানা রত্নে ঝলমল ।
 সুবিশাল স্তম্ভ সারি ভবন দীঘল ॥
 শয্যায় দেখয়ে বীর বিচিত্র বসন ।
 ঘরের ভিতর রত্ন-নির্মিত আসন ॥
 পুড়িতেছে ধূপধূনা গন্ধ মনোহর ।
 নানাবর্ণ পোষা পাখী দেখিতে সুন্দর ॥
 গৃহ মধ্যে প্রবেশিল আপনা পাসরি ।
 চন্দ্র-করে সমুজ্জল রাজ-অস্ত্রপুরী ॥
 ঘরের চৌদিকে লাগে ফটক প্রসর ।
 প্রতি ঘরে প্রবেশয় চারু-চন্দ্র-কর ॥
 প্রতিঘরে দেখে বীর রূপসী-রমণী ।
 নানা অলঙ্কার পরে সুধাংশু-বদনী ॥
 চন্দনে চর্চিত অঙ্গ সৌগন্ধে মিশাল ।
 গলা ভরি পরে সবে পারিজাত-মাল ॥
 কেহ বা বসিয়া আছে, কেহ তুলে ঘুমে ।
 নাচিয়া গাহিয়া কেহ নিদ্রা যায় শ্রমে ॥
 বিকল রমণীগণ করি মধুপান ।
 শয়ন (৬) করিয়া আলো করেছে শয়ন ॥
 অর্দ্ধ রাত্তি গেল তথা কেহ-কেহ জাগে ।
 রাবণেরে মোহিয়াছে প্রেম-অনুরাগে ॥

(১) কিঙ্কণী—কটি-ভূষণ বা ঘুড়ুর। (২) মোহারী—কাসব। (৩) রসাল—মধুর। (৪) অনুসারি—অনুসরণ করিয়া। (৫) চৌখণ্ডি চৌচালা—চারকোণা ও চার চাল যুক্ত। (৬) শয়ন—বিছানা।

বিকশিত পদ্য যেন দেখিয়ে দিবসে ।
 রাজ-গৃহ আমোদিত মুখ-পদ্য-বাসে ॥
 হনু ভাবে, সন্ন (১) কিবা আমোদিত গন্ধে ।
 এ-সবার প্রাণনাথ কেমনে বুক বান্ধে ॥
 রত্নখাট নেতপাটে (২) দেখে আচ্ছাদন ।
 নিদ্রিত রাবণ রাজা ভূষিত চন্দন ॥
 খোল করতাল কারো বীণা বাঁশী কোলে ।
 অচেতনে নিদ্রায় লোটার ভূমিতলে ॥
 নূপুর খসিল কারো হার ছুটে গলে ।
 আলুখালু হ'য়ে কেহ শোয় শয্যাতলে ॥
 হনুমান্ ভাবে, যত তারকা আকাশে ।
 সেই সব তারা কিবা রাবণের পাশে ॥
 এক স্ত্রীর হাতে আছে অশ্রু স্ত্রীর গলা ।
 এক সূত্রে গাঁথা যেন স্বর্ণ-পদ্মমালা ॥
 গলার মালাটি দোলে নাকের নিখাসে ।
 সরোবর মাঝে যেন কমল বিকাশে ॥
 মানুষী গন্ধর্বা দেবী দানবী রাক্ষসী ।
 রাবণের ঘরে আছে পরমা রূপসী ॥
 দুই কর্ণে বিভূষিত মকর কুণ্ডল ।
 কুণ্ডল মাঝারে শোভে হিমাংশু-মণ্ডল ॥
 কুলে শীলে ঘোবনে সকলে অনিন্দিতা (৩) ।
 সহস্র রমণী আছে রূপ-গুণ-যুতা ॥
 ত্রিভুবন হ'তে আনি যতেক সুন্দরী ।
 রাবণ রেখেছে তায় নিজ অন্তঃপুরী ॥
 রাজার পুরীতে দেখে ফাটিক (৪) আসন ।
 রাজ-ছত্র-দণ্ড দেখে মানিক রতন ॥
 রত্নখাট-নিম্নে দেখে রাবণের জুতা ।
 চারিদিকে শোভে তার প্রবাল মুকুতা ॥
 রাবণ শুইয়া আছে রত্নময় খাটে ।
 ঘর আলো করিতেছে দশটা মুকুটে ॥

রাজদেহে আভরণ দেখিল প্রচুর ।
 দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর (৫) ॥
 নিদ্রা যায় রাবণ বিলাস অবসাদে ।
 কস্তুরী-কুক্কুমে রাজা শোভে যুগমদে (৬) ॥
 চারিভিতে দেবকণ্ঠা মধ্যেতে রাবণ ।
 আকাশের চন্দ্র বেড়ি যেন তারাগণ ॥
 কুড়িখান হস্তে শোভে মানিক-অঙ্গুরী ।
 অঙ্গুর সর্প হেন মনে ভ্রম করি ॥
 সুপুষ্ট মাংসল হস্ত পরম সুন্দর ।
 শোভা পায় ঐরাবত-শুণ্ডের সোসর ॥
 দেবতা দানব যারে নাহি ধরে টান ।
 দূরে থাকি দেখে হনু হাত কুড়িখান ॥
 নীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্ত্র-ধারী ।
 নব-জলধরে যেন বিদ্যুত সূক্ষারি ॥
 রাবণের কোলে দেখে পরমা সুন্দরী ।
 ময়-দানবের কণ্ঠা রাণী মন্দোদরী ॥
 সোহাগে আগুলি (৭) সেই রত্নে বিভূষিতা ।
 তারে দেখি ভাবে বীর এই বৃষ্ণি সীতা ॥
 রাম সম পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে ।
 রাবণে ভজিবে সীতা, নাহি লয় মনে ॥
 দশরথ পুত্র বধু জনক-ঝিয়ারী ।
 ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি ॥
 একে একে সকলে করিলা নিরীক্ষণ ।
 সীতার লক্ষণ নাহি দেখে একজন ॥
 অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ ।
 আন ঘরে গিয়া হনু করিলা প্রবেশ ॥
 যে ঘরে রাবণ-রাজা করে মধুপান ।
 সেই ঘরে প্রবেশ করিলা হনুমান্ ॥
 ভক্ত-ঘরে প্রবেশিয়া দেখে নানা ভক্ত্য ।
 মনুষ্য-পশুর মাংস দেখে লক্ষ লক্ষ ॥

(১) সন্ন-গৃহ । (২) নেতপাটে—বেশমী চাষবে । (৩) অনিন্দিতা—প্রশংসনীয় । (৪) ফাটিক—ফটিক
 প্রস্তবে নির্মিত । (৫) চিকুর—বিদ্যুৎ । (৬) যুগমদে—কস্তুরী-গন্ধে । (৭) আগুলি—প্রধান ; শ্রেষ্ঠা ।

কুণ্ডে কুণ্ডে পূর্ণ দেখে নানা পুষ্প-রসে ।
 ফলের মধুর রস কলসে কলসে ॥
 পুষ্প-ঘরে সাক্ষাইয়া নানা পুষ্প দেখে ।
 পুষ্প-মালা রাশি রাশি দেখয়ে সম্মুখে ॥
 সেখানে সীতার নাহি পাইল দর্শন ।
 প্রাচীরে বসিয়া ভাবে পবন-নন্দন ॥
 সর্ব স্থান দেখিলাম করিয়া বিচার ।
 ঘরে ঘরে দেখি সব কুৎসিত আচার ॥
 কোনো খানে না পাইনু করিয়া বিচার ।
 সীতাদেবী না দেখিয়া দেখি পর-দার ॥
 নিশাকালে পর-দার দেখি ঘরে ঘরে ।
 মজ্জিলাম সুদুস্তর পাপের সাগরে ॥
 প্রায়শ্চিত্ত (১) করি তার কেশ মুড়াইয়া ।
 অথবা মরিব আমি সাগরে ডুবিয়া ॥
 সীতা লাগি অণু স্ত্রীরে করি নিরীক্ষণ ।
 নিশ্চয় বলিষু মোর পাপে নাহি মন ॥
 স্বরূপে জীয়েন্তে যদি রহে সীতা সতী ।
 নিঃসন্দেহ দেখিতাম হেন লয় মতি ॥
 সীতাদেবী রাবণের কথা নাহি শুনে ।
 হয় ত বা সেই হেতু বধিল রাবণে ॥
 কিন্না হেথা আসি দেখি রাক্ষসের পুরী ।
 রাক্ষস দেখিয়া মৈল জানকী সুন্দরী ॥
 রাবণ যখন সীতা আনে লঙ্কাপুরে ।
 রথতে আসিতে কিবা পড়িল সাগরে ॥
 এতক করিষু শ্রম সকলি বিফল ।
 সুগ্রীব মরিবে এবে বানর সকল ॥
 সিঙ্কুপারে বানরেরা তৃষিত নয়ন ।
 আমি ব্যর্থ গেলে সবে ত্যজিবে জীবন ॥
 বুদ্ধিতে অটল সেই মন্ত্রী আশ্ববান্ ।
 কোন্ লাজে দাণ্ডাইব তাঁর সমিধান ॥

কাঁদে বীর হনুমান্ প্রাচীরে বসিয়া ।
 না করিষু রাম-কাজ লঙ্কায় আসিয়া ॥
 পুনরায় আমি ম'র সন্ধান করিব ।
 যেখানে না দেখিয়াছি সেস্থান দেখিব ॥
 কার সঙ্গে যুক্তি করি নাহিক দোসর ।
 চিন্তি বীর হনুমান্ কান্দেন বিস্তর ॥
 সাগর ডিঙ্গায়ে এনু সীতার সন্ধান ।
 রাম-প্রিয়া সীতা নাই লঙ্কা-মধ্যখানে ॥
 কোন্ স্থানে না চাহিষু করি নিরীক্ষণ ।
 সীতা খুঁজি অর্ধরাত্রি কৈনু জাগরণ ॥
 না দেখিষু রাম-প্রিয়া সীতা রূপবতী ।
 অর্ধ রাত্রি গেল, আর আছে অর্ধরাত্রি ॥
 লঙ্কা ত্যজি অবেষিব সারা ত্রিভুবন ।
 উপবাসে দুর্বল হয়েছে কপিগণ ॥
 চিন্তানলে জ্বলিতেছে পরাণ আমার ।
 বৃথা কাজে আসি আমি সাগরের পার ॥
 বল বুদ্ধি পরাক্রম শ্রীরামে ভকতি ।
 করিল সকল নষ্ট বিহঙ্গ সম্প্রতি ॥
 তার বাক্যে লজ্জিলাম দুস্তর সাগর ।
 সীতা হেতু ভ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর ॥
 সীতা না দেখিয়া যদি যাই রাম-পাশ ।
 অবশ্য ঘটবে তাহে রামের বিনাশ ॥
 রামের মরণে তবে মরিবে লক্ষ্মণ ।
 মরিবে ভ্রাতার শোকে ভারত শক্রঘন ॥
 মা কৌশল্যা মরিবেন অগ্নি প্রবেশিয়া ।
 পাত্র-মিত্র মরিবেক শোকেতে পুড়িয়া ॥
 সুগ্রীব মরিবে তবে রামের মরণে ।
 রুমা তারা মরিবেক সুগ্রীব বিহনে ॥
 অঙ্গদ ত্যজিবে প্রাণ শোকার্ত হইয়া ।
 অযোধ্যার নর-নারী বেড়াবে কাঁদিয়া ॥

প্রায়শ্চিত্ত—যাহাতে পাপ নষ্ট হয় এমন কাজ ; প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে ।
 তপোনিশ্চয় সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্বতঃ ॥ অধিবাঃ ॥

সাজ্জাব চন্দনে (১) চিতা সাগরের কূলে ।
 খাইবে আমার দেহ গৃধিনী-শৃগালে ॥
 লঙ্কায় ত্যজিব আমি পরাণ আমার ।
 সিন্ধু-গর্ভে হব জলজন্তুর আহার ॥
 কিন্মা দণ্ড ল'য়ে আমি হইব সম্যাসী ।
 মরিব দারুণ ক্রেশে হ'য়ে উপবাসী ॥
 পিতৃসত্য রক্ষা হেতু রাম জটাধারী ।
 লক্ষ্মণ ভ্রাতার স্নেহে হৈল বনচারী ॥
 ইহা সবা লাগি আমি কৈশু এত ক্রেশ ।
 তবু আমি সীতা মা'র না পাই উদ্দেশ ॥
 স-কটক অঙ্গদ যে আছে উপবাসে ।
 সব বৃথা, যদি রাবণ সীতারে বিনাশে ॥
 বিষ্ণুঅবতার রাম রক্ষঃ-অরি যিনি ।
 পতিব্রতা সীতাদেবী লক্ষ্মীস্বরূপিণী ॥
 এত ভাবি হনুমান্ কাতর হইল ।
 মনোদুঃখে নানা কথা ভাবিতে লাগিল ॥
 এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন ।
 এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন ॥
 কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাড়িল নিশ্বাস ।
 রচিল সুন্দরকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

হনুমান্ কর্তৃক অশোক-বনে
 সীতা-সম্পর্শন ।

কান্দিতে কান্দিতে হনু করে নিরীক্ষণ ।
 নানা-বর্ণ-পুষ্পযুক্ত অশোক-কানন ॥
 পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ ।
 প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে-মন ॥
 স্বর্ণপুরী লঙ্কা দেখে পবন-কোত্তর ।
 চতুর্দিকে দেখে স্বর্ণ-রজতের ঘর ॥

সোনা ও রূপার ঘর ফটিকের খনি ।
 ময়ূরের পাখে (২) সব ঘরের ছাউনি ॥
 যেই দিকে চাহে, সেই দিকে রহে মন ।
 আপনা পাসরে বীর পবন-নন্দন ॥
 লঙ্কার প্রাচীর সস্তর-যোজন প্রমাণ ।
 তাহার উপরে বসি ভাবে হনুমান্ ॥
 ভাবিতে ভাবিতে হনু করিছে ক্রন্দন ।
 কোন্ দেশে পাব সীতা-মায়ের দর্শন ॥
 মাসেক হইল রাম বিদায় দিলা মোরে ।
 কি কথা কহিব গিয়া তাঁহার গোচরে ॥
 বৃথা হনুমান্ আমি বৃথাই জীবন ।
 কি বলিয়া প্রবোধিব শ্রীরামের মন ॥

কান্দিতে কান্দিতে হনু করে নিরীক্ষণ ।

নানা বর্ণ পুষ্প শোভে পরম শোভন ॥
 মুছিয়া নেত্রের জল হইয়া সুস্থির ।
 প্রবেশিলা অশোক-কাননে মহাবীর ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল খুঁজিষু একে একে ।
 সীতা মা'কে খুঁজিয়া না পেলাম ত্রিলোকে ॥
 আগে গিয়া সুগ্রীবের বধিব জীবন ।
 পরে কুণ্ড (৩) সাজ্জাইয়া মরিব তখন ॥

এতক বলিয়া বীর করিল ক্রন্দন ।

কোথা আছ সীতা মাতা, দেহ দরশন ॥
 কাঁকর (৪) হইয়া বীর করে নিরীক্ষণ ।
 ভাবিলা বারেক খুঁজি অশোক-কানন ॥
 কে যেন হনুর কানে কহিল তখন ।
 এখানে পাইবে সীতা মায়ের দর্শন ॥
 ধনুকের গুণে যথা বেগে ছুটে বাণ ।
 তেমনি বেগেতে হনু করিল প্রয়াণ ॥
 নিমেষেতে গেল হনু অশোক কাননে ।
 মায়া পাতি হৈল হনু দীঘল প্রমাণে ॥

(১) চন্দনে—চন্দন কাঠে । (২) পাখে—পাখার । (৩) কুণ্ড—এখানে অগ্নিকুণ্ড । (৪) কাঁকর—
 হস্তবৃদ্ধি ; কি করা উচিত জানশূন্য হওয়া ।

দেখে নানা বৃক্ষ-লতা শোভে পুষ্প-ফলে ।
 সারা বন ব্যাপিয়াছে ভ্রমর কোকিলে ॥
 কোকিলের কুল্লরব ভ্রমর বন্ধার ।
 নানা বর্ণ মৃগ তথা হেরে চমৎকার ॥
 ময়ুরেরা নৃত্য করে ধরিত্যা পেখম ।
 নন্দন কানন মর্ত্যে যেন হয় ভ্রম ॥
 ফুলের পাপড়ি গায় পড়ে খসে খসে ।
 সর্বাপ্ত ভূষিত হন নানা পুষ্পরসে ॥
 দেখে হন দীঘি সরঃ শোভিছে কমলে ।
 রত্নে বাঁধা ঘাট শোভে নিরমল জলে ॥
 রত্ন-বেদী শোভা পায় অশোকের তলে ।
 পড়িয়া ফুলের ছায়া সমধিক জলে ॥
 শিশুপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর ।
 লাফ দিয়া উঠিলেক তাহার উপর ॥
 অতি উচ্চতর বৃক্ষ অপূর্ব গঠন ।
 উদ্ধে তার পরিমাণ চল্লিশ যোজন ॥
 তাহার উপরে উঠি হন মহাবলে ।
 দেখিল অপূর্ব নারী সেই বৃক্ষতলে ॥
 ত্রিজটা (১) রাক্ষসী তথা সহ চেড়ীগণ ।
 চেড়ীগণ মধ্যে নারী করেন রোদন ॥
 বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন ।
 নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন ॥
 রক্তবর্ণ কত বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর ।
 মেঘবর্ণ কত বৃক্ষ দেখে মনোহর ॥
 ঠাঁই ঠাঁই দেখে তথা স্বর্ণনাটা-শালা ।
 দেব-কণ্ঠা লইয়া রাবণ করে খেলা ॥
 নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে, নানাবর্ণ লতা ।
 মনে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা ॥
 চেড়ী সবে দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর ।
 পর্বত-প্রমাণ হতে লোহার মুদগর ॥

কেহ কালী, কেহ গৌরী, কোন চেড়ী ধলী (২) ।
 খর্জুর তালের মত দেখি কেশাবলী ॥
 আউদড় (৩) চুল কারো, মাথা জুড়ি নাক ।
 কাঁকলাস মূর্ত্তি কারো, সব মাথা টাক ॥
 হাতে মুখে সর্বাপ্তে রক্তের ছড়াছড়ি ।
 ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সব রাবণের চেড়ী ॥
 নানা অস্ত্র ধরিত্যাছে খাণ্ডা তীক্ষ্ণধার ।
 চেড়ী সব ঘেরিত্যাছে তার চারিধার ॥
 গায়ে মলা পড়িত্যাছে, মলিনা দুর্ব্বলা ।
 দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন কলা ॥
 দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ ।
 শ্রীরাম বলিয়া নারী ছাড়ে নিশ্বাস ॥
 শ্রীরাম বলিয়া তিনি করেন ক্রন্দন ।
 সীতাদেবী চিনিলেন পবন-নন্দন ॥
 সীতা রূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান ।
 সুগ্রীব বলিল যত, হৈল বিচ্যমান ॥
 ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত ।
 ইহা লাগি সুপ্নখার নাক কান হত (৪) ॥
 ইহা লাগি চতুর্দশ সহস্র রক্ষঃ মরে ।
 ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে ॥
 ইহা লাগি কবন্ধের স্বর্গ দরশন ।
 ইহা লাগি শ্রীরামের সুগ্রীব-মিলন ॥
 ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তরে ।
 ইহা লাগি একেশ্বর (৫) লঙ্ঘিলু সাগরে ॥
 ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি ।
 এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী ॥
 দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনুমান ।
 অনুমানে যে ছিল সে দেখি বিচ্যমান ॥
 দশদিক্ আলো করে জানকীর রূপে ।
 ইহা লাগি যান রাম দারুণ সন্তাপে ॥

(১) ত্রিজটা—রাবণের দাসী । এই রাক্ষসী সীতাকে একটু স্নেহ করিত । (২) ধলী—সাদা ।
 (৩) আউদড়—আলুধান্ন । (৪) হত—কর্ত্তিত । (৫) একেশ্বর—একাকী ।

রাক্ষসী-গণেরে মারি, কি আপনি মরি ।
জানকীর দুঃখ আর দেখিতে না পারি ॥
রাম-সীতা বাথানে চড়িয়া বীর গাছে ।
কৃষ্টিবাস মনোহর রাম-গুণ রচে ॥

অশোক-বনে সীতা-দেবীর নিকটে
রাবণের গমন ।

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ ।
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপর গগন ॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর ।
ধবল রজনী (১) দেখি বিচিত্র সুন্দর ॥
এ হেন যামিনী যোগে রাজা লঙ্কেশ্বর ।
নিরাতঙ্ক নিদ্রা যায় পালঙ্ক উপর ॥
মধুর শীতল বায়ে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ।
সহসা সীতার কথা মনেতে পড়িল ॥
মধুপানে রাবণ যে হইয়া আতুর ।
বলে, চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর (২) ॥
সীতা লাগি যাব আমি অশোকের বনে ।
মন্দোদরী আদি যত ডাকে রাণীগণে ॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সাজে রাণীগণ ।
বেষ্টিত করিল সবে রাজা দশানন ॥
রাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী ।
রূপে আলো করিয়াছে স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ॥
চামর ঢুলায় কেহ, কারো হাতে ঝারি (৩) ।
দিব্য নারায়ণ তৈল দেউটি (৪) সারি সারি ॥
কোন বা রাণীর হাতে চন্দনের বাটি ।
কোন বা রাণীর হাতে স্তবর্ণ দেউটি ॥
রাণীগণ'সঙ্গে রাজা চলেন তখনে ।
উপস্থিত হৈল গিয়া অশোক-কাননে ॥

দশ শত নারী সহ আইল রাবণ ।
অশোক-কানন হৈল দেবতা-ভবন ॥
হনু ভাবে, রাবণ করিল আগুসার ।
দেখিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার ॥
কুড়ি চক্রে দশানন চারিদিকে চাহে ।
সীতার নিকটে আছি, কড়ু ভাল নহে ॥
গাছের আড়ালে বসি পাতার ভিতর ।
আপনি লুকায়ে দেখে চতুর বানর ॥
নারীগণ সঙ্গে গেল সীতার সম্মুখে ।
থাকিয়া গাছের আড়ে হনুমান্ দেখে ॥
কি বলে রাবণ রাজা, কি বলে জানকী ।
শুনিবারে আগুসারে মারুতি কৌতুকী ॥
দুই পদ রাখিলেক ডালের উপর ।
দেহ বাড়াইয়া দেখে সীতার গোচর ॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তরে ।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবরে ॥
তথাপি সীতার রূপ শোভার আধার ।
লাবণ্যে ডাকিতে পারে হেন শক্তি কার ॥
ছিন্ন বাসে সর্বদেহ জানকী ঢাকিল ।
রাবণের ভয়ে সীতা কাঁপিতে লাগিল ॥
মনে মনে মহাভয় পাইল জানকী ।
দ্বিতীয় শমন সম রাবণে নিরখি ॥
সোনার প্রতিমা জিনি সীতা ঠাকুরাণী ।
হিন্দুল জিনিয়া মা'র চরণ দুখানি ॥
চন্দ্র জিনি চরণের দশ নখ-জ্যোতি ।
মুকুতা জিনিয়া মা'র দশনের পাঁতি ॥
পদ্ম জিনি জানকীর দুই চক্ষু শোভে ।
ভ্রমর ধাইছে কত শত মধু লোভে ॥
দশদিক আলো করে জনক-কিয়ারী ।
শিংশপার (৫) হলে যেন পড়িছে বিজুরী (৬) ॥

(১) ধবল রজনী—জ্যোৎস্নারাত্রি । (২) অন্তঃপুর—এখানে থাকিবার স্থান । (৩) ঝাড়ি—গাছ ।
(৪) দেউটি—প্রদীপ । (৫) শিংশপা—শিত গাছ । (৬) বিজুরী—বিহ্বাৎ ।

সীতা মা'র গাত্রে মলা, মলিন বদন ।
 তবু রূপে আলো করে অশোকের বন ॥
 রাবণে দেখিয়া সীতার উড়ে গেল প্রাণ ।
 বলেন ছ'হাত তুলি রক্ষ ভগবান্ ॥
 এমন সময়ে কোথা দেবর লক্ষ্মণ ।
 জাতি মান রক্ষা কর ভাই দুই জন ॥
 বিকলি (১) করিয়া সীতা কৈলা হেঁট মাথে ।
 মাথা তুলি না চাহেন রাবণ সাক্ষাতে ॥

রাবণ সীতায় হেরি ভাবে মনে-মন ।
 আমার উদ্ধারে সীতা তব আগমন ॥
 যে হোক সে হোক মোর, জানি মনে মনে ।
 উন্নত হইয়া আমি নত হই কেনে ॥
 ডাক দিয়া বলে তবে লক্ষা-অধিকারী ।
 হেঁট মাথা কৈলে কেন জনক-ঝিয়ারী ॥
 অভিমান ছাড়ি সীতা, চাহ নেত্র-কোণে ।
 পাটরাণী হ'য়ে বস স্বর্ণ-সিংহাসনে ॥
 দশহাজার দেব-কন্যা বিভা করি আমি ।
 তার মধ্যে পাটরাণী হ'য়ে রহ তুমি ॥
 সর্ব্বাঙ্গ-ভরিয়া পর রাজ্য-আভরণ ।
 তব আঞ্জাকারী রবে রাজা দশানন ॥
 মোর মত রাজা আর নাহি ত্রিভুবনে ।
 ধনের ঈশ্বর আমি, জানে জগ-জনে (২) ॥

রাবণ বলিল, সীতা, কারে তব ডর ।
 দেবতা আসিতে নারে লক্ষার ভিতর ॥
 বলে ধরি আনিয়াছি এই ত্রাস মনে ।
 রাক্ষসের জাতি-ধর্ম্ম ছলে বলে আনে ॥
 ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার সুবদন ।
 কি পদ্য কি সুধাকর হেন লয় মন ॥
 দুই কর্ণে শোভে তব রত্নের কুণ্ডল ।
 দেখি নবনীত-প্রায় শরীর কোমল ॥

মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি ।
 হিন্দুলে মগ্নিত তব চরণ-অঙ্গুলি ॥
 করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে ।
 হইয়া আমার ভার্য্যা থাক নানা সুখে ॥
 রামের অতুল্ল ধন, অতুল্ল জীবন ।
 শোকে দুঃখে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ ॥
 এখন কি আছে রাম, মনে হেন বাস (৩) ।
 বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষস ॥
 মোর বাণে স্মেরু নাহিক ধরে টান ।
 মানুষ সে রাম, সে কি আমার সমান ॥
 দেবতা দানব যক্ষ কিম্বর গন্ধর্ভ ।
 যুদ্ধে করিলাম চুর সবাকার গর্ভ ॥
 দ্বিধিজয় (৪) কৈনু আমি রণে বাহুবলে ।
 কত শত যোদ্ধা পতি দিনু রসাতলে ॥
 হেন জন ছাড়ি তব তপস্বীতে মন ।
 জটীল তপস্বী তব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী (৫) সীতা ।
 সর্ব্বলোকে তোমা কেন বলয়ে পণ্ডিতা ॥
 নানাশাস্ত্র জানি আমি বিবিধ বিধানে ।
 তুমি আমি সুখে বাস করিব দুজনে ॥
 নানা রত্নে পূর্ণ আছে আমার আগার ।
 আঞ্জা কর সুন্দরি, সে সকলি তোমার ॥
 তোমার সেবক আমি, তুমি ত ঈশ্বরী ।
 তোমার আঞ্জাতে ল'য়ে যাই অন্তঃপুরী ॥
 তোমার চরণে ধরি করি হে ব্যগ্রতা (৬) ।
 কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা ॥
 কারো পায়ে নাহি পড়ে রাজা দশানন ।
 দশ মাথা লোটাইনু তোমার চরণে ॥

রাবণের বাক্যে সীতা-কুপিয়া অন্তরে ।
 কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে ধীরে ॥

(১) বিকলি—ব্যাকুলতা । (২) জগ-জনে—জগতের লোকে । (৩) বাস—ইচ্ছা কর । (৪) দ্বিধিজয়—যুদ্ধে
 দশদিকের রাজগণকে পরাসিত করা । (৫) অবোধিনী—বুদ্ধি-হীনা । (৬) ব্যগ্রতা—একান্ত আগ্রহ ।

অধাশ্মিকা নহি আমি, রামের সুন্দরী ।
জনক রাজার কন্যা, আমি কুলনারী ॥
রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধ মনে ।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে ॥
নাহি হেন পণ্ডিত ধুঝায় তোর হিত ।
পণ্ডিতে কি করে, তোর মৃত্যু উপস্থিত ॥
শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ ।
সবংশে মরিবি রে, রামের সনে বাদ ॥
তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ ।
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ ॥
অমৃত খাইয়া যদি হোস্ রে অমর ।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর ॥
সোনার লঙ্কার তরে তোর অহঙ্কার ।
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার ॥
সাগরের গর্ভে যে করিস্ দুরাচার ।
রামের বাণের তেজে সাগর ত ছার ॥
অতঃপর দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত ।
আমা দিয়া রাম সনে করহ পিরীত ॥
যদি শ্রীরামের সঙ্গে না কর পিরীতি ।
শ্রীরামের হাতে তোর নাহি অব্যাহতি ॥
আমার সেবক তুই কহিলি আপনি ।
সেবক হইয়া কোথা লজ্জ্য ঠাকুরাণী (১) ॥
যার পায়ে পড়ি সেই হয় গুরুজন ।
পায়ে পড়ি বলিস্ কেন কুৎসিত বচন ॥
পিতৃ-সত্য পালিতে রামের বনবাস ।
ক্রোধে শাপ দিলে তাঁর সত্য হয় নাশ ॥
কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী ।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের বরণী ॥
রাম প্রাণনাথ মোর, রাম সে দেবতা ।
রাম বিনা অণু জনে নাহি জানে সীতা ॥

এত বলি সীতাদেবী অগ্নি হেন অলে ।
কোপে দুই চক্ষু রাঙ্গা, রাবণেরে বলে ॥
দুরাচার রাক্ষস পাপিষ্ঠ দুষ্টমতি ।
ধরেন কতই গুণ মোর রঘুপতি ॥
রামের অমৃত জিনি বচন শীতল ।
বিপক্ষ-বিনাশে যাহা মহা কালানল (২) ॥
জিনিয়া সূর্য্যের তেজ অযোধ্যার পাটে ।
আশী হাজার রাজা যার পদ হলে খাটে ॥
হেন বংশে জন্ম মোর লভিলা শ্রীরাম ।
চৌদ্দ ভুবনের কঠা, জীবন-আরাম (৩) ॥
শোন্‌রে রাবণ মোর পতি রঘুমণি ।
তাঁরে সিংহ, শৃগাল-কুকুর তোরে গণি ॥
তোর দেশে থাকিয়া কি তোরে ভয় করি ।
জাগেন হৃদয়ে মোর রায় জটাধারী ॥
পশু হয়ে চাস্ তুই লজ্জিতে সাগর ।
বামন হইয়া চাস্ ধর্তে শশধর ॥
শৃগাল হইয়া চাস্ সিংহের রমণী ।
কোন শাস্ত্রে কোন ধর্ম্মে কোথাও না শুনি ॥
পুকুরের পক্ষ আর সৃগন্ধি চন্দনে ।
কতই অস্তুর তুই ভেবে দেখ্ মনে ॥
পুকুরের পক্ষ তুই রাজা দশানন ।
সৃগন্ধি চন্দন মোর কমল-লোচন ॥
চন্দ্রে ও নক্ষত্রে দেখ্ কতক অস্তুর ।
তারা হ'য়ে হতে চাস্ চন্দ্রের সোসর (৩) ॥
এক চন্দ্র আলো করে গগনমণ্ডলে ।
দশ চন্দ্র রহে রাম-চরণ-কমলে ॥
তৈল বিনা যথা দীপ কভু নাহি রয় ।
নদী-কূলে বৃক্ষ যথা চিরস্থায়ী নয় ॥
বস্ত্রে অগ্নি বন্ধে যথা মৃত্যু আপনার ।
ধর্ম্ম বিনা লক্ষা তথা হবে ছারখার ॥

(১) ঠাকুরাণী—কর্ত্তী। (২) কালানল—কালানি, প্রলয় কালীন অগ্নি। (৩) জীবন-আরাম—
জীবনের আনন্দদায়ক। (৪) সোসর—সমান।

মক্ষিকা না পারে কভু বজ্র ধরিবারে ।
 রাবণ না পারে কভু পাইতে সীতারে ॥
 যে সে নারী নহি আমি জনক-ঝিয়ারী ।
 মোর শাপে ভস্ম হবে স্বর্ণ-লক্ষাপুরী ॥
 দশ হাজার দেব-কণা হরেছি স্ বলে ।
 ডুবাবেন তোরে রাম সাগরের জলে ॥
 বুথায় করিস্ গর্ভ সাগরের গড় ।
 রাম-গুণে বন্ধ হবে আপনি সাগর ॥
 ক্ষেপন করিলে বজ্র-বাণ রঘুমণি ।
 করিতে পারেন শুষ্ক সাগরের পানি ॥
 ইন্দ্রের নিকটে গিয়া তোর ভারিভুরি (১) ।
 এবার রামের হাতে যাবি যমপুরী ॥
 রাবণ, ভাবিস্ তুই এমনি দিন যাবে ।
 ঘাঁটাইলি কাল-সর্প ঘরে আসি খাবে ॥
 মরণ নিকট, ছাড়্ জীবনের আশ ।
 অবিলম্বে হইবেক তোর সর্বনাশ ॥

এত যদি সীতাদেবী বলিলেন রোষে ।
 মনে সাত পাঁচ ভাবে দশানন শেষে ॥
 আসিবার কালে আমি বলেছি বচন ।
 এক বর্ষ জানকীর করিব পালন ॥
 বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশাস ।
 বৎসরের মধ্যে তোর যায় দশমাস ॥
 সহিবে যে আর দুই মাস দশস্কন্ধ (২) ।
 দুই মাস গেলে তোর যা থাকে নির্বন্ধ ॥

জানকী বলেন, তুই না বল্ কুৎসিত ।
 আমা লাগি মরিবি, এ দৈবের লিখিত ॥
 বিষ্ণু-অবতার রাম, তুই নিশাচর ।
 গরুড় বায়সে (৩) দেখ্ অনেক অস্তুর ॥
 অনেক অস্তুর দেখ্ কাঁজি স্খাপানে ।
 অনেক অস্তুর দেখ্ লোহা ও কাঞ্চনে ॥

অনেক অস্তুর দেখ্ ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ।
 অনেক অস্তুর দেখ্ বারিনিধি (৪) খালে ॥
 শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহু দূর ।
 রামে সিংহ, তোরে দেখি শৃগাল-কুকুর ॥

এত যদি বলে সীতা কর্কশ বচন ।
 সীতারে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ ॥
 রাবণ বলে সীতা, তোর এত অহঙ্কার ।
 মোর ঠাই আজি তোর নাহিক নিস্তার ॥
 রাবণ লইল হাতে খাণ্ডা এক-ধারা (৫) ।
 কুড়ি চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তারা ॥
 কালাস্তক (৬) যম সম রুষিল রাবণ ।
 খাণ্ডায় কাটিলে মাথা রাখে কোন্ জন ॥
 এ খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুই খানি ।
 আর কভু নাহি বল ছুরক্ষর বাণী ॥
 রাবণের হাতে সীতা দেখি খাণ্ডা খান ।
 দুটি হাত তুলি বলে, রক্ষা কর রাম ॥
 উচ্চৈঃস্বরে ডাকে সীতা, তুলি দুটি হাত ।
 অনাথ হইয়া মরি, রাখ রঘুনাথ ॥
 দেবর লক্ষণ কোথা, রামের ছোট ভাই ।
 মৃত্যুকালে তব সঙ্গে দেখা হইল নাই ॥
 আজি হৈতে ডুবে গেল জানকীর নাম ।
 এতদিনে অশোক-বনে বিধি হইল বাম ॥
 সীতা বলে, যদি তুমি কাট লক্ষেশ্বর ।
 আমার মিনতি এক তোমার গোচর ॥
 প্রাণ যায় যাক্, তাহে কিছু নাহি দায় ।
 আজি হৈতে সীতা-নাম দেখি ডুবে যায় ॥
 তিলেক বিলম্ব কর, করি নিবেদন ।
 ধ্যান করি শ্রীরামের রাতুল চরণ ॥
 তিলার্জ রহিতে নারি রামচন্দ্র বিনা ।
 মৃত্যুকালে করি মনে তাঁহারি ভাবনা ॥

(১) ভারিভুরি—বর্ষ; অহঙ্কার । (২) দশস্কন্ধ—রাবণ । (৩) বায়স—কাক । (৪) বারিনিধি—সমুদ্র ।
 (৫) এক-ধারা—যে অস্ত্রের একটিকে ধার (ভীকৃত্য) থাকে । (৬) কালাস্তক—কাল+অস্তক—যম ।

রামে ধ্যান করি যদি যায় মোর প্রাণ ।
কোন জন্মে পুনরায় পাব পতি রাম ॥
বাঁচিবার সাধ নাই, নিজে মরিতাম ।
ঋণ দিয়া সাগরেতে প্রাণ ত্যজিতাম ॥
আজি কালি মরি কিংবা এখন তখন ।
ভাল হ'ল নিজ হস্তে কাট রে রাবণ ॥
প্রাণ গেলে তবু রামের শ্রীচরণ পাই ।
এক চোটে না কাট যদি রামের দোহাই ॥
রাবণ বলে, এখন সীতা ছাড় রাম-নাম ।
মোরে ভজ, নহিলে ত হারাবে পরাণ ॥
সীতা বলে, খাণ্ডা দেখি না করিব ভয় ।
ছাড়িতে নারিব আমি রাম মহাশয় ॥
এত বলি সীতাদেবী করে হেঁট মাথা ।
রাবণের সঙ্গে আর না কহেন কথা ॥

সহস্র কামিনী আছে রাবণের আড়ে ।
আড়ে থাকি তাহারা সীতারে চক্ষু ঠারে (১) ॥
তবু ভয় নাহি করে রামের সুন্দরী ।
রাবণেরে ভৎসে সেইকালে মন্দোদরী ॥
দেবতা গন্ধর্ভ নহে জ্ঞাতি যে মানুষী ।
কত বড় দেখ প্রভু জ্ঞানকী রূপসী ॥
রাবণ সীতার রূপে হয়ে অচেতন ।
খাণ্ডা ফেলি যায় বলে ধরিতে তখন ॥
উন্মত্ত রাবণ তবে চৌদিকে নেহালে ।
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেন কালে ॥
নল-কুবরের শাপ পাসরিলে মনে ।
পর-নারী স্পর্শে রাজা মরিবে পরাণে ॥

তবে বলে মন্দোদরী করি জোড় হাত ।
মূর্খ আমি, মোর বাক্য রাখ প্রাণনাথ ॥
মোরে দয়া করি রাজা ত্যজ খাণ্ডা খান ।
দয়া করি জানকীরে মোরে দেহ দান ॥

জানিয়া না জান রাজা রাম গদাধরে ।
আপনি জম্বিনী বিষ্ণু অযোধ্যা নগরে ॥
দশরথ-গৃহে বিষ্ণু জম্বিনী আপনি ।
লক্ষ্মীরূপে জম্বিনেন সীতা ঠাকুরাণী ॥
মন্দোদরী-বাক্যে আর সীতার ক্রন্দনে ।
খাণ্ডাখান সংবরিল রাজা দশাননে ॥

নেউটিল দশানন রাণীর প্রবোধে ।
চেড়ীগণে মারিবারে যায় মহাক্রোধে ॥
চেড়ীগণে ডাকে যে যাহার যেই নাম ।
চেড়ীগণ দ্রুত গিয়া করিল প্রণাম ॥
চেড়ীগণে কোপ করি বলে দশানন ।
সীতাপাশে তোমা সবে রাখি কি কারণ ॥
ক্রোধে রক্ত অঁথি করি কহে দশানন ।
সীতা ল'য়ে থাক ত্রিজটা দি চেড়ীগণ ॥
এতক শুনিয়া এল প্রভাষা দুর্মুখা ।
শত শত চেড়ী সাথে রাড়ী সূর্পণখা ॥
অস্ত্রমুখী বজ্রধারী এল চিত্তক্ষমা ।
বিভীষণ পত্নী এল ধার্মিক্য সরমা ॥
কহিল রাবণ চেড়ী সকলের পানে ।
বুঝাও সীতায় ভাল-মতে রাত্রি-দিনে ॥
রুক (২) বাক্য না বলিহ, বলিহ পিরীতি ।
ভালমতে বুঝাইয়া লহ অশ্রুমতি ॥
রাণী-গণ-সঙ্গে রাজা গিয়া নিজ ঘর ।
পালকে শয়ন করে সুখে লঙ্কেশ্বর ॥
হেথা সীতা আগুলিয়া আছে যত চেড়ী ।
তর্জন গর্জন করে উধাইয়া বাড়ী ॥
কৃষ্ণবাস সূকবির কবিশ্ব মধুর ।
পড়িলে সুন্দরকাণ্ড পাপ হয় দূর ॥

সীতার প্রতি চেড়ী-গণের পীড়ন ।

ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়া (১) চেড়ী ।
সীতারে মারিতে সবে করে ছড়াছড়ি ॥
চেড়ী সব বলে, সীতা, শুন হিত-বাণী ।
রাবণের মত স্বামী না পাইবে গুণী ॥
অল্প ধন ধরে রাম অল্পই জীবন ।
চৌদ্দযুগ রাজ্য রক্ষা করিবে রাবণ ॥
সীতা বলে স্বল্পধন অত্যল্প-জীবন ।
সেই সে আমার স্বামী কমল-লোচন ॥
শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেড়ী ।
কারো হাতে খাণ্ডা, আর কারো হাতে বাড়ী ॥
তোর লাগি আমরা সকলে দুঃখ পাই ।
মিলিয়া সকল চেড়ী আজি তোরে খাই ॥
সকলে ধাইয়া যায় সীতারে খাইতে ।
শ্রীরাম স্মরণ সীতা করয়ে মনেতে ॥

দেখে শুনে হনুমান্ থাকি বৃক্ষ আড়ে ।
চেড়ীগণ মারি বলি মনে তোলপাড়ে ॥
মনে ভাবে নারী মারি করিব পাতক ।
চেড়ীর বদলে মারি রাক্ষস-কটক ॥
সবাকার শূনি আগে বাক্য, অবসান ।
পিছে চেড়ী সকলের বধিব পরাণ ॥
নির্দয়া নির্ভূরা বলে প্রভাষা রাক্ষসী ।
কেটে ফেলি সীতারে, কিসের তরে তুষ্টি ॥
না শুনিল সীতা আমা সবার বচন ।
সীতারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষণ ॥
ভাল ভাল করিয়া উঠিল অশ্বমুখী ।
প্রভাষার কথাতে হইল বড় সুখী ॥
সূৰ্ণখা রাঁড়ী তবে হানে বাক্য-বাণ ।
গলে নখ দিয়া ইহার বধহ পরাণ ॥

লক্ষণ কাটিল যে আমার নাক-কান ।
সেই কোপে আজি তোর লইব পরাণ ॥
আর চেড়ী আইল সে নাম বজ্রধারী ।
চূলে ধরি সীতারে সে দিল চাকড়াউরী (২) ॥
মারিতে কাটিতে চাহে কারো নাহি ব্যথা ।
প্রাণে আর কত সহে, কান্দিছেন সীতা ॥
বজ্র না সম্বরে সীতা, কেশ নাহি বাঁধে ।
শোকেতে ব্যাকুল, ভূমি লোটাঁইয়া কান্দে ॥
হনুমান্ মহাবীর আছে বৃক্ষডালে ।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে ॥
কোথা গেলে প্রভু রাম, কোশল্যা শাশুড়ী ।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী ॥
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন ।
সবংশে নির্বংশ হয় রাক্ষসের গণ ॥
এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কানে ।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে ॥
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাক যদি চর ।
মোর দুঃখ কহ গিয়া শ্রীরাম-গোচর ॥
আমার চক্ষুর জল, নাহিক বিশ্রাম ।
এ লঙ্কার সর্বনাশ করুন শ্রীরাম ॥
গৃধিনী শকুনি তুষ্ট হউক আকাশে ।
শৃগাল কুকুর তৃপ্ত রাক্ষসের মাংসে ॥
জ্ঞানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ ।
রচিল শুন্দরকাণ্ড কবি কৃষ্টিবাস ॥

সীতা ও ত্রিঅটা সখা ।

ত্রিঅটা বলিল, সীতা, শুন মোর বাণী ।
রাবণে ভজিয়া হও লঙ্কার পাটরাণী ॥
সীতা বলে, ত্রিঅটা, কি বলহ মোরে ।
কেমনে ছাড়িতে বল প্রভু রঘুবরে ॥

(১) ঠেকাইয়া—লাগাইয়া । (২) চাকড়াউরী—মস্তকের চাবিহিকে চক্রাকারে ঘুরানো ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন দুর্গলা ।

দ্বিতীয়ার চক্রে যেন দেখি তিনকলা ।—১৩৩ পৃ

কুন্তিবাসী স্বামাষণ



সীতা বলে ত্রিঞ্জটা, কি বলহ মোরে ।
কেমনে ছাড়িতে বল প্রাণ রঘুবরে ॥—২৭৮ পৃঃ

পাটরাণীর আভরণে মোর কাজ কি ।
কত পুণ্যফলে রামে পতি পেয়েছি ॥
তাত্র-পাত্রে গঙ্গা-জলে তিল-তুলসী হাতে ।
বাল্যকালে পিতা মোরে সপে রাম-হাতে ॥
রাম বিনা মোর আর আছে কোন্ জনা ।
রাত্রিদিন কেঁদে মরি, না ঘুচে ভাবনা ॥
এই কথা ছেড়ে চেড়ী দাগাও বিচরমান ।
বেত ফেলি একবার শুনাও রাম-নাম ॥
সীতার করুণা (১) শুনি যত চেড়ীগণে ।
কাণাকাণি করে সবে ভয় পেয়ে মনে ॥
বলিতে বলিতে তবে যত চেড়ীগণ ।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি নিদ্রায় মগন ॥
ত্রিছটা কতক রাত্রে স্বপ্ন দেখি উঠে ।
চেড়ীগণে ডেকে নিল আপন নিকটে ॥

চেড়ীগণ-সমীপে ত্রিছটা-বান্দসীর
দুঃস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কথন ।

ত্রিছটা বান্দসী রাত্রি জাগিতে না পারে ।
কুস্বপ্ন দেখিয়া বুড়ি উঠিল সঙ্করে ॥
শয্যায় বসিয়া বুড়ী দুঃখ পায় মনে ।
সীতারে বেড়িয়া মারে যত চেড়ীগণে ॥
ত্রিছটা বলেন, সীতা রামের কামিনী ।
সীতারে যে মারে, সেই মরিবে আপনি ॥
হইল সীতার বুঝি দুঃখ অবসান ।
স্বপ্ন শুনিবারে সবে আইস মোর স্থান ॥
সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিছটার পাশ ।
ত্রিছটা কহিছে স্বপ্ন, শুনি লাগে ত্রাস ॥
নিভূতে ত্রিছটা ডাকি বলে চেড়ীগণে ।
স্বপ্ন দেখি আজি মোর উড়িল জীবনে ॥

দুষ্ট স্বপ্ন দেখি আজি নিশির ভিতরে ।
লঙ্কায় আসিল যেন মর্কট-বানরে (২) ॥
প্রথমে আসিল কপি বিঘত-প্রমাণ (৩) ।
প্রণাম করিল আসি সীতা বিচরমান ॥
সীতা সস্তাষিয়া কপি ভীম মূর্তি ধরে ।
আত্মবন ভাঙ্গি মারে অক্ষয়-কুমারে ॥
সাগর লঙ্ঘিয়া বীর এল শীঘ্র করি ।
পোড়াইয়া ভাসরাশি কৈল লঙ্কাপুরী ॥
রক্ত-বস্ত্র-পরিধানা কালহেন বুড়ী ।
রাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ী ॥
দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি-চূণ ।
লঙ্কা দাহ করে আর রক্ষোগণে খুন ॥
শ্রীরাম-লক্ষণ দেখি ধনুর্বাণ হাতে ।
সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়ি পুষ্পরথে ॥
যে স্বপ্ন দেখিলু তাহে নাহিক নিস্তার ।
পড়িবেক অবশ্য লঙ্কায় মহামার ॥
ত্রিছটা এতক বলি ঘুমে অচেতন ।
একা সীতা বৃক্ষতলে করেন রোদন ॥
শুনিয়া গাছের ডালে হনুমান হাসে ।
প্রত্যক্ষ করাব স্বপ্ন একই দিবসে ॥
ত্রিছটার স্বপ্ন সত্য কহে কৃষ্ণবাস ।
রাবণের হবে শীঘ্র সবংশে বিনাশ ॥

সীতা-সরমা-সংবাদ ।

সরমা বান্দসী বটে, মহা গুণবতী ।
সীতার সহিত তার পরম পিরীতি ॥
লঙ্কায় সীতার নাই দুঃখের ভাগিনী ।
একমাত্র ছিল সেই সরমা-রমণী ॥

(১) করুণা—কাতরতা । (২) মর্কট-বানর—সুদ্রাকৃতি বানরের নাম মর্কট এবং মনুষ্য প্রমাণের নাম বানর । বিঘত-প্রমাণ—আধহাত । (৩) কালহেন—কৃষ্ণ বর্ণা ।

সীতা ও সরমা যেন দুইটি ভগিনী ।
 উভয়ে কহিত কত দুঃখের কাহিনী ॥
 সীতার দুঃখের কথা সরমা শুনিলে ।
 সরমা সাস্তুনা দিত বসিয়া বিরলে ॥
 সীতা কন, শুন মোর সরমা-ভগিনী ।
 আর কি পাইব রাম-চরণ দুখানি ॥
 আর কি সরমা দিদি হেন ভাগ্য পাব ।
 শ্রীরামের সঙ্গে আমি অযোধ্যায় যাব ॥
 আর কি হেরিব চক্ষু রাম রঘুমণি ।
 আর কি রামের বামে হব পাটরাণী ॥
 কুটীর রহিল কোথা পত্রের ছাউনি ।
 দেবর লক্ষ্মণ কোথা সেই গুণমণি ॥
 বিষম কঠিন বিধি, দেখি তব মন ।
 আমার কপালে কৈলে এমন লিখন ॥
 কারো মন্দ নাহি করি, সবে করি ভাল ।
 তবে কেন অভাগীর হেন দশা হ'ল ॥
 দুঃখের উপরে কারো দাও বিধি দুঃখ ।
 সুখের উপরে কারো দাও তুমি সুখ ॥
 যারে সুখ দাও, ভাসে সে সুখ-সাগরে ।
 রামনিধি দিয়া পুনঃ কেড়ে নিলে তাঁরে ॥
 রাম-সীতা এক বস্তু, ভিন্ন নহে কভু ।
 ভিন্ন ক'রে দিল আজ নিদারুণ বিভু ॥
 সাধ করি গলে হার না পরিনু আমি ।
 হার-অস্তুরালে পাছে রনু রঘুমণি ॥
 তাই আমি ভয়ে ভয়ে না পরিনু হার ।
 সেই রামে রাখে বিধি সাগরের পার ॥
 এমন দারুণ দুঃখ কেমনে পাসরি ।
 বৃথা মোর জন্ম, বৃথা জনক-ঝিয়ারী ॥
 আমারে বেতের বাড়ি মারে চেড়ীগণ ।
 এ দুঃখে সীতার প্রাণ বাঁচে কতক্ষণ ॥

সদাই মারিতে আসে রাক্ষসীর দল ।
 পলাইতে মনে করি, চতুর্দিকে জল ॥
 এতক বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন ।
 সরমা সীতাকে দেন প্রবোধ-বচন ॥
 কমল-লোচন রাম দেব নারায়ণ ।
 সীতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, জানে ত্রিভুবন ॥
 লক্ষ্মী-নারায়ণ কভু ভিন্ন নাহি রবে ।
 অবিলম্বে উভয়ের মিলন হইবে ॥
 কাল পূর্ণ হইলেই কার্য্য-সিদ্ধি হয় ।
 কাল পূর্ণ না হইলে নহে ফলোদয় ॥
 সত্য বধে, দৈব ও পুরুষকার (১) বল ।
 কিন্তু এ দুইয়ে কাজ না হয় সফল ॥
 কাল পূর্ণ হওয়া চাই তাদের সহিত ।
 এ তিন মিলিলে কার্য্য-সিদ্ধি সুনিশ্চিত ॥
 এক এক বিন্দু তব নয়নের জল ।
 ঝরিতেছে ঠিক যেন জলন্ত অনল ॥
 এ অনলে দহিবেক স্বর্ণ-লক্ষ্মী-পুরী ।
 মনে রেখে দিও সীতা বিশেষ বিচারি ॥
 বহুকাল গেল সীতা, অল্পকাল আছে ।
 ক্রন্দন সংবর সীতা, হিয়া শুকায় পাছে ॥
 সরমা সতীর বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 সীতাদেবী এই কথা বলেন তখন ॥
 আমি রমা (২) যদি হই, তুমি হে সরমা (৩) ।
 সার্থক তোমার নামে দেখি যে সুখমা ॥
 ধন্য তব পিতা মাতা বুঝিনু এখন ।
 রাখিলা সরমা-নাম আমারি কারণ ॥
 ক্রন্দন সংবরে সীতা সরমা-বচনে ।
 সীতার ক্রন্দনে কান্দে পশু-পক্ষি-গণে ॥
 মাথে হাত দিয়া সীতা ছাড়িলা নিশ্বাস ।
 সুন্দর সুন্দর-কাণ্ড গায় কৃষ্ণিবাস ॥

(১) পুরুষকার—পৌরুষ; কৰ্ম্মের হেতু । (২) রমা—সঙ্গী । (৩) সরমা—রমার সহিত থাকে যে স্ত্রী, সে সরমা । রমা-(লক্ষ্মী) রূপিনী সীতার সঙ্গিনী বলিয়া সরমার (বিতীষণ-পত্নী) নাম সার্থক হইয়াছে ।

সীতার নিকটে হনুমানের আশ্বপরিচয়
সহ শ্রীরামের অনুরোধ-প্রদান।
হনুমান্ দেখে সব চেড়ী ঘরে গেল।
সীতা সম্ভাষিতে মোরে এই বেলা হৈল ॥
বৃক্ষ-ডালে হনুমান্, সীতা ভূমিতলে।
কি বলিয়া সম্ভাষিব, মনে যুক্তি বলে ॥
বলিলে রামের দূত, না যাবে প্রত্যয়।
আমার কারণে হবে দুঃখ অতিশয় ॥
তবে ত সকল কার্য্য হইবে বিনাশ।
অসম্ভাষে (১) গেলে হবে শ্রীরাম নিরাশ ॥
সাত-পাঁচ হনুমান্ ভাবয়ে আপনি।
আপনা-আপনি কহে শ্রীরাম কাহিনী ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের কথা কহে পবন-নন্দন ॥
বৃক্ষ হ'তে 'রাম' বলি ডাকে ঘনে-ঘনে।
আচম্বিতে রাম-নাম ঢুকিল সীতার কানে ॥
সীতা বলে, কে শুনালে মধুর রাম-নাম।
আর একবার বল নাম প্রাণারাম (২) ॥
যে শুনালি রাম-নাম একবার দেখা দে।
রাক্ষসমাকারে হেন রাম-ভক্ত কে ॥
কোথা হতে এলি বাছা, নাহি জানি আমি।
মম প্রাণধনে বৃষ্টি দেখিয়াছ তুমি ॥
দেখিতে দেখিতে এল বীর হনুমান্।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বীর করিল প্রণাম ॥
বানর দেখিয়া সীতার বিস্মিত হৈল মন।
চিনিতে না পারি বাছা, তুমি কোন্ জন ॥
দেখিয়া তোমার মূর্ত্তি হলাম কাতর।
ছল করি পাঠাইল বৃষ্টি লঙ্কেশ্বর ॥
এলে কপি-রূপ ধরি ভূলাবার তরে।
মরিবার তরে কপি আইলে এ ধারে ॥

হনু বলে, আমি কপি, নহি অশ্রু জন।
নাম মোর হনুমান্ পবন-নন্দন ॥
নিজ গুণে কৃপা করি ভৃত্য কৈলা রাম।
আমি তাঁর ভৃত্য, মোর নাম হনুমান্ ॥
নিশাচর (৩) নহি আমি, মাথায় দাও মা, পা।
আমি তোমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমার মা ॥
সীতা বলে, কি বলিলে রাম-দাস তুমি।
কেমনে কহিব কথা, প্রত্যয় না যাই আমি ॥
তুমি যদি রাম-দাস হও হনুমান্।
তাঁর পরিচয় দাও মোর বিজ্ঞমান ॥
সহর হইয়া হনু মহাভক্তি-ভরে।
শ্রীরামের পরিচয় দিলেন সীতারে ॥
যজ্ঞশীল (৪) দানশীল দশরথ রাজা।
দেবলোক নরলোক সবে করে পূজা ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর, বধু সীতা সতী।
হরণ করিল তাঁরে রাবণ চূর্ণ্যতি ॥
কাননে ভ্রমেন রাম সীতা অশেষণে।
সুগ্রীবের সহ মৈত্রী করিলেন বনে ॥
সে রামের বৃন্তাস্ত্র তোমারে যায় বলা।
মাথা তুলি দেখ মাগো সেবক-বৎসলা (৫) ॥
মাথা তুলি সীতাদেবী সে গাছ নেহালে।
বিঘত-প্রমাণ কপি দেখেন সে ডালে ॥
সীতা হনুমান্ দৌছে হইল দর্শন।
জোড়হাতে মাথা নোয়ায় পবন-নন্দন ॥
জানকী বলেন, বিধি বিগুণ (৬) আমায়।
রাবণের দূত বৃষ্টি আমারে ভুলায় ॥
নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
বানর-রূপে হুত বৃষ্টি করে সম্ভাষণ ॥
দশ মাস করি আমি শোকে উপবাস।
মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস ॥

(১) অসম্ভাষে—সম্ভাষণ না করিয়া। (২) প্রাণারাম—জীবনের আনন্দ দায়ক। (৩) নিশাচর—রাক্ষস।
(৪) যজ্ঞশীল—যজ্ঞপরায়ণ। (৫) সেবক-বৎসলা—ভৃত্যের প্রতি স্নেহশীলা। (৬) বিগুণ—বিরূপ; প্রতিকূল।

স্বরূপেতে (১) হও যদি শ্রীরামের চর ।
 আমার বরেতে তুমি হইবে অমর ॥
 অগ্নিতে পুড়িবে নাহি অস্ত্রে না মরিবে ।
 রণে বনে তব রক্ষা শঙ্করী (২) করিবে ॥
 তব কণ্ঠে সরস্বতী হোন অধিষ্ঠান ।
 যেখানে সেখানে যাও, সর্বত্র সম্মান ॥
 বানর, কি নাম ধর, থাক কোন্ দেশে ।
 কি হেতু আইলা হেথা কাহার আদেশে ॥
 বহুদিন শ্রীরামের না জানি কুশল ।
 আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্বল ॥
 হইবে রামের দূত হেন অশুমনি ।
 তব মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী ॥
 হনুমান্ বলে, রাম গুণের সাগর ।
 আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্বাপ-সুন্দর ॥
 শালবৃক্ষ জিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর ।
 আজ্ঞানুগম্বিত বাহু নাভি সুগভীর ॥
 ভিল ফুল জিনি নাসা, সুদৃশ্য কপাল ।
 ফলমূলাহারী তবু বিক্রমে বিশাল ॥
 দুর্বাদল-শ্যাম রাম গজেন্দ্র-গমন ।
 কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবন-মোহন ॥
 কোমল শরীর তাঁর, নব জটাধারী ।
 কেমন মোহন রূপ বর্ণিতে না পারি ॥
 কোটি চন্দ্র জিনি মুখ, (৩) সহস্র বদন (৪) ।
 অস্ত্রেতে উছলি পড়ে সূর্য্যের কিরণ ॥
 কৌশল্যা-হৃদয়-সরঃ-সুনীলকমল ।
 প্রেম-পরিমলে তিনি সদা চল-চল ॥
 বিচিত্র ধনুক তাঁর, তাহে দেন চড়া ।
 চাঁচর কেশে চিকুর হানে পুষ্প-লতা-বেড়া ॥
 শ্রীরামের গৌরবর্ণ অশুভ লক্ষণ ।
 'হা সীতা' 'হা সীতা' বলি করেন ক্রন্দন ॥

অনাথের নাথ রাম সকলের গতি ।
 কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শক্তি ॥
 রামের সেবক আমি, নাম হনুমান্ ।
 বিশেষ করিয়া কহি কর অবধান ॥
 আপনি যে স্বর্গমুগ দেখিলা সুন্দর ।
 রাক্ষস মারীচ সেই, রাবণের চর ॥
 তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াগ ।
 শ্রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রাণ ॥
 তোমার দুর্ভাক্যে ঘর ছাড়িল লক্ষণ ।
 শূণ্য ঘর পেয়ে তোমা হরিল রাবণ ॥
 এত শুনি সীতাদেবী কহিলা তখন ।
 এতক্ষণে বাছা মোর প্রত্যয় হৈল মন ॥
 রামের সেবক বট বাছা হনুমান্ ।
 কেমন আছেন মোর কমল-নয়ান ॥
 লক্ষণ দেবর মম স্নেহের আধার ।
 বল বল হনুমান্ কুশল তাহার ॥
 দেবরের কথা আমি না শুনি শ্রবণে ।
 দুষ্টকথা কহিলাম পঞ্চবটী বনে ॥
 তাহা শুনি আমারে সে একা রাখি গেল ।
 এ-হেন অনর্থ এত তাহাতে ঘটিল ॥
 হনু কহে, সব কথা কর মা শ্রবণ ।
 এখনো আমার কথা নহে সমাপন ॥
 পর্ব্বত-শিখরে মোরা ছিনু পঞ্চজন ।
 ছিন্ন বস্ত্র অকস্মাৎ পড়িল তখন ॥
 দিলাম সে ছিন্ন বস্ত্র শ্রীরামের স্থানে ।
 বহু কান্দিলেন রাম, সহিত লক্ষণে ॥
 আছাড় খাইয়া রাম লোটান ভূতলে ।
 সুহৃদ্ সুগ্রীব তাঁরে আশ্বাসিয়া তোলে ॥
 করিল সুগ্রীব সত্য তোমা উদ্ধারিতে ।
 রাজ্য দিলেন তাঁরে শ্রীরাম হরিতে ॥

(১) স্বরূপেতে—বাস্তবিক । (২) শঙ্করী—মঙ্গলময়ী আশ্বাশক্তি । (৩) মুখ—এখানে মুখমণ্ডল, ঐবার উপরি ভাগ হইতে সমস্ত উত্তমাদ । (৪) বদন—বাক্য নিঃসরণ ও ভোজন গ্রহণের দ্বার ।

আইল বানর সর্ব্ব স্ত্রীব-আখ্যাসে ।
 চতুর্দিকে গেল সবে তোমার উদ্দেশে ॥
 আসিতে মাসের মধ্যে রাজার নিয়ম ।
 মাসের অধিক হৈলে হবে ব্যতিক্রম (১) ॥
 পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার ।
 মনে হৈল কপি সব মরিল এবার ॥
 সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন ।
 তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ ॥
 পর্ব্বতের উপরে তাহার পাই দেখা ।
 রাম-নাম বলিতে তাহার উঠে পাখা ॥
 তার বাক্যে লজ্জিলাম দুস্তর সাগর ।
 লঙ্কার সকল স্থান হইল গোচর (২) ॥
 রাবণের চর বলি না করিহ ভয় ।
 স্বরূপে রামের দূত জানিহ নিশ্চয় ॥
 আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয় ।
 রামের অঙ্গুরী দেখ ঘুচিবে সংশয় ॥
 অঙ্গুরী দেখায় তাঁরে পবন-নন্দন ।
 অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ ॥
 রামের অঙ্গুরী দেখি হইল বিশ্বাস ।
 হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস ॥
 রামের অঙ্গুরী পেয়ে সীতাদেবী কান্দে ।
 বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে ধরি বন্দে ॥
 রামের অঙ্গুরী দেখি সীতার উল্লাস ।
 অঙ্গুরী-সংবাদ গাহে কবি কৃষ্টিবাস ॥

— — —

অঙ্গুরী-সংবাদ ।

অঙ্গুরী পাইয়া সীতা তুলি দুটা হাত ।
 অভাগিনী ব'লে মনে আছে রঘুনাথ ॥

রামের অঙ্গুরী আনি দিলে হনুমান ।
 অঙ্গুরী নহে ত ইহা, দিলে মোর প্রাণ ॥
 বল দেখি কোথা রাখি রামের অঙ্গুরী ।
 সোনা দেখি কেড়ে লয় পাছে সব চেড়ী ॥
 অঙ্গুলে রাখিলে পাছে লয় চেড়ীগণ ।
 দেখিতে না পাইব অঙ্গুরী সর্ব্বক্ষণ ॥
 হিয়া মাঝে রাখি যদি কহি তব ঠাই ।
 দিবানিশি অঙ্গুরী দেখিতে পাব নাই ॥
 বারেক বিশ্রাম কর পবন-নন্দনে ।
 মন-কথা কহি আমি অঙ্গুরীর সনে ॥
 অঙ্গুরীর পানে চেয়ে কহে ঠাকুরাণী ।
 অঝোর (৩) নয়নে কাঁদে জনক-নন্দিনী ॥
 শুনহ অঙ্গুরি, তুমি রামের নিশান ।
 তোমা দেখি দ্বিগুণ কাঁদিয়া উঠে প্রাণ ॥
 যে কালে জনক পিতা দান কৈলা মোরে ।
 প্রথমে বরণ পিতা করিলা তোমারে ॥
 তাম্রপাত্রে গঙ্গাজলে তিল-তুলসী তাতে ।
 গেমায় আমায় পিণ্ড সঁপিলা রাম-হাতে ॥
 তোমায় আমায় দোহে লইলা রঘুমণি ।
 সেই হৈতে হলে তুমি আমার সতিনী ॥
 বিধি বাম হৈলা মোরে, হৈলু অনাধিনী ।
 রাবণে আমায় হরে, সঙ্গে রৈলা তুমি ॥
 অভাগীকে রামের পড়িত যবে মনে ।
 মোর হাইবাসে (৪) রাম চাহে তব পানে ॥
 দোসর অঙ্গুরী তুমি ছিলে রাম-সনে ।
 রামে একা রাখি, হেথা তুমি এলে কেনে ॥
 আর এক কথা আমি সুধাই তোমারে ।
 মনে কি করেন রাম অভাগী সীতারে ॥
 আমা ছাড়া রামচন্দ্র আছেন বহুদিন ।
 আমার বিহনে কত হয়েছেন ক্ষীণ ॥

(১) ব্যতিক্রম—অস্বরূপ ; অর্থাৎ বানরদের প্রাণ-নাশ । (২) গোচর—প্রত্যক্ষ । (৩) অঝোর—অধিরাম ;
 যে চক্ষু হইতে সর্ব্বদা অশ্রু ঝারিতেছে । (৪) হাইবাস—সহবাস (একত্র অবস্থান) হইতে; এখানে আশ্বাস ।

হেন কালে বলে হনু করি জোড় হাত ।
 তোমা বিনে বিমলিন হৈলা রঘুনাথ ॥
 উঠিতে বসিতে তাঁর মুখে তব নাম ।
 জাগিতে ঘুমাতে সীতা বলেন শ্রীরাম ॥
 কান্দিয়া তোমার তরে শ্রীরাম বিকল ।
 ফল-জল ত্যজেছেন, বড়ই দুর্বল ॥
 এত ক্লীণ হয়েছেন রাম জটাধারী ।
 টিলা হ'য়ে গেছে তাঁর হাতের অঙ্গুরী ॥
 যবে হতে তব সঙ্গ ভঙ্গ হৈলা রাম ।
 যুচেছে সেদিন হৈতে অঙ্গুরীর নাম ॥
 পূর্বে দেখেছিলে রাম জিনি সিংহ-কলা (১) ।
 এখন এমন ক্লীণ অঙ্গুরী হৈল বালা ॥
 পূর্ণচন্দ্র শোভিতেছে, গগন-উপরে ।
 অঙ্গুরী দিয়াছে হনু জানকীর করে ॥
 অঙ্গুরী হেরিয়া সীতা মহা হৃষ্ট-মন ।
 শ্রীরামের মূর্তিখানি করিলা স্মরণ ॥
 চন্দ্রকান্ত-মণি (২) সেই অঙ্গুরীতে ছিল ।
 চন্দ্রের কিরণে তাহা জ্বলিতে লাগিল ॥
 অঙ্গুরী কান্দিছে, সীতা ভাবে মনে-মন ।
 অঙ্গুরীকে সম্বোধিয়া বলেন বচন ॥
 জনম-দুঃখিনী সীতা, কান্দিবে সীতাই ।
 হে অঙ্গুরী, কি কারণে কান্দ তুমি ভাই ॥
 বুঝিষু বুঝিষু ভাই, বুঝিষু এখন ।
 কেন কান্দিতেছ আসি অশোকের বন ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের করে পড়ে যেই জন ।
 কান্দিতে হইবে তারে জেনো আজীবন ॥
 তাহারে কান্দিতে হবে চিরদিন ধরি ।
 দেখিলাম ইহা আনি বিশেষ বিচারি ॥
 তুমি আমি দু-জনাই পড়ি তাঁর করে ।
 কান্দিতেছি দৌহে মিলি রাক্ষসের ঘরে ॥

কেহ যেন সীতা-নাম নাহি রাখে আর ।
 রাখিলে করিতে হবে তারে হাহাকার ॥
 এত বলি জানকী কপালে মারে হাত ।
 দাসী হেতু এত দুঃখ পাইলা রঘুনাথ ॥
 সীতা বলে, কি বলিব পবন-কুমার ।
 আমার দুঃখের কথা কি বলিব আর ॥
 যেদিন হতে সঙ্গ ছাড়া হলেন গৌসাই ।
 সেদিন হতে ফল-জল কিছু খাই নাই ॥
 এত বলি অঙ্গুরী সে দেখি ঠাকুরাণী ।
 অঙ্গুরী পরিতে চাহে জনক-নন্দিনী ॥
 অঙ্গুরী পরিলা সীতা দৃঢ় করি মন ।
 অঙ্গুরী হইল মায়ের হাতের কঙ্কণ ॥
 এত দেখি কান্দিয়া বিকল হনুমান্ ।
 রাম-সীতা দুই ক্লীণ একই সমান ॥

সীতার আত্মপরিচয় জান ।

হনুমান্ বলে, মা গো শুন ঠাকুরাণী ।
 পরিচয় দিষু তব পরিচয় শুনি ॥
 নিজ পরিচয় দাও, কার হও নারী ।
 কিবা তব নাম দেবী, কাহার ঝিয়ারী ॥
 কমলের দল সম আয়ত সুন্দর ।
 তোমার নয়ন-যুগ অতি মনোহর ॥
 জননি, সত্বর তব দাও পরিচয় ।
 রাম-নাম শুনি কান্দ, রাম কেবা হয় ॥
 এত শুনি জানকীর হৃদে শোকানল ।
 স্মরিয়া বিগত কথা হইল প্রবল ॥
 শুন বাপ, পরিচয় কহি যে তোমারে ।
 বড় অভাগিনী আমি সংসার মাঝারে ॥

(১) সিংহ-কলা—সিংহের ঐখণ্ডা ; অর্থাৎ সিংহবিক্রম । (২) চন্দ্রকান্ত-মণি—ঐবৎ পীতবর্ণ স্বচ্ছ মণি ; এই মণি চন্দ্রকিরণ-স্পর্শে গলিত হয় অর্থাৎ নৈশবায়ু হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া সজল হইয়া উঠে ।

যোগসিদ্ধ(১) মহাতেজা, জনক-নামেতে রাজা,
আমি সীতা তাঁহার নন্দিনী ।
দশরথ-সুত রাম, নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম,
বিবাহ করেন পণে জিনি ॥
শুভ বিবাহের পর, গেলাম শশুর ঘর,
কত মত করিলাম সুখ ।
শশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ী-পণের তত,
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক (২)
হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা,
আদেশিলা দিতে ছত্র-দণ্ড ।
কুঁজী দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা,
বিলম্ব না কৈল এক দণ্ড ॥
আমি কণ্ঠা পৃথিবীর, স্বামী মম রঘুবীর,
হরিল আমারে নিশাচর ॥
সুন্দরকাণ্ডের গীত, কৃষ্ণিবাস সুললিত,
বিরচিত অতি মনোহর ॥*

সীতা-হনুমান-সংবাদ ।

হনুমান বলে, কিবা বল ঠাকুরাণী ।
ভরসা তোমার মা গো চরণ দুখানি ॥
আজি দশ মাস আছ লঙ্কার মাঝারে ।
কেহ কি ভরসা মাগে দেয়নি তোমারে ॥
ইহা শুনি জানকীর বহে অশ্রুজল ।
কহেন শোন রে বাছা কাহিনী সকল ॥
বিভীষণ ধার্মিক রাবণ-সহোদর ।
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর ॥
অরবিন্দ-নামেতে রাক্ষস মহাশয় ।
আমা দিতে রাবণেরে করেছে বিনয় ॥
বিভীষণ-কণ্ঠা সে সানন্দা নাম ধরে ।
পাঠাল সে তার মাকে আমার গোচরে ॥
তাঁর ঠাই শুনিলাম এই সারোদ্ধার (৩) ।
বিনায়ুকে বাছা মোর নাহিক উদ্ধার ॥
সুগ্রীবেরে জানাইও মম বিবরণ ।
শ্রীরামেরে জানাইও মোর নিবেদন ॥

(১) যোগসিদ্ধ—যোগী । (২) কৌতুক—আমোহ । (৩) সারোদ্ধার—শেষ কথা ।

* কোনো কোনো মুদ্রিত পুস্তকে এই দীর্ঘ-ত্রিপদী অংশ লঘু-ত্রিপদীস্বল্পে লিখিত দেখা যায় ।
মিথিলা-বসতি জনক নৃপতি স্তন হনুমান কর এই কাম (২)
কাঞ্চন-বচিত ধাম । বধা আছে নীল-দে' (৩) ।
তাঁহার নন্দিনী কুল-কলঙ্কিনী স্বরাধিত হয়ে সন্দেহে লইয়ে
জানকী আমার নাম ॥ তাঁর পারে কেলে দে ॥
দশরথ রাজা বলে মহাতেজা আমি দীন-দীন হবে হেন দ্বিম
তাঁর বধু বটে আমি । অযোধ্যা বাইব আমি ।
মিথিলা বাইয়া বধুক ভাদ্রিয়া গিয়া অযোধ্যাতে রঘুনাথ-সাথে
বিতা কৈলা রঘুমণি ॥ বামে হব পাটরাণী ॥
মোর প্রাণবর (১) অযোধ্যা-ঈশ্বর রাবণে বধিয়া আমারে লইয়া
সুখের অবধি কি । যেতে যদি পার কুমি ।
বিধি হৈলা রাম ছাড়ি হেন রাম বাণী হবার কালে পুত্র বলি কোলে
দ্বিজ হইয়াছি ॥ তোমাতে লইব আমি ॥

(১) প্রাণবর—প্রাণনাথ, স্বামী । (২) কাম—কাজ । (৩) নীল-দে'—নীল-দেহ রাবণের ।

হনু বলে, মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ ।
 তোমা ল'য়ে যাব যথা শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 বল মুগ হই গাতা, বল হই পাখী ।
 কিসে আরোহিয়া যাবে, বল মা জানকি ॥
 জানকী বলেন, তুমি বিঘত-প্রমাণ ।
 মানুষের ভার কিসে স'বে (১) হনুমান্ ॥
 শুনিয়া সীতার কথা হনুমান্ হাসে ।
 হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে ॥
 হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর ।
 সত্তর যোজন হৈল উভে (২) দীর্ঘতর ॥
 করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ ।
 তখনি সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ ॥
 জানকী বলেন, বাছা, তোমার আকার ।
 দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার ॥
 কেমনে তোমার পৃষ্ঠে আমি হব স্থির ।
 সাগরে পড়িলে খাবে হাঙ্গর কুম্ভীর ॥
 পর-পুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন ।
 কি করিব, বলে ধরে আনিল রাবণ ॥
 রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি ।
 তারে মারি উদ্ধারহ তবে বাহাচুরি ॥
 তোমার দুর্জয় মূর্তি দেখি লাগে ডর ।
 আপনা সম্বর (৩) বাছা পবন-কোত্তর ॥
 অশীতি যোজন অঙ্গ লাগে অস্তরীক্ষে ।
 আপনা সম্বর বাছা, কেহ পাছে দেখে ॥
 শুনিয়া সীতার কথা বীর হনুমান্ ।
 দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত-প্রমাণ ॥
 জানকী বলেন, বাছা পবন-কোত্তর ।
 তোমার বিক্রম দেখি লাগে মোর ডর ॥
 লক্ষ্মণেরে জানাইও আমার কল্যাণ ।
 তা সবার বিক্রমের কিসের বাধান ॥

নিমি-কূলে জন্মিয়া পড়িলু সূর্য্য-কূলে ।
 এই কি আছিল মোর লিখন কপালে ॥
 রাম হেন স্বামী যার আছে বিচ্যমান ।
 রাক্ষসে তাহারে করে এত অপমান ॥
 সূত্রীবেরে জানাইও আমার কাকুতি (৪) ।
 যত কিছু আছে তাঁর সৈন্য সেনাপতি ॥
 দু'মাস জীবন, তার একমাস রয় ।
 মাস গেলে বাছা মোর জীবন সংশয় ॥
 দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান ।
 অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান ॥
 আমি মৈলে সবাচার বৃথা আয়োজন ।
 যদি ঝাট (৫) এস তবে রহিবে জীবন ॥
 মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার ।
 তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার ॥
 আর কি কহিব কথা, প্রভুর সমক্ষে ।
 ইন্দ্র-সুত কাক মোর আঁচড়িল বক্ষে ॥
 শ্রীরাম ঐষিক বাণ করেন সন্ধান ।
 খেদাড়িয়া যান তার বধিতে পরাণ ॥
 কাক গিয়া বাসবের লইল শরণ ।
 সে ঐষিক বাণ তবে হইল ব্রাহ্মণ ॥
 দ্বিজ-বেশে কহে গিয়া বাসবের ঠাঁই ।
 শ্রীরামের বাণ আমি, ওই কাক চাই ॥
 সেই বাণ দেখি ইন্দ্র উঠেন তখন ।
 করষোড়ে তার আগে করিল স্তবন ॥
 বাণ বলে, মোর ঠাঁই নাহিক এড়ান ।
 ত্রিভুবনে ব্যর্থ নহে শ্রীরামের বাণ ॥
 বাণের গর্জন শুনি ভীত পুরন্দর ।
 জয়ন্ত কাকেরে দিল বাণের গোচর ॥
 রামকে আনিয়া দিল বিদ্ধি এক অর্থাধি ।
 করুণা-সাগর রাম না মারেন পাখী ॥

(১) স'বে—সহ করিবে । (২) উভে—উর্ধ্বে ; উচ্চতায় । (৩) সম্বর—সংবরণ কর ; পূর্নরূপ ধারণ কর ।
 (৪) কাকুতি—কাতরোক্তি ; অগুনয় মিনতি । (৫) ঝাট—শীত ।

এত অপরাধে তারে না মারেন প্রাণে ।
 ত্রিভুবনে তুল্য নহে শ্রীরামের গুণে ॥
 রাম হেন পতি যার আছে বিচ্যমান ।
 রাক্ষসে তাহার এত করে অপমান ॥
 সীতা বলে, দেখে যাও পবন-কোত্তর ।
 মোর দশা বল গিয়া রামের গোচর ॥
 কিঞ্চিৎ বিলম্ব যদি হইত তোমার ।
 সিদ্ধ-জলে ত্যজিতাম এ প্রাণ আমার ॥
 ঘেরিয়া রেখেছে মোরে রাবণের চেড়ী ।
 রাম ব'লে ডাকিলে আমারে মারে বাড়ি ॥
 পঞ্চ ফল পাইতাম সরমার ঠাই ।
 চেড়ীরা সে ফল মোরে খেতে দিত নাই ॥
 সে ফল হোথায় পড়ে কর দরশন ।
 বলেন জানকী, বাছা, করহ ভক্ষণ ॥
 এত বলি সীতাদেবী কাঁদিয়া বিকল ।
 হনূরে আনিয়া দিল সেই পঞ্চ ফল ॥
 কহে, এক আত্ম দিবে রামের চরণে ।
 আর দুই আত্ম দিবে যত কপিগণে ॥
 এক আত্ম দিবে আর লক্ষ্মণ দেবরে ।
 শত শত আশীর্ব্বাদ বলিবে তাহারে ॥
 অর্দ্ধখানি আত্ম দিবে স্ত্রীবি রাজারে ।
 অর্দ্ধখানি আত্ম আমি দিলাম তোমারে ॥
 একে একে ফল বাছা, বেঁটে দিখু আমি ।
 পঞ্চ ফল হনূমান্ ল'য়ে যাও তুমি ॥
 এত শুনি হাসে তবে পবন-কোত্তর ।
 জোড় হাতে বলিল যে সীতার গোচর ॥
 যেমন আমার ক্রুধা খেতে দিলে মা ।
 অর্দ্ধ ফল শুনি মোর জলে যায় পা ॥
 শোন মাতা, হেন ক্রুধা আছে আর কার ।
 অর্দ্ধেক ফলেতে মাতা কি হবে আমার ॥

যদি আজ্ঞা হয় মাতা জনক-ঝিয়ারী ।
 সমুদ্রের জল আমি শুবে খেতে পারি ॥
 যদি তব আজ্ঞা হয় দাস হনূমানে ।
 সাগরের যত জল পূরে রাখে কাণে ॥
 সীতাদেবী বলে, বাছা, শ্রীরাম বিহনে ।
 মৃতপ্রায় হ'য়ে আছি অশোক-কাননে ॥
 অশোকের বন নয় শোকের কানন ।
 অভাগী সীতার কেন না হয় মরণ ॥
 কভু যদি যেতে পারি অযোধ্যানগরে ।
 উদর পুরিয়া বাছা খাওয়াব তোমারে ॥
 আর কিছু না বলিহ পবন-নন্দন ।
 অর্দ্ধ ফলে হবে তব উদর পূরণ ॥
 ইহা শুনি হনূমান্ পরম কৌতুকে ।
 অর্দ্ধ আত্ম ফেলি দিল আপনার মুখে ॥
 অমৃত সমান সেই অমৃতের ফল (১) ।
 ফল খেয়ে হনূমান্ হইল বিকল ॥
 হনূমান্ কহে, ওগো জননি জানকি ।
 অমৃত সমান ফল আরো আছে নাকি ॥
 কোথায় তাহার গাছ কহ মা বিধান (২) ।
 খাইব সকল ফল, দেখ বিচ্যমান ॥
 সীতা বলিলেন, তব বৃথা আগমন ।
 মম বার্তা না প্ৰাবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 তুমি একা বানর, রাক্ষস বহু জন ।
 তোমারে দেখিবামাত্র বধিবে জীবন ॥
 হনূমান্ বলে, মাতা, ভাব কেন আর ।
 রাক্ষস-কটক আমি করিব সংহার ॥
 মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন ।
 দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন ॥

(১) অমৃতের ফল—আত্ম ; অমৃতের স্তায় বাছ বলিয়া আত্মের নাম অমৃত-ফল । (২) বিধান—স্থিতি ; সন্নিবেশ ।

আত্ম-বন-ভঞ্জন ও বনরক্ষী
রাক্ষস-গণের সংহার।

দেখান অঙ্গুলি দিয়া সীতা সেই বন ।
নিঃশব্দে চলিল বীর পবন-নন্দন ॥
সহসা অমৃতফল-কাননে (১) প্রবেশে ।
সাত-পাঁচ ভাবি তবে হনুমান হাসে ॥
আচম্বিতে (২) আইলাম যাই আচম্বিতে ।
হরিষ বিষাদ কিছু না থাকিবে চিতে ॥
রামের কিঙ্কর যাব সাগরের পার ।
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার ॥
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস ।
স্বর্ণলঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ ॥
মণি বাঁধা দেখে হনু অশোকের গুঁড়ি ।
সেই বনে হনুমান্ যায় গুড়ি গুড়ি ॥
তার একধারে দেখি অমৃতের বন ।
হইল প্রসন্নচিত্ত পবন-নন্দন ॥
জাল দড়া দিয়া বান্ধা আছে চারি পাশ ।
তাহা দেখি মারুতির উপজ্বল হাস ॥
খাইতে না পারে পক্ষী, রাক্ষসেরা রাখে ।
ধীরে ধীরে হনুমান্ সেই বনে ঢোকে ॥
নেউল-প্রমাণ হ'য়ে বৃক্ষ-ডালে আছে ।
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে ॥
ফল রাখে (৩) হনুমান্ ডালে ডালে পাড়ি ।
দেখিয়া রাক্ষস সব হেসে গড়াগড়ি ॥
রাক্ষসেরা বলে, এ বানর নাহি মারি ।
রাখুক বানর ফল, নিজে আগে সারি ॥
বৃক্ষতলে নিজে যায় রাক্ষস সকল ।
পবন-নন্দন বীর খায় সব ফল ॥
ফল-ফুল খায় বীর ছিঁড়ে আর পাতা ।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষলতা ॥

ডাল ভাঙ্গে হনুমান্, শব্দ মড়মড়ি ।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি (৪) ॥
উঠিয়া রাক্ষস-গণ চারিদিকে চায় ।
অমৃতের বন দেখে, কিছু নাহি ভায় ॥
পরশু বকড়া শেল মুষল মুদগর ।
বহু অস্ত্র মারে তারা হনুর উপর ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে ।
লাফে লাফে হনুমান্ সব অস্ত্র লোফে ॥
কুপিলেন হনুমান্ পবন-নন্দন ।
সবার উপরে করে গাছ বরিষণ ॥
গাছ লৈয়া হনুমান্ যায় তাড়াতাড়ি ।
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥
হনুমান্ যুঝে যেন মদমত্ত হাতী (৫) ।
কারে মারে চাপড়, কাহারে মারে লাথি ॥
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড় ।
ভাঙ্গিয়া মাথার খুলি চূর্ণ করে হাড় ॥
প্রাণ ল'য়ে কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে ।
সীতারে জিজ্ঞাসে বার্তা, ঘন বহে শ্বাসে ॥
চেড়ী সব কহে, সীতা, কহ সত্য বাণী ।
বানরের সহিত কি কহিলে কাহিনী ॥
সীতা বলিলেন, কোন্ জন মায়া ধরে ।
আমি কি জানিব, সবে জিজ্ঞাস বানরে ॥
ভাঙ্গিল অশোক-বন বড় বড় ঘর ।
ত্রাসে বার্তা কহে গিয়া রাবণ-গোচর ॥
আসিয়াছে কোথাকার একটা বানর ।
অমৃতের বন ভাঙ্গে, বড় বড় ঘর ॥
যে সীতার প্রতি তুমি সঁপিয়াছ মন ।
সেই সীতা বানরে করিল সস্তাষণ ॥
সীতা নাড়ে হাতটি, বানরে নাড়ে মাথা ।
বুঝিতে নারিনু নর-বানরের কথা ॥

(১) অমৃতফল-কাননে—আত্মবনে । (২) আচম্বিতে—সহসা । (৩) রাখে—মুক্ত করে । (৪) দড়বড়ি—তাড়াতাড়ি । (৫) মদমত্ত হাতী—যে হাতীর বগ (কপালের পার্শ্বদেশ) কাটার মতস্রাব হইতেছে ।

ঝট্টি (১) বান্ধিয়া আনি করহ বিচার ।
বিলম্ব হইলে কারো নাহিক নিস্তার ॥

কুপিল রাবণ রাজা চেড়ীদের বোলে ।
মৃত দিলে অগ্নিতে যেমন আরো জ্বলে ॥
মার মার শক করে তর্জন গর্জন ।
দশানন দশদিক করে নিরীক্ষণ ॥
সম্মুখে দেখিল মূঢ় নামেতে কিঙ্কর ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর ॥
চলিল কিঙ্কর মূঢ় যমের দোসর (২) ।
ত্বরা করি গেল হনুমানের গোচর ॥
ধেয়ে যায় রাক্ষস বধিতে হনুমান্ ।
প্রাচীরে বসিল বীর পর্বত-প্রমাণ ॥
জাঠা শেল ঝকড়া মুঘল ফেলে কোপে ।
লাফে লাফে হনুমান্ সব অস্ত্র লোফে ॥
উপাড়ে ঘরের খাম পর্বত-আকার ।
খামের বাড়ীতে বীর করে মহামার (৩) ॥
আখালি পাখালি (৪) মারে দোহাতিয়া (৫) বাড়ি ।
পড়িয়া কিঙ্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি ॥
পাঠাইল মারিয়া মূঢ়েরে যম-ঘর ।
বাছিয়া উপাড়ে গাছ চাঁপা নাগেশ্বর ॥
যেখানে থাকেন সীতা তাহা মাত্র রাখে ।
আর সব চূর্ণ করে, যা দেখে সম্মুখে ॥
দশ বিশ জনে ধরি মারিছে আছাড় ।
মস্তক ভাঙ্গিয়া কারো চূর্ণ করে হাড় ॥
সাগরের কূলে ষত বালি খরশাণ (৬) ।
তাহার উপরে মুখ ঘর্ষে হনুমান্ ॥
পলাইল বহুজন পাইয়া তরাস ।
রাবণেরে বার্তা কহে, ঘন বহে খাস ॥
দেখিলাম যে কিছু কহিতে বাসি ডর ।
পড়িল কিঙ্কর মূঢ়, শুন লঙ্কেশ্বর ॥ •

লঙ্কা মড়াইল আজি একটা বানর ।
সহিতে না পারে আর, করিল জর্জর ॥

জম্বুমালী প্রভৃতি অষ্ট
রাক্ষস সংহার

মহাযোদ্ধাপতি তার নাম জম্বুমালী ।
প্রহস্ত যোদ্ধার বেটা, বলে মহাবলী ॥
রাবণ তাহাকে কহে করিয়া সম্মান ।
আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান্ ॥
আদেশ পাইয়া বীর দিব্য রথে চড়ে ।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত তার সঙ্গে নড়ে (৭) ॥
বসিয়াছে হনুমান্ প্রাচীর-উপর ।
কটক লইয়া গেল তাহার গোচর ॥
প্রথমে হইল দুই জনে গালাগালি ।
বাণ বরিষণ করে দোহে মহাবলী ॥
অসংখ্যক বাণ মারে বানরের বুক ।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ শর ।
হনুমানে বিদ্ধিয়া সে করিল জর্জর ॥
হইলেন মহাক্রোধী পবন-নন্দন ।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ ॥
বাহু-বলে গাছ এড়ে বীর হনুমান্ ।
রাক্ষসের বাণে গাছ হয় খান খান ॥
শালগাছ ব্যর্থ গেল, হইয়া চিস্তিত ।
পর্বতের চূড়া বীর আনে আচম্বিত ॥
বাহুবলে এড়ে বীর পর্বতের চূড়া ।
জম্বুমালী বাণেতে পর্বত করে গুঁড়া ॥

(১) ঝট্টি—শত্রু । (২) দোসর—সঙ্গী । (৩) মহামার—মহা গোলযোগ । (৪) আখালি পাখালি—চারিদিকে । (৫) দোহাতিয়া—দুই হাত চাক্কাইয়া । (৬) খরশাণ—মোটো মোটা । (৭) নড়ে—চলে ।

জ্বিনিতে নারিল বীর হইল চিস্তিত ।
ঘরের মুঘল তার পাইল আচম্বিত ॥
দুই হাতে তুলি বীর মুঘল সধর ।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর ॥
বাড়ি খেয়ে জম্মুমালী গেল যম-ঘর ।
যুদ্ধ জ্বিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর ॥

ভগ্ন-পাইক (১) কহে গিয়া রাবণ-গোচর ।
জম্মুমালী পড়ে, বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
ছত্রিশ কোটির যে প্রধান সেনাপতি ।
সকলের তরে ত্বরা দিলেন আরতি (২) ॥
শুনি তাহা বিড়ালাক শার্দূল-প্রধান ।
বীর ধুম্রলোচন সে রণে আগুয়ান ॥
নানা অস্ত্র হাতে করি ধায় রড়ারড়ি (৩) ।
হনুমানের মারিতে সবার তাড়াতাড়ি ॥
নানা অস্ত্র সাত বীর এড়ে খরশাণ (৪) ।
সবে বলে, আমি ত মারিব হনুমান ॥
সাত বীর আসিতেছে হনুমান দেখে ।
নেউল-প্রমাণ হ'য়ে প্রাচীরেতে থাকে ॥
সাত বীর আসিয়া প্রাচীর পানে চায় ।
লুকাইল হনুমান দেখিতে না পায় ।
প্রাণ ল'য়ে পলাইল আশা সবা ডরে ।
কি বলিব গিয়া মোরা রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
ঘরে যেতে সাত বীর করে ছড়াছড়ি ।
টান দিয়া আনে হনু বড় ঘরের কড়ি ॥
নেউটিয়া ঘরে যাই সবার মন ।
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবন-নন্দন ॥
কড়ি তুলি মারে বীর রথের উপর ।
কড়ির বাড়িতে তারা যায় যম-ঘর ॥
যুদ্ধ জ্বিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর ।
ভগ্ন-পাইক কহে গিয়া রাজার গোচর ॥

যুদ্ধ জ্বিনিলেক রাজা, একটা বানর ।
সাত বীর পড়ে রণে শুন লঙ্কেশ্বর ॥

অক্ষকুমার-বধ ।

অক্ষ-নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ ।
বানরে মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ ॥
অক্ষ আর ইস্রাজিৎ দুই সহোদর ।
সেই ইস্রাজিৎ তুল্য যুদ্ধে ধমুর্ধর ॥
প্রসাদ দিলেক তারে নানা অলঙ্কার ।
বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভাণ্ডার ॥
পিতৃ-প্রদক্ষিণ করি রথেষ্টে চড়িল ।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত সঙ্গেতে চলিল ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী ।
কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্ষোহিনী ॥
হনুমান বসিয়াছে প্রাচীর-উপর ।
রুধিয়া কহিছে অক্ষ শুন রে বানর ॥
অক্ষ নাম আমার যে রাবণ-নন্দন ।
নাহিক নিস্তার, আজি বধিব জীবন ॥
কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান ।
কেমনে রাখহ প্রাণ দেখি হনুমান ॥
সন্ধান পুরিয়া বাণ ধমুকেতে জোড়ে ।
বাণ ব্যর্থ করে পাছে, চিস্তিল অস্তরে ॥
লাফ দিয়া উঠে বীর গগন-মণ্ডলে ।
যত বাণ এড়ে সব যায় পদতলে ॥
কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর ।
বাণ ফুটে হনুমান হইল অর্জর ॥
হনু বলে, রাজপুত্র দেখিতে ছাওয়ায় ।
বাণগুলো এড়ে যেন অগ্নির উধাল (৫) ॥

(১) ভগ্ন-পাইক— ভগ্নদূত ; যোবাস্তি যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ প্রভূকে দেয় । (২) আরতি—আবেশ ; আর্চনাম । (৩) রড়ারড়ি—তাড়াতাড়ি । (৪) খরশাণ—ভীষণ । (৫) উধাল—শিখা ।

লাফ দিয়া হনুমান্ তার রথে চড়ে ।
 রথখান গুঁড়া করে একই চাপড়ে ॥
 রথের সারথি ঘোড়া হৈল চুরমার ।
 অস্তুরীক্ষে পলাইল সে অক্ষ-কুমার ॥
 রাক্ষস পলায় উর্ধ্বে হনুমান কোপে ।
 লাফ দিয়া পায়ে ধরে, চিলে যেন লোফে ॥
 দুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড় ।
 ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড় ॥
 যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর ।
 কুমার পড়িল, বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥

ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক হনুমান্কে
 বন্দীকরণ ।

শুনিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে ।
 যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে ॥
 বড় বড় বীর যায় করিয়া গর্জন ।
 বাহুড়িয়া (১) না আইসে আমার সদন ॥
 অত্যাচার যুদ্ধে যাহ বাছা ইন্দ্রজিৎ ।
 তোমরা থাকিতে আমি যাই অনুচিত ॥
 পিতৃ-বাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ ভাবে ।
 বানরে করিব বন্দী চক্ষুর নিমিষে ॥
 কি ছার বানর বেটা, আমি মেঘনাদ ।
 যুদ্ধ জিনি অস্ত্র লব রাজার প্রসাদ ॥
 অসূলে অসুরী দিল বাহুতে কঙ্কণ ।
 সর্বদাঙ্গ পরিল বীর রাজ আভরণ ॥
 স্বর্ণ-নবগুণ (২) পরে, পরে স্বর্ণপাটা ।
 পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের কোঁটা ॥
 এক হাতে ধরিয়াছে সর্বদাঙ্গ-দাপনি (৩) ।

আর হাতে সারথিরে ডাকিল আপনি ॥

(১) বাহুড়িয়া—কিরিয়া । (২) স্বর্ণ-নবগুণ—সোনার ন-নব হার । (৩) সর্বদাঙ্গ দাপনি—তাল; বাহার
 দ্বারা সর্বদাঙ্গ বন্ধ করা যায় । (৪) কাছুটি—কোঁপন । (৫) অনাচার—অস্ত্র ব্যবহার ।

সারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল ।
 সাজাইল রথখান করে বলমল ॥
 কনক-রচিত রথ বিচিত্র নির্মাণ ।
 বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের জোগান ॥
 মাতঙ্গ বিংশতি কোটি তার অর্ধ ঘোড়া ।
 তের অক্ষৌহিনী চলে ত্রিভুবন জোড়া ॥
 কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী ।
 রণবাণ্ড বাজে কত, স্বর্গে লাগে ধ্বনি ॥
 এত সৈন্য ল'য়ে বীর চলিল সত্বর ।
 পাছু হৈতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর ॥
 বালি-সুগ্রীবের শুনিয়াছ যে কাহিনী ।
 তার পাত্র হনুমান্ সর্বলোকে জানি ॥
 সেই বা আসিয়া থাকে বীর-অবতার ।
 তুচ্ছ জ্ঞান না করিও, যুঝিহ অপার ॥
 পিতৃ-বাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে ।
 বানরে বধিব আজি, দেখ অনায়াসে ॥
 বসিয়াছে হনুমান্ প্রাচীর-উপর ।
 সৈন্যসহ ইন্দ্রজিৎ গেলেন সত্বর ॥
 হেরি হনুমানেরে সে জলিলেক কোপে ।
 গালাগালি পাড়ে বীর অতুল প্রতাপে ॥
 পাতা লতা খাস্ বেটা, পরিস্ কাছুটি (৪) ।
 মরিবারে হেথ আসি করিস ছটফট ॥
 সুগ্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে ।
 মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে ॥
 রাক্ষসের গালি শুনি হনুমান্ হাসে ।
 গালাগালি পাড়ে বীর মনে যত আসে ॥
 ফল-মূল খাই মোরা মুনি-ব্যবহার ।
 ডালে ডালে কিরি সে যে নহে অনাচার (৫) ॥
 আপনার অনাচার না দেখ আপনি ।

রাবণের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি ॥

নারী দশ হাজার যত্নপি আছে যেরে ।
 তথাপি সে তোর বাপ পরদার করে ॥
 সতী স্ত্রী হরিয়্যা আনে যতি-তপস্বিনী (১) ।
 শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী ॥
 স্ত্রী লাগি পুরুষ মারে বিনা অপরাধে ।
 ব্রাহ্মণী হরিয়্যা আনে পড়িয়া প্রমাদে ॥
 করিলেক কত শত ব্রহ্ম-হত্যা-পাপ ।
 অস্ত্র নাহি, যত পাপ করে তোর বাপ ॥
 ত্রিভুবনে তোর যে বাপের বিসংবাদ (২) ।
 কতকাল থাকে আর, পড়িল প্রমাদ ॥
 সর্বদা না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে ।
 রাবণের ব্রহ্ম-শাপ ফলে এতকালে ॥
 এইরূপ ছুইজনে হয় গালাগালি ।
 তার পর যুদ্ধ করে দোহে মহাবলী ॥
 নানা অস্ত্র ইস্ত্রজিৎ করে বরিষণ ।
 সব অস্ত্র লুফে ধরে পবন-নন্দন ॥
 হনুমান্ বলে, বেটা তোর রণ চুরি ।
 দেখ তোর আজিকে পাঠাব যম-পুরী ॥
 জিনিতে না পারে কেহ, উভয়ে সোসর ।
 ছুই জনে করে যুদ্ধ ছুইটি প্রহর ॥
 ইস্ত্রজিৎ বলে, আমি পাশ-অস্ত্র জানি ।
 পাশ-অস্ত্র ছাড়িয়া বানর বাকি আনি ॥
 রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি (৩) ।
 এড়িলেক পাশ-অস্ত্র, হনু হয় বন্দী ॥
 প্রাচীর হইতে বীর পড়িয়া ভূজলে ।
 বলে, পারি পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে বলে ॥
 পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে ।
 রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে ॥
 এতেক চিন্তিয়া বীর পাশ নাহি ছিঁড়ে ।
 রাক্ষসে টানিয়া বাক্কে হাতে গলে মুণ্ডে ॥

কেহ হাতে পায়ে বাক্কে কেহ বাক্কে গলে ।
 গলা টানি বাক্কে কেহ লোহার শিকলে ॥
 রক্ষোগণে আজ্ঞা দিল বীর ইস্ত্রজিৎ ।
 বাপের অগ্রেতে লহ বানরে স্বরিত ॥
 এত বলি ইস্ত্রজিৎ হৈল আশ্রয়ান ।
 বড় বড় বীর গিয়া বেড়ে হনুমান্ ॥
 কোপে তোলপাড় করে হনু যথোচিত ।
 সস্তরি যোজন বীর হয় আচম্বিত ॥
 সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি পাড়ে ।
 তথাপি তাহার এক রোম নাহি নড়ে ॥
 দেখিয়া হনুর মুক্তি রাক্ষসেরা ত্রাসে ।
 রাক্ষসের ত্রাস দেখি হনুমান্ হাসে ॥
 বস্ত্র চক্ষু করিয়া রাক্ষস পানে চায় ।
 পলাইল রাক্ষসেরা, তুল্য যেন বায় ॥
 দেখি হনুমানের সে বিক্রম বিশাল ।
 চমৎকৃত হইল সে রাক্ষসের পাল ॥
 হনুমান্ বলে, তোরা বাক্কে রে দামামা ।
 রাজ-সম্ভাষণে যাব, কাক্কে কর আমা ॥
 জর্জর হয়েছি আমি ইস্ত্রজিৎ-বাণে ।
 স্বক্কে করি ল'য়ে চল রাবণ বিজ্ঞমানে ॥
 হনু ভাবে, এখন না মারিব সবারে ।
 দেখাব বিক্রম পরে রাবণ পামরে ॥
 এই সত্য করিলাম রামের দোহাই ।
 রাবণ কেমন বীর দেখিব যে জাই ॥
 বুঝাইব নীতি-কথা কহিয়া রাবণে ।
 না শুনিলে তবে তারে বধিব জীবনে ॥
 বড় বড় সাজি (৪) দিয়া হনুমান্ বাক্কে ।
 ছুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কাক্কে ॥
 রাক্ষসের কাক্কে বীর মনে মনে হাসে ।
 কত রক্ত করে বীর মনের উল্লাসে ॥

(১) যতি-তপস্বিনী—বাঁহারা চিত্তবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতঃ সংসার ছাড়িয়া অরণ্যপ্রমবাসিনী হইরাছেন ।
 (২) বিসংবাদ—বিবোধ । (৩) সন্ধি—কৌশল । (৪) সাজি—মোটো বন্ধির প্যাচ লাগাইয়া বাঁহাষ লাজ ।

যাইতে যাইতে বীর দিতেছে দাবড়ি (১) ।
 ধীরে ধীরে চল যেন টলিয়া না পড়ি ॥
 মনে মনে হাসি তবে পবন-নন্দন ।
 কান্ধেতে প্রস্রাব করে পুলকিত মন ॥
 রাক্ষসেরা বলে, দেখ দেবতা (২) বৃষ্টি বর্ষে ।
 দেবতা নয়, শুঁকে দেখ, হনু বলে হর্ষে ॥
 যেই ভিতে হনুমান্ কিছু দেয় ভর ।
 রাখ বলি রাক্ষস ছাড়িয়া দেয় রড় (৩) ॥
 সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি করে ।
 অচল হইল হনু রাবণের দ্বারে ॥
 নাড়িতে না পারে তারে, সবে পায় ত্রাস ।
 সহরে কহিল বার্তা রাবণের পাশ ॥
 কষ্টেতে হইল বন্দী সে দুষ্ট বানর ।
 না আসে শরীর তার দ্বারের ভিতর ॥

হাসিয়া রাবণ তারে কহে সংবিধান (৪) ।
 দ্বার ভাঙ্গি কাট আন, দেখি হনুমান্ ॥
 রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সহরে ।
 দ্বার ভাঙ্গি পথ করে তারে আনিবারে ॥
 সাত দ্বার ভাঙ্গে তারা এক দ্বার রয় ।
 অচল হইল হনু, নাহি প্রবেশয় ॥
 রাবণ নিকটে গিয়া বীর হনুমান্ ।
 পাছু ফিরি বসে গিয়া রাজা-বিশ্বমান্ ॥
 রাজার কুমার-গণ বসি সারি সারি ।
 বসিয়াছে যেন সবে অমর নগরী ॥
 চারিভিতে দেব-কন্যা মধ্যতে রাবণ ।
 আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগণ ॥

রাবণ ত্রকার বরে কারে নাহি গণে ।
 চন্দ্র সূর্য্য ভয়ে বসে রাবণ-সদনে ॥
 তার দশ শিরে শোভা করে দশ মণি ।
 সম্মুখেতে পড়ি আছে সর্বাঙ্গ-দাপনি ॥
 দেখিল বানর গিয়া রাবণ-সম্পদ ।
 ত্রাস পেয়ে হনুমান্ ভাবে রাম-পদ ॥
 রাবণ বলে, বানর জাতি বেড়াস্ গাছের ডালে ।
 রাজ-সভায় বানর বা বসেছে কোন্ কালে ॥
 প্রহস্ত বলে, বানরা রে তুই বল কোন্ জন ।
 রাজ্যেরে করিয়া পাছু বসলি কি কারণ ॥
 হনু বলে, রাজা-নাম কোন্ জন ধরে ।
 ত্রীরাম রাজা আছেন বটে অযোধ্যা-নগরে ॥
 প্রহস্ত বলে, বানরা তুই কাহার অনুচর ।
 কার বোলে আইলি হেখা লঙ্কার ভিতর ॥
 হনুমান্ বলে, তোরে কি দিব পরিচয় ।
 দশমুখো রাবণ তোর বল কোথা রয় ॥
 প্রহস্ত ধরিয়্য দড়ি ফেরায় হনুমান্ ।
 দেখে বানরা চেয়ে রাজা দশাননে ॥
 রাবণের পানে চাহি হনুমান্ বলে ।
 তুমি সে রাবণ রাজা দেখেছি কোন্ কালে ॥
 ইন্দ্রের নন্দন ছিল কপিরাজ বালি ।
 বারেক দেখেছি তোরে তার কক্ষ-তলি (৫) ॥
 বারেক দেখেছি তোরে অর্জুনের কালে (৬) ।
 হাতে গলে বাঁধি রাখে তোরে অশ্বশালে ॥
 আসিয়া পুলস্ত্য-মুনি (৭) ঘুচায় বক্রন ।
 আবার দেখেছি তোরে বলির ভবন (৮) ॥

(১) দাবড়ি—ধমকানি । (২) দেবতা—মেঘ । (৩) রড়—ধোড় । (৪) সংবিধান—উপায় । (৫) কক্ষ-তলি—
 বগলের নীচে (৬) হৈহয়াদিপতি কার্তবীৰ্য্যার্জুন একদিন সহস্র স্ত্রী লইয়া নর্ষদা নদীতে জল-ক্রীড়া করিবার
 সময়ে সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া নর্ষদার জলপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়াছিলেন । ইহাতে নদীর উপকূল প্রাবৃত হয় ।
 এই প্রাণমে দ্বিবিজয়ার্থী রাবণের শিবির প্রাবৃত হইয়া যায় । এই কারণে রাবণ কার্তবীৰ্য্যার্জুনকে আক্রমণ
 করে । অর্জুন, সেই বর্মণীরে সম্মুখেই রাবণকে বন্দী করিয়া স্বীয় অশ্বশালার রক্ষা করেন । (৭) পুলস্ত্যমুনি—
 রাবণের পত্নী । (৮) একদা রাবণ বলিকে পরাজিত করিবার উদ্দেশে পাতালে গমন করে । সেখানে কতক-
 ভাল বালক আসিয়া রাবণের বশমুগ্ন কুক্তি বাহুবেধিয়া এক বিচিত্রকীৰ্ত্তি ভাবিয়া অশ্বশালার বন্দী করিয়া রাখে ।
 বালকগণ ক্রীড়ামোহে রাবণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে বলি দ্বারা করিয়া রাবণকে মুক্ত করিয়া যেন

সেই মত দেখি তোরে করি অনুমান ।
 দশ মুণ্ড, কুড়ি আঁধি, হাত কুড়িখান ॥
 হাসিতে লাগিল রাবণ হনু কথা শুনে ।
 হনুকে জিজ্ঞাসা করে তবে দশাননে ॥
 কাহার বোলে এলিয়ে তুই রাক্ষসের দেশে ।
 দেবতা গন্ধর্ভ কিবা পাঠায় মানুষে ॥
 স্বরূপেতে বলিস্ যদি ঘুচাব বন্ধন ।
 মিথ্যা যদি বলিস্ তোর বধিব জীবন ॥
 হনুমান্ বলে, মোরে পাঠাইলা রাম ।
 তাঁরি বোলে এমু আজ তোর লঙ্কাম ॥
 হনুমান্ ধরি ছুই লক্ষ নিশাচর ।
 গড়ের বাহিরে ল'য়ে যায় অতঃপর ॥
 রাক্ষস হনু গলে লাগাইয়া ডোরি ।
 যেতেছে তাহার আগে পাছে সারি সারি ॥
 যাইতেছে হনুমান্ মহা কুতূহলে ।
 রাক্ষসেরা মাল্য বান্ধি দিছে তার গলে ॥
 পুরীর যতেক নারী আনন্দিত মনে ।
 দেখিতে আসিল সবে সেই হনুমান্ ॥
 হাসি হাসি হনুমান্ কহে নারীগণ ।
 ফুলের মালায় কিবা হয়েছে ভূষণ ॥
 হনুমান্ বলে, ইহা নাহি জান নারী (১) ।
 রাবণের কন্যা আছে পরমাসুন্দরী ॥
 কুলীম ভাবিয়া বিভা (২) দিবেক আমারে ।
 বিভা নাহি করি, তাই বান্ধিয়াছে করে ॥
 অপরূপ রূপ মোর করিয়া দর্শন ।
 আমারে জামাই করে, ইচ্ছিল রাবণ ॥
 এই দেখ বর-মাল্য রহিয়াছে গলে ।
 জোর করি বিভা মোর দিবে সভাস্থলে ॥
 রাবণ শশুর হবে অচা বিভাবরী (৩) ।
 সুন্দরী শালুড়ী পাব রাগী মন্দোদরী ॥

ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর ।
 আর কি হনু ভাগ্যে হয় অতঃপর ॥
 কি করিবে ইন্দ্রজিৎ, রাবণ প্রবীণ ।
 হইব লঙ্কার রাজা আমি একদিন ॥
 এত শুনি হাসি হাসি বলে নারীগণ ।
 ঠাকুর-জামাই হ'লে নাচ ত এখন ॥
 ঠাকুর-ঝির হবে সুখ হেরিলে ব্যান ।
 লাজুল হেরিলে তার জুড়াবে নয়ান ॥
 হনু বলে, দণ্ড চারি থাকে নারীগণ ।
 কত নাচ দেখাইব, কে করে গণন ॥
 আমার নাচের চোটে কাঁপিবে মেদিনী ।
 কৃষ্টিবাস রচে এই অপূর্ব কাহিনী ॥

রাবণ-কর্তৃক হনুমানের বিচার ও
 দণ্ড-বিধান ।

দশানন বলিছে, তোমারে নাহি ডর ।
 সত্য করি কহ রে কাহার তুমি চর ॥
 স্বরূপেতে (৪) কহ যদি ঘুচাব বন্ধন ।
 মিথ্যা যদি ক'বে, তবে বধিব জীবন ॥
 হনুমান্ বলে, আমি জীৱামের দূত ।
 ভান্সিলাম তোমার সে কানন অদূত ॥
 বন্ধন মানিসু তোমা দেখিবার মনে ।
 জীৱামের কথা কহি শুন সাবধানে ॥
 শব্দে শুনিয়াছ (৫) দশরথ মহীপতি ।
 জ্যেষ্ঠপুত্র রাম তাঁর, বধু সীতা সতী ॥
 অগোচরে রাবণ, হরিলে তুমি সীতে ।
 সুগ্রীবের মিত্রতাব সীতা অঘেষিতে ॥

(১) নারী—নবেরজনীনারী; রাক্ষসের জী বান্ধনী; এখামেত্রী অর্থে নারী শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। (২) বিভা—বিবাহ। (৩) বিভাবরী—বান্ধি। (৪) স্বরূপেতে—স্বার্থ তাহে। (৫) কথামাত্র শুনিয়াছ, দেখ মাই।

যে বালি-রাজের স্থানে তব পরাজয় ।
সেই বালি মারিলেম রাম মহাশয় ॥
তব ব্রহ্ম-অস্ত্র মোর কি করিতে পারে ।
বন্ধন মানিশু কিছু বুঝিবার তরে ॥
রাম-সুগ্রীবের বৃষ্টি সবিশেষ জানি ।
কুন্তকর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি ॥
ইন্দ্রজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
আর যত রাক্ষস মারিবে কপিগণ ॥
এই সত্য করিলেন সুগ্রীবের আগে ।
আমি তোরে মারিলে তাঁহার সত্য ভাঙ্গে (১) ॥

মোর আগে ধরিয়াজ নব ছত্র-দণ্ড ।
লাঙ্গলের বাড়িতে করিব খণ্ড-খণ্ড ॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি ।
ভাসিব দশটা মুণ্ড মারি এক নড়ি (২) ॥

এতক বলিল যদি পবন-নন্দন ।
বানরে কাটিতে আজ্ঞা দিল দশানন ॥
কাট কাট বলি ঘন ডাকিছে রাবণ ।
মাথা নোয়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ ॥
দূতকে কাটিলে রাজা বড় অনাচার ।
আজি হাতে সূচিবে দূতের ব্যবহার ॥
আস্বকথা পরকথা দূত-মুখে শুনি ।
কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী ॥
পরের বড়াই ক'রে অপরাধী কিসে ।
যার বড়াই করে তারে মারিতে আইসে ॥
দূতের শাসন আছে মুড়াইতে মুণ্ড ।
ইহা ভিন্ন দূতের নাহিক অশু দণ্ড ॥

এই বৃষ্টি-বলে হনু পাইল জীবন ।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিছে রাবণ ॥
লেজ পোড়াইয়া এরে পাঠাও সে দেশে ।
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি-বন্ধু হাসে ॥

এই আজ্ঞা করিলেক রাজা লঙ্কেশ্বর ।
লেজ পোড়াইতে সবে আইল সত্বর ॥
কুপিত হইল বীর পবন-নন্দন ।
বাড়াইয়া দিল লেজ পকাশ যোজন ॥
লেজ দেখি রাবণের হইল বড় ডর ।
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
হয়েছিল যে দুঃখ বালির লেজ টেনে ।
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে ॥
তিন লক্ষ রাক্ষস চাপিয়া লেজ ধরে ।
সবে মেলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে ॥
ত্রিশ মন বস্ত্র সবে আনিল নিকটে ।
এত বস্ত্র আনে, এক বেড়ে নাহি আঁটে ॥
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড় ।
স্বত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড় (৩) ॥
কাপড় ভিতিল লেজ পড়িল ভূতলে ।
লেজে অগ্নি দিতে সব দাউ দাউ জলে ॥
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনুমান্ হাসে ।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্বনাশে ॥
জ্ঞানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায় ।
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায় ॥

রাবণ বলিছে, দুষ্ট কপি মহাবীর ।
ইহারে ঝটিতি কর প্রাচীর-বাহির ॥
কুলি কুলি (৪) লৈয়া বেড়াও চাতরে চাতর (৫) ।
স্ত্রী-পুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতর ॥
লেজে অগ্নি দিলেক, কাঁকালে দিল দড়ি ।
দেখিবারে সকলে আইল দড়বড়ি (৬) ॥
কেহ বলে, স্বামী মৈল সংগ্রাম ভিতর ।
কেহ বলে, মরিল আমার সহোদর ॥
কেহ বলে, পড়িল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাতি ।
কেহ বলে, পুত্র মোর পড়ে যোদ্ধৃপতি ॥

(১) ভাঙ্গে—ভঙ্গ হয় । (২) নড়ি—লাঠি । (৩) জাবড়—সিক্ত । (৪) কুলি কুলি—বাস্তায় বাস্তায়
(৫) চাতরে চাতর—এক চৌরাস্তা হইতে অল্প চৌরাস্তা পর্যন্ত । (৬) দড়বড়ি—ক্রম ; তাড়াতাড়ি ।

ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব মারিল সবাঁকারে ।
 জর্জর হইল সব তাহার প্রহারে ॥
 ইটলি পাটাল (১) মারে যে দেখে ডাগর ।
 শেল শূল মারে আর লোহার মুদগর ॥
 হনুমানে দেখি সকলে কাঁপে ডরে ।
 ইহারে কে ধরে আজি সভার ভিতরে ॥
 ভাগ্যেতে ইহার ঠাই পাইনু নিস্তার ।
 দেখিবা মাত্রেতে সব করিবে সংহার ॥
 শুনিয়া সবার যুক্তি বানরের হাস ।
 এখন যাইবে কোথা করি সর্বনাশ ॥
 কুলি কুলি লৈয়া ফিরে নগরে নগর ।
 চেড়ী সব বার্তা কহে সীতার গোচর ॥
 যে বানর সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী ।
 লেজে অগ্নি গলে দড়ি করে টানাটানি ॥
 বার্তা শুনি সীতাদেবী মৃত্যু ছেন গণে ।
 অগ্নি জ্বলি পূজে সীতা বিবিধ বিধানে ॥
 কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী ।
 তবে তব ঠাই হনু পাবে অব্যাহতি ॥
 অগ্নি পূজি সীতাদেবী করিছে ক্রন্দন ।
 জানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগণ ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, ওগো শুন দেবী সীতে ।
 বানরের জন্মে তুমি না হও চিস্তিতে ॥
 তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা ।
 এখনি যে হনুমান পোড়াইবে লঙ্কা ॥
 কৌতুক দেখিতে আইলাম দেবগণ ।
 হরিষে বিষাদ (২) তুমি কর কি কারণ ॥
 ক্রন্দন সংবরে সীতা ব্রহ্মার আশাসে ।
 রচিল হুম্মরকাণ্ড কবি কৃষ্টিবাসে ॥

হনুমান কর্তৃক লঙ্কা-দাহন ।
 পর্বত-প্রমাণ ছিল সেই হনুমান ।
 ঘূচাইতে বন্ধন সে নেউল-প্রমাণ ॥
 রাক্ষসের হাতে রহে সকল বন্ধন (৩) ।
 মাথা গুঁজি বাহিরায় পবন-নন্দন ॥
 হনুমানে বেড়ি ছিল যতেক রাক্ষসে ।
 তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে ॥
 হাতে গাছ হনুমান য'য় রড়ারড়ি ।
 গাছের বাড়িতে মারে দশবিশ কুড়ি ॥
 কারো প্রাণ লয় মারি লাসুলের বাড়ি ।
 লেজের অগ্নিতে কারো দন্ধে গোঁপ-দাড়ি ॥
 পলায় রাক্ষস সব উলটি (৪) না চাহে ।
 হাতে গাছ হনুমান রাজ-দ্বারে রহে ॥
 মহাবীর হনুমান চারিদিকে চায় ।
 লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায় ॥
 সব ঘরে জ্বলে যেন রবির কিরণ ।
 হেম-ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ ॥
 মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন, লেজে অগ্নি জ্বলে (৫) ।
 লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে ॥
 পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে ।
 পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে ॥
 শক্রতা সাধিতে পিতা পুত্রের সহায় ।
 এ সংসারে এই রীতি সদা দেখা যায় ॥
 উনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান ।
 ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান ॥
 এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে ।
 কে করে নিৰ্বাণ তার কেবা কারে বলে ॥
 অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের চাল ।
 অর্ধেক স্ত্রী-পুরুষের গায়ের গেল ছাল ॥

(১) ইটলি পাটাল—ইট-পাটকেল । (২) হরিষে বিষাদ—স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হওয়ার দেবগণের আনন্দ ; এই ব্যাপারে হনুমানের বিপদ কল্পনা কবিরা সীতাদেবীর বিষাদ হওয়ার দেবগণ কর্তৃক হরিষে বিষাদ কথিত হইয়াছে । (৩) বন্ধন—এখানে দড়ি । (৪) উলটি—ফিরিয়া । (৫) জ্বলে—শোভা পায় ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



অপ্রীয পানে চেয়ে কহে ঠাকুরাণী ।
অঝোর নয়নে কঁাদে জনক-নন্দিনী ॥—১৮৩ পৃঃ

କୃତ୍ତିବାସୀ ରାମାୟଣ



ସରେ ସରେ ଲାଫ ଦିଆ ଭମେ ହନୁମାନ ।—୧୯୬ ପୃ:

উলঙ্গ উন্নত কেহ ধায় উভরড়ে ।
 লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে ॥
 ছোট বড় পুড়িয়া মরিল এক কালে ।
 রাক্ষস মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে ॥
 কেহ বা পুড়িয়া মরে ভার্য্যা পুত্র ছাড়ি ।
 কাহারো মাকুন্দ (১) মুখ দগ্ধ গোঁপ-দাড়ি ॥
 লক্ষ্মা-মধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি ।
 তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী ॥
 সুন্দরী নারীর মুখ নীরে শোভা করে ।
 ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে ॥
 দূরে থাকি দেখি হনুমান্ মহাবল ।
 লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল ॥
 সর্বাপ জলের মধ্যে জাগে মাত্র মুখ ।
 অগ্নিতে পোড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক ॥
 ত্রাসে ডুব দিল যদি জলের ভিতরে ।
 জল পিয়া ফাঁফর হইয়া সবে মরে ॥
 স্ত্রীবধ করিয়া ভাবে পবন-নন্দন ।
 বধিলাম তিন লক্ষ নারীর জীবন ॥
 রত্নেতে নিশ্চিত ঘর অতি মনোহর ।
 লেখাজোখা নাই কত পুড়ে রাজ-ঘর ॥
 পর্বত-প্রমাণ অগ্নি চতুর্দিকে বেড়ে ।
 হস্তী অশ্ব পোষা পক্ষী তাহে কত পোড়ে ॥
 কৌতুকেতে রাবণ ময়ূর-পক্ষী পোষে ।
 লেজ পোড়া গেল সে পেখম ধরে কিসে ॥
 স্বর্ণময়ী লক্ষ্মাপুরী তিলেকেতে পোড়ে ।
 রাজ-ঘর পাত্র-ঘর কিছু নাহি এড়ে (২) ॥
 অশ্ব অশ্ব ঘর বীর পোড়ায় সকল ।
 বাঁচে কুম্ভকর্ণ-বিভীষণের কেবল ॥
 ব্রহ্ম-বরে বিভীষণ-গৃহ নাহি পোড়ে ।
 কুম্ভকর্ণ-গৃহ বাঁচে গাছের আওড়ে (৩) ॥

গৃহমধ্যে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় কাতর ।
 ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত নিশাচর ॥
 যুদ্ধ করি মরিবারে নিৰ্ব্বন্ধ যে আছে ।
 তেঁই অশ্ব ঘর পোড়ে, তার ঘর বাঁচে ॥
 সব লক্ষ্মা পোড়াইয়া করে ছারখার ।
 লক্ষ্মার সকল প্রাণী করে হাহাকার ॥
 হনুমান্ বলে, সীতা হইল বিনাশ ।
 হিতে বিপরীত করি, এ কি সর্বনাশ ॥
 চতুর্দিকে অগ্নি জ্বলে, মরে সর্ব প্রাণী ।
 রক্ষা না পাইল বৃষ্টি রামের ঘরণী ॥
 কি করিমু, ধিক্ ধিক্ আমার জীবন ।
 বল বুদ্ধি বিক্রম আমার অকারণ ॥
 এই সীতা হেতু আমি পারাবার তরি ।
 হেন সীতা পোড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি ॥
 কোন্ কৰ্ম্ম করি পোড়াইয়া লক্ষ্মাপুরী ।
 সেবক হইয়া পোড়াই রামের সুন্দরী ॥
 ত্রিভুবনে অপযশ রহিল আমার ।
 রক্ষা কর মায়ে মোর দেব দয়াধার (৪) ॥
 হাঙ্গর কুম্ভীরে মোরে করুক আহার ।
 অগ্নিতে পুড়িয়া কিংবা হই ছারখার ॥
 সাপরেতে কিংবা করি আগুণে প্রবেশ ।
 এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ ॥
 দেবগণ ডাকি বলে, হনুমান্ শুনে ।
 সীতাদেবী রক্ষা পায়, না পোড়ে আগুনে ॥
 তুমি লক্ষ্মা দগ্ধ কর মনের হরিষে ।
 ভয় করি ফেল লক্ষ্মা, রাখিয়াছ কিসে ॥
 দেব-বাক্যে বানর সাহসে করি ভর ।
 লাক্ষে লাক্ষে পোড়াইল শত শত ঘর ॥
 পুড়িয়া মরিল যত রাক্ষস-রাক্ষসী ।
 কৃষ্টিবাস রচে লক্ষ্মা, হয় ভয়রাশি ॥

(১) মাকুন্দ—গোঁপ দাড়ি হীন । (২) এড়ে—বন্ধা পায় । (৩) আওড়ে—আড়ালে । দয়াধার—
 এখানে দেবতাগণ ।

সীতার নিকটে হনুমানের পুনরাগমন ।
 দ্বিশত যোজন অগ্নি ব্যাপিল গগন ।
 সীতা ভাবে পুড়ি মৈল পবন-নন্দন ॥
 বিলাপ করেন সীতা মনে নাহি ক্ষমা ।
 তাহাকে বুঝায় তবে রাক্ষসী সরমা ॥
 বন্দী হইয়াছে সেই, শুনেছি কাহিনী ।
 রাজাকে সে বলিলেক দুঃস্বপ্ন বাণী ॥
 লেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে ।
 সেই অগ্নি দিল হনুমান্ ঘরে ঘরে ॥
 হনুমান্ নাহি পোড়ে, আছে সে কুশলে ।
 লক্ষা পোড়াইয়া হনু এল হেন কালে ॥
 সীতার নিকটে গিয়া পবন-নন্দন ।
 ফেলিল লেজের অগ্নি সাগরে সে ক্ষণ ॥
 নির্বাণ না হয় অগ্নি, আরো জলে জলে ।
 সীতার নিকটে হনু জোড় হাতে বলে ॥
 মা জানকি, জান কি গো ইহার কারণ ।
 কেমনে নির্বাণ হবে এই হতাশন (১) ॥
 সীতা বলে, মুখামৃত (২) দেহ হনুমান্ ।
 এখনি অগ্নির জ্বালা হইবে নির্বাণ ॥
 তবে হনু হ'য়ে অতি জ্বালায় কাতর ।
 জলস্ত লাতুল পুরে মুখের ভিতর ॥
 নির্বাণ হইল জ্বালা পুড়ে গেল মুখ ।
 সিক্তীয়ে গেল হনু মনে পেয়ে চুখ ॥
 জলে মুখ দেখি বীর মনাগুনে জলে ।
 পুনরপি জানকী-নিকটে আসি বলে ॥
 তব কার্য্যে আসি মাগো পুড়ে গেল মুখ ।
 জ্ঞাতিবর্গ হাসিবেক, সে যে বড় চুখ ॥
 সীতা বলে, জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া ।
 মম বাক্যে সকলের হবে মুখ-পোড়া ॥

হনুমান্ বলে, তবে আসি গো জননি ।
 আমি গেলে আসিবেন রাম রঘুমণি ॥
 জানকী বলেন, তবে সন্নেহ বচনে ।
 লুকাইয়া থাক তুমি অশোক কাননে ॥
 কঠোর শ্রমেতে তুমি হয়েছ কাতর ।
 কিছুদিন থাক বাছা, আমার গোচর ॥
 হনু বলে, জননি গো, না বল এমন ।
 আমি গেলে আসিবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 বিলম্ব হইলে, মা গো সব বৃথা হবে ।
 তব তরে চিস্তাকুল হইয়াছে সবে ॥
 আমার মুখেতে পেলো তব সমাচার ।
 আসিবেন শ্রীলক্ষ্মণ রাম গুণাধার ॥
 মহারাজ স্ত্রীীব সে সহ কপিগণ ।
 আমি গেলে করিবেন সাগর বন্ধন ॥
 সেই সেতু দিয়া পার হইয়া রঘুবর ।
 সৈন্য সহ আসিবেন লঙ্কার ভিতর ॥
 জানকী বলেন, বাছা পবন-নন্দন ।
 তোমা হেন কপি আর আছে কত জন ॥
 শুনিয়া মায়ের কথা হাসে হনুমান্ ।
 অশেষে বিশেষে বীর সীতারে বুঝান ॥
 আমার অধিক বীর আছে বহুতর ।
 আমি মাগো হই ক্ষুদ্রাদপি (৩) ক্ষুদ্রতর ॥
 সকলের ছোট আমি অজ্ঞান দুর্বল ।
 মায়ের রাতুল পদ ভরসা কেবল ॥
 তথাপি করুণা করি পাঠান আমারে ।
 আমার সৌভাগ্যে খুঁজি পাইনু তোমারে ॥
 বীর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র, কি করিতে পারি ।
 তব আশীর্ব্বাদে মাগো লক্ষ বীরে মারি ॥
 বিশ কোটি সৈন্য আছে স্ত্রীীব রাজার ।
 তাহা সহ আসিবেন রাম গুণাধার ॥

(১) হতাশন—হত (বজীর হবিঃ) অশন (খাভ) বলিয়া অগ্নির নাম হতাশন । (২) মুখামৃত—
 মুখের ধুত । (৩) ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাৎ অপি—ক্ষুদ্র হইতেও ।

শ্রীরামের বল মাগে। জানহ আপনি ।
 দুঃখ অবসান তব হবে ঠাকুরাণি ॥
 তোমার সেবক এই আছে হনুমান্ ।
 শোক ত্যজ, দেখ মাগে। দুঃখ অবসান ॥
 শ্রীরামের হাতে ধ্বংস হবে দশানন ।
 দেখ গে। জননি মম এই যে বচন ॥
 আসিবেন শুভক্ষণে স্ত্রীগ্রীব লক্ষ্মণ ।
 হইবেন লঙ্কাজয়ী রাম নারায়ণ ॥
 ভয় না করিহ মাতা জনক-নন্দিনি ।
 এত বলি প্রণমিল হয়ে জোড়পাণি ॥
 আনন্দিতা সীতা হনুমানের আশ্বাসে ।
 গাইল সুন্দরকাণ্ড কবি কৃষ্টিবাসে ॥

হনুমানের লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন ও
 বানর সৈন্য সহ স্বদেশযাত্রা ।

সীতার মস্তক-মণি রামের সন্দেশ ।
 মেলানি পাইয়া হনু চলিলেন দেশ ॥
 তাহার চরণ-ভরে শিলা বৃক্ষ ভাঙ্গে ।
 সমুদ্র তরিতে (১) উঠে পর্বতের শৃঙ্গে ॥
 পর্বতে উঠিয়া বীর সাগর নেহালে ।
 এক লাফে উঠে বীর গগন-মণ্ডলে ॥
 সিংহনাদ ছাড়ে বীর অতিশয় সুখে ।
 সিংহনাদ তাহার উত্তর-কূলে ঠেকে ॥
 ডাক দিয়া তখন বলিছে জাম্ববান্ ।
 সর্ব কার্য সিদ্ধ করি আইসে হনুমান্ ॥
 যেমত বিক্রমে আসে হেন শব্দ শুনি ।
 দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী ॥

পবন-গমনে বীর আইসে সহর ।
 চক্ষুর নিমিষে আইল অর্ধেক সাগর ॥
 দূর হৈতে পর্বতেরে নমস্কার করে ।
 পার হৈয়া রহে বীর পর্বতশিখরে ॥
 হনুমানে দেখিবারে আইল বানর ।
 বলে ধন্য ধন্য বীর পবন-কোত্তর ॥
 আগে মাথা নোঙাইল কুমার অঙ্গদে ।
 জাম্ববান্ আদি বন্দে পরম আহ্লাদে ॥
 সোসর (২) বানর সঙ্গে করে কোলাকুলি ।
 ফল ফুল জোগায়, সকলে কুতূহলী ॥
 অঙ্গদের সভায় জিজ্ঞাসে জাম্ববান্ ।
 কেমনে দেখিলে রাবনেরে হনুমান্ ॥
 কেমনে দেখিলে তুমি স্বর্ণলঙ্কাপুরী ।
 কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুন্দরী ॥
 সীতা লৈয়া রাবণের কিবা ব্যবহার ।
 কেমন দেখিলা তুমি সীতার আকার ॥
 হনুমান, কহ স বিশেষ সমাচার ।
 রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার ॥
 তোমার লাগিয়া চিন্তা ছিল অতিশয় ।
 তবে দেশে যাই যদি ইষ্ট-সিদ্ধি হয় ॥
 এত যদি জিজ্ঞাসা করিল জাম্ববান্ ।
 অঙ্গদ-গোচরে বার্তা কহে হনুমান্ ॥
 শতক যোজন হয় সাগর পাথার (৩) ।
 অনেক সঙ্কটে আমি হইলাম পার ॥
 দু-প্রহর রাত্রি গেল, তৃতীয়-প্রহরে ।
 দেখিলাম অশোক-বনেতে জানকীরে ॥
 আগে বল্ কষ্ট, ইষ্ট-সিদ্ধি হয় শেষে ।
 চলহ রামের ঠাই, কহিব বিশেষে ॥
 শুনি শুভ সমাচার হৃষ্ট যুবরাজ ।
 সীতা উদ্ধারিতে চাহে, নাহি সহে ব্যাজ ॥

(১) তরিতে—পার হইবার অর্থ । (২) সোসর—সমতুল্য । (৩) সাগর পাথার—একার্ধক । এখানে
 হ্রস্বতি ক্রম্য সমুদ্র অর্থে 'সাগর পাথার' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে ।

জ্ঞানাইতে শ্রীরামেরে বিলম্ব বিস্তর ।
 সীতা উদ্ধারিয়া চল রামের গোচর ॥
 একেশ্বর হনুমান্ লজ্জিল সাগর ।
 তোমরা সাহস কর সকল বানর ॥
 অঙ্গদের কথা শুনি জাম্ববান্ হাসে ।
 যত কিছু বল, মোর মনে নাহি আসে ॥
 সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ ।
 তোমরা করিলে তাহা, ঘটিবে কেমন ॥
 সীতার চরিত্র রাম করেন বিচার ।
 তব বাক্যে সীতা লৈলে হবে তিরস্কার ॥
 দশ-যোজন লজ্জিতে নারিবে কপিগণ ।
 কোন জন তরিবেক শতেক যোজন ॥
 এত যদি জাম্ববান্ অঙ্গদে বলে ।
 কুপিয়া অঙ্গদ বীর অগ্নি হেন জলে ॥
 অকারণে বুড়াটি পাকিল তোর কেশ ।
 নিজ্জে বুড়া, পরেরে শিখাও উপদেশ ॥
 আপনার মত দেখ সকল সংসার ।
 লেজে চাপি ধর হে, হইব সিদ্ধপার ॥
 হনুমান্ বলে, তুমি না হও অস্থির ।
 পৃথিবী-মণ্ডলে নাই তোমা হেন বীর ॥
 সর্বলোকে বলে তব মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
 মন্ত্রীর মন্ত্রণা কভু না করিহ আন ॥
 শুনিয়া অঙ্গদ বীর হাসে মহোন্মাদে (১) ।
 বানর কটক সহ চলে নিজ দেশে ॥

বানর-গণের মধুবন-ভজন ।

কটক জুড়িয়া যায় পৃথিবী আকাশ ।
 দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন-পাশ ॥

দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর ।
 কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর ॥
 সহস্র সহস্র কপি মধুবন রাখে ।
 বাজির সময়াবধি মধুবনে থাকে ॥
 মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল (২) ।
 খাইবারে নাহি পারে, হইল চঞ্চল ॥
 মধুপানে মন্ত্রণা করিল জাম্ববান্ ।
 অঙ্গদের ঠাই আঞ্জা মাগ হনুমান্ ॥
 আনিয়া সীতার বার্তা দিয়াছ আহ্লাদ ।
 অঙ্গদের ঠাই লহ রাজার প্রসাদ (৩) ॥
 অঙ্গদের কাছে হনু কহে জোড়-হাত ।
 রাজার প্রসাদ চাহি বানরের নাথ ॥
 অঙ্গদ বলেন, বীর, যে দিলা আহ্লাদ ।
 যাহা চাহ, তাহা লহ, কি রাজ-প্রসাদ ॥
 হনুমান্ বলে, মধু অমৃত-সমান ।
 সকল বানরে খাই, যদি দেহ দান ॥
 অঙ্গদ বলেন, মধু খাও ইচ্ছামত ।
 না হবেন স্ত্রী-ব ইহাতে অসম্মত ॥

হরষিত সকলে পাইয়া রাজ-দান ।
 আনন্দে করিছে স্বেচ্ছামতে মধু-পান ॥
 নিঙ্গাড়িয়া খায় কেহ পিয়ে ত চুমুকে ।
 সকল ভাণ্ডার শূণ্য করিল কটকে ॥
 মধু-চক্র ভাঙ্গি সবে করে মহামার (৪) ।
 যে যারে যেমনে পারে করিছে প্রহার ॥
 মধু পিয়ে কপিগণ হইল পাগল ।
 মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কোন্দল ॥
 কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গায় গীত ।
 কেহ হারে, কেহ জিনে, সবে আনন্দিত ॥
 রুঘিয়া করিল মানা মুধুর রক্ষক ।
 খেদাড়িয়া যায় তারে অঙ্গদ-কটক ॥

(১) মহোন্মাদে—অত্যন্ত আনন্দে । (২) বিকল—অস্থির । (৩) রাজার প্রসাদ—রাজ-অনুগ্রহ ।
 (৪) মহামার—বশুৎকল ।

চুলেতে ধরিয়৷ কেহ ঘুরায় আকাশে ।
 মহাক্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে ॥
 তোমার আঞ্জায় মোরা মধু করি পান ।
 কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ ॥
 কুপিল অঙ্গদ বীর শুনিয়া বচন ।
 সাজ সাজ বলি ডাকে বালির নন্দন ॥
 কটক লইয়া যুবরাজ যায় কোপে ।
 কুপিল সে দধিমুখ আইসে এক চাপে ॥
 অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন্ জন ।
 দধিমুখ এড়িয়া পলায় কপিগণ ॥

অঙ্গদ কহিছে ওরে শুন দধিমুখ ।
 তোরে আজ মারি যদি, তবে যায় দুখ ॥
 জানিয়া সীতার বার্তা আইল যে জন ।
 তারে দান দিতে আমি নহিনু ভাজন ॥
 রামকার্য্য করি, নাহি খাই পিতৃধন ।
 ঘরেতে বসিয়া ভোগ কর মধুবন ॥
 মনেতে বাসনা, তোরে কাটিতে এক্ষণ ।
 পিতৃধন মধুবন করিল ভঞ্জন ॥
 বাপের মাতুল যে সম্বন্ধে বড় বাপ (১) ।
 তেফারণে না মারিনু তোমা হেন পাপ ॥

ওষ্ঠাধর কম্পমান ক্রোধেতে ব্যাকুল ।
 গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল ॥
 জর্জর হইল বীর আঁচড়-কামড়ে ।
 শীঘ্র দধিমুখ সুগ্রীবের পায়ে পড়ে ॥
 পায়েতে পড়িয়া কহে নিজ অপমান ।
 মধুবন নষ্ট করে অঙ্গদ হনুমান্ ॥
 তোমরা ছ'ভাই যাহা করিলে পালন ।
 এতকালে নষ্ট করে সেই মধুবন ॥
 শুনি ক্রোধে বলে রাজা বাক্যের গৌরবে (২) ।
 জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মণ সে ভূপতি সুগ্রীবে ॥

মামা হ'য়ে দধিমুখ ধরিল চরণ ।
 অপমান-কথা কহি করিছে ক্রন্দন ॥
 না দেহ সাস্তনা-বাক্য, না দেহ উত্তর ।
 কি হেতু মামার প্রতি এত অনাদর ॥
 সুগ্রীব বলেন, শুনি লক্ষ্মণের কথা ।
 অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা ॥
 দক্ষিণ-দিকেতে যারা করিল গমন ।
 লুটিয়া খাইল তারা রম্য মধুবন ॥
 মারি খেদাইল এরে, এই মধু রাখে ।
 এই সব কথা কহে মামা দধিমুখে ॥

সুগ্রীবে লক্ষণ কহে অপরূপ শূনি ।
 কে আইল কে কহিল দক্ষিণ-কাহিনী ॥
 শ্রীরাম বলেন, যারা গিয়াছে দক্ষিণে ।
 তারা কি আইল, জান বার্তা কি এক্ষণে ॥
 সুগ্রীব বলেন, মিত্র, না হও অশ্বির ॥
 দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড় বড় বীর ॥
 আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
 কার্য্যের সাধক স্বয়ং বীর হনুমান্ ॥
 তব কার্য্যে হনুমান্ বড়ই তৎপর ।
 অবশ্য হয়েছে সীতা তাহার গোচর ॥
 ধার্মিক পণ্ডিত হনুমান্ মহাশয় ।
 দেখিয়াছে জানকীরে কহিনু নিশ্চয় ॥
 শ্রীরাম বলেন, মিত্র, তোমার বচনে ।
 যে আনন্দ পাইলাম কহিব কেমনে ॥
 হনুমান্ অঙ্গদেরে ডাকিয়া আনাও ।
 কহিয়া সীতার বার্তা পরাণ জুড়াও ॥
 সুগ্রীব বলেন, এস মামা দধিমুখ ।
 অঙ্গদের বাক্যে মামা না ভাবিহ দুঃখ ॥
 সম্বন্ধে তোমার নাতি সেই যুবরাজ ।
 নাতি টোল (৩) করিলে তোমার নাহি লাজ ॥

(১) বড় বাপ— ঠাকুর দাদা । (২) বাক্যের গৌরবে— গুরু গভীর কথায় । (৩) টোল— পাঠশালা ; অর্থাৎ নাতি পণ্ডিত বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইলে ঠাকুর দাদার তাহাতে সুখ্যাতিই বাড়ে ।

ঝাট চল মাথা তুমি আমার বচনে ।
অঙ্গদ-হনু-রে আন শ্রীরামের স্থানে ॥

বানরসৈন্যসহ হনুমানের আগমন ও শ্রীরাম
সমীপে নিদর্শন-মণি-প্রদান-পূর্বক
সীতা-বার্তা জ্ঞাপন ।

রাজ-আজ্ঞা (১) পাইয়া হরিষে দধিমুখ ।
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদ-সম্মুখ ॥
মাথা নোয়াইয়া তারে কহে জোড়-হাত ।
রাজবার্তা কহি শুন বানরের নাথ ॥
তব দোষ কহিলাম স্ত্রীবেব স্থানে ।
তব অপরাধ রাজা না শুনিল কানে ॥
নিজ ধন খাও তুমি বাপের অর্জিত ।
সেবক হইয়া কহিলাম অনুচিত ॥
শ্রীরাম স্ত্রীবেব বসিয়াছে দুইজন ।
ঝাট গিয়া কর তুমি রাম-সন্তাষণ ॥
সেবক-বৎসল বড় সুশীল অঙ্গদ ।
মধুবন-রক্ষা তারে দিলেন সম্পদ ॥
চলিল অঙ্গদ বীর হ'য়ে হরষিত ।
কৌতুকেতে যায় বহু বানর-বেষ্টিত ॥
সকল ঠাটের আগে বীর হনুমান ।
শ্রীরামের ঠাই যায় পর্বত-প্রমাণ ॥
দূরে দেখিলেন রাম, পবন-নন্দনে ।
বসিয়াছিলেন, উঠিলেন ততক্ষণে ॥
সশঙ্কিত শ্রীরাম করেন অনুমান ।
কি জানি কেমন বার্তা কহে হনুমান ॥
সাত-পাঁচ (২) ভাবি রাম জিজ্ঞাসেন তাকে ।
সত্য কহ হনুমান দেখেছ সীতাকে ॥

যদি সীতা দেখে থাক, বীর হনুমান ।
সর্ব কার্য সিদ্ধ হবে, তবে হবে প্রাণ ॥
শ্রীরাম-চরণে বীর করি প্রণিপাত ।
নিবেদন করে তবে জোড় করি হাত ॥
লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোক-কাননে ।
কহিব সকল কথা প্রভু তব স্থানে ॥
এক শত যোজন সে সাগর পাথার ।
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার ॥
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ ।
রাজ-অস্তঃপুরে নাহি পেলাম উদ্দেশ ॥
আবাসে আবাসে আমি সীতা নাহি দেখি ।
কান্দিলাম বিস্তর হইয়া মনোদুঃখী ॥
অকস্মাৎ দেখিলাম অশোক-কানন ।
অশোক-বনের জ্যোতি রবির কিরণ ॥
দ্বিপ্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে ।
অশোক-বনের মধ্যে দেখি সীতারে ॥
হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন ।
দেব-কন্যা সঙ্গে আর বিজাধরীগণ ॥
কি বলিয়া সীতারে সন্তাষে লঙ্কেশ্বরে ।
বৃক্ষ-আড়ে (৩) রহিলাম শনিবার তরে ॥
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবণ ।
জানকী না শুনিলেন তাহার বচন ॥
তোমা বিনা জানকীর অন্বে নাহি মন ।
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন ॥
জানকী বলেন, মৃত্যু করিলাম সার ।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥
নিরাশ হইল দুই সীতার বচনে ।
বিষম রাক্ষসী চেড়ী ডাক দিয়া আনে ॥
ঘরে গেল দশানন, ঠেকাইয়া (৪) চেড়ী ।
সীতারে মারিতে সবে করে ছড়াছড়ি ॥

(১) রাজ-আজ্ঞা—রাজাঘোষ । (২) সাত-পাঁচ—ভালমন্দ নামা বকম । (৩) বৃক্ষ-আড়ে—গাছের
আড়ালে । (৪) ঠেকাইয়া—নিযুক্ত করিয়া ; পিছে লাগাইয়া ।

সীতারে বুঝায় (১) চেড়ী অশেষ প্রকারে ।
 কোনমতে সীতা ছুঁই বচন না ধরে ॥
 ত্রিঅট্টা-রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন ।
 সীতার মঙ্গল সেই চিস্তে অমুক্ণ ॥
 স্বপ্ন শুনিবারে গেল চেড়ী তার পাশ ।
 গাছে থাকি সীতাসহ করিষু সম্ভাষ ॥
 কোথা হ'তে এলে, মোরে সুধান বৈদেহী ।
 সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি ॥
 তোমার অঙ্গুরী তাঁরে করাই দর্শন ।
 অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন ॥
 মেলানি পাইয়া আমি যবে দেশে আসি ।
 মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাশি ॥
 ভাস্করাম মনোহর অমৃত-কানন (২) ।
 কোটি কোটি রাক্ষসের বধিষু জীবন ॥
 ক্রমে বধিলাম তাঁর বহু সেনাপতি ।
 প্রাণে মারিলাম অক্ষকুমার প্রভৃতি ॥
 চক্ষুর নিমেষে সব করিষু সংহার ।
 ইস্রাজিৎ করিল সমরে আগুসার ॥
 দুই প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রণ ।
 ব্রহ্ম-পাশে (৩) সে আমারে করিল বন্ধন ॥
 ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ-গোচর ।
 রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিস্তর ॥
 আমারে কাটিতে আজ্ঞা করিল রাবণ ।
 নিবেধ করিল তাতে ভাই বিভীষণ ॥
 তাঁর বাক্যে আমি তবে এড়াই মরণ ।
 লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ ॥
 লেজে অগ্নি দিল, লেজ পোড়াবার ভরে ।
 সেই অগ্নি দিলাম, লঙ্কার ঘরে ঘরে ॥
 লঙ্কা পোড়াইয়া করিলাম ছারখার ।
 কতক হইল ভস্ম, কতক অঙ্গার ॥

আমার বিপদ ভাবি, ভাবিছেন মাতা ।
 হেনকালে উপনীত হইলাম তথা ॥
 আমারে দেখিয়া সীতা হর্ষিতা (৪) বিশেষ ।
 সর্ব কার্য্য সিদ্ধ করি, আইলাম দেশ ॥
 দেখিলাম জানকীরে বিরহে মলিনা ।
 অঙ্গসের বিষ্ঠা যেন দিনে দিনে ক্ষীণা ॥
 সুবর্ণ লতিকা সীতা, দেহখানি ক্ষীণ ।
 মেঘে ঢাকা শশিসম লাবণ্য-বিহীন ॥
 দেখিষু শুনিষু যত, কহিষু কাহিনী ।
 লহ রঘুমণি, তাঁর মস্তকের মণি ॥
 রাম-হস্তে মণি দিল পবন-নন্দন ।
 মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন ॥
 মণি দিয়া কি কহিলা জানকী আমার ।
 বল বল ওরে হনু শুনি একবার ॥
 হনুমান্ বলে, প্রভু জনক-নন্দিনী ।
 কান্দিতে কান্দিতে এই কহিলা কাহিনী ॥
 কণেক বিশ্রাম কর বাছা হনুমান্ ।
 মণি সনে কথা কহি জুড়াই পরাণ ॥
 তুমি মণি, আমি মণি, দুইটি ভগিনী ।
 দৌহে পালিলেন যত্নে জনক-নুমণি ॥
 বিবাহের কালে পিতা পরম-আদরে ।
 অঙ্গুরী করিলা দান শ্রীরামের করে ॥
 তুমি আমি দুই ভগ্নি থাকি একস্থানে ।
 ইহাই পিতার ইচ্ছা ছিল মনে মনে ॥
 তুমি জ্যেষ্ঠা বলি তাই তোমারে লইয়া ।
 মাথার উপর মোর দিলেন সঁপিয়া ॥
 বহুদিন এক সঙ্গে আছি দৌহে ভাই ।
 তোমায় মাথায় ক'রে ধ'রে রাখি ভাই ॥
 রামের আনন্দ হবে তোমায় দেখিলে ।
 তোমার পাঠাই ভাই আজ কুতূহলে ॥

(১) বুঝায়—প্রয়োচিত্ত করে ; রাবণের অসৎ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানারূপে চেষ্টা করে ।
 (২) অমৃত-কানন আম বাগান । (৩) ব্রহ্ম-পাশে—ব্রহ্মা-প্রদত্ত পাশ নামক জালে । (৪) হর্ষিতা—আনন্দিতা ।

জনক জনক যার, রাম যার পতি ।
 রাক্ষসের পুরে তার এহেন দুর্গতি ॥
 যত কষ্ট সহিতেছি এই লঙ্কাপুরে ।
 গিয়া সব কবে তুমি রামের গোচরে ॥
 তুমি মণি, আর সেই রঘু কুল-মণি ।
 উভয়ে থাকিবে সুখে দিবস-যামিনী ॥
 মণি-হারা ফণিনীর মত একাকিনী ।
 কতকাল রবে হেথা এই অভাগিনী ॥

সীতার বিলাপ-বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 কান্দিতে লাগিল রাম কমল-লোচন ॥
 রামের রোদন দেখি কপিগণ কান্দে ।
 কৃষ্টিবাস রচিলেন পাঁচালির ছন্দে ॥

শ্রীরামের প্রতি হনুমানের
 ভক্তি-প্রকাশ ।

রাম কহিলেন, শুন বীর হনুমান্ ।
 বীর নাহি দেখিয়াছি তোমার সমান ॥
 কিরূপে সাগর-পারে করিলে গমন ।
 বিবরণ শুনিবারে হয়েছে মনন ॥
 কিরূপে সোনার লঙ্কা দিলে ছারখার ।
 কহ কহ শুন হনু, বাসনা আমার ॥
 হনুমান্ কহিলেন করিয়া বিনয় ।
 তুমি যার থাক হৃদে, তার কোথা ভয় ॥
 তব পদ প্রভু, পুনঃ সীতা মার পদ ।
 পিতা পবনের পদ পরম সম্পদ ॥
 এই তিন শ্রীপদের লইয়া শরণ ।
 বৎস-পদ (১) সম হেরি সাগর-লঙ্ঘন ॥

(১) বৎস-পদ—২য় পৃষ্ঠার পাঁচটাকা স্তম্ভে । (২) লঙ্কাপুরী পাপে পূর্ণ হইয়া উৎসন্ন যাইবার পথে অগ্রসর হইয়া ছিল । (৩) নিমিত্ত-মাত্র—কারণ স্বরূপ । (৪) অবিরাম—সন্তত ।

হরসা-সাপিনী আসি দেখা দিল মোরে ।
 তব নাম স্মরি যাই তাহার উদরে ॥
 বাহিরে আসিনু তার কর্ণরক্ত দিয়া ।
 হৃদয়ে শ্রীপদ তব স্মরণ করিয়া ॥

সিংহিকা রাক্ষসী থাকে গগনমণ্ডলে ।
 মোরে গ্রাস করিবারে এল কুতূহলে ॥
 প্রবেশ করিনু গিয়া উদরে তাহার ।
 বাহিরিনু তব নাম স্মরি পুনর্বার ॥
 কি বিপদে কি সম্পদে থাকি যেই খানে ।
 তব পুণ্য নাম প্রভু স্মরি মনে মনে ॥

পরম-প্রচণ্ড প্রভু তব কোপানল ।
 সীতা মার শ্বাস-বায়ু পরম প্রবল ॥
 লঙ্কাপুরী-শুক-কাষ্ঠ জলিয়াই ছিল (২) ।
 এ হনু নিমিত্ত-মাত্র (৩) তথায় জুটিল ॥
 তব কোপানলে প্রভু পড়ে যেই জন ।
 ত্রিভুবনে নাহি তার নিস্তার কখন ॥

জাতিতে বানর আমি, পশুর সমান ।
 নাহিক পশুর কভু হিতাহিত জ্ঞান ॥
 তুমিই আশ্রয় মোর ওহে দয়াধাম ।
 তোমারি চরণে মোর মতি অবিরাম (৪) ॥
 দুর্বল হনুর তুমি একমাত্র বল ।
 তোমা বিনা নাহি কিছু হনুর সম্বল ॥
 তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই সকল ।
 তুমিই হনুর এক জুড়াবার স্থল ॥
 হনুর পরম ভাগ্য ওহে দয়াময় ।
 হনুরে দিয়াছ তুমি চরণে আশ্রয় ॥
 তুমি বল, তুমি বুদ্ধি, তুমিই ভরসা ।
 তোমা বিনা হনু কিছু নাহি করে আশা ।
 হনুর এ অপবিত্র তুচ্ছ হৃদাসন্ন ।
 তব উপযুক্ত নহে রাখিতে চরণ ॥

কিস্তু ওহে রূপাময়, বড় সাধ মনে ।
 রাম-সীতা দৌড়ে মিলি কবে দুই জনে ॥
 বসিয়া হনু এই হৃদয়-আসনে ।
 পবিত্র করিয়া দিবে, হেরিব নয়নে ॥
 শাস্ত্রে বলে, মোক্ষ-পদ (১) পরম সম্পদ ।
 কিস্তু দেখি মোক্ষ-পদে বিষম বিপদ ॥
 মোক্ষ হ'লে তুমি আমি একই সমান ।
 একুপ ঘটিলে হয় তব অসমান ॥
 শ্রীরাম হনু প্রভু, হনু রাম-দাস ।
 থাকুক সর্বদা এই হনু বিশ্বাস ॥
 তুমি প্রভু, আমি দাস চরণে তোমার ।
 এ সম্বন্ধ যেন দেব না ঘুচে আমার ॥

সূর্য্যবংশী নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী ।
 রাক্ষসগণের মূলা সর্বলোকে জানি ॥
 মূলা ঋক্ষ দেখিলে রোহিণী বড় রোষে ।
 সবংশে মরিবে তেঁই রাবণ রাক্ষসে ॥
 চলিল বানর-ঠাট নাহি দিশপাশ (৩) ।
 কটক জুড়িয়া যায় মেদিনী আকাশ ॥
 কিলি কিলি শব্দ করি কপিগণ চলে ।
 উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে ॥
 রহিবারে পাতা লতা দিয়া করে ঘর ।
 অবস্থিতি করিলেক সকল বানর ॥
 সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 চর মুখে নিত্য বার্তা পায় সে রাবণ ॥

বানবসৈন্তসহ শ্রীরামের সীতা উদ্ধারার্থে
 যাত্রা ও সমুদ্র-তীরে বাস ।
 শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমান ।
 ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
 তোমার বিক্রমেতে আমার চমৎকার ।
 কি দিব তোমারে আমি, আমিই তোমার ॥
 অশ্ব কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন ।
 ইহা বলি কোল দেন কমল-লোচন ॥
 পবন-পুত্রের কথা শুনি হরষিত ।
 শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম হরিত ॥
 দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফল্গুনী ।
 শুভক্ষণ শুভলগ্ন শুভফল গণি ॥
 দক্ষিণে সবৎসা দেখু, হরিণ, ব্রাহ্মণ ।
 দেখিলেন রাম, বামে শব-শিবাগণ (২) ॥

রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ ।
 নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা ।
 বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাঁপে গা ॥
 আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীষণ-প্রতি ।
 শুন পুত্র, তুমি ত ধার্মিক শুদ্ধ-মতি (৪) ॥
 রাবণ তপের ফলে এত সুখ ভুঞ্জে ।
 আনিয়া রামের সীতা সবংশে বা মজ্জ ॥
 যে মারে রাক্ষসে, করে তার সনে বাদ ।
 দেখিয়া না দেখে দুষ্ট এতক প্রমাদ ॥
 আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট ।
 দেখিয়া না দেখে পুত্র এতক সঙ্কট ॥
 অবোধে বৃথা যেন রাম না বাহুড়ে (৫) ।
 যাবৎ রামের বাণে লক্ষা নাহি পুড়ে ॥
 মাতৃ-বাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর ।
 পাত্র-মিত্র-সহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর ॥

(১) মোক্ষ-পদ—মুক্তি । (২) বামে শবদিকুলে দক্ষিণে গো-মুগ-বিলাস—এই সংস্কৃত শ্লোকপাঠের
 দ্বিতীয় একাংশ । (৩) দিশপাশ—সীমা । (৪) শুদ্ধ-মতি—পবিত্র-মনাঃ । (৫) বাহুড়ে—(এখানে) আসে ।

রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ ।
 আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন ॥
 কৃতাজলি (১) হইয়া কহেন বিভীষণ ।
 সত্যস্থ সকলে শুদ্ধ করিছে শ্রবণ ॥
 অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ ।
 রামের প্রতাপে ভাই ঘটবে আপদ ॥
 যত দিন সীতারে আনিলে লঙ্কা-পুর ।
 তত দিন দেখি ভাই কুস্বপ্ন প্রচুর ॥
 ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গৃহ-চালে ।
 রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় শৃগালের রোলে (২) ॥
 কালী হেন বুড়ী দেখি দশন বিকট ।
 সন্ধ্যাকালে উকি পাড়ে দ্বারের নিকট ॥
 বিবিধ উৎপাত ভাই দেখি সদাকাল ।
 রামচন্দ্র অতি বীর, বিক্রমে বিশাল ॥

রাবণ বলিছে, কি রামের এত ডর ।
 কি করিতে পারে রাম, সুগ্রীব বানর ॥
 রাবণ আতার বাক্য না শুনিল কানে ।
 মঙ্গলা করিতে চুপ্ত মস্তিগণে আনে ॥
 রাবণ বলিছে, মন্ত্রী, যুক্তি কর সার ।
 কি প্রকারে রাঘবেরে করিব সংহার ॥

বীরদর্পে কহিছে প্রহস্তু সেনাপতি ।
 কি করিতে পারে সে বনের পশুজাতি ॥
 পর্ব্বতের সারা (৩) গুহা আর নদীকূলে ।
 বানরের নাম না রাখিব ভূমণ্ডলে ॥

বজ্রকণ্ঠ নিশাচর দশন বিকট ।
 লোহার মুষল হাতে কহে অকপট (৪) ॥
 লোহার মুষল লয়ে প্রবেশিব রণে ।
 মাথা ভাঙ্গি বানর বধিব জনে জনে ॥

ত্রিশিরা বিক্রম করে, আমি আছি কিসে ।
 লঙ্কাত্তে থাকিতে আমি, কোন্ বেটা আসে ॥
 বন ভাঙ্গে লঙ্কা দাহ করে হনুমান ।
 লঙ্কায় থাকিতে আমি, এত অপমান ॥
 পাইলে তোমার আজ্ঞা আমি করি রণ ।
 দেখিব কেমন রাম, কেমন লক্ষ্মণ ॥

অকম্পন বলে, রাজা, তব আজ্ঞা পাই ।
 অনেক দিনের সাধ, কপি ধরি খাই ॥
 কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন ।
 উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ ॥
 জাঠি জাঠা বকড়া মুষল শেল আর ।
 লইয়া সাজিল যুদ্ধে, লাগে চমৎকার ॥
 হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জনে ।

স্থির হও স্থির হও, শুন বীরগণে ॥
 এ সবার বাক্যে ভাই না করিহ ভর ।
 হিত বাক্য বলি ভাই, শুন লঙ্কেশ্বর ॥
 সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয় ।
 সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয় ॥
 কোন্ কার্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী ।
 পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী ॥

বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত ।
 এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে ।
 কুপিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জলে ॥
 বিভীষণ কনিষ্ঠ সে, আমি হই জ্যেষ্ঠ ।
 আমি অধর্ম্মিষ্ঠ (৫) বড়, সে বড় ধর্ম্মিষ্ঠ ॥
 মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ ।
 হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন ॥

(১) কৃতাজলি—কোড়হাত । (২) রোলে—শব্দে । (৩) সারা—সমস্ত । (৪) অকপট—সবলভাবে;
 খোলাখুলি । (৫) অধর্ম্মিষ্ঠ—অধর্ম্মিক ।

বিভীষণে দূর কর, যুক্তি বল সার (১) ।
যুদ্ধ বিনা গতি নাই, কিসের বিচার ॥

এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ ।
আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ ॥
নিশাচর-রাজ, তব যথা জ্ঞান-বল ।
কহিলে তাহারি যোগ্য বচন সকল ॥
প্রকটেও (২) ঈশ্বরে না চিনে অস্ত্র জন ।
অন্ধ যেন জানিতে না পারয়ে রতন ॥
রহিয়াছে চক্ষু, কিন্তু দেখিতে না পায় ।
পেচক যেমন সূর্য্য মণ্ডলে দিবায় ॥
ইহাতেও নাহি মানি তোমার দূষণ (৩) ।
যেহেতু নিজেই প্রভু করয়ে গোপন ॥
প্রণাম করিয়ে তাঁর শক্তি মায়ায় ।
নয়ন আগেও যেই ঢাকি রাখে তাঁয় ॥
থাকুক সে সব কথা, এখন তোমারে ।
কহি আমি, না মজাও তুমি আপনারে ॥
আনিয়াছ সীতা কাল-ভুজঙ্গীরে ঘরে ।
রাখিলে সসৈন্তে যাবে শমন-নগরে ॥
এ হেন সুন্দর রাজ্য, এ হেন সম্পদ ।
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও আপদ ॥
চিরকাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য ।
কিছুদিন ভোগ কর ছাড়িয়া অগাধ্য ॥
যদি কহ তুমি কেন কহ কুবচন ।
তার অভিপ্রায় কহি, করহ শ্রবণ ॥
জিজ্ঞাসিলে মঙ্গলা কহিতে হয় হিত ।
অগুণা কহিলে হয় পাপ উপস্থিত ॥
অতএব কহিতেছি তোমা হিত-কথা ।
কদাচিত্ ইহা নাহি করহ অগুণা ॥

ধার্মিক শ্রীরাম দেখ সর্বলোকে কয় ।
অধার্মিক সন্তে থাকা জীবন সংশয় ॥
দেখ এক মন্ত হস্তী প্রবেশিলে বনে ।
সকলের ক্ষতি করে, ক্ষমা নাহি মানে ॥
ক্ষেত্রের শস্যাদি খায়, ঘর ঘর ভাঙ্গে ।
খাত্ত-লোভে পোষা হস্তী মিলে তার সন্তে ॥
দুষ্টের সন্তেতে হয় শিষ্টে অপরাধ ।
ইস্তীর বন্ধন হেতু উপযুক্ত ব্যাধ ॥
স্বভাবেতে ব্যাধজাতি জানে নানা সন্ধি ।
দশহাত দড়ী দিয়া হস্তী করে বন্দী ॥
যেখানেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর ।
ভক্ষ্য জব্য উপহার রাখয়ে বিস্তর ॥
খাইবার লোভে হস্তী গল্প বাড়াইল ।
গলায় লাগিয়া দড়ী, সবাই পড়িল ॥
দুষ্টের মিশালে হয় দুষ্টের বন্ধন ।
সেই মত তব পাপে মজে পুর-জন ॥

যেই মাত্র এ কথা কহিল বিভীষণ ।
মহাকোপে উন্মত্ত হইল দশানন ॥
দস্ত কড়মড় করি, ছাড়িয়া হস্তার ।
বিকট নিনাদে কহিতেছে আরবার ॥
একি একি একি রে দুর্ন্যতি বিভীষণ ।
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে (৪) শমন ॥
চৌদ্দ চতুর্ঘ্গ হৈল আমার জনম ।
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন দুর্বচন ॥
করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেব-সনে ।
কেহ পারে নাই কহিবারে কু-বচনে ॥
তাহা শুনাইলি তুই, ক্ষুদ্র হ'য়ে মোরে ।
কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে ॥

(১) সার--শ্রেষ্ঠ ; উৎকৃষ্ট । (২) প্রকটেও--প্রকাশেও । (৩) দূষণ--দোষ ; পাপ । (৪) চিকুরে--চুলে ।

এত কহি খরতর খড়গ করি করে ।
 লক্ষ্য দিয়া পড়িলেক ভূতল-উপরে ॥
 তার পদঘাতে লক্ষ্য করে টলমল ।
 ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষস সকল ॥
 তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে ।
 পদাঘাত কৈলা বিভীষণ-বক্ষঃস্থলে ॥
 বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায় ।
 পড়িল ধরণীতলে ছিন্ন-তরু-প্রায় ॥
 তাহা দেখি যাবতীয় নিশাচরগণ ।
 হাহাকার করে সবে, অতি দুঃখি-মন ॥
 তাহা দেখি দেবগণ আর সুরপতি ।
 পরস্পর কহিতেছে এ সব ভারতী ॥
 গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় রাবণ ।
 বিভীষণ-অঙ্গে করি চরণ অর্পণ ॥
 বরঞ্চ সহেন রাম নিজ তিরস্কার ।
 ভক্ত-অপমান সহ না হয় তাঁহার ॥

এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাননে ।
 সাস্তুনা করিয়া বসাইল সিংহাসনে ॥
 হস্ত হৈতে কাড়িয়া লইল খড়গখান ।
 কোষে (১) আচ্ছাদিয়া রাখিলেন অস্ত্রস্থান ॥
 বিভীষণ-মস্তী চারিজন নিশাচর ।
 তুলি বসাইল তাঁরে আসন-উপর ॥
 ক্ষণকাল পর্য্যন্ত যাবৎ সভাজন ।
 রহিলা নিস্তরু হ'য়ে পুস্তলী যেমন ॥

বিভীষণের লক্ষ্যত্যাগ ।

বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন ।
 পুনর্বার রাবণে কহেন এ বচন ॥

মহারাজ করিলে যে কৰ্ম্ম আচরণ ।
 ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে মোর মন ॥
 ঐশ্বর্য্য-মদেতে মস্ত যারা অভিশয় ।
 তাহাদের এইরূপ দুঃস্বভাব হয় ॥
 ইহাতেও মোর নাহি বড় দুঃখ আর ।
 চলিলাম আমি তোমা করি পরিহার ॥
 একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে ।
 সমুদয় কুল গেল তোমার দূষণে ॥
 এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লক্ষ্য-পতি ।
 কহিতেছে পুনর্বার বিভীষণ-প্রতি ॥
 জানি জানি বিভীষণ জ্ঞাতির হৃদয় ।
 জ্ঞাতির বিপদ্ দেখি আনন্দিত হয় ॥
 জ্ঞাতি মধ্যে কেহ যদি হয় ধনী সুখী ।
 তাহা দেখি অগ্ন্য জ্ঞাতি হয় মনোদুঃখী ॥
 বরঞ্চ আপন মৃত্যু পারে সহিবারে ।
 জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য কিন্তু দেখিতে না পারে ॥
 তাহে পুনঃ কাপটা করিয়া প্রকাশন ।
 নিরন্তর তার ছিদ্র করে অন্বেষণ ॥
 পাবামাত্র কোন ছিদ্র বিবিধ প্রকারে ।
 আয়োজন করে সমূলেতে নাশিবারে ॥
 স্বভাবতঃ রহে যথা তপশ্চা ব্রাহ্মণে ।
 নারীতে চাপল্য যথা দুষ্ক গাভী-স্তনে ॥
 সেইরূপ নিরন্তর রাখিয়ো প্রত্যয় ।
 জ্ঞাতি হতে স্বভাবতঃ ঘটে থাকে ভয় ॥
 হইয়াছি আমি যে ঈশ্বর (২) লোকপতি (৩) ।
 ভাল না লাগিল তোরে, ওরে মূঢ়মতি ॥
 যাহ যাহ লক্ষ্য ছাড়ি তুমি এইক্ষণে ।
 তুমি গেলে আমরা থাকিব সুখী মনে ॥

(১) কোষে—খাপে । (২) ঈশ্বর—ধনশালী । (৩) লোকপতি—রাজা ।

ইহাতে প্রমাণ হয় নীতি-শাস্ত্র-জ্ঞান ।
 তার অর্থ কহি তাহা কর অবধান ॥
 বরঞ্চ ভুক্তস্ব কিস্বা শত্রু সঙ্গে রবে ।
 শত্রুসেবি-জন-সহবাসী নাহি হবে ॥
 তুমি একে জ্ঞাতি, তাহে শত্রু-ভক্তিমান (১) ।
 তুমি ত থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ ॥
 অতএব যাহ তুমি ছাড়ি মোর দেশ ।
 বিলম্ব হইলে পাবে অতিশয় ক্লেশ ॥
 এত কথা শুনি বিভীষণ মহামতি ।
 কহিতে লাগিল পুনর্বার এ ভারতী ॥
 প্রিয়বাদী জন রাজা সর্বত্র মূলভ ।
 অপ্রিয় পথ্যের বস্তা শ্রোতাও দুর্লভ ॥
 নিশ্চয় ধরেছে তব চিকুরে শমন ।
 তেঁই মোর হিত-বাক্য না কৈলে গ্রহণ ॥
 যার মৃত্যু উপস্থিত, সেই লঙ্কা-পতি ।
 না শুনে না দেখে বন্ধু-বাক্য অরুদ্ধতী (২) ॥
 প্রদীপ-নির্বাণ-গন্ধ ছায়ার দর্শন ।
 না পায় যে জন তার নিশ্চয় মরণ ॥
 এ লাগি করিনু আমি তোমারে বর্জন ।
 অলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিষ্ণু-জন ॥
 করিলে তুমিহ মোরে যত পরিভব (৩) ।
 জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম, আমি তাহা সব ॥
 অশ্রু কোন জন যদি করিত এ কাজ ।
 দেখাতাম তার ফল নিশাচর-রাজ ॥
 শুন শুন মোর কথা ওহে বন্ধুগণ ।
 চল মোর সঙ্গে যদি হয় কারো মন ॥
 যত্নপি বাসনা হয় জীবন রাখিতে ।
 চল তবে শ্রীরামের চরণ সেবিত্তে ॥

এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন ।
 উঠিয়া আকাশ-পথে চলে বিভীষণ ॥
 তাহা দেখি তাঁহার অমাত্য চারিজন ।
 তারাও করিল তাঁর পশ্চাতে গমন ॥
 অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর ।
 এই চারিজন মালিসস্তান দোসর ॥
 তাহাদের সহিত যাইয়া বিভীষণ ।
 মাতার নিকটে সব কৈল নিবেদন ॥
 তাঁর অনুমতি ল'য়ে প্রণমিল তাঁরে ।
 তার পর গেল নিজ বাটীর মাঝারে ॥
 নিজ ভার্য্যা সরমাকে নিকটে ডাকিয়া ।
 কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়া ॥
 প্রিয়ে, আমি রামচন্দ্রে শরণ লইতে ।
 চলিলাম এই চারি অমাত্য সহিতে ॥
 তুমি জানকীর কাছে থাকি নিরন্তর ।
 করিবে তাঁহার সেবা হইয়া তৎপর ॥
 তিনি যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে ।
 তবে রাম অঙ্গীকার (৪) করিবে আমারে ॥
 সুশীলা সরমা, জানকীতে ভক্তিমতী ।
 'যে আশ্রা' বলিয়া তাহে দিলা অনুমতি ॥
 তবে বিভীষণ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়া ।
 যাত্রা কৈলা চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া ॥
 বিভীষণে পদাঘাত অপূর্ব্ব কখন ।
 সুন্দরকাণ্ডেতে গান গীত রামায়ণ ॥

(১) শত্রু-ভক্তিমান—শত্রুর প্রতি ভক্তিশালী । (২) অরুদ্ধতী—সপ্তবি মণ্ডলের মধ্যস্থ বিশিষ্ট মক্ষত্রেব নিকটস্থ ক্ষুদ্র তারা বিশেষ । (৩) পরিভব—ভিৎস্বাব; অপমান । (৪) অঙ্গীকার—অঙ্গে ধারণ অর্থে আশ্রয় দান

বিভীষণের কৈলাসে গমন ।

লক্ষা ছাড়ি বোম-পথে যাইতে যাইতে ।

মন্ত্রিগণে বিভীষণ লাগিল কহিতে ॥

উপস্থিত বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ ।

করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ (১) ॥

তাহে যদি রাম-কাছে করি হে গমন ।

বিগান (২) করিবে যাবতীয় অস্ত-জন ॥

অতএব মনে করি এবে না যাইব ।

রাবণ-বিনাশ পরে প্রশ্নান করিব ॥

এক্ষণে থাকিয়া কোন নিৰ্জন কাননে ।

শ্রীরাম-চরণ-পদ্ম ধ্যান করি মনে ॥

এই পরামর্শ করি, কিন্তু নিজ মন ।

সুস্থির করিতে নারি পাইয়া যাতন ॥

মন রাম-পাদ-পদ্ম করিতে সেবন ।

চঞ্চল হয়েছে বড় না মানে বারণ ॥

অতএব কি করিব না হয় নিশ্চয় ।

তোমা সবে কহ ইথে কর্তব্য কি হয় ॥

করিতেছি আমি ইথে পরামর্শ আর ।

তাহাও কহি যে শুনি করহ বিচার ॥

মোদের অগ্রজ ভ্রাতা হন ধনপতি (৩) ।

সুশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুক্রমতি ॥

কি কহিব আর তাঁর গুণের বিস্তার ।

সখা হয়েছেন শত্রু গুণেতে যাহার ॥

তাঁরে জিজ্ঞাসিলে যে করিবে আজ্ঞাপন (৪) ।

করিব তাহাই এই লয় মোর মন ॥

বিভীষণ-বাণী শুনি চারী মন্ত্রী কয় ।

করেছেন এই যুক্তি সুন্দর নিশ্চয় ॥

অতএব সেই স্থানে চলহ এক্ষণ ।

করিবে পরেতে তিনি কহেন যেমন ॥

এতক বচন শুনি আনন্দিত-মন ।

বোমপথে কৈলাসে চলিলা বিভীষণ ॥

কুবের কর্তৃক বিভীষণকে রামের

শরণ লইতে উপদেশ ।

এখানেতে নিজ স্থানে থাকি পশুপতি ।

সকল বৃহাস্ত জ্ঞানি, কন শিবা-প্রতি ॥

প্রিয়ে, শুন রাবণ-অনুজ বিভীষণ ।

করিতেছে সখার নিকটে আগমন ॥

সীতা ফিরি দিয়া রাম-সঙ্গে মিলিবারে ।

বলেছিল ইহা রাবণেরে বারে বারে ॥

সেহ তাহা না শুনি করেছে অপমান ।

এই লাগি তারে ছাড়ি আসিছে এখান ॥

হইয়াছে তার মন শ্রীরামে ভজিতে ।

কিন্তু করিতেছে পুনঃ নানা শঙ্কা চিতে ॥

সেই যে সংশয়চ্ছেদ (৫) করিবার আশে ।

আসিতেছে মোর প্রিয় সুহৃদের পাশে ॥

যদি সখা না পারয় তাকে বুঝাইতে ।

তবে পড়িবেক সেহ সঙ্কট-নদীতে ॥

অতএব চল যাব আমিহ সেথায় ।

রাম-কাছে পাঠাইতে হইবে তাহায় ॥

যদি কেহ রামচন্দ্রে করয়ে আশ্রয় ।

তবে মোর কতই পরমানন্দ হয় ॥

দেখ দেখ সংসার অসংখ্য জীবময় ।

তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয় ॥

(১) উপেক্ষণ—ত্যাগ । (২) বিগান—অধ্যাত্তি । (৩) ধনপতি—কুবের । (৪) আজ্ঞাপন—আদেশ ।

(৫) সংশয়চ্ছেদ—সন্দেহ দূর ।

তার কোটি মধ্যে একজন ধর্ম্মপর ।
 তার কোটি মধ্যেতে মুমুকু (১) এক নর ॥
 তার কোটি মধ্যে একজন হয় মুক্ত (২) ।
 তার কোটি মধ্যে এক রাম-ভক্তি-যুক্ত ॥
 হেন রাম ভক্ত যদি হয় কোন জন ।
 তাঁর গুণে কতলোক পায় বিমোচন ॥
 অতএব সতত বাসনা মোর মনে ।
 ভজুক সকল লোক শ্রীরাম চরণে ॥
 তাহে বিভীষণ গেলে রাম-সন্নিকটে ।
 হইবে তাঁহার কত হিত যে সঙ্কটে ॥
 অতএব খণ্ডি তার সকল সংশয় ।
 পাঠাইব প্রভু-কাছে অণুই নিশ্চয় ॥

এত কহি নন্দীরে কহেন ত্রিলোচন ।
 শীঘ্র সাজাইয়া বৃষ কর আনয়ন ॥
 তবে নন্দী গিয়া বৃষে করিয়া সাজন ।
 করিলেক প্রভুর অগ্রেতে আনয়ন ॥
 তবে মহাদেব উঠি শিবা-করে ধরি ।
 আরোহণ করিলেন বৃষের উপরি ॥
 হইল যে রূপ শোভা সেকালে তাঁহার ।
 তাহা দেখি মন সুখী না হয় কাহার ॥
 এইরূপে পার্শ্বদ (৩) সহিতে পঞ্চানন ।
 গমন করিলা নিজ সখার ভবন ॥
 দূর হৈতে তাঁরে নিরখিয়া নরপতি ।
 অগ্রসর হইয়া আইলা শীঘ্রগতি ॥
 বৃষাকপি (৪) বৃষ হৈতে নামিয়া ভূতলে ।
 আলিঙ্গন করিলা কুবেরে কুতূহলে ॥
 তবে দুই জনে কর ধরাধরি করি ।
 বসিলা যাইয়া দিবা আসন উপরি ॥

শিবা আর যাবতীয় শিবভক্তগণ ।
 যথাযোগ্য স্থানেতে বসিলা সুখী মন ॥
 তবে পশুপতি নিজ সখার সহিত ।
 করিলেন প্রেম-আলাপন যে উচিত ॥
 হেনকালে চারি মন্ত্রী সাথে বিভীষণ ।
 করিলেন কৈলাস ভূধরে আগমন ॥
 দিবা মণি সূবর্ণে সে রচিত নগর ।
 বিশ্বকর্মা-বিনির্ম্মিত পরম সুন্দর ॥
 সে নগরী মাঝে প্রবেশিয়া বিভীষণ ।
 করিলেন কুবেরের সভাতে গমন ॥
 দূর হৈতে বিভীষণে দেখি পশুপতি ।
 কহিলেন সুখী মনে কুবেরের প্রতি ॥
 সখে, দেখ রাবণ-অমুজ বিভীষণ ।
 করিতেছে তোমার নিকটে আগমন ॥
 ইহ (৫) কহে ছিল রাবণেরে শ্রায় রীতে (৬) ।
 সীতা ফিরি দিয়া রাম সহিত মিলিতে ॥
 তাহা না শুনিয়া সে করেছে অপমান ।
 এই লাগি লক্ষা ছাড়ি আসিছে এখান ॥
 ইচ্ছা হইয়াছে রামে করিতে আশ্রয় ।
 কিন্তু হৃদয়েতে আছে কিঞ্চিৎ সংশয় ॥
 এই লাগি আসিতেছে তোমা জিজ্ঞাসিতে ।
 পাঠাও ইহারে রাম-নিকটে করিতে ॥
 ইহ সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রকার ।
 হইবেক শ্রীরামচন্দ্রের উপকার ॥
 ইহ যাবা মাত্র সখা করি রঘুবর ।
 ইহারে করিবে রাজা রাক্ষস-উপর ॥
 এইরূপ কুবেরে কহেন পঞ্চানন ।
 দেখিলা দূরেতে থাকি তাঁরে বিভীষণ ॥

(১) মুমুকু—বৃদ্ধি অভিলাষী । (২) মুক্ত—মোক-প্রাপ্ত । (৩) পার্শ্বদ—পারিষদ । (৪) বৃষাকপি—মহাদেব
 (৫) ইহ—এই ব্যক্তি । (৬) শ্রায়-রীতে—বর্ষ সঙ্গত প্রস্তাবে ।

তাহে হ'য়ে অভিশয় আনন্দিত-মতি ।
 কহিতে লাগিলা নিজ মঙ্গিগণ-প্রতি ॥
 একি একি দেখিয়াছ মোর ভাগ্যোদয় ।
 সভামাঝে বসিয়া কৃপালু মৃত্যুঞ্জয় (১) ॥
 যাঁহারে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ ।
 যোগী সব ধ্যান করে যাঁহার চরণ ॥
 মুনিগণ পরমার্থ তব জ্ঞানিবারে ।
 ভক্তি-ভাবে নিরবধি সেবা করে যাঁরে ॥
 হেন প্রভু দেখিতে পাইলু অযতনে ।
 মনোরথ পরিপূর্ণ হলো এতদিনে ॥
 এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া ।
 পড়িলেন তাঁহাদের পদে লোটাইয়া ॥
 মহাদেব আশীর্বাদ কৈলা তাঁর প্রতি ।
 আলিঙ্গন করিলা সাদরে ধনপতি ॥

তবে আঞ্জা লয়ে বসিলেন বিভীষণ ।
 কুবের তাঁহার প্রতি কহেন বচন ॥
 আসিয়াছ পথে সুখে ভ্রাতা বিভীষণ ।
 কুশলে আছয়ে তব সব বন্ধুগণ ॥
 দেখিতেছি কিছু ম্লান তোমার বদন ।
 কহ কহ কি কারণে চিন্তায়ুক্ত মন ॥
 কুবেরের এত বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 নিবেদন করিতে লাগিলা বিভীষণ ॥
 প্রভু, করিয়াছি পথে সুখে আগমন ।
 সম্প্রতি আছয়ে সুখে সব বন্ধুজন ॥
 কিন্তু এক দুঃখ হইতেছে উপস্থিত ।
 এই লাগি আইলাম এখানে করিত ॥
 দশানন দাদা রামচন্দ্রের ভাৰ্য্যারে ।
 হরিয়া আনিয়াছেন লঙ্কার ভিতরে ॥

তাঁর দূত হয়ে এসেছিলো হনুমান ।
 সীতা ভেটি (২) গিয়াছে দহিয়া লঙ্কাখান ॥
 সম্প্রতি সে রামচন্দ্র লয়ে কপিগণ ।
 করেছেন সাগর-কূলেতে আগমন ॥
 তাহা জ্ঞানি কহিলাম আমিহ দাদারে ।
 সীতা ফিরি দিয়া রাম, সঙ্গে মিলিবারে ॥
 তাহা না শুনিয়া মোর কৈলা অপমান ।
 এ লাগি ত্যজিয়া লঙ্কা আইলু এখান ॥
 সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ (৩) ।
 যাহা আঞ্জা কর, আমি লইলু শরণ ॥

এত বিভীষণ-বাণী শুনি ধনপতি ।
 কহিবারে আরম্ভ করিলা তার প্রতি ॥
 ভ্রাতঃ, ইহা মোরা জ্ঞানি পূর্বেই হইতে ।
 তবু জিজ্ঞাসিলু তব বদনে শুনিতে ॥
 করিয়াছ যাহা তুমি, এ অতি উচিত ।
 না হইবে ইথে কোন প্রকার চিন্তিত ॥
 বিভীষণ এই ক্ষণে করহ গমন ।
 যেখানে আছেন রাম সুগ্রীব লক্ষ্মণ ॥
 তুমি যাবামাত্র রামচন্দ্র-বরাবর (৪) ।
 সখা করিবেন তোমা প্রভু রঘুবর ॥
 আর সেই নিশাচর-রাজ্য-অধিকারে ।
 করিবেন অভিষেক অটাই তোমারে ॥
 সবাক্ষবে রাবণে করিয়া বিনাশন ।
 তোমা রাজ্য দিয়া রাম যাইবেন বন ॥
 অতএব ত্যজি তুমি সকল সন্দেহ ।
 শ্রীরামের নিকটে যাইতে মন দেহ ॥
 রাম-সঙ্গে মিলিয়া সকল নিশাচর ।
 সংহার করহ গিয়া ত্যজি সব ডর ॥

(১) মৃত্যুঞ্জয়—মহাদেব; সমুদ্র মন্থনোক্ত বিধপামে মৃত্যুকে জয় করার ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয় হয় ।
 (২) ভেটি—সাক্ষাৎ করিয়া । (৩) করণ কর্তব্য । (৪) বরাবর—নিকটে ।

রাবণ অধর্মী দেব-দ্বিজ-ক্রোধকারী ।
ত্রিভুবন সূখী কর তাহারে সংহারি ॥
হইবেক তবে এই বিশেষ মঙ্গল ।
তোমাতে হবেন তুষ্ট অমর সকল ॥
আশীর্বাদ করিবেন তোমা ঋষিগণ ।
গাইবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥
বিভীষণ শুনি ইহা পাইল আশ্বাস ।
শিব-কুবেরের কথা গাহে কৃতিবাস ॥

— — —

শিব কর্তৃক বিভীষণের প্রতি শ্রীরামের
আশ্রয় লইতে উপদেশ ।

কুবেরের মুখে শুনি এতেক বচন ।
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ ॥
তাহা দেখি পরম দয়ালু শূলপাণি (১) ।
কহিতে লাগিলা, তাঁর অভিপ্রায় জানি ॥
ভাবিতেছ অকারণে কিবা বিভীষণ ।
কর নিজ অগ্রজের বচন পালন ॥
যাহ যাহ শ্রীরামের নিকটে স্থরিত ।
করহ নিজের আর সংসারের হিত ॥

এত বিরূপাক্ষ (২)-বাণী শুনি বিভীষণ ।
কৃতঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥
যে আশ্রয় করেছ প্রভু তোমা দুইজন ।
কার সাধ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন ॥
আমি ত শ্রীরাম-কাছে যাইব বলিয়া ।
আসিয়াছি গৃহ-ধন-বান্ধব ত্যজিয়া ॥
কিস্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন ।
অনুগ্রহ করি তাহা করহ খণ্ডন ॥

আমি যদি রাম-কাছে যাই এইক্ষণ ।
করিবেক সব লোক আমার নিন্দন ॥
কহিবেক রাবণের বিপদ্ দেখিয়া ।
বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল চুষ্ট হৈয়া ॥
তাহে পুনঃ যদি মোরে রাজ্য দেন রাম ।
তবে দোষ ঘুষিবে সংসারে অবিরাম ॥
বলিবে সকলে, বিভীষণ রাজ্য-লোভে ।
বধিলেক সবাক্কে অগ্রজ্ঞে অকোভে (৩) ॥
অতএব এক্ষণে যাইতে নহে মন ।

পরেতে করিব যে করিবে আশ্রয়ন ॥

এত কহি বিভীষণ বিরত হইল ।
হাসি হাসি শিব তারে কহিতে লাগিল ॥
একি একি বিভীষণ বড় চমৎকার ।
হইতেছে এ সংশয় কিরূপে তোমার ॥
কহিতেছি মোরা ষাঁরে করিতে আশ্রয় ।
তাঁহার ভঞ্জে নাহি সময় নির্ণয় ॥
বুঝি রামে আছে তব 'নর' বলি জ্ঞান ।
এই লাগি করিতেছ সংশয়-বিধান (৪) ॥
হেন বোধ অতিশয় অশুচিত হয় ।
শুন শুন কিছু তার স্বরূপ-নির্ণয় ॥
সত্য-সুখ-জ্ঞান-ধন-তমু (৫) রঘুপতি ।
পরমাশ্রয় ভগবান্ কহে শ্রুতি (৬) যতী ॥
জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্ত্য-শক্তিধর ।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা জগত-ঈশ্বর ॥
কেহ তাঁরে ব্রহ্ম বলি করে উপাসন ।
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন ॥
হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট (৭) ।
সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট ॥

(১) শূলপাণি—মহাদেব; শূলধারী বলিয়া এই নাম । (২) বিরূপাক্ষ—মহাদেব; বিরূপ অর্থাৎ উর্ধ্বে
ও দক্ষিণে বামে চক্ষু বলিয়া এই নাম । (৩) অকোভে—কোনো দুঃখবোধ না কারয়া । (৪) সংশয়-বিধান—
সন্দেহ । (৫) সত্য-সুখ-জ্ঞান-ধন-তমু—সত্য, সুখ, জ্ঞানবিশিষ্ট দেহ । (৬) শ্রুতি—বেদ । (৭) প্রকট—প্রকাশ ।

সময়-নির্বন্ধ (১) নাহি তাঁহার ভঞ্নে ।
 করিবে তখনি, হবে ইচ্ছা যবে মনে ॥
 সেই ত তাঁহার ভক্তি হেন গুণ ধরে ।
 ইচ্ছা মাত্র সংসারের মায়া ত্যাগ করে ॥
 তুমি ত ত্যজিয়া আসিয়াছ বন্ধু-জনে ।
 জানিতেছি ইথে তব ইচ্ছা জাগে মনে ॥
 অতএব সংশয় করহ কি কারণ ।
 যাহ যাহ, কর গিয়া শ্রীরামে সেবন ॥
 ঘাঁরে মোরা ধ্যান করি দেখি মনোরথে ।
 ভাগ্যগুণে রয়েছেন তিনি নেত্র-পথে ॥
 প্রত্যক্ষ-দর্শন স্থখে ইথে পরিহরি ।
 কেন ক্লেশ পাইবে অশ্রুত ধ্যান করি ॥
 ইহা লাগি কহিতেছি আমি বার বার ।
 যাহ রাম-সম্মিলনে ত্যজিয়া বিচার ॥
 তবে যে বলিলে গালি দিবে লোকাবলী ।
 বিবাদ-সময়ে বন্ধু ত্যাগ কৈল বলি ॥
 এ কথা ত কভু শুনিবার যোগ্য নয় ।
 ভক্তি জন্মিলে কেবা কোথা গৃহে রয় ॥
 তাহে প্রভু রয়েছেন প্রকট হইয়া ।
 কিরূপে থাকিবে তাঁরে নেত্রে না দেখিয়া ॥
 আর দেখ রতি জন্মে ষাহার ভঞ্নে ।
 সেই ত্যাগ করে গুণবান্ বন্ধুজনে ॥
 রাম-সেবা লাগি ত্যজি ছুট বন্ধুজন ।
 তুমিহ কিরূপে হবে নিন্দার ভাজন ॥
 বরঞ্চ তোমার এই ষশ ত্রিভুবনে ।
 গান করিবেক সর্বস্থানে বিজ্ঞানে ॥
 আর যে কহিলে যদি রাজ্য দেন রাম ।
 তব দোষ ঘূষিবে সংসারে অবিরাম ॥

এ কথাও উচিত না হয় শুনিবার ।
 যেহেতু রাজ্যের আশা নাহিক তোমার ॥
 যদি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে ।
 বরঞ্চ তোমারে সবে পারিত নিন্দিতে ॥
 তিনি যদি বলে (২) রাজ্য করেন তোমারে ।
 ইথে কেন অপযশ গাইবে সংসারে ॥
 দেখ দেখি বধ করি প্রহ্লাদ-পিতারে ।
 নৃসিংহ করিলা রাজ্য শিশু প্রহ্লাদে ॥
 ইথে তাঁর বিগান (৩) কয়য়ে কোন জন ।
 বরঞ্চ করয়ে সবে যশঃ-প্রশংসন ॥
 তাই বধ করি দশাননে শার্ঙ্গপাণি (৪) ।
 রাজ্য দিবে তোমা, তাহে কি দোষ না জানি ॥
 মিতা যে কহিলা বধিবারে দশাননে ।
 তাহাতেও কিছু দোষ নাহি লয় মনে ॥
 শান্ত ধর্মনিষ্ঠ যাবতীয় মুনিগণ ।
 তাঁহারাও ছুটবধে করে আয়োজন ॥
 দেখ বেণ নামে রাজ্য অধার্মিক ছিল ।
 মুনিগণ তারে নানামতে শিখাইল ॥
 সেই যবে না শুনিল তাঁদের বচন ।
 ছুটবধে করিলা তারে তাঁহারা নিধন ॥
 তুমিও রাবণ-বধে কর আয়োজন ।
 না হইবে কোনমতে অধর্ম-ভাজন ॥
 তাহে পুনঃ হবে ইথে রাম-অবতার ।
 জন্মিবে রামের প্রীতি সংসারের সার ॥
 রাম লাগি যদি কেহ করে পাপ-কর্ম ।
 সেই হয় সর্বশাস্ত্র-সিদ্ধ মহাধর্ম ॥
 অতএব সকল সংশয় পরিহরি ।
 যাহ রাম নিকটেতে তুমি হরা করি ॥

(১) সময়-নির্বন্ধ-সময়ের বাধা ধরা । (২) বলে—আর কবিয়া; এখানে বিভীষণের অমতে এইরূপ অর্থ বৃদ্ধিতে হইবে । (৩) বিগান—অখ্যাতি । (৪) শার্ঙ্গপাণি—বিষ্ণু ; বিষ্ণুর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ ।

রাম-কার্য সাধ গিয়া করি প্রাণপণ ।
 তরিবে সকল দুঃখ, পাবে প্রেম-ধন ॥
 মহেশের মুখে শুনি এতক বচন ।
 অতি আনন্দিত-চিত হৈলা বিভীষণ ॥
 অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন ।
 গদগদ ভাষেতে করেন নিবেদন ॥
 প্রভু, অনুগ্রহ-দৃষ্টি-বলেতে তোমার ।
 সকল সংশয় নষ্ট হইল আমার ॥
 জানিতেছি কৃতার্থ যে করিলা আমারে ।
 আজ্ঞা দাও, যাই এবে রামে দেখিবারে ॥
 এতে কহি মহেশের অনুজ্ঞা লইয়া ।
 প্রদক্ষিণ কৈল তাঁরে ভক্তি করিয়া ॥
 পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন পঞ্চাননে ।
 সুন্দরকাণ্ডেতে গীত কবিরত্ন ভণে ॥

শ্রীরাম-বিভীষণ মিলন ও শ্রীরাম
 কর্তৃক বিভীষণের লঙ্কা-
 রাজ্যে অভিষেক ।

এইরূপে প্রণাম করিয়া পঞ্চাননে ।
 পরে প্রণমিলা শিবা (১) আর বৈশ্রবণে (২) ॥
 তবে চারিজন মন্ত্রী সঙ্গতে লইয়া ।
 চলিলা শ্রীরাম-কাছে আনন্দিত-হিয়া ॥
 আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ ।
 সাগর-কূলেতে থাকি দেখে কপিগণ ॥
 সম্মুখে বানর-সৈন্য করে তোলা-পাড়া ।
 পাদপ পাখর ল'য়ে সবে হয় খাড়া ॥
 মহাবল-পরাক্রম দেখিতে ভীষণ ।
 সবে বলে মার মার এই ত রাবণ ॥

অস্তুরীক্ষে থাকি বলে আমি বিভীষণ ।
 রামের চরণে আমি লভিব শরণ ॥
 কহে বিভীষণের সংবাদ দূতগণ ।
 বসিলেন মঙ্গলা করিতে মঙ্গিগণ ॥
 সুগ্রীব বলেন, শুন, এ নহে উচিত ।
 ছল করি যদি আর করে বিপরীত ॥
 জাম্ববান্ পাত্র বলে, বৃদ্ধে বৃহস্পতি ।
 বৈরীরে নিকটে আনা নহে মম মতি ॥
 হেনকালে কহে আসি বীর হনুমান্ ।
 এই বিভীষণ মোরে দিল প্রাণদান ॥
 মিত্রতা যতপি হয় রাম-বিভীষণে ।
 সংহারিব বিভীষণ-সহায়ে রাবণে ॥

শ্রীরাম বলেন, শুন, সুগ্রীব ভূপতি ।
 অণু রূপ না ভাবিহ বিভীষণ-প্রতি ॥
 আপনার দোষ মিত্র, না দেখি আপনি ।
 তোমাকেই মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি ॥
 কাতর হইয়া যেন লইল শরণ ।
 পরলোক নষ্ট, যদি না করে পালন ॥

পুরাণের কথা কহি কর অবধান ।
 শিবি নামে রাজা ছিল ধর্ম-অধিষ্ঠান ॥
 পলায় কপোত-পক্ষী সাঁচানের (৩) ডরে ।
 ত্রাসেতে পড়িল শিবি-নৃপতির ক্রোড়ে ॥
 যত্ন করি নরপতি সেই পক্ষী রাখে ।
 প্রাচীরে সাঁচান পক্ষী নৃপতির ডাকে ॥
 আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার ।
 হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা নহে ব্যবহার ॥
 রাজা বলে, পক্ষী মম লভিল শরণ ।
 তোমারে অপর দিয়া করাব ভোজন ॥
 সাঁচান বলিল, যদি কর পরিত্রাণ ।
 আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান ॥

(১) শিবা—হুর্গা । (২) বৈশ্রবণে—কুবেয়কে । (৩) সাঁচান—বাজপাখী ; শিকবে পাখী ।

রাজ-ভোগে মাংস তব অতীব সুস্বাদ ।
 এ মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ ॥
 শুনি সাঁচানের কথা রাজার উল্লাস ।
 তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া নিজ গায়ে কাটে মাংস ॥
 তিলাঙ্কি নাহিক স্থান সর্ব অঙ্গ কাটে ।
 ভোজন করায় তারে যত ধরে পেটে ॥
 বহিয়া শিবির গাত্র রক্ত বহে শ্রোতে ।
 আপন গায়ের রক্তে সিংহাসন তিতে ॥
 সেইত পুণ্যেতে রাজা গেল স্বর্গবাস ।
 শরণাগতেরে না রাখিলে সর্বনাশ ॥
 বিভীষণ থাক্, যদি আইসে রাবণ ।
 হইলে শরণাগত, করিব পালন ॥

রামের আজ্ঞায় কপি গেল অস্তরীক্ষে ।
 বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে ॥
 সুগ্রীব রাজার আগে করে সম্ভাষণ ।
 পরম আনন্দে কোল দিল দুই জন ॥
 বিভীষণ সুগ্রীব চলিল রাম-স্থানে ।
 বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরাম-চরণে ॥
 রাবণের ভাই আমি, নাম বিভীষণ ।
 তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥
 শ্রীরাম বলেন, বলি শুন বিভীষণ ।
 মন্ত্রণা করিয়া বুঝি পাঠায় রাবণ ॥
 শুনিয়া রামের কথা কহে বিভীষণ ।
 তোমার চরণ মাত্র লইব শরণ ॥
 ইহা ভিন্ন যদি অন্টদিকে ধায় মন ।
 তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ ॥
 হইব, কলির রাজা, সহস্র-তনয় (১) ।
 এই তিন দিব্য (২) প্রভু করিনু নিশ্চয় ॥

তিন দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ ।
 ওই তিন দিব্য শুনি হাসেন লক্ষ্মণ ॥
 হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ।
 বহু দিনে শুনিলাম অপূর্ব কথন ॥
 এক পুত্র হেতু লোক করে আরাধন ।
 সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ ॥
 রাজা হইবার তরে তপ করি মরে ।
 হেন দিব্য করে রাম তোমার গোচরে ॥
 শ্রীরাম বলেন, অল্প-বুদ্ধি রে লক্ষ্মণ ।
 বড় দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
 এই দিব্যে লক্ষ্মণ আমার পরিতোষ ।
 কলির ব্রাহ্মণ ভাই শুন তার দোষ ॥
 লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই মহাপাপ ।
 এই সব পাপে বিপ্র পায় বড় তাপ ॥
 প্রতিগ্রহ (৩) করিবেন উদর-কারণ ।
 প্রতিগ্রহ মহাপাপ, নাহিক তারণ ॥
 এই সব পাপে যেবা করে অনাচার ।
 সে পুত্রের পাপে সব মজিবে সংসার ॥
 কলির রাজা প্রজা যদি না করে পালন ।
 সে পাপে রাজার হয় অকালে মরণ ॥
 আর সব দোষ আছে তাহা কব পাছে ।
 বিভীষণে রাজা করি রাখ মম কাছে ॥
 সর্ব সেনাপতি আন সাগরের বারি ।
 লঙ্কার রাজত্ব দেই বিভীষণোপরি ॥
 শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ (৪) ।
 সেই স্থলে বিভীষণে করে অভিষেক ॥
 শ্রীরামের বচন লজ্জিবে কোন্ জনা ।
 বিভীষণ রাজা হৈল জগতে ঘোষণা ॥

(১) সহস্র-তনয়—সহস্র পুত্র ধার অর্থাৎ সহস্র পুত্রের পিতা । (২) কলির ব্রাহ্মণ কাম-ক্রোধাদি বিপ্লব বশীভূত হইয়া উদর-পোষণের জন্য প্রতিগ্রহরূপ পাপকার্য্য করে ; কলির রাজা প্রজাপালনে বিরত হইয়া পাপভাগী হয়, এবং বিভিন্ন-প্রকৃতি সহস্র পুত্রের পিতাকে পুত্রগণের ব্যবহারে সর্বদাই কষ্ট পাইতে হয়—বিভীষণের শপথ-বানীতে ইহারই ইঙ্গিত আছে । (৩) প্রতিগ্রহ—দান গ্রহণ । (৪) রেখ—দাগ ।

ছত্র দণ্ড দিল তারে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী ॥

শ্রীরাম কর্তৃক সাগরের উপাসনা ও নিগ্রহ
এবং সাগর কর্তৃক শ্রীরামের প্রতি
সেতু-বন্ধনের উপদেশ ।

সুগ্রীব বলেন, সিদ্ধু তরিতে উপায় ।
বিভীষণ প্রতি জিজ্ঞাসিতে যে জুয়ায় (১) ॥
শ্রীরাম বলেন, বিভীষণ বল সার ।
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার ॥
বিভীষণ বলে, সে সাগর মহীপতি ।
সাগর খনিল, যত তাঁহার দস্ততি ॥
তব পূর্ব-পুরুষেরা সাগর প্রকাশে ।
সাগর দিবেন দেখা, থাক উপবাসে ॥

সাগরের কূলে শয়্যা করিলেন কুশে ।
তছুপরি রহিলেন রাম উপবাসে ॥
তিন উপবাস গেল, না দেখি সাগরে ।
কহিলেন লক্ষ্মণেরে কুপিত অন্তরে ॥
আজি আমি সাগরেরে দিব ভাল শিক্ষা ।
ধনুর্বাণ আন ভাই, ত্বসের অপেক্ষা ॥
অধমে করিলে স্তব নাহি ফল দেখে ।
মারিব সাগরে আজি, কার বাপে রাখে ॥
তিন উপবাস করি তার আরাধনে ।
সাগর শুধিব আজি, অগ্নিজাল বাণে ॥
আজি সাগরের আমি লইব পরাণ ।
অগ্নিজাল বাণ রাম পূরেন সন্ধান ॥
অগ্নিবাণ-প্রভাবেতে শুকাই সাগর ।
পুড়িয়া মরিল মৎস্য কুম্ভার মকর ॥
চলিল পাতালে সন্ত সাগরের পাশ ॥
বাণ দেখি সাগরের লাগিল ভরাস ॥

(৩) জুয়ায়—উচিত হয় ।

ভয় পেয়ে সাগর কাঁপয়ে ধর ধর ।
মাথার ধবল-ছত্র টলিল সফর ॥
বাণ গিয়া প্রবেশিল শ্রীরামের তুণে ।
সাগর পড়িল আসি রামের চরণে ॥
এত ক্রোধ মোরে কেন, শুন গদাধর ।
তব পূর্ববংশ এই করিল সাগর ॥
তুমি মোরে নষ্ট কর, এ নহে বিচার ।
কোন অপরাধ আমি করিষু তোমার ॥
শ্রীরাম বলেন, তবে সাগর নৃপতিরে ।
তিন দিন উপবাসী আছি তব তীরে ॥
মোর সীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ ।
লঙ্কায় যাইব তার উদ্দেশ কারণ ॥
বানর কটক সব হইবেক পার ।
উপবাস দিয়া দেখা না পাই তোমার ॥
এই হেতু অগ্নিবাণ জ্বলেতে ঠিঙ্গু ।
তুমি না আসাতে আমি বাণ যে মারিষু ॥
আড়ে দশ যোজন, দীর্ঘে দশগুণ তার ।
জল ছাড়ি দেহ তুমি, বানর হউক পার ॥
এত শুনি জোড়হস্তে বলেন সাগর ।
মোর জল মিশিয়াছে পাতাল ভিতর ॥
কেমনে হইবে পথ না দেখি উপায় ।
এক যুক্তি আছে রাম কহিব তোমায় ॥
বিশ্ব-কর্ষ-পুত্র নল-নামে যে বানর ।
তোমা-হেতু মুনি-স্থানে পাইয়াছে বর ॥
অহু মুনি তাহারে পালিল শিশু কালে ।
দণ্ড কমণ্ডলু তাঁর ফেলে দিত জলে ॥
নিত্য হারাইয়া তাহা নিত্য হজে মুনি ।
আর দিন ধ্যান করি জানিলা আপনি ॥
স্বয়ং বিষ্ণু হইবেন রাম-অবতার ।
সাগর বাঁধিয়া সৈন্ত করিবেন পার ॥

এতেক ভাবিয়া মুনি দিলা বরদান ।
 নল-স্পর্শে সলিলেতে ভাসিবে পাষাণ ॥
 সাগর বান্ধিতে সেনাপতি কর নলে ।
 নল-স্পর্শে পাষাণ ভাসিবে মোর জলে ॥
 তোমার কটকে আছে নল বীরবর ।
 তারাহ পরশে জলে ভাসয়ে পাথর ॥
 গাছ পাথর জোড়া লাগে পরশে তাহার ।
 জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাম হ'য়ে যাও পার ॥
 তোমার কারণ আমি লইব বন্ধন ।
 পার হ'য়ে বধ কর পাপিষ্ঠ রাবণ ॥
 এত কহি জোড় করে সাগর তখন ।
 ভক্তিভরে শ্রীরামের করেন স্তবন ॥
 আপনা না জানি তুমি দেব গদাধর ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমিত ঈশ্বর ॥
 বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি ।
 নিদান সৃষ্টিতে সৃষ্টি, তুমি প্রজাপতি ॥
 তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রলয় ।
 কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয় ॥
 তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি চরাচর ।
 কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥
 তুমি নিরাকার, সাকার রূপে তুমি ।
 তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি ॥
 না জানি ভক্তি স্তুতি শুন বঘুবর ।
 শ্রীচরণে স্থান মোরে দেহ গদাধর ॥
 তুমি হে অনাথ আথ অসাধ্য-সাধন ।
 কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড তুমি কর বিনাশন ॥
 অথগুল চঞ্চল চিস্তিয়া শ্রীচরণ ।
 কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যা-নন্দন ॥
 জন্মিয়া ভারত-ভূমে আমি দুরাচার ।
 ক'রেছি পাতক কতক সংখ্যা নাহি তার ॥

বিদায় করহ, আমি যাই নিজ স্থান ।
 এত বলি পদতলে করিল প্রণাম ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন ।
 গাইল সুন্দরকাণ্ড গীত রামায়ণ ॥

নল কর্তৃক সাগরে সেতু বন্ধন

সাগর চলিয়া গেল নিজ নিবেশন ।
 'নল' বলি ডাক দিল দেব নারায়ণ ॥
 ধাইয়া আইল নল রাম-বিভ্রমান ।
 ভূমি লুঠি পদতলে করিল প্রণাম ॥
 শ্রীরাম বলেন, নল কহি যে তোমারে ।
 তুমি হেন বীর আছ কটক ভিতরে ॥
 সাগর বান্ধিতে তুমি হও বলবান্ ।
 এত দুঃখ পাই আমি তোমা বিভ্রমান ॥
 আমি লক্ষা জিনিব তোমার করি আশ ।
 এত শক্তি ধর, শুন সাগরের পাশ ॥
 নল বলে, প্রভু রাম, নিবেদন করি ।
 ক্ষুদ্র কপি, আমি তাই জ্ঞাতি-লোকে ডরি ॥
 জ্ঞাতি-ভয়ে সেই কথা না করি প্রকাশ ।
 জ্ঞাতি-রোষে হয় পাছে জীবন-বিনাশ ॥
 বড় বড় কপি আছে জীব-অবতার ।
 কেমনে তাহার আগে করি অঙ্গীকার ॥
 যখন ছিলাম আমি অহু মুনি-ঘরে ।
 তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে ॥
 মান-সরোবরে দণ্ড কমণ্ডলু ল'য়ে ।
 অহু মুনি বসি সন্ধ্যা করেন আসিয়ে ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু মুনি রাখে তার তীরে ।
 তাহা আমি তুলি ল'য়ে ফেলিতাম নীরে ॥

নিত্য দণ্ড কমণ্ডলু করেন স্বজন ।
 আমারে দেখিয়া মুনি বলেন বচন ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু জলে ফেলিতাম ব'লে ।
 তাই একদিন মুন মোর প্রতি বলে ॥
 আমি বর দিব তোরে শুন রে বানর ।
 তুই ছুঁলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর ॥
 গাছ পাথর জোড়া লাগে তোমার পরশে ।
 তুই ছুঁলে গাছ পাথর জলে যেন ভাসে ॥
 মূনির বরেতে আমি বাঙ্কিব সাগর ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার গোচর ॥
 এক মাসে বাঙ্কি দিব শতক যোজন ।
 গাছ পাথর আনি দিক যত কপিগণ ॥

সাগর বাঙ্কিতে নল অঙ্গীকার করে ।
 হরিশ হইল রাজা সূগ্রীব বানরে ॥
 রাম-জয় বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ ।
 সাগর বাঙ্কিতে চলে হরষিত মন ॥
 শ্রীরামে প্রণাম করি নল বীর চলে ।
 সাগর বাঙ্কিতে বীর বৈসে গিয়া জলে ॥
 আছিল নলের বন সাগরের তীরে ।
 তাহা ভাঙি কেলৈ দিল জলের উপরে ॥
 সাগর উপরে গাছ দিল বিছাইয়া ।
 উপরে পাথর সব দিল চাপাইয়া ॥
 প্রবেশে দশ যোজন সে করয়ে বন্ধন ।
 গাছ পাথর যোগাইয়া দেয় কপিগণ ॥
 দীর্ঘে এক যোজন বাঙ্কিল এক দিনে ।
 উত্তরে আরম্ভ করি চলিল দক্ষিণে ॥
 বসিলেক নল বীর জাঙ্গাল-উপরে ।
 পর্বত আনিয়া দেয় সকল বানরে ॥
 মুদগরের বাড়ি পড়ে মহাশয় শূনি ।
 উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় ধ্বনি ॥

পর্বত আনিয়া দেয় পবন-নন্দন ।
 নল বীর বসি করে সাগর বন্ধন ॥
 দশ যোজন সাগর যে হইল বন্ধন ।
 কৃষ্ণিবাস গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

নলের প্রতি হনুমানের ক্রোধ ও
 শ্রীরাম কর্তৃক সাঙ্ঘনা

সাগর বাঙ্কয়ে নল, হনুমান মহাবল,
 আনি দেয় শিলা বৃক্ষগণ ।
 জাঙ্গালের দুই ভিতে, সুন্দর পাথর গাঁথে,
 আনন্দে নাচয়ে কপিগণ ॥
 জাঙ্গালের মাঝে মাঝে, রক্ত পাথর সাজে,
 নল করে বিচিত্র নির্মাণ ।
 গঠিছে আওয়াস ঘর, থাকিবেন রঘুবর,
 হেনমতে গঠে স্থানে-স্থান ॥
 মাথায় পর্বত ল'য়ে, হনুমান দেয় বয়ে,
 বাম হাতে ধরে বীর নল ।
 মহাক্রোধে হনুমান, পর্বত আনিতে যান,
 বৃষ্টি বেটা কত ধরে বল ॥
 ধায় বীর মনোদুঃখে, চলিল উত্তরমুখে,
 যথা গিরি সে গন্ধমাদন ।
 দেখি পর্বতের চূড়া, লাথি মারি করে গুঁড়া,
 লোমে লোমে করয়ে বন্ধন ॥
 দুই হাতে দুই গিরি, লইয়া মস্তকোপরি,
 অমনি পবনবেগে ধায় ।
 যায় বীর মহাতেজে, এক গিরি বাঙ্কি লোভে,
 শূণ্ডের উপরি চুলি যায় ॥
 রবির কিরণ নাই, অক্ষয় সর্ব ঠাই,
 চমকিয়া চাহে বীর নল ।

ক্রোধে আসে হনুমান, নলের উড়িল প্রাণ,
 উঠিয়া পলায় মহাবল ॥
 শ্রীরামের কাছে গিয়া, ভূমি লুঠি প্রণমিয়া,
 বন্দিয়া কহেন জোড়হাত ।
 হনুমান্ আনে গিরি, বামহাতে আমি ধরি,
 কৰ্ম্মীর স্বভাব রঘুনাথ ॥
 ক্রোধ করি মোর পরে, আইসে পবনভরে,
 পৰ্ব্বত লইয়া বহুতর ।
 কুপিয়াছে হনুমান, লইবে আমার প্রাণ,
 উদ্ধার করহ রঘুবর ॥
 নলের ক্রন্দন শুনি, দুঃখী হৈলা রঘুমনি,
 পথ মাঝে দাণ্ডাইল গিয়া ।
 রামের উপর দিয়া, যাইবারে না পারিয়া,
 চলে বীর ভূমিতে নামিয়া ॥
 কহিছেন প্রভু রাম, শুন বীর হনুমান,
 নলে ক্রোধ কর কি কারণ ।
 হনুমান্ কহে বাণী, জোড় করি দুই পাণি,
 শুন রাম কমল-লোচন ॥
 করি আমি প্রাণপণ, আনিতে পৰ্ব্বতগণ,
 বাম হাতে নল তাহা ধরে ।
 এই হেতু ক্রোধ করি, আনিষু অনেক গিরি,
 চাপা দিতে এ নল বানরে ॥
 এত শুনি কহে রাম, ত্যজ বাপু অভিমান,
 কৰ্ম্মীর স্বভাব এই কাজ ।
 বাম হাত আগে চলে, ক্রোধ না করহ নলে,
 তোমার নাহিক ইথে লাজ ॥
 শুন বাছা হনুমান, মোর কার্য্যে অবধান,
 নল বীরে কর শ্রীতি মনে ।
 নলের ধরিয়া হাত, কহিছেন রঘুনাথ,
 সমর্পিয়া দিল হনুমান্ ॥

কোলাকুলি দুই জন, হ'য়ে হরষিত মন,
 জাগ্রালে উঠিল গিয়া নল ।
 কৃষ্টিবাস কহে রাম, জপিব তোমার নাম,
 এই ভক্তি হউক অচল ॥

বানরসৈন্য সহ শ্রীরামের লক্ষা যাত্রা
 ও সেতুতে শিব-প্রতিষ্ঠা ।
 যে পৰ্ব্বত এনেছিল পবন-নন্দন ।
 দশ যোজন তাহাতে যে হইল বন্ধন ॥
 কুড়ি যোজন বান্ধা গেল অলঙ্ঘ্য সাগর ।
 আসিয়া দেখিয়া যায় যত নিশাচর ॥
 কাষ্ঠবিড়াল সব আইল তথাকারে ।
 লাক দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে ॥
 অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাগ্রালে ।
 কঁক যত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে ॥
 যাতায়াত করে সদা বীর হনুমান্ ।
 বিড়ালেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া টান ॥
 কান্দিয়া কহিল সবে রামের গোচর ।
 মারিয়া পাড়য়ে (১) প্রভু, পবন-কোঙর ॥
 হনুমান্ ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম ।
 কাষ্ঠবিড়ালেরে কেন কর অপমান ॥
 যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক সাগর ।
 শুনিয়া লজ্জিত হৈল পবন-কোঙর ॥
 সদয়-হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ ।
 কাষ্ঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইলা হাত ॥
 চলিল সবাই তবে জাগ্রাল উপর ।
 হনুমান্ বলে, শুন সকল বানর ॥
 কাষ্ঠবিড়ালেরে কেহ কিছু না বঁজিবে ।
 সাবধান হ'য়ে সবে জাগ্রালে চলিবে ॥

(১) মারিয়া পাড়য়ে—মারিয়া ফেলে ।

পর্বত আনিয়া দেয় পবন-নন্দন ।
 কুড়ি দিনে বান্ধা গেল সস্তরি যোজন ॥
 লঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া বীর হনুমান ।
 প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সব কৈল খান খান ॥
 বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানর ।
 নবতি যোজন বান্ধে প্রবল সাগর ॥
 লাফ দিয়া যায় তায় বানর জোড়া জোড়া ।
 লঙ্কার ভাঙ্গিয়া আনে দেউলের চূড়া ॥
 আড়েওড়ে (১) থাকিয়া রাক্ষস দেয় উঁকি ।
 মালসটি (২) মারে বানর দেখায় ভাবকি (৩) ॥
 আনন্দে করয়ে নল সাগর বন্ধন ।
 একমাসে (৪) বান্ধা গেল শতক যোজন ॥
 উত্তরের জাগ্রাল ঠেকিল দক্ষিণ কূলে ।
 রাম-জয় বলিয়া বানর সব বুলে ॥
 জাগ্রাল বান্ধিল বিশ্বকর্মার নন্দন ।
 সকল দেবতা করে পুষ্প বরিষণ ॥
 জাগ্রাল সমাপ্ত করি নল বীর চলে ।
 প্রণাম করিল গিয়া রাম-পদ-তলে ॥
 ভূমি লুঠি ঘন ঘন করি প্রণিপাত ।
 জোড় হস্ত করি বলে, শুন রঘুনাথ ॥
 জাগ্রাল সমাপ্ত করি বান্ধিলু সকল ।
 রক্ষক রহিল হনুমান মহাবল (৫) ॥
 এত শুনি সন্তুষ্ট হইল রঘুনাথ ।
 নলে আশীর্ব্বাদ করি পৃষ্ঠে দেন হাত ॥
 ধন নাই নল, কিবা করিব প্রসাদ ।
 এখন লহ রে বাপু মোর আশীর্ব্বাদ ॥
 সীতার উদ্ধার করি যাব অযোধ্যায় ।
 অমূল্য রতন নানা দিব হে তোমায় ॥

নল কহে তাহে কার্য্য নাহি নারায়ণ ।
 ত্রকার বাহিত দেহ অমূল্য রতন ॥
 কমলা ঘাঁহার সদা করেন সেবন ।
 ঘাঁহা লাগি যোগী হৈল দেব পঞ্চানন ॥
 মোর শিরে দেহ রাম চরণ তোমার ।
 ইহা হৈতে অমূল্য রতন নাহি আর ॥
 শুনিয়া সন্তুষ্ট রাম কমল-লোচন ।
 নলের মাথায় দিলা দক্ষিণ চরণ ॥
 প্রসাদ লইল নল ভূমি লোটাওয়া ।
 রাম-জয় বলি সবে বেড়ায় নাচিয়া ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র কপিরাজ ।
 জাগ্রাল দেখিতে চল সাগরের মাঝ ॥
 রাম-জয় বলি উঠে সূর্য্যের নন্দন (৬) ।
 আগে আগে চলিলেন শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 সূর্য্যীব চলিল আর রাজা বিত্তীষণ ।
 অঙ্গদ চলিল সঙ্গে যত বীরগণ ॥
 চিত্র বিচিত্র দেখি জাগ্রাল বন্ধন ।
 ধনু ধনু নল বিশ্বকর্মার নন্দন ॥
 দেবতা অসুর নাগ দেখি চমৎকার ।
 হেন বৃষ্টি সাগর পরিণ গলে হার ॥
 শ্রীরাম বলেন, নল, শুনহ বিশেষ ।
 দেউল গঠিয়া দেহ পূজিতে মহেশ ॥
 এত শুনি নল বীর হইয়া সঙ্ঘর ।
 দেউল গঠিল সেই জাগ্রাল-উপর ॥
 পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবন নন্দন ।
 চিত্র বিচিত্র করে দেউল গঠন ॥
 শ্বেতবর্ণ শিব গঠি তাহার ভিতর ।
 নল জানাইল গিয়া রামের গোচর ॥

(১) আড়েওড়ে—আড়ালে। (২) মালসটি—বাইঠোকা। (৩) ভাবকি—মুখ-ভেংচানি। (৪) বান্ধা ক্রমে মতে হয় দিনে। (৫) মূল বামায়ণে বিত্তীষণ। (৬) সূর্য্যের নন্দন—সূর্য্যীব।

শ্রীরাম বলেন, শুন পবন-কুমারে ।
 শ্বেত-পদ্ম সহস্র আনিয়া দেহ মোরে ॥
 এত শুনি চলে বীর পবন-নন্দন ।
 কৈলাসেতে যথা কুবেরের পদ্ম-বন ॥
 তাহার মধ্যেতে আছে এক সরোবর ।
 ফুটিয়াছে পুষ্পসব জলের উপর ॥
 সহস্র কমল তুলি পবন-নন্দন ।
 আনিয়া দিলেন বীর যথা নারায়ণ ॥
 শিব-পূজা করিতে বসিলা ভগবান ।
 কৈলাস ছাড়িয়া শিব হৈলা অধিষ্ঠান ॥
 দুই হাত ধরিয়া রামের ত্রিলোচন ।
 দুই জন হরষিত প্রেম-আলিঙ্গন ॥
 মহেশ বলেন, প্রভু, পূজা কর কার ।
 রাম, তুমি ইষ্টদেব হও যে আমার ॥
 শ্রীরাম বলেন, তুমি মোর ইষ্ট হও ।
 রাবণ বধিতে তুমি পুষ্প-জল লও ॥
 শিব বলেন, আমার সেবক দশানন ।
 সীতা চুরি কৈল, তার হটক মরণ ॥
 তোমার বাণেতে হবে সবংশে সংহার ।
 বড় প্রিয় লঙ্কেশ্বর আছিল আমার ॥
 না চিনিল ইষ্টদেব প্রভু রঘুবর ।
 আপন মরণ সেই কৈল স্থিরতর ॥
 আয়ুঃশেষ হৈল ধরি জানকীর চূলে ।
 শাপ দিলা সীতা তারে মনের আকূলে ॥
 এই হেতু হবে তার সবংশে সংহার ।
 শীঘ্র চলি যাহ রাম, সাগরের পার ॥
 এত বলি দুই জনে করিয়া প্রণাম ।
 কৈলাসে গেলেন শিব বলি রামনাম ॥

শ্রীরামের সসৈন্ত লঙ্কার প্রবেশ ।

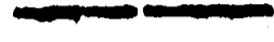
শ্রীরাম চলিলা তবে সহিত লক্ষ্মণ ।
 পশ্চাতে সুগ্রীহ রাজা আর বিভীষণ ॥
 দক্ষিণ চাপিয়া চলে মন্ত্রী আশ্ববান্ ।
 আগে আগে খাইরা চলিল হনুমান্ ॥
 চলিল অঙ্গদ বীর ল'য়ে সেনাগণ ।
 এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জন ॥
 রাম-অয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ ।
 শুনিয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ ॥
 রাবণেরে কহে গিয়া যত নিশাচর ।
 আইলা শ্রীরাম পার হইয়া সাগর ॥
 পার হ'য়ে লঙ্কায় উঠিল নারায়ণ ।
 রাম-অয় বলি ডাকে যত কপিগণ ॥
 দূরে ছিল সীতাদেবী, দূরে ছিল রাম ।
 দুই জনে আসিয়া হইলা এক স্থান ॥
 পোহাইতে আছে তখন রাত্রি প্রহর দেড় ।
 রামের কটকে লঙ্কাপুরী কৈল বেড় ॥
 কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবির রচন ।
 সুন্দরকাণ্ডেতে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

প্রহকারের প্রার্থনা ।

তোমার চরণে এই নিবেদন রাম ।
 ধন-পুত্র-লক্ষ্মী দিয়া পূর মনস্কাম ॥
 ইহা বিনা কিছু ভয় নাহি প্রয়োজন ।
 মনের বাসনা পূর্ণ কর নারায়ণ ॥
 তব পদে ভক্তি সঙ্গ, মাগি এই বর ।
 মরণে চরণ দিও রাম গদাধর ॥

এই দয়া কর রাম দয়ার ঠাকুর ।
পাপে মুক্ত করি মোরে লবে নিজপুর ॥
রাম রাম শ্রেষ্ঠ রাম কমল-লোচন ।
কৃপা কর রামচন্দ্র, লইসু শরণ ॥

তোমা বিনা অকিঞ্চনের কেহ নাহি আর ।
চরমে ও পথে মতি রহিবে আমার ॥
এই নিবেদন মোর শুন নারায়ণ ।
গঙ্গাজলে রাম ব'লে ত্যজি এ জীবন ॥



প্রাচীন বৃত্তি-বঙ্গী রামায়ণ

লেখকগণ

কেকিকণ্ঠাভনীসং সুরবরবিলসমিপ্রপাদাভুচিহ্নং
শোভাচ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্করা সুপ্রসন্নং ।
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকববুত্তং বন্ধুনা সেব্যমানং
নৌমীড়্যং জ্ঞানকীশং বঘুবরমনিশং পুষ্পকারুচবামম্ ॥

শুক-সারণ কর্তৃক রাম-সৈন্য-পরিদর্শন ও রামচন্দ্রের ক্ষমা প্রদর্শন ।

বান্ধা গেল সাগর, কটক হইল পার ।
দিনে দিনে রাবণের টুটে (১) অহঙ্কার ॥
কাঁকর (২) হইল রাজা গণি মনে মনে ।
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে (৩) ॥
শুন শুক-সারণ, তোমরা বুদ্ধিমান্ ।
চর্চ (৪) গিয়া রামের কটক কিপ্রমাণ ॥
পাথরেতে বান্ধা গেল সাগর গভীর ।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম করে কোন্ বীর ॥
ভাল মতে জ্ঞান বিভীষণের যে মতি ।
একে একে জ্ঞান সব যোদ্ধা সেনাপতি ॥
বল বুদ্ধি জ্ঞান সব রামের মন্ত্রণা ।
প্রথমে জানিহ সব প্রধান যে জনা ॥

রামের সহিত থাকে কোন্ মহাবীর ।
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির ॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে ।
রাজ-প্রদক্ষিণ (৫) করি যায় মনোরথে ॥
কপিরূপে সান্ধাইল বানর ভিতর ।
লেখা-জোখা নাই যত দেখিল বানর ॥
কত পার হইল, কত হৈতে আছে পার ।
লিখিবার শক্তি কার দেখিতে অপার ॥
কটক চর্চিয়া ভ্রমে চর দুই জন ।
দূরে থাকি দেখে তাহা মিত্র বিভীষণ ॥
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষস ভাল জানে ।
বিভীষণ দুই চরে চিনে সেই ক্ষণে ॥

(১) টুটে—নষ্ট হয় । (২) কাঁকর—হস্তবুদ্ধি । (৩) ভণে—বলে । (৪) চর্চ—অনুসন্ধান কর ; পরীক্ষা কর । (৫) প্রদক্ষিণ—দেবতা বা পূজ্য ব্যক্তিকে দক্ষিণ হস্তের দিকে বাধিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করা ।

ঘরের সেবক বলি না করিল আশ্রা (১) ।
 বানর হাতাইয়া (২) কৈল পঞ্চম অবস্থা (৩) ॥
 আপনারে প্রত্যয়িত (৪) জানাবার তরে ।
 রথ হৈতে নামিয়া সে দুই চরে ধরে ॥
 বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়া ।
 দূরে থাকি সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া ॥
 শালগাছ উপাড়িয়া আনে আচম্বিতে ।
 মহাকোপে ধায় বীর রাক্ষসের ভিতে ॥
 এড়িলেক শালগাছ মেঘের সমান ।
 রাক্ষসে বাণে গাছ হৈল খান খান ॥
 আর গাছ আনে তার দশ ক্রোশ গোড়া ।
 গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গুঁড়া ॥
 পড়িল সারথি ঘোড়া নাহিক দোসর ।
 দুই হাতে দুই জন যুঝে ঘোরতর ॥
 বানর উপরে করে বাণ বরিষণ ।
 গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন ॥
 গদার বাড়িতে সব করে চুরমার ।
 সুগ্রীব বলেন, গর্ব করিস্ কি গদার ॥
 মার দেখি গদা বুক পেতে দিশু তোরে ।
 গদার যা সহিয়া তোরে দেই যম-ঘরে ॥
 দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক ।
 মার দেখি গদা, সবে দেখুক কৌতুক ॥
 পাতিয়া দিলেন বুক সুগ্রীব-ভূপতি ।
 গদা মারে শুক আর সারণ দুর্মতি ॥
 বজ্রসম বুক তার বজ্জেতে নিৰ্ম্মাণ ।
 তাহাতে লাগিয়া গদা হৈল খান খান ॥
 গদা মারি দুই জন হইল কাঁকর ।
 দুই চর বান্ধি নিল রামের গোচর ॥
 বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর ।
 ডানদিকে মিত্র তাঁর সুগ্রীব বানর ॥

বামদিকে উপবিষ্ট অশুভ লক্ষণ ।
 জোড়হাতে বসিয়াছে যত মন্ত্রিগণ ॥
 হেনকালে দুই চর খেয়ে আগুসরে ।
 প্রণাম করিল সবে রাজ-ব্যবহারে (৫) ॥
 ভয়েতে ছাড়িল তারা জীবনের আশ ।
 কহিতে লাগিল কিছু গদগদ ভাষ ॥
 কটক চর্চিত্তে মোরে পাঠায় রাবণে ।
 কে জানে এমন দায় ঘটিবে এখানে ॥
 লুকাইয়া প্রবেশিয়া হ'লাম বিদিত ।
 বুঝিয়া করহ প্রভু, যে হয় উচিত ॥
 শুনিয়া চরের কথা শ্রীরামের হাস ।
 উভয়েরে দয়াময় করেন আশাস ॥
 বিভীষণ ধরিলেন কাটিবার মনে ।
 বারণ করেন রাম তারে সেইকণে ॥
 কাস্ত হও, চর-হত্যা নহে রাজ-ধর্ম্ম ।
 সেবক মারিলে সিদ্ধ হবে কোন্ কর্ম্ম ॥
 গোপনে আইসে চর, ভ্রমে সর্ব্ব স্থানে ।
 দুই চারি কথা এই বলিহ রাবণে ॥
 হরিয়া আনিল সীতা মম অগোচরে ।
 সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে ॥
 শূন্য ঘরে সীতা হ'রে আনিল আমার ।
 ভয়ে পলাইয়া গেল সাগরের পার ॥
 সেই ত সাগর আমি হইলাম পার ।
 জিজ্ঞাস রাবণ রাজা কি বলিবে আর ॥
 শুনিয়াছ খর-দুষণের যে প্রকার ।
 প্রভাতে হইবে সেই প্রকার তোমার ॥
 যে কোন প্রকারে আজি পোহাউক রাত্তি ।
 এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাত্তি ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
 লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

(১) আশ্রা—(এখানে) আশ্রয় । (২) হাতাইয়া—হস্তগত করিয়া ; বন্দী করিয়া । (৩) পঞ্চম অবস্থা—বৃত্ত্যপথের পঞ্চম । (৪) প্রত্যয়িত—বিশ্বস্ত । (৫) রাজ-ব্যবহারে—রাজসম্মান দেখাইয়া ।

শ্রীরাম-কর্তৃক রাবণের
নিন্দাবাদ ।

ত্রিভুবন সে জিনিয়া, স্তম্ভরী সব আনিয়া,
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজে ।
তা সবার প্রাণনাথ, ডরে নাহি হাঁটে বাট (১),
অনাথ হইয়া তারা ভঞ্জে ॥
সীতার সে শাপানলে, আমার এ কোপানলে
রাবণের নাহিক নিস্তার ।
বিশ্বকর্মার নির্মাণ, এ কনক লঙ্কাখান,
পুড়িয়া হইল ছারখার ॥
রাজা হ'য়ে চর মারে, অপযশ এ সংসারে,
কহ গিয়া তব লঙ্কেশ্বরে ।
দেখুক সে দশস্কন্ধ, সাগরেতে সেতুবন্ধ,
লঙ্কাপুরী ঘেরিল বানরে ॥
কপিগণ যে প্রচণ্ড, মেঘ করে খণ্ড খণ্ড,
মার্ত্তণ্ড (২) ধরিতে পারে বলে ।
সাগর না সহে টান, রণে নাহি পরিত্রাণ,
হনুমান্ বধিবে সকলে ॥
এলে সৈন্য চর্চ্চিবারে, যাবে কেন অগোচরে,
বল' তারে কথা ছুই চারি ।
কাটি তার দশ মুণ্ড, বিভীষণে ছত্র-দণ্ড
দিব আর রাণী মন্দাদরী ॥
বন্দি রামের চরণ, কৃষ্টিবাস বিচক্ষণ,
বিরচিল সরস্বতী-বরে ।
সর্ব-পাপ-বিনাশন, সার গ্রন্থ রামায়ণ,
মুক্তি পায় শ্রবণ যে করে ॥

শুক-সারণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা ও
রাবণকে শ্রীরামের কটক-বার্তা কথন ।

দিয়া রাজ-প্রসাদ পাঠান রাম চর ।
রাবণেরে ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর ॥
দাণ্ডাইতে নারে চর, নাহি নাড়ে পাশ ।
উর্দ্ধমুখে বার্তা কহে, ঘনে উর্দ্ধশ্বাস ॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু কটক-ভিতরে ।
যাবা মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥
বিভীষণ ধরি নিল কাটিবার মনে ।
প্রাণদান করিলেন রাম নিজগুণে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজে ।
দেখিলাম চারিজন আনন্দে বিরাজে ॥
রামের যেমন ধনু, শর তুল্য তারি ।
আছুক অশ্রুর কাজ, একা রামে নারি ॥
ভুবন-সহায় যদি অষ্ট লোকপাল ।
তবু জিনিবারে নারে, বিক্রমে বিশাল ॥
শতক যোজন সেতু হইল সাগরে ।
বাক্কিল যোজন শত বৃক্ষ ও পাথরে ॥
উত্তর কূলের সেতু ঠেকিল দক্ষিণে ।
পার হৈল রাম-সৈন্য যুদ্ধিবার মনে ॥
পালে পালে কপিগণ পর্বত আকার ।
দেখিয়া ডরাই, ঘেন মহা অন্ধকার ॥
কেহ বা পিঙ্গলবর্ণ, কেহ বা শ্যামল ।
রক্তবর্ণ কেহ, কেহ বরণ উজ্জল ॥
উভে (৩) পরিমাণ দেখি পর্বত-সমান ।
রণে প্রবেশিতে চাহ, কিন্তু কাঁপে প্রাণ ॥
এক চাপে কপি-সেনা যায় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ।
ওর (৪) নাহি পাই, যত চাহি এক দৃষ্টে ॥
গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা ।
অথবা গণিতে পারি আকাশের তারা ॥

(১) বাট—রাস্তা । (২) মার্ত্তণ্ড—সূর্য । (৩) উভে—উচ্চতার । (৪) ওর—শেষ ; সীমা ।

নির্ণয় করিতে পারি সাগরের পানি ।
তথাপি বানর-সৈন্য নিশ্চয় না জানি ॥
কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি ।
লঙ্কাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি ॥

— —

শুক-সারণ কর্তৃক রাবণকে পরিচয় সহ
রাম-সৈন্য প্রদর্শন ।
হইল শুকের বাক্য যদি অবসান ।
সারণ বলিছে দশানন-বিজ্ঞান ॥
আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয় ।
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ হয় কি না হয় ॥
অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময় ।
চর সহ উঠিলা রাবণ ছুরাশয় (১) ॥
চতুর্দিকে জল-স্থল ব্যাপিল বানর ।
দেখিয়া রাবণ-রাজ্য সমুদয়-অস্তর ॥
সহস্র বৎসর যুদ্ধ করি নিরস্তর ।
তথাপি না ফুরাইবে কটক বিস্তর ।
বানর চিনিতে চাহে রাজ্য দশানন ।
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত দেখায় সারণ ॥
বানর সহস্র-কোটি যাহার সংহতি ।
ওই দেখ নীলবর্ণ নীল সেনাপতি ॥
নীল সেনাপতি সে হেলায় যদি নড়ে ।
ছায়ায় প্রহর পথ সৈন্য আড়ে জোড়ে ॥
বানর সমুদয় কোটি যার পাছু লাগে ।
সুগ্রীব ভূপতি দেখ স্ত্রীরামের আগে ॥
ত্রিশ কোটি কপি সহ ওই যে গবাক্ষ ।
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধূম্রাক্ষ ॥
সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে ।
রণে গেলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে ॥

হিন্দুলিয়া পর্বতের হিন্দুল যেন অল্প ।
পঞ্চাশৎ কোটি কপি সঙ্গে স্বরভঙ্গ ॥
মলয় পর্বতের বানর বর্ণে গেরি (২) ।
সহিত সমুদয় কোটি দেখহ কেশরী ॥
শরভ বানর দেখ সহস্রকোটি সহ ।
রণেতে পশিলে তারে নাহি পারে কেহ ॥
সম্পাতি বানর ঐ হেলায় যদি নড়ে ।
শরীর যোজন দশ তার আড়ে জোড়ে ॥
একাদশ কোটিতে বানর মহামতি ।
সহস্র কোটিতে ঐ কুমুদ সেনাপতি ॥
শত শত উত্তরের বীর মহাবলী ।
যাহাদের চলনে পপনে উড়ে ধূলি ॥
দেখ ধূম্র ধূম্রাক্ষ রাজার দুই শালা ।
বানর-কটক মধ্যে যেন মেঘমালা ॥
মহেশ্বর দেবেশ্বর দেখ সুবেগ-নন্দন ।
আশীকোটি বীর দুই ভাইয়ের ভিড়ন ॥
ভল্লুক-কটক দেখ মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
আশীকোটি বানরেতে দেখ হনুমান্ ॥
দেখ পয় গবাক্ষ যে সাক্ষাৎ শমন ।
পঞ্চাশৎ কোটি দুই ভাইয়ের ভিড়ন ॥
বৈজয়রাজ সুবেগ ঐ রাজার খসুর ।
তিন কোটি বৃন্দ (৩) বীর যাহার প্রচুর ॥
দেখহ সুগ্রীব রাজ্য বানরাধিপতি ।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে যাহার সংহতি ॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালমত ।
তার ভাই সুগ্রীব লঙ্কাতে সমাগত ॥
নল বীর দেখ বিশ্বকর্ষ্মার মন্দন ।
যে বান্ধিল পারাবার (৪) শতেক যোজন ॥
পাছ-পাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু ।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে এই মাত্র হেতু ॥

(১) ছুরাশয়—ছুর্তি । (২) গেরি—গিঘিষাটি । (৩) বৃন্দ—একশত কোটি । (৪) পারাবার—সাগর ।

যুবরাজ অঙ্গদ সে বাণির কুমার ।
 কুড়ি লক্ষ কপি তার নিজ পরিবার ॥
 রামের বানর-সংখ্যা কি কব কাহিনী ।
 শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥
 শত কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয় ।
 শত কোটি মহাবৃন্দে অর্কবৃন্দ নিশ্চয় ॥
 শত কোটি অর্কবৃন্দে মহাঅর্কবৃন্দ লেখা ।
 শত কোটি মহাঅর্কবৃন্দে এক অর্কবৃন্দ শিক্ষা ॥
 শত কোটি অর্কবৃন্দে এক মহাঅর্কবৃন্দ হয় ।
 শত কোটি মহাঅর্কবৃন্দে শব্দ যে নিশ্চয় ॥
 শত কোটি শব্দে এক মহাশব্দ জানি ।
 শত কোটি মহাশব্দে এক পদ্য গণি ॥
 শত কোটি পদ্যে এক মহাপদ্য হয় ।
 শত কোটি মহাপদ্যে সাগর নির্ণয় ॥
 শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি ।
 শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিনী ॥
 শত কোটি অক্ষৌহিনীতে এক অপার ।
 অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥
 হেথা বিভীষণ বলে শ্রীরাম-গোচর ।
 হের রাজা দশাননে প্রাচীর উপর ॥
 ঝাট (১) বাণ মারি তুমি, কাটহ সত্বর ।
 ঘুচুক মনের দুঃখ, জুড়াও অস্তর ॥
 ধনুর্বাণ ল'য়ে রাম করেন সন্ধান (২) ।
 তাহা দেখি সত্বরে পলায় দশানন ॥
 শুক-সারণ বলে, ছাড় জীবনের আশ ।
 কটকের চাপ (৩) দেখি লাগরে তরাস ॥
 জীবনের বাসনা যতপি থাকে মনে ।
 সীতা দেহ রামেরে রাবণ এই ক্ষণে ॥

সীতা দিয়া রামেরে না কর যদি প্রীত ।
 শ্রীরামের হাতে রাজা মরিবে নিশ্চিত ॥
 গরুড় পাইলে সর্প গিলে উত্তরণে ।
 অব্যাহতি নাহি তব শ্রীরামের বাণে ॥
 শুক আর সারণ কহিলে এইরূপ ।
 কোপে দুই চরে ভৎসে দশানন ভূপ ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত ভাবিয়া নারায়ণে ।
 লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত রামায়ণে ॥

শুক-সারণের প্রতি রাবণের কোপ ।

কোপে কহে লঙ্কেশ্বর, মৃত্যুর নাহিক ডর,
 শত্রুর প্রশংসা বারে বারে ।
 কি ছার মিছার নর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
 সদা খাটে আমার দুয়ারে ॥
 স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবনে, দেবতা গন্ধর্ব-গণে,
 যক্ষ কি কিন্নর বিছাধর ।
 কম্পিত আমার ডরে, কি ভয় বানরে নরে,
 কি বলিলি হীনবুদ্ধি চর ॥
 কপি দেখ লক্ষ লক্ষ, রাক্ষস জাতির ভক্ষা,
 তারে ভয় কর কি কারণে ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দৌছে, বলে মমতুল্য নহে,
 ইন্দ্ৰিতে (৪) বধিব দুই জনে ॥
 কুপিলে কুমার-ভাগে(৫), কে আসি যুক্তিবে আগে
 ভয় কর মানুষ-বানরে ।
 কৃষ্ণিবাস রচে গীত, দশানন ক্রোধাধিত,
 বারে বারে ভৎসে দুই চরে ॥

(১) ঝাট—শীত । (২) সন্ধান—ধনুকে বাণ বোঝনা । (৩) কটকের চাপ—সৈন্যবল-বাহুল্য ।
 (৪) ইন্দ্ৰিতে—ইসারায় ; এখানে অন্নায়সে । (৫) কুমার-ভাগে—রাজকুমারগণ ।

রাবণের তিরস্কারে শুক-সাবণের পলায়ন ।
 পরশৈল্য চর্চিবারে পাঠালাম তোরে ।
 পরের বড়াই (১) করিস্ আমার গোচরে ॥
 যাহার প্রসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে ।
 মারিতে আইলে বৈরী, তার গুণ বন্দে ॥
 পূর্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে ।
 আজি কোপ এড়াইলি সেই সে কারণে ॥
 দূর বেটা চর, আর না কর বাখান ।
 আপনার দোষে পাছে হারাইস্ প্রাণ ॥
 এত যদি দশানন বলিলেক রোষে ।
 পলায় লইয়া প্রাণ শুক-সারণ ত্রাসে ॥

শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যবল-নির্ণয়ে
 শার্দূলের গমন ।

জোড় হাত করি বলে বীর মহোদর ।
 যে না জানে কিছুই পাঠাও হেন চর ॥
 কহিতে না জানে কথা সভা-বিজ্ঞমানে ।
 হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে ॥
 রাবণ ডাকিয়া আনে শার্দূল-রাক্ষসে ।
 পঞ্চজন সঙ্গে সে আইল তার পাশে ॥
 পঞ্চজন মধ্যে তার শার্দূল প্রধান ।
 দশানন দিল তার হাতে গুয়া-পাণ (২) ॥
 কোন খানে রাম-সৈন্য পোহায় রজনী ।
 কোন বাটে কপিগণ করিল উঠানি (৩) ॥
 চরের প্রসাদে রাজা সর্ব বার্তা জানে ।
 চরের প্রসাদে রাজা পর-চক্র (৪) জানে ॥
 লক্ষণ-সুগ্রীব-রামে জানি ভালমতে ।
 পর-চক্র জানি, তুমি আইস করিতে ॥

রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে ।
 যাবামাত্র ঠেকিলেক বিভীষণ-হাতে ॥
 বিভীষণ বলে, কোথা গেলি রে বানর ।
 হেথা আসিয়াছে দেখ রাবণের চর ॥
 সেই বাক্যে বানর চরের চুলে ধরে ।
 চারিদিকে বেড়িয়া তাহারে কিল মারে ॥
 ঘরের সেবক বলি না করিল খুন ।
 বানর তাহারে দিল কষ্ট পুনঃপুনঃ ॥
 আপন প্রত্যয় রামে জানাবার তরে ।
 পঞ্চ চর লৈয়া গেল রামের গোচরে ॥
 দাণ্ডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ ।
 উর্দ্ধ মুখে বার্তা কহে, ঘন বহে শ্বাস ॥
 চর্চিত্তে তোমার সৈন্য পাঠায় রাবণে ।
 বিভীষণ ধরে প্রভু, কাটিবার মনে ॥

শ্রীরাম বলেন, আমি চরে নাহি মারি ।
 রাবণে বলিহ মোর কথা দুই চারি ॥
 সর্বদা পাঠাও চর কোন প্রয়োজনে ।
 তোমায় আমায় দেখা হইবেক রণে ॥
 আপনি দেখিবে এই কটক দুর্বার ।
 কিমতে রাবণ তুমি পাইবে নিস্তার ॥
 মারিব রাবণ তোরে করি খণ্ড খণ্ড ।
 বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড ॥
 আমার বিক্রম ঘূষিবেক ত্রিভুবনে ।
 রাবণে মারিয়া রাজা করি বিভীষণে ॥

শার্দূলের প্রত্যাগমন ও রাবণ-সমীপে
 শ্রীরামের গুণ-কীর্তন ।

প্রসাদ পাইয়া চর বিদায় হইল ।
 লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে কহিল ॥

(১) বড়াই—গর্ব । (২) গুয়া-পাণ—সুপারি ও পাণ । কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যে নিযুক্ত করিবার সময়ে পাণ-সুপারি প্রদান করা প্রাচীন প্রথা ছিল । (৩) উঠানি—(এখানে) আক্রমণ । (৪) পর-চক্র—শক্রের চক্রান্ত ; শক্রের কূট মন্ত্রণা ।

তোমার আজ্ঞায় গেশু সৈন্য চচ্চিবারে ।
 যাবা মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥
 কপি সব লয়ে গেল রামের গোচরে ।
 রঘুনাথ প্রাণদান দিলেন আমারে ॥
 কহিল সারণ-শুক সৈন্য যে অধিক ।
 দেখিলাম কটক নয়নে ততোধিক ॥
 কি কব রামের রূপ, সে অতি সুঠাম ।
 জ্ঞান হয় দেখিলে মানুষ নহে রাম ॥
 প্রকাণ্ড পুরুষ রাম সুদৃশ্য-শরীর ।
 আজ্ঞামু-লম্বিত বাহু, নাভি সুগভীর ॥
 সুদীর্ঘ নাসিকা তাঁর শ্রীখণ্ড (১) কপাল ।
 কল মূল খান, তবু বিক্রমে বিশাল ॥
 দুর্বাদল-শ্যাম তনু অতি মনোহর ।
 কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর ॥
 আকার প্রকার তাঁর হেরি হয় জ্ঞান ।
 ত্রিভুবনে বীর নাই রামের সমান ॥
 ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম, গুণের সদন ।
 বিপক্ষ নাশিতে রাম প্রলয়-জলন (২) ॥
 না মারেন রাম তারে যার নম্র বাণী ।
 যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি (৩) ॥
 আছুক অণ্ডের কাজ, দেবে তারে নারে ।
 রাক্ষস হাজার দশ একা রামে মারে ॥
 পাত্র মিত্র বুঝায়, না লয় তব চিতে ।
 বিধির নির্ব্বন্ধ বুদ্ধি হৈল বিপরীতে ॥
 সীতা লাগি রাবণ মরিল হায় হায় ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে গীত কৃষ্টিবাস গায় ॥

শ্রীরামের মাহাত্ম্য-বর্ণন

শমন-দমন রাবণ-রাজা রাবণ-দমন রাম ।

শমন-ভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম ॥

রাম নাম জপ ভাই অশ্ব কন্দ পিছে ।
 সর্ব্ব ধর্ম্ম-কন্দ রাম-নাম বিনা মিছে ॥
 মৃত্যুকালে যদি নর 'রাম' বলি ডাকে ।
 বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে ॥
 শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা ।
 তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা ॥
 পাপি-জন মুক্ত হয় বান্দীকির গুণে ।
 অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥
 রাম-নাম লইতে না কর ভাই হেলা ।
 ভব-সিন্ধু তরিবারে রাম-নাম ভেলা ॥
 অনাথের নাথ রাম প্রকাশিলা লীলা ।
 বনের বানর বন্দী, জলে ভাসে শিলা ॥
 রামজন্ম-পূর্বে ষাটি সহস্র বৎসর ।
 অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥
 রাম-নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি ।
 ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ-তরী ॥
 চণ্ডালে যাহার দয়া বড় সক্রুণ ।
 পাষণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ ॥
 শ্রীরাম-নামের গুণে কি দিব তুলনা ।
 পাষণ মনুষ্য হয়, নৌকা হয় সোনা ॥
 রাম-নাম লৈতে ভাই না করিহ হেলা ।
 সংসার তরিতে রাম-নামে বান্দ ভেলা ॥
 শ্রীরাম-স্মরণে যেনা মহারণ্যে যায় ।
 ধনুর্বাণ ল'য়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥
 রাম-নাম বল ভাই, মুখে বার বার ।
 ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর ॥
 করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে ।
 অশ্বমেধ ফল পাবে রামায়ণ শুনে ॥
 এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা ।
 পাদ-স্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা ॥

(১) শ্রীখণ্ড—চন্দন ; এখানে চন্দন-চচ্চিত্ত অর্থ বুদ্ধিতে হইবে । (২) প্রলয়-জলন—প্রলয় কালের অগ্নি ।
 (৩) উঠানি—আক্রমণ ।

পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে ।
 দীন দেখি নৌকা রাম লয়ে গেলে দূরে ॥
 যার সনে কড়ি ছিল, গেল পার হ'য়ে ।
 কড়ি বিনা পার করে, তারে বলি নেয়ে (১) ॥
 ধ্যান পূজা তন্ত্র-মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান ।
 তারে যদি পার কর তবে জানি রাম ॥
 যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে ।
 তারে কি তরাবে রাম, তারে নিজ গুণে ॥
 মোর সনে কড়ি নাই, পার হব কিসে ।
 কর বা না কর পার, কূলে আছি ব'সে ॥
 নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে (২) ।
 কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥
 আপনি সে ভাগ প্রভু, আপনি সে গড়' ।
 সর্প হ'য়ে দংশ তুমি, ওঝা হ'য়ে ঝাড় ॥
 সকলি তোমার লীলা, সব তুমি পার ।
 হাকিম হ'য়ে লুকুম দেও, পেয়াদা হ'য়ে মার ॥
 অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে ।
 পতিত-পাবন (৩) নাম কি গুণে ধরিবে ॥
 সাধুজনে তরাইতে সর্বদেব পারে ।
 অসাধু তরান যিনি, ঠাকুর বলি তাঁরে ॥
 অহল্যা পাষণ হ'য়ে ছিল দৈববশে ।
 মুক্তিপদ (৪) পায়, তব চরণ-পরশে ॥
 পার কর রামচন্দ্র রঘু কুল-মণি ।
 তরিবারে দুটি পদ করেছ তরণী ॥
 তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব ।
 বাজন-নুপুর (৫) হ'য়ে চরণে বাজিব ॥
 রাম নদী ব'য়ে যায় দেখহ নয়নে ।
 তাহে স্নান কর গিয়া, কূলে বসি কেনে ॥

হেদে রে পামর লোক পার হবি যদি ।
 মন ভরি পান কর, ব'য়ে যায় নদী ॥
 সে নদীর মধ্যে নাই কুস্তীর ছাঙ্গর ।
 ঝড় বৃষ্টি না পাইবে তাহার উপর ॥
 পিয় স্বচ্ছ স্নানীতল সুমধুর জল ।
 কোথায় চলিয়া যাবে অস্তুরের মল ॥
 যতই করিবে পান না মিটিবে আশা ।
 জল পিতে পিতে পুনঃ বাড়িবে পিপাসা ॥
 বারেক যাইলে রাম-নদীর ওপার ।
 এ পারে আসিতে নাহি হয় পুনর্বার ॥
 মৃত্যুকালে বারেক যে 'রাম' বলি ডাকে ।
 সে ই স্বর্গে যায়, যম দাড়াইয়া দেখে ॥
 এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি ।
 ছেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি ॥

সীতাদেবীকে স্ত্রীধামের মায়ামুণ্ড-প্রদর্শন

শাঙ্গুল বলিছে, রাজা, কর অবধান ।
 রামের বিক্রম-কথা শুন বিচ্যমান ॥
 খর আর দুষণ ত্রিশিরা তিন জন ।
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের মিলন ॥
 একে একে সংহারিলা একা রঘুনাথ ।
 কেমনে দাড়াবে রণে তাঁহার সাক্ষাৎ ॥
 দেখিনু শুনিমু যে কহিতে শুয় করি ।
 বুকিয়া করহ কার্য লঙ্কা-অধিকারী ॥
 শুক আর সারণ কহিল তব হিত ।
 অপমান করিলে তাদের যথোচিত ॥

(১) নেয়ে—নাবিক । (২) ভালে ভালে—সুন্দর রূপে । (৩) পতিত-পাবন—যিনি পতিত (নীচ)-কে উদ্ধার করেন । (৪) মুক্তিপদ—মুক্তিস্থান; এখানে পবিত্রাণ অর্থে প্রযুক্ত । (৫) বাজন-নুপুর শব্দারমান নুপুর ।

আপনি সুবুদ্ধি রাজা বিচারে পণ্ডিত ।
বুঝিয়া করহ কর্ম যে হয় উচিত ॥

শার্দূলের কথাতে রাবণ রাজা হাসে ।
রাজার প্রসাদ (১) দেয় যত মনে আসে ॥
বলয় কঙ্কণ দিল, মাণিক রতন ।
পঞ্চশব্দ বাত (২) দিল রাজার বাজন ॥
বিচিত্র-নির্মাণ দিল হার ও কেয়ুর ।
নানা রত্ন মণি দিল চরণে নৃপূর ॥

চরের বচন যেই হৈল অবসান ।
অস্তুরে হইল চিন্তা, উড়িল পরাণ ॥
দশানন পাত্র-মিত্রে দিলেন মেলানি ।
বিদ্যাজিহ্ব (৩) নিশাচরে ডাকিল তখনি ॥
তোরে বলি বিদ্যাজিহ্ব মায়ার সাগর ।
তুমি ত অলজ্য পাত্র (৪) লঙ্কার ভিতর ॥
মৈথিলীকে আনিলাম বড় সুখ-আশে ।
অত্মপি না হয় সুখ, হইবে কি শেষে ॥
এতদিনে সীতা না হইল অনুগতা (৫) ।
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরষিতা ॥
পাত্র-কার্য করি মোর কুলাও আরতি (৬) ।
রামের ধনুক-মুণ্ড করহ সম্প্রতি ॥
ধনু-মুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস ।
স্বামী দেবরের তরে হইবে নিরাশ ॥

এত যদি বিদ্যাজিহ্ব রাজ-আজ্ঞা পায় ।
রামের ধনুক-মুণ্ড গঠিবারে যায় ॥

বসিল সে বিদ্যাজিহ্ব করিয়া ধেয়ান ।
গুরুর চরণ বন্দি জোড়ে ব্রহ্ম-জ্ঞান ॥
বসিল যে বিদ্যাজিহ্ব ধ্যান নাহি টুটে ।
ব্রহ্ম-জ্ঞানের তেজে ধনুক-মুণ্ড উঠে ॥
বিচিত্র-নির্মাণ সেই ধনুকের গুণে ।
কুণ্ডল (৭) নির্মিত রত্ন শোভে দুই কানে ॥
মুকুতা জিনিয়া তার দশনের জ্যোতি ।
অবিকল বিশ্বফল (৮) ওষ্ঠাধর-দ্রুতি ॥
চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া বাকিলেক চূড়া ।
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া ॥
শ্রীরামের মুণ্ড সে করিলেক নির্মাণ ।
যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান ॥
রামের সমান ধনু করিয়া নির্মাণ ।
রাবণের আগে নিয়া করিল জোগান ॥
শ্রীরামের মুখ দেখে' দশানন হাসে ।
রাজার প্রসাদ দেয় যত মনে আসে ॥

বিদ্যাজিহ্ব নিশাচরে খুইলেক দ্বারে ।
প্রবেশিল আপনি অশোক-বনাস্তরে ॥
মিথ্যা সত্য করি পাতে কথার পাতন ।
যে প্রকারে সীতার প্রতীত (৯) হয় মন ॥
মোর বাক্য নাহি শুন, বাড়িও জঞ্জাল ।
তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এতকাল ॥
হেন মনে করি, তোরে কাটি এই দণ্ডে ।
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে ॥

(১) রাজার প্রসাদ—রাজ অমুগ্রহ । (২) পঞ্চশব্দ বাত—(ক) সত্য (সত্যদি মঙ্গলসে বাহিত) মুদক, ভবলা, ঢোলক ; (খ) বহির্দ্বারিক (শোভাবাত্রা, মগর-সকীর্ণনাদিতে বাহিত) ঢাক, ঢোল, নহবত, নাগাড়া ; (গ) গ্রাম্য—মাধল, জোড়-খাই, ডুগছুপি, ডমরু, ধঞ্জনী ইত্যাদি (ঘ) সামরিক—জগন্নাথ, হামামা, কাড়া, ঢকা, তাসা ; (ঙ) মাজল্য—টিকারা, ডম্ব, খোল । (৩) বিদ্যাজিহ্ব—অনৈক প্রসিদ্ধ মায়ারী বাকস । (৪) অলজ্য পাত্র—অনতিক্রম্য মন্ত্রী ; অর্থাৎ যে মন্ত্রীর মন্ত্রনা লঙ্ঘন করা যায় না—শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী । (৫) অনুগতা—বশীভূতা । (৬) আরতি—আবেদন । (৭) কুণ্ডল—কর্ণভূষণ । (৮) বিশ্বফল—তেলাকুচো ফল । (৯) প্রতীত—বিশ্বাস-যোগ্য ।

মনে মনে ভাব যে রামের কত গুণ ।
 আজিকার রণ-কথা মন দিয়া শুন ॥
 বহিল পাথর গাছ যত কপিগণ ।
 হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন ॥
 নিদ্রায় বানর-গণ গড়াগড়ি যায় ।
 মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেকাঠেকি মূচ্ছিতের প্রায় ॥
 এই সব বার্তা আমি শুনি চর-মুখে ।
 রাত্রিযোগে গেলাম যে কেহ নাহি দেখে ॥
 বানর-উপরে আগে করি হানাহানি (৮) ।
 বাণেতে কাটিয়া করিলাম দুইখানি ॥
 বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান ।
 খড়গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি দুই খান ॥
 পড়িল তোমার রাম লক্ষ্মণ কাতর ।
 দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর ॥
 বানরের মধ্যে এক স্ত্রী প্রধান ।
 প্রহারে জর্জর অতি আছে মাত্র প্রাণ ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল কপি এক জোড়া ।
 কাটিলাম দুই পা, তাহারা দৌহে খোঁড়া ॥
 বানরের মধ্যে যার করিস বাখান ।
 হাত পা কাটিলাম, পড়িল হনুমান ॥
 এইমত করিলাম বানরের দণ্ড ।
 এই দেখ জানকি, রামের কাটামুণ্ড ॥
 কোথা গেলি বিদ্যাজিহ্ব-নাম নিশাচর ।
 জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিহ বাখান ।
 লক্ষ্মীকাণ্ডে মায়ামুণ্ড করিলেন গান ॥

— — —

সীতাদেবীর হৃদয়-বেদনা ।
 দেখিয়া রামের মুখ জানকী চুঃখিতা ।
 বিলাপ করেন বহু ধরণী-পতিতা (১) ॥
 কৃষ্ণণে পোহাল প্রভু, আজিকার রাতি ।
 অভাগিনী হারামাম তোমা হেন পতি ॥
 আপদ পড়িলে প্রভু সহোদর ছাড়ে ।
 লক্ষ্মণ বানর-সৈন্য লয়ে দেশে নড়ে (২) ॥
 বিদেশে আসিয়া প্রভু, হারালে জীবন ।
 লক্ষ্মণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ ॥
 সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি ।
 রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে দিয়া ডালি (৩) ॥
 শুনিয়া কৌশল্যা-দেবী তোমার মরণ ।
 তাজ্জিবেন প্রভু, তব শোকেতে জীবন ॥
 জনকের ঘরে ছিনু অভাগিনী সীতা ।
 জনম-চুঃখিনী আমি, নাহি মাতা-পিতা ॥
 তোমার চরণ সেবে আইলাম বনে ।
 আমারে তাজ্জিয়া কোথা গেল হে এক্ষণে ॥
 অগ্নিতে প্রবেশ করি তাজ্জিব জীবন ।
 একবার দেখা দেহ কমল লোচন ॥
 রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিল রাবণে ।
 কেন নিধি বিড়ম্বিল রাম হেন জনে ॥
 সর্বলোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা ।
 আমারে বিধবা কৈলা কেমন দেবতা ॥
 অকারণে আছয়ে রাবণ মোর আশে ।
 গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভু-পাশে ॥
 যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিলি দুইখান ।
 সেই খড়্গ কাট মোরে যাউক পরাণ ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিহ শোভন ।
 গাইলেন সীতাদেবী-হৃদয়-বেদন ॥

(১) হানাহানি—মারামারি । (২) ধরণী-পতিতা—ভুলুষ্ঠিতা । (৩) নড়ে—চলে । (৪) ডালি—উপহার ; কেট ।

সীতাদেবীর আক্ষেপ ।

এমনি বাণের শিক্ষা, মুনিগণে কৈলে রক্ষা,
তাড়কা মারিলে এক বাণে ।
সুবাহু রাক্ষস মারি, মুনি যজ্ঞ রক্ষা করি,
গেলা প্রভু জনক-ভবনে ॥
শিবের ধনুক-ভঙ্গে, লোকে চমৎকার লাগে,
করেছিলে এ পাণি গ্রহণ ।
পরশুরামে করি জয়, গেলা প্রভু অযোধ্যায়,
জয় জয় সকল ভুবন ॥
আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী, হারালাম হেন পতি,
কান্দে সীতা মায়ামুগু লৈয়া ।
পড়ি দৈব-দুর্ঘটনে, এলে প্রভু তপোবনে,
কোথা গেলা আমারে ত্যজিয়া ॥
পরে নিল রাজ্যখণ্ড, বিধি মোরে কৈল দণ্ড,
ভাগ্যে মোর দৈবের লিখন ।
দারুণ কৈকেয়ী তাতে, বাদ সাধে বিধিমতে,
আমি হারাইলুমু রাম-ধন ॥
ত্যজিয়া রাজ্যের আশ, করিলে হে বনবাস,
পঞ্চবটী এলাম তিন জন ।
সূৰ্পখা-নাক-কান, কেটে কৈলে অপমান,
রাক্ষস বিপক্ষ সে কারণ ॥
করিলে বিষম রণ, মারিলা খর-দুষণ,
চৌদ্দ হাজার নিশাচর জিনি ।
মারীচ রাক্ষসে মারি, পাঠাইলা যম-পুরী,
হেন প্রভু লোটারি ধরণী ॥
বালি বানরেরে মারি, স্ত্রীবেবেরে মিত্র করি,
সাগর শুষিলা এক বাণে ।
করিলা বিষম রণ, বধি কত শত জন,
কার বাণে হারাইলা প্রাণে ॥

স্মরিতে সে সব কথা, অন্তরে লাগিছে ব্যথা,
সহনে না যায় এই দুঃখ ।
ধন জন সুসম্পদ, কিছু নহে চিরপদ (১),
আর না দেখিব চাঁদমুখ ॥
অনলে প্রবেশ করি, কলেবর পরিহরি,
আমার জীবনে নাহি কাম ।
এই কৃষ্টিবাস-বাণী, শুন সীতা ঠাকুরাণী,
পাইবে আপন প্রভু রাম ॥

সীতাদেবীকে সবমার সাঙ্ঘনা দান ।

কাতর হইয়া সীতা করেন বোদন ।
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন ॥
করিতে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ ।
রাম-জয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ ॥
বানরের সিংহ-নাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী ।
মুগু লৈয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী ॥
দশানন গিয়া শীঘ্র বৈসে সিংহাসনে ।
তাহারে বেড়িয়া বৈসে পাত্র-মিত্র-গণে ॥
কান্দেন অশোক-বনে শ্রীরাম-প্রেয়সী ।
হেনকালে আইল সে সরমা রাক্ষসী ॥
সীতা বলিলেন, এস সরমা বহিনী ।
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী (২) ॥
বিষ-পানে মরি হিন্দ্র অনলে প্রবেশি ।
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশাসি ॥
যাহ দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা ।
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা (৩) ॥
জানাইয়া স্বরূপে (৪) আমারে কর রক্ষা ।
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা ॥

(১) চিরপদ—চিরস্থায়ী ঐশ্বর্য্য । (২) প্রাণী—প্রাণ । (৩) হানা—বাধা । (৪) স্বরূপে—প্রকৃত বিষয়ে ।

সীতা-বাক্যে সরমা হইল এক পাখী ।
রাবণ নিকটে গেল চতুর্দিক দেখি ॥
রাবণ কহিছে, মন্ত্রিগণ, কহ সার ।
কেমনে রামের সৈন্য করিব সংহার ॥
মন্ত্রী বলে, সীতা দিলে হবে অপমান ।
স্বয়ং করিয়া যুদ্ধ রামের লহ প্রাণ ॥

হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী ।
রাবণের কাছে গেল করি ভাড়াভাড়া ॥
আশে পাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে ।
রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রিগণে ॥
সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ ।
কহিতে লাগিল বুড়ী হ'য়ে আশ্রয়ান ॥
দেবতা গন্ধর্ভ নহে, সীতা ত মানুষী ।
কতবড় দেখিয়াছ তাহারে রূপসী ॥
রাক্ষস হইয়া কেন মনুষ্যেতে সাধ ।
এখনি যে দেখিতেছি পড়িবে প্রমাদ ॥
চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস যার বাণে ।
ত্রিশিরা দূষণ আর খর পড়ে রণে ॥
সে রাম কৃতাস্ত-দণ্ড-তুলা দণ্ডধারী ।
কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী ॥
আমার বচন শুন পুত্র লঙ্কেশ্বর ।
সীতাদেবী দেহ গিয়া রামের গোচর ॥
সীতা দিয়া রামের সহিত কর প্রীতি ।
নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি ॥

এত যদি বলে বুড়ী মনের সস্তাপে ।
শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে (১) ॥
মায়ের গৌরব রাখি, তে কারণে সেই ।
অশ্রু জন হইলে তাহার প্রাণ লই ॥
কুড়ি চক্ষু রাক্ষা করি চাহে লঙ্কেশ্বর ।
নাড়ি-স্তর করি বুড়ী উঠি দিল রড় (২) ॥

বুড়ী যদি পলাইল পেয়ে অপমান ।
রাবণেরে বুঝায় তখন মালাবান ॥
এতদিনে নাতি তব বিক্রম বাখানি ।
বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি ॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কুলে ।
কোন রাজা ভাসাইল পাষণ সলিলে ॥
সাগর হইল পার হইয়া মানব ।
হেন রামে ঘাঁটাইলা, এ কি অসম্ভব ॥
এতদিন শুনিতেছ রামের বিক্রম ।
সুজনের বন্ধু রাম দুর্জনের যম ॥
কুড়ি চক্ষু রাক্ষা করি চাহিল রাবণ ।
মালাবান রহিল হইয়া ভীত-মন ॥

রাবণ রাক্ষসগণে ডাক দিয়া আনে ।
চিকে দিকে রাখিল সে লঙ্কার রক্ষণে ॥
মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন ।
এক লক্ষ রাক্ষস সে দ্বারেতে ভিড়ন (৩) ॥
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিতে যে প্রধান ।
রাক্ষস অর্ধ দু কোটি পর্বত-প্রমাণ ॥
পূর্বদ্বারে রাখিল প্রহস্তু সেনাপতি ।
তিন কোটি রাক্ষস যে তাহার সংহতি ॥
রহিল উত্তর দ্বারে আপনি রাবণ ।
তিন দ্বারে যত তার দ্বিগুণ ভিড়ন ॥
অক্ষৌহিণী সত্তর সহিত সে রাবণ ।
সতর্ক সশঙ্ক সদা সব পুরজন ॥

সরমা জানিয়া ইহা চলিল সত্তর ।
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর ॥
রাবণ কহিল কিখা, না করে সংগ্রাম ।
সর্বথা কুলে তব আছেন শ্রীরাম ॥
তোমা দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে ।
কত মত বুঝাইল রামে ভজিবারে ॥

(১) কোপে—ক্রোধ হয়ে । (২) রড়—ঘোড় ; ছুট । (৩) ভিড়ন—সমাবেশ ।

মাতার বচন ছুঁই না শুনিল কানে ।
সেইমত তাড়াইল বুড়া মালাবানে ॥
কারো যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার ।
বিনাযুদ্ধে সীতা তব নাহিক উদ্ধার ॥
বহু কষ্ট গেল সীতা, অল্পমাত্র আছে ।
দেখিয়া রামের মুখ, সুখ পাবে পাছে ॥
ক্রন্দন সংবর সীতা, ত্যজ অভিমান ।
দিন দুই চারি বাদে যেয়ো প্রভু-স্থান ॥
সরমার বাক্যে সীতা সংবরি ক্রন্দন ।
চিস্তেন জীরাম-পাদপদ্ম অশ্রুক্ষণ ॥
জীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস ।
সরমা-সংবাদ গায় কবি কৃষ্টিবাস ॥

সুগ্রীব কর্তৃক লঙ্কার চারি দ্বারে
বানর-সৈন্য-সংস্থাপন ।

সুমেয়র চূড়া যেন আকাশেতে লাগে ।
সেই মত উচ্চগিরি শোভা পায় আগে ॥
গড়ের বাহিরে গিরি তিরিশ যোজন ।
তাহাতে উঠিলে হয় লঙ্কা দরশন ॥
পর্বতে চড়েন রাম সহ সেনাগণ ।
সঙ্গেতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ ॥
পর্বত-উপরে রাম করেন দেয়ান (১) ।
দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্মার নির্মাণ ॥
স্বর্ণ-রৌপ্য-ঘর সব দেখিতে রূপস ।
চালের উপর শোভে কনক-কলস ॥
ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুর্দিকে ।
রাজ-গৃহ পাত্র-গৃহ শোভে একে একে ॥
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাধান ।
পৃথিবী-মণ্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান ॥

এ পুরীর রাজা কেন হয়েছে রাবণ ।
তবে শোভে, যদি রাজা হয় বিভীষণ ॥
রঘুবংশে যদি আমি রাম-নাম ধরি ।
বিভীষণে করিব লঙ্কার অধিকারী ॥
বিভীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল সাজে ।
বিভীষণে রাজা করি লোকে যেন পূজে ॥
আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাসে ।
গিরি হৈতে উলেন সকলে রাত্রিশেষে ॥

পর্বত উপরে রাম বঞ্চিত রাত্তি ।
নামিলেন সত্বর সহিত সেনাপতি ॥
পেহাইতে আছে অল্প যখন রজনী ।
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি ॥
পাইয়া সুগ্রীব জীরামের অনুমতি ।
চারি দ্বারে রাখিল বানর-সেনাপতি ॥

নীল সেনাপতি বলি ঘন ঘন ডাকে ।
একেরে ডাকিতে সবে ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
সুগ্রীব বলেন, নীল, তুমি সেনাপতি ।
লঙ্কায় যুক্তিতে তব প্রথম আরতি (২) ॥
বাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রধান ।
ভালমতে রাখ গিয়া পূর্বদ্বারখান ॥
নীল বীর পূর্বদ্বারে যায় হরষিত ।
ডাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল হরষিত ॥

সুগ্রীব বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ ।
তোমার অধীন সর্ব বাহর-সমাজ ॥
বাছিয়া কটক তুমি লহ সারাৎসার (৩) ।
ভালমতে রাখ গিয়া দক্ষিণের দ্বার ॥
চলে অঙ্গদের ঠাট সবে বাছের বাছ ।
এক হাতে পর্বত, দ্বিতীয় হাতে গাঁছ ॥
ধূলী উড়াইয়া তা'রা করে লঙ্কাকার ।
মার মার শব্দে ধায় দক্ষিণের দ্বার ॥

(১) দেয়ান—সভা । (২) আরতি—সম্বোধন । (৩) সারাৎসার—ভাল হ'তে ভাল ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



তুমি মোরে নষ্ট কর এ নতুন বিচার ।
কোন অপরাধ আমি করি নু তোমার ॥—৩১৭ পৃঃ

LIBRARY
018

কুন্তিবাসী রামায়ণ



ক্ৰন্দন সংবর সীতা তাজ অভিমান ।
দিন দুই চারি বাদে যেয়ো প্রভু-স্থান ॥—৩৩৬ পৃঃ

দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হ'য়ে হরষিত ।
ডাক দিয়া হনুমান-আনিল ত্বরিত ॥

সুগ্রীব বলেন, শুন বীর হনুমান্ ।
সবা হইতে রাখি আমি তোমার সন্মান ॥
শিশুকালে লাক দিলে ধরিতে ভাস্কর ।
সাহস করিয়া বাছা ডিঙ্গালে সাগর ॥
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে প্রধান ।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান ॥
যেখানে থাকেন রাম লক্ষ্মণ দু'ভাই ।
সাবধান হ'য়ে তুমি থাকিবে তথাই ॥
ধায় হনুমানের কটক মহাবল ।
কিলকিল শব্দেতে ব্যপিল নভস্তল (১) ॥
ধূলা উড়াইয়া যায় করি অঙ্ককার ।
মার মার করি গেল পশ্চিমের দ্বার ॥

পূর্বে নীল বীরে দিয়া না হয় প্রত্যয় ।
ডাকিয়া কুমুদ বীরে আনিল তথায় ॥
সুগ্রীব বলেন, হে কুমুদ সেনাপতি ।
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি ॥
সে সব বানর ল'য়ে পূর্ব-দ্বারে চল ।
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল (২) ॥
তোমা সঙ্গে যতপি নীলের সৈন্য ভাগে (৩) ।
তার ভাল-মন্দ যে তোমাতে দায় লাগে ॥
সুগ্রীবের আদেশ লজ্জিবে কোন্ জন ।
নীলের কাছেতে করে কুমুদ গমন ॥

দক্ষিণে অঙ্গদে রাখি প্রতীতি (৪) না যায় ।
ডাক দিয়া মহেন্দ্রেরে তথায় পাঠায় ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন সুবেগ-নন্দন ।
আশী কোটি কপি দুই ভাইয়ের ভিড়ন ॥
সে সকল লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল ।
অঙ্গদ-কটকে গিয়া হও অনুবল ॥

তোমা বিজ্ঞমানে যদি সেই সৈন্য ভাগে ।
ভদ্রাভদ্র তাহার তোমার প্রতি লাগে ॥
সুগ্রীবের আদেশ লজ্জিবে কোন্ জনা ।
অঙ্গদ পশ্চাতে গেল মহেন্দ্রের ধানা ॥

পশ্চিমে হনুকে দয়া নহে স্থির মন ।
ডাক দিয়া সুবেগেরে আনিল তখন ॥
সুগ্রীব বলেন, শুন সুবেগ সুহৃৎ ।
তিন কোটি বৃন্দ কপি তোমার সহিত ॥
সে সব লইয়া যাহ পশ্চিমের দ্বার ।
বায়ু-তনয়ের কর সাহায্য এবার ॥
তুমি সে থাকিতে যদি কোন মন্দ ঘটে ।
অপযশ তোমারি সে, লোকে ধর্ম টুটে ॥
সুগ্রীবের আদেশে সুবেগ মহাবীর ।
হনু পশ্চাতে গিয়া হইলেক স্থির ॥

উত্তরে কাহারে দিয়া নহে স্থির মন ।
আপনি সুগ্রীব রহে সহ কপিগণ ॥
সাগরের কূলেতে যে বানরের ঘর ।
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পালায় বানর ॥
বহু কোটি সেনাপতি পাত্র মিত্র ল'য়ে ।
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়ে (৫) ॥

ঔষধ আনিতে রহে বীর হনুমান্ ।
মন্ত্রণা-কর্ম্মেতে থাকক মন্ত্রী জাম্ববান্ ॥
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণ ।
চারি দ্বার সুগ্রীব দেখেন ঘনে-ঘন ॥
যেই দ্বারে সুগ্রীব দেখেন হীন-বল ।
তুনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল ॥
চারি দ্বারে দিতেছেন সুগ্রীব আশ্বাস ।
চারি-দ্বার-রক্ষা বিরচিল কৃষ্ণিবাস ॥

(১) নভস্তল—আকাশ । (২) অনুবল—সহায় । (৩) ভাগে—পলায় । (৪) প্রতীতি—বিশ্বাস ।
(৫) চাপিয়ে—অধিকার করিয়া ।

হবপার্কতীর কোন্দল ।

সাজিছে যতেক বীর, বাজিছে বাজন।
 অন্তরীক্ষে অমর-গণের হয় ধানা (১) ॥
 আইল গন্ধর্ব যক্ষ কিম্বর (২) চারণ (৩) ।
 আসিলেন বিধাতা মরালে আরোহণ ॥
 ঐরাবত আরোহণে আসে পুরন্দর ।
 মকর বাহনে আসে জলের ঈশ্বর ॥
 আসিলেন কার্তিক ময়ূরে আরোহণ ।
 সিদ্ধিদাতা আসিলেন মৃষিক-বাহন ॥
 বৃষভ বাহনে আইলেন পশুপতি ।
 কেশরী বাহনে মাতা আইলা পার্কতী ॥
 বসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি ।
 গন্ধর্বেতে গীত গায়, নাচে বিছাধরী ॥
 পৃষ্ঠ দিয়া পার্কতী বসেন এক দিকে ।
 ক্রোধ করি মহাদেবে কহেন সম্মুখে ॥
 তুমি ত ভাগ্য, সদা বেড়াও শ্মশানে ।
 কোন্ গুণে পূজে তোমা লঙ্কার রাবণে ॥
 ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী ।
 কেমনে আছহ স্থির বৃষ্টিতে না পারি ॥
 আপনার মাথা কাট আপনার করে ।
 দুঃখ নাহি হয় কেন সেবকের তরে ॥
 আর কোন্ সেবক লইবে তব ছায়া (৪) ।
 রাবণ সেবকে তব নাহি কিছু দয়া ॥

এত যদি বলিলেন ক্রোধে ভগবতী ।
 পার্কতীর বচনে কুপিত পশুপতি ॥
 বামাজ্জাতি, তোমার তিলেক নাহি শঙ্কা ।
 আপনি রাখহ গিয়া স্বৰ্ণপুরী লঙ্কা ॥

তপস্শা করিল দশ হাজার বৎসর ।
 অমর হইতে নাহি পাইলেক বর ॥
 এখন মরণ-পথ চিস্তিল রাবণ ।
 ত্রিভুবনে হেন কর্ম করে কোন্ জন ॥
 স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন দশরথ-ঘরে ।
 আপনি দিলেন পৃষ্ঠ (৫) অলঙ্ঘ্য সাগরে ॥
 দ্বারে রাম, রাবণের জীবন সংশয় ।
 বল দেখি রাবণের কিসে রক্ষা হয় ॥
 মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু-অধিষ্ঠান (৬) ।
 শ্রীরামের হাতে কেন পাবে পরিত্রাণ ॥
 মিথ্যা অনুযোগ (৭) মোরে না কর পার্কতী ।
 রাবণে রাখিতে নাহি আমার শক্তি ॥
 বিধাতার নিৰ্বন্ধ যে নারি ঘুচাইতে ।
 আপনি যে আছি আমি আপনার মতে ॥
 শঙ্কর শঙ্করী দুই জনেতে কোন্দল ।
 বিমুখ হইয়া হাসে দেবতা সকল ॥
 ধূর্জটির কোপ দেখি হাসে দেবগণ ।
 আজি কালি রাবণের হইবে মরণ ॥
 রাবণ মরিবে, সর্ব দেবতার হাস ।
 হরগৌরী-কোন্দল রচিল কৃষ্ণিবাস ॥

অক্ষয়-বায়ব (৮)

পঞ্চদিন উভয় সৈন্তের সমাবেশ ।
 পরস্পর কেহ করে নাহি করে ঘেষ ॥
 শ্রীরাম বলেন, তব জান বিভীষণ ।
 কি কারণ নাহি রণ দেয় দশানন ॥

(১) ধানা—স্থান । (২) কিম্বর—দেবলোকের গায়ক ; অশ্বের যুগের মত যুগ ও মাহুঘের মত শরীর ।
 (৩) চারণ—বাহারা যুদ্ধকালে বীর-গাথা গাহিয়া সৈন্তগণকে উৎসাহিত করে । (৪) ছায়া—আশ্রয় ।
 (৫) পৃষ্ঠ—পিঠ । সাগর, সেতুবন্ধনের পরামর্শ দিয়া শ্রীরামের বশত স্বীকার করে । (৬) বিষ্ণু-অধিষ্ঠান—
 ভগবানের অংশভূত । (৭) অনুযোগ—দোষাবোপ । (৮) বায়ব—দৌত্য ।

বিভীষণ বলে, প্রভু, কর অবগতি ।
 উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি ॥
 তাই বিপদের প্রতি নাহি দেয় হানা ।
 নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও এক জনা
 বিভীষণ সহ রাম যুক্তি করি সার ।
 হনুমান্ ডাকিয়া কহেন সমাচার ॥
 আইস বাছা হনুমান্ পবন-নন্দন ।
 লঙ্কাতে জানিয়া এস কি করে রাবণ ॥
 সভামধ্যে উঠিয়া বলিছে জাম্ববান্ ।
 একবার গিয়াছিল বীর হনুমান্ ॥
 যেই যাইবেক হনু লঙ্কার ভিতর ।
 হনুমান্ দেখিয়া কুপিব লঙ্কেশ্বর ॥
 মনেতে করিবে এই আসে বারেকার ।
 ইহা বিনা রাম-সৈন্যে বীর নাহি আর ॥
 দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা ।
 তাহারে আনিতে দূত যাক এক জনা ॥
 হনুমান্ হইতে অঙ্গদ বীর বড় ।
 তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়-বড় (১) ॥

রামের আজ্ঞায় চলে সুষেণ সহর ।
 মাথা নোয়াইয়া কহে অঙ্গদ-গোচর ॥
 বলি শুন তোমারে অঙ্গদ যুবরাজ ।
 রামের আজ্ঞায় চল বানর-সমাজ ॥
 অঙ্গদ বলেন, আমি যাব কি একাকী ।
 কিংবা থানা সহ যাব, তুমি বল দেখি ॥
 থানা ভাঙ্গিবারে নাই কোন প্রয়োজন ।
 একা গিয়া কর তুমি রাম-সম্ভাষণ ॥
 দূত-বাক্যে চলিল অঙ্গদ যুবরাজ ।
 আসিয়া মিলিল বীর রামের সমাজ ॥

রামেরে প্রণাম করি কহে করপুটে ।
 আজ্ঞা কর মহারাজ, এসেছি নিকটে ॥
 শ্রীরাম বলেন, হে অঙ্গদ মহাবলী ।
 রাবণ রাজ্যেরে কিছু দিয়া এস গালি ॥
 অঙ্গদ বলেন, প্রভু, যুক্তি নাহি হয় ।
 বালি-পুত্র আমি যে, আমাতে কি প্রত্যয় (২) ॥
 শ্রীরাম বলেন, সত্য-হেতু বালি বধি ।
 তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি ॥
 অঙ্গদ বলেন, প্রভু, এ বা কোন্ কথা ।
 নখে ছিঁড়ি আনিব তাহার দশমাথা ॥
 বালির বিক্রম তুমি জান ভালে-ভালে ।
 বিক্রম জানিবা মম সংগ্রামের কালে ॥
 পশিব রাক্ষস মধ্যে, করিব উঠানি ।
 রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি ॥
 সূত্রীব বলেন, বাছা, প্রাণের দোসর ।
 বিক্রমে বিশাল তুমি বাপের সোসর ॥
 এতকাল পালিলাম তোমা রাজভোগে ।
 দেখাও বাহুর বল শ্রীরামের আগে ॥
 লঙ্কা-মধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবণে ।
 আসিয়া শরণ লউক রামের চরণে ॥
 নতুবা সবংশে তারে শ্রীরাম-লক্ষণ ।
 খণ্ড খণ্ড করিবেন, রাখে কোন্ জন ॥
 অঙ্গদ করিল যাত্রা হ'য়ে স্তম্ভমন ।
 হেনকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ ॥
 কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্কেশ্বরে ।
 নিজ দুরাচার কর্ম যেন মনে করে ॥
 সভা-মধ্যে বলিলাম হিত যে বচন ।
 তেজারণে হইলাম লাথির ভাজন ॥

(১) দড়-বড়—কাছারো অপেক্ষা না রাখিয়া উচিৎ কথা সাহসেব সঙ্কিত বলি । (২) আপনি বাহ্যক
 অস্তায় রূপে বধ করিয়াছিলেন সেই বালির পুত্র আমি—আমাকে কি আপনি বিশ্বাস করেন ? এইরূপ
 অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

মুঢ় বিভীষণ নাহি বুঝে কোন কাজ ।
ভাল মন্ত্রী ল'য়ে তিনি হোন মহারাজ ॥
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পণ ।
কহিও ও সব কথা বালির নন্দন ॥

বার বার বন্দিয়া সে রামের চরণ ।
রাবণে ভৎসিতে যায় বালির নন্দন ॥
সুগ্ৰীব রাজ্যারে বন্দে বাপের সোদর ।
আর যত বন্দিলেক প্রধান বানর ॥
করিছে মঙ্গল-ধ্বনি সর্ব কপিগণ ।
আনন্দে দেখেন চেয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
যায় অস্তুরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকা-বুকা (১) ।
বায়ুস্তরে উড়ে যেন জলন্ত উলকা (২) ॥
লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিত গমন ।
পাত্রমিত্র ল'য়ে যথা ব'সেছে রাবণ ॥
দেবাস্তক নরাস্তক অতিকায় বীর ।
মহোদর মহোলাস দুর্জয়-শরীর ॥
হস্তি-পৃষ্ঠে প্রণাম জানায় অকম্পন ।
অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহিয়া সে ধূত্র-লোচন ॥
রথ সাজাইল দিয়া মণি মুক্তা হীরা ।
আসিয়া প্রণাম করে কুমার ত্রিশিরা ॥
আইল নিশঠ শঠ যেন যমদূত ।
অজয়-বিজয়-আদি যুদ্ধে মজবুত ॥
কুম্ভকর্ণ-সুত কুম্ভ নিকুম্ভ দু'জন ।
আর বজ্রদস্ত মাথা নোয়ায় তখন ॥
আইল খরের পুত্র সহর সভায় ।
তপন স্বপন আর বীর মহাকায ॥

যার ভয়ে ত্রিভুবন হয় বিকম্পিত ।
পিতারে প্রণাম করে বীর ইস্রজিত ॥
আইল সামন্ত সৈন্য বীর নানা-বর্ন ।
সবে মাত্র না আইল বীর কুম্ভকর্ণ ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার মনে ।
লঙ্কাতে অনর্থ এত কিছুই না জানে ॥

সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে ।
নর-কপি আসিয়াছে আমা মারিবারে ॥
শিশু রাম, শিশু কপি, না জানে আমায় ।
তেঁই সে আমার সনে যুঝিবারে চায় ॥
বাটা ভরি গুয়া দিব আড়নে আড়ন (৩) ।
যেই জন মারিবেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
এতেক বলিল যদি বীর লঙ্কাপতি ।
বীর-দাপ করি উঠে সব সেনাপতি ॥
নর-কপি, আমাদের তারে ভয় কিসে ।
আপনা আপনি নিধি গৃহেতে প্রবেশে ॥
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে ।
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্য-ফলে ॥
আজ যদি কুম্ভকর্ণ উঠেন জাগিয়া ।
খাইবেন লক্ষ লক্ষ বানর ধরিয়া ॥
ইস্রজিৎ আছে এক মহা-ধমুর্ধর ।
তার বাণে শত শত মরিবে বানর ॥
আগে গিয়া বানরের গলে দিব ফাঁস ।
খাইব ঘাড়ের রক্ত কামড়িয়া মাস ॥
মমুহু দু'টার মাংস বড়ই সুস্বাদ ।
সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ (৪) ॥

(১) ডাকা-বুকা—ডাকা (ডাকাত) বুকা (বুক) ডাকাতের মত সাহসী । (২) উলকা—উল ;
আকাশে ঘুরিতেছে যে অগ্নি-গোলক । এখানে অগ্নিকণা অর্থে ব্যবহৃত । (৩) আড়ন (আড়ল) অর্থাৎ
গল্পে বস্তু সুপারি পাওয়া যায় তাহা আনিয়া বাটা ভরিয়া দিব । অর্থাৎ যে বীর শ্রীরাম লক্ষ্মণকে মারিতে
পারিবে তাহার বিশেষ সম্মান করিব । পান সুপারি দিয়া সম্মান করা প্রাচীন প্রথা । (৪) অবসাদ—বৈত,
খেদ, বিষাদ । সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ—অর্থাৎ সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মাংস খাওয়াইব ।

জাঠি ও ঝকড়া শেল মুবল মুদগর ।
 হাতে করি দর্প করে যত নিশাচর ॥
 রাজার সম্মুখে কহে যত সেনাপতি ।
 আমরা থাকিতে তব কিসের দুর্গতি (১) ॥
 সীতা ল'য়ে ক্রীড়া কর আনন্দিত-মনে ।
 আমরা বাঙ্কিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 ত্রিভুবন সহায় করি যদি রাম আনে ।
 সীতা নিতে নারিবে আমরা বিদ্যমানে ॥
 বানরে ক'রোনা ভয়, তারা বশ পশু ।
 মুহূর্ত্তেকে মেরে দিব, ঘর-পোড়া না আশু (২) ॥
 সে বেটা প্রধান তার কটকের সার ।
 সে থাকিতে মহারাজ, রক্ষা নাহি আর ॥
 লঙ্কা দক্ষ ক'রে গেল রাত্রে এসে প'ড়ে ।
 সেই ভয় করি পুনঃ আসে কি বাহুড়ে (৩) ॥
 সেই আসি দেখে গেল অশোক-বনে সীতা ।
 সেই করালে রামের সনে স্ত্রীবেব মিতা ॥
 সেই ভুলালে বিভীষণে নানা কথা ক'য়ে ।
 সেই সাগর বেঁধে দিল গাছ-পাথর ব'য়ে ॥
 যত দেখ মহারাজ, সব চক্র তারি ।
 সে থাকিতে রাখিতে নারিবে রামের নারী ॥
 রাবণ বলে, যা বলিলে, মোর মনে তাই নিলে ।
 জন্মে যে না পাই ছুঃখ, ঘর-পোড়া তা দিলে ॥
 ধরত মোর বাপ সব কোন্ কালকে আর ।
 রাম লক্ষ্মণ থাকুক আগে ঘর-পোড়াকে মার ॥
 এই যুক্তি রাবণ রাজা করিতেছিল ব'সে ।
 এমনকালে অঙ্গদ বীর উত্তরিল এসে ॥

প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গাও ।
 পূর্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি (৪) ॥
 আকাশে দেউটি (৫) যেন ছুই চক্ষু জলে ।
 মস্তক ঠেকেছে তার গগন-মণ্ডলে ॥
 রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা ।
 অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা ॥
 বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক ।
 ভয়ক (৬) দেখিয়া যেন পায় মুষ্ক ॥
 ছুয়ারে ছুয়ারী ছিল উঠে দিল রড় ।
 লাথির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড় ॥
 যেখানে রাবণ-রাজা ব'সেছে দেওয়ানে (৭) ।
 লক্ষ্য দিয়া বীর গিয়া বৈসে মধ্যখানে ॥
 ব'সেছে রাবণরাজা উচ্চ সিংহাসনে ।
 তাহা দেখ অঙ্গদের বড় ছুঃখ মনে ॥
 কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল সভাতে ।
 পুরন্দর বার (৮) যেন দিল ঐরাবতে ॥
 স্তম্ভ-পর্বত যেন অঙ্গদের দেহ ।
 রামসেরা বলে বাপ, এটা এলো কেহ ॥
 বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে ।
 অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চূপ ক'রে আছে ॥
 অঙ্গদকে দেখে' রাবণ ছলে মায়া পাতে ।
 শত শত রাবণ হ'য়ে বসিল সভাতে ॥
 যে দিকে অঙ্গদ চাহে, সে দিকে রাবণ ।
 দশ মুণ্ড, কুড়ি বাহু, বিংশতি লোচন ॥
 সবাই রাবণ, ভেদ নাই এক জনে ।
 অঙ্গদ বলে, কথা কব কোন্ রাবণের সনে ॥

(১) দুর্গতি—কষ্ট । (২) ঘর-পোড়া না আশু—হনুমান্ না আশুক অর্থাৎ আমরা হনুমান্কেও
 আর ভয় করিব না, হনুমান্ আসিলে তাহাকেও বধ করিব । (৩) বাহুড়ে—কিষ্কিন্দ্রী । (৪) দিনপতি—
 সূর্য । (৫) দেউটি—প্রদীপ । (৬) ভয়ক—কুকুর । কোন কোন সংস্করণে ভয়ক । (৭) দেওয়ানে—
 সভায় । (৮) বার—প্রকাণ্ড সভায় পাত্রমিত্র সভাসদ লইয়া অধিষ্ঠান করা ; দরবার করা ।

| | |
|---|---------------------------|
| সবে মাত্র ইস্রাজিৎ ছিল আপন সাজে । | কোন্ বাপ তোর দিঘিজয় (২) |
| পুত্র হ'য়ে পিতার মূর্তি ধরবে কোন্ সাজে ॥ | কৈল তিন লোকে । |
| নিকুন্তিলা-যজ্ঞ (১) করে রাবণের বেটা । | কোন্ বাপ তোর কোথা গেল |
| কপালে দেখিল তার যজ্ঞ শেষ-কোঁটা ॥ | পরিচয় দে মোকে ॥ |
| অঙ্গদ বলে, বুঝিলাম এই বেটা মেঘনাদ । | কোন্ বাপ তোর চেড়ীর অন্ন |
| আকার ইঙ্গিতে তারে কহেন সংবাদ ॥ | খাইল পাতালে (৩) । |
| অঙ্গদ বলে, সত্য ক'রে কও রে ইস্রাজিতা । | কোন্ বাপ তোর বাঁধা ছিল |
| এই যত ব'সে আছে সব্যই কি তোর পিতা ॥ | অর্জুনের অখশালে (৪) ॥ |
| তারি জন্মে এত তেজ, গুরু লঘু না মানিস্ । | কোন্ বাপ তোর যম জিনিতে |
| তোর বাপের এত তেজ, ইস্র বেঁধে আনিস্ ॥ | গিয়াছিল দক্ষিণ (৫) । |
| ধন্য নারী মন্দোদরী, ধন্য তোর মাকে । | কোন্ বাপ তোর মাকাতার বাণে |
| এক যুবতী শতেক পতি, ভাব কেমনে রাখে ॥ | দাঁতে কৈল তুণ (৬) ॥ |

(১) নিকুন্তিলা-যজ্ঞ সহস্র যুগ বা বঙ্গীয় পশু-বন্ধন-কাঠ-শোভিত লক্ষ্যর যজ্ঞ-ক্ষেত্রে ও দেবালয়ে কামনা করিয়া যে যজ্ঞ করা হয় তাহার নাম নিকুন্তিলা যজ্ঞ। মেঘনাদ এই যজ্ঞ করিয়া পূর্ণাঙ্গি হইলে সেদিন সে সকলের অজ্ঞেয় হইত। (২) ব্রহ্মার বরে রাবণ অত্যন্ত গর্বিত হইয়া ত্রিলোক বিজয় করিবার জন্ত যাত্রা করিয়াছিল। (৩) একদা রাবণ বলিকে পরাজিত করিবার জন্ত পাতালে গমন করে। বলি তখন তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া আদর করিয়া বলিলেন, “তুমি কি চাও ?” রাবণ বলিল, “আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাই।” বলি এই কথা শুনিয়া রাবণকে বলিলেন, “ঐ যে সম্মুখে প্রদীপ্ত অগ্নির মত একটি চক্র পড়িয়া বহিয়াছে প্রথমে ঐ চক্রটা তুলিয়া আন ; পরে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে।” এই কথায় রাবণ চক্র তুলিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। এই সময়ে কতকগুলি বালক সেইখানে উপস্থিত হইল এবং রাবণের দশ-মুণ্ড কুড়ি-বাছ হেথিয়া এক বিচিত্র জীব মনে করিয়া তাহাকে অখশালার বন্দী করিয়া রাখিল। সেই সময়ে রাবণের প্রাণরক্ষার্থ বলির চেড়ী (দাসী) গণ সামান্ত সামান্ত অন্ন পানীয় প্রদান করিত। তাহা খাইয়া রাবণ অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিত। (৪) হৈহয়াদিপতি কার্তবীৰ্য্যার্জুন একদিন সহস্র স্ত্রী লইয়া নর্মদা নদীতে জল ক্রোড়া করিবার সময়ে সহস্র বাছ বিস্তার করিয়া নর্মদার জল প্রবাহ রুদ্ধ করিয়াছিল। ইহাতে নদীর উপকূল প্রাণিত হয় ও এই প্রাণে দ্বিপ-বিজয়ার্থী রাবণের শিবির প্রাণিত হইয়া যায়। এই হেতু রাবণ জুহু হইয়া কার্তবীৰ্য্যার্জুনকে আক্রমণ করে। অর্জুন সেই রমণী-গণের সম্মুখে রাবণকে বন্দী করিয়া নিজ রাজধানীতে লইয়া গিয়া স্বীয় অখশালার বন্দী করিয়া রাখে। (৫) রাবণ দিঘিজয়ে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়া যমের সহিত যুদ্ধ করে। সাত দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর যম রাবণকে বধ করিবার জন্ত কালহণ্ড নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন। ব্রহ্মা আসিয়া যমকে কালহণ্ড প্রতিসংহার করিতে বলিলে যম কালহণ্ড সংবরণ করেন। ইহাতেই রাবণ পরিত্রাণ পায়। (৬) দেবর্ষি পরশুরামের পরামর্শে রাবণ সপ্তদ্বীপপতি মাকাতার নিকটে রণাতিথ্য প্রার্থনা করে। মাকাতার সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে জুহু হইয়া মাকাতা পাতপত্ অন্ন ও রাবণ ব্রহ্মাঙ্ক বোধনা করিলে মহর্ষি পুলস্ত্য ও পালক আসিয়া উভয়কে অন্নক্ষেপ করিতে নিবেদন করেন।

| | |
|---|---|
| বোন্ বাপ তোর ধমুক ভাঙ্গিতে গিয়াছিল মিথিলা (১) । | একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা । |
| কোন্ বাপ তোর কৈলাসগিরি তুলিতে গিয়াছিল (২) ॥ | এ সব্বারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা (৩) ॥ |
| কোন্ বাপ তোর বধূর সনে হইল আসক্ত (৩) । | সূৰ্ণধা রাড়ী যারে করাইল দীক্ষা (৪) । দণ্ডক কাননে যে মাগিয়া খায় ভিক্ষা (৫) ॥ |
| তোর কোন্ বাপের ভগ্নী হ'রে নিল মধুদৈত্য (৪) ॥ | শব্দের কুণ্ডল কর্ণে, রক্ত-বস্ত্র পরে । ডম্বরু বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে ॥ |
| কোন্ বাপ তোর জন্ম হৈল জামদগ্ন্যের ভেজে (৫) । | সন্ন্যাসীর বেশ ধরে, মুখে মাখে ছাই । এ সব্বারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি চাই ॥ |
| মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঞ্চেছিল লেজে (৬) ॥ | সহিতে না পারে রাবণ অঙ্গদের কথা । লজ্জা পেয়ে রাবণ ভয়ে হেঁট করিল মাথা ॥ |

(১) সীতাহেবীর অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া সীতাহেবীকে বিবাহ করিবাবর জন্ম রাবণ মিথিলায় গমন করে। কিন্তু হরধমু ভক্ত করিতে অসমর্থ হওয়ার মনোহুঃখে ফিরিয়া আসিতে হয়। (২) বধূপী দশানন স্বীয় ভূজবল পরীক্ষা করিবাবর জন্ম মহাহেবের আবাস-স্থান কৈলাস পৰ্ব্বত উত্তোলন করে। ইহাতে পার্বতী অতিশয় ভীতা হইয়াছেন দেখিয়া শঙ্কর বিপুল চাপ ঘেন। এই চাপে দশাননের শঙ্ক হইতে কৈলাস পৰ্ব্বত পতিত হয় ও তাহার হস্ত তাহাতে চাপা পড়ে। দশানন বস্ত্রপায় অস্থির হইয়া বোধন করিতে থাকে। এই কারণে তাহার নাম হয় রাবণ। পরে মহাহেবের উপাসনা করিলে মহাহেব প্রীত হন। (৩) অঙ্গরী রক্তা একদিন রাত্রিযোগে রাবণের ভ্রাতৃপুত্র নলকুবের নিকট বাইতেছিল। পশ্চিমধ্যে রক্তা রাবণের দৃষ্টিপথে পড়ে। রক্তার কাতর নিবেদনেও সেদিন রাবণের হাত হইতে তাহার উদ্ধার হয় নাই। অঙ্গরাধর্ম্মে সেদিন রক্তা নলকুবের পত্নী; সুতরাং রাবণের বধু অঙ্গদের এই ইচ্ছিতে রাবণের বধু-হরণ ঘোষ প্রকাশ পাইয়াছে। (৪) রাবণের স্যেষ্ঠ মাতামহ মাল্যবানের কন্যা অমলায় গর্ভে কুশীনসীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং কুশীনসী রাবণের তগিনীস্থানীয়া। একদিন মেঘনাথ যজ্ঞ করিতেছিল, বিতীষণ জলমধ্যে পাড়াইয়া তর্পণ করিতেছিল, কুশকর্ণ গৃহমধ্যে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল এমন সময়ে মধু দৈত্য আসিয়া অমেক বাকস বধ করে; অবশেষে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুশীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। (৫) পরিশিষ্ট ঐষ্টব্য। (৬) একদা বালি সাগরকূলে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিল। এমন সময়ে রাবণ গিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। বালি সন্ধ্যা ত্যাগ না করিয়া লাজুল দ্বারা রাবণকে জড়াইয়া ধরিল। বালি একটু মজা করিবার জন্ম লাজুল-বীধা রাবণকে চারি সাগরে ডুবাইতে থাকে। পরে সন্ধ্যা সমাপন হইলে তেমনি বন্ধন অবস্থায় রাবণকে গৃহে লইয়া আসে। পরে রাবণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। ২০৭ পৃষ্ঠা ঐষ্টব্য। (৭) রাবণ সীতা হরণ জন্ম যোগিবেশ রাবণ করিয়াছিল। (৮) সূৰ্ণধার পরামর্শে রাবণ রামের সহিত বিপক্ষতা করে। (৯) যোগিবেশী রাবণ দণ্ডকবনের অন্তর্গত পঞ্চবটীতে ভিক্ষার ছলে আসিয়া সীতাকে হরণ করে।

দুঃখিত হইয়া রাবণ করিল মায়া ভঙ্গ ।
 তুই জনে বেধে গেল বাক্যের তরঙ্গ (১) ॥
 রাবণ বলে, শোন্ ওরে বান্ধা তোরে বলি ।
 কোথা হ'তে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি ॥
 কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে ।
 বনের বানর হ'য়ে কেন রাক্ষসের ঘরে ॥
 কি নাম, কাহার বেটা, কোন্ দেশে বসিস্ ।
 ভয় কি, মারিব নাই, সত্য ক'রে কহিস্ ॥
 অঙ্গদ বলে, তোর ভয়েতে ধরধরায়ে কাঁপি ।
 এখন এমন ধর্ম-কথা, মরুরে বেটা পাপী ॥
 তুই কোন্ ঠাকুরের বেটা, তোরে ভয় কি ।
 আমি কে জানিস্ না তুই, শোন্ পরিচয় দি ॥
 বালি আর সুগ্রীব দুই বীর অবতার ।
 জিনিতে যারে কিক্কিয়ায় গিছিলি একবার ॥
 পড়ে কি না পড়ে মনে হৈল অনেক দিন ।
 হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন্ (২) ॥
 সেই বালির স্তূত আমি, সুগ্রীবের চর ।
 অঙ্গদ নাম ধরি আমি, রামের কিক্কর ॥
 রাম কে, জানিস্ নাই, আনিলি সীতা হ'রে ।
 এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস কেমন ক'রে ॥
 এই তোর লঙ্কাপুরী, রাম বেড়িলেন এসে ।
 বের'না রাবণা কেন ঘরে রইলি ব'সে ॥
 অরুণ নয়, বরুণ নয়, (৩) রামের সঙ্গে বাদ ।
 বংশে কেহ না থাকিবে, না করিস্ সাধ ॥
 রাবণ বলে, বলি কি রাম লঙ্কাপুরে এসে ।
 বুঝি বা রামের ডরে রৈতে নারি দেশে ॥

এই কি ভেবেছে গুহক-চণ্ডালের মিতা (৪) ।
 বনের বানর সহায় ক'রে উদ্ধারিবে সীতা ॥
 রামের যোগ্যতা যত সব দেখতে পাই ।
 নৈলে কেন দেশে থেকে দূর ক'রে দেয় ভাই ॥
 নারী সঙ্গে লইয়া সে কেন বনে আসে ।
 ভাইকে মেরে রাজ্য ল'য়ে রয় না কেন দেশে ॥
 রাম যা পারে করুক এসে তোর সনে মোর কি ।
 সূৰ্পণখার নাক কাটে, বৃথা আমি জী (৫) ॥
 এনেছি রামের সীতা বলগে তার তরে ।
 করুক এসে রাম তপস্বী যা করিতে পারে ॥
 সূমেরু-পর্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে ।
 সতী যে রমণী, যদি নিজ পতি ছাড়ে ॥
 গরুড়ের ধন যদি হ'রে লয় কাকে ।
 খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে ॥
 খদ্যোত-উদয়ে যদি হয় চন্দ্র পাত ।
 রাবণ জীতে সীতা নিতে নারবে রঘুনাথ (৬) ॥
 বল্ গিয়া বান্ধা রে তোর রঘুনাথে ।
 সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিউক আপনার হাতে ॥
 যেখানে পর্বত ছিল সেখানে তা খোবে (৭) ।
 উপাড়িল যত বৃক্ষ, পুনর্বার রোবে (৮) ॥
 বিভীষণ এসে মোর পায়ে ধরুক কেঁদে ।
 ঘর-পোড়াকে এনে দিবি হাতে পায়ে বেঁধে ॥
 দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর নিশান্তাগে ।
 ছুয়ারে প্রহরী মোর কেহ নাহি আগে ॥
 লঙ্কা দগ্ন ক'রে গেছে রাত্রে এসে প'ড়ে ।
 তার শাস্তি ক'রে লব, তবে দিব ছেড়ে ॥

(১) বাক্যের তরঙ্গ—বাগবুদ্ধ । (২) চিন্—চিহ্ন ; দাগ । (৩) অরুণ নয়, বরুণ নয়—যে সে সাধারণ ব্যক্তি নয় । (৪) গুহক চণ্ডালের মিতা—রাম ; চণ্ডালের বহু রাম সে যুদ্ধের কি জানে—এইরূপ বিক্রম অর্থে ব্যবহৃত । (৫) জী—বাঁচি । (৬) মক্ষিকা কর্তৃক সূমেরু পর্বত সকালন, সতী রমণীর পতিত্যাগ, গরুড়ের সম্পত্তি কাক কর্তৃক হরণ, খলের শরীরে পাপবিক্ষিত, খদ্যোত (জোনাক পোকা) উদয়ে চন্দ্রের নাশ যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ রাম কর্তৃক রাবণের পরাজয়ও অসম্ভব বাপার । (৭) খোবে—বাঁধিবে । (৮) রোবে—রোপণ করিবে ।

ধনুক বাণ ফেলে রাম ধং (১) দিউক নাকে ।
 সর্বদোষ ক্ষমা ক'রে কৃপা করি তাকে ॥
 অঙ্গদ বলিছে, রাবণ, আমরা তাই চাই ।
 কচ-কচিত্তে(২) কাজ কি মোরা দেশেফিরে যাই ॥
 রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে নয় ।
 সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয় ॥
 যা বলিলে তা করিতে মুক্তি কি আছে ।
 যেখানে পর্বত ছিল খোব তার কাছে ॥
 বিভীষণকে বেঁধে এনে দিব তোর কাছে ।
 বুঝে প'ড়ে শাস্তি ক'রো মনে যত আছে ॥
 নির্মায়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া ।
 সূৰ্ণধার নাক-কানটি কিসে যাবে জোড়া ॥
 অঙ্গকুমার মেয়েছে যে স্ত্রীরামের চরে ।
 তার স্ত্রী বিধবা হ'য়ে আছে তোর ঘরে ॥
 যে তোর দারুণ পণ ভেমন করে কে ।
 কবে বলবি আমার বধুর স্বামী এনে দে ॥
 এক জনকে এনে দিলে তাও মনে না লবে ।
 মনের মত না হইলে, তাহাও ফিরে দিবে (৩) ॥
 ঘর-পোড়াকে এনে দিতে বলি বটে হয় ।
 সেদিন তারে দূর ক'রেছেন খুড়া-মহাশয় ॥
 অঙ্গদের কথা শুনে রাবণরাজা হাসে ।
 ঘর-পোড়াকে দূর করিল তার কোন দোষে ॥
 অঙ্গদ বলে, হনু যখন আসিতেছিল হেথা ।
 বলেছিলেন খুড়া তারে গোটা-চারেক কথা ॥
 যাও লঙ্কায় হনুমান্ পবন-কুমার ।
 পালন করিয়া কথা আসিহ আমার ॥
 কুম্ভকর্ণের মাথাটা আনিবে নখে ছিঁড়ে ।
 সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবে উপা'ড়ে ॥

অশোক-বন-সহ সীতা আনিবে মাথায় ক'রে ।
 বাম হস্তে আনিবে রাবণের ভুটা ধ'রে ॥
 পাঠায়েছিলেন তারে চারি কার্য তরে ।
 চারি কার্যের এক কার্য কিছুই না করে ॥
 কোপেতে সূত্রী'র রাজা কাটিতেছিলেন ভায় ।
 আমরা সকল বানর ধ'রে রেখেছি তাঁর পায় ॥
 অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর ।
 সূত্রী'বেরে আজ্ঞা দিলা, না মার বানর ॥
 না মারিল সূত্রী'ব শুনিয়া রামের কথা ।
 দূর ক'রে দিল তারে মুড়াইয়া মাথা ॥
 কোন দেশে পালিয়েছে, আছে কিবা নাই ।
 তার তব ক'রে মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই ॥
 অঙ্গদের কথা শুনে রাক্ষসেরা চায় ।
 সে করে নাই চারি কৰ্ম্ম, এই বা ক'রে যায় ॥
 অঙ্গদ বলে, বুকিলাম তোর এ সব কিছু নয় ।
 রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥
 যে থাকে বাসনা তোর, এই বেলা তা কর ।
 রাজ-আভরণ ল'য়ে সর্বান্তেতে পর ॥
 তুই মরিলে এ সব আর ভোগ করিবে কে ।
 ভাগুর ভাসিয়া ধন দরিদ্রকে দে ॥
 হয় (৪) হস্তী রথ আদি মহিষ গোধন ।
 নয়ন মুদিলে পব হবে অকারণ ॥
 স্বপ্নগত লোকে যেন নিধি পায় হাতে ।
 অ'ধি কচালিয়া উঠে রজনী-প্রভাতে ॥
 এ সব সম্পদ তোর দেখি সেই মত ।
 চৈতন্য থাকিতে কর্ আপনার পথ ॥
 স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর কথা ।
 কেবা যাবে তোর সনে হ'য়ে অশ্রুযুতা (৫) ॥

(১) ধং—অপরাধের দণ্ডরূপ ভূমিতে নালিকা বর্ষণ । (২) কচকচি—বিবাহ বিসম্বাদ ; অগড়া কলহ ।
 (৩) বিজ্ঞপার্থে । (৪) হয়—ঘোড়া । (৫) অশ্রুযুতা—সহযুতা ; যুত স্বামীর চিত্তার বে স্ত্রী বেহত্যাগ করে ।

আপনি কুঠার দিলি আপনার পায়ে ।
 অহঙ্কার ক'রে ডিঙ্গা (১) ডুবালি দরিয়ায় (২) ॥
 বুদ্ধিমান হ'য়ে জ্ঞান হারালি অভাগা ।
 শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা (৩) ॥
 বিভীষণের কথা তুই না শুনিলি কানে ।
 স্থখে শয্যা কর গিয়া শ্রীরামের বাণে ॥
 সর্বশাস্ত্র প'ড়ে বেটা হ'লি গণ্ডমূর্খ (৪) ।
 বল্লৈ কথা শুনিস্নাকো এই ত বড় দুঃখ ॥
 পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম রঘুমণি ।
 দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা অবনী ॥
 মদমস্ত (৫) নিশাচর পাপিষ্ঠ রাবণ ।
 মজ্জিবি সবংশে, তার উঠেছে লক্ষণ ॥
 রাম বিষ্ণু, সীতা লক্ষ্মী, না বুঝিলি মনে ।
 দশরথের ঘরে জন্ম দুষ্টের দমনে ॥
 মস্ত হয়ে ধরলি বেটা জ্ঞানকীর কেশে ।
 সেই অপরাধে তুই মজ্জিবি সবংশে ॥
 বিধাতা বিমুখ বড় হইলেন তোরে ।
 আনিলি রামের সীতা মরিবার তরে ॥
 দশহাজার দেব-কন্যা ভজিস্ রাত্রি-দিনে ।
 রহিতে নারিস্ বেটা পরদার (৬) বিনে ॥
 প্রমাদে (৭) প্রমত্ত হয়ে প'ড়ে গেলি ফাঁদে ।
 বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে ॥
 সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি দশরথ রাজা ।
 দেবতা গন্ধর্ভ আদি করে যার পূজা ॥

তাঁর ঘরে রঘুনাথ জন্মিলা আপনি ।
 এতদিনে নির্ব্বংশ হলি রে বৈশ্রবণি (৮) ॥
 ডুবিলি বাসনা-বিষে বিষয়-আস্বাদে ।
 তক্ষকে দংশিল তোর, কি করে ঔষধে ॥
 পঞ্চদশ-বর্ষে রাম নাশি তাড়কায় ।
 হরের ধনুক যিনি ভাঙ্গেন হেলায় ॥
 তাঁহার বনিতা সীতা আনলি বেটা হ'রে ।
 কালকূট বিষ খেলি ডান হাতে ক'রে ॥
 অহল্যা পাষাণী হ'য়ে ছিল দৈবদোষে ।
 মুক্ত হ'য়ে গেল রামের চরণ-পরশে ॥
 কার্তবীৰ্য্যার্জুন তৃণ করাইল দাঁতে ।
 তার দর্প চূর্ণ হ'ল পরশুরামের হাতে (৯) ॥
 পরশুরাম-পরাভব প্রভু রামের ঠাই ।
 তাঁর সঙ্গে তোর দ্বন্দ্ব, আর রক্ষা নাই ॥
 গেলি রে রাবণ তুই গেলি এত দিনে ।
 উপায় না দেখি তোর রাম-নাম বিনে ॥
 যদি জীতে (১০) ইচ্ছা থাকে, গলবস্ত্র হ'য়ে ।
 কান্ধে দোলা ক'রে সীতা ব'য়ে দিবি লয়ে ॥
 তবু যদি জ্ঞানকী-নাথ তোরে করেন রোষ ।
 শ্রীচরণে ধরি মোরা মেগে লব দোষ ॥
 রাবণ বলে, বানরা তোর মুখে পড়ুক ছাই ।
 আমার জন্ম দুঃখে শেষে মরুবি কেন ভাই ॥
 আমার তরে তোরা কেন ধরুবি রামের পায় ।
 যুদ্ধ ক'বে মরুব আমি তোর বাপের কি দায় ॥

(১) ডিঙ্গা—নৌকা। (২) দরিয়া—সমুদ্র। (৩) তাগা—বন্ধনী। (৪) গণ্ডমূর্খ—মহামূর্খ।
 (৫) মদমস্ত—অহঙ্কৃত; গর্ব্বিত। (৬) পরদার—পরস্ত্রী। (৭) প্রমাদ—চিত্তের অস্থিরতার জন্ম ভ্রান্তি।
 (৮) বৈশ্রবণি—বিশ্রবা মুনির পুত্র বলিঙ্গা দাবণের এই নাম। (৯) কার্তবীৰ্য্যার্জুন পরশুরামের পিতাকে
 বধ করে। এই কারণে পরশুরাম কার্তবীৰ্য্যার্জুনকে নিহত করিয়া পৃথিবীকে এক বিংশতি বার নিঃকত্রিয়া
 করেন। এই পরশুরাম রামচন্দ্রের নিকট পরাত্মত হইয়াছিলেন। বুল পুস্তকের ১০৭।১০৮ পৃষ্ঠা অষ্টব্য।
 (১০) জীতে—বাঁচিতে।

অঙ্গদ বলে, যত বুঝাই তোর মনে না লয় । কুম্বনসী ভয়ী তোর, দৈত্য নিল হরে ।
 রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥ কয়-জ্ঞেতে (৬) তুই বেটা, দেখ মনে করে ॥
 হিত-উপদেশ কি বুঝিবি, শোন্‌রে বেটা গরু । রত্নাবতী সতী সে খশুর বলে তোরে ।
 তুই বাঁচিলে আমার বাপের কীৰ্ত্তিকল্পতরু(১) ॥ অপমান কৈলি তারে পৰ্ব্বতের ক্রোড়ে ॥
 নৈলে তোরে বেঁচে থাকতে, সাধ ক'রে কি বলি । আশ্ব-ছিন্ন(৭)না জানিস্, পরকে দিস্ খোঁটা(৮) ।
 লোকে বলবে এই বেটাকে বেঁধেছিল বালি ॥ বারে বারে কহিস্ কথা, মর্ রে পাঞ্জি বেটা ॥
 নিত্য ঘুমবে আমার বাপের কীৰ্ত্তি জগন্ময় । তার আগেতে বড়াই কত যে না তোরে জানে ।
 তাই বলি দিন-কত বাঁচলে ভাল হয় ॥ দাঁতে কুটা করে এলি পরশুরামের স্থানে ॥
 রাবণ বলে, শোন্ বানরা, ধিক্ জীবনে তোর । অঙ্গদের কথা শুনি রাবণ ওঠে অলে' ।
 রাজার বেটা হ'য়ে হলি মানুষের নফর (২) ॥ অলস্ত অনলে যেন যুত দিল ঢেলে ॥
 পুত্র হ'য়ে পরশুরাম শুধতে পিতার ধার । দশানন বলে, ব'সে করিস কি রে দূত ।
 নিঃসক্রিয় ধরা কৈল তিন-সপ্ত বার (৩) ॥ পলাবে বানর বেটা, ধরতো মোর পুত ॥
 পুত্র হ'য়ে তুই তার কোন্ কর্ম্ম কৈলি । অঙ্গদ বীর বড় স্থির দর্প ক'রে কয় ।
 বাপকে মা'রয়া তোর মাকে বিলাইলি ॥ আর কে ধরিনে, আপনি আইস নয় ॥
 ধিক্ ধিক্ জীবনে তোর মা যার কুলটা (৪) । কুপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে ।
 যা রে বানর কহিস্ কথা, মর্ বানরা বেটা ॥ কোপে গালি দেয় সে রাবণ তাহা শুনে ॥
 অঙ্গদ বলে, বটে রাবণ, মোর মা কুলটা । অঙ্গদ বলিল, মর্ পাগল রাবণ ।
 সত্য করি বল দেখি তুই কার বেটা ॥ কিসের বড়াই তুই করিস্ এখন ॥
 জন্ম তোর ব্রহ্মবংশে, ত্রিভুবনে খ্যাতি । তার আগে দর্প কর যে জন না জানে ।
 বিশ্বশ্রবার বেটা তুই, পুলস্ত্যর নাতি ॥ তোর যত বিক্রম বিদিত মম স্থানে ॥
 বিশ্বশ্রবা মহাতপা, বিশ্বে যাঁর যশ । কর্তব্যবীৰ্য্য যখন সে ক্রীড়া করে অলে ।
 তুই যদি তাঁর বেটা, তবে কেন রাক্ষস ॥ তার আগে গেলি তুই নশ্বরের কূলে ॥
 মা তোর রাক্ষসী রে, ব্রাহ্মণ তোর পিতা । এইমত বীরদর্প করিলি সে স্থলে ।
 তুই বিভা কৈলি বেটা দানব-দুহিতা (৫) ॥ লুকাইয়া থুইল তোরে নাম-কঙ্ক-তলে ॥

(১) আমার বাপের কীৰ্ত্তিকল্পতরু—আমার পিতার কীৰ্ত্তির পবিচায়ক; অর্থাৎ যত দিন রাবণ বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন লোকে, বলিবে, এই রাবণকে অঙ্গদের পিতা বালি সমুচিত হও দিয়াছিল ।
 (২) নফর—চাকর; দাস । (৩) তিন-সপ্ত বার—একুশ বার । (৪) কুলটা—বেশা । (৫) দানব-দুহিতা—ময়-দানবের কন্যা মন্দোদরী । (৬) কয়-জ্ঞেতে—ব্রাহ্মণ (বিশ্ববার) ঔরসে (রাক্ষসী) নিকষার গর্ভে রাবণের জন্ম । তারপর বিবাহ করে ময়-দানবের কন্যাকে । আবার মধুদৈত্য রাবণের ভগিনী কুম্বনসীকে হরণ করে । এই হেতু, ব্রাহ্মণ, রাক্ষস, দৈত্য ও দানব বংশের সহিত মধুক বলিয়া রাবণকে বিক্রপক্ষে 'কয়-জ্ঞেতে বলা হইয়াছে । (৭) আশ্ব ছিন্ন—নিজের ছোব । (৮) খোঁটা—গঞ্জনা ; কৃতকার্য্যের উল্লেখ করিয়া অপদকে তিরস্কার করা ।

চক্ষু নীর বহে তোর, মুখে ঘন শ্বাস ।
 তাঁর ঠাই প্রায় তুই হইলি বিনাশ ॥
 আসিয়া পুলস্ত-মুনি করি স্তব-স্তুতি ।
 তোরে মুক্ত করিয়া দিলেন অব্যাহতি ॥
 তাঁর ঠাই হয়েছিল সংশয় জীবন ।
 ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা তোর মূনির কারণ ॥
 আর বার গিয়াছিল পিতার নিকট ।
 শঠতা করিলি বহু, তুই বেটা শঠ ॥
 সন্ধ্যা হেতু মম পিতা না করেন রণ ।
 যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ ॥
 সন্ধ্যা সাস্ত্র করি পিতা তোরে বান্ধি লেজে ।
 ডুবাইল চারি সাগরের জল মাঝে ॥
 লেজে বান্ধি ডুবাইল জলের ভিতর ।
 জল খেয়ে রাবণা রে হইলি কাঁফর ॥
 আমার পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ ।
 জল হৈতে পিতা-সহ উঠিলি আকাশ ॥
 নিজ পরাজয় তুই করিলি স্বীকার ।
 তবে সে পিতার ঠাই পাইলি নিস্তার ॥
 লেজের বন্ধন তোর কিস্কিন্দায় ঘোষে ।
 বন্দিয়া পিতাকে মোর আইলি তরাসে ॥
 বহু দিন গিয়াছে, না জানে কোন্ জন ।
 বুঝিষু বড়াই (১) তোর এই সে কারণ ॥
 মনে কর রাবণা, তোরে হারায় অর্জুন ।
 বলির দ্বারে চেড়ীর এঁটো খেয়ে হলি খুন ॥
 অশ্রু কে, আমার পিতা বান্ধিলেন লেজে ।
 পরিচয় দেহ, কিবা আছে এর মাঝে ॥

যতপি রাবণা নাহি দিলি পরিচয় ।
 সেই সে রাবণ তুই, বুঝিষু নিশ্চয় ॥
 সেই সব কাল গেল হান্ড পরিহাসে ।
 এখন সময় এল খন-প্রাণ-নাশে ॥
 সিংহপ্রতি শৃগালের নাহি ভারি-ভুরি (২) ।
 রামে ঘাঁটাইয়া যে মজালি লঙ্কাপুরী ॥
 কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে ।
 কুড়ি চক্ষু রাঙা করি অগ্নি হেন জ্বলে ॥
 দূতেরে কাটিতে নাই রাজ-ব্যবহার (৩) ।
 সে কারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার ॥
 জিনিলাম দেব দৈত্য যক্ষ বিছাধর ।
 অনরণ্য (৪) মাক্তাতা প্রভৃতি নরেশ্বর ॥
 বালি অর্জুনের সনে তুল্য গেল রণে ।
 কি করিতে পারে রাম মনুষ্য-পরানে ॥
 অঙ্গদ বলিছে, মরু পাগল রাবণ ।
 ভাগ্যে তোরে বর্জ্জল রাক্ষস বিভীষণ ॥
 রামের বাণের সনে নাহি তোর দেখা ।
 কাটা নাক-কান দেখ, ঘরে সূর্পগণা ॥
 ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নহে ভিন্ন ।
 বিচ্যমান দেখহ রামের বাণ-চিহ্ন ॥
 রামের বাণের সনে হইলে দর্শন ।
 এক বাণে সবংশেতে মরিবি রাবণ ॥
 যত বাণ ধরেন শ্রীরাম গুণধাম ।
 অবোধ রাবণ, শুন সে সবার নাম ॥
 অমর্ত্য সমর্থ বাণ, বাণ মহাবল ।
 বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত্র অনল ॥

(১) বড়াই—মৌরব । (২) ভারি-ভুরি—ভোর-অবরহস্তি । (৩) রাজ-ব্যবহার—রাজোচিত আচরণ ; কিন্তু রাবণের এ উক্তি নিবর্ধক ; যেহেতু অঙ্গদের সমক্ষেই রাবণ কৃষক-প্রেরিত দূতকে বধ করিয়া রাক্ষসের খাইতে দেয় । (৪) অনরণ্য—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ । শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষ । অনরণ্য রাবণকে বলিয়াছিলেন, তোকে যে বধ করিবে সে আমার বংশেই জন্মগ্রহণ করিবে ।

উদ্ধামুখ বরুণ বিদ্রোহ খরশাণ ।
 গ্রহপতি নক্ষত্র পগন রুদ্র-বাণ ॥
 সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর-দরশন ।
 সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন ॥
 কালদন্ত ঐবীক দেখহ কর্ণিকার ।
 চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তসার ॥
 বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার ।
 অর্ধচন্দ্র খুরপা আশুগ কুরধার ॥
 পশু পক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুখ বাণ ।
 কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বর্ধমান ॥
 যমক দুর্জয় বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ ।
 ত্রিশূল অক্ষুশ বাণ বায়ব্য আতঙ্গ ॥
 বজ্রবাণ গরুড় ময়ূর সুসঙ্কান ।
 কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক বাণ ॥
 বিষ্ণুচক্র ষট্চক্র বাণ হুতাশন ।
 সম্ভাপন বিলাপন সংগ্রামে শমন ॥
 গজাস্ত্র সঙ্কান বান চারিদিকে অঁটা ।
 সিংহ শার্দূল তার চারিদিকে কাঁটা ॥
 এত বাণ রঘুনাথ করেন সঙ্কান ।
 যার এক বাণে বালি ত্যজিলেক প্রাণ ॥
 যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয় ।
 সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয় ॥
 বাল্যক্রীড়া যাঁহার শিবের ধনুর্ভঙ্গ ।
 কি সাহসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ (১) ॥
 ভেদিলেন সপ্ততাল রাম এক শরে ।
 তাঁর তুল্য বীর কি আছেয়ে চরাচরে ॥
 কি হেতু দেখিস্ রে পাকল (২) করি আঁখি ।
 মাকড়ের (৩) ডিম্ব সম তোর লঙ্কা দেখি ॥
 তোর কাছে আসি তোরে নাহি করি শঙ্কা ।
 উপাড়িয়া লৈতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥

হের মুণ্ড দেখ মোরে সুমেরুর চূড়া ।
 হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া ॥
 হের হস্ত দেখ মোর বজ্রের সমান ।
 একই চাপড়ে তোর লইব পরাণ ॥
 অপমানে রাবণ করিল হেঁট মাথা ।
 পাত্র-মিত্র সহিত না কহে কোন কথা ॥
 রাবণ অঙ্গদে বলে, গঞ্জিলি বিস্তর ।
 এক বার্তা জিজ্ঞাসি রে অবগতি কর ॥
 যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী ।
 অক্ষ-কুমারে যে মারিল বলে ধরি ॥
 ভাঙ্গিল অশোক-বন অতি সুশোভন ।
 তার মত বীর আছে, কহ কত জন ॥

অঙ্গদ বলিছে, তারে ভৎসিয়া বচনে ।

তোর বল বিক্রম বুঝিলাম এত দিনে ॥
 সেবকের সনে যদি পাইলি পরাজয় ।
 কেমনে রাখিবি লঙ্কা, কহ রে নিশ্চয় ॥
 তার ছোট বীর নাহি বানর-কটকে ।
 নির্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে ॥
 সে মরিলে দুঃখ-শোক নাহিক বানরে ।
 তেঁই পাঠাইয়াছিসু লঙ্কার ভিতরে ॥
 বীর মধ্যে তারে নাহি গণে কোন জন ।
 ঘরের সেবক সেটা পবন-নন্দন ॥
 হনুমাণে বাকিয়া বেড়েছে অহঙ্কার ।
 পড়িলি আমার হাতে, যাবি যমদ্বার ॥
 লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি ।
 দশ মাথা ভাঙ্গিব মারিয়া লেজের বাড়ি ॥
 তোর সর্বনাশ হেতু উৎপত্তি সীতার ।
 নির্বংশ করিতে তোরে রাম অবতার ॥
 কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যা-নগরী ।
 কোথা আইলেন তিনি এই লঙ্কাপুরী ॥

(১) প্রসঙ্গ—সাধ । (২) পাকল—রক্তবর্ণ । (৩) মাকড়—অষ্টপদী কীটবিশেষ ; মাকড়সা ।

এত দূরে আসি রাম বাঙ্কিল সাগর ।
সে রামের সনে ছুঁই তোর পাঠাস্তর (১) ॥
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ ।
এক সীতার জন্মে তোর হবে সর্বনাশ ॥
বংশে কেহ রহিবেক, না করিস সাধ ।
আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ ॥
খাটে পাটে শুয়ে থাক দিন দুই চারি ।
হাস্ত-পরিহাস্ত কর ল'য়ে দিব্য নারী ॥
পরিবার গণে দেখ দিনে দুইবার ।
বিশ্বকর্মার নিৰ্ম্মাণ দেখ ঘর-দ্বার ॥
দেখ তুমি লঙ্কাপুরী কনক নিৰ্ম্মাণ ।
অঙ্গদ-বিক্রম যত কৃষ্টিবাস গান ॥

রাবণের প্রতি অঙ্গদের ভৎসনা ।

তুই অতি দুরাচারী, হরিলি রামের নারী,
পরলোকে নাহি তোর ভয় ।
দশরথ মহারাজা, দেবলোকে করে পূজা,
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয় ॥
যাঁহার দুর্জয় বাণ, ভয়ে বিশ্ব কম্পমান,
হেন রাম লঙ্কার ভিতর ।
দেবরাজ করে পূজা, হেলে মারে বালি রাজা,
তাঁর সনে তোর পাঠাস্তর ॥
সুগ্রীবের বল যত, তাহা বা কহিব কত,
সে সকল হইবি বিদিত ।
তোরে এক লাখি মারি, কাঁপাইব লঙ্কাপুরী,
কি করিবে তোর ইস্তজিত ॥
শোন্ রাজা লঙ্কেশ্বর, আমার বচন ধর,
আইলাম দিতে সমাচার ।

শ্রীরাম সাগর পার, নাহিক নিস্তার আর,
নিকটে যে তোর যমদ্বার ॥
রাজা হ'য়ে পরদার, হরিলি রে দুরাচার,
বোধ মাত্র নাহি তোর ঘটে (২) ।
কেবল ব্রহ্মার বরে, জ্বিলিল রে পুরন্দরে,
রাম নামে তোর বল টুটে ॥
রাখ রে আপন প্রাণ, কর সীতা প্রতিদান,
ভঙ্ক গিয়া রামের চরণ ।
ঘাটি মাগু তাঁর ঠাই, ইহা ভিন্ন গতি নাই,
তবে তোর রহিবে জীবন ॥
তোরা জ্ঞাতি নিশাচর, না চিনিসু আশ্র-পর,
তোর ভাই রামে কৈল মিত ।
শ্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার,
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত ॥
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী, করে সবে কাণাকাণি,
এ লঙ্কার নাহিক নিস্তার ।
কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর, বলে রাজা ধব্ ধব্,
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার ॥
দেখি সব সেনাপতি, মনে যুক্তি করে ইতি, (৩)
আমাদের রক্ষা নাহি আর ।
রাম-পদ করি আশ, সরস্বতী পরকাশ,
কৃষ্টিবাস নাচাড়ি (৪) সুসার (৫) ॥

অঙ্গদ কর্তৃক চারি বাক্যস বধ ।

অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় যত ডর ।
রুঘিয়া অঙ্গদ বীর করিছে উত্তর ॥
আর কপি নহি আমি, বালির তনয় ।
তোর ক্রোধে রাবণ আমার কিবা ভয় ॥

(১) পাঠাস্তর—মনোবিবাহ । (২) ঘটে—করবে ; প্রাণে । (৩) ইতি—এই । (৪) নাচাড়ি—নাচের
ছন্দে গ্রথিত গীত কবিতা । (৫) সুসার—এখানে মনোহর ।

রাবণ, কড়াই না করিস্ মোর আগে ।
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাগে (১) ॥
রাম-সুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি ।
তোরে আর কুম্ভকর্ণে বধিবেন তিনি ॥
ইন্দ্রজিতে অতিক্রমে বধিবে লক্ষ্মণ ।
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ ॥
কোন বেটা ধরিবে আশ্রয় ত্বর করি ।
এক চড়ে তাহারে পাঠাব যম-পুরী ॥

ক্রোধাকুল চারিদিকে চাহে দশানন ।
অঙ্গদের হাতে পায়ে ধরে চারিজন ॥
চারি নিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার ।
অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গ কি করিবে তার ॥
অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাপুটে (২) ।
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে ॥
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড় ।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল ছাড় ॥
সে চারি রাক্ষসে মারি ভাঙ্গিল প্রাচীর ।
অঙ্গদ বীরের ডরে কেহ নহে স্থির ॥

রাবণের বঙ্গ-মুকুট লইয়া অঙ্গদের
শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন ।

প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কুমার ।
কোন জব্য ল'য়ে যাব রামে ভেটিবার ॥

হনুমান্ এসেছিল লঙ্কার ভিতর ।
দিলেক সীতার মণি রামের গোচর ॥
মণি পেয়ে রঘুমণি আনন্দিত অতি ।
তদবধি মহাতুষ্ট হনুমান্ প্রতি ॥
এই স্থির করিলেক অঙ্গদ অস্তুরে ।
রতন-মুকুট আছে রাবণের শিরে ॥
এ মুকুট ল'য়ে যাব রাম-সম্ভাষণে ।
প্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে ॥
প্রাচীরে বসিয়াছিল বালির কোত্তর ।
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ-উপর ॥
সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে ।
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে ॥
ধরা টলমল করে উভয়ের ভরে ।
ইন্দ্র-গরুড়ের যুদ্ধ (৩) গগন-উপরে ॥
দুই সিংহ যুঝে, যেন করে সিংহনাদ ।
দুই জনে মল্ল-যুদ্ধ হইল প্রমাদ ॥
রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন ।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিলগগন ॥
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে ।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়ে ॥
রাবণের কাছে আছে সব সেনাপতি ।
এত বীর থাকিতে তার একরূপ চূর্ণতি ॥
রাবণ বলিছে সবে, আছ কোন কাণ্ডে ।
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে ॥

(১) ভাগে - নষ্ট হয় । (২) সাপুটে - কড়াইয়া । (৩) উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের বৎ লইয়া কঙ্গ ও বিনতার মধ্যে বিবাহ হয় । স্থির হয় যে, ইহাতে যে হারিবে সে অপবের দাসী হইবে । নাগগণের বিষ-নিশ্বাসে উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণাস্তর-প্রাপ্তি (কুম্ভকর্ণ) হওয়ার বিনতা পরাজিত হইয়া কঙ্গের দাসী হইয়া থাকেন । যথাকালে বিনতার গর্ভজাত ডিম্ব হইতে অরুণ ও গরুড়ের জন্ম হয় । একদিন গরুড় মাতাকে, বিমাতার দাসী জানিতে পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । গরুড় পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়া বিমাতাকে বলিলেন—কি করিলে তাহার মাতার দাসীত্ব দূর হয় । ইহাতে কঙ্গ বলিলেন, যদি সুধা আনিতে পার তবে তোমার মাতার দাসীত্ব দূর হইবে । এই অঙ্গ গরুড় সুধা আনিতে গমন করেন । সুধা আনিবার সময় ইন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘোর যুদ্ধ হয় । আর একবার পারিবার-হরণ কালেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের আংশিক যুদ্ধ হইয়াছিল ।

বীরগণ বলে, শুন লঙ্কা-অধিকারী ।
 আপনি হারিলে, মোরা কি করিতে পারি ॥
 তব সনে যুক্ত করে বাণির নন্দন ।
 মোরা ভাবি পাছে লয় সবার জীবন ॥
 চারি বীর তারে ধরেছিল সাবধানে ।
 আছাড়িয়া অঙ্গদ মারিল সবে প্রাণে ॥
 পাত্ৰ-মিত্র সহিত চিস্তিত দশানন ।
 বৈরী কাঁপাইয়া গেল বাণির নন্দন ॥
 এক লাফে পড়ে গিয়া বনের ভিতর ।
 জীরামে ভেটিল যথা সুগ্রীব বানর ॥
 শক্রর মুকুট দিল রাম-বিজয়মান ।
 দেখিয়া বানর সব করিছে বাধান ॥
 মুকুট দেখিয়া রাম সহস্র-বদন ।
 তুষ্ট হ'য়ে অঙ্গদে দেন আলিঙ্গন ॥
 চারি দ্বারে শুনি বানরের ছলাছলি ।
 অঙ্গদে পুষ্প দেয় অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
 জীরাম বলেন, বীর, কহ ত কুশল ।
 কিমতে ভেটিলে গিয়া সেই মহাবল ॥
 রঘুপতি অনুমতি করিল তৎপর ।
 অঙ্গদ কহিছে বার্তা যথা পূর্বাপর ॥

অঙ্গদ কর্তৃক লঙ্কার ঐশ্বর্য্য বর্ণন ও রাবণের
 অপমান বৃত্তান্ত কথন ।

জীরামে নোয়ায়ে মাথা, অঙ্গদ কহিছে কথা,
 হরষিত সকল বানর ।
 রঘুমণি হরষিত, সুগ্রীব সু-আনন্দিত,
 লক্ষ্মণের হর্ষ বহুতর ॥

তোমার আরতি পেয়ে, লঙ্কায় গেলাম খেয়ে,
 প্রবেশিলু গড়ের ভিতর ।
 সুবর্ণের আওয়াস, যেন চন্দ্র পরাকাশ,
 তখি শোভে প্রবাল পাথর ॥
 বিশ্বকর্ষ্ম-কৃত ঘর, দেখি অতি মনোহর,
 চারিভিতে কাঞ্চন দেয়াল ।
 খেত, রক্ত, নীল, পীত, প্রস্তরেতে সুশোভিত,
 তাহে শোভে রতন মিশাল ॥
 গেলাম রাজার ঘর, দেখি সৈশ্য বহুতর,
 খাণ্ডা জাঠি বিচিত্র নির্মাণ ।
 সোনার পাটের পড়া, নানাবর্ণে দেখি ঘোড়া,
 হস্তী সব পর্ব্বতপ্রমাণ ॥
 দেখিলাম সরোবরে, হংস-হংসী কেলি করে,
 ঘাট সব বিচিত্র-নির্মাণ ।
 কমল-কুমুদপরে, কেলি করে মধুকরে,
 রূপসী রাক্ষসী করে স্নান ॥
 দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন,
 ছই কর্ণে রত্নের কুণ্ডল ।
 পারিজাত-ফুল-হারে, শোভে নানা অলঙ্কারে,
 যেন চন্দ্র গগন-মণ্ডল ॥
 বীণা বীণী বাজে তায়, কেহ বা সঙ্গীত গায়,
 গানে করে মোহিত সংসার ।
 নানা আভরণ পরি, যেন স্বর্গ-বিজ্ঞাধরি, (১)
 রূপে যেন দেব-অবতার ॥
 দেখিলাম পুষ্পবন, ময়ূর-ময়ূরী-গণ,
 ক্রীড়া করে মনের উল্লাসে ।
 প্রতি গাছে পিকধনি, বড়ই মধুর শুনি,
 ভ্রমর ভ্রমরী রসে (২) ভাসে ॥

(১) বিজ্ঞাধরী—যে সকল রমনী ইন্দ্রজালাদি বা গাছের শাখা (নীত-বাঁটা) প্রভাবে লোককে মুগ্ধ করিতে পারে; বর্ণীয়া গায়িকা । (২) রসে—প্রেমে ।

গেলাম রাজার পাশ, চতুর্দিকে মহোন্মাস, বহু কোটি সেনাপতি তাহার প্রধান ।
 রাবণেরে ভৎসিলু বিস্তর । যুঝিবারে সবাচারে করে সংবিধান ॥
 যতক বলিলে তুমি, দ্বিগুণ শুনাই আমি, সপ্তস্বর্গ (২) জিনিলাম, সপ্ত যে পাতাল (৩) ।
 কোপে জলে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ মম ডরে দেবগণ কাঁপে সদাকাল ॥
 আত্মা দিল লঙ্কেশ্বর, ধরে চারি নিশাচর, ইন্দ্র যম সূর্য্য মম ডরে নাহি আঁটে ।
 লাফ দিলু প্রাচীর-উপর । এত দূরে আসিয়া বানর বেটা ঠাটে (৪) ॥
 চারি জনে সংহারিয়া, রাবণেরে গালি দিয়া, ইন্দ্রজিৎ, বলি তোরে সবার প্রধান ।
 শূণ্যপথে আইলু সহর ॥ রাম-লক্ষ্মণেরে মারি রাখহ সম্মান ॥
 শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী, হরষিত রঘুমনি, হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি লহ ত অপার ।
 অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ । আজিকার যুদ্ধে মার তার চারি দ্বার ॥
 সরস্বতী-পরকাশ, বিরচিল কৃষ্ণিবাস, সাবধান হ'য়ে বাপু কর পিয়া রণ ।
 বানরের জয় জয় নাদ ॥ আগে মার অঙ্গদেরে, শেষে অণ্ড জন ॥

অঙ্গদের প্রতি শ্রীরামের আদেশ ।
 শ্রীরাম বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ ।
 তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ ॥
 সে সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে ।
 তোমাকে বাড়াব আমি অশেষ সম্মানে ॥
 দক্ষিণের দ্বারে যাও আপনার থানা ।
 তব কোপে দশানন পাছে দেয় হানা ॥
 অঙ্গদ চলিয়া যায় দক্ষিণের দ্বার ।
 কৃষ্ণিবাস রচে গীত সুধার আধার (১) ॥

ইন্দ্রজিৎ-নিক্ষিপ্ত নাগপাশ অস্ত্রে
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বন্দন ।
 অঙ্গদের ভৎসনে ক্রোধিত দশমুখ ।
 অসম্মান লঙ্কায় হইল অধোমুখ ॥

বাপের ছুলাল (৫) বেটা বীর মেঘনাদ ।
 সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ ॥
 সাজিল যে মেঘনাদ বাপের আরতি ।
 লেখা-জোখা নাহি যত সাজে সেনাপতি ॥
 সারথি আসিল রথ সংগ্রামে গমন (৬) ।
 মনোহর রথখান করিল সাজন ॥
 কনক-রচিত রথ বিচিত্র-নির্মাণ ।
 বায়ুবেগ অষ্ট ঘোড়া রথের জোগান ॥
 পার্শ্বীয় ঘোড়া, মুখে হীরার বিন্দুকী (৭) ।
 ক্ষণে রথখান দেখি, ক্ষণে হয় লুকি (৮) ॥
 স্বর্ণ-রোপ্য-সাজে রথ করে বিকিমিকি ।
 অষ্ট অকোহিণী ঠাট, যোদ্ধা যে ধামুকী (৯) ॥
 দশ কোটি হাতী চলে বিশ কোটি ঘোড়া ।
 পঁচাত্তর কোটি চলে শেল ও ঝকড়া ॥

(১) সকল মুদ্রিত পুস্তকে অঙ্গদ-বায়বাব পাঠ আছে । কিন্তু এই অংশকে অঙ্গদ-বায়বাব বলা যায় না বলিয়া এইরূপ পরিবর্তিত পাঠ গ্রহণ করা হইল । (২) সপ্তস্বর্গ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন, তপঃ সত্য । (৩) সপ্তপাতাল—ভল, অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল । (৪) ঠাটে—বিক্রম করে । (৫) ছুলাল—আতুরে । (৬) সংগ্রামে গমন—বুদ্ধ-ক্ষেত্রে বাইবার উপায় স্বরূপ । (৭) বিন্দুকী—ধুকধুকি । (৮) লুকি—প্রচ্ছন্ন ; গুপ্ত । (৯) ধামুকী—ধনুর্ধারী ।

নানামত রথ ল'য়ে জোগায় সারথি ।
 নানা অস্ত্র ল'য়ে চলে সব যোদ্ধাপতি ॥
 পিতৃ-প্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে ।
 বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে জোড়ে ॥
 কটকের পদভরে কম্পিতা মেদিনা ।
 কটকেতে বাণ্য বাজে তিন অকৌহিণী ॥
 সহস্র দগড় বাজে সহস্র কাহাল ।
 কোটি কোটি ঘণ্টা বাজে যুদ্ধ বিশাল ॥
 ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে ত্রিশকোটি কাড়া ।
 কাংশু করতাল বাজে, তিন লক্ষ পড়া ॥
 ঘন ঘন বাজে তায় কত কোটি দামা ।
 দণ্ডী ও মহরী বাজে নাহি তার সীমা ॥
 সহস্র ভোরঙ্গ বাজে ডম্ব কোটি কোটি ।
 দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥
 বহু লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশাপ ।
 কত কোটি বাজে সিঙ্কু আর বিন্দুয়ান ॥
 বিরনই কোটি বাজে ধুসরি মহরী ।
 ত্রিশকোটি শানাই বাজে, আর যে ঝাঁঝরী ॥
 খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার ।
 বিশ কোটি বাজে পাখোয়াজ উরমার ॥
 নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নুপুর ।
 মালসার মারে কেহ, শব্দ যায় দূর ॥
 বাজে স্বরমঙ্গল সাতাশ লক্ষ কাঁসী ।
 যুদ্ধস্বরে বাজিছে আটাশ লক্ষ বাঁশী ॥
 বাঁশবন্দে দেবতার মনে লাগে ত্রাস ।
 সহস্র সহস্র বাজে রক্তক পিনাশ ॥
 ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়-ঢোল ।
 সকল পৃথিবী জুড়ে উঠে গুণগোল ॥
 রাক্ষস-কটক-ভরে পৃথিবীর কাঁপ ।
 হাতী ঘোড়া রথ নড়ে হৈয়া একচাপ ॥

কটকের ধূলায় পৃথিবী অন্ধকার ।
 প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্বকার দ্বার ॥
 এক চাপে করে বীর বাণ বরিষণ ।
 গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ ॥
 রাক্ষস বানরে তবে হৈল মিশামিশি ।
 কোঁতুক দেখিছে দেবগণ তথা আসি ॥
 বাণ জুড়ে রাক্ষস ধনুকে দিয়া চড়া ।
 বানর উপরে পড়িতেছে জোড়া জোড়া ॥
 বানর পাথর গাছ করে বরিষণ ।
 কোটি কোটি রাক্ষস রণে ত্যজিছে জীবন ॥
 চাপড় মুকুটি (১) বানরের মাত্র ভাড়া (২) ।
 মুকুটির ঘায়ে কাঁরো মাখা হৈল গুঁড়া ॥
 বাঘের যেমন রূপ বানরের রঙ্গ ।
 মরণের ভয় নাহি, রণে নাহি ভঙ্গ ॥
 উভয় কটকে যুঝে, রক্তে হৈল রঙ্গ ।
 রক্তে নদী বহে, যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা ॥
 ঘোড়া হাতী বীর আদি রক্তশ্রোতে ভাসে ।
 হরিষে বানর-সৈন্য মনে মনে হাসে ॥
 তার তুল্য ঢেউ উঠে রক্ত কলকলি ।
 যুদ্ধের নাহিক সীমা অধিক কি বলি ॥
 কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয় ।
 অসময়ে জ্ঞান হয় প্রলয়-উদয় ॥

পূর্বদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত ।
 চলিল দক্ষিণ দ্বারে বীর ইস্তজিৎ ॥
 অঙ্গদেরে দেখি তথা ইস্তজিৎ হাসে ।
 গালাগালি দেয় তায় যত মনে আসে ॥
 মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে ।
 আয় তোর কোন বাপ আজি রক্ষা করে ॥
 বাপকে মারিয়া তোর মাঝে দিল আনে (৩) ।
 থিক রে বানরা তোর, লাজ নাহি মনে ॥

(১) মুকুটি—কীল । (২) ভাড়া—পুঁজি । (৩) আনে—অপবকে ।

যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ ।
ধিক্ তোরে অধম, করিস্ তার কাজ ॥
খাইব ঘাড়ের মাংস কামড়িয়া মাস ।
মোর হাতে আজি তোর নিশ্চিত বিনাশ ॥
দেশেতে জীয়াস্ত যাবি, না করিস্ সাধ ।
অশ্রু জন নহি আমি, বীর মেঘনাদ ॥

অঙ্গদ বলিছে, রে গর্জিঙ্গস্ অকারণ ।
পদাঘাতে তোর আজি লইব জীবন ॥
মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর ।
সে-কোপ পড়িল চারি রাক্ষস-উপর ॥
যোগিবেশে তোর বাপ সীতাদেবী হরে ।
তার পাপে মোর বাপ মরে এক শরে (১) ॥
তার পাপে পড়ে রণে ত্রিশিরা কবক ।
তোর বাপের পাপেতে সাগরে সেতুবন্ধ ॥
তোর বাপ নারী চোরা, তোর রণ চুরি (২) ।
আজি তোরে নিশ্চিত পাঠাব ষম-পুরী ॥
চোর-পুত্র চোর তুই, চুরি কর রণ ।
আজিকার যুদ্ধে তোর লইব জীবন ॥

এত শুনি ইস্রজিৎ পুরিল সন্ধান ।
কোটি কোটি বানরের লইল পরাণ ॥
অঙ্গদে এড়িয়া সবে পলায় বানর ।
রণমধ্যে অঙ্গদ রহিল একেশ্বর ॥
মহাক্রোধে অঙ্গদ কাঁপিছে ধরধর ।
ইস্রজিৎ পরে ফেলে পাদপ পাথর ॥
কুপিল অঙ্গদ-বীর, রথে মারে লাথি ।
লাথির চোটে চূর্ণ করে রথ ও সারথি ॥
অঙ্গদ-বিক্রমে ইস্রজিৎ কাঁপে ত্রাসে ।
লাফ দিয়া ইস্রজিৎ উঠিল আকাশে ॥

আকাশে থাকিয়া দেখে ছই-সৈন্য-রণ ।
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ নহে নিবারণ ॥
প্রচণ্ড রাক্ষস এল হ'য়ে আগুয়ান ।
সম্পাতি বানরে মারে তিন শত বাণ ॥
বাণ খেয়ে সম্পাতি যে হইল বিবর্ণ ।
উপাড়িয়া আনে বৃক্ষ নামে অশ্বকর্ণ (৩) ॥

অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ধ'রে দিল তিন পাক ।
বাঘুবঙ্গে ঘুরে যেন কুমারের চাক ॥
এড়িলেক গাছ গোটা করিয়া ছকার ।
বৃক্ষাঘাতে প্রচণ্ড হইল চুরমার ॥
সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্ডে মারিয়া ।
অসংখ্য রাক্ষস মারে লেজে জড়াইয়া ॥
চারি বীরে লেজে বাধি মারিল আছাড় ।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ কৈল হাড় ॥

তপন নামে নিশাচর আইল গজস্কন্ধে ।
সন্ধান পুরিয়া বাণ নীল-বীরে বিক্রে ॥
বাণ খাইয়া নীল বীর উঠে দিল রড় (৪) ।
চড়িয়া হাতীর স্কন্ধে তারে মারে চড় ॥
চড়-চাপড়েতে গেল ছই অঁাখি উড়ে ।
সংগ্রামের মাঝেতে তপন গেল প'ড়ে ॥

রথে চড়ি আইল বিহ্যাম্বালী নাম ।
বানরের সঙ্গে করে দুর্জয় সংগ্রাম ॥
হেনকালে হনুমানে দেখিল সম্মুখে ।
তিন শত বাণ মারে হনুমানের বৃকে ॥
বাণ খেয়ে হনুমান ভীত নহে চিতে ।
লাফ দিয়া উঠিল বিহ্যাম্বালী রথে ॥
রথেতে উঠিয়া তার ধরিলেক চূলে ।
টানাটানি ক'রে তার মাথা ছিঁড়ি ফেলে ॥

(১) কিষ্কিন্দ্যর অর্থাৎ আমার পিতার রাজ্যে রাবণ সীতাকে অপহরণ করার পিতার (রাজা বলিয়া) পাপ হয় । সেই পাপে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে । (২) মেঘের আড়ে থাকিয়া বৃষ্টি করিত বলিয়া "তোমার রণ চুরি" বলা হইয়াছে । (৩) অশ্বকর্ণ—শালগাছ । (৪) রড়—দোড় ।

রণেতে প্রবেশ করে স্বর্ণ রাক্ষস ।
 একেবারে মদ খায় সাতাশ কলস ॥
 সোনার উপর তার সোনার বাহার ।
 বানর-কটকে আসি ছাড়ে হুঙ্কার ॥
 খাঁড়া ধরে কখন, কখন ধমুর্বাণ ।
 বানর-কটক কেটে কৈল খান খান ॥
 ঘোর অঙ্কার হৈল সেই রণস্থলে ।
 বানর-কটক সব ধ'রে ধ'রে গিলে ॥
 রণস্থলে বানরের দেখিয়া দুর্গতি ।
 আইল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি ॥
 কুপিয়া যে নীল-বীর চারিদিকে চায় ।
 বিদ্যামালীর রথ-চক্র ধরে এক পায় ॥
 উপাড়িয়া চাকা-গোটা তুলে নিল হাতে ।
 দানবে রুধিল যেন দেব জগন্নাথে (১) ॥
 এড়িলেক চাকা-গোটা তুলে বাহু-বলে ।
 অনুরীক্ষে ফিরে চাকা, গগন-মণ্ডলে ॥
 বায়ুবেগে আইসে চাকা কি কহিব কথা ।
 চাকার ধারে কাটি পড়ে স্বর্ণের মাথা ॥
 স্বেণ বানর-রাজ রাজার খশুর ।
 দুই পুত্র ল'য়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর ॥
 যুঝিতে যুঝিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঙ্গ ।
 লাক দিয়া উঠে যেন বয়স-তরঙ্গ (২) ॥
 যুঝিতে যুঝিতে বুড়া পড়ে গেল ভোলে (৩)
 দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে ॥
 বুড়ার চাপড়ে চড়ে কর্ণে তালি লাগে ।
 নিমিষে রাক্ষস সব লঙ্কা-মধ্যে ভাগে ॥
 যুঝেন লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রা-নন্দন ।
 অবসন্ন নহে বীর প্রথম যৌবন ॥

রঘুবংশে উদ্ভব লক্ষ্মণ মহামতি ।
 সূর্যের কিরণ বীর শশধর-জ্যোতি (৪) ॥
 উদয়-অস্ত যুঝে বীর, নাহি অবসান ।
 ধন্য শিক্ষা বীরের সে, ধন্য ধমুর্বাণ ॥
 মারে লক্ষ নিশাচরে চক্ষুর নিমেষে ।
 কোটি সহস্র রাক্ষস মারে বেলা-অবশেষে ।
 লক্ষ্মণের যুদ্ধ দেখি দেবতার ধঙ্ক ।
 তিন লক্ষ রাক্ষসের কাটি পাড়ে স্বঙ্ক ॥
 রক্তে নদী বহে বাটে, রক্তে উঠে ফেনা ।
 লক্ষ্মণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থানা ॥
 বাহুভাণ্ড ভঙ্গ দিয়া পলাইল ত্রাসে ।
 ইস্রজিৎ দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে ॥
 পিতা মোর কটক মঁপিল হাতে হাতে ।
 রাখিতে নারিসু ঠাট, যাইব কিমতে ॥
 অগ্নিতে ভস্মকৈতু বিক্রমে বিশাল ।
 বজ্রদস্ত বীর পড়ে লঙ্কার কোটাল ॥
 পড়ে শঠ নিশঠ সাক্ষাৎ যম-দূত ।
 অক্ষয় রাক্ষস পড়ে সমরে অদুত ॥
 বজ্রমুষ্টি পড়ে, শব্দে কর্ণে লাগে তালি ।
 পনস রাক্ষস পড়ে ল'য়ে সৈন্যগুলি ॥
 হাতী ঘোড়া পড়িল, অনেক রাজ্যখণ্ড ।
 মাহুত পড়িল রণে সমরে প্রচণ্ড ॥
 দেবমুষ্টি পড়িল, সকল সেনাপতি ।
 তিন লক্ষ পড়ে রাজার প্রধান পদাতি ॥
 হাতীর পৃষ্ঠে পড়ে সৈন্য দেউলের চূড়া ।
 পড়িল অর্কবুদ কোটি পার্বতীয় ঘোড়া ॥
 রাজ্যের মহাপাত্র পড়ে রাজ্য শূন্য করি ।
 কোন্ মুখে প্রবেশ করিব লঙ্কাপুরী ॥

(১) ভগবান স্বর্ধর্শন চক্র প্রহাবে বহু দৈত্য দানব বধ করিয়াছিলেন । (২) বয়স-তরঙ্গ—যৌবনের
 চাপল্য । (৩) প'ড়ে গেল ভোলে—অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল । অর্থাৎ সহসা যৌবন বর্ষে বৃদ্ধ করিতে লাগিল ।
 (৪) সূর্য্যকিরণের মত প্রখর এবং চন্দ্রকিরণের মত শান্ত ।

আদর করিয়া পিতা দিলা গুয়া-পান ।
 এতক কটক পড়ে মোর বিচ্যমান্ ॥
 কটকের ভাল-মন্দ মোরে সব লাগে ।
 কোন্ লাঞ্জে গিয়া দাঁড়াইব পিতৃ-আগে ।
 দেখা-দেখি যুদ্ধ করি, জিনিবারে নারি ॥
 অদেখা হইতে যুদ্ধ করিবারে পারি ॥
 মহাযুদ্ধ করিব, মায়াতে করি ভর ।
 মেঘের আড়ে থেকে মারি নর ও বানর ॥
 ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে মেঘনাদ ।
 জীয়েন্তে যাইতে দেশে না করিহ সাধ ॥
 নির্বল রাক্ষস মারি হরিষ-অন্তর ।
 আজিকার যুদ্ধে পাঠাইব যম-ঘর ॥
 এতক বলিয়া ধনুকেতে দিল চড়া ।
 দেউল দেহারা (১) যেন ভাঙ্গি পড়ে চূড়া ॥
 সোনার ধনুকে বীর জোড়ে তীক্ষ্ণ শর ।
 সপ্তদ্বীপা পৃথিবী কাঁপিছে খর খর ॥
 ধনুকেতে দিয়া গুণ তিনবার লোফে ।
 ব্রহ্মা-আদি দেবগণ খরখরি কাঁপে ॥
 রাম-লক্ষ্মণ বলি বীর ঘন ডাক ছাড়ে ।
 সংবর আমার বাণ, ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে ॥
 এড়িলাম বাণ এই যমের দোসর ।
 ছুটিল দুর্জয় বাণ, সংবর সংবর ॥
 এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ ।
 জর্জর করিয়া বিকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
 নানা বর্ণে বাণ এড়ে, জানে নানা ছলা ।
 রাম-লক্ষ্মণের কাটি পাড়িল মেখলা (২) ॥
 তিলাঙ্ক নাহিক স্থান রক্ত পড়ে স্রোতে ।
 দু-ভাইয়ের রক্ত-ধারে বসুমতী তিতে ॥
 হেথা ইস্তজিৎ বিকে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 উত্তর দ্বারে বার্তা পাইল স্ত্রীবি রাজন ॥

উত্তর দ্বারেতে তখন নাহি হানাহানি ।
 রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি ॥
 পশ্চিম দ্বারে মহাযুদ্ধ করে ইস্তজিৎ ।
 চলিল স্ত্রীবি রাজা বাঁচাইতে মিত (৩) ॥
 খাইল স্ত্রীবি রাজা অতি শীঘ্রগতি ।
 ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল সংহতি ॥
 পূর্বদ্বারের থানায় আসিয়া শীঘ্রগতি ।
 সমাচার দিল যথা নীল সেনাপতি ॥
 নীল ও কুমুদ খায় কটক যুঝার (৪) ।
 থানা ভাঙ্গি গেল সবে পশ্চিম দুয়ার ॥
 দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অগ্নদের থানা ।
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তাহে আছে দুই জনা ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে যত সেনাগণ ।
 আশী কোটি সৈন্য দুই ভাইয়ের ভিড়ন ॥
 তাড়াতাড়ি বার্তা তারা কহে জনে-জন ।
 সবে মাত্র না জানে রাক্ষস বিভীষণ ॥
 বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের স্তানে ।
 এই হেতু সংবাদ না পায় বিভীষণে ॥
 চারি দ্বারের কটক হইল এক ঠাই ।
 মেঘের আড়ে ইস্তজিৎ বিকে দুই ভাই ॥
 লাফ দিয়া বানর সব উঠয়ে আকাশ ।
 কোথায় থাকিয়া যুঝে, না পায় ত্রাস ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলে, হইল নিরাশ ।
 মেঘের আড়ে ইস্তজিৎ করে উপহাস ॥
 সহস্র লোচনে না দেখিল পুরন্দর ।
 দুই চক্রে কি দেখিবে নর ও বানর ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তোরা মানুষের জাতি ।
 আজি বৃষ্টি তোদের পোহাল কালরাতি ॥
 মেঘের আড়ে থাকি করে বাণ বরিষণ ।
 জর্জর করিয়া বিকে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

(১) দেহারা—দেবালয় । (২) মেখলা—কটক-ভূষণ । (৩) মিত—বহু । (৪) যুঝার—যুদ্ধে নিপুণ ।

কোথা থাকি যুঝে বেটা দেখিতে না পাই ।
 জীবনের বাসনা ছাড়িল দুই ভাই ॥
 এত বাণ মারি, বেটা, ক্ষমা নাহি মানে ।
 নাগপাশ বাণ জুড়ে ধমুকের গুণে ॥
 নাগপাশ বাণ এড়ে বড়ই দারুণ ।
 যার নামে যম ইন্দ্র কাঁপয়ে বরুণ ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ দুর্জয় প্রতাপ ।
 একবাণে হইল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥
 সাপ হ'য়ে বাণ আকাশেতে ধরে ফণা ।
 সাপের মুখে জ্বলে যেন আগুনের ফণা ॥
 মুখেতে দারুণ অগ্নি জ্বলে ধিকি ধিকি ।
 আছয়ে অগ্নের কাজ, কাঁপয়ে বাহুকি ॥
 চলিল সে বাণগোটা (১) দুর্জয় প্রতাপ ।
 অগ্নির সমান যেন এক এক সাপ ॥
 বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জনে ।
 হাত-পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 কোন সাপ গলায় জড়ায় কেহ পায় ।
 পাক দিয়া ভুঙ্কল জড়ায় সর্ব গায় ॥
 হাত-পা নাড়িতে নারে, গলে লাগে কাঁস ।
 যমের দোসর হৈল বন্ধ নাগপাশ ॥
 সাপের বিষের জ্বালা অধৈর্য্য শরীর ।
 উত্তর শিয়রে ঢ'লে পড়েন দুই বীর ॥
 লক্ষ্মণ পড়িল আর রাম রঘুমণি ।
 চন্দ্র সূর্য্য খ'সে যেন পড়িল অবনী ॥
 লোটায় কমল-অঙ্গ আলুখালু বেশ ।
 লোটায় ধমুক তুণ আলুয়িত কেশ ॥
 রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে সিংহ-নাদ ।
 পিতৃস্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ ॥

বানরের শুনি আজ ক্রন্দনের রোল ।
 লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল ॥
 আগে পাছে পড়ে কত চন্দনের ছড়া (২) ।
 তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া (৩) ॥
 হাতেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত ।
 সৌরভেতে পূর্ণিত শীতল বহে বাত ॥
 পিতৃ-আগে দাণ্ডাইল করি জোড়করে ।
 তিনবার মাথা নোয়ায় রাজ-ব্যবহারে (৪) ॥
 রাবণ জিজ্ঞাসা করে রণের সংবাদ ।
 জোড়হাতে কহিছে কুমার মেঘনাদ ॥
 যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব দেবতা চরাচর ।
 সবান কঠিন যুদ্ধ নর ও বানর ॥
 প্রথম করিতে যুদ্ধ বানর-সংহতি ।
 চূর্ণ কৈল রথ ছত্র, মারিল সারথি ॥
 আপনা রাখিতে আমি হইনু কাতর ।
 প্রাণভয়ে পলাইনু আকাশ-উপর ॥
 দাণ্ডাইয়া দেখিলাম রাক্ষস-দুর্গতি ।
 এক দণ্ডে পড়িল সকল সেনাপতি ॥
 পড়িল সকল সেনা পাই অপমান ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণে বিক্রি করি খান খান ॥
 খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর ।
 রক্ত মাত্র না রাখিনু শরীর ভিতর ॥
 বাণে বিক্রি দুই ভাইয়ে করিনু জর্জর ।
 পড়িল অনেক ঠাট, অসংখ্য বানর ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ প্রচণ্ড প্রতাপ ।
 একেবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥
 সাপ হ'য়ে চলে বাণ আকাশে ধরে ফণা ।
 হাত-পায় গলায় বাঁধিল দুই জনা ॥

(১) বাণগোটা—বাণটি । (২) চন্দনের ছড়া—যথা চন্দন জলের সহিত মিশাইয়া ছিটাইয়া দেওয়া ।

(৩) পাছড়া—চাবর । (৪) রাজ্য-ব্যবহারে—রাজোচিত সন্মানের সহিত ।

ত্রিভুবনে মিলে যদি করে আকিঞ্চন ।
 তবু না খসিবে নাগপাশের বন্ধন ॥
 সীতাসনে রহ সুখে পিতা লঙ্কেশ্বর ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণে তব আর নাহি ডর ;
 হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ ।
 রাবণ সাদরে তারে করিল প্রসাদ ॥
 হস্তী ঘোড়া রত্ন দিল ভাণ্ডার প্রচুর ।
 অমূল্য রতন হার দিলেক কেহুর ॥
 নানা অলঙ্কার দিল নীলকাস্ত মণি ।
 ভাণ্ডারের বত রত্ন সব দিল আনি ॥
 রাজ্যপ্রসাদ দিল, রাজ্য ক'রে লণ্ডভণ্ড ।
 সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ দর্শনে
 সীতাশ্বেতীর বিলাপ ।

বাপের স্থানে বিদায় হ'য়ে গেল ইন্দ্রজিৎ ।
 ত্রিজ্ঞটা রাক্ষসী বলি ডাকিল করিত ॥
 রাবণ বলে, ত্রিজ্ঞটা গো যাহ একবার ।
 চূর্ণ ক'রে আইসহ সীতার অহঙ্কার ॥
 পুষ্পক বিমানে লহ সীতারে তুলিয়া ।
 ক্ষণেক আইস তুমি আকাশে ভ্রমিয়া ॥
 রাম-লক্ষ্মণ পড়েছে বন্ধন নাগপাশে ।
 স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া আকাশে ॥
 রাম-লক্ষ্মণ ম'লে সীতা হইবে নিরাশ ।
 আমারে ভজিবে সীতা মনে পেয়ে ত্রাস ॥
 রাবণের আজ্ঞা যদি ত্রিজ্ঞটা পাইল ।
 রাম-লক্ষ্মণের কথা সীতাকে কহিল ॥
 রাম-লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ইন্দ্রজিভের বাণে ।
 স্বামী দেবর দেখ যদি আইস মোর সনে ॥

চলিলেন সীতাশ্বেতী ত্রিজ্ঞটা সংহতি (১) ।
 রথে চড়ি দুই জন যান শীত্ৰপতি ॥
 নাগপাশে বদ্ধ দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 মাথায়-হাত সীতাশ্বেতী করিছে রোদন ॥
 মোর পোশাইল বৃষ্টি আচ্ছি কালরাতি ।
 অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি ॥
 শিশুকালে ছিন্মু যবে জনকের ঘরে ।
 অবিধবা ব'লে লোকে কহিত আমারে ॥
 সকলের বাক্য মোর হৈল বিপরীত ।
 ধূলাতে পড়িয়া প্রভু হয়ে অসম্বিত (২) ॥
 বধিয়া তাড়কা শুর, তুষ্ট কৈলে তিন পুর,
 জনকের পণ পূর্ণ করি ।
 হরের ধনুক খান, স্তম্ভি কৈলা খান খান,
 ধন্য কৈলা জনকের পুরী ॥
 বিবিধ বিলাপ করি, শ্রীরামের গুণ স্মরি
 কাম্বে সীতা, নহে নিবারণ ।
 কৈকেয়ী-সতাই-দোষে, আসিয়া কাননবাসে
 বিপাকেতে হারালে জীবন ॥
 ভরত করিল স্তুতি, না করিলে অন্তমতি,
 বনে আইলে সত্যে করি ভর ॥
 রত্নময় সিংহাসন, পরিহরি কি কারণ,
 কোমলাঙ্গ ধূলাতে ধূসর ॥
 অযোধ্যার ছত্রধর, আজ্ঞাকারী চরাচর,
 সাগর বান্ধিয়া হৈলা পার ।
 আমি কি অভাগ্যবতী, হারালাম রাম পতি,
 তব মুখ না দেখিব আর ॥
 আমি অবেষণ করি, এলে প্রভু লঙ্কাপুরী
 দুঃখ মোর না হৈল মোচন ।
 দুরাচার ইন্দ্রজিৎ, কৈল যুদ্ধ বিপরীত,
 তাহে প্রভু হারালে জীবন ॥

(১) সংহতি—সদে । (২) অসম্বিত—অজান ; জানশূন্য ।

ত্রিজটার হাতে ধরি, বিস্তর বিনয় করি,
বলিছেন করুণা বচন ।
তোমার সহায়গুণে, যাব আমি স্বামিসনে
রথ রাখ, না কর গমন ॥
সীতার রোদন শুনি, হইল আকাশ-বাণী
কভু রামের নাহিক বিনাশ ।
তোমারে উদ্ধার করি, যাবেন অযোধ্যাপুরী
রচিল পণ্ডিত কৃষ্টিবাস ॥

—

সীতাকে ত্রিজটার প্রবোধ দান ও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের
নাগপাশ মোচন ।

কাতর হইয়া কান্দে জানকী রূপসী ।
সীত্রে প্রবোধ দেয় ত্রিজটা রাক্ষসী ॥
পুষ্পরথ দেখ সীতা দেব অবতার ।
কখন না সহে এই অশুচির ভার ॥
একান্ত শ্রীরাম যদি হারাত জীবন ।
অচল হইত রথ, না যায় খণ্ডন ॥
না কর রোদন সীতা, না কর রোদন ।
প্রাণ না ত্যজেন তব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
বহুকাল গেল, দুঃখ অল্প দিন আছে ।
ভাবি আমি ক্ষণে সীতা ম'রে যাহ পাছে ॥
এত বলি ত্রিজটা বিস্তর বুঝাইয়া ।
গেল অশোকের বনে সীতারে লইয়া ॥
অশোকের বৃক্ষতলে বসিলেন সীতে ।
স্বর্ণবেত-হাতে ফেরে যতেক চেড়ীতে ॥
নাগপাশে বন্দী আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
শিরে হাত দিয়া কান্দে যত কপিগণ ॥
বড় বড় কপি কান্দে ব'লে হায় হায় ।
নীল সেনাপতি কান্দি গড়াগড়ি যায় ॥

সকল কটক কান্দে হইয়া অজ্ঞান ।
পিতা-পুত্রে কান্দিছে কেশরী হনুমান ॥
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা কটকের আড়ে ।
মিত্র মিত্র বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে ॥
লঙ্কাতে যতপি প্রভু রঘুনাথ মরে ।
কি বলিয়া যাব আমি কিঙ্কিয়ানগরে ॥
কিঙ্কিয়ার রাজপাট সব পোড়াইয়া ।
পরগ ত্যজিব আমি সাগরে ডুবিয়া ॥
সুগ্রীব বলেন, সবে এক ঐক্য করি ।
যাব দুই ভাইয়ে ল'য়ে কিঙ্কিয়ানগরী ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে যদি পারি বাঁচাইতে ।
আনিব ঔষধ যথা পাব সংসারেতে ॥
বাঁচাইয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুই জনে ।
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে ॥
সংবশে মারিব যবে লঙ্কার রাবণ ।
তবে সে জানিবা মোর স্বদেশে গমন ॥
দূর হ'তে ক্রন্দন শুনিয়া বিভীষণ ।
চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে-মন ॥
কোন বীর লইয়া পড়েছে আধাস্তর (১) ।
শিরে হাত দিয়া কেন কান্দিছে বানর ॥
কান্দিছে সুগ্রীব বীর অঙ্গদ যুবরাজ ।
সকল বানর কান্দে, ছোট নহে কাজ ॥
এত ভাবি বিভীষণ চলিল সত্বর ।
বিভীষণে দেখি ছুটে যতেক বানর ॥
বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ অভেদ রূপেতে ।
বিভীষণে দেখে' বলে, এল ইন্দ্রজিতে ॥
সুগ্রীব ডাকিয়া বলে অঙ্গদের আগে ।
তুমি আছ সম্মুখে কটক কেন ভাগে ॥
অঙ্গদ বলেন, শুন বানরের পতি ।
বিভীষণে দেখি ভাগে যত সেনাপতি ॥

ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ ।
 কারে দেখে' পলাও, মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ ॥
 হানা দিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল লঙ্কাপুরে ।
 বিভীষণে দেখি কেন পলাইছ ডরে ॥
 দেশে পলাইয়া যাবে পুত্র-দারা-আশে ।
 এক গাড়ে গাড়িবে (১) স্ত্রী-রাজ্য দেশে ॥
 যদি দেশে যাব মনে করহ বাসনা ।
 উলটিয়া রাখ গিয়া আপনার থানা (২) ॥
 অঙ্গদের দেখিয়া দস্তুর কড়মড়ি ।
 আপন থানায় সবে যায় তাড়াতাড়ি ॥
 বিভীষণ বলে, শুন রাজীব-লোচন ।
 জীয়েন্তে মরিশু আমি তোমার কারণ ॥
 পলাইতে ঠাই নাই, যাব কোন্ দেশে ।
 বিশেষ সাগরে গিয়া করিব প্রবেশ ॥
 ধিক্ ধিক্ রাজ্যভোগ ধিক্ ধিক্ সুখ ।
 জনম গোড়াব (৩) আমি দেখে' কার মুখ ॥
 এতেক শুনিয়া তবে বিভীষণ-বাণী ।
 ধীরে ধীরে কহিছেন রাম রঘুমণি ॥
 সব ছাড়ি বিভীষণ আমা কৈলে সার ।
 শুধিতে নারিশু মিতা, তোমার সে ধার ॥
 নাগপাশ-বন্ধে মৃত্যু হইল আমারে ।
 মরা লাগি জীয়েন্তে কোথায় কেবা মরে ॥
 শুন হে স্ত্রী-রাজ্য মিতা কহি তব স্থানে ।
 সৈন্ত ল'য়ে যাহ তুমি আপন ভবনে ॥
 আমা স্থানে মিত্র, তুমি সত্যে হৈলে পার ।
 তুমি কি করিবে, দৈব বিপক্ষ আমার ॥
 নৃতন ভূপতি তুমি দেখছ বিচারি ।
 তোমা বিনা লওন্তও হবে রাজপুরী ॥

করহ রাজ্যের চর্চা গিয়া নিজ রাজ্যে ।
 আমার নিকটে আর আছ কোন্ কার্যে ॥
 নাগপাশ অস্ত্র এল আমা দৌড়া তরে ।
 ভাগ্যেতে যা ছিল হ'ল তুমি যাহ কীরে ॥
 অঙ্গদের বাপে মারি পাইয়াছি লাজ ।
 প্রাণপণে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ ॥
 গয় পবাক সরভাদি ও গন্ধমাদন ।
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এই সুবেগ-নন্দন ॥
 শরভঙ্গ বানর যে কুমুদ সেনাপতি ।
 দেশে তবে যাহ সবে করিয়া পিরীতি ॥
 দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল ।
 গালাগালি না দিও, না ব'লো মন্দ বোল ॥
 অযোধ্যানগরে তুমি যাহ হনুমান ।
 সমাচার কহিও সবার বিচক্ষমান ॥
 জানাইও ভরতেরে আমার সংবাদ ।
 যেন কারো সঙ্গে নাহি করে বিসম্বাদ ॥
 ধর্ম্মেতে পালিবে প্রজা, রাখি ধর্ম্মপথ ।
 এইরূপে রাজ্য যেন করেন ভরত ।
 কৌশল্যা মায়েরে জানাইবে নমস্কার ।
 কৈকেয়ী মাতারে এই কহিও সমাচার ॥
 প্রণাম করিব গিয়া মনে ছিল সাধ ।
 বিধাতা সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ ॥
 জানকী রহিল বন্দী অশোকের বনে ।
 নাগপাশে বন্দী রাম-লক্ষ্মণ দু'জনে ॥
 সুমিত্রা মাতাকে মোর দিও নমস্কার ।
 যথাযোগ্য সবারে জানাইও সমাচার ॥
 আমা লাগি লক্ষ্মণ ছাড়িল নিজ পুরী ।
 সুখভোগ ছাড়ি ভাই হৈল বনচারী ॥

(১) এক গাড়ে গাড়িবে—এক গর্ভের মধ্যে পুঁজিবে। (২) বাসস্থানের আশা ত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। (৩) গোড়াব—কাটাইব।

প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হাতের ছিল নড়ি ।
 হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি ॥
 নাগপাশে কাতর হৈলা রঘুবীর ।
 ব্রহ্মাদি দেবতা ভেবে হইলা অস্থির ॥
 ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ ।
 ডাক দিয়া আনিলেন দেবতা পবন ॥
 ইন্দ্র বলে, সমাচার না জান পবন ।
 নাগপাশে বাঁধা আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 অরুণ বরুণ যম সবে কাঁপে ডরে ।
 ভয়ে কেহ না আইসে লঙ্কার ভিতরে ॥
 আমি ইন্দ্র রাজা ত্রিভুবন-অধিপতি ।
 রাবণের বেটা মোর করিল দুর্গতি ॥
 লঙ্কাতে লইল বেঁধে সংসারে বিদিত ।
 আমারে জিনিয়া বেটার নাম ইন্দ্রজিৎ (১) ॥
 বড় নিদারুণ বেটা বিখ্যাত ভুবনে ।
 নাগপাশে বান্ধিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 নাগপাশে অচৈতন্য ছুই সহোদর ।
 বল বুদ্ধি হারায়েছে সকল বানর ॥
 রঘুনাথের স্থানে যাহ আমার বচনে ।
 কহ রামে মুক্ত হবে গরুড় স্মরণে ॥
 বিষ্ণুর বাহন গরুড় ধরে বিষ্ণুতেজ ।
 নাগপাশ যুচাইতে সেই মহাবেজ (২) ॥
 ইন্দ্রের বচন মানি দেবতা পবন ।
 কহিল রামেরে, কর গরুড়ে স্মরণ ॥

পবন শ্রীরাম যদি হৈল কাণাকণি ।
 গরুড়ে স্মরণ করে রাম রঘুমণি ॥
 গরুড়ে স্মরেন রাম বিষ্ণু-অবতার ।
 গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার (৩) ॥
 কুশদ্বীপে চরে গরুড় সাগরের কূলে ।
 গিলেছিল অঙ্গুর উগারিয়া ফেলে ॥
 শূণ্ডভরে গরুড় আইল উত্তরড়ে ।
 পাখসাটে (৪) পর্বত কন্দর যায় উড়ে ॥
 দিগ্দিগন্তের গাছ আনে পাকে টেনে ।
 ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ঘোর বরিষণে ॥
 সাগরের জলজন্তু লুকাইল জলে ।
 ভয় পেয়ে নাগগণ কম্পিত পাতালে ॥
 উপাড়িয়া পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে ।
 দশ যোজন থাকিতে ভুজঙ্গ ভাগে ত্রাসে ॥
 দূর হ'তে গরুড়ের লাগিল নিশ্বাস ।
 রাম-লক্ষ্মণের খ'সে পড়ে নাগপাশ ॥
 পদ্মহস্ত (৫) বুলাইল বিনতা-নন্দন (৬) ।
 সচৈতন্য হ'য়ে উঠে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 গরুড় পক্ষীরে কন রাম রঘুমণি ।
 প্রাণদান দিলে, সখা হ'লে হে আপনি ॥
 গরুড় বলেন, শুন সবিশেষ কই ।
 শ্রীচরণে ভৃত্য আমি, সখাযোগ্য নই ॥
 তুমি বিষ্ণু-অবতার জগতের পতি ।
 পতিব্রতা-শাপে আছ আপনা বিশ্বতি (৭) ॥

(১) গৌতম-পত্নী অহল্যার রূপ দর্শনে ইন্দ্র অধীর হইয়া অহল্যাকে ছলনা করেন । এই নিমিত্ত গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে সহস্র কুৎসিত চিহ্নযুক্ত ও শক্রর হস্তগত হইবে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন । এই অভিশাপে ইন্দ্র মেঘনাথ কর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়াছিলেন । (২) মহাবেজ—প্রধান চিকিৎসক । (৩) টঙ্কার—সাদা । (৪) পাখসাটে—পাখার স্থাপটায় । (৫) পদ্মহস্ত—পদ্মের ভায় কোমল হাত ; যে হস্ত স্পর্শে ঘেহের সব অশুভ দূর হয় । (৬) বিনতা-নন্দন—গরুড় । (৭) পতিব্রতা শাপে আছ আপনা বিশ্বতি—হিরণ্য-কশিপু সংহারের অস্ত্র ভগবান্ নৃসিংহ বৃষ্টি ধারণ করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন । এই গর্জনে এক মুনির পূর্ণগর্ভা পত্নীর গর্ভপাত হয় । তাহাতে সেই মুনি-পত্নী ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবানকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অস্ত্র অবতাবে তোমার আত্মবিশ্বাসি বটিবে ।—ভাগবত ।

কৃষ্ণবাসী সাম্রাজ্য —



দূর হৈছে গকাতর জাতিগণ নিহান ।
বান-সাম্রাজ্যের সনে' পড়ে নাশ-পাশ ॥— ৩৩২ পৃ

THE ASIATIC SOCIETY
Calcutta—700 010

কুন্তিনাসী বামাষণ —



দা প্রাইনা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে ।
ধনুক তাজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে ॥—৩৬৩ পঃ

আমি যে গরুড় পক্ষী তোমার বাহন ।
পূর্বকথা কেন প্রভু হও বিস্মরণ (১) ॥

শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, কৈলে উপকার ।
বর মাগ পক্ষিবর বাঞ্ছা যে তোমার ॥
গরুড় বলেন, বাঞ্ছা আছে এই মনে ।
দ্বিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে ॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপ গলে বনমালা ।
শিখি-পুচ্ছ-বক্ৰ চূড়া অর্ধ বামে হেলা ॥
অলকা-আবৃত শশী শ্রীমুখমণ্ডল ।
শ্রুতিযুগে মনোহর মকর কুণ্ডল ॥
গলে বনমালা, পরিধান পীতাম্বর ।
সেই রূপ দেখিতে বাসনা নিরন্তর ॥
শ্রীরাম বলেন, হব সে রূপ কেমনে ।
ধনুর্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে ॥
না বলিহ কৃষ্ণমূর্ত্তি করিতে ধারণ ।
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ ॥

গরুড় বলেন, কি কহিবে কপিগণে ।
করিয়া পাখার ঘর বসাব গোপনে ॥
এতক মন্ত্রণা করি বিনতা-নন্দন ।
পাখাতে করিল ঘর অদ্বুত রচন ॥
ভক্ত-বৎসল রাম তাহার ভিতরে ।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে ॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে ।
হনুমান্ দেখে' বসি ভাবিতেছে দূরে ॥
হনু বলে, প্রাণপণে করি প্রভু-হিত ।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত ॥
দেখিলেন হনুমান্ মহাযোগে বসি ।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী ॥
হনুমান্ বলে, পক্ষী এত অহঙ্কার ।
ধনুক খুলিয়া বাঁশী দিলে হাতে তাঁর ॥
যদি ভৃত্য হই, মন থাকে শ্রীচরণে ।
লইব ইহার শোধ হোরি বিচ্যমানে ॥

(১) জননী বিনতার দাসীও মোচন অথ গরুড় স্থা আনিতে গমন করিয়া দেখিলেন, সূচিপ্ৰমাণ ছিন্নযুক্ত চক্রের মধ্য দিয়া যাইতে না পারিলে, সেই সুধাকলস পাইবার উপায় নাই । এই অস্ত গরুড় অতিশয় স্নানদেহে সেই চক্রছিন্ন-পথে গিয়া সুধাকলস লইয়া আসিলেন । বিষ্ণু এই ব্যাপারে ক্রোধাতুর হইয়া গরুড়ের সম্মুখীন হইলেন । গরুড়ের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ হইল । গরুড়ের বিপুল শক্তি দেখিয়া বিষ্ণু অতিশয় স্তম্ভ হইয়া বলিলেন, “তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ কর ।” গরুড় বলিলেন, “যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন তবে এই বর দিও, যেন, আমি সর্বদা আপনার উচ্চে অবস্থান করি ও অজয় অমর হই ।” বিষ্ণু সেই বর দান করিলে প্রীত হইয়া গরুড় বলিলেন, “আমি আপনাকে বর দিব—কি বর চান বলুন ।” তাহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন, “যদি তুমি আমাকে বর দিতে চাও তাহা হইলে এই বর দাও, যেন তুমি আমার বাহন হও ।” গরুড় বলিলেন—“আমি আপনার বাহন হইব ।”—মহাতারত ।

বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে ।
 লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ-অবতারে (১) ॥
 এতেক শুনিয়া তবে বিনতা-নন্দন ।
 ঈষৎ হাসিয়া পাখা করে সংবরণ ॥
 রামেরে প্রণাম করি যায় শূন্যপথে ।
 দাণ্ডাইলা রঘুনাথ ধনুর্বার হাতে ॥
 অঙ্গ কাড়া দিয়া ওঠে অমুজ লক্ষ্মণ ।
 আনন্দ-সাগরে মগ্ন যত কপিগণ ॥
 গরুড়ের পাখা-শব্দ যত দূরে যায় ।
 তত দূর কপিগণ উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
 নাগপাশে মুক্ত হৈল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 'রামজয়' শব্দ করে যত কপিগণ ॥

একেবারে যত কপি ছাড়ে সিংহনাদ ।

লঙ্কায় রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥
 বানরের শব্দ নিশি তৃতীয় প্রহর ।
 শয্যা হৈতে উঠে বৈসে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
 রাবণ প্রাচীরে উঠি চাহে চারিভিতে ।
 দাণ্ডায়েছে রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্বার হাতে ॥

রাবণ বলে যে বাণ বন্ধন নাগপাশ ।
 নাগপাশে মুক্ত হৈলে লঙ্কার বিনাশ ॥
 মরিলে না মরে রাম এ কেমন বৈরী ।
 অমুমাণে বুঝিগু, মজিল লঙ্কাপুরী ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
 নাগপাশ-মুক্ত হৈলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

ধৃত্বাক্ষ বধ ।

দৈবের নির্বন্ধ, রাবণ দেখিছে বিপাক ।
 ধৃত্বাক্ষ বলিয়া রাজা ঘন পাড়ে ডাক ॥
 আজ্ঞামাত্র আইল ধৃত্বাক্ষ মহাবীর ।
 রাজায় চরণে আসি নোয়াইল শির ॥
 রাবণ বলে, তুমি হে প্রধান সেনাপতি ।
 আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ॥
 রাজ-ব্যবহারে তার বাড়ায় সম্মান ।
 যুঝিবারে অনুমতি দিল গুয়া পান ॥

(১) অর্জুন তীর্থ পর্যটন কালে দ্বারকায় গিয়া দেখিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎ-নন্দিনী সত্যভামাকে স্নগন্ধি কনকপদ্ম উপহার দেওয়ার কল্পিত মনে দ্বারকণ বিবাহের সন্ধার হইয়াছে। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্বর্ণপদ্ম আমিতে আদেশ প্রদান করিলে অর্জুন পুষ্প আহরণার্থ বানর-চতুষ্টয় রক্ষিত কদলীবনে গমন করিয়া পুষ্প তুলিবার উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে রক্ষক বানরেরা হনুমানকে সংবাদ দিলে হনুমানের সহিত অর্জুনের সংঘর্ষ হয়। হনুমান্ স্বীয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান আরম্ভ করিলে অর্জুন বলিলেন, তোমার গুরু রাম নল-নীল প্রভৃতি বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রবন্ধন করিয়াছিলেন; আমি ইচ্ছা করিলে শত বোজন সমুদ্র শরকালে বাধিতে পারি। হনুমান বলিল, কৈ বাধ দেখি। ইহা শুনিয়া অর্জুন শরজালে সমুদ্র বন্ধন করিলেন। হনুমান বলিল, এই যে বাণের সেতু নির্মিত হইয়াছে ইহা যদি আমার ভার সহিতে পারে তবেই জানিব ইহা কত দৃঢ়। অর্জুন বলিলেন, তুমি অক্লেপে ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে। তখন হনুমান লোমে লোমে পরিত বাধিয়া বাণ-নির্মিত সেতুতে আরোহণ করিলে সেই বিরাট ভারে সেতু ভগ্নপ্রায় হয় দেখিয়া অর্জুন ভগবানের আরাধনা করেন। ভগবান্ কুর্নরূপ ধারণ করিয়া সেই সেতু রক্ষা করিতেছেন ও তাহার বিষম চাপে কুর্নর যুথ দিয়া বস্ত বাহির হইতেছে দেখিয়া হনুমান কুর্নরূপী ভগবানকে বলিল, বুঝিয়াছি হেব, তক্তের বস্ত তোমার এই ক্লেপ স্বীকার, এখন আমার পূর্ব বাক্য অনুসারে কৃষ্ণ অবতারে সেই ধনুর্কারী রাম-মুষ্টিখানি দেখাও। তখন ভগবান সেইস্থানে ধনুর্কারী রামচন্দ্রের রূপ ধারণ করিলেন এবং হনুমান অর্জুনকে সখ্যতা-নৃত্তে আবদ্ধ করিলেন।—মহাভারত।

রাজ-আজ্ঞামাত্র বীর রথে গিয়া চড়ে ।
 পদাতিক সৈন্যদল চলে মুড়ে মুড়ে ॥
 হস্তী ঘোড়া চলে আর অগণন ঠাট ।
 ধূলি উড়াইয়া চলে, নাহি দেখে বাট ॥
 লঙ্কাতে ধুম্রাক্ষ বীর পরম হুজুরানী ।
 যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি ॥
 আউদর চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী ।
 রথ-ধ্বজে উড়ে বৈসে শকুনী গৃধিনী ॥
 যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার ।
 কিছুই না মানে বীর বলে মার মার ॥
 দুই দলে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ ।
 নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥
 রুঘিয়া ধুম্রাক্ষ বলে, কোথায় তপস্বী ।
 উখাড়িয়া মরে কেন এত দূরে আসি ॥
 ছাড়িয়া সীতার আশা ফিরে যাহ ঘর ।
 মনুষ্য হইয়া বেটা লঙ্কার ভিতর ॥
 কপিগণ বলে, বেটা চক্ষু থেকে অক্ষ ।
 মনুষ্য কি সাগর করিতে পারে বক্ষ ॥
 স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধিলেক সেতু ।
 অবতার রাক্ষসের বংশনাশ-হেতু ॥
 গড়াগড়ি যাবে রাবণের দশ মুণ্ড ।
 বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড ॥
 কুপিল ধুম্রাক্ষ বীর জলন্ত আগুনি ।
 মুষল লইয়া এক কপিগণে হানি ॥
 মুষলের ঘায়ে কারো ভাজে মাথার খুলি ।
 কারো মুণ্ড কাটি ভূমে পাড়ে মহাবলী ॥
 খাণ্ডাখান কাহার মস্তকে তুলে হানে ।
 ভঙ্গ দিল বানর অস্থির হয়ে রণে ॥
 হনুমান্ দেখিল বানরগণ ভাগে ।
 দাণ্ডাইল হনুমান্ ধুম্রাক্ষের আগে ।

হনুমান্ বলে, বেটা কি নাম তোমার ।
 আমার সহিত যুদ্ধ কর একবার ॥
 রাক্ষস বলিল, যদি তোরে আমি পাই ।
 অশ্বের কি প্রয়োজন, তোর রক্ত খাই ॥
 এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি ।
 দুই বীরে যুদ্ধ করে, দোহে মহাবলী ॥
 হনুমান্ আনিল পাথর দুই খান ।
 রথের উপরে ফেলে ডাকে হান হান ॥
 রথ ঘোড়া সারথি করিল চুরমার ।
 রথ এড়ি ধুম্রাক্ষ ধাইল আরবার ॥
 ধুম্রাক্ষের হাতে ছিল এক মহাগদা ।
 তার আশে-পাশে বাজে জয়ঘণ্টা সদা ॥
 দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব্ব-গণের জয় লাগে ।
 গদা হাতে করি গেল হনুমান্ আগে ॥
 দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুক ।
 হনুমানের বুক যেন বজ্র হেন দেখে ॥
 বুকতে ঠেকিয়া গদা হৈল খান খান ।
 কোপ করি পাসরে আপন হনুমান্ ॥
 হনুমান্ বলে, গদা গেল রসাতল ।
 এখন আইস আমি বুঝি তোর বল ॥
 এক বজ্র চাপড় মারিল তার শিরে ।
 কাতর হইয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥
 হনুমান্ মহাবীর সংগ্রামেতে শূর ।
 লাথি মারি ধুম্রাক্ষের কায় করে চূর ॥
 পড়িল ধুম্রাক্ষ বীর সমরে হুর্জয় ।
 সকল বানর ডাকি করে জয় জয় ॥
 ধুম্রাক্ষের সেনা ছিল দুই অকৌহিনী ।
 পলায় সকলে লয়ে নিজ নিজ প্রাণী (১) ॥
 ভগ্নপাইক (২) কহে গিয়া রাবণ-গোচর ।
 ধুম্রাক্ষ পড়িল, বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥

(১) প্রাণী—প্রাণ । (২) ভগ্নপাইক—যুদ্ধের সময় বে দূত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গিয়া রাবণকে যুদ্ধের সংবাদ জানায় ।

অকম্পন বধ

ধূম্রাক পড়িল বার্তা পাইল রাবণ ।
 অকম্পন বলে' ডাক ছাড়ে ঘনে-ঘন ॥
 আশ্রামাত্র উপনীত অকম্পন বীর ।
 রাজার নিকটে আসি নোয়াইল শির ॥
 রাবণ বলে, শুন অকম্পন সেনাপতি ।
 আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি (১) ॥
 বীর-মধ্যে বীর তুমি সকলেতে জানে ।
 ত্রৈলোক্যে জিনিতে তুমি পার এক দিনে ॥
 তোমার সম্মুখে যুদ্ধে, আছে কোন্ জন ।
 হাতে গলে বেঞ্চে আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 মধুর বচনে রাজা অকম্পনে তোষে ।
 যুদ্ধিতে চলিল বীর রাজার আদেশে ॥
 সারথি জোগায় রথ বিচিত্র গঠন ।
 সসৈন্যে সাজিয়া চলে বীর অকম্পন ॥
 আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে ।
 উখাড়িয়া (২) পড়ে ঘোড়া, যায় মন্দতেজে ॥
 অকম্পন নাম তার কম্প না কখন ।
 যাত্রাকালে হস্তপদ কম্প ঘন ঘন ॥
 যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার ।
 মার মার শব্দে গেল পশ্চিম দুয়ার ॥
 দুই সৈন্য মিশামিশি, দৃঢ় বাজে রণ ।
 নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥
 দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল অপার ।
 রণের ধূলিতে দশ-দিক্ অন্ধকার ॥
 অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আশ্র-পর ।
 রাক্ষসে রাক্ষস মারে, বানরে বানর ॥

রক্তে রাজা হৈল বাট, ধূলা নাহি উড়ে ।
 দেখাদেখি যুদ্ধ করে দুই দলে প'ড়ে ॥

মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর কুমুদ সেনাপতি ।
 রণ দেখি তিন বীর আইল শীঘ্রগতি ॥
 তিন বীর আসি করে গাছ বরিষণ ।
 সম্মুখ সংগ্রামে স্থির নহে তিন জন ॥
 ভঙ্গ দিয়া তিন বীর পলাইল ত্রাসে ।
 হাতে ধনু অকম্পন দাণ্ডাইয়া হাসে ॥
 নীল বীর বড় ধীর সকলে বাখানে ।
 ভঙ্গ দিয়া পলাইল অকম্পনের রণে ॥
 নল বীর ক'রেছিল একা সেতুবন্ধ ।
 অকম্পনের বানে তার হৈল চক্ষু অন্ধ ॥
 শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান ।
 রণেতে প্রবেশ করে বীর হনুমান ॥

হনুমান বলে, বেটা, পলাবি কোথায় ।
 এক চড়ে সমালয়ে পাঠাব তোমায় ॥
 পাইক মারিয়া বেটা জিনে যাহ রণ ।
 অবশ্য আমার হাতে তোমার মরণ ॥
 এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি ।
 দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দৌছে মহাবলী ॥
 আশী কোটা বাণ এড়ে বীর অকম্পন ।
 বাণে অচেতন হৈল পবন-নন্দন ॥
 সংজ্ঞা লভি উঠে পুনঃ বীর হনুমান ।
 ক্রোধে আনে শালগাছ দিয়া এক টান ॥
 বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান ।
 অকম্পন-বাণে গাছ হৈল দুই খান ॥
 জিনিতে না পারে হনু, ভাবয়ে অস্তরে ।
 লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপরে ॥

(১) কুলাবে আরতি—মনোবাছা পূর্ণ করিবে । (২) উখাড়িয়া হোঁচট খাইয়া ।

চুলেতে ধরিয়া তাঁরে মারিল আছাড় ।
মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল, চূর্ণ হৈল হাড় ॥
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে দুর্জয় ।
সকল বানর বলে জয় রাম জয় ॥
ভয়পাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর ।
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর ॥

—

বজ্র-দংষ্ট্রের যুদ্ধে গমন ।

অকম্পন-মৃত্যু শূনি চরের বদনে ।
কিছু ভয় উপজিল রাবণের মনে ॥
হৃদয়ে করিয়া বিবেচনা বহুতর ।
যুদ্ধ বিনা হিত নাহি দেখিল অপর ॥
তবে আগে দেখি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচরে ।
কহিতে লাগিল তাঁরে অতি সমাদরে ॥
বজ্রদংষ্ট্র, তুমি হও সুপণ্ডিত রণে ।
তোমার সমান বীর না দেখি ভুবনে ॥
ধনুক ধরিয়া তুমি দাঁড়ালে সমরে ।
নিজে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইতে নারে ডরে ॥

তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে ।
পরাজয় করিয়াছি অনায়াসে রণে ॥
অপর কি কব সর্ব-নাশক (১) শমনে ।
তোমার সাহায্যে জিনিয়াছি অবতনে ॥
তুমিহ সমরে যাও সেনানী (২) হইয়া ।
সুগ্রীব-লক্ষণ-রামে আইস বধিয়া ॥

এত বাণী শূনি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর ।

প্রণমিয়া কহিতেছে রাবণ-গোচর ॥
মহারাজ, আমি এই চলিলাম রণে ।
আপনি পরমানন্দে থাকুন ভবনে ॥
বধিব তোমার শত্রু সেই দুই নরে ।
সুগ্রীব মারুতি (৩) আর মুখ্য কপিবরে ॥
আপনি মঙ্গল চিন্তা করহ আমার ।
সীতা বশীভূত করি লহ আপনার ॥

তবে বলাধাক করি সেনার সাজন ।

দশানন-আগে আসি কৈল নিবেদন ॥
তাহা শূনি প্রণাম করিয়া দশাননে ।
বজ্রদংষ্ট্র বীর যাত্রা করিলেক রণে ॥
করিল বিবিধ-মতে মঙ্গলাচরণ ।
বাঙ্কিলেক নিজ অঙ্গে অনেক রক্ষণ ॥

(১) সর্ব-নাশক—যে সকলকে নাশ করে; বম। (২) সেনানী—সেমানারক। (৩) মারুতি—হনুমান; সমুদ্রমহন-জাত সুধার জন্ম দেবাসুরের যুদ্ধে বহু অসুরের মৃত্যু হইলে অসুরগণের জননী দ্বিতি অতিশয় কাতরা হইয়া স্বামী কশ্যপের নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে স্বামিন্, আমাকে এমন এক পুত্র দান করুন—যে ইন্দ্রকে নাশ করিতে পারে। দ্বিতির প্রার্থনার কশ্যপ সেই বর দান করিয়া তপস্তায় গমন করিলেন। দ্বিতি সহস্র বৎসর তপস্বী হইয়া কুশল্য তপোবনে তপস্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্তাকালে ইন্দ্র তাঁহার সেবাকার্য্যে বৃত্ত হইলেন। এইরূপে ২২০ বর্ষ অতীত হইলে একদিন দ্বিতি তপস্তাকালে ইন্দ্র তাঁহার সেবাকার্য্যে বৃত্ত হইলেন। এইরূপে ২২০ বর্ষ অতীত হইলে একদিন দ্বিতি অশুচি অবস্থায় শয়ন করিয়া আছেন দেখিয়া ইন্দ্র দ্বিতির শরীর-বিবরণ দিয়া গর্তে প্রবেশ করিলেন ও গর্তস্থ শিশুকে শত-পর্ক বজ্রদ্বারা সাত অংশে বিভক্ত করিলেন। পুনঃ সেই সাত অংশের প্রত্যেককে সাততাপে বিভক্ত করিয়া ৪২ সংখ্যক করিয়া ফেলিলেন। গর্তস্থ শিশু উন-পকাশ অংশে বিভক্ত হইয়া রোহন করিতে লাগিল। ইন্দ্র গর্তস্থ শিশুকে 'মা রুহ' বলিয়া সন্মোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দ্বিতি জাগ্রত হইয়া সব ব্যাপার জানিতে পারিয়া শিশুকে গর্ত হইতে বাহির হইতে বলিলেন। এইরূপে ৪২ পবনের উৎপত্তি হয়। 'মা রুহ' বলিয়া সন্মোদন করার পবনের নাম মারুত হয়। তাঁহার পুত্র বলিয়া হনুমানের নাম মারুতি।

পরিলোক অঙ্গে সানা (১), মাথায় টোপর।
 পৃষ্ঠেতে বাঙ্কিল তুণ পুরি তীক্ষ্ণ শর ॥
 আর নানা অস্ত্র শস্ত্র করিল বন্ধন।
 রথের উপরে গিয়া কৈল আরোহণ ॥
 কিবা তার রথ, অতি মনোহর হয়।
 অলঙ্কৃত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহয় (২) ॥
 তার রথ দুই দিকে যায় মনোরম।
 দ্বিসহস্র সপ্ততি-সংখ্যক তুরঙ্গম (৩) ॥
 ঘোড়ার পশ্চাতে দুই সহস্র সপ্ততি।
 যাইতেছে মদমস্ত হাতী মন্দগতি ॥
 মধ্যেতে যাইছে বজ্রদংষ্ট্র দিব্য রথে।
 এক লক্ষ ধনুর্ধর যায় অগ্রপথে ॥
 আর কত ঢালী শূল। তোমরী খপরী।
 যাইতেছে রথে গজে ঘোটকেতে চড়ি ॥
 বাজিতেছে সহস্র সহস্র রণভেরী।
 নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়া হাতী বেরি বেরি (৪) ॥
 সেই সব শব্দে লঙ্কা করি দলমাল (৫)।
 রণে যায় বজ্রদংষ্ট্র যেন মহাকাল ॥
 যাইতে যাইতে দেখে নানা অমঙ্গল।
 অগ্রেতে পড়য়ে তার উল্কা ঝলমল ॥
 মুখ দিয়া অগ্নিশিখা করিয়া বমন।
 শিবা সব করিতেছে অশিব নিঃস্বন (৬) ॥
 রথের ঘোড়ার নেত্রে পড়ে অশ্রম্ভঙ্গল।
 পুনঃপুনঃ ত্যাগ করে তারা মৃত্ত-মল ॥
 তাহা দেখিয়াও বজ্রদংষ্ট্র অশঙ্কিত।
 কহিতেছে সৈন্যগণে অত্যন্ত গর্বিত ॥
 অমঙ্গল দেখি কেহ না ক'রো চিন্তন।
 অতিমন্দ শুভকর কহে সর্বজন ॥

আর শুন কি করিবে এই অমঙ্গলে।
 সব অমঙ্গল বিনাশিব বাহুবলে ॥
 দেখিবি সকলে তোরা বিক্রম আমার।
 বধিব সকল আমি শত্রুকে রাজার ॥
 আজি মোর বাণহত কপির আমিষে।
 নিশাচর পিণ্ড দিবে বাহুবে হরিষে ॥
 আমিহ বধিয়া স্ত্রীবাধি কপিগণে।
 ভক্ষণ করিব নিজে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 বজ্রদংষ্ট্র নাম মোর বজ্র হেন দাড় (৭)।
 চর্ষণ করিব আমি তাহাদের হাড় ॥
 তোরা সবে ভয় ত্যজি চলহ সমরে।
 শত্রু-বধ করি শীঘ্র ফিরে যাব ঘরে ॥
 এত কহি বজ্রদংষ্ট্র সৈন্য-ছল্লস্বারে।
 উপনীত হৈল আসি উত্তরের দ্বারে ॥

বজ্রদংষ্ট্র বধ।
 (নর্ভক ছন্দ)

তবে, দেখি তাহারে, সেই ত দ্বারে,
 প্লবঙ্গম-গণ (৮)।
 তারা, তরুশিখরী, করেতে ধরি,
 রহে সুখী মন ॥
 তাহা, নিরখি তারা, মেঘের ধারা,
 হেন বর্ষে বাণ।
 তাহে, বানরগণে, বিক্রি সঘনে,
 কৈলা খান খান ॥
 তবে, কুপিত-মতি, বানর ভক্তি,
 বৃক্ষ শিলা মারি।

(১) সানা - বর্ণ। (২) বহয় - বহন করে, এখানে টানে। (৩) তুরঙ্গম - ঘোড়া। (৪) বেরি বেরি - বার বার। (৫) দলমাল - টলমল। (৬) অশিব নিঃস্বন - অমঙ্গল শব্দ। (৭) দাড় - দাঁত। প্লবঙ্গমগণ - বানর সকল।

| | | | |
|--|--|---|---|
| করে, কুলিশ-দন্ত-(১) গভীর হাঁকারি ॥ | সেনারি অস্ত, কৌণপপন (১) | পরে, তারে দেখিয়া, বজ্রদংষ্ট্র-সেনা । | ত্রাস পাইয়া পাছে না চায়, মনেতে রাখি |
| তাহে, ত্রাসিতে মন, পলায়ন করে । | বজ্র দন্ত, ধনুক-শুণে, | তার, পলায়ে যায়, বারণ শোনে না ॥ | অতি বেগেতে কপি পতি, ঘোটকপণে, |
| তাহা, দেখি দুঃস্থ, বরিষয়ে শরে ॥ | কর্ণে বারে বারে । | ভবে, তাহা নিরখি, বজ্রদংষ্ট্র বীর । | সেই, তপন-সুতে, (৩) বিহে বহু তীর । |
| তার, বাণের তুণে, কর্ণে বারে বারে । | কর, ভ্রমণ করে, লক্ষিতে না পারে ॥ | তাহে, কুপিঅতি, চপেট প্রহারে । | কপির পতি, ঘোটকপণে, |
| তার, শর-নিকরে, জর্জর করিল । | যত বানরে, রণ-ভিতরে, | তার, বাম ডাহিনে, নিলা বম্বহারে ॥ | সারি ক্রমেতে, (৪) যত করি ছিল । |
| তাহে, রুধির-ধারে, তটিনী হইল ॥ | যায় ভাসিয়া ভয়ে কপিগণ । | আর, হুই পাশেতে, মারি, গাছের বাড়ি, তাগিদে প্রেরিল ॥ | যমের বাড়ী, ঘণিত করি, তপন-কুমার । |
| তাহে, কাক-শৃগালী করয়ে ভক্ষণ ॥ | টানিয়া তুলি, শরেতে শান্ত, দেখি অক্ষ বুলে । | পরে, শাল উপাড়ি, সেই, বজ্রদশন- কৈল স-হকার ॥ | প্রতি কেশপ ছাড়িয়া শর, শত পরিমাণ । |
| সেই বজ্র-দন্ত- দেখি অক্ষ বুলে । | যত, বানর-বৃন্দ, ভাগে সিঙ্কু-কূলে ॥ | সেই, রজনীচর, (৫) শত পরিমাণ । | ছাড়িয়া শর, কাটিয়া পাড়ে, করি খান খান ॥ |
| তাহা, করিয়া দৃষ্ট, কপি-চূড়া-মণি । | হইয়া রুষ্ট, করি সঘনে, বোর সিংহ-ধ্বনি ॥ | সেই, শাল তরুরে, তাহা, নিরখি সূর্য- করি প্রকাশন । | তনয় শৌর্য, ফুলিয়া নিলা, রথের অস্ত, |
| নিজে, চলিলা রণে, বোর সিংহ-ধ্বনি ॥ | শুনি, সেই ত রব, মূচ্ছিত হইল । | এক, বৃক্ক শিলা, পর্কিত যেরন ॥ | ফুলিয়া নিলা, রথের অস্ত, |
| কত, ঘোটক করী, চীৎকার করিল ॥ | ভূমিতে পড়ি, তারে, বজ্র-দন্ত- করিতে ছাড়িল । | তারে, বজ্র-দন্ত- করিতে ছাড়িল । | রথের অস্ত, |

(১) কুলিশ দন্ত - কুলিশ (বজ্র) দন্ত ; বজ্রদন্ত । (২) কৌণপপন - বাকস সকল । (৩) তপন-সুতে - সুগ্রীবকে । (৪) সারি ক্রমেতে - শ্রেণীবদ্ধ ভাবে । (৫) রজনীচর - বাকস ।

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| তাহা, সেহ দেখিয়া, ভূমিতে নামিল ॥ | রথ ছাড়িয়া, তাহার জানে, | তবে, বজ্রদশন, দেখি তার সেনা । | পাইল মরণ, দেখি তার সেনা । |
| সেই, ঘোর পাষণে, সুগ্রীব ভাঙ্গিলা । | তাহার জানে, সুগ্রীব ভাঙ্গিলা । | তারা, ত্রাসিত হয়ে, ফিরিয়া চাহে না ॥ | যায় পলায়ে, ফিরিয়া চাহে না ॥ |
| আর, ঘোটক সাতে, সারথি নাশিলা । | ধ্বজ সহিতে, সারথি নাশিলা । | তবে, সমর জ্বিত্তি, করি সিংহনাদ । | বানর-পতি, করি সিংহনাদ । |
| পরে, এক তরুরে, করিয়া ঘূর্ণিত । | ধরিয়া করে, করিয়া ঘূর্ণিত । | দিল, আপন সখা, মনেতে আহ্লাদ ॥ | নিকটে দেখা, মনেতে আহ্লাদ ॥ |
| সেই, বজ্র-দস্ত- কৈল রাম-মিত ॥ | সেনার অস্ত, কৈল রাম-মিত ॥ | শুনি, তাহার বাণী, করি প্রশংসন । | শ্রীরঘুমণি, করি প্রশংসন । |
| তেই, গিরিশৃঙ্গ, ছাড়িয়া ছকার । | করিয়া ভঙ্গ, ছাড়িয়া ছকার । | দিলা, বাহু পসারি, তারে আলিঙ্গন ॥ | হৃদয় ভরি, তারে আলিঙ্গন ॥ |
| বজ্র-দশন বীরে, হৈল আগুসার ॥ | মারিতে পরে, হৈল আগুসার ॥ | | |
| তাহা, নিরিখি সেহ, গদা ঘুরাইয়া । | বিকট দেহ, গদা ঘুরাইয়া । | | প্রহস্ত বধ । |
| বীর, তপন-সূতে, গর্জন করিয়া ॥ | মারিলা মাথে, গর্জন করিয়া ॥ | এখানেতে ভয়দূত ঘাইয়া লঙ্কায় । বজ্রদংষ্ট্র-মৃত্যু-কথা কহিল রাজায় ॥ বজ্রদংষ্ট্র পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত । বলিয়া প্রহস্ত মামা ডাকিল হরিত ॥ রাবণ বলে, মামা, তুমি রাজ্যের ঠাকুর । তিন কোটি বৃন্দ ঠাট তোমার প্রচুর ॥ তুমি আমি নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ । এই কয়জন আছি সমরে পণ্ডিত ॥ বিশেষ অধিক তুমি জানি চিরদিন । করিয়া অনেক যুদ্ধ হয়েছ প্রবীণ (২) ॥ প্রতাপে প্রচণ্ড তাহে জান বহু সন্ধি (৩) । শ্রীরাম-লক্ষ্মণে আন হাতে গলে বান্ধি ॥ রাবণের কথা শুনে প্রহস্তের হাস । রাম-লক্ষ্মণে রণে আজি করিব বিনাশ ॥ | |
| কিবা, সুগ্রীব-শিরে, সেই গদা দণ্ড । | ঠেকিয়া ভরে, সেই গদা দণ্ড । | | |
| এ কি, অশ্রুত কথা, হইলা শত খণ্ড ॥ | কর্কটী (১) কথা, হইলা শত খণ্ড ॥ | | |
| তবে, কপি ভূপতি, সেই গিরি-চূড়া । | তাহার প্রতি, সেই গিরি-চূড়া । | | |
| নিজ, বাহুর জোরে, করিলেন গুঁড়া ॥ | মারিয়া শিরে, করিলেন গুঁড়া ॥ | | |
| তাহে, কধির-ধার, বহে অনিবার । | বদনে তার, বহে অনিবার । | | |
| সেই, পড়িল ভূমে, গেল প্রাণ তার ॥ | দেখিতে যমে, গেল প্রাণ তার ॥ | | |

(১) কর্কটী—কাকুড় । (২) প্রবীণ—বক ; পারদর্শী । (৩) সন্ধি—কৌশল ।

আমি আছি, রণে কেন পাঠাও অশ্রুজনে ।
এখনি ধরিয়৷ দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
আপ্নে আমি তোমারে বলেছি যুক্তি সার ।
সীতা নাহি দিব, যুদ্ধ করিব অপার ॥
অ-বানরা (১) অ-রামা (২) করিব ধরাতল ।
দশানন বলে, মামা জানি তব বল ॥
অষ্ট অস্ত্রে পর মামা রত্ন-অলঙ্কার ।
যুদ্ধ জিনে এলে মামা সকলি তোমার ॥

রাবণের কথা কেহ লজ্জিতে না পারে ।
সসৈন্যে প্রহস্তু যায় যুদ্ধ করিবারে ॥
চারি বীর অগ্রে যায় হাতে ধরে ধনু ।
যজ্ঞধুম মহানাদ কোপন মহাহনু ॥
দেবগণ স্থির নহে যাতার বিবাদে ।
হেন সব বীর ধায় সংগ্রামের সাথে ॥
সাজিয়া আইল সৈন্য প্রহস্তুর পাশ ।
সবারে প্রহস্তু বীর দিহেছে আশ্বাস ॥
রাম-লক্ষ্মণের আজি অবশ্য মরণ ।
শকুনি গৃধিনী উড়ে ঢাকিল গগন ॥
প্রহস্তুর সৈন্যে দশদিক্ অঙ্ককার ।
মার মার করিয়া চলিল পূর্ব-দ্বার ॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥

প্রহস্তুর সেনাপতি প্রধান চারি জন ।
হাতে ধনু আটল যে করিবারে রণ ॥
যুক্তিতে থাকুক্ কাজ দেখে' চারি বীর ।
ভক্ত দিল বানর, সংগ্রামে নহে স্থির ॥
পূর্বদ্বারে দৃঢ়তর হৈল গণ্ডগোল ।
তিন দ্বারে থাকি শুনে কটকের রোল ॥
তিন দ্বারে চারি বীর আছিল প্রধান ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র যে অঙ্গদ হনুমান ॥

পূর্বদ্বারে চারি বীর আইল শীঘ্রগতি ।
নীলের সপক্ষ হৈল চারি সেনাপতি ॥
চারি বীরে আসি করে গাছ বরিষণ ।
ভক্ত দিল রাক্ষস, সহিতে নারে রণ ॥
প্রহস্তুরে চরি বীর দেখে দূর হৈতে ।
রণেতে প্রবেশ করে ধনুর্বাণ হাতে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও অঙ্গদ হনুমান ।
চারি বীরের ধনু কাড়ি নিল চারিখান ॥
হাঁটুর চাপন দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে ।
মালসাট দিয়া গেল চারি বীর আগে ॥
কুপিয়া অঙ্গদ বীর ছাড়ে সিংহনাদ ।
লাথির চোটে মারিল রাক্ষস মহানাদ ॥

মহাহনু হনুমানে দৌহে বাজে রণ ।
মহাহনু চেপে ধরে পবন-নন্দন ॥
করিয়া পাখালিকোলা ল'য়ে গেল দূর ।
কপটে কহিছে হনু বচন মধুর ॥
তোর নাম মহাহনু আমি হনুমান ।
মিতালি করিব, নাম মিলিল সমান ॥
দুই মিতা ছোট বড় কে হয় কেমন ।
বারেক করিয়া যুদ্ধ বৃষ্টিব হু'জ্ঞন ॥
শুনিয়া ত মহাহনু বলয়ে তরাসে ।
মিত্র সনে যুদ্ধ করা যুক্তি না আইসে ॥
হনুমান বলে, কর বাঁচবার আশ ।
তিলেক বিলম্ব নাই, করিব বিনাশ ॥
রাক্ষসের সঙ্গে মোর কিসের মিতালি (৩) ।
বজ্রমুষ্টি মারিয়া ভাজিব মাথার খুলি ॥
এত বলি হনুমান্ ক'সে মারে চড় ।
ভূমে পড়ি মহাহনু করে খড়-কড় ॥
মহাহনু পড়িল, কবিল যজ্ঞধুম ।
প্রবেশিল রণে যেন কালান্তক যম ॥

(১) অ-বানরা—বানর-হীন । (২) অ-রামা—রাম-শূন্য । (৩) মিতালি—বন্দন ।

কুপিল মহেন্দ্র বীর সুষেণ-নন্দন ।
দীর্ঘ এক শালগাছ উপাড়ে তখন ॥
এড়িলেক শালগাছ দিয়া হুহুকার ।
রথ সহ যজ্ঞধুম হৈল চুরমার ॥

যজ্ঞধুম পড়ে রণে রুধিল কোপন ।
রুধিল দেবেন্দ্র বীর সুষেণ-নন্দন ॥
জুড়িল কোপন বীর তিন শত শর ।
বিক্রিয়া দেবেন্দ্র বীরে করিল জর্জর ॥
কুপিয়া দেবেন্দ্র বীর করিল উঠামি ।
পর্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি ॥
দুই হাতে উপাড়িল গাছ ও পাথর ।
গাছ পাথর লইয়া বীর খাইল সবর ॥
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গাছ পাথর হানে ।
পড়িল রাক্ষস বীর দুর্জয় কোপনে ॥
চারি সেনাপতি পড়ে প্রহস্ত তা দেখে ।
সন্ধান পুরিয়া এল চারি বীর আগে ॥
প্রহস্তের রণে দেষণ কল্পমান ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ভাগে, ভাগে হনুমান ॥
পূর্বদ্বারখান সেই নীলবীর রাখে ।
ভাঙ্গিল কটক সব, মীল ভায়া দেখে ॥
নীল বলে, প্রহস্ত তোর বাড়িয়াছে আশ ।
অবশ্য তোমারে আজ করিব বিনাশ ॥
রুধিয়া প্রহস্ত বলে, ওরে বেটা নীল ।
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল ॥
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি ।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোহে মহাবলি ॥
তিন শত বাণ বীর জুড়িল ধনুকে ।
সন্ধান পুরিয়া মারে নীল বীরের বৃকে ॥
বাণ খেয়ে নীল বীর করিল উঠামি ।
পর্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি ॥

দশ যোজন আনে বীর পর্বতের চূড়া ।
প্রহস্তের মাথায় মারিয়া কৈল গুঁড়া ॥
প্রহস্ত পড়িল রণে লাগে চমৎকার ।
ভগ্নপাইক রাবণেরে জানায় সমাচার ॥

রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন ।

প্রহস্ত পড়িল বার্তা শুনি লঙ্কেশ্বর ।
রাবণ বলে, কাল হৈল নর ও বানর ॥
রাবণ বলে, যে যে বীর ধনু ধর্তে জানে ।
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে ॥
সেনাপতি পড়িল রাক্ষসের চূড়ামণি ।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥
ছত্রিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি ।
সাজিয়া চলিল সবে রাবণ-সংহতি ॥
ভাই ভাইপো আদি কুমার-ভাগে নড়ে (১)
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে মুড়ে মুড়ে (২)
যুঝিবার তরে নড়ে রাজা সে রাবণ ।
সর্বাস্ত্রে ভূষিত করে মানা আভরণ ॥
মেঘেতে চপলা যেন গলায় উত্তরী ।
মৃগ-মদে লেপিলেক সৃগন্ধি কস্তুরী ॥
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল ।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভে কর্ণের কুণ্ডল ॥
রাবণের রথখান সাজায় সারথি ।
নানা রত্ন মণি মুক্তা নির্ম্মইল তথি ॥
কনকে রচিত রথ মাণিক্যের চাকা ।
রত্নের কলসে সাজে নেতের পতাকা ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ রথ সাজার হৃদয় ।
রথের উপরে উঠে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥

(১) কুমার-ভাগে নড়ে—রাবণপুত্র-সকল কুমারের ভাগে । (২) মুড়ে মুড়ে—মাথায় মাথায়

খাণ্ডা টান্দি শেল শূল মুবল মুঙ্গর ।
 নানা জাতি অস্ত্র তুলে রথের উপর ॥
 পদা ল'য়ে যায় কেহ, কেহ বা কামান ।
 বিচিত্র-নির্মাণ করে ল'য়ে ধনুর্বাণ ॥
 হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক চলে মুড়ে মুড়ে ।
 বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে জুড়ে ॥
 কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী ।
 রাবণের বাস্তভাণ্ড সাত অকৌহিনী ॥
 এক লক্ষ দগড়, দুই লক্ষ করতাল ।
 দুই সহস্র ঘণ্টা বাজে, মৃদঙ্গ বিশাল ॥
 ভেউরী কাঁকরী বাজে, তিন লক্ষ কাড়া ।
 চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া ॥
 বাজিল চৌরাসী লক্ষ শব্দ আর বীণে ।
 তিন লক্ষ তাম্বা বাজে দামামার সনে ॥
 টেমচা খেমচা বাজে দুই লক্ষ ঢোল ।
 তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল ॥
 রণবাণ্ড রামকাড়া বাজে ভগবন্দ্য ।
 মৃদঙ্গ ভোরঙ্গ বাজে ত্রিভুবন কন্দ্য ॥
 বাজিল রাক্ষস-ঢাক পঞ্চাশ হাজার ।
 হুন্দুভি তুন্দুর শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার ॥
 খঞ্জনী খমক বাজে সেতার তবোল ।
 প্রায়ের কালে যেন উঠে পংগোল ॥
 তুরী ভেরী রণশিঙ্গা বার লক্ষ বাঁশী ।
 দগড়ে রগড় (১) দিতে দশ লক্ষ কাঁসী ॥
 টিকারা টঙ্কার আর চৌত ল মোচঙ্গ ।
 বাণ্ড শুনে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥
 তিন কোটি বৃন্দ ঠাটে সাজিল রাবণ ।
 শত কোটি রবি জিনি রথের কিরণ ॥
 রত্নময় কলসে (২) পতাকা সারি সারি ।
 সংগ্রামেতে সাজিল লঙ্কার অধিকারী ॥

রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ ।
 ভয় পেয়ে মন্দ বায়ু বহিছে পবন ॥
 রবি তৈল মন্দভেদ ঢাকিয়া কিরণ ।
 সশঙ্কিত স্বর্গের সকল দেবগণ ॥
 ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর ।
 রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর ॥
 রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক টঙ্কার ।
 পশ্চিম দ্বারেতে যায় করি মার-মার ॥
 মণিময় মুকুট শোভিছে দশমাথে ।
 ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে ॥
 সৈন্য দেখে দশানন দাণ্ডাইয়া রথে ।
 বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথে ॥
 শত কোটি রবি শশী জিনিয়া কিরণ ।
 বল দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন ॥
 বিভীষণ বলে, রণে আইল দশানন ।
 জ্যেষ্ঠ ভাই আমার বিজয়ী ত্রিভুবন ।
 ত্র্যম্বক নির্মিত রথ বহু রূপ ধরে ।
 তুষ্ট হ'য়ে দেবগণ দেন ধনেশ্বরে ॥
 কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেক রাবণ ।
 আদিয়াছে সেই রথে করি আরোহণ ॥
 কোটি সূর্য্য জিনিয়া সৌন্দর্য্য খরতর ।
 রথের কিরণ কৃত দেখ রঘুবর ॥
 কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব হৃন্দর ।
 রাম-রাবণের বৃদ্ধ শুন অতঃপর ॥

বিভীষণ কর্তৃক রাবণ ও শুক্র
 সেনানীর নির্দেশ ।

কহিতেছে বিভীষণ, রথে দেখ নারায়ণ,
 হস্তদণ্ড ধরে দেবগণ ।

(১) রগড়—কৌতুক ; যজ্ঞ । (২) কলস—যদিও-চূড়ার কলসাকৃতি কুবের বিশেষ ।

কপালেতে দশমণি, দীপ্ত যেন দিনমণি
ওই রাজা লঙ্কার রাবণ ॥
হেসে রঘুনাথ কন, চিনিলাম দশানন,
যোগ্য বটে লঙ্কা-অধিকারী ।
কুবুদ্ধি এমন কেনে, দেবকণ্ঠা কেন আনে,
পর-নারী কেন করে চুরি ॥
পাইয়া লঙ্কার বর, নাম ধরে লঙ্কেশ্বর,
দেবমায়া না বুঝে রাবণ ।
আমি রাবণের যম, না থাকিবে পরাক্রম,
মোর হাতে সবংশে মরণ ॥
কহে সুমিত্রা-নন্দন, এই কি রাজা রাবণ,
আর কেবা উহার সংহতি ।
হাতে ধনু সুরচিত, ওই পুত্র ইন্দ্রজিত,
সঙ্গতে উহার সেনাপতি ॥
কুস্ত নিকুস্ত ছ'জন, কুস্তকর্ণের নন্দন,
সঙ্গে সৈন্য আইল অপার ।
সারদা-চরণ সেবি, বাগ্মীকি যে মহাকবি,
রামায়ণ করিল প্রচার ॥

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাবণের
প্রথম যুদ্ধ-যাত্রা ।

বিভীষণ কহিছে লঙ্কার সমাচার ।
রাম বলে, বিভীষণ, হও আগুসার ॥
জিজ্ঞাসা করিল যদি প্রভু রঘুনাথ ।
কটক চিনায়ে দেয় তুলি ডানি হাত ॥
রাবণের ধনু ওই রতনে খচিত ।
রাজার মন্দিরে ঐ কুমার ইন্দ্রজিত ॥
মেঘসম অস্ত্র তাম্রবর্ণ দ্বিলোচন ।
নাগপাশে বেঁধেছিল তোমা দুইজন ॥

নগেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি রণে পরাভব ।
কোটি ইন্দ্র জিনি দশাননের বৈভব ॥
বিভীষণ-কথা শুনি কহেন শ্রীরাম ।
রাবণ ভুবনজয়ী বীর অমুপাম ॥
এমন ঐশ্বর্য্য কেন হারায় রাবণ ।
আমার সংগ্রামে না বাঁচিবে কোন জন ॥
রাবণেরে দেখিয়া সুগ্রীব জলে কোপে ।
রুষিয়া সুগ্রীব রাজা যায় বীরদাপে ॥
কুপিয়া সুগ্রীব সে পর্ব্বতে দিল টান ।
একটানে উপাড়ে পর্ব্বত একখান ॥
ঘুরায় পর্ব্বত গোটা অতিশয় রোষে ।
গর্জিয়া হানিল বীর রাবণ-উদ্দেশে ॥
কোপেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান ॥
ব্যর্থ গেল পর্ব্বত সুগ্রীব রাজা দেখে ।
কোপেতে রাবণ বাণ জুড়িল ধনুকে ॥
তিন শত বাণ রাবণ জুড়িল ধনুকে ।
গর্জিয়া মারিল বাণ সুগ্রীবের বৃকে ॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব সঘনে ঘুরে বুলে ।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণাফলে ॥
সুগ্রীব হারিল যদি পলায় বানর ।
কোপেতে ধনুক করে নিলা রঘুবর ॥
সন্ধান পুরিয়া যান করিবারে রণ ।
হেনকালে জোড়হাতে বলেন লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু তুমি থাক বসে ।
আমি দশাননে মারি চক্ষুর নিমেষে ॥
রাম বলে, কত সন্ধি জানহ লক্ষ্মণ ।
রাবণ-সম্মুখে যুদ্ধ সংশয় জীবন ॥
বাহুবলে ত্রিভুবন জিনিল লক্ষ্মণ ।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ না কর সাহস ॥

তথাপি লক্ষ্মণ যান পূরিতে সক্ষান ।
 হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলে হনুমান্ ॥
 হনুমান্ বলে, তুমি তিষ্ঠহ লক্ষ্মণ ।
 কৌতুক দেখহ, আমি মারিব রাবণ ॥
 আমার সংগ্রামে যদি পায় হে নিস্তার ।
 তবে ত লক্ষ্মণ তব যুঝিবারে ভার ॥
 লক্ষ্মণের পদধূলি হনু লয় মাথে ।
 লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে ॥
 সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরম-সক্ষানী (১) ।
 সারথির কেড়ে লয় হাতের পাঁচনী (২) ॥
 দেব দানব জিন বেটা ব্রহ্মার কারণ ।
 বানর হইয়া তোর বধিব জীবন ॥
 রাবণ বলে, তোরে পেলে অশ্রু নাহি কথা ।
 পড়িলি আমার হাতে যাবি আর কোথা ॥
 হনু বলে, তোরে কি মারিব এইক্ষণে ।
 পূর্বে মারিয়াছি বেটা ভেবে দেখ মনে (৩) ॥
 অক্ষকুমারেরে মেরে পোড়ালাম শোকে ।
 সে শোক রাবণ তোর বিক্রিয়াছে বৃকে ॥
 আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান ।
 রাবণে চাপড় মারে বজ্রের সমান ॥
 রাবণ চাপড় খেয়ে হৈল অচেতন ।
 ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ (৪) ॥
 সংবিৎ পাইয়া পুনঃ উঠিল সঙ্কর ।
 ডাক দিয়া হনুমানে করিছে উত্তর ॥
 রাবণ বলে, বানরারে তুই বড় বীর ।
 তোর চাপড়েতে মোর কাঁপিল শরীর ॥
 হনুমান্ বলে, মোর কিসের বাখান ।
 মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরাণ ॥

তোরে মারিলাম বেটা উঠে তোর রথে ।
 হারি (৫) দিচ্ছ হ'লো তোর সবার সাক্ষাতে ॥
 আপনা পাসরে কোপে লঙ্কেশ রাবণ ।
 হনুরে চাপড় মারে করিয়া গর্জন ॥
 হনুমানের বৃকে মারে সে বজ্র চাপড় ।
 রথ হৈতে পড়ি হনু করে ধড়ফড় ॥
 ভূমে পড়ি হনুমান ঘুরে ঘুরে বৃলে ।
 হনুমানে ছাড়ি বিক্রে সেনাপতি নীলে ॥
 সংবিৎ পাইয়া উঠে বীর হনুমান্ ।
 ডাক দিয়া বলে, রাবণ, হও সাবধান ॥
 রাক্ষস রাবণ তোর এই বীরপণা ।
 মোর মনে যুদ্ধ করে অশ্রু দাঁও হানা (৬) ॥

হনুমান যত বলে রাবণ না শুনে ।
 নীল সেনাপতি বিক্রে আপনার মনে ॥
 বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ শর ।
 নীলেরে বিক্রিয়া বীর করিল জর্জর ॥
 আপন রক্তেতে তিতে নীল সেনাপতি ।
 কেমনে জিনিব রণ করেন যুক্তি ॥
 দীর্ঘাকার নীলবীর যেমন দেউল ।
 মায়া করি নীলবীর হইল নেউল ॥
 নেউল-প্রমাণ বীর হইল মায়াতে ।
 এক লাফে পড়ে গিয়া রাবণের রথে ॥
 রাবণের রথে পড়ি নাহি করে ডর ।
 নীলের বিক্রম দেখি রাবণ কাঁকর ।
 নীলেরে মারিতে ধনুকেতে বাণ জোড়ে ।
 লক্ষ দিয়া নীল গিয়া রথধ্বজ ধরে ॥
 মাথা তুলি রাবণ রাজা উপরে নেহালে ।
 নীলবীর পড়ে তার ধনুকের হলে ॥

(১) পরম সক্ষানী—সুকৌশলী; কক্ষীবাছ। (২) পাঁচনী—চাবুক। (৩) অক্ষকুমার বধের ইঙ্গিত।
 (৪) ব্রহ্মার প্রদত্ত বর অস্ত্র। (৫) হারি—পরাজয়। (৬) হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে
 নীলকে অস্বাভাব্য করা বুদ্ধনৌতি নহে—তাই হনুমান রাবণকে এইরূপ গণনা দিতেছে।

নীলবীরে ধরিবারে রাবণ চিন্তিল ।
 লাক দিয়া নীল তার মস্তকে উঠিল ॥
 নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রাবণ ।
 মাথা হৈতে মুকুটে উঠিল ততক্ষণ ॥
 রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি ।
 মুকুট উপরে বেড়ায় ফিরি ঘুরি ঘুরি ॥
 মায়া করি বেড়ায় রাবণে দিয়া কাঁকি ।
 ঘন পাকে ঘুরে ঘেন নাচনীয়া (১) পাখী ॥
 কুড়ি চক্ষু চায় তবু না দেখে রাবণ ।
 দেখে পুনঃ পুনঃ নাহি পান্ন দরশন ॥
 ক্রণেক দেখিতে পায় চক্ষুর নিমেষে ।
 ধরি ধরি মনে করে, স্থানান্তরে আসে ॥
 নানা মায়া জানে বীর মায়ার নিদান ।
 নেউল-প্রমাণে বীর ফিরে স্থানে স্থান ॥
 কুপিল সে নীলবীর বুঝির সাগর ।
 লাখি মারে রাবণের মুকুট উপর ॥
 ভাগ্যবলে রাবণের রহে দশ মাথা ।
 বহুমতে রাবণের করিল অবস্থা (২) ॥
 নীলের বিক্রম যেন সিংহের প্রভাপ ।
 রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব ॥
 রাবণের মুকুটেতে নীলবীর মুতে ।
 মুখ ব'য়ে পড়ে মূত্র সর্ব অঙ্গ তিজে ॥
 প্রস্রাবের ধারা বহে রাবণ-অঙ্গেতে ।
 আভরণ কুঙ্কুম ভাসিয়া পেল স্রোতে ॥
 দেখিয়া ত দেবপুং দিল টিটকারী ।
 কুপিল রাবণ-রাজা লঙ্কা-অধিকারী ॥

ধনুকে জুড়িয়া বাণ আছে ত সন্ধানে ।
 দেখিতে না পায় বাণ বারিবে কেমনে ॥
 একবার মায়া করি উঠে মুকুটেতে ।
 আরবার লাক দিয়া পড়ে গিয়া রথে ॥
 মুকুট হ'তে রথে যেতে লাগিলেক ছায়া ।
 সন্ধান পুরিয়া নীলের ভাগি দিল মারি ॥
 বাণ খেয়ে নীলবীর পড়ে ভূমিহলে ।
 ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব পুণ্যকলে (৩) ॥

নীল-বীর হনুমান হইল বিমুখ ।
 লক্ষণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক ॥
 লক্ষণ বলেন, তোর বৃষ্টি বীরপণ (৪) ।
 আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ ॥
 লক্ষণের কথা শুনে রাবণ-রাজা হাসে ।
 পালা রে তপস্বী বেটা প্রাণ ল'য়ে দেশে ॥
 এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি ।
 দুই জনে যুদ্ধ বাজে দৌহে বলাবলি ॥
 দুই শত বাণ এড়ে রাজা দশানন ।
 বাণেতে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষণ ॥
 ব্যর্থ পেল বাণ সব, চিন্তিত রাবণ ।
 লক্ষণ-উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 তিন শত বাণ মারে জুড়িয়া ধনুকে ।
 ফুটে তিন শত বাণ লক্ষণের বৃকে ॥
 বৃকে ফুটে বাণের বিদ্ধি রহে ফলা ।
 লক্ষণের অঙ্গে যেন রক্ত-পদ্ম মালা ॥
 বাণে বাণে লক্ষণের নাহি চলে দৃষ্টি ।
 খসে পড়ে লক্ষণের ধনুকের মুষ্টি ॥

(১) নাচনীয়া—নৃত্যকারী । (২) অবস্থা—চূর্ণশা । (৩) নীল—নিখকর্ম্মার অংশে ভঙ্গ । ব্রহ্মা নল
 ও নীলকে খেলিবার এক-তর্প-ভাটা দিয়াছিলেন । প্রত্যহ খেলা করিবার সময় সেই ভাটা সাগরের জলে
 গড়াইয় পড়িলে হারাইয়া বাইত । সুতরাং ব্রহ্মাকে প্রত্যহ সেই ভাটা দিতে হইত । একত ব্রহ্মা বর
 দেন যে, নল ও নীলের সৃষ্টি তাবৎ বস্তু জলে ভাসিবে । নীল এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মার নিকটে দীর্ঘ জীবন
 বরও প্রাপ্ত হইয়াছিল ।—সারাবলী । (৪) বীরপণ—বায়োহুঁসী ।

সংবরিয়া লক্ষ্মণ স্থম্বির কৈল বুক ।
 কাটিলেন রাবণের হাতের ধমুক ॥
 কাটা গেল ধমুক, বানর-গণ হাসে ।
 আর ধনু লয় রাবণ চক্ষুর নিমিষে ॥
 লক্ষ্মণ-উপরে করে বাণ বরিষণ ।
 রাবণের বাণে আচ্ছাদিল সে গগন ॥
 কোপ করি লক্ষ্মণ ধমুকে দিল চড়া ।
 কাটিলেন রাবণের রথের অষ্ট ঘোড়া ॥
 ঘোড়া কাটা গেল রথ হইল অচল ।
 সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥
 পড়িল সারথি অশ্ব, দেবগণ হাসে ।
 আর রথ জোগাইল চক্ষুর নিমিষে ॥
 লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে ।
 তিনশত বাণ তবে একেবারে জোড়ে ॥
 দেখিয়া গর্জিব্ব বাণ জুড়িল লক্ষ্মণ ।
 রাবণের যত বাণ কৈল নিবারণ ॥
 লক্ষ্মণ রাবণ দৌহে বাণ বরিষণ ।
 দু'জনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ ॥
 দুই জনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা ।
 প্রাণপণে মারে বাণ যার যত শিকা ॥
 অমর্ত সমর্থ বাণ বাণ ব্রহ্মজাল ।
 চারিদিকে পড়ে যেন অগ্নির উখাল ॥
 অরুণ বরুণ বাণ বাণ খরশান ।
 অগ্নিবাণ যমবাণ যমের সমান ॥
 সূচীমুখ শিলীমুখ বাণ বিরোচন ।
 সিংহদন্ত বজ্রদন্ত ঘোর-দরশন ॥
 কালদন্ত ঐবীক ও দীর্ঘ কণিকার ।
 ক্ষুরপাখ শিলাস্তক অতি তীক্ষ্ণধার ॥

নীল হরিভাল বাণ বিকট-দর্শন ।
 অর্ধচন্দ্র চক্রবাণ যমের সমান ॥
 এত বাণ দুই জনে করে অবতার (১) ।
 দশদিক্ জল স্থল হৈল অন্ধকার ॥
 লক্ষ্মণ বরিষে বাণ তারা যেন ছুটে ।
 রাবণের হাতের ধমুক-খান কাটে ॥
 খাইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে ।
 ব্রহ্মা দিয়াছেন শেল তাহা পড়ে মনে ॥
 মন্ত্র পড়ি রাবণ সে শেলপাট এড়ে ।
 যমের দোসর শেল বাণেতে উখড়ে (২) ॥
 শেলপাট এড়িলেক দিয়া ছুছকার ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
 লক্ষ্মণ এড়েন বাণ শেল কাটিবারে ।
 ঠেকিয়া শেলের মুখে ভস্ম হ'য়ে পড়ে ॥
 রাখা নাহি যায় শেল ব্রহ্মার যে বরে ।
 বায়ুবেগে যায় শেল লক্ষ্মণ-উপরে ॥
 পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলের আঘাতে ।
 পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে ॥
 লক্ষ্মণ পড়িল রণে হয়ে অচেতন ।
 কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে ধরিল রাক্ষ ॥
 রথে তুলে লঙ্কার ভিতরে লৈতে চায় ।
 শত-মেরু (৩) ভার হৈল লক্ষ্মণের কায় ॥
 কুড়ি হাতে টানিছে লঙ্কার অধিপতি ।
 নাড়িতে লক্ষ্মণ-বীরে নহিল শক্তি ॥
 হাত দিয়া কটিতে ভাবিছে দশানন ।
 জটিল (৪) তপস্বী বেটা ভারী কি এমন ॥
 তুলিলাম হিমালয় পর্বত মন্দর (৫) ।
 তা হস্তে অধিক এই মনুষ্যের ভার ॥

(১) অবতার—অবরোপণ ; ধমুকে বোঝা । (২) উখড়ে ছিটকাইয়া পড়ে । (৩) মেরু—সুমেরু পর্বত ; কুমণ্ডলের উত্তর কেন্দ্রস্থ পর্বত । (৪) জটিল—জটাবারী । (৫) ৩৪১ পৃষ্ঠার পাঁচটাকা মটব্য ।

কৈলাস পর্বত তুলিলাম বাম হাতে ।
 কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে না পারি নাড়িতে ॥
 লক্ষ্মণে নাড়িতে নারে, হৈল অপমান ।
 দূর হৈতে দেখে তাহা বীর হনুমান ॥
 রাবণের গালেতে মারিল এক চড় ।
 চড় খেয়ে দশানন উঠি দিল রড় ॥
 চড় খেয়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে ।
 ঘুরিতে ঘুরিতে পড়ে রাবণ রথেতে ॥
 পলাইল রাবণ দেখিয়া হনুমানে ।
 করিয়া পাথালিকোলা তুলিল লক্ষ্মণে ॥
 বৈরী-স্পর্শে হয়েছিল পর্বতের ভার ।
 সেবকের হাতে হৈল তুলার আকার ॥
 লক্ষ্মণে রাখিল ল'য়ে শ্রীরামের পাশে ।
 দেখানে জীয়ান রাম চক্ষুর নিমিষে ॥

শ্রীরামের সহিত প্রথম যুদ্ধে
 রাবণের বণভঙ্গ ।

রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে ।
 সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্বাণ হাতে ॥
 রাবণে মারিতে যান পুরিয়া সন্ধান ।
 হেনকালে জোড়হাতে বলে হনুমান ॥
 রথে চড়ে' যুদ্ধে রাবণ শ্রম নাহি জানে ।
 ভূমিতে থাকিয়া ভূমি যুঝিবে কেমনে ॥
 মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ ।
 আমার পৃষ্ঠেতে চড়ে' মারহ রাবণ ॥
 হনুমানের পৃষ্ঠেতে চড়েন রঘুবর ।
 ঐরাবতে বার যেন দিলা পুরন্দর ॥
 রাবণে বলেন রাম উপজিয়া (১) ক্রোধ ।
 যত দুঃখ দিলি আজ লব তার শোধ ॥

(১) উপজিয়া—কন্সাইয়া ।

দশ মুখ সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে ।
 দশ মুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর যত দেবে ।
 পড়েছ আমার হাতে কে আর রাখিবে ॥
 রামের বচনে রাবণ না করে উত্তর ।
 হনুমানে দেখিয়া কুপিল লঙ্কেশ্বর ॥
 অক্ষয়কুমারে মারে, পোড়ায় লঙ্কাপুরী ।
 বন্ধ আছে ঘরপোড়া এই বেলা মারি ॥
 বন্দী হইয়াছে বেটা পৃষ্ঠে লয়ে রাম ।
 আজি দিব প্রতিফল করিয়া সংগ্রাম ॥
 নিজ বুদ্ধে বাঁধা গেছে আপনা আপনি ।
 নাড়িতে চড়িতে নারে এই বেলা হানি ॥
 বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোখ চোখ শর ।
 বাণে বিদ্ধি হনুমানে করিল জর্জর ॥
 যুঝিতে না পারে হনু পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম ।
 বাণ ফুটে হনুর ছুটিল কাল-ঘাম ॥
 লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনুর বুদ্ধিতে ।
 ক্রোধে হনুমান বীর লাগিল ফুলিতে ॥
 দশ যোজন দেহ কৈল আড়ে পরিসর ।
 দীর্ঘে ত্রিশ যোজন হইল কলেবর ॥
 লেজ কৈল দীর্ঘকার যোজন পঞ্চাশ ।
 হনুমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ ॥
 হনুমানের লেজ দেখে' রাবণের ভয় ।
 বালি-রাজার মত পাছে লেজে বেঙ্গে লয় ॥
 রঘুনাথ বাণ এড়ে জলন্ত আগুনি ।
 সব বাণ কাটে রাবণ পরম-সন্ধানী ॥
 শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়েন ধনুকে ।
 সন্ধান পুরিয়া মারে রাবণের বুদ্ধে ॥
 বাণ খেয়ে দশানন হনু অচেতন ।
 কণ্ঠকে সংবিৎ পায় লঙ্কেশ রাবণ ॥

ডাক দিয়া রাম বলে, শুনরে রাবণ ।
 মোর বাণ খেয়ে তুই হলি অচেতন ॥
 আজি না মারিয়া তোর ছিন্ন করি কেশ ।
 লৌকিকতা করে যাহ যেমন সন্দেহ (১) ॥
 রঘুবংশে জন্ম মোর, রাম নাম ধরি ।
 এক দিনের রণে আমি বৈরী নাছি মারি ॥
 আজি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে ।
 জ্ঞাতি বন্ধু আদি তোর অনেক বাঁচিবে ॥
 এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি ।
 একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥
 শেষে তোরে বধিব করিয়া লণ্ডলণ্ড ।
 বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
 সভাখণ্ড সকলে রামের কথা শুনে ।
 অর্ধচন্দ্র-বাণ রাম করেন সন্ধানে ॥
 বাণে দশদিক আলো অগ্নি হেন ছুটে ।
 দশ মাথার মুকুট একই বাণে কাটে ॥
 কাটা গেল মুকুট, খসিল দশ পাণ ।
 ভঙ্গ দিল দশানন, নাহি পায় লাগ ॥
 সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা সে রাবণ ।
 লঙ্কাতে চালাও রথ স্বরিতগমন ॥
 রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সত্বর সারথি ।
 লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীঘ্রগতি ॥
 কাটা গেল মুকুট পলায় দশানন ।
 ধর ধর ডাক ছাড়ে যত কপিগণ ॥
 কৃষ্ণিবাস-কবির শুনিতো বড় রঙ্গ ।
 লঙ্কাকাণ্ডে গান রাবণের রণ-ভঙ্গ ॥

কৃষ্ণকর্ণের নিত্রাতঙ্ক

ভঙ্গ দিয়া গেল রাবণ পেয়ে অপমান ।
 পাত্র-মিত্র ল'য়ে বৈসে করিয়া দেয়ান ॥
 ত্রিশ কোটি সেনাপতি চৌদিকে বেষ্টন ।
 সভামধ্যে সিংহাসনে বসিল রাবণ ॥
 রাবণ বলে, বুদ্ধিলাম দেবতার ফন্দী ।
 এতদিনে গড়াইল যা বলিল নন্দী ॥
 কুবেরে জিনিয়া আসি কৈলাস-শিখরে ।
 নন্দী দাঁড়াইয়াছিল শিবের চুয়ারে ॥
 শিব-দুর্গা দরশনে বাসনা আমার ।
 বিস্তর কহিনু নন্দী না ছাড়িল দ্বার ॥
 বিকৃত বানর-মুখ নন্দী যে চুয়ারী ।
 মুখপানে চাহি, তারে দিখু টিটকারী ॥
 নন্দী কোপ করি মোরে দিল অভিশাপ ।
 সেই শাপে পাই আমি এত মনস্তাপ ॥
 নন্দী কহিলেক, আমি শিবের কিঙ্কর ।
 মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর ॥
 বানর-মুখ দেখি তুই কৈলি উপহাস ।
 এই মুখে হবে তোর সংশে বিনাশ ॥
 ফলিল নন্দীর শাপ এতদিন পরে ।
 পরাজয় করিলেক বনের বানরে ॥
 করেছি বিস্তর তপ হইতে অমর ।
 অমর হইতে ত্রুতা নাহি দিল বর ॥
 এই বর দিল ত্রুতা হইয়া সদয় ।
 যক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধর্বে নাহি ভয় ॥
 সবারে জিনিব রণে মাগি লৈনু বর ।
 সুবে মাত্র বাকী ছিল নর ও বানর ॥
 ভেবেছিলা শুক-মধ্যে এরা দুইজন ।
 কে জানে, বানর-নর দুজয় এমন ॥

(১) লৌকিকতা ল'য়ে যাহ যেমন সন্দেহ—লৌকিকতা বন্ধুর ভঙ্গ সন্দেহ লইয়া বাওরার মত ছিন্ন কেশ ও অপমান লইয়া আজ বুদ্ধকে হইতে পলায়ন কর ।

পুনঃ ব্রহ্মা বর দিলা অমুকুল হ'য়ে ।
 কাটামুণ্ড জোড়া যাবে স্বন্ধেতে আসিয়ে ॥
 দেব-দানব-গন্ধর্বেতে তোর নাহি ডর ।
 সবংশে মারিবে তোর নর ও বানর ॥
 ব্রহ্মার বচন মোর কড়ু নহে আন ।
 এতদিনে পাইলাম বড় অপমান ॥
 সর্বাক্ষ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে ।
 রাজা হয়ে হারিলাম জিনে কোন্ জনে ॥
 নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ জাগিবেক কবে ।
 বিচার করিয়া দেখ সভাখণ্ড সবে ॥
 যায় অর্ধ লঙ্কাপুরী কুম্ভকর্ণ-ভোগে ।
 ছয়মাস নিদ্রা যায় একদিন জাগে ॥
 পাঁচ মাস গত, নিদ্রা একমাস আছে ।
 আজি লঙ্কা মজিলে সে কি করিবে পাছে ॥
 কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন ।
 প্রাণসবে মোর যেন হয় সচেতন ॥
 এত যদি আজ্ঞা দিল রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 তিন লক্ষ রাক্ষস চলে কুম্ভকর্ণ-ঘর ॥
 ভক্ষ্য জব্য মত্ত মাংস অনেক প্রকার ।
 সুগন্ধি চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার ॥
 পালে পালে মহিষ হরিণ আনে কত ।
 ছাগল গাড়র নাহি হয় পরিমিত ॥
 সোনার নির্মিত গৃহ অতি মনোহর ।
 বিশ্বকর্মা-নির্মিত বিচিত্র বহুতর ॥
 সারি সারি সোনার কলস সব সাজে ।
 নেতের পতাকা উড়ে, জয়ঘণ্টা বাজে ॥
 ত্রিশ যোজন ঘরখান দীর্ঘ নিরূপণ ।
 আড়ে দশ যোজন দেখিতে সুগঠন ॥

চারি ক্রোশ জুড়ে দ্বার আড়েতে নির্ণয় ।
 দীর্ঘেতে যোজন অষ্ট, দৃষ্ট নাহি হয় ॥
 চারিদিকে এইরূপ দ্বার শোভে চারি ।
 মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ (১) শোভিছে সারি সারি ॥
 রত্নখাটে কুম্ভকর্ণ ঘুমে অচেতন ।
 নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥
 দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে ।
 উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে ॥
 টানিয়া নিশ্বাস যবে তুলে নিশাচর ।
 রাক্ষস কতক ঢোকে নাকের ভিতর ॥
 যে সব রাক্ষস জানে সন্ধি-উপদেশ (২) ।
 অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ ॥
 হস্ত পদ তার তাল বৃক্ষের সমান ।
 মুখের গহ্বর যেন পাতাল প্রমাণ ॥
 অঙ্গ ভঙ্গ আলম্বে যখন তুলে হাই ।
 মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই ॥
 কিরূপেতে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ ।
 কতশত নিশাচর করে কত রঙ্গ ॥
 বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে ।
 নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে ॥
 ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বৃকে ।
 সুগন্ধ-শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে ॥
 বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁক ।
 দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক ॥
 শাঁক-নাক-গর্জনে গভীর মহাশব্দ ।
 শঙ্কায় লঙ্কার লোক হ'য়ে থাকে স্তব্দ ॥
 পালে পালে আনিল যে ছাগল গাড়র (৩) ।
 প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর ॥

(১) গবাক্ষ—গোকুর চোখের মত গোলাকার ছোট জানালা । (২) সন্ধি-উপদেশ—কৌশল ও চতুরতা ।
 (৩) গাড়র—ভেড়া ।

তিলার্কণ্ড নাসারক্কে (১) রহিতে না পারে ।
 নিশাসে পড়িল উড়ে দিগ-দিগন্তরে ॥
 যতেক প্রবন্ধ (২) করে নিশাচর-গণে ।
 ব্রহ্মবরে নিজা যার কিছু নাহি জানে (৩) ॥
 রাবণ গোচরে বার্তা কহিল সত্তরে ।
 রাজ্যজ্ঞাতে রাক্ষসেরা চারিভিতে মারে ॥
 রাজার ভাই বলি কেহ নাহি করে ডর ।
 বৃকের উপরে মারে বৃক্ষ ও পাথর ॥
 মুঘল মুদগর কেহ অঙ্গে মারে তেজে ।
 সাঁড়াসিতে মাংস টানে, শেল খুল গোঁজে ॥
 কেহ কামড়ায়, কেহ চূলে খরি টানে ।
 নিজাতুর (৪) কুম্ভকর্ণ কিছুই না জানে ॥
 মার খেয়ে কুম্ভকর্ণ হইল বিবর্ণ ।
 সকল রাক্ষস বলে, মৈল কুম্ভকর্ণ ॥
 মহোদর বলে, এক যুক্তি মনে গণি ।
 লঙ্কার যতেক আন রাক্ষস-রমণী ॥
 নৃত্য গীতে মস্ত হোক কুম্ভকর্ণ-পাশে ।
 আপনি জাগিবে বীর কৌতুক রত্নসে (৫) ॥
 এত বলি সব বীর ধাইল সত্তর ।
 বিছাধরী তুল্যা নারী আনিল বিস্তর ॥
 তাহারা বসিল কুম্ভকর্ণের আসনে ।
 সর্বান্ন করিল তার লেপন চন্দনে ॥
 নৃত্য গীতে মগ্ন হৈল যত নারীগণ ।
 অতি মনোহর সুরে হল সচেতন ॥

কুম্ভকর্ণ হুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া ।
 পাশ কিরি শোয় বীর অঙ্গ মোড় দিয়া ॥
 নাকের নিশাস যেন ঘন বহে ঝড় ।
 ভয় পেয়ে কণ্ঠ্য সব উঠি দিল রড় ॥
 মহোদর বলে, এক যুক্তি অনুমানি ।
 যদিরা মাংসের দেহ খুলিয়া ঢাকনি ॥
 জাগাইতে না পারিবে এ সব প্রবন্ধে (৬) ।
 আপনি জাগিবে বীর মত্ত-মাংস-গন্ধে ॥

অনন্ত বাহুকি যেন তুলিলেক হাই ।
 চন্দ্র সূর্য্য দুই চকু দেখিয়া উরাই ॥
 ঘূর্ণিত-লোচন বীর উঠি বৈসে খাটে ।
 নিজাভঙ্গ হয়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে ॥
 শয্যায় বসিয়া বীর নিশাচর বলে ।
 কি লাগিয়া নিজাভঙ্গ করিলি অকালে ॥
 অকালে জাগলি মোরে, ছোট নহে কাজ ।
 কোন্ বেটা লজ্জিল রাবণ মহারাজ ॥

খেয়ে গিয়া রাবণেরে বলে নিশাচর ।
 কুম্ভকর্ণ জাগিলেন, শুন লঙ্কেশ্বর ॥
 ভাইকে দেখিতে হৈল রাবণের সাধ ।
 কুম্ভকর্ণে জানাইল রাবণ-সংবাদ ।
 শয্যা হৈতে উঠি বীর চক্ষে দিল পানি (৭) ।
 ভক্তগণের দ্রব্য দিল ধরে ধরে আনি ॥
 মত্ত-পান করিলেক সাতাশ কলসী ।
 পর্কত-প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥

(১) নাসারক্কে—নাকের ছেঁড়া । (২) প্রবন্ধ—উপায় ; কোশল । (৩) ব্রহ্ম-বরে নিজা যার কিছু নাহি জানে—যখন গোকর্ণ পূবে কুম্ভকর্ণ-বোর তপ করিতেছিল, তখন ব্রহ্ম আসিয়া কুম্ভকর্ণকে বর দান করিতে স্বীকার করিলে দেবগণ ভীত হইয়া সর্বস্বতীকে কুম্ভকর্ণের জিহবার অধিষ্ঠান করিতে আহ্বান করিলেন । ব্রহ্মা বর দিতে উত্তম হইলে কুম্ভকর্ণের জিহ্বা-অধিষ্ঠিতা সর্বস্বতীর প্রভাবে কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল—আমি যেন চিরকাল নিজাসুখ উপভোগ করিতে পারি । ব্রহ্মা বলিলেন, তথ্যস্ত । পরিশেষে রাবণ ব্রহ্মার নিকট অহুবোধ করিলে ছয় মাস নিজার পর কুম্ভকর্ণ একদিন জাগ্রত হইবে ব্রহ্মা এই বরদান করেন । (৪) নিজাতুর—স্বমে কাতর । (৫) রত্নসে—আবেশে ; রহস্তে ; হর্ষে । (৬) প্রবন্ধে—উপায়ে । (৭) পানি—জল ।

হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে ।
 বারো তের শত পশু খায় একেবারে ॥
 কুস্তকর্ণ বলে, বুঝিলাম অনুমানে ॥
 অকালে জাগায় মোরে যাহার কারণে ॥
 কোন্ লাজে ইস্ত্র বেটা দিতে এল হানা ।
 বারে বারে হেরে যায় না ভাবে ভাবনা ॥
 ইস্ত্রের আছুক কাজ, যম যদি আইসে ।
 যম হ'য়ে (১) তাহারে গিলিব এক গ্রাসে ॥

বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম-অধিষ্ঠান ।
 জোড়হাতে কহে কুস্তকর্ণ-বিভ্রমান ॥
 দেবে কোপ না কর, নির্দোষ পুরন্দর ।
 প্রমাদ পাড়িল এত নর ও বানর ॥
 সূর্পণখা গিয়াছিল পঞ্চবটী-বনে ।
 অগ্রে তার নাক-কাণ কাটিল লক্ষ্মণে ॥
 শ্রীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে ।
 সাগর ডিগ্গিয়া হনু লঙ্কাপুরে আসে ॥
 লঙ্কা দক্ষ করিল বানর হনুমান ।
 তুমি থাকিতে লঙ্কায় এতক অপমান ॥
 প্রমাদ করিছে নর-বানর আসিয়ে ।
 রাজা প্রজা রহিয়াছে তব মুখ চেয়ে ॥

কুস্তকর্ণ বলে, আগে জিনে আসি রণ ।
 তবে ত ভেটিব গিয়া ভাই দশানন ॥
 এত বলি কুস্তকর্ণ চলে রণ-মুখে (২) ।
 মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে ॥
 রাজার নাহিক আজ্ঞা রণে দিতে হানা ।
 কেমনে যাইবে যুদ্ধে না ক'রে মন্ত্রণা ॥
 যাত্রাকালে কুস্তকর্ণ আরো খেতে চায় ।
 রাজভোগ্য দ্রব্য আনি রাক্ষসে জোগায় ॥

বহুদিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি ।
 মদ খেয়ে উজাড়িল সাত শত হাঁড়ি ॥
 নহে সে সামান্য হাঁড়ি, কি কব বাখান ।
 পঁচিশের বন্দ (৩) যেন ঘর একখান ॥
 মহা-রক্ত (৪) কত খাইল, সংখ্যা নাহি হয় ।
 পালে পালে শূকর মনুষ্য কুড়ি ছয় ॥

যাত্রা করি চলিলেন কুস্তকর্ণ বীর ।
 মেঘ হৈতে সূর্য্য যেন হইল বাহির ॥
 পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর ।
 প্রাচীর জিনিয়া কুস্তকর্ণের শরীর ॥
 চলে যায় পথে যেন স্নমেরু সমান ।
 দেখিয়াই বানরের উড়িল পরাণ ॥
 দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ ।
 আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ ॥

বিভীষণের আশ্বাসে রহিল কপিগণে ।
 রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে ॥
 এত দিন কোথা ছিল এই মহাবীর ।
 ত্রিভুবন জিনিয়া ত দুর্জয় শরীর ॥
 না বুঝে কটক আমি করিয়াছে পার ।
 ইহার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার ॥
 বিভীষণ বলে, শুন রাম রঘুবর ।
 কুস্তকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর ॥
 ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে ।
 কুস্তকর্ণ বীর যুঝে আপনার তেজে ॥
 গদা হাতে কুস্তকর্ণ যদি করে রণ ।
 এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
 কুস্তকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেই কালে ।
 স্মৃতিকা-ঘরের নারীগণে ধরি গিলে ॥

(১) যম হইবে—সর্ক-সংহারক কালরূপ ধারণ করিয়া । (২) রণ-মুখে—যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে । (৩) পঁচিশের বন্দ—দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমষ্টি পরিমাণে ২৫ । যেমন আঠার হাত লম্বা ৭ হাত চওড়া ঘর । (৪) মহা-রক্ত—নিহত প্রাণীর তাজা রক্ত ।

স্বর্গ-বিজ্ঞাধরী আদি বিস্তর রূপসী ।
ধরে ধরে খাইল অনেক মুনি ঋষি ॥
কোপ করি পুরন্দর বজ্র-অস্ত্র হানে ।
বজ্র-অস্ত্র গিলেছিল অমরের রণে ॥
ঐরাবতের দস্ত উপাড়ি এক টানে ।
সেই দস্ত প্রহারিল সহস্র-লোচনে ॥
মূর্ছা হ'য়ে পড়ে ইস্র ধরণী উপর ।
অমর বলিয়া তাই বাঁচে পুরন্দর ॥

কুস্তকর্ণের কথা শুন রাজীবলোচন ।
গোকর্ণ-পুরেতে তপ করি তিন জন ॥
ত্রকা বর দিলা তবে ভাই তিন জনে ।
প্রথমে দিলেন বর জ্যেষ্ঠ দশাননে ॥
ত্রকা বলেন, ত্রিভুবন জিনিবে রাবণ ।
নর-বানরের হাতে সবংশে নিধন ॥
তুষ্ট হ'য়ে আমারে বিধাতা দিলা বর ।
সেই বরে আমি দেখ হ'য়েছি অমর ॥
বর দিতে গেল ত্রকা কুস্তকর্ণের স্থান ।
ইস্র-আদি দেবতার উড়িল পরাণ ॥
বিনা বরে কুস্তকর্ণে দেখে লাগে ডর ।
সৃষ্টিনাশ করিবে ত্রকার পাইলে বর ॥
যতক দেবতাগণ দিয়া অনুমতি ।
যুক্তি করি পাঠাইলা দেবী সরস্বতী ॥
দেবী গিয়া বসিলেন কণ্ঠের উপর ।
ত্রকা বলে, কুস্তকর্ণ, চাহ কোন বর ॥
কুস্তকর্ণ বলে, ত্রকা, নাহি চাহি আন ।
চিরকাল নিদ্রা ঘাই, করহ বিধান ॥
ত্রকা বলে, দিগু বর চাহিলে যেমন ।
দিবানিশি নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন ॥
বর শুনি শোকাকুল হইল রাবণ ।
কান্দিয়া ধরিল গিয়া ত্রকার চরণ ॥

রাবণ বলিল, সৃষ্টি সৃজিলে আপনি ।
আপনি বনাশ কেন কর পদ্মযোনি (১) ॥
তোমার বচন কড়ু না হইবে আন ।
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু করহ বিধান ॥
ত্রকা বলে, দিগু বর শুনহ রাবণ ।
ছয় মাস নিদ্রা, এক দিন জাগরণ ॥
অদ্বুত ধরিবে বল, অদ্বুত আহার ।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হলে, সে দিন সংহার ॥
এত বলি চতুমুখ করিল গমন ।
কুস্তকর্ণ হইল নিদ্রায় অচেতন ॥
স্বপ্নে করি নিবাসে আইগু দুই ভাই ।
কুস্তকর্ণের কথা এই শুনহ গৌসাই ॥
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ আজি হয়েছে উহার ।
অবশ্য তোমার হাতে হইবে সংহার ॥
শুনি হরষিত হৈল শ্রীরাম-লক্ষণ ।
কুস্তকর্ণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ ॥

রাবণের সহিত কুস্তকর্ণের
কথোপকথন ।

কুস্তকর্ণে দেখিয়া রাবণ কুতূহলী ।
সিংহাসন হৈতে উঠি করে কোলাকুলি ॥
কুস্তকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ ।
বসিতে দিলেন রাজা রত্ন-সিংহাসন ॥
কুস্তকর্ণ বলে, তব কারে এত ডর ।
আজ্ঞা কর, কাহারে পাঠাব যম-ঘর ॥
আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ডর ।
কতবার জিনিয়াছি যম পুরন্দর ॥
সাগর শুষিব আজি, খাইব আগুনি ।
শূলে খান খান করি কাটিব মেদিনী ॥

(১) পদ্মযোনি—বিক্রম দ্বাপ্তিপদ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ত্রকার এই নাম ।

চন্দ্র সূর্য্য চিবাইয়া ফেলাইব দাঁতে ।
পৃথিবী উপাড়ি ফেলাইব খর-শ্রোতে ॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড ।
ত্রিভুবনের উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড ॥
এতেক বলিয়া বীর জিজ্ঞাসে তখন ।
নর-বানরের সঙ্গে যুদ্ধ কি কারণ ॥

রাবণ বলে, নিদ্রা যাও হ'য়ে অচেতন ।
কিরূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ ॥
তিন সহোদর মোরা, ভগ্নী মাত্র একা ।
জননী আদরের কন্যা সুপর্ণখা ॥
বিধবা হইয়া ভগ্নী, কান্দিল বিস্তর ।
মনে মনে বাসনা থাকিতে স্বতস্তর (১) ॥
শিবের সাধনা হেতু রহে স্থানান্তরে ।
স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে ॥
সঙ্গে দিলাম দুই ভাই খর ও দুষণ ।
চৌদ্দ হাজার নিশাচর তাহার ভিড়ন ॥
এইরূপে সুপর্ণখা কিছুদিন থাকে ।
দৈবের নির্বন্ধ ভাই কি কব তোমাকে ॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যায় ধাম ।
চারি পুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ॥
ভরতেরে দিল রাজ্য, না দিল তাহারে ।
দুর্ভাগ্য পুত্র বলি দিল দূর ক'রে ॥
বনেতে আইল রাম হইয়া সন্ন্যাসী ।
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই ভার্য্যা সে রূপসী ॥
কুঁড়ে বেঁধে ছিল বেটা পঞ্চবটা বনে ।
সুপর্ণখা গিয়াছিল পুষ্প-অবেষণে ॥
সুপর্ণখার নাক-কাণ কাটিল লক্ষ্মণ ।
পরিভাষে যুদ্ধ করে খর ও দুষণ ॥
রামচন্দ্র যুদ্ধ করি মারে সর্বজননে ।
ভগ্নী এসে কান্দিলেক ধরিয়া চরণে ॥

সুপর্ণখার পরিভাষ সহিতে না পারি ।
আমি গিয়া হরিয়া এনেছি তার নারী ॥
বুঝিতে না পারি বেটা ফেরে কত রঙ্গে ।
মিতালি করিল গিয়া বানরের সঙ্গে ॥
সুগ্রীব বালির ভাই কিকিন্কায থাকে ।
কটক সঞ্চয় কৈল সেবা করি তাকে ॥
আজ্ঞাকারী করিয়াছে যত কপিগণে ।
বুড়া এক ভল্লুক মিলেছে তার সনে ॥
সেই বেটা কুমন্ত্রণা দেয় নিরস্তর ।
বৃক্ষ-পাথরেতে বান্ধে অলজ্বা সাগর ॥
সেই বান্ধ ব'য়ে কপি এসেছে এপার ।
ঘিরেছে কনক-লঙ্কা চারিটা দুয়ার ॥
বসেছে পশ্চিম-দ্বারে সে রাম-লক্ষ্মণ ।
বড় বড় নিশাচরে করিল নিধন ॥
বড়ই দুষ্কর নর-বানরের রণ ।
বিপদে পড়িয়া তোমা করেছি চেতন ॥

কুম্ভকর্ণ বলে, শুন ভাই দশানন ।
শুনালে আশ্চর্য্য কথা, এ আর কেমন ॥
রাম-লক্ষ্মণ যদি সে সামান্য হৈত নর ।
জলের উপরে কেন ভাসিবে পাথর ॥
বনের বানর বন্ধ যে রামের গুণে ।
সামান্য মনুষ্য তাঁরে না ভাবিহ মনে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, হেন লয় মম মন ।
মায়াতে মনুষ্য-রূপ দেব নারায়ণ ॥
রাবণ বলে, রাম যদি দেব নারায়ণ ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হইবে তপস্বী ।
রাবণ বলে, কেন না হয় তীর্থবাসী ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হইবে রাজার বেটা ।
রাবণ বলে, কেন সে মাথায় ধরে জটা ॥

(১) স্বতস্তর—পৃথক্ ; আলাদা ।

কুম্ভকর্ণ বলে, রাম ব্যাধ হইতে পারে ।
 রাবণ বলে, কেন তবে যজ্ঞসূত্র ধরে ॥
 কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হবে ত্রাচারী ।
 রাবণ বলে, তবে কেন সঙ্গে তার নারী ॥
 রাবণ বলিছে, রাম, কিসের ত্রাচারী ।
 ভক্তিতে ডাকিলে যায় চণ্ডালের বাড়ী ॥
 দিন পাঁচ ছয় ছিল পঞ্চবটী-মূলে ।
 সেখানে পাকাল জটা আটা (১) মেখে চূলে ॥
 ইস্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর ।
 শঙ্কতে আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর ॥
 মনুষ্য হইয়া বেটা করে অহঙ্কার ।
 বানরের সহায়ে সাগর হৈল পার ॥
 বলিতে না পারি, এ কি দৈবের ঘটনা ।
 ত্রিভুবনের কপি লয়ে রামের মন্ত্রণা ॥
 আছিল সাগর সেই অগাধ গভীর ।
 আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির ॥
 রত্নাকর ভীত হৈল মনুষ্যের আগে ।
 জোড়হস্ত করিয়া বন্ধন নিল মেগে ॥
 এতদিনে অপযশ হৈল রত্নাকরে ।
 বৃক্ষ-পাথরেতে বান্ধে নর ও বানরে ॥
 বীর নাহি লঙ্কাতে, ভাণ্ডারে নাহি ধন ।
 এতক প্রমাদ তব নিদ্রার কারণ ॥
 ছিল ভাই বিভীষণ ধর্ম-অধিষ্ঠান (২) ।
 আমা সনে দ্বন্দ্ব করি গেল রামের স্থান ॥
 বুদ্ধিহীন বিভীষণ কার লাগি মরে ।
 মনুষ্যের হিত চিন্তে জ্ঞাতি হিংসা করে ॥
 অরুণ-বরুণ-যমে শঙ্কা নাহি করি ॥
 সীতা কিরে দিলে যে হাসিবে সুরপুরী ॥
 অশ্বে হাসে হাসুক হাসিবে পুরন্দর ।
 সেই বেটা বলিবেক হীন লঙ্কেশ্বর ॥

বুঝিয়া করহ ভাই যে হয় বিধান ।
 ভূমি বিনা লঙ্কার নাহিক পরিত্রাণ ॥
 ত্রিভুবন জিনিলাম তব বাহুবলে ।
 বানরের সঙ্গে রণে কি আছে কপালে ॥
 লঙ্কাপুরী রাখহ, আমার কর হিত ।
 ভাবহ উপায় মনে যে হয় বিহিত ॥

কুম্ভকর্ণের বুদ্ধবাত্রা ।

কুম্ভকর্ণ বলে, কিবা ক'রেছ মন্ত্রণা ।
 তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী এক জনা ॥
 সমুদ্রের পারে কেন নাহি দিলে খানা ।
 তবে আর সাগর বান্ধিত কোন্ জনা ॥
 ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা ।
 কোন্ ছার মন্ত্রী ল'য়ে তোমার মন্ত্রণা ॥
 আপনারে বড় দেখ ব'সে লঙ্কাপুরে ।
 বেড়িল এ স্বর্ণ-লঙ্কা বনের বানরে ॥
 বালি হৈতে সূত্রী ব যে নহে পরাক্রমে ।
 প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে ॥
 পাইল অর্ধেক রাজ্য, মহারাণী তারা ।
 তোমা হৈতে বুদ্ধিমান সূত্রী ব বানরা ॥
 এত যদি কুম্ভকর্ণ রাবণেরে বলে ।
 শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি ছেন অলে ॥
 কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ কহে লঙ্কেশ্বর ।
 সদা থাক নিদ্রাগত ঘরের ভিতর ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিশু ত্রিভুবন ।
 দৈবের নির্বন্ধ বাহা, না হয় খণ্ডন ॥
 কনিষ্ঠ নহিস্, যেন জ্যেষ্ঠ সহোদর ।
 রাজনীতি শিক্ষা দিস্ সত্যার ভিতর ॥

(১) আটা—গাঁদ; বুদ্ধাধিব নির্ঘাস । (২) ধর্ম-অধিষ্ঠান—পরম ধার্মিক ।

কহিলি যে ভাল মন্দ অনেক কাহিনী ।
 পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরী আগে জিনি ॥
 কুস্তকর্ণ বলে, ভাই, না বল বিস্তর ।
 বিপৎ সময়ে নীতি কহে সহোদর ॥
 আমি হেন ভাই তব, কারে করে শঙ্কা ।
 বৈরী মারি রাখিব কনক-পুরী লঙ্কা ॥
 শ্রীরামের মাথা কাটি আনিব এখনি ।
 সীতা লয়ে স্মৃৎভোগ করহ আপনি ॥
 আগে লঙ্কা অ-রামা ও অ-বানরা করি ।
 স্ত্রীবেরে মারিয়া পাঠাব যম-পুরী ॥
 বধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ ।
 মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ ॥
 হনুমাণে মারি আজি লঙ্কাপুরী-বৈরী ।
 মারিব তাহার পরে বানর কেশরী ॥

কুস্তকর্ণের যুদ্ধ

চলিল সে কুস্তকর্ণ যুঝিবার সাধে ।
 ভাই মহোদর গিয়া সম্মুখে বিরোধে ॥
 মহোদর বলে, ভাই, করি নিবেদন ।
 বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন ॥
 দেখিতে করয়ে সাধ পুরনাসী নারী ।
 একবার দেখা দিতে চল অস্তঃপুরী ॥
 কুস্তকর্ণ বলে, কি কহিস্ মহোদর ।
 সম্মুখে বিপক্ষ ব'সে বমের দোসর ॥
 চারি দ্বারে মেরে আগে জিনে আসি রণ ।
 তবে অস্তঃপুরে হবে আমার গমন ॥
 মহোদর-কুস্তকর্ণ কথা দুই জনে ।
 সিংহাসন ছাড়ি তবে উঠিল রাবণে ॥

সংগ্রামের সাজ রাজা সাজায় আপনি ।
 মতির পাগড়ি পরে ধরে ধরে মণি ॥
 কুস্তকর্ণ সাজিছে, রাক্ষস পুলকিত ।
 চারিদিকে নিশাচর সাজয়ে ত্বরিত ॥
 কুমারের চাক যেন মাণিক-অঙ্গুরী ।
 কুস্তকর্ণের অঙ্গুলে পরায় যত্ন করি ॥
 কতমত যতনে পরায় তোড়-তাড় (১) ।
 মাথার মুকুট যেন মৈনাক পাহাড় ॥
 স্থানে স্থানে মরকত শোভা কত তার ।
 গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার ॥
 রত্নেতে নির্ম্মিত দিল শ্রবণে কুণ্ডল ।
 রবি শশী জিনি জ্যোতিঃ করে ঝলমল ॥
 মুকুটের চূড়া গিয়া আকাশেতে জোড়ে ।
 রাজারে প্রণাম করি যুঝিবারে নড়ে ॥
 যুঝিবারে কুস্তকর্ণ চলে একেশ্বর ।

গগনে মস্তক যেন নব জলধর ॥
 আকাশের চন্দ্র খসে, বায়ু মন্দগতি ।
 মেঘে রক্ত বরিষয়ে, কাঁপে বহুমতী ॥
 আকাশে অমর কাঁপে, সাগর উথলে ।
 গড়ের বাহির হয়ে যুঝিবারে চলে ॥
 কুস্তকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির ।
 বানর দেখিয়া করে গর্জন গভীর ॥
 বড় বড় বানরের বড় বড় লক্ষ ।
 কুস্তকর্ণে দেখিয়া সবার হৈল কম্প ॥
 ভয়ে শুকাইল মুখ, কাঁপিল অস্তর ।
 গাছ পাথর ফেলাইয়া পলায় বানর ॥
 চুল নাহি বাক্কে কেহ, না পরে কাপড় ।
 বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড় ॥
 বানরের ভক্ত-রবে কর্ণে লাগি তালি ।
 শতকোটি বানরে পলায় শতবলী ॥

(১) তোড়-তাড়—কটি-ভূষণ ও কব-ভূষণ ।

হিন্দুলিয়া বানর হিন্দুল জিনি অঙ্গ ।
 আশী কোটি বানরে পলায় শরভঙ্গ ॥
 মলয়-পর্বতের বানর বর্ণ যেন গিরি ।
 ছত্রিশ কোটি বানরেতে পলায় কেশরী ॥
 গয় গবাক পলাইল ভাই দুইজন ।
 বানর পঞ্চাশ কোটি দৌহার ভিড়ন ॥
 ভল্লুক কটকে পলায় মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
 আশী কোটি বানরে পলায় হনুমান্ ॥
 পলায় স্ববেশ বেজ রাজার শশুর ।
 তিন কোটি বৃন্দ ঠাট যাহার প্রচুর ॥
 পলায় বানর-ঠাট, কেহ নাহি তিষ্ঠে ।
 কোপ করি অঙ্গদ চাহিছে এক দৃষ্টে ॥
 অঙ্গদ বলে, কপিগণ ভঙ্গ কি কারণ ।
 এক চড়ে রাক্ষসার (১) বধিব জীবন ॥
 জীবন মরণ নাহি আপনার বশে ।
 যুদ্ধ করি মরিলে ভুবন ভরে যশে ॥
 যত যুদ্ধ করিলে সে সব নাহি গণি ।
 আজি রণ জিনিলে পৌরুষ বলে মানি ॥
 দেবতার পুত্র তোরা দেব-অবতার ।
 রাক্ষসের রণে কেন হাসাবি সংসার ॥
 এত শুনি ধরে ধরে ফিরে কপিগণ ।
 কটক ফিরায়ে আনে বালির-নন্দন ॥
 লাক দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে ।
 আকাশে উঠিয়া গাছ পাথর বরিষে ॥
 কুপিল সে কুম্ভকর্ণ, হাতে ধরে শূল ।
 বানর-কটক বিক্রি করিল নিশ্চূল ॥
 বড় বড় বীরগণ শূলে বিক্রি পাড়ে ।
 ভৃগুগণ যেমন অনলে পড়ি পুড়ে ॥
 পর্বত তুলিয়া মারে বানর কটকে ।
 কুম্ভকর্ণের অঙ্গে যেন ভৃগু হেন ঠেকে ॥

কুপিল সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর ।
 দুই হাতে ধ'রে ধ'রে গিলিছে বানর ॥
 ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় সব ডরে ।
 কুম্ভকর্ণ রণ কেহ সহিতে না পারে ॥
 কুপিল সে নীল বীর কটকে প্রধান ।
 শালগাছ আনিলেক দিয়া এক টান ॥
 শালগাছ আনে যেন পর্বতের চূড়া ।
 কুম্ভকর্ণের গায়ে ঠেকে হয়ে গেল গুঁড়া ॥
 রণ করে কুম্ভকর্ণ কে সহিতে পারে ।
 একেশ্বর নীল রহে সংগ্রাম ভিতরে ॥
 সাহসে করিয়া ভর নীল সেনাপতি ।
 আর চারি বীর তার মিলিল সংহতি ॥
 শরভঙ্গ কুমুদ নল সে গন্ধমাদন ।
 নীলের সংহতি মিলে হৈল পঞ্চ জন ॥
 পাঁচ বীর গাছ আর পর্বত উপাড়ি ।
 কুম্ভকর্ণের বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি ॥
 বানরের গাছ পাথর কিছুই না গণে ।
 হাতে শূল কুম্ভকর্ণ চাহে পঞ্চ জনে ॥
 রহ রহ শব্দ বীর বানরেরে বলে ।
 দুই হাতে সাপটিয়া ধরি কোলে ফেলে ॥
 কোলের চাপনে কপি হৈল অচেতন ।
 মুখে রক্ত উঠে, খাস বহে যেন ঘন ॥
 চাপড়ের ঘায়ে মূর্ছা নীল সেনাপতি ।
 লাথির ঘায়ে পড়িল গবাক যোকপতি ॥
 শরভঙ্গ গন্ধমাদন পড়ে দুই জন ।
 পঞ্চজন ভূমে পড়ে হয় অচেতন ॥
 প্রথম সমরে যদি পঞ্চজন পড়ে ।
 অনেক বানর আসি কুম্ভকর্ণে বেড়ে ॥
 মার মার শব্দে কপি যায় উভরড়ে ।
 কেহ স্বক্কে চড়ে কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে ॥

কেহ পৃষ্ঠে উঠে, কেহ কিল মারে ঘাড়ে ।
 কার সাধ্য কুস্তকর্ণে রণমধ্যে পাড়ে ॥
 বানর ধরিয়া বীর চিৎকাইছে দাঁতে ।
 মুখ সংবরিতে নারে, রক্ত পড়ে শ্রোতে ॥
 সহস্র সহস্র কপি সাপটিয়া ধরে ।
 পাতাল সমান মুখ, তাহে লয়ে পোরে ॥
 নাক-কাণের পথ যেন ঘরের ছয়ার ।
 তাহা দিয়া কপি সব বেরয় আবার ॥
 লাফ দিয়া কুস্তকর্ণ ধরে অঙ্গদেরে ।
 মূর্চ্ছিত করিল তারে গদার প্রহারে ॥
 হাতে গদা কুস্তকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর ।
 গদার বাড়িতে মারে অনেক বানর ॥
 শতবলী ভূমে প'ড়ে যায় গড়াগড়ি ।
 হনুমানের বুকতে মারিল গদা-বাড়ি ॥
 গদা খেয়ে হনুমান উঠিল আকাশে ।
 আকাশে থাকিয়া গাছ-পাথর বরিষে ॥
 ঘন বরিষণে শব্দ হইল মহান ।
 কুস্তকর্ণের গদা ভাঙ্গি কৈল খান খান ॥
 গদা গেল, কুস্তকর্ণ লাগিল ভাবিতে ।
 লাফ দিয়া হনুমানে ধরিল স্থরিতে ॥
 হনুমানের বুক মারে বজ্রের চাপড় ।
 চাপড়ের ঘায়ে হনু করে ধড়কড় ॥
 ভূমিতে পড়িল যদি পবন-নন্দন ।
 রণ ছাড়ি পলায় যতেক কপিগণ ॥
 বড় বড় বীর পলায় ভক্ত দিয়া রণে ।
 কুস্তকর্ণে দেখি কেহ স্থির নহে মনে ॥
 সীতারামের সৈন্যদলে লাগিল তরাস ।
 কুস্তকর্ণ-রণ-কথা গাহে কুস্তিবাস ॥

সুগ্রীব-কর্তৃক কুস্তকর্ণের নাশ-
 কর্ণচ্ছেদন ।

কুস্তকর্ণ কপিগণে ধরি সবে গিলে ।
 দেখিয়া সুগ্রীব গেল সংগ্রামের স্থলে ॥
 শালবৃক্ষ উপাড়িল পবনের বেগে ।
 গাছ-হাতে দাঙাইয়া কুস্তকর্ণ আগে ॥
 বড় বড় বানর মারিলি বাছের বাছ ।
 মোর ঘা সহ রে বেটা, মারি শালগাছ ॥
 কুস্তকর্ণ বলে, আমি বিধাতার নাতি ।
 এড় দেখি শালবৃক্ষ, বুঝি রে শক্তি ॥
 এড়িলেক শালবৃক্ষ পর্বত-প্রমাণ ।
 কুস্তকর্ণের গায়ে ঠেকে হৈল খান খান ॥
 ছি ছি বলি কুস্তকর্ণ দিল টিটকারী ।
 এই মুখে খাও বেটা কিক্কিয়ানগরী ॥
 ভাল ছিল বালি-রাক্ষা, বীর মধ্যে গনি ।
 কোন্ মুখে রাখিবে তাহার রাজধানী ॥
 দুই লক্ষ রাক্ষসে যে জাঠা গাছ বয় ।
 হেন জাঠা কুস্তকর্ণ হাতে তুলে লয় ॥
 আশী কোটি মণ লৌহে জাঠার গঠন ।
 দশ হাজার হাত জাঠা দৈর্ঘ্যে নিরূপণ ॥
 কুস্তকর্ণ এড়ে জাঠা দিয়া ছত্কার ।
 স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
 দেখিয়া সুগ্রীব বীর না ভাবে মনেতে ।
 সিংহনাদ করি জাঠা ধরে বাম হাতে ॥
 ভাঙ্গিলেক জাঠা যেন পড়িল ঝঞ্ঝা ।
 ত্রিভুবনে যত লোক পাসরে আপনা ॥
 কুস্তকর্ণ কোপেতে পর্বতে দিল টান ।
 এক টানে আনিল পর্বত একখান ॥
 এড়িল পর্বত গোটা কিপরীত কোপে ।
 পড়িল সুগ্রীব রাজ্য পর্বতের চাপে ॥

ঘিরেছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে ।
 স্ত্রীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে ॥
 লঙ্কার ভিতর শীঘ্র যায় মহাবলী ।
 স্ত্রীকে লয়ে দশাননে দিতে ডালি ॥
 প্রথম বৃহন্দে (১) যায় করে ঠেলাঠেলি ।
 দ্বিতীয় বৃহন্দে যায় পড়ে হলাহলি ॥
 তৃতীয় বৃহন্দে যায় পরম হরিষে ।
 স্ত্রীব রাজারে দেখে' নারীগণ হাসে ॥
 কুন্তলকর্ণ স্ত্রীবেরে লয়ে যায় বেঙ্গে ।
 যতক বানরগণ মাখে হাত কান্দে ॥
 হনুমান্ মহাবীর কটকের সার ।
 মনে মনে ভাবিছে রাজার প্রতিকার ॥
 কুন্তলকর্ণে সংহারিব আজিকার রণে ।
 রাজা উদ্ধারিলে তবে শ্রীতি পাই মনে ॥
 এতক বলিয়া বীর যুঝিবারে যান ।
 বাহড় বাহড় (২) বলি ডাকে জাম্ববান ॥
 যত দিন জীবের রাজা, কোপ রবে মনে ।
 ভাল যাবে মন্দ রবে, কি কাজ এ রণে ॥
 সেবক হইতে রাজা পাবে অব্যাহতি ।
 চিরকাল স্ত্রীবের ঘৃষিবে অখ্যাতি ॥
 রাজধুকি ধরে রাজা বলে বিপরীত ।
 কুন্তলকর্ণের হস্ত হৈতে আসিবে নিশ্চিত ॥
 জাম্ববানের বাক্যে বীর নাহি দিল হানা ।
 উলটিয়া রাখে গিয়া আপনার থানা ॥
 কুন্তলকর্ণের কোলে রাজা পাইল সংবিত ।
 চারিদিকে দেখিছে লঙ্কার নৃত্য গীত ॥
 চারিদিকে নিশাচর, না দেখে বানর ।
 বিচিত্র-নির্মাণ দেখে স্বর্গের ঘর ॥
 মহাবল স্ত্রীব বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ।
 মনে মনে চিন্তেন আপন অব্যাহতি ॥

কর্ণ টানে দুহাতে কামড়ে ছিঁড়ে নাক ।
 শুয়ে কুন্তলকর্ণ ডাকে পরিত্রাহি ডাক ॥
 দুই পার্শ্ব চিরে তোলে দুপায়ের ভরে ।
 পঞ্চ অঙ্গে কুন্তলকর্ণের রক্ত পড়ে ধারে ॥
 মর্ষব্যথা পেয়ে বীর ছাড়ে স্ত্রীবেরে ।
 আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী-উপরে ॥
 দশনে নাশিকা নিল, কর্ণ দুই করে ।
 লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল প্রাচীরে ॥
 পুনঃ লাফ দিলেক বিক্রমে করি ভর ।
 প্রবেশ করল গিয়া কটক ভিতর ॥
 কটকেতে পশিয়া স্ত্রীব মহাবলী ।
 কুন্তলকর্ণের নাক-কাণ রামে দিল ডালি ॥
 সেই নাক-কাণের কি কহিব বাধান ।
 পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥
 স্ত্রীব-বিক্রম-কথা শুনিয়া আশ্রাস ।
 গাহিলেন লক্ষ্মীকাণ্ডে কবি কৃষ্ণবাস ॥

কুন্তলকর্ণের বৃদ্ধ ও মৃত্যু ।

নাক-কাণ নাহি, কুন্তলকর্ণ পায় লাজ ।
 মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কাজ ॥
 এত বল বিক্রম সকল হৈল মিছা ।
 স্ত্রীব বানরা বেটা করে গেল বোঁচা ॥
 নেউটিয়া রণে বীর আইল নিমিষে ।
 বোঁচা নাক দেখিয়া বানরগণ হাসে ॥
 তাহা দেখি কুন্তলকর্ণ মহাকোপে জ্বলে ।
 বড় বড় কপিগণে ধরে ধরে গিলে ॥
 নাশিকা কর্ণের পথ বিষম বিস্তার ।
 তাহা দিয়া কপিগণ বেরয় আবার ॥
 একে কুন্তলকর্ণ বীর অতি শুয়ঙ্কর ।
 কর্ণ নাশা গেছে আরো হ'য়েছে দুকর ॥

(১) বৃহন্দ—বাহুবল । (২) বাহড় বাহড়—কিরিয়া এস, কিরিয়া এস ।

কোপদৃষ্টে কুস্তকর্ণ যে দিকেতে চায় ।
 বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায় ॥
 বোঁচা এলো ব'লে ছুটে সকল বানর ।
 দাণ্ডাইল সবে গিয়া লক্ষ্মণ-গোচর ॥
 হাতে ধনু লক্ষ্মণ হইল আশুসার ।
 ইহা দেখি কুস্তকর্ণ হাসে একবার ॥
 কুস্তকর্ণ বলে, বেটা, তোরে চাহে কে ।
 তোর ভাই রামা বেটা তারে ডেকে দে ॥
 হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন ।
 এত দিনে যম বৃষ্টি করেছে স্মরণ ॥
 এই আমি আইলাম তোর বিজয়মান ।
 যত শক্তি আছে বেটা, তত শক্তি হান ॥
 তোরে মেরে কাটি রাবণের দশ-মুণ্ড ।
 বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড ॥
 শ্রীরামের কথা শুনে কুস্তকর্ণ হাসে ।
 মনে কি করেছে বেটা ফিরে যাবে দেশে ॥
 এত বলি কুস্তকর্ণ হয়ে ক্রোধমতি ।
 রামেরে গিলিতে যায় অতি শীঘ্রগতি ॥
 কুস্তকর্ণ-ভরে লক্ষা করে টলমল ।
 স্বর্গ মর্ত্ত কাঁপিল, কাঁপিল রসাতল ॥
 আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে ।
 মালসাট দিয়ে বীর রঘুনাথে বলে ॥
 খর দূষণ নহি আমি ত্রিশিরা কবন্ধ ।
 মারীচ রাক্ষস নহি মায়া প্রবন্ধ ॥
 বালি রাজা নহি আমি কোমল-শরীর ।
 বজ্রসম অঙ্গ আমি কুস্তকর্ণ বীর ॥
 সেই সব বীর বধ কৈলে যেই বাণে ।
 সেই সব বাণ এখন তুলে রাখ তুণে ॥
 তোমার বাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ যে সকল ।
 সেই সব বাণ মারো, বুঝা যাক্ বল ॥

রাম বলে, কুস্তকর্ণ ত্যাজ অহঙ্কার ।
 মোর বাণ সহে এত শক্তি আছে কার ॥
 তীক্ষ্ণ বাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয় ।
 ক্ষুদ্র এক বাণে তোরে দিব যমালয় ॥
 রঘুনাথের কথা শুনি কুস্তকর্ণ হাসে ।
 মনেতে বাসনা বৃষ্টি যাবে যম-পাশে ॥
 হের দেখ দেহ মোর পর্বত-প্রমাণ ।
 দেবতা গন্ধর্ব্ব কেহ নাহি ধরে টান ॥
 কত অস্ত্র জান বেটা, কত জান শিক্ষা ।
 ইন্দ্র যম জানে আমি, আর জানে যক্ষা ॥
 যে বাণে মারিলা বালি দুর্জয় বানর ।
 সেই বাণ মারিলেন কুস্তকর্ণোপর ॥
 রামের ঐষিক বাণ তারা যেন ছুটে ।
 কন্টক সমান যেন কুস্তকর্ণে ফুটে ॥
 ছি ছি বলি কুস্তকর্ণ দিল টিটকারী ।
 বল বৃষ্টি, মোর ভাই আনে তোর নারী ॥
 লোহার মুষল বীর ঘন-ঘন মাড়ে ।
 শ্রীরামের যত বাণ তায় ঠেকে পড়ে ॥
 মুষল ফিরায়ে বীর মারিবারে আসে ।
 ব্রহ্ম-অস্ত্র রঘুনাথ জুড়িলেন ত্রাসে ॥
 বিনা অস্ত্রে যুঝে যেন মদমস্ত হাতী ।
 কারে চড় কীল মারে, কারে মারে লাথি ॥
 ভূমে পড়ে নল বীর হইয়া কাতর ।
 মুষলের ঘায়ে মারে অনেক বানর ॥
 মুষল করিয়া হাতে ছুটে উত্তরায় (১) ।
 পলায় বানরগণ পিছে নাহি চায় ॥
 ডাক দিয়া কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 এক উপদেশ শুন যত কপিগণ ॥
 পাগল হয়েছে বেটা রক্তের দুর্গন্ধে ।
 জন কত বানর উঠে ওর স্বন্ধে ॥

(১) উত্তরায়—উর্দ্ধ্বাসে ।

ভর না সহিবে বেটা পড়িবে চাপনে ।
 ভূমিতে পাড়িয়া মার পাপিষ্ঠ দুর্জনে ॥
 লক্ষ্মণের বাক্যে সাহসে করি ভর ।
 স্বন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর ॥
 কুম্ভকর্ণ-স্বন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে ।
 বাহুড় দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ॥
 শরভ গবাক্ গয় সে গন্ধমাদন ।
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি উঠে দুইজন ॥
 সপ্ত জন চড়িলেক কুম্ভকর্ণ-স্বন্ধে ।
 কেশে ধরি টানে, কেহ ঘাড়ে নথ বিন্ধে ॥
 সাত বীর লাক্ দিয়া ঘাড়ে গিয়া চড়ে ।
 দুই হাতে কুম্ভকর্ণ বানরে আছাড়ে ॥
 আছাড়ে গবাক্ বীর হারায় সংবিত ।
 ভূমেতে পড়িয়া মুখে উঠিল শোণিত ॥
 শরভ গবাক্ গয় ও গন্ধমাদন ।
 আছাড়ের ঘায়ে সব হৈল অচেতন ॥
 দেখিয়া অঙ্গদ হনুমান লাপে ডর ।
 উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠে দিল রড় ॥ (১)
 কুম্ভকর্ণে পাড়িতে নারিল কোন জনে ।
 আরবার রাম অস্ত্র জুড়িলেন গুণে ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন পুরিয়া সন্ধান ।
 কুম্ভকর্ণের কাটিলেন ডানি হাত খান ॥
 হাত খান পড়ে যেন পর্বত-শিখর ।
 হাতের চাপান পড়ে অনেক বানর ॥
 বাম হাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে ।
 হাতে গাছ ক'রে গেল রামের সদনে ॥
 ঐষিক বাণেতে রাম পুরিয়া সন্ধান ।
 এক বাণে কাটিলেন বাম হস্ত খান ॥
 দুই হাত কাটা গেল, তবু নাই টুটে ।
 শ্রীরামেরে গিলিবারে দ্রুতগতি ছুটে ॥

ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করিলা সন্ধান ।
 এক বাণে কাটিলেন পদ দুইখান ॥
 এক বাণে পদ গেল, তবু নাহি ডরে ।
 গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে ॥
 দস্তে ধরি তুলে নিল লোহার মুষল ।
 মুষলের ঘায়ে মারে বানর-মণ্ডল ॥
 মুষল কাটিতে রাম জুড়িলেন বাণ ।
 নর বাণে মুষল করিলা খান খান ॥
 কাটা গেল মুষল, শমতা (২) নাই তাতে ।
 গড়াগড়ি দিয়া যায় রামেরে গিলিতে ॥
 যেমন আইসে রাত্ চন্দ্রে গ্রাসিবারে ।
 কুম্ভকর্ণ তেমতি শ্রীরামে গিলিবারে ॥
 কুম্ভকর্ণ-মুখ বেয়ে পড়িছে শোণিত ।
 বাণে মুখ ঢাকিল, দেখায় বিপরীত ॥
 এতেক দুর্গতি হৈল, তবু নাহি মরে ।
 আরবার ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিলেন তারে ॥
 যম-দণ্ড-সম বাণ, যেমন বিজলি ।
 ছুটিল রামের বাণ চৌদিক উজলি ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণে আর নাহিক অশ্রুখা ।
 সেই বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা ॥
 কাটামুণ্ড হনুমান সাপটিয়া তোলে ।
 টেনে কেলে দিল ল'য়ে সমুদ্রের জলে ॥
 সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড় ।
 মধ্য-সাগরেতে যেন পড়িল পাহাড় ॥
 দশ লক্ষ রাক্ষসেতে কুম্ভকর্ণ পড়ে ।
 কানন ভাঙ্গিল যেন শ্রীলয়ের ঝড়ে ॥
 দেবগণ স্থখী হৈল রামের বিক্রমে ।
 স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পূজেন শ্রীরামে ॥
 কপিগণ বলে, রাম, করিলা নিস্তার ।
 আর যত বীর আছে মোসবার তার ॥

(১) রড়—ঘোড় । (২) শমতা—শান্তি ; মুষল ব্যর্থ হইলেও কুম্ভকর্ণ অশ্রান্ত ভাবে বৃহৎ করিতে লাগিল ।

না দেখি এমন বীর এ ভিন ভুবনে ।
যুঝিবার কাজ থাক, ভঙ্গ দরশনে ॥
অকালে জাগিয়া কুম্ভকর্ণের বিনাশ ।
শ্রীরাম-চরণ স্মরি গায় কৃষ্ণিবাস ॥

কুম্ভকর্ণের মৃত্যু-শ্রবণে রাবণের বিলাপ ।
তবে রণে ভঙ্গ দিয়া যত নিশাচর ।
রণস্থলী ছাড়ি গেল লঙ্কার ভিতর ॥
হেথা কুম্ভকর্ণে পাঠাইয়া রাম-রণে ।
দশানন চিন্তা করিতেছে মনে মনে ॥
সমরে গিয়াছে আজি কুম্ভকর্ণ ভাই ।
এখনি জিনিবে রণ কিছু শঙ্কা নাই ॥
জয়বার্তা দিবে দূত যে কালে আসিয়া ।
তুষিব তাহারে আমি বহু ধন দিয়া ॥
নগরে করিয়া নানা মঙ্গল-আচার ।
ভ্রাতারে আনিতে নিজে হব আগুসার ॥
না করিতে না করিতে প্রণাম আমারে ।
অগ্রেই যে আমি কোলে করিব তাহারে ॥
রণবেশ ঘুচাইয়া দিব্য বেশ করি ।
দু-ভাই বসিব এক আসন-উপরি ॥
বন্ধুজন সকলে করিয়া আনয়ন ।
নানামত উৎসব করিব আচরণ ॥
এত ভাবি কিছুকাল পরে দশানন ।
উৎকণ্ঠিত হয়ে পুনঃ করয়ে চিন্তন ॥
ভ্রাতা মোর গিয়াছে হইল বহুক্ষণ ।
এখনো না কৈল কেন দূত আগমন ॥
বুঝিতে না পারি কিছু রণের বিষয় ।
হইল কি না হইল শত্রু-পরাজয় ॥

বুঝি শত্রু জয় নাহি হইয়া থাকিবে ।
জয় হৈলে কেন মোর হৃদয় কাঁপিবে ॥ .
এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে ।
শুনিতে পাইল কোলাহল ব্যোমপথে ॥
তাহা শুনি হইয়া বিশ্বয়-যুক্ত মন ।
উদ্ভিষ্ট হইয়া করে বিবিধ চিন্তন ॥
একি একি আজি দেব মুনি যক্ষগণ ।
করিতেছে আকাশেতে জয় উচ্চারণ ॥
বাঁচিয়া থাকিতে মোর কুম্ভকর্ণ ভাই ।
উহাদের মুখে জয়-শব্দ শুনি নাই ॥
অতএব বড় শঙ্কা করে মোর চিতে ।
না জানি হতেছে কিবা সংগ্রাম-স্থলীতে ॥

এইরূপ চিন্তা করে রাজা দশানন ।
হেনকালে ভগ্নদূত কৈল আগমন ॥
তারে দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ সশঙ্কিত ।
কহ রে কহ রে রণ-মঙ্গল স্বরিত ॥
ভীতমন হয়ে দূত কহিতে না পারে ।
আরবার রাজা তারে কহে কহিবারে ॥
তবে কান্দি ভগ্নদূত কহে সভাস্থল ।
মহারাজ, কি কহিব রণের কুশল ॥
তোমার অশুভ গিয়া সমর-ভিতর ।
বধিলেন বহুতর ভল্লুক বানর ॥
পরে রাম-বাণেতে সে ত্যজিয়া পরাণ ।
মহারাজ, স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান ॥

যেইমাত্র এই কথা চরেতে কহিল ।
মূর্ছা হেতু দশানন ভূতলে পড়িল ॥
তাহা দেখি মহাপার্ব আর মহোদর ।
উঠাইয়া বসাইল আসন-উপর ॥
কুম্ভকর্ণ-মৃত্যু-কথা করিয়া শ্রবণ ।
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাসী জন ॥

মুহূর্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়া ।
 বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়া ॥
 ভাই নহি আমি যে চণ্ডাল সহোদর ।
 কাঁচা ঘূমে কাপায়ে পাঠাই যম-ঘর ॥
 আজি হৈল শূণ্যাকার নিজার চৌয়ারী (১) ।
 বীরশূণ্য হইল কনক-লঙ্কা-পুরী ॥
 আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল বিকল (২) ।
 কুম্ভকর্ণ ভাই তুমি ছিলে মহাবল ॥
 চন্দ্র সূর্য্য বায়ু যম দেব পুরন্দর ।
 মহানুখে নিজা যাবে, ঘুচে গেল ডর ॥
 কোথা গেল ভাই মোর আইস সখর ।
 দুই ভাই মিলে গিয়া করিব সমর ॥
 ডানি হস্ত গেল মোর এত দিন পরে ।
 লঙ্কাপুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে ॥
 বিভীষণ ভাই মোরে দিয়া গেল শাপ ।
 ধার্মিকের শাপে পাই এত মনস্তাপ ॥
 হায় হায় কি হইল, ক্রুর বিধি কি করিল,
 প্রাণাধিক ভাই নিল হরি ।
 কি করিব কোথা যাব, কোথা গেল তারে পাব,
 তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি ॥
 ওরে প্রাণাধিক জাতা, মোরে ছাড়ি গেলি কোথা,
 দেখিতে না পাই আর তোরে ।
 ধিক্ ধিক্ প্রাণে মোর, শুনিয়া মরণ তোর,
 এখনো না ছাড়ে এ শরীরে ॥
 কহি গেল তুমি মোরে, মারি আসি রাঘবে,রে,
 আপনি বসিয়া থাক হৃদে ।
 তাহা না করিতে পারি, নিজে গেল যমপুরী
 ফেলিলে আমারে ঘোর দুঃখে ॥

জিনিলে অশ্রু হর, গন্ধর্ব্ব ভূজঙ্গপুর,
 যক গুহু সিদ্ধ বিভাধর ।
 জয় করি এ সংসারে, কুত্র মনুষ্যের করে,
 প্রাণ হারাইলে জাতুবর ॥
 যে তোমার শরীরেতে, নাহি পারি প্রবেশিতে,
 বন্ধ ভূমিভলে পড়েছিল ।
 সে তুমি রামের শরে, বিদ্ধ হৈলে কি প্রকারে,
 আমার কপালে একি ছিল ॥
 আর আমি কি প্রকারে, জিনিব সে পুরন্দরে,
 শমন-বরণ-দৈত্যগণে ।
 উপস্থিত শক্রজনে, কিরূপে বধিব রণে,
 লঙ্কা রক্ষা করিব কেমনে ॥
 ওরে ওরে জাতুবর, তোমা বিনে মোরে ডর,
 না করিবে আর কোন জন ।
 অপর কি কব আর, বাবৎ বানর ছার,
 তারা কৈল সশঙ্কিত-মন ॥
 না মরিতে না মরিতে, আগে ঐ আকাশেতে,
 কোলাহল করে দেবগণ ।
 বুঝি বা ইহার পরে, উপহাস করে মোরে,
 করতালি দিয়া সব জন ॥
 মারীচ কহিল হিত, সাতিশয় সমুচিত,
 কহির্গেক জাতা বিভীষণ ॥
 তুমিহ কহিলে পথ্য,(৩) সব কথা অতি তথ্য,(৪)
 কিছু নাহি করিনু প্রবণ ॥
 ধার্মিক বিশুদ্ধ-মন, সেই জাতা বিভীষণ,
 করিলাম তার অপমান ।
 সেই পাশে বুঝি মোরে নর-বানরের করে,
 পাইতে হইল অপমান ॥

(১) চৌয়ারী—চৌ-আরী (আড়াবৃত্ত) অর্থাৎ চার চার বৃত্ত বর ; চৌচালা বর । (২)— বিকল—
 কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে এই লঙ্কা যুদ্ধ পুরীর মত বোধ হইতেছে । (৩) পথ্য—হিত কথা । (৪) তথ্য—সত্য ।

ভূমি ভ্রাতা যদি গেলে, কি ফল ঐশ্বর্য্য-বলে,
কি কার্য্য সীতায় আর প্রাণে ।
কি ফল সমর-জয়ে, কি ফল বাকুব-চয়ে,
প্রাণ দিব রঘুপতি-বাণে ।

ত্রিশিরা, দেবাস্তক, নরাস্তক, অতিকায়, মহাপার্শ্ব
ও মহোদরের যুদ্ধযাত্রা ।

এইরূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন ।
অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন ॥
পিতায় কাতর দেখি পুত্রে জন্মে দুঃখ ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাবণ-সম্মুখ ॥
করিলা তপস্যা পিতা হইতে অমর ।
অমর হইতে ত্রাণা নাহি দিল বর ॥
অমর হইল বিভীষণ নিজ গুণে ।
ত্রাণার কৃপায় সেই সর্ব্ব-শাস্ত্র জানে ॥
শাস্ত্র অনুরূপ খুড়া কহিলেক হিত ।
ধার্ম্মিক-চরিত্র তিনি বিচারে পণ্ডিত ॥
ত্রিভুবন জিনি পিতা তোমার বাখান ।
দেবতা-গন্ধর্ক্ব-আদি নাহি ধরে টান ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী ।
তারে জিনি পুষ্পরথ নিলে লঙ্কাপুরী ॥
ময়দানব মহারাজ সর্ব্বলোক মাঝে ।
কণ্ঠাদান দিয়া সে তোমারে দেখ পূজে ॥
বাহুকির বিষদাহে ত্রিভুবন পুড়ে ।
তব শব্দ পাইলে পলায় উড়রড়ে ॥
ইন্দ্র-ধম-বরুণেরে করিলে বিতথা (১) ।
মনুষ্য বেটারে জিন কত বড় কথা ॥

নানা অস্ত্র সংগ্রামে করিয়া অবতার ।
আজিকার যত যুদ্ধ সে আমার ভার ॥
গরুড়ের মুখে যেন দক্ষ হয় (২) সাপ ।
ঈরাম-লক্ষ্মণে মারি ঘুচাব সস্তাপ ॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে, রাজা হরষিত ।
আর তিন ভাই তার রোষে আচম্বিত ॥
দেবাস্তক নরাস্তক অতিকায় বীর ।
সংগ্রামে যাইতে চাহে, নাহি হয় স্থির ॥
চারিজন মহাবল চিরকাল জানি ।
চারিজনে ঐক্য হৈলে ত্রিভুবন জিনি ॥
রাজার প্রসাদ যত পাইল চারিজন ।
সুগন্ধি কুমুম মাল্য কস্তুরী চন্দন ॥
বীরধটা (৩) পরে কেহ নামে গঙ্গাজল (৪) ।
রত্ন-বিনির্ম্মিত পরে কর্ণেতে কুণ্ডল ॥
পরিল সোনার শাণা, রত্নের টোপর ।
মাণিক্যের হার সাজে গলার উপর ॥
নানা রত্ন-অলঙ্কার পরিল শরীরে ।
কনক-কঙ্কণ বালা পরে দুই করে ॥
চারি বেটা পরিলেক চারি রাজার ধন ।
রাবণের চারি বেটা মুরতি মোহন ॥
মহাপাশ বীর আর ভাই মহোদর ।
দুই জন যাত্রা করে সংগ্রাম ভিতর ॥
হয় বীর, যাত্রা করে সংগ্রামে প্রবীণ (৫) ।
বিদায় হইল ক'রে পিতৃ-প্রদক্ষিণ ॥
নীলবর্ণ হস্তী এল নীল-মেঘ-জ্যোতি ।
ঐরাবত বংশে তার হয়েছে উৎপত্তি ॥
বড়ই প্রবল সেই মদমস্ত হাতী ।
তাহাতে চড়িল মহোদর বোদ্ধ-পতি ॥

(১) বিতথা—অনর্থপাত । (২) দক্ষ হয়—এখানে বিনষ্ট হয় । (৩) বীর-ধটা—বীরগণের পরিধের বস্ত্র-বিশেষ । (৪) গঙ্গাজল—গঙ্গাজলের তার বর্ণবিধিষ্ট । (৫) সংগ্রামে প্রবীণ—বর্ণকুশল ।

নরাস্তক, দেবাস্তক, মহোদর, ত্রিশিরা ও
মহাপাশ বধ ।

অনেক রাক্ষস পড়ে, অত্যন্ত বানর ।
কুপিল যে নরাস্তক রাবণ-কোঙর ॥
চতুর্দিক চাপিয়া উঠিলে তার ঘোড়া ।
চতুর্দিকে অস্ত্র রুষ্টি করে জোড়া জোড়া ॥
বানরেরে মারে বীর মহা শেলপাট ।
বানরের রক্তে কাঁদা হয়ে গেল বাট ॥
নরাস্তকের বাণ কেহ সহিতে না পারে ।
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়ে গেল ডরে ॥
ডাকিয়া স্ত্রীবে কহে অঙ্গদেরে আগে ।
দেখ দেখি অঙ্গদ, কটক কেন ভাগে ॥
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখ কপিগণ ।
নরাস্তক মেরে তোষ জীরাম-লক্ষ্মণ ॥
স্ত্রীবে বচনে অঙ্গদ পড়ে লাঞ্জে ।
কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে ॥
রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধমুখে ।
দূর হৈতে নরাস্তকে বালি-সূত ডাকে ॥
হুই হাত শূন্য মোর দেখ নিশাচর ।
যত শক্তি আছে হান বুদ্ধের উপর ॥
দেবতা জিনিস্ বেটা শেলের কারণ ।
আজিকার যুদ্ধে তোমার বধিব জীবন ॥
জীরামের ভৃত্য আমি সংসারে পুঞ্জিত ।
তুই অস্ত্র এড়িলে, না হব আমি ভীত ॥
পাইক মারিয়া বেটা কির কি কারণ ।
তোমাতে আমাতে যুদ্ধি জিনে কোন্ জন ॥
হুই হাত পসারিয়া পেতে দিল বুক ।
অঙ্গদ-বিক্রম দেখি স্ত্রীবে কোতুক ॥
কোপে নরাস্তক বীর অধরোষ্ঠ (১) কাঁপে ।
এড়িলেক শেলপাট অভিশয় কোপে ॥

এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুঙ্কার ।
স্বর্গ-মর্ত-পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
অঙ্গদের বুক যেন বজ্রের সমান ।
বুদ্ধেতে ঠেকিয়া শেল হৈল দুইখান ॥
অঙ্গদ বলে, তোমর অস্ত্র গেল রসাতল ।
মোর ঘা সংঘর (২) বেটা তবে জানি বল ॥
আপনা পাসরে কোপে বালির নন্দন ।
নরাস্তকে মারিতে ভাবয়ে মনে-মন ॥
বজ্রমুষ্টি মারি ঘোড়া করিলেক চূর ।
পড়িল দুর্জয় ঘোড়া উর্ধ্বে চারি খুর ॥
হুই চক্ষু ঠিকরিল, জিহ্বা বাহিরায় ।
নরাস্তক কুপিয়া অঙ্গদ-পানে চায় ॥
বজ্রমুষ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুদ্ধে ।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥
শরীর ব্যথিত তবু নহে ত কাতর ।
প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর ॥
মহাবল অঙ্গদ অত্যন্ত ক্রোধভরে ।
বুদ্ধে হাঁটু দিয়া তবে নরাস্তকে মারে ॥
নরাস্তক পড়িল, দেখিল দেবাস্তকে ।
সসৈন্যে অঙ্গদে তবে বেড়িল চৌদিকে ॥
হস্তীর উপরে চড়ি আইল মহোদর ।
চালাইয়া দিল করী অঙ্গদ-উপর ॥
অমুবল (৩) ত্রিশিরা হইল ততক্ষণ ।
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি বীর হুই জন ॥
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুদ্ধে ।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥
মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর ।
অঙ্ককার করি ফেল গাছ ও পাথর ॥
মধ্যেতে অঙ্গদ চারিদিকে নিশাচর ।
দেখি হনুমান বীর খাইল সখর ॥

(১) অধরোষ্ঠ—অধর-ওষ্ঠ (উপর+নীচের হুই ঠোঁট) । (২) সংঘর—সহ কর । (৩) অমুবল—সহায় ।

মহারণে মিশামিশি হৈল ছয় জন ।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ নহে নিবারণ ॥
দেবাস্ত্রকের হাতে ছিল লোহার পাবড়ি (১)
হনুমানের বৃকে মারে ছুহাতিয়া বাড়ি ॥
কুপিল সে হনুমান্ সংগ্রামের শূর ।
পদাঘাতে দেবাস্ত্রকে করিলেক চূর ॥

হস্তীর উপরে তবে আইল মহোদর ।
নীল সেনাপতি বিক্রি করিল অর্জর ॥
বাণ খেয়ে নীল বীর করিল উঠানি (২) ।
এক টানে উপাড়ে পর্বত একখানি ॥
পড়িল পর্বত গোটা, শব্দ গেল দূর ।
হস্তিসহ মহোদরে করিলেক চূর ॥

তিন ভাই পড়ে রণে দেখে অতিকায় ।
হাতে খাণ্ডা ত্রিশিরা সংগ্রাম মাঝে যায় ॥
হনুমান্ মহাবীরে দেখিল সম্মুখে ।
ছুহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বৃকে ॥
প্রহারেতে হনুমান্ আপনা পাসরে ।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে ॥
ত্রিশিরার হাতে খাণ্ডা অতি খরশাণ ।
সে খাণ্ডায় ত্রিশিরায় করে খান খান ॥

ভাই-ভাইপো পড়ে রণে দেখে' মহাপাশ ।
হাতে গদা কপিগণে করিছে বিনাশ ॥
নীলবর্ণ গদাখান দেখে চারিভিতে ।
অধিক হইল রাজা কপির শোণিতে ॥
অয়ধর্টা বাজে সে গদার চারি পাশে ।
দেবতা-গন্ধর্ভ-আদি সবে কাঁপে ত্রাসে ॥
মহাপাশের গদা কেহ সহিতে না পারে ।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সকল বানরে ॥

হেমকূট-কপি (৩) আইল বরণ-নন্দন ।
পর্বত উপাড়ে এক ঘোর দরশন ॥
এড়িল পর্বতখান অতি ক্রোধমনে ।
মহাপাশ বীর পড়ে পর্বত-চাপনে ॥
কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত কবিত্তে বিচক্ষণ ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

অতিকায়ের বণাদনে প্রবেশ ।

পড়ে বীর পঞ্চ-জন্য দেখিবারে পায় ।
হাতে ধনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায় ॥
চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন ।
শ্রীচরণে স্থান দেহ কেশল্যা-নন্দন ॥
রাবণ-সন্তান ব'লে দয়া না করিবে ।
দয়াময় রাম-নামে কলঙ্ক রহিবে ॥
খুড়া ছুইজন পড়ে, মহোদর আর ।
রুগ্ন হৈল অতিকায় রাবণ-কুমার ॥
হীরা-মণি-মাণিক্যেতে রথের সাজন ।
এক শত অশ্ব-বর রথের জোগান ॥
মাথায় মুকুট শোভে কর্ণেতে কুণ্ডল ।
দেবতা-গন্ধর্ভ জিনি বাড়িয়াছে বল ॥
মহাক্রোধে অতিকায় হয়ে আশুসার ।
দিলেন আপন দিব্য চাপেতে টঙ্কার ॥
কিবা ঘোরতর সেই টঙ্কার নিঃশব্দ ।
তাহা শুনি মূর্ছিত হইল কপিগণ ॥
বড় বড় বীর বত ভয়ক বানর ।
তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপে ধর ধর ॥

(১) পাবড়ি—শাবল ; একহস্ত প্রমাণ লৌহবস্তু । (২) উঠানি—আক্রমণ । (৩) হেমকূট-কপি—
সুমেরু পর্বতের বাসিন্দা ।

তবে সেই রথে থাকি পতীর-গর্জনে ।
 কহিতেছে সন্মোখিয়া প্ৰবঙ্গম-গণে ॥
 ওরে ওরে মহামূৰ্খ মৰ্কট সকল ।
 পলাও পলাও তোরা ছাড়ি রণস্থল ॥
 ত্রিভুবনে অতি খ্যাত অতিকায় নাম ।
 আসিয়াছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম ॥
 আজি না রাখিব এই ভুবন ভিতর ।
 আপন পিতার রিপু কপি কিংবা নর ॥
 তোরা কেন মর মোর সম্মুখে থাকিয়া ।
 হিত কহি, প্রাণ লয়ে যাও পলাইয়া ॥
 এত বলি সিংহনাদ করে ঘন ঘন ।
 তাহে অতি ত্রাসিত হইল কপিগণ ॥
 আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায় ।
 দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পলায় ॥
 কেহ কেহ সেতু দিয়া যায় সিদ্ধপারে ।
 কেহ প্রবেশয়ে রণে, কেহ বলি-ছারে ॥
 কেহ কেহ সিদ্ধ-জলে থাকয়ে ডুবিয়া ।
 কেহ পত্র-লতাদিতে নিজে আচ্ছাদিয়া ॥
 কেহ কেহ প্রবেশয়ে বৃক্ষের কোটরে ।
 কেহ কেহ কুম্ভকর্ণ-বদন-বিবরে ॥
 কেহ কেহ ভয়ে নিজে মৃত জানাবারে ।
 শয়ন করিয়া রহে শবের মাঝারে ॥
 কেহ কেহ শ্রীরামের নিকটে যাইয়া ।
 কহিতেছে অতিকায় বীরে দেখাইয়া ॥
 দেখ দেখ রঘুবর রণের ভিতর ।
 আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর ॥
 উহারে দেখিবামাত্র যত কপিগণ ।
 ত্রাসিত হইয়া সবে কৈল পলায়ন ॥
 কপিদের কথা শুনি শ্রীরঘুনন্দন ।
 অতিকায় দেখি হৈল সবিস্ময়-মন ॥

যতপি প্রথম রণে দেখেছিলো তাঁরে ।
 তথাপি বিস্ময় হৈল অন্তর-মাঝারে ॥
 অলৌকিক পদার্থের এই ধর্ম হয় ।
 দেখিলেও নব নব রূপে প্রকাশয় ॥
 তবে রঘুপতি নিজ মিতা বিভীষণে ।
 জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে ॥

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বিভীষণকে অতিকায়ের
 পরিচয়-জিজ্ঞাসা ।

দেখ মিতা বিভীষণ, রণে এল কোন্ জন,
 পর্বত-প্রমাণ রথে চাপি ।
 নিজেও ভূধর জিতি, শ্যামবর্ণ শিলাকৃতি,
 অতি ভয়ঙ্কর ভূ-প্রতাপী ॥
 মুকুট শোভয়ে শিরে, যেন নীল ধরাধরে,
 সূবর্ণের শৃঙ্গ শোভা পায় ।
 পিঙ্গল নয়ন-দ্বয়, ভুজ্জতে অঙ্গদ-চয়,
 গলে নানা আভরণ তায় ॥
 কিবা দেখি রথখান, দশ শত পরিমাণ,
 ঘোটকেতে বহিতেছে যারে ।
 পঞ্চ সুসারথি যার, ধ্বজ নর-মুণ্ডাকার,
 পতাকা উড়িছে চারি ধারে ॥
 দেখি রথ-উপরেতে, অস্ত্র-শস্ত্র নানামতে,
 শেল শূল মুষল মুদগর ।
 তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল, শত শত তরবাল,
 কঠোর কুঠার বহুতর ॥
 অতিশয় ভয়ঙ্কর, লৌহময় বাণ ধর,
 অষ্টাত্ৰিংশ ভূগ শোভা করে ।
 সর্ববন্ধ সুশোভন, দিব্য দিব্য শরাসন,
 চারিদিকে রহে ধরে ধরে ॥

দশ হস্ত পরিমাণ, দুই পাশে দুই খান,
 খড়গ হুলিতেছে ভয়ঙ্কর ।
 ধরিয়াকে বাম করে, একখান ধনুকেরে,
 ইন্দ্র-ধনু সম দীর্ঘতর ॥
 নিরখিয়া এই জনে, পলাইছে স্থানে স্থানে,
 বানর সকল ভীত মনে ।
 কে বটে কাহার পৌত্র, কি নাম কাহার পুত্র,
 কহ মিতা মম বিচ্যামানে ॥

অতিকায় বধ ।

শ্রীরাম-বদনে শুনি এতক বচন ।
 বিভীষণ তাঁহারে করেন নিবেদন ॥
 প্রভু বিশ্বাবার পৌত্র রাবণ-নন্দন ।
 অতিকায় নামধারী হয় এই জন ॥
 জনম ইহার ধাত্মমালিনী-উদরে ।
 আপন পিতার তুল্য এ হয় সমরে ॥
 জ্ঞানি-জন-সেবনেতে এহ (১) অনুরক্ত ।
 একবার শ্রুতিমাত্রে (২) শাস্ত্রাভ্যাসে শক্ত ॥
 সাম দান ভেদ দণ্ড (৩) এ চারি উপায়ে ।
 অত্যন্ত নিপুণ আর মন্ত্রণা-নিচয়ে ॥
 ধর্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রে ধীর ।
 অশ্বপৃষ্ঠে গজস্বন্ধে রথে মহাপ্রহর ॥
 ধনুক-ধারণে আর বাণ-বিমোচনে ।
 ইহার সমান নাই রাবণ বিহনে ॥

খড়গ চর্ম্ম যুক আর সদা প্রহরণে ।
 ইহারই সমান নাই এ লঙ্কা-ভুবনে ॥
 ইহারই বাহুর বল করিয়া আশ্রয় ।
 নিরবধি লঙ্কাপুরী আহুয়ে নির্ভয় ॥
 ইহার প্রভাব প্রশংসয়ে সর্বজন ।
 দেবতা দানব যক্ষ বিছাধর-গণ ।
 এহ ঘোর তপ করি অনেক বরষ ।
 বিধাতারে করিয়াছে আপনার বশ ॥
 তাঁর স্থানে পাইয়াছে এই দিব্য যান ।
 আর পাইয়াছে নানাবিধ অস্ত্র বাণ ॥
 দিব্য এক অভেদ (৪) কবচ পাইয়াছে ।
 সুরাসুর-নিকটে অবধা হইয়াছে ॥
 এহ জিনিয়াছে বহু দেবতা-দানবে ।
 যক্ষ বিছাধর নাগ কিম্বাদি (৫) সবে ॥
 এহ করেছিল বাণে বজ্রের স্তম্ভন (৬) ।
 বক্রণের পাশ করেছিল নিবারণ ॥
 এহ লঙ্কা মাঝে সব বীরের প্রধান ।
 দেব-দৈত্য-জয়ী শূর বীর বলবান ॥
 আদরেতে অতিকায় নাম রাখে বাপ ।
 কুমার-ভাগেতে (৭) নাই এমন প্রতাপ ॥
 এহ রণে যাবতীয় কপি ভঙ্গু-গণে (৮) ।
 সংহার করিবে শরজালে এইরণে ॥
 অতএব ইহার করিতে সংহরণ ।
 করিতে হইবে অতি শীঘ্র আয়োজন ॥
 এইরূপে বিভীষণ কন রথুবরে ।
 অতিকায় প্রবেশিল সমর-স্তিতরে ॥

(১) এহ—এই ব্যক্তি । (২) শ্রুতিমাত্র—শুনিবামাত্র । (৩) সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—শাস্ত্রবাক্য ; সুবিধা
 বেওয়া, আপোষের মধ্যে বিবাহ বাধানো ও শাস্তিহীন শত্রু-বন্দীকরণের চারি উপায় । (৪) অভেদ—বাধা
 তের করা যায় না । (৫) কিম্বাদি—ঘোড়ার মত যুদ্ধ ও অবরূপে মাতৃবের মত এইরূপে বেহকারী জীব ।
 (৬) স্তম্ভন—ক্রিয়াহীন করণ । (৭) কুমার-ভাগেতে—রাজপুত্র সকলের মধ্যে । (৮) ভঙ্গু গণে—ভঙ্গু
 নকলকে ।

সম্মুখেতে বিভীষণে করি নিরীক্ষণ ।
 প্রণাম করিয়া তাঁরে কহিছে বচন ॥
 অতিকায় বলে, খুড়া, শুনহ উত্তর ।
 রাত্রি-দিন সেব তুমি দেব গদাধর ॥
 তব সম ভাগ্যবান্ হবে কোন্ জন ।
 তোমা প্রতি বড় প্রীত দেব নারায়ণ ॥
 অতিকায় বলে, খুড়া, নিবেদি তোমাতে ।
 আমারে করুন দয়া দেব গদাধরে ॥
 এত যদি অতিকায় কহে বিভীষণে ।
 চালাইয়া দিল রথ রাম-বিচ্যুতানে ॥
 অতিকায় বলে, শুন অগৎ-গৌসাই ।
 মম প্রতি তব কেন দয়া হয় নাই ॥
 কাতর প্রার্থনা মোর শুন নারায়ণ ।
 স্থান দিও শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥
 স্তব শুনি স্তব্ব হয়ে কন গদাধর ।
 পরম-ধার্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর ॥
 তুমি আর তোমার পিতৃব্য বিভীষণ ।
 দুই জনে রাজ্য দিব, মারিয়া রাবণ ॥
 অতিকায় বলে, রাজ্যে নাহি প্রয়োজন ।
 যুদ্ধ করি কলেবর করিব পাতন (১) ॥
 এখন ও-পদে করি এই নিবেদন ।
 আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্ জন ॥
 বানরের সঙ্গে আমি না করিব রণ ।
 পশু-জাতি যুদ্ধের কি জানে কপিগণ ॥
 বানরের সম্ভাবনা (২) বৃক্ষ ও পাখর ।
 কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর ॥
 সূত্রী ব রাজ্যারে দেখি বকের সমান (৩) ।
 লক্ষ্মণ বালক, রণে কি জানে সন্ধান ॥

জোড় হাতে বলে বীর শুনহ জীরাম ।
 তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম ॥
 ধমুক পাতিয়া যান ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে রাবণ-নন্দন ॥
 কত যুদ্ধ করিয়াছ, বয়ঃক্রম কত ।
 আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র কুবের আমারে করে ভয় ।
 আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয় ॥
 কোপেতে লক্ষ্মণ দিল ধমুকে টঙ্কার ।
 দেখি অতিকায় বীরে লাগে চমৎকার ॥
 অতিকায় বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 বয়সে ছাওয়াল তুমি, কিবা জান রণ ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, তুই জাতি নিশাচর ।
 ভাল মন্দ না জানিস্, করিস্ উত্তর ॥
 কে কোথা দেখেছে হেন, শুনেছে শ্রবণে ।
 বয়স অধিক যার, সেই রণ জিনে ॥
 আমারে ছাওয়াল বল, প্রবীণ আপনি ।
 প্রাণে প্রাণে যেতে পার, তবে বীর জানি ॥
 আজিকার যুদ্ধে যদি তোরে নাহি মারি ।
 তবে তু লক্ষ্মণ নাম বৃথা নাম ধরি ॥
 এত যদি দুজনে বচনে হৈল কক্ষা (৪) ।
 দুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্সা ॥
 অতিকায় বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করিব দু-জন ॥
 সংগ্রামের দোষগুণ কাহার কেমন ।
 রামচন্দ্র সাক্ষী, আর খুড়া বিভীষণ ॥
 মধ্যস্থ হইয়া দৌহে করুন বিচার ।
 জয়-পরাজয় রণে কি হয় কাহার ॥

(১) পাতন—নাশ । (২) সম্ভাবনা—পুঁথি । (৩) বকের সমান—বকের মত অর্থাৎ বলহীন ।
 (৪) কক্ষা—প্রতিযোগিতা ।

অতিকায়-বচনে লক্ষ্মণ দিল সায় (১) ।
 মহাযুদ্ধ বাধিল লক্ষ্মণ-অতিকায় ॥
 অগ্নিবাণ অতিকায় করে অবতার ।
 লক্ষ্মণ বরুণ-বাণে করিল সংহার ॥
 দুই শত বাণ তবে অতিকায় এড়ে ।
 অবিলম্বে লক্ষ্মণ বাণেতে কাটি পাড়ে ॥
 হস্তি-বাণ এড়ে অতিকায় মহাবল ।
 সিংহ-বাণে লক্ষ্মণ করিল রসাতল ॥
 মারিল পর্বত-বাণ অতিকায় রোষে ।
 লক্ষ্মণ পবন-বাণে উড়ান বাতাসে ॥
 অমর্ত সমর্ত বাণ বিকট দশন (২) ।
 ইন্দ্রজাল বিষ্ণুজাল ঘোর-দরশন ॥
 এই সব বাণ দৌড়ে করে অবতার (৩) ।
 দশদিক্ জল-স্থল বাণে অক্ষকার ॥
 দুই জনে বাণ মারে অতি পরিপাটী ।
 অস্তুরীক্ষে দুই বাণ করে কাটাকাটি ॥
 লক্ষ্মণ মারেন বাণ দিয়া বাহু-নাড়া ।
 অতিকায়-রথের কাটেন শত ঘোড়া ॥
 আর বাণ এড়েন লক্ষ্মণ মহাবীর ।
 কাটিলেন তার পঞ্চ সারথির শির ॥
 যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বিরথী (৪) ।
 চক্ষুর নিমিষে রথ জোগায় সারথি ॥
 রথ পেয়ে অতিকায় লক্ষ্মণ দিয়া চড়ে ।
 তিনকোটি বাণ লক্ষ্মণের প্রতি এড়ে ॥
 সে বাণ লক্ষ্মণ সব কাটে অবহেলে ।
 স্বর্গেতে দেবতা সব সাধু সাধু বলে ॥
 লক্ষ্মণ এড়েন বাণ নামেতে অক্ষয় ।
 শাণাতে ঠেকিয়া বাণ পাইল পরাজয় ॥
 শাণায় ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ ।
 লক্ষ্মণের কাণে বায়ু কহে উপদেশ ॥

অক্ষয় কবচ অঙ্গে আছে ত উহার ।
 অঙ্গে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার ॥
 সহজেতে না মরিবে রাবণ-কুমার ।
 ত্রক্ষ-অস্ত্র মারি গুরে করহ সংহার ॥
 উপদেশ কহিয়া পবন দেব নড়ে ।
 মন্ত্র পড়ি লক্ষ্মণ-বীর ত্রক্ষ-অস্ত্র জোড়ে ॥
 লক্ষ্মণ এড়িল বাণ পুরিয়া সন্ধান ।
 বাণ দেখে অতিকায়ের উড়িল পরাণ ॥
 মারে আঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবারে ।
 অতিকায় তবু তাহা কিরাইতে নারে ॥
 অক্ষয় অক্ষয় বাণ কেবা ধরে টান ।
 অতিকায়ের মাথা কাটি কৈল দুই খান ॥
 অতিকায় পড়িল, রাক্ষস-ভাগে ডরে ।
 ধাইয়া বানর-গণ রাক্ষসেরে মারে ॥
 পলায় রাক্ষস-গণ গণিয়া প্রমাদ ।
 রাম-জয় শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥
 সমুদ্র মুণ্ড পড়ে সহিত কুণ্ডলে ।
 অতিকায়-মুণ্ড পড়াগড়ি ভূমিতলে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে ।
 প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রু-জলে ॥
 ধনু ধনু পুত্র তুমি নিশাচর-কূলে ।
 তিন কুল মুক্ত হবে তব পুণ্য-কলে ॥
 হেন শুভ না দেখি না শুনি কোন কালে ।
 কাটা মুণ্ড এইরূপে রাম রাম বলে ॥
 বানরেতে 'রাম-জয়' শব্দ করে মুখে ।
 বজ্রাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে ॥
 অতিকায় পড়ে যদি সংগ্রাম-ভিতরে ।
 দূত বার সমাচার দিতে লঙ্কেশ্বরে ॥

(১) সায়—সম্মতি । (২) বিকট-দশন—বাণ-বিশেষ । (৩) অবতার—প্রবেশ । (৪) বিরথী—রথ-শূন্য ।

অতিকায়াদি চারি পুত্রের মৃত্যু সংঘাষে
রাবণের রোদন ।

তবে ভয়দূত গিয়া দশানন-পাশে ।
নিবেদন করিতেছে গদগদ-ভাষে ॥
মহারাজ, চারিজন তনয় তোমার ।
রণে গিয়াছিল ছুইজন ভ্রাতা আর ॥
তার মধ্যে পঞ্চ-জনে বানরে বধিল ।
অতিকায় লক্ষ্মণের বাণেতে মরিল ॥

দূত-মুখে এত বাণী করিয়া শ্রবণ ।
কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে রহে দশানন ॥
মুহূর্তেক পরে পুনঃ পাইয়া চেতন ।
কি কহিলে, বলিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন ॥
পুনর্বার দূত কৈল সব নিবেদন ।
তাহা শুনি মূর্ছিত হইল দশানন ॥
কিছুকাল পরে পুনঃ সংবিৎ পাইয়া ।
হৃদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ছঙ্কার করিয়া ॥
হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন ।
না পারয়ে করিবারে ধৈর্য ধারণ ॥
বিংশতি নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয় ।
মুক্তকণ্ঠ হয়ে রাজা ক্রন্দন করয় ॥
কোথা গেল মহোদর ভাই মহাপাশ ।
কোথা গেল চারি পুত্র করিয়া উদাস ॥
পিতৃ-শ্রীক করে পুত্র, সর্বকালে শুনি ।
পুত্র শ্রীক করে পিতা এ অদ্ভুত বাণী ॥
কি হইল হায় হায়, দুখ নাহি সহ্য বায়,
আর দেহে প্রাণ নাহি রহে ।
শোকানলে বিপরীত, হয়ে অতি প্রজ্বলিত,
নিরবধি প্রাণ-মম দহে ॥
পুড়ি মরিতেছি একে, কুন্তকর্ণ-ভ্রাতা-শোকে,
কণকাল স্থির নহে মন ।

তহুপরি আরবার, এই বজ্র সম্প্রহার (১),
কি করিয়া ধরিব জীবন ॥
ওরে অতিকায় পুত্র, সকল গুণের পাত্র,
কোন স্থানে করিলি গমন ।
না দেখি তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক,
ধৈর্য নাহি ধরে মোর মন ॥
তোমা বিনা ঘর দ্বার, সব হৈল অন্ধকার,
শূণ্য দেখি এ তিন ভুবন ।
অক হৈল সব নেত্র, অলিতেছে মোর গাত্র,
হৃদয় হতেছে উচাটন ॥
ওরে ওরে বাছা মোর, না দেখিব আর তোর,
সুখাংশু-সমান সে বদন ।
আর তোরে নিজ ক্রোড়ে, না বসাব ধরি করে,
না শুনিব সে মিষ্ট বচন ॥
কে কহিবে মোরে আর, হিতকথা শাস্ত্র-সার,
কে করিবে বিপদে মোচন ।
কে করিবে শত্রু-জয়, কে তুর্ষিবে বন্ধুচয়,
সম্মানিবে কেবা মাণ্ড-জন ॥
ওরে বাপ দেবাস্তক, ত্রিশিরা ও নরাস্তক,
ভ্রাতা মহাপাশ মহোদর ।
তোরা সবে ছাড়ি মোরে, গেলি কেন দেশাস্তরে
না দেখিয়া পোড়য়ে অস্তরে ॥
যদি গেলি তোরা সবে, জীবনে কী কার্য্য তবে,
মরিব ডুবিয়া রক্তাকরে ।
এক মাত্র রহি গেল, হৃদয়েতে খেদ-শেল (২),
জিনিতে নারিসু রঘুবরে ॥

ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক রাবণের সাধনা ।
 চারি পুত্র পড়ে রণে, শুনিয়া রাবণ ।
 আকুল হইয়া অতি করিছে রোদন ॥
 কোন মতে স্থির নাহি হয় এক কণ ।
 'হা পুত্র হা পুত্র' বলি কাঁদে দশানন ॥
 রাজার ক্রন্দন শুনি, কান্দে সর্ব জনা ।
 কেহ না করিতে পারে কাহার সাধনা ॥
 তবে ইন্দ্রজিৎ নিজ ক্রন্দন সংবরি ।
 কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি ॥
 লক্ষ্মী-অধিপতি তুমি, ভুবনের রাজা ।
 ইন্দ্র আদি দেবতা তোমার করে পূজা ॥
 কিসের সংগ্রাম কর বানরের সনে ।
 এখনি বাঙ্কিয়া আনি খুড়া বিভীষণে ॥
 আমি বিষ্ণুমান্নে কেন পাঠাও অশ্রু জনে ।
 আঞ্জা কর, মেরে আসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 অশ্রুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধূলি ।
 রাম-সৈন্য মারিবারে এই আমি চলি ॥
 অঙ্গদ স্ত্রীঘ্ন আর বীর হনুমান্ ।
 বড় বড় বানরের লইব পরাণ ॥
 নল-নীল-স্বষণে মারিব অবহেলে ।
 জাম্ববানে ডুবাঁইব সাগরের জলে ॥
 স্ত্রীঘ্নের শশুর স্বষণে বেটা বুড়া ।
 গদাঘাতে করিব তাহার মুণ্ড গুঁড়া ॥
 কেশরী বানর বেটা ঘর-পোড়ার বাপ ।
 যমাগয়ে পাঠাইব করে বীরদাপ ॥
 মারিব শরভ-আদি বত কপিগণে ।
 মিটাব সংগ্রাম-সাধ সমর-প্রাক্ষণে ॥
 বত বেটা লক্ষ্মী আসি করেছে প্রবেশ ।
 বাহুড়িয়া একজন না যাইবে দেশ ॥

এতেক কহিল যদি রাবণ-নন্দন ।
 যুদ্ধ করিবারে আঞ্জা দিল দশানন ॥

ইন্দ্রজিৎের দ্বিতীয় বার
 যুদ্ধ-যাত্রা ।

মেঘনাদ-কথা শুনি রাবণ হর্ষিত ।
 কোলে করি মেঘনাদে কহিছে স্বরিত ॥
 লক্ষ্মী-অধিপতি তুমি পুত্র মেঘনাদ ।
 নর-বানর মারিয়া ঘুচাও প্রমাদ ॥
 ভুঞ্জিতে লক্ষ্মীর ভোগ আমি দশানন ।
 বিপক্ষ নাশিতে পুত্র হ'য়েছ এখন ॥
 বাপের চুলাল সেই পুত্র মেঘনাদ ।
 সর্বদাঙ্গ ভরিয়া করে রাজার প্রসাদ ॥
 অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে, বাহুতে কঙ্কন ।
 সর্বদাঙ্গ ভূষিত মরে রাজ-আভরণ ॥
 বীর-পরিধান পরে, নেতের যে ফালি (১) ।
 তিন শত ফের দিয়া বাঁধিল কাঁকালি ॥
 সর্বদাঙ্গ লেপন করে চন্দনের সার ।
 গলার উপরে তুলি দিল রত্নহার ॥
 স্বর্ণ-নব-গুণ (২) পরে, পরে স্বর্ণ-পাটা ।
 ভুবন জিনিয়া ছটা কপালের ফোঁটা ॥
 সোনার দাপনি (৩) লয় নব (৪) অঙ্গে বহি ।
 এমন সুন্দর রূপ ত্রিভুবনে নাহি ॥
 রাজ-আভরণ পরি দেবের বাঙ্কিত ।
 সংগ্রামেতে সাজিল কুমায় ইন্দ্রজিত ॥
 ঘন ঘন সারথিরে করিছে মেলানি ।
 শীত্র কর রথসজ্জা, ডাকিছে আপনি ॥

(১) ফালি—অন্ন চ্যাটাল লক্ষ্মী বস্ত্র খণ্ড । (২) স্বর্ণ-নব-গুণ—সোনার পৈতে, ময় খি পুতা পাক দিয়া তৈরি হয় বলিয়া পৈতার নাম নব-গুণ (ন-গুণ—পূর্ববদে প্রচলিত) । (৩) দাপনি—আশি । (৪) নব—নবীন ; তরুণ । ইন্দ্রজিৎের সর্বদায়ী নব-বোবন-শোভার ঋলকিয়া উঠিতেছে ।

সারথি আনিল রথ সংগ্রাম কারণ ।
 মনোহর-বেশে রথ করিল সাজন ॥
 করিলেক রণ-সজ্জা রথের সারথি ।
 মাণিক্য প্রবাল কত বসাইল তথি ॥
 কনক-রচিত রথ মুক্তার সকারে (১) ।
 চারিদিকে স্বর্ণ-বৃক্ষ ফল-ফুল ধরে ॥
 চন্দ্র-সূর্য্য-তেজ জিনি রথের কিরণ ।
 প্রবাল মুকুতা কত রথের সাজন ॥
 পার্বতীয় ঘোড়া, গলে রত্নের বিশ্বকি ।
 তেইশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধামুকী (২) ॥
 কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী ।
 ইন্দ্রজিতের নিজ বাছ তিন অক্ষৌহিণী ॥
 কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টিকরা ।
 তুরী ভেরী জগবম্প বীণা সপ্তস্বরী ॥
 কাঁশী বাঁশী রাক্ষসী ঢাকের পরিপাটী ।
 দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি ॥
 চেমচা খেমচা বাজে, বাজে করতাল ।
 ঠমক খমক তাসা শুনিতে রসাল ॥
 বাজে শিঙ্গা ডমরু তম্বুরা জয়ঢাক ।
 কাঁঝরি মোচঙ্গ বাজে মধুর পিনাক ॥
 শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, মন্দিরা মৃদঙ্গ ।
 রণশিঙ্গা খঞ্জনী আর গভীর ভোরঙ্গ ॥
 কোটি কোটি জয়ঢাক ঘোর রবে বাজে ।
 কোটি কোটি জগবম্প মহাশব্দে গাজে (৩) ॥
 বেহালা মন্দিরা আর বীণা আদি কত ।
 কহিতে না পারা যায়, তার সংখ্যা বত ॥
 অসংখ্য সেতার বাজে, কোটি কোটি ডঙ্ক ।
 বাছভাণ্ড-ঘোর-শব্দে ত্রিভুবন কম্প ॥

তিন কোটি রাক্ষসেতে বাজায় মাদল ।
 প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল ॥
 কটক সাজায়ে বীর যুঝিবারে নড়ে ।
 মন্দোদরী জননী তখন মনে পড়ে ॥
 মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধ-যাত্রা করি ।
 অন্ন-জল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী ॥
 ভক্তিভরে জননীরে প্রণাম করিয়ে ।
 তবে যাব রণ-স্থলে মাতৃ-আজ্ঞা লয়ে ॥
 এত ভাবি ইন্দ্রজিৎ সভক্তি-অস্তরে ।
 মাতার নিকটে বীর চলিল সত্বরে ॥
 সৈন্য-সেনাপতি যত দ্বারেতে রাখিয়া ।
 জননীর অস্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া ॥
 স্বর্ণের খাট-পাট, স্বর্ণময়ী পুরী ।
 সে পুরীর তুল্য শোভা ভুবনে না হেরি ॥
 দশ হাজার সতিনী-বেষ্টিত-মন্দোদরী ।
 তাহার সুখের সীমা কহিতে না পারি ॥
 নারায়ণ-তৈলে জ্বলে তিন লক্ষ বাতি ।
 মন্দোদরী পূজা করে মহেশ-পার্বতী ॥
 ঝিউড়ী (৪) বহুড়ী (৫) আর কত শত নারী ।
 দশ হাজার সতিনী সহিত মন্দোদরী ॥
 দশ হাজার নারী (৬) মেঘনাদের গৃহিণী ।
 দুই লক্ষ আর বত পুত্রের রমণী ॥
 আর বত রমণী লক্ষার একস্তর ।
 শিব-দুর্গা পূজে মাগে রণ-জয় বর ॥
 হেনকালে ইন্দ্রজিৎ হলো উপনীত ।
 পূর্বাচল হতে যেন আদিত্য (৭) উদিত ॥
 কিরণে অরুণ যেন, রূপে চন্দ্রকলা ।
 তাহারে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা ॥

(১) মুক্তার সকারে—মুক্তার গাঁথনে । (২) ধামুকী—ধমুকী । (৩) গাজে—গর্জন করে । (৪) ঝিউড়ী—মেয়ে । (৫) বহুড়ী—বোঁ । (৬) নারী—এখানে স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত । (৭) আদিত্য—সূর্য্য ; অর্থাৎ (কল্প-পত্নী) পুত্র বলিয়া সূর্য্যের এই নাম ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



মন্দোদরী পূজা করে মহেশ-পার্বতী।—৪০৪ পৃঃ

SOCIETY
1950

কুন্তিবাসী রামায়ণ



হাতে-ধনু আইল লক্ষণ মহাবলী—৪৫৯ পৃঃ

প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে ।
 মন্দোদরী পুলকিত চেয়ে পুত্র-পানে ॥
 আস্তে-বাস্তে উঠি রাণী ধরি দুই হাতে ।
 লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদ-মাথে ॥
 মন্দোদরী বলে, আমি পূজি গঙ্গাধরে ।
 সেই পুণ্যকলে পুত্র পেয়েছি তোমারে ॥
 তোমা পুত্র গর্ভে ধরি হই পাটরাণী (১) ।
 চেড়ী হয়ে খাটে দশ হাজার সতিনী ॥
 শ্রীরাম মনুষ্য নয়, বুঝি অভিশ্রয় ।
 ফিরে না আইসে রণে যেই বীর যায় ॥
 পরদার মহাপাপ করে তোর বাপ ।
 সেই অপরাধে পাই এত মনস্তাপ ॥
 রামের সীতা রামে দেহ, করহ পিরীতি ।
 মঞ্জিল কনক-লঙ্কা, নাহি অব্যাহতি ॥
 বানরে পোড়ায় লঙ্কা কৈল ছারখার ।
 শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু-অবতার ॥
 বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর ।
 তারে লাধি মারে রাজা সভার ভিতর ॥
 আনিল রামের সীতা করিয়া হরণ ।
 অশ্রুকে রণেতে কেন পাঠায় এখন ॥
 তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে ।
 নর-বানরের যুদ্ধে না দিব বাইতে ॥
 সীতা ফিরে দিন রাজা শুশুন মন্ত্রণা ।
 আজি হৈতে যুদ্ধ নাই, করহ ঘোষণা ॥

মন্দোদরীর কথা শুনে মেঘনাদ হাসে ।
 মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ-বিশেষে (২) ॥
 জগতের কর্তা মাতা হয় মোর বাপ ।
 অষ্ট-লোকপালে জিনি দুর্জয়-প্রতাপ ॥

এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে ।
 হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ-সমাজে ॥
 বামা জাতি হও তুমি তেমতি বচন ।
 স্বামি-নিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ ॥
 অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন ইস্রাণী ।
 শচী জিনে শত গুণে তুমি ঠাকুরাণী ॥
 স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালেতে ষত দেবগণ ।
 পাপ নাহি করে বল কোন্ মহাজন ॥
 সুরপতি ইস্র দেখ দেবতার সার ।
 অহল্যার হেতু কি হৈল দেখ তার ॥
 গৌতমের শিষ্য হৈয়ে ইস্র দেবরাজ ।
 করিল কুৎসিৎ কর্ম না ভাবিল লাজ ॥
 সবে বলে দেবরাজ দেবের উত্তম ।
 যাহার কারণে নারা ত্যজিলা গৌতম ।
 ব্রাহ্মণের রাজা চন্দ্র জগতে বিদিত ।
 মহাপাপ করি হন অতি কলঙ্কিত ॥
 পড়িবারে গেল বৃহস্পতির আশ্রয় ।
 তথা করে মহাপাপ, মিথ্যা তাহা নয় ॥
 সকলেরে তুষ্ট রেখে যাহ রণ-স্থলে ।
 নর-বানর জিনে এস পরম কুশলে ॥
 শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয় ।
 সংসারেতে কেহ যেন রাণী নাহি হয় ॥
 রাণীর অসাধ্য কর্ম নাহি ত্রিভুবনে ।
 আকাশে পাতয়ে ফাঁদ স্বভাবের গুণে (৩) ॥
 বুঝিয়া দেখহ মনে রাক্ষসের পতি ।
 এক রণে মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
 নৃপগণা রাণী দেখ হয় তব পিসী ।
 রাক্ষসী হইয়া সে মানুষে অভিশাষী ॥

(১) পাটরাণী—প্রধানা মহিষী । (২) অশেষ-বিশেষে—নানা প্রকারে । (৩) আকাশে পাতয়ে ফাঁদ স্বভাবের গুণে—আকাশে ফাঁদ পাতা অসম্ভব বা বহু ক্লেশ-সাধ্য । অসম্ভবিতা বিধবা কিন্তু নানা কৌশল-আলম্বিতার করিয়া আকাশে ফাঁদ পাতার স্মার অসম্ভব বা ক্লেশ-সাধ্য ব্যাপার সংঘটন করিয়া থাকে ।

বয়সের সংখা নাই পাকাইল কেশ ।
 রামেরে ডুলাতে ধরে মনোহর বেশ ॥
 রাণীর অসাধ্য কর্ম নাহিক সংসারে ।
 সংগ্রামেতে যাহ বাছা, শুভযাত্রা করে ॥
 পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর ।
 বন্ধু-বান্ধবের শোকে দহিছে শরীর ॥
 হর-পার্ব্বতীর প্রিয়-ভক্ত দশানন ।
 কেন এসে রক্ষা না করেন দুই জন ॥
 উপকার কি করিল শঙ্কর-পার্ব্বতী ।
 সূৰ্পণখা মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
 বিলাপ করিয়া কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী ।
 শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে বারি ॥
 রাণীর রোদনে ইন্দ্রজিতের বিবাদ ।
 সব্বারে প্রবোধ-বাক্য কহে মেঘনাদ ॥
 না কান্দ না কান্দ সবে, পরিহর শোক ।
 স্বর্গেতে গিয়াছে তোমাদের পতিলোক ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণে রণে মারিয়া এখনি ।
 নিবাইব সকলের মনের আগুনি ॥
 এত বলি সকলেরে দিল পাতিয়ান (১) ।
 মন্দোদরী কহে তবে পুত্র-বিচ্যমান ॥
 রূপে গুণে বীর তুমি পরম-সুন্দর ।
 দেব দানবের কণ্ঠা বিবাহ বিস্তর ॥
 নয় হাজার নারী তব পরম-সুন্দরী ।
 আজি সেবা করুক যতেক বহুরারী (২) ॥
 রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া স্তমতি (৩) ।
 অন্তঃপুরে থাক বাছা, আজিকার রাতি ॥
 মন্দোদরী কথা কহে সঙ্করণ-ভাবে ।
 বদনে ঝাঁপিয়া বস্ত্র ইন্দ্রজিৎ হাसे ॥

যুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন আরাতি ।
 কেমনে থাকিব গৃহে, না হয় যুক্তি ॥
 সসৈন্তেতে আসিয়াছি যুঝিবার মনে ।
 কোন্ লাজে গৃহমাঝে থাকিব এক্ষণে ॥
 করিব কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুন্ডিনা ।
 ইষ্টদেব-অর্চনে হইল এত বেলা ॥
 যজ্ঞেতে আহুতি দিব গিয়া যে এখনি ।
 ছোঁবার থাকুক কাজ, না হেরি রমণী ॥
 যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ ।
 এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ ॥
 ভক্তিভরে জননী চরণ বন্দিয়া ।
 যজ্ঞ তরে ইন্দ্রজিৎ চলিল সাজিয়া ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন ।
 লঙ্কা-কাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

ইন্দ্রজিতের নিকুন্ডিনা যজ্ঞাচুঠান ।
 বৈসে গিয়া ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিবারে ।
 জোগায় যজ্ঞের জব্য লক্ষ্য নিশাচরে ॥
 রক্তবস্ত্র ভারে ভারে আনিছে তখন ।
 রক্তবর্ণ পুষ্পমালা সুরক্ত-চন্দন ॥
 শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃণের কলস ।
 কাল ছাগ পালে পালে বহিছে রান্ধস ॥
 যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল ।
 মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে আলিল অনল ॥
 তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছাগল ছেদিয়া কোটি কোটি ।
 যজ্ঞেতে আহুতি দেয় অতি পরিপাটি ॥
 আতপ তণ্ডুল যব পাটি পাটি (৪) আনে ।
 হবিতে (৫) মিলিত করি দিতেছে আগুনে ॥

(১) পাতিয়ান—আখাস; প্রবোধ; সান্তনা । (২) বহুরারী—বৌ । (৩) স্তমতি—সুবৃদ্ধি । (৪) পাটি পাটি
 —শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে । (৫) হবিতে—বি-এর সহিত ।

রক্তবস্ত্র মালা দেয় ছোবড়ায়ে (১) স্নতে ।
দশ হাজার ব্রাহ্মণ বসেছে চারিভিত্তিতে ॥
অগ্নির চূর্জয় শব্দ মেঘের গর্জন ।
বিংশতি যোজন শিখা উঠিল গগন ॥
তপ্ত কাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা ।
মুষ্টিমান্ হয়ে অগ্নি এসে দিল দেখা ॥
সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অধিষ্ঠান ।
যব ধাতু ছদ্ম দধি মধু কৈল পান ॥
যে বর চাহিল ইন্দ্রজিৎ পাইল সুখে ।
মনের আনন্দে কহে সৈন্যগণে ডেকে ॥

ইন্দ্রজিৎের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ-যাত্রা ।
রথের সাজন বীর কৈল দুই হাতে ।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে ॥
চণ্ড-মুণ্ড ছত্র-দণ্ড ধরিয়াকে শিরে ।
পূর্বদ্বারে উপনীত মার মার ক'রে ॥
পূর্বদ্বার আগুলিয়া ছিল নীল-সেনা ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর অপগনা ॥
উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডর ।
মেঘনাদ হাসে বসি রথের উপর ॥
বানরের ভঙ্গ দেখে নীল বীর রোধে (২) ।
লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সম্মুখে ॥
নীল বীর বলে, ওরে, বেটা মেঘনাদ ।
জীয়ন্তে কিরিয়া যাবে, না করিহ সাধ ॥
সুগ্রীব পাইল রাজ্য স্ত্রীরামের গুণে ।
রাবণে বধিয়া রাজ্য দিব বিত্তীষণে ॥
অজ্ঞেয় সুগ্রীব রাজা অতুলনা (৩) বল ।
গাছ-পাথরেতে বাড়ে সাগরের জল ॥

ছুকুল সমুদ্র বেঁধে কৈল এক কূল ।
রাক্ষস-কটক মারি করিল নিশ্চুল ॥
জীবনের বাধা থাকে যদি ইন্দ্রজিৎ ।
সবাক্ষবে লঙ্কা ছেড়ে পলাও করিত ॥
যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর ।
পাঠাইবে যমালয় সুগ্রীব বানর ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, বেটা, ভ্রমিছিলি বনে ।
কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে ॥
না জানি ধরিতে অস্ত্র, কথার আঁটনি (৪) ।
এক বাণে যমালয়ে পাঠাব এখনি ॥
সুগ্রীব বানরা, তার কিসের বাখান ।
লক্ষ্মণ মানুষ বেটা কত জানে বাণ ॥
গোটা কত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম ।
মনেতে করেছে বৃষি জিনেছি সংগ্রাম ॥
সেই দিন ম'রে যেত বেটা নাপ-পাশে ।
ভাগ্য হতে (৫) বেঁচে গেল গরুড়-নিখাসে ॥
পক্ষী বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণদান ।
ধিক রে বানরা, তার করিস্ বাখান ॥
এত যদি কহিলেক রাবণের বেটা ।
নীল বানরের বুক লাপে যেন আঁঠা ॥
কহিতেছে নীল বীর কোপেতে বিবর্ণ ।
তুই না ম'রে মরে তোর খুড়া কুস্তকণ ॥
আণ্ড পাছু না জানিস্, জাতি নিশাচর ।
তুই থাকিতে মরে কেন তোর সহোদর ॥
যতক রাক্ষসগণ আইল নিকটে ।
না জানে ধরিতে অস্ত্র, হাতে নাহি আঁটে (৬) ॥
নাহিক আহার নিদ্রা, জাগি সারারাত্তি ।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি ॥

(১) ছোবড়ায়ে—মিলাইয়া । (২) রোধে—ক্রোধে । (৩) অতুলনা—বাহার তুলনা মিলে না ।
(৪) আঁটনি—সংঘম ; দৃঢ়তা । (৫) ভাগ্য হতে—অকৃত্যেও তপে । (৬) হাতে নাহি আঁটে—ভাষাঘের
অস্ত্র ধরিবার শক্তি নাই ।

আজি তোরে মারিয়া মারিব তোঁর পিতা ।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা ॥

ইন্দ্রজিৎের যুদ্ধে বিভীষণ ও হনুমান্
ব্যতীত সৈন্যসহ শ্রীরাম-
লক্ষণের পতন ।

কুপিল সে ইন্দ্রজিৎ নীলের বচনে ।
কোপে গালি পাড়ে বীর, যত আসে মনে ॥
আজি যদি রহে বেটা তোমার জীবন ।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি ।
মেঘের আড়েতে যুঝে রাবণি (১) ধামুকী ॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ ।
জর্জর করিয়া বিকে যত কপিগণ ॥
খাণ্ডা ও ডাঙ্গস টাঙ্গী ছুরী এক-ধারা (২) ।
চারি ভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা ॥
নানা অস্ত্র বানরের পৃষ্ঠে করে পার ।
সর্বাস্ত্র বহিয়া পড়ে রুধিরের ধার ॥
হস্ত পদ কাটে, কপি পড়ে কোটি কোটি ।
গড়াগড়ি যায় ভূমে, কামড়ায় মাটি ॥
পলাইয়া যায় কেহ মনে ভেবে অস্ত (৩) ।
ছুতা করি পড়ে কেহ সিটুকিয়া দস্ত ॥
কেহ পড়ে সেতুবন্ধে, গায়ে মাখে বালি ।
দূরে গিয়া কেহ বা রাজারে পাড়ে গালি ॥
ভাল ছিল বালি রাজা গুণের সাগর ।
আপনার পুত্র সম পালিল বানর ॥

বালি রাজার খাইয়া পরিয়া গেল কাল ।
এত দিন নাহি ছিল এমন জগাল ॥
আড়াই দিনের মধ্যে পেয়ে ছত্র-দণ্ড ।
লঙ্কাতে বানর এনে কৈল লণ্ড-লণ্ড ॥
রাম-সুগ্রীবের আর কেন উপরোধ ।
ইন্দ্রজিৎ সনে নাহি করিব বিরোধ ॥
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিৎ হাসে ।
প্রহারে অসংখ্য বাণ থাকিয়া আকাশে ॥
বরিষে অসংখ্য বাণ আশুণের কণা ।
পড়িল যে নীল বীর সহ নিজ সেনা ॥
রক্তে নদী বহিতেছে, ভীষণ আকার ।
বানর সহস্র কোটি পড়ে পূর্বদ্বার ॥
পূর্বদ্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ ।
দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ ॥
দক্ষিণ দ্বারে কপি কোন্ বীর আগে ।
পরিচয় দেহ, যুদ্ধ দেহ মোর আগে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আগে অঙ্গদ প্রভৃতি ।
মরিতে আইল বেটা নিশাভাগ রাতি (৪) ॥
নাহিক আহা-নিজা, নাহি সুখ-আশ ।
যাবৎ রাবণ-বংশ না হয় বিনাশ ॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোঁর পিতা ।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা ॥
ছারখার করিব লুঠিয়া লঙ্কাপুরী ।
বিভীষণের কোলে দিব রাণী মন্দোদরী ॥
কোপে ইন্দ্রজিৎ শরভের বাক্য শুনে ।
গালি পাড়ে ইন্দ্রজিৎ যত আসে মনে ॥
আজিকার যুদ্ধে যদি রহে ত জীবন ।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ ॥

(১) রাবণি—রাবণ-পুত্র মেঘনাদ । (২) এক-ধারা—যে অস্ত্রের একপাশে ধার থাকে । (৩) অস্ত—
যুদ্ধ । (৪) নিশাভাগ রাতি—পতীর রাতি ; মিশ্র রাতি এইরূপ অর্থ অস্বীকৃত হয় ।

এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে ।
 বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে ॥
 আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ ।
 অর্জর করিয়া বিদ্ধে যত কপিগণ ॥
 ত্রক্ষা-অস্ত্র প্রহারে, ত্রক্ষার পেয়ে বর ।
 বাণ ফুটে মুর্ছাগত অসংখ্য বানর ॥
 বড় বড় বানর হইল অচেতন ।
 মহেশ্বর দেবেশ্বর পড়ে, বালির নন্দন ॥
 আশী কোটি কপি পড়ে দক্ষিণ দ্বারেতে ।
 বানরের রক্তে নদী বহে খরস্রোতে ॥
 জিনিয়া দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ ।
 উত্তর দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ ॥
 উত্তর দ্বারেতে কোন্ কোন্ বেটা আগে ।
 পরিচয় দেহ ত দারুণ নিশাভাগে ॥
 ধূম্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রি জাগরণে ।
 ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে ॥
 অসংখ্য বানর তোর আছে পথ চেয়ে ।
 আপনি সুগ্রীব রাজা রয়েছ আগিয়ে ॥
 অন্ন-জল না খাই, না খাই নিদ্রা রেতে ।
 যাবৎ রাক্ষস বংশ না পারি মারিতে ॥
 আজি তোর মারিয়া মারিব তোর পিতা ।
 বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা ॥
 কোপে অলে ইন্দ্রজিৎ বানর-বচনে ।
 গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে ॥
 আজিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন ।
 তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ ॥
 এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে ।
 বানর-কটক বিদ্ধে সন্ধান পুরিয়ে ॥
 বাণ বরিষণ করে থাকিয়া আকাশে ।
 অর্জর করিয়া বিদ্ধি কপিগণে নাশে ॥

মারে কাটে ইন্দ্রজিৎ কেহ নাহি দেখে ।
 উত্তর দ্বারেতে কপি পড়ে লাখে লাখে ॥
 বানর-কটক পড়ে বীর-চূড়ামণি ।
 আছুক অগ্নের কাজ সুগ্রীব আপনি ॥
 রক্তে নদী বহে, ঠাট পড়িল বিস্তর ।
 অসংখ্য বানরে পড়ে সুগ্রীব বানর ॥
 মেঘের আড়েতে চলে বীর মেঘনাদ ।
 পশ্চিম ছুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ ॥
 পশ্চিম ছুয়ারে কোন্ কোন্ বীর আগে ।
 ঘরিতে আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে ॥
 হনুমান্ বীর ছিল রাত্রি-জাগরণে ।
 ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে ॥
 সেনাপতিগণ আগে নাহি পরিমাণ ।
 বড় বড় বীর আগে পর্বত-প্রমাণ ॥
 আগিছে সুবেণ বেজ রাজার শশুর ।
 আগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর ॥
 জীরাম-লক্ষ্মণ আগে সংসার পুঞ্জিত ।
 আমি হনুমান্ আগি, শুন ইন্দ্রজিৎ ॥
 নাহিক আহার-নিদ্রা, আগি দিবা-রাত্রি ।
 যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি ॥
 তোর বধ করিয়া বধিব তোর পিতা ।
 বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা ॥
 বিভীষণে সমর্পিব স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ।
 তাহার সহিত দিব রাণী মন্দোদরী ॥
 এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ মনে ।
 হনুমানে গালি দেয় যত আসে মনে ॥
 জীরামেরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ ।
 দেশেতে জীয়ন্তে বাবে না করিহ সাধ ॥
 ইন্দ্রজিৎ নাম মোর জিভুবনে জানে ।
 কোন্ বেটা নিস্তার পাইবে মোর বাণে ॥

এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে ।
 আকাশ হইতে বাণ ঝাঁকঝাঁক ফেলে ॥
 আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিষণ ।
 জর্জর করিয়া বিদ্রু জীৱাম-লক্ষ্মণ ॥
 শেল শূল মুষল মুদগর এক-ধারা ।
 চারিদিকে পড়ে যেন আকাশের তারা ॥
 জাঠা জাঠি ঝকড়া কর্ণিক এক-ধার ।
 বরিষণ করে, আর বলে মার মার ॥
 রামেরে যতেক বিদ্রু, তাহা নাহি মানে ।
 সহ সহ বলি তবে ডাকয়ে লক্ষ্মণে ॥
 বজ্রের সমান বাণ অসংখ্য বরিষে ।
 পড়িল লক্ষ্মণ বীর জীৱামের পাশে ॥
 ক্ষুরপাখি অর্ধচন্দ্র দুই বাণ নাম ।
 সেই দুই বাণ ফুটে পড়িল জীৱাম ॥

চারি দ্বারে পড়ে ঠাট জীৱাম-লক্ষ্মণ ।
 বন্দিতে চলিল বীর পিতার চরণ ॥
 আশুসার পথে পড়ে চন্দনের ছড়া ।
 তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া ॥
 হাতেক প্রমাণ পাড়ে পুষ্প পারিজাত ।
 আঞ্জা পেয়ে পবন সুগন্ধি বহে বাত ॥
 দাগায় বাশের আগে বীর-অবতার ।
 বাপের চরণে মাখা নোঙায় তিন বার ॥
 কহিল সকল যত করিল সংগ্রাম ।
 পড়িল সকল সৈন্য সহিত জীৱাম ॥
 পড়িল লক্ষ্মণ আর বীর হনুমান্ ।
 বানর-কটক পড়ে, নাহি পরিমাণ ॥
 সুগ্রীব অঙ্গদ পড়ে নীল সেনাপতি ।
 পড়িল সে জাম্ববান্ ভল্লুক প্রভৃতি ॥

গন্ধমাদন শরভ সুবেণ আদি বীর ।
 সমুদ্রের কূলে সব লোটায় শরীর ॥
 চারি দ্বারে পড়িয়াছে বানরের থানা ।
 আজি রণে জীৱন্ত নাহিক একজন ॥
 সুগ্রীব বানরে আর নাহি তব ডর ।
 ঘরপোড়া বানর গিয়াছে ষম-ঘর ॥

হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ ।
 চুষ দিয়া রাবণ করিল আশীর্বাদ ॥
 রাজপ্রসাদ মেঘনাদ পাইল বিস্তর ।
 বিচিত্র-নির্মাণ দিল রত্নের টোপার ॥
 বলয় কঙ্কণ দিল মাণিক রতন ।
 পঞ্চশব্দে বাজ (১) বাজে না যায় গণন ॥
 মস্তকের মণি দিল নানা রত্ন ধন ।
 বহু রাজ-উপহারে তুষিলেক মন ॥
 রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য ক'রে লণ্ড-ভণ্ড ।
 সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্র-দণ্ড ॥
 রাজপ্রসাদ পাইয়া প্রবেশে অস্তঃপুরী ।
 নারীগণে লৈয়ে গৃহে খেলে পাশাসারি ॥

বানর-সৈন্যদল সহ জীৱাম-লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষার্থ
 বিভীষণ, হনুমান্ ও জাম্ববানের
 মন্ত্রণা ।

চারি দ্বারে পড়ে সৈন্য জীৱাম-লক্ষ্মণ ।
 রক্ষা পায় বিভীষণ পবন-নন্দন ॥
 দুই জনে অমর ত্রক্ষার পেয়ে বর ।
 না মরিল দুই জন বানর-ভিতর ॥
 চিন্তিয়া গণিয়া দোহে যুক্তি কৈল সার ।
 রাম-লক্ষ্মণ জীয়াইতে কইল প্রতিকার ॥

(১) পঞ্চশব্দ বাজ—(ক) যুদ্ধ, তবলা, ঢোলক ইত্যাদি (খ) ঢাক, ঢোল, মহাবত, নাগাড়া ইত্যাদি (গ) মাঝল, ঝোড়-খাই, ডুগডুগি ইত্যাদি (ঘ) অগস্ত্য, হামামা, কাড়া ইত্যাদি (ঙ) টিকারা, ডঙ্ক, খোল ইত্যাদি—৩৩০ পৃষ্ঠায় পাছটীকা দ্রষ্টব্য । মতান্তরে অরক্ষনি, বন্ধিধনি, বেধধনি, বাস্তধনি ও ভোপধনি ।

হাতে করি দেউটি (১) কিরিছে দুই বীর ।
 বানর দেখিয়া বেড়ায়, গতি অতি ধীর ॥
 হুগু-বন্দী পড়িয়াছে ল'য়ে রাজ্যখণ্ড ।
 ছত্রিশ কোটি সেনাপতি লোটাইছে মুণ্ড ॥
 পূর্বদ্বারে শত কোটি বানর-সংহতি ।
 হাতে-গাছ পড়িয়াছে নীল সেনাপতি ॥
 পড়েছে অঙ্গদ-বীর দক্ষিণ দুয়ারে ।
 বাণেতে অবশ অঙ্গ মূর্ছিত শরীরে ॥
 পড়িয়া পশ্চিম দ্বারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 দেখিয়া মাথায় হাত কান্দে দুই জন ॥
 শব্দ নাহি, স্তব্ধ অঙ্গ, দুজনে মূর্ছিত ।
 নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, নাহিক সংবতি ॥
 বাণ ফুটে পড়িয়াছে মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
 না পারে মেলিতে চক্ষু, বৃকে পড়ে টান ॥
 বিভীষণ বলে, তুমি বলে মহাবলী ।
 উঠিয়া মন্ত্রণা কর, আর করে বলি ॥
 জাম্ববান্ বলে, আমার অঙ্গে লক্ষ বাণ ।
 না পারি মেলিতে চক্ষু, বৃকে পড়ে টান ॥
 অনুমানে জানিলাম কথার আভাসে (২) ।
 বিভীষণ আসিয়াছে, আমার সম্মুখে ॥
 জাম্ববান্ বলে, তুমি ধার্মিক হুগু ।
 তব (৩) করে দেখ কোথা পবন-নন্দন ॥
 দুজনে মন্ত্রণা করি ভাবহ উপায় ।
 ইস্রাজিৎ-বাণে সবে রক্ষা কিসে পায় ॥
 বিভীষণ বলে, তুমি বৃকে বৃহস্পতি ।
 ইস্রাজিৎ-বাণে তব ছন্ন হৈল মতি ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পড়ে' জগৎ-পূজিত ।
 এ সময়ে কেন নাহি চিন্তা কর হিত ॥

পড়েছে হুগু-বন্দী বানরের পতি ।
 কি হবে উপায় কিছু কর অবগতি ॥
 এবে সে জানিশু আমি তোমার চরিত্র ।
 পবন-নন্দন বিনা নাহি তব মিত্র ॥
 জাম্ববান্ বলে, মম বুদ্ধি নাহি ঘটে ।
 হনুমাণে ডেকে দেহ আমার নিকটে ॥
 অশ্রু অশ্রু অশ্রুনাহি প্রয়োজন ।
 দেখ আগে, কোথা আছে পবন-নন্দন ॥
 চেতন থাকয়ে যদি তাহার শরীরে ।
 প্রাণদান দিবেক সকল মহাবীরে ॥
 বিভীষণ বলে, দেখ মেলিয়া নয়ন ।
 তোমা সম্মুখিতে আসে পবন-নন্দন ॥
 হনুমান্ জাম্ববানের বন্দিল চরণ ।
 মুহূর্ত্তাষে জাম্ববান্ বলিছে তখন ॥
 কপিগণ সহ পড়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 ঔষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্বজন ॥
 অন্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি ভর ।
 অতি উচ্চে হিমালয়-পর্বত-শিখর ॥
 ঋগ্মুক পর্বত সে হিমালয়-পার ।
 ধবল পর্বত খেত ধবল আকার ॥
 তাহার দক্ষিণ-পূর্ব পর্বত কৈলাস ।
 ঋগ্মুক পর্বতে আছে ঔষধ নির্যাস (৪) ॥
 চারি বৃকে আছয়ে ঔষধ চারি জাতি ।
 অঙ্ককারে আলো করে ঔষধের জ্যোতি ॥
 'বিশল্য-করণী' এক সর্ব-লোকে জানি ।
 দ্বিতীয় ঔষধ নাম 'মৃত-সঞ্জীবনী ॥
 তৃতীয় ঔষধ আছে 'অস্থি-সঞ্চারিনী' ।
 চতুর্থ ঔষধ নাম 'স্বর্ণ-করণী' ॥

(১) দেউটি—প্রদীপ । (২) কথার আভাসে—গলাব আওরাজ গুলিয়া । (৩) তবু—অহসকাম ।
 (৪) নির্যাস—নিষ্কর ।

আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি ।
চারি যুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি ॥
নাহিক এ সব কথা বাগ্মীকি-রচনে ।
বিস্তারিয়া লিখিত 'অদ্ভুত-রামায়ণে' ॥
এক রামায়ণ শত-সহস্র প্রকার ।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার ॥
কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ ।
লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত-রামায়ণ ॥

ঔষধ আনিবার জন্ত হনুমানের
ঋণ্যমুক পর্বতে যাত্রা ।

জাম্ববান্ হনুমানে দিলেন বিদায় ।
ঔষধ আনিতে বীর হনুমান্ যায় ॥
উভ লেজ করিয়া সারিল (১) দুই কাণ ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান্ ॥
মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভর ।
লেজের দাপটে উড়ে পর্বত পাথর ॥
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর ।
দীর্ঘেতে যোজন ত্রিশ চমকে অমর ॥
লাঙ্গুল বাড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ ।
সারিয়া তুলিল লেজ, ঠেকিল আকাশ ॥
নিমেষেতে সাগর হইয়া গেল পার ।
সরা গোটা (২) জ্ঞান করে সকল সংসার ॥
নদ নদী এড়াইল পর্বত কন্দর ।
কত বন উপবন হয়ে গেল পার ॥
নানা তীর্থ-ক্ষেত্র কত মুনির বসতি ।
বারো বৎসরের পথ যায় এক রাত্তি ॥

হিমাশয় পর্বত ছাড়য়ে শীঘ্রগতি ।
কৈলাস-পর্বত দেখে ধবল-আকৃতি ॥
ঋণ্যমুক পর্বতে উঠিল হনুমান্ ।
ঔষধের গন্ধ পেয়ে রহে সেই স্থান ॥
ঔষধের গন্ধেতে স্নগন্ধি বাত বহে ।
সন্ধান পাইয়া বীর সেইখানে রহে ॥
শিখরে শিখরে ফিরে পবন-নন্দন ।
চারি জাতি ঔষধ না পায় দরশন ॥
দেবমূর্ত্তি ঔষধ, কি দিব তার লেখা ।
কারে হয় অদর্শন, কারে দেয় দেখা ॥
ঔষধ না পায় বীর, রজনী বিস্তর ।
মনে মনে চিন্তা তবে করে বীরবর ॥
মনে মনে হনু তবে করে অশুমান ।
বাণ খেয়ে বুদ্ধি গেছে বৃড়া জাম্ববান্ ॥
জ্ঞানিয়া পর্বত করিষু পাঁতি পাঁতি ।
চারি জাতি ঔষধ না পাই এক জাতি ॥
অকারণে পাইলাম ভল্লুকের বোলে ।
এত দুঃখ বিধাতা কি লিখিল কপালে ॥
বুদ্ধিমান্ হনুমান্ বিচারে পণ্ডিত ।
সাত-পাঁচ ভাবি মনে স্থির করে চিত ॥
ত্রকার নন্দন বীর, আছে বহু জ্ঞান ।
সর্বলোকে বলে, মহামন্ত্রী জাম্ববান্ ॥
তার বাক্য মিথ্যা না হইবে কোন কালে ।
পর্বত চাতুরী ক'রে ঔষধ লুকালে ॥
সাথে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর (৩)
আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর ॥
পরিহাস কর তুমি বিপত্তির কালে ।
উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে ॥

(১) সারিল—খাড়া করিল । (২) সরা গোটা—একখানা সরা । (৩) পূর্বে পর্বতের পাখা ছিল ;
একত্র পর্বত সকল সময়ে সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া গিয়া বসিত । ইহাতে বহু ঐশ্বর
মগব ধ্বংস হইতে দেখিয়া ইহা সৃষ্টি স্বর্কার পর্বতের পাখা কাটিয়া দেন ।

সুগ্ৰীবের চর আমি শ্রীরামের দাস ।
আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস ॥
কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী ।
যাঁর কণ্ঠে বিরাজেন দেবী সরস্বতী ॥

—

হনুমান্ কর্তৃক পর্বতের স্তব ।

হনুমান্ জোড়-করে, পর্বতের স্তব করে,
বলে শুন শুন গিরিবর ।
পাব বলে মহৌষধি, লজ্জিয়া পর্বত-নদী
দুঃখ পেয়ে এসেছি বিস্তর ॥
মেরুগণ (১) যত আছে, তুল্য নহে তব কাছে,
তুমি মেরু সূমেরু সমান ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ রণে, পড়েছেন দুই জনে,
অপাঙ্গে (২) ঔষধ কর দান ॥
সুগ্ৰীব অঙ্গদ নল, আর যত মহাবল,
প'ড়ে আছে মৃতদেহ প্রায় ।
তুমি হ'য়ে দয়াবান, মহৌষধি কর দান,
বাঁচে সবে তোমার কৃপায় ॥
শুন হিত উপদেশ, রজনী হইল শেব,
যেতে হবে সাগরের পার ।
শুন মেরু গুণনিধি, দেখাইয়া মহৌষধি,
করহ রামের উপকার ॥
এরূপে অঙ্গনা-সুত, স্তব করে শত শত,
পর্বত না মানে উপরোধ ।
রামপদ-অভিলাষে, বিরচিল কৃষ্ণিবাসে,
মারুতির উপজিল ক্রোধ ॥

—

হনুমান্ কর্তৃক ঔষধ আনয়ন ও সন্দেশে
শ্রীরাম-লক্ষ্মণের শ্রাবণান ।
এত পরিশ্রমে হনু ঔষধ না পায় ।
কোপে কড়মড় দস্ত, কটমট চায় ॥
হনুমান্ বলে, আমি শ্রীরামের দাস ।
না দিল ঔষধ বেটা, করে উপহাস ॥
ক্ষুদ্র তুই প্রস্তুত, পর্বত কেটা বলে ।
তোর মত কত শত ডুবায়েছি জলে ॥
এত বলি ধরি টানে পবন-নন্দন ।
চড় চড় শব্দে ছিঁড়ে লতার বন্ধন ॥
বড় বড় বৃক্ষ সব উপাড়িয়া পড়ে ।
পালে পালে বশ্য-জন্তু খায় উত্তরড়ে ॥
কত শত মুনি-ঋষির হৈল তপোভঙ্গ ।
সিংহের উপরে চেপে পড়িছে মাতঙ্গ ॥
শাদ্দুল-উপরে পড়ে কুকুর শৃগাল ।
নেউল মূষিক সাপ একত্র মিশাল ॥
ভূত প্রেত পিশাচ পলায় লৈয়ে প্রাণ ।
আতঙ্কেতে বক্ষ বলে রক্ষ ভগবান্ ॥
প্রলয় পাড়িল, পলাবার নাহি পথ ।
মূর্ত্তিমান্ হয়ে দেখা দিলেন পর্বত ॥
ঋষিরূপে আসি হনুমানের সাক্ষাতে ।
জিজ্ঞাসিল হনুমান্ মধুর বাক্যেতে ॥
কে তুমি, কোথায় থাক, বীর-চূড়ামণি ।
পর্বত ধরিয়া কেন কর টানাটানি ॥
হনুমান্ বলে, আমি পবনের সুত ।
সুগ্ৰীবের অনুচর, শ্রীরামের দূত ॥
হরেছে রামের সীতা চুই দশানন ।
রঘুনাথ ক'রেছেন সাগর-বন্ধন ॥
লক্ষ্মীতে হতেছে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে ।
পড়েছেন রঘুনাথ ইন্দ্রজিৎ-বাণে ॥

(১) মেরুগণ—পর্বত সকল । (২) অপাঙ্গে—মেত্র-কোপে; এখানে দয়া করিয়া ।

রঘুনাথ মূর্ছাগত ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 সুগ্রীব অঙ্গদ আদি যত কপিগণ ॥
 অচৈতন্য হয়ে সবে আছে লঙ্কাপুরে ।
 জাম্ববান্ পাঠাইল ঔষধের তরে ॥
 মহৌষধি আছে এই পর্বত উপরে ।
 না দিল ঔষধ মেরু কোন্ অহঙ্কারে ॥
 প্রাণপণে করিব রামের উপকার ।
 পর্বত লইয়া যাব সাগরের পার ॥
 ঋষি বলে, শাস্ত হও পবন-নন্দন ।
 আমি দেখাইয়া দিব ঔষধের বন ॥
 এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে ।
 দেখাইয়া দিল গিয়া ঔষধ যেখানে ॥
 চারি জাতি ঔষধ লইয়া হনুমান্ ।
 উভলেঙ্গ (১) করিয়া সারিল দুই কাণ ॥
 লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে ।
 লঙ্কাপুরে উপনীত চকুর নিমিষে ॥
 বিশল্য-করনী আর সুবর্ণ-করনী ।
 অশ্বি-সঞ্চারিণী আর মৃত-সঞ্জীবনী ॥
 এই চারি ঔষধ লইয়া হনুমান্ ।
 চারি দ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে-স্থান ॥
 চারি ঔষধের ভ্রাণ যত দূর যায় ।
 বানর-কটক সব উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
 নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন ।
 সেইরূপে উঠিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 সুগ্রীব উঠিল বানরের অধিপতি ।
 দ্বিবিদ কুমুদ উঠে সৈশ্যের সংহতি ॥
 নল নীল উঠিল অঙ্গদ সুবরাজ ।
 গয় ও গবাক্ষ উঠে কটক-সমাজ ॥
 যার নাকে লাগে অশ্বি-সঞ্চারিণী-গুঁড়া ।
 কটকের হাত-পা আসিয়া লাগে জোড়া ॥

অশ্বি-সঞ্চারিণী-গন্ধ প্রবেশয়ে নাকে ।
 চারি দ্বারের বানর উঠিল ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
 সুবর্ণ-করনী গন্ধ সুকোমল অতি ।
 সুন্দর শরীর হৈল পূর্বেই আকৃতি ॥
 সকল বানর উঠে দিয়া অঙ্গ-ঝাড়া ।
 হনুমানে কহে সবে, হাত করি জোড়া ॥
 তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই ।
 তোমার প্রসাদে সবে মৈলে প্রাণ পাই ॥
 রাম বলে, হনুমান্, যে গুণ তোমার ।
 শতযুগে শোধিতে নারিব তব ধার ॥
 কি দিব প্রসাদ বল, আছে কিবা ধন ।
 হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 রাম বলে, হনুমান্, তুমি ভক্ত ধীর ।
 তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক শরীর ॥
 সর্বজনে করে হনুমানের বাখান ।
 হনুমান হৈতে সবে পাইল পরাণ ॥
 মিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিৎ ।
 কৃষ্ণিবাস পাইলেন লঙ্কাকাণ্ড-গীত ॥

লঙ্কার চারি-দ্বার অববোধ ।

‘রাম-জয়’ শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ ।
 লঙ্কাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥
 রাবণ বলে, দৈবগতি কে পারে সহিতে ।
 লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর-বানরেতে ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ মৈল যত সেনাপতি ।
 এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি ॥
 মোর সেনা মরিলে না বাঁচে এক জন ।
 বারে বারে মরে বাঁচে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

(১) উভলেঙ্গ—উচ্চ লাজুল ।

হেন বীর নাহি মোর লঙ্কার ভিতর ।
মারে রাম-লক্ষ্মণ ও সূত্রীব বানর ॥
মরিয়া না মরে এরা এ কেমন বৈরী ।
বীরশূণ্য হইল কনক-লঙ্কাপুরী ॥

হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন ।
ধাক্কিব কপাট দিয়া, প্রাণ বড় ধন ॥
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট ।
লঙ্কাপুরে চারি দ্বারে দেহ ত কপাট ॥

রাজার আদেশ পেয়ে যত নিশাচরে ।
লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক চারি দ্বারে ॥
সোনার কপাট খিল ভয়ঙ্কর অতি ।
নাহি তাহে চন্দ্র-সূর্য্য-পবনের গতি ॥

পাঁচ দিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে ।
হানিয়া সূত্রীব রাজা সবাচারে বলে ॥
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ ।
মনে কি ভেবেছে বেটা জিনিয়াছে রণ ॥
এতেক ভাবিয়া মনে বানরের পতি ।
পশ্চিম দুয়ারে গেল মন্দ-মন্দ-গতি ॥
বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে ।
চৌদিকে বানর-গণ, লক্ষ্মণ নিকটে ॥
হনুমান্ জাম্ববান্ আর বিভীষণ ।
কৃতাজলি হইয়া আছেন তিন জন ॥
উপনীত হৈল আসি সূত্রীব রাজন্ ।
সঙ্কমে বন্দিনী প্রভু রামের চরণ ॥
লক্ষ্মণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে ।
জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম সূত্রীব মহাবীরে ॥
কি মন্ত্রণা করিছে লঙ্কার অধিকারী ।
চারিদ্বারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি ॥
পাঁচ দিন হৈল, কেন নাহি দেয় রণ ।
কহ না সূত্রীব মিতা, ইহার কারণ ॥

সূত্রীব বলেন, প্রভু, না জানি সংবাদ ।
ক'রেছে কপাট বন্ধ পণিয়া প্রমাদ ॥

—
দ্বিতীয়-বার লক্ষ্য-বাহ ।

শ্রীরাম বলেন, শুন মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
চিস্তিয়া মন্ত্রণা কর, যে হয় বিধান ॥
জাম্ববান্ বলে, প্রভু, পাঠায়ে বানরে ।
লঙ্কায় আগুন দেহ প্রতি ঘরে ঘরে ॥

এতেক শুনিয়া তবে সূত্রীব রাজন্ ।
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ ॥
সূত্রীবের আজ্ঞা পেয়ে অসংখ্য বানর ।
লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর ॥
একে লঙ্কাপুরী, তাহে বানরের জাতি ।
জাঁচড় কামড় মারে লীলারঙ্গের মাতি ॥
অস্ত্র-পুর-নারী দেখে' রঙ্গ বানরের ।
লিখিতে নারিনু সব কথা সরমের ॥
অঞ্চলে ধরিয়া দস্ত খিচাইয়া উঠে ।
ভয় পেয়ে নারীগণ পলায় সব ছুটে ॥
কিচ কিচ দস্ত করে, খিল খিল হাসি ।
ভাণ্ডার হইতে আনে ঘৃতের কলসী ॥
কারে মারে লাগি কৌল, কারে মারে চড় ।
নারায়ণ-তৈলের কলসী লৈয়ে রড় ॥
বাহির আওয়ালে দিতে গেল সমাচার ।
তিন লাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার ॥
নারায়ণ তৈল বৃত কলসী কলসী ।
আনে বস্ত্র পর্ব্বত-প্রমাণ রাশি রাশি ॥

এইরূপে দুর্জয় বানর কোটি কোটি ।
সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ জ্বলিল দেউটি ॥
একে চায়, তাহে আজ্ঞা পাইয়া বানর ।
লাফে লাফে প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর ॥

একেক (১) বানর লয় দুই দুই মশাল ।
 অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার প্রতি চাল ॥
 অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর ।
 পরিত্রাহি (২) ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর ॥
 বিবস্ত্র (৩) হইয়া কেহ পলাইল ডরে ।
 লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে ॥
 অনেক পুড়িল ঘর আগুনের জ্বলে ।
 কেহ বা পলায়ে যায় বাপ বাপ ব'লে ॥
 লঙ্কার ভিতরে ছিল যত বিজ্ঞাধরী ।
 জলেতে প্রবেশ করে, বলে মরি মরি ॥
 অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইয়া জলে ।
 সরোবর শোভে যেন শত শতদলে ॥
 ছুয়ারে থাকিয়া দেখে হনু মহাবল ।
 দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়ায় কুন্তল ॥
 জলেতে ডুবায় অঙ্গ জাগাইছে মুখ ।
 মুখে অগ্নি দিয়া হনু দেখিছে কোঁতুক ॥
 ডুবিয়া থাকিল ত্রাসে জলের ভিতরে ।
 জল খেয়ে তারা সব পেট ফুলে মরে ॥
 ত্রিশ কোটি রমণীর পোড়ায় বদন ।
 লাভ দিয়া উঠে চালে পবন-নন্দন ॥
 আগে পাছে অগ্নি দেয়, করে তাড়াতাড়ি ।
 বালক যুবক পুড়ে কত বুড়াবুড়ী ॥
 সৈন্য-সামন্তের (৪) ঘর পোড়ে সারি সারি ।
 পাত্র-মিত্র-গণের পুড়িল কত পুরী ॥
 রত্নময় নির্মাণ সুন্দর সব ঘর ।
 লেখাজোখা নাই ঘর পুড়িল বিস্তর ॥
 খাট পাট পালঙ্ক পুড়িল রত্ন ধন ।
 মণি-রত্ন-নির্মিত অসংখ্য আভরণ ॥

বহুদূর থাকিতে অগ্নির শব্দ শুনি ।
 বানর-কটক ঘরে দিহেছে আগুনি ॥
 পর্বত-প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি ।
 পিঞ্জর সহিত পোড়ে যত পোষা পাখী ॥
 সারী শুক কাকাতুরা সারস সারসী ।
 নানাভাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি ॥
 হাতী ঘোড়া গেল পোড়া কত লাখে-লাখে ।
 পলাতে না পারে, ডাকে বিপরীত ডাক ॥
 কত শত মধুর পুড়িল ঝাঁকে ঝাঁক ।
 কুকুট-আকৃতি হৈল, পোড়া গেল পাখ (৫) ॥
 নানাভাতি পোষা জন্তু পালে পালে পোড়ে ।
 প্রাণভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে ॥
 বানরেতে পর্বত বরিষে ঝাঁকে ঝাঁকে ।
 শ্রবণ বধির হৈল আগুনের ডাকে ॥

অঙ্গদ বলেন, শুন পবন-কুমার ।
 চারি-জন রাখহ লঙ্কার চারি দ্বার ॥
 ব'সে থাক চারি দ্বারে দেউটি জালিয়া ।
 রাক্ষস আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়া ॥
 ভিতরেতে আগুন বাহিরে যেতে চায় ।
 পালাইতে নারে, মুখ বানরে পোড়ায় ॥
 রাক্ষস-অবস্থা দেখে বানরের হাসে ।
 লঙ্কা-কাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

— — —
 কৃত-নিকৃতের যুদ্ধে গমন ।

রাবণ বলে, নাহি সহ্যে প্রাণে অপমান ।
 থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান ॥
 কপাট দিলে পোড়ায় ঘর, যুদ্ধ হৈল সার ।
 যুদ্ধ বিনা নিস্তার নাহিক দেখি আর ॥

(১) একেক—এক এক । (২) পরিত্রাহি—পরিভ্রাণ কর । (৩) বিবস্ত্র—বস্ত্রহীন, উলঙ্গ ।
 (৪) সৈন্য-সামন্তের—সৈন্য ও অধীন রাণ্যার । (৫) পাখ—পাখা ; ডানা ।

কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন ।
 ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন ॥
 রাজারে নোঙায় মাথা দুই ভাই আসি ।
 রাবণ বলে, হ'ল বাপু লঙ্কা ভঙ্গরাশি ॥
 বিক্রমেতে অতুল, তোমরা দুটি ভাই ।
 ত্রিভুবন পরাভব তোমা দৌহা ঠাই ॥
 আমি জয়ী তোমার পিতার বাহুবলে ।
 কুম্ভকর্ণ-শোকে আমি ভাসি অশ্রুজলে ॥
 কুম্ভকর্ণ-বিনা লঙ্কাপুরী শূণ্যকার (১) ।
 নর-বানরের হাতে নাহিক নিস্তার ॥
 ইন্দ্র যুদ্ধে উদ্ধারিল পিতা তোমাদের ।
 তোমরা রাখহ যুদ্ধে নর-বানরের ॥
 সেই পুত্র জন্ময়ে কুলের অলঙ্কার ।
 পিতৃ-শত্রু মারি যে শোধয়ে পিতৃধার ॥
 রাজাজ্ঞা পাইয়া দৌহে রথে গিয়া চড়ে ।
 হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য নড়ে মুড়ে মুড়ে ॥
 সৈন্যের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী ।
 দুই ভায়ের সঙ্গে ঠাট আট অকোহিণী ॥
 সংগ্রাম করিতে যাত্রা করে দুই বীর ।
 দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির ॥
 দুর্জয় শরীর যেন পর্বত-আকার ।
 পশ্চিম দুরারে গেল করি মার মার ॥
 রাক্ষস বানর ঠাট মিশামিশি হৈল ।
 গাছ পাথর লয়ে বানর যুদ্ধিতে আইল ॥
 তবে দুই দল, কোপেতে পাপল, কাহারো ঘোড়ারে, আছাড়িয়া মারে,
 পরস্পরে হারাহারি । কোন কপি কারো গজে ।
 অনল-নিকরে, বিরল-তিমিরে, (২) কেহ মারি লাখে, ভাঙ্গে কারো রথে,
 করিতেছে মারামারি ॥ সসারথি-হয়-অদ্বৈত ॥

(১) শূণ্যকার—স্বাক। (২) বিরল-তিমিরে—তিমির (অন্ধকার) যেখানে বিরল (অত্যধিক) অর্থাৎ বেশ আলোক-উজ্জ্বল হানে। (৩) সম্প্রহার—আঘাত। (৪) উদ্ধা—অরিপিত।
 (৫) সর্কোতুক—কৌতুকপূর্ণ।

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| কৃত নিশাচর, | তাজি অসি শর, | কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীশ্বরকুমার । |
| হাতাহাতি রণ করে । | | সুস্থ হইয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগ্রসার ॥ |
| কেহ মারে চড়, | কেহ বা চাপড়, | করে ধরি একখান শিখরি-শিখর (১) । |
| কেহ মুটকি প্রহারে ॥ | | মারিলেক বজ্রকণ্ঠ-মস্তক-উপর ॥ |
| পাঁচ সাত জন, | রাক্ষস মিলন, | তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি । |
| ধরি এক কপিবরে । | | বজ্রকণ্ঠ বীর পড়ে বসুধা (২) উপরি ॥ |
| অস্ত্রাদি প্রহারে, | ছিন্ন-ভিন্ন করে, | তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন । |
| কাহারো পরাণ হরে ॥ | | রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ ॥ |
| সেই অনুসারে, | এক নিশাচরে, | সেহ বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর । |
| অনেক বানর ধরি । | | অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জর ॥ |
| মারে চড় কীল, | বহুতর শিল, | শক্রসুত-সুত (৩) সহি সে সকল শরে । |
| বিদারয়ে নখে করি ॥ | | লাফিয়া উঠিল তার রথের উপরে ॥ |
| এরূপ তুমুল, | সমরে ব্যাকুল, | তার কর হৈতে কোদণ্ড (৪) কাড়ি লৈয়া । |
| কান্দে কপি জাম্ববান । | | চরণ-চাপনে তারে ফেলিল ভাসিয়া ॥ |
| মোল রে মোল রে, | গেল রে গেল রে, | পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন (৫) । |
| আর না রহিল প্রাণ ॥ | | নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ ॥ |
| বড় বীর সব, | করি ঘোর রব, | সুন্দন (৬) ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন । |
| কহিতেছে বার বার । | | আকাশে উঠিল খড়গ করিয়া ধারণ ॥ |
| ধর ধর ধর, | মার মার মার, | তাহা দেখি মহাবল বাণির নন্দন । |
| না রাখিব রিপু আর ॥ | | লক্ষ দিয়া তার পিছে করিল ধাবন ॥ |
| এই ত প্রকারে, | তুমুল সমরে, | কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি । |
| মাতিয়া কোপের ভরে । | | কাড়িয়া লইল তার খড়গ আর করী (৭) ॥ |
| কৃষ্ণিবাস ভণে, | রাম-দশাননে, | তবে সিংহনাদ করি অতি কুতূহলে । |
| সেনা হানাছানি করে ॥ | | সেই খড়গ ধরি কোপে দিলা তার গলে ॥ |
| | | তাহে ছিন্ন হৈয়া সেহ যেন উপবীত । |
| | | আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত ॥ |
| | | তবে সিংহনাদ করি বাণির কুমার । |
| | | ভূতলে নামিল, শব্দ করি মার মার ॥ |

রাক্ষসগণের সহিত রাম-সৈন্তের যুদ্ধ ।
তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর ।
মারিলেক গাঢ় গদা অঙ্গদ উপর ॥

(১) শিখরি-শিখর—পর্শ্বত চূড়া । (২) বসুধা পৃথিবী । (৩) শক্রসুত-সুত—ইন্দ্র-পুত্র (বালি) পুত্র—অঙ্গদ । কোদণ্ড ধনুক । (৪) প্রমথন—চূর্ণ । (৫) সুন্দন—রথ । (৬) করী—চাল ।

তবে শোণিতাক্ষ বীর লৌহ-গদা ধরি ।
 উপস্থিত হইল অঙ্গদ-বরাবরি ॥
 প্রজ্জ্ব যুপাক্ষ নামে আর দুই জন ।
 রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন ॥
 শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুই বীর তা দেখিয়া ।
 অঙ্গদের দুই পাশে দাঁড়াল আসিয়া ॥
 তবে সেই নিশাচর তিন জন সঙ্গে ।
 তিন কপি-বীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে ॥
 নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিন জন ।
 করিতেছে তিন নিশাচরে নিষ্কপণ ॥
 তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজ্জ্ব ।
 খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসজ্জ (১) ॥
 তবে সেই তিনজন শাখামৃগ-বর (২) ।
 নিষ্কপ করেন রথ তুরঙ্গ কুঞ্জর ॥
 নিরীক্ষণ করিয়া যুপাক্ষ রণে দক্ষ ।
 কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ ॥
 তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ-বালি-সুত ।
 বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ বহুত বহুত ॥
 শোণিতাক্ষ সে সকল সত্তর হইয়া ।
 গুণ্ডিত (৩) করিল গুরু গদা ঘুরাইয়া ॥
 সেই ত তরুতে তারে তাড়ন করিলা ।
 আর তার বাহু-মূলে মূটকি মারিলা ॥
 প্রজ্জ্বের বাহু তাহে বিভিন্ন হইল ।
 হস্ত হইতে খড়্গখান খসিয়া পড়িল ॥
 স্থির হয়ে প্রজ্জ্ব পরেতে কিছুকালে ।
 মারিল প্রবল মুষ্টি অঙ্গদ-কপালে ॥
 তাহে দুই দণ্ড কাল হৈয়ে অচেতন ।
 চেতন পাইল পুনঃ বালির নন্দন ॥

পরেতে প্রজ্জ্ব খরশাণ খড়্গ ধরি ।
 বালিপুত্রে বধিবারে আসে বেগ করি ॥
 নিকটে নিরখি তারে তারার তনয় ।
 সন্ধান করিলা শালশাখী (৪) অতিশয় ॥
 স্তম্ভীর সিংহনাদ করি কোপভরে ।
 প্রজ্জ্ব উপরে মুষ্টি মারিল নির্ভরে ॥
 তাহাতে বিদীর্ণ হৈল মহামুণ্ড তার ।
 পড়িল সে যেন বজ্রাহত শৈল-সার (৫) ॥
 কীণশর হইয়া যুপাক্ষ খড়্গ ধরি ।
 মারিবারে যায় তথা রথ পরিহারি ॥
 তবে সে যুপাক্ষ বীরে মুকুটি (৬) মারিয়া ।
 ধরিল শ্রীমৈন্দ তারে বাহুতে বেড়িয়া ॥
 এ হেন সময়ে শোণিতাক্ষ মহাসার (৭) ।
 দ্বিবিদের বক্ষে কৈল গদার প্রহার ॥
 তাহে হত হইয়া সেই অশীর নন্দন ।
 কিছুকাল হইলা কাতর অচেতন ॥
 পুনঃ শোণিতাক্ষ যবে ঘুরায় গদারে ।
 সেই কালে ধরি কাড়ি লইল তাহারে ॥
 তবে ত যুপাক্ষ শোণিতাক্ষ দুই জন ।
 শ্রীমৈন্দ-দ্বিবিদ সঙ্গে করে বাহু-রণ ॥
 কেহ কোন জনে কড়ু করে আকর্ষণ ।
 কেহ কোন জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
 কেহ কোন জনে কড়ু ঠেলি লয়ে যায় ।
 কেহ কোন জনে কড়ু বলেতে ঘুরায় ॥
 কেহ কোন জনে কড়ু তুলে উপরিতে ।
 কেহ কোন জনে কড়ু ফেলে ধরণীতে ॥
 মধ্যো মধ্যো মুষ্ঠ্যাঘাত করাঘাত করে ।
 কড়ু বিদারণ করে দশন-নখরে ॥

(১) বৃক্ষ-সজ্জ—গাছ সকল । (২) শাখামৃগ-বর—বানর শ্রেষ্ঠ । (৩) গুণ্ডিত—গুঁড়া । (৪) শাল-শাখী—শাল গাছ । (৫) শৈল-সার—পর্বত শ্রেষ্ঠ । (৬) মুকুটি ও মুকুট—কীল । (৭) মহা-সার—মহাবল ।

এইরূপে কিছুকাল হৈল তুল্য রণ ।

পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র দুই জন ॥

তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিদ বানর ।

নখে বিদারণ করি করিল জর্জর ॥

আর তার দুই ভূজ ধরি ঘুরাইয়া ।

মারিলেক তাহাকে ভূতলে আছাড়িয়া ॥

শ্রীমৈন্দ যুপাক্ষ সনে করি বাহু-রণ ।

পরে তার ভূজে ধরি করিল চাপন ॥

তাহাতে যুপাক্ষ করি শব্দ ঘোরতর ।

চলি গেল দেখিবারে প্রেত-পুরীশ্বর (১) ॥

তবে বিরূপাক্ষ নামে এক নিশাচর ।

কপি-সৈন্য উপরি বর্ষণ করে শর ॥

তার শর-প্রহার সহিতে না পারিয়া ।

পলায় বানর সব সমর ত্যাজিয়া ॥

তাহা দেখি মৈন্দ এক মহীধর ধরি ।

নিষ্কপিল বিরূপাক্ষ-মস্তক-উপরি ॥

তাহে হত হৈয়া বিরূপাক্ষ নিশাচর ।

ভূতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাধর (২) ॥

তবে মৈন্দ মহাঘোর সিংহনাদ করি ।

বধিতে লাগিলা মুষ্টি মারি সব অরি ॥

তাহা দেখি বিদ্যাম্বালী নামে যাতুধান (৩) ।

রণে থাকি বৃষ্টি করে বহুতর বাণ ॥

দশদিক্ আচ্ছাদন করি সেই শরে ।

বিক্রিতে লাগিল সব ভল্লুক বানরে ॥

তার শরাঘাতে কেহ স্থির হৈতে নারে ।

বাসনা করয়ে রণ ছাড়ি পলাবারে ॥

তাহা নিরখিয়া নল লয়ে তরু শিলা ।

বিদ্যাম্বালী বধিবারে বর্ষিতে লাগিলা ॥

সেহ শত শত শর করিয়া বর্ষণ ।

সেই সব শাখী শিলা করিল কর্তন ॥

পুনশ্চ নলের প্রাণ বিনাশ করিতে ।

কোদণ্ড আকর্ষি কাণ্ড (৪) লাগিল এড়িতে ॥

সে সকল শরে বিশ্বকর্ষ্মার নন্দন ।

শাল (৫) শিলা ফেলাইয়া করিল বারণ ॥

এইরূপে নল বৃষ্টি করে বৃক্ষগণ ।

বিদ্যাম্বালী করে তাহা বাণেতে ছেদন ॥

বিদ্যাম্বালী যাবতীয় শর বৃষ্টি করে ।

নল তাহা নিবারয়ে পাদপ-প্রস্থরে ॥

এইরূপে কিছুকাল সেই দুই জন ।

করিলেক সমভাবে ঘোরতর রণ ॥

তবে সেই নিশাচর নিঃশর (৬) হইয়া ।

কহিতেছে নল-প্রতি চাতুরী করিয়া ॥

বিশ্বকর্ষ্ম-পুত্র আমি তোমা সঙ্গে রণে ।

বড়ই আনন্দ পাইলাম আজি মনে ॥

দেখিয়া তোমার বল বিক্রম অপার ।

ইচ্ছা হয় বাহু-যুদ্ধ করিতে আমার ॥

বলিছে বিশ্বকর্ষ্মার নন্দন তাহারে ।

আমারো বাসনা এই অস্তুর মাঝারে ॥

তাহা শুনি রথ হৈতে রাক্ষস নামিল ।

তবে দুই বীরে বাহু-যুদ্ধ আরম্ভিল ॥

হাতে হাতে ভূজে ভূজে কপালে কপালে ।

বুকে বুকে প্রহার করয়ে দুই শালে (৭) ॥

উন্মত্ত মাতঙ্গ যেন দশনে দশনে ।

যুদ্ধ করে হেন শব্দ হয় ঘনে-ঘনে ॥

বজ্রের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয় ।

কাহারো প্রহারে কোন জন ব্যগ্র নয় ॥

(১) প্রেত-পুরীশ্বর—বম । (২) ধরাধর—পর্কত । (৩) যাতুধান—রাক্ষস । (৪) কাণ্ড—বাণ ; শর ।
(৫) শাল—শাল গাছ । (৬) নিঃশর—বাণহীন ; অস্ত্রশূন্য । (৭) শালে—শাল গাছের মত উন্নত দুই
বীর (লক্ষ্যার্থ) ।

কভু বাহু-প্রহার করয়ে কোন জন ।
 বজ্রতে করয়ে যেন বিকট নিঃশ্বন (১) ॥
 কভু নলে ঠেলি লয়ে যায় বিদ্যাম্বালী ।
 কভু বিদ্যাম্বালীয়ে সে নল বলশালী ॥
 কভু আকর্ষয়ে, কভু করে উত্তোলন ।
 কভু চাপি ধরে, কভু করয়ে পাতন ॥
 মুষ্টি দস্ত নখে কভু করয়ে প্রহার ।
 দুই সিংহে করে যেন যুদ্ধ অনিবার ॥
 এইরূপে দুই দণ্ড কাল দুই জন ।
 করিলেক ন্যূনাধিক্য-শূণ্ড (২) বাহু-রণ ॥
 তবে ত নলের বল না পারি সহিতে ।
 বিদ্যাম্বালী তার হস্ত ছাড়িল শ্রান্তিতে ॥
 পুনর্বার রথে শীঘ্র করি আরোহণ ।
 অতি ঘোর এক শক্তি (৩) করিল ধারণ ॥
 তাহা দেখি নল এক গিরিশৃঙ্গ ধরি ।
 বিদ্যাম্বালী উপরে ছাড়িল ক্রোধ করি ॥
 সেই শৃঙ্গে পাড়ে রথ সারথি সহিত ।
 বিদ্যাম্বালী প্রাণ ত্যজি হইল চূর্ণিত ॥

কুম্ভ-নিকুম্ভ বধ ।

তবে ভীত হ'য়ে যত নিশাচর-গণ ।
 কুম্ভকর্ণ-পুত্র-কাছে করে পলায়ন ॥
 তাহা দেখি যাবতীয় বানর-নিকর ।
 ঘনে-ঘনে সিংহনাদ করে ঘোরতর ॥
 তাহা দেখি কুম্ভ বীর অধিক কুপিল ।
 স্ব-সৈন্তে (৪) সাস্তুনা করি সমরে সাজিল ॥

কুম্ভ বীরে দেখিয়া পলায় কপিগণ ।
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বালির নন্দন ॥
 সাহসে করিয়া ভর গেল তিন জন ।
 কুম্ভের সহিত গিয়া আরম্ভিল রণ ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে দুই বীরবর ।
 গাছ পাথর লয়ে গেল সংগ্রাম ভিতর ॥
 গাছ পাথর কাটি পাড়ে চোখ চোখ শরে ।
 বিক্রিয়া জর্জর কৈল মহেন্দ্র বানরে ॥
 মহেন্দ্রে কাতর দেখি দেবেন্দ্র চিস্তিত ।
 ত্রিশ যোজন পর্বত এক আনিল ফরিত ॥
 ত্রিশ যোজন পর্বত এড়িল দিয়ে টান ।
 কুম্ভ বীরের বাণেতে হইল খান খান ॥
 বাণেতে পর্বত কেটে খান খান করে ।
 বিক্রিয়া জর্জর করে দেবেন্দ্র বানরে ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দৌহে হৈল অচেতন ।
 কোপেতে পর্বত এড়ে বালির নন্দন ॥
 অঙ্গদের পর্বত বাণেতে কেলে কেটে ।
 শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে ॥
 বাণেতে অঙ্গদ বীর পরিত্রাহি ডাকে ।
 রঘুনাথ-পাশে গেল বানর-কটকে ॥
 তিন বীর অচেতন শুনি এই কথা ।
 মনেতে স্ত্রীরামচন্দ্র পাইলেন ব্যথা ॥
 ঋষভ কুমুদ আর হৃষেণ সেনাপতি ।
 তিন বীরে রঘুনাথ করিলা আরতি ॥
 স্ত্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে চলে তিন জন ।
 আকাশ ছাইয়া করে যুদ্ধ বরিষণ ॥
 কুপিল সে কুম্ভ বীর পুরিয়া সজ্ঞান ।
 তিন বীরের গাছ পাথর করে খান খান ॥

(১) নিঃশ্বন—শব্দ । (২) ন্যূনাধিক্য-শূণ্ড—সাহায্যে কম বেশী নাই ; সমতাবে । (৩) শক্তি—বাণ ।

(৪) স্ব-সৈন্তে—নিজের সৈন্তবলকে ।

জর্জর হইল তারা কুম্ভ বীরের বাণে ।
 ভয় পেয়ে তিন জনে ভঙ্গ দিল রণে ॥
 তিন বীর পলাইয়া স্ত্রীবেরে কয় ।
 রুধিল স্ত্রীবে রাজা সংগ্রামে দুর্জয় ॥
 কুপিয়া স্ত্রীবে নীর এক লাফে যায় ।
 পাকল (১) করিয়া আঁধি কুম্ভ বীরে চায় ॥
 কুম্ভ বলে, বানরা, বেড়াস্ ডালে ডালে ।
 এত তোর বিক্রম না ছিল কোনকালে ॥
 স্ত্রীবে বলিছে, দ্বন্দ্ব (২) নাহি কারো সনে ।
 না জান বিক্রম তুমি এই সে কারণে ॥
 তোর সনে রণে করি বিক্রম-পরীক্ষা ।
 পড়িলি আমার হাতে, নাহি তোর রক্ষা ॥
 যমরাজ জেগে ব'সে আছে তোর তরে ।
 দেখাব বিক্রম আজি, যাবি যম-ঘরে ॥
 তোর পিতা কুম্ভকর্ণ সে জানে বিক্রম ।
 কণেক বিলম্ব কর, দেখাইব যম ॥
 কুপিয়া যে কুম্ভ বীর তীক্ষ্ণ বাণ জোড়ে ।
 তিন শত বাণ রাজা স্ত্রীবেরে এড়ে ॥
 বাণ খেয়ে স্ত্রীবে যে চিস্তিত-অস্তর ।
 লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপর ॥
 ধনুক ধরিয়া টানে, কেড়ে নিতে নারে ।
 রথ হৈতে কুম্ভ বীর কেলো স্ত্রীবেরে ॥
 আছাড় খাইয়া রাজা হইল হৈল অচেতন ।
 চেতন পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ষণ ॥
 তোর বাপের আঁঠা যে নিলাম এক হাতে ।
 তোর হাতের ধনুধান নারিনু ছাড়াতো ॥
 বাপের সমান তুই বীরচূড়ামণি ।
 ইস্তজিতার সম তোর ধনুক বাখানি ॥

কুম্ভ বীর বলে, ধনু দূরে পরিহরি ।
 রিক্ত হস্তে (৩) এস না দুজনে যুদ্ধ করি ॥
 অস্ত্র ফেলে দুই জনে করে ছড়াছড়ি ।
 ছড়াছড়ি ঘুচিলে লাগিল জড়াছড়ি ॥
 কুম্ভ বীর চাপড় মারিল বাহুবলে ।
 পড়িল স্ত্রীবে রাজা সমুদ্রের জলে ॥
 রামের কিঙ্কর দেখি সাগর গভীর ।
 মধ্যে চড়া পড়িল, হইল অন্ন-নীর (৪) ॥
 মাটিতে দাণ্ডায়ে ফিরে আইল এক লাফে ।
 কুম্ভ বীরের বিক্রমে স্ত্রীবে রাজা কাঁপে ॥
 পুনঃ কোপে কুম্ভ বীর মুষ্ঠ্যাঘাত মারে ।
 পড়িল স্ত্রীবে রাজা দুর্জয় শ্রহারে ॥
 চৈতন্য হরিয়া মুখে রক্ত উঠে ফেনা ।
 স্ত্রমেয় পর্বতে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা ॥
 সংবিৎ পাইয়া উঠে বানরের নাথ ।
 কুম্ভ বীর উপরে করিল পদাঘাত ॥
 মহাকোপে কুম্ভ বীর ধরে স্ত্রীবেরে ।
 দুই জনে মল্লযুদ্ধ, (৫) কেহ নাহি হারে ॥
 দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ ।
 দুই বীরে মহাযুদ্ধ, নাহি অবসাদ (৬) ॥
 লাফেতে স্ত্রীবে তার রথোপরে চড়ে ।
 দুই মাতঙ্গের দস্ত দুহাতে উপাড়ে ॥
 লইয়া হস্তীর দস্ত কুম্ভ বীরে হানি ।
 দস্তাঘাতে কুম্ভের জর্জর হৈল প্রাণী ॥
 উর্দ্ধেতে কুম্ভেরে তুলি মারিল আছাড় ।
 মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল, চূর্ণ হৈল হাড় ॥
 দেখিয়া নিকুম্ভ-বীর ভাইয়ের মরণ ।
 স্ত্রীবে রুধিয়া যায় করিয়া ভর্জন ॥

(১) পাকল—বক্তব্য । (২) দ্বন্দ্ব—যুদ্ধ । (৩) রিক্ত হস্তে—খালি হাতে । (৪) অন্ন-নীর—
 অসহীয অন্ন ; অন্ন-তোর । (৫) মল্লযুদ্ধ—হাতাহাতি লড়াই । (৬) অবসাদ—ভাঙি ।

নিকুন্তের মুখল সে পর্বত-সোমর ।
 মুখল মারিতে যায় স্ত্রীঘ্ন উপর ॥
 দস্ত ক'রে মুখলেতে ঘন দেয় পাক ।
 ঘুরায় মুখল যেন কুলালের (১) চাক ॥
 বিক্রম করিয়া ছুটে সংগ্রামের স্থলে ।
 প্রবল আগুন যেন স্নাত পেলো জলে ॥
 নিকুন্তের বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর ।
 ভয়ে পলাইয়া গেল স্ত্রীঘ্ন বানর ॥
 ভয়েতে স্ত্রীঘ্ন রাজা নহে আগুয়ান (২) ।
 স্ত্রীঘ্নের ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান্ ॥
 সেবক থাকিতে তোর রাজা সনে রণ ।
 তোতে মোতে যুঝি, দেখি মরে কোন্ জন ॥
 নিকুন্ত কহিছে, বেটা ঘরপোড়া শোন্ ।
 তোরে পেলো আর নাহি চাহি অণু জন ॥
 এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি ।
 দুই জনে যুদ্ধ বাজে দৌহে মহাবলী ॥
 লোহার মুখল ছিল নিকুন্তের হাতে ।
 রুঘিয়া মারিল বীর হনুমানের মাথে ॥
 হনুমানের মাথা যেন বজ্রের সমান ।
 মাথায় মুখল গোটা হইল খান খান ॥
 হনুমান্ বলে, তোর মুখল গেল তল (৩) ।
 মোর যা সহ রে বেটা, তবে জানি বল ॥
 আপনা পাসরে কোপে বার হনুমান্ ।
 নিকুন্তে মারিল চড় বজ্রের সমান ॥
 চাপড় খাইয়া বীর কাঁপে ধরহরি ।
 ভঙ্গ নাহি দেয় রণে বিক্রম-কেশরী (৪) ॥
 হনুমানের পানে বীর চাহে এক-দৃষ্টি ।
 কোপে হনুমানের বুক মারে বজ্র-মুষ্টি ॥

মুষ্ঠাঘাতে হনুমান্ হৈল অচেতন ।
 হনু কোলে লয়ে যায় ভেটিতে রাবণ ॥
 প্রথম বৃহন্দে বায় কোপে করি ভর ।
 দ্বিতীয় বৃহন্দে ফিরে চলে নিশাচর ॥
 উঠে যায় নিকুন্ত যে পরম হরিষে ।
 হনুমানে দেখিতে রমণী সব আইসে ॥
 নিকুন্তেরে ধন্য ধন্য নারীগণ বলে ।
 ভাল কৈলে ঘরপোড়া ধরিয়া আনিলে ॥
 স্ত্রীঘ্নেরে বন্দী করেছিল তব বাপে ।
 ঘরপোড়া হৈল বন্দী তোমার প্রতাপে ॥
 ঘরপোড়া বেটা ঘর পোড়াইতে মন ।
 সমুদ্রে লজ্জিয়া আসে দুর্জয় এমন ॥
 নিকুন্তের কোলে হনু পাইলে চেতন ।
 কি বুকি করিবে হনু ভাবিছে তখন ॥
 সর্ব্ব অঙ্গ বিদারিল আঁচড়-কামড়ে ।
 দুই কাণ ছিঁড়ে নিল হাতের মোচড়ে ॥
 পরিত্রাহি ডাকে বীর, ছাড় ছাড় বলে ।
 ভয় পেয়ে তুলে ফেলে গগনমণ্ডলে ॥
 অস্ত্রীকে লাফ দিয়া হাতে দুই কাণ ।
 নিকুন্তের স্বক্কে চড়ে বীর হনুমান্ ॥
 হাতে চুল জড়িয়ে মস্তক ছিঁড়ে ফেলি ।
 মুণ্ড লয়ে যায় হনুমান্ মহাবলী ॥
 সিংহনাদ করি চলে পবনের বেগে ।
 এক লাফে উপনীত জীরামের আগে ॥
 নিকুন্তের মুণ্ড দেখে জীরামের হাস ।
 নিকুন্তের বিনাশ পাইল কৃষ্ণিবাস ॥

(১) কুলালের—কৃতকার্যের । (২) আগুয়ান—অগ্রগব । (৩) তল—বৃথা । (৪) বিক্রম-কেশরী—বিক্রম (নাহলে) কেশরী (সিংহ) কুল্য; মহাশক্তিমানী ।

মকরান্ন-বধ ।

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর ।
 পড়িল নিকুন্ত-কুন্ত শুন লঙ্কেশ্বর ॥
 কুন্ত-নিকুন্তের মৃত্যু শুনিয়া তখন ।
 সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
 দেব দানব গন্ধর্ব করিত রণে শঙ্কা ।
 কুন্ত ও নিকুন্ত পড়ে, শূণ্য হৈল লঙ্কা ॥
 কুড়ি চক্ষু বহে ধারা রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 মকরান্ন মহাবীরে আনিল সফর ॥
 মকরান্ন প্রণমিল রাবণের পায় ।
 কুড়ি হস্ত দেহে তার রাবণ বুলায় ॥
 রাবণ বলে, মকরান্ন, তুমি যোদ্ধৃপতি ।
 নর-বানর মেরে রাখ লঙ্কার বসতি ॥
 সেই পুত্র সৃজন কুলের অলঙ্কার ।
 পিতৃশত্রু বধিয়া যে শোধয়ে পিতৃ-ধার ॥
 রাত্রি-দিন কান্দে শোকে তোমার জননী ।
 সে রাগে রামের সীতা আমি হ রে আনি ॥
 তাহার কারণ হৈল এত বিসংবাদ ।
 রাম-লক্ষ্মণেরে মেরে ঘুচাও বিষাদ ॥
 মকরান্ন বলে, চিন্তা না কর রাজন্ ।
 এখনি মারিব আমি জীরাম লক্ষ্মণ ॥
 রাবণ বলে, বড় বীর তুমি মকরান্ন ।
 বড় শ্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য ॥

এত বলি মকরান্নে পাঠায় যুঝিতে ।

রণসজ্জা করে দেয় আপনার হাতে ॥
 মস্তকে মুকুট দিল, অঙ্গে দিল শাণা ।
 কাড়া পড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা ॥
 মকরান্ন বলে, শুন প্রতিজ্ঞা রাজন্ ।
 নর-বানর সংগ্রামে এড়াবে কোন্ জন ॥

রাম লক্ষ্মণ স্ত্রীবি রাক্ষস বিভীষণ ।
 চারি জনার রক্তে পিতার করিব তর্পণ ॥
 এত শুনি হরষিত যতেক রাক্ষস ।
 সবে বলে, মকরান্নের বড়ই সাহস ॥
 মন্ত্রণাতে মন্ত্রী যে, বলেতে বলবান্ ।
 লঙ্কাপুরে বীর নাই তোমার সমান ॥

মনে মনে মকরান্ন ভাবিছে তখন ।

নর-বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন ॥
 কুন্তকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ ।
 জীরামের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়ি প্রাণ আশ ॥
 কিন্তু এক স্ত্রমন্ত্রণা অহুয়ে ইহার ।
 শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার ॥
 বড়ই ধান্মিক তিনি ধর্ম্মেতে তৎপর ।
 অস্ত্রাঘাত না করেন গোকুর উপর ॥
 এতেক ভাবিয়া মকরান্ন নিশাচর ।
 যুক্তি করি ধেমু বৎস আনিল বিস্তর ॥
 নব নব বৎস সব রথে লৈয়ে তোলে ।
 রথের চৌদিকে ধেমু বাক্কে পালে পালে ॥
 মনোরম হয় হস্তী দূর ক'রে সব ।
 রথের জোগান দিল চারিটা বৃষভ ॥
 গোচর্শ্বেতে ঢাকে রথ করিয়া মন্ত্রণা ।
 সর্ব্ব অঙ্গে ঢাকা দিল গোচর্শ্বের শাণা ॥
 গোচর্শ্বের শাণা ঢাকে সারথির অঙ্গে ।
 ঢাক ঢোল দামামা দগড় বাজে রঙ্গে ॥
 পাখোয়াজ সেতার বাঁশী বাজে জগৎস্বপ ॥
 ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি সুরপুরে কম্প ॥
 মকরান্ন মহাবীর করিল সাজনি ।
 সঙ্গতে কটক চলে তিন অর্কোহিণী ॥
 কেহ অশ্ব, কেহ গজ, কেহ চড়ে রথে ।
 ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে ॥

এইরূপে যতক্ষণ প্রধান সেনাপতি ।
 সাজিয়া চলিল মকরাক্ষের সংহতি ॥
 হাতে-ধনু মকরাক্ষ রথে গিয়া চড়ে ।
 রাক্ষসের কোলাহলে মহাশঙ্ক পড়ে ॥
 ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুকে টঙ্কার ।
 পশ্চিম দ্বারেতে গেল করি মার মার ॥
 মকরাক্ষ এল রণে, পড়ি গেল সাড়া ।
 অসংখ্য বানর উঠে দিয়া গাত্র-ঝাড়া (১) ॥
 'রাম-জয়' শব্দ করি ধাইল বানর ।
 বানর দেখিয়া রোষে যত নিশাচর ॥
 কেহ বলে, কাট কাট, কেহ বলে মার ।
 ক্রিয়া আইল রণে খরের কুমার ॥
 মকরাক্ষ-সম্মুখে দাণ্ডায় হনুমান্ ।
 গোচর্যেতে ঢাকা রথ দেখে বিজ্ঞমান্ ॥
 খেসু বৎস পালে পালে রোধ কৈল পথ ।
 ভাবে মনে কি হবে বুঝে টানে রথ ॥
 রাক্ষস মারিতে গেলে খেসু বৎস মরে ।
 গোহত্যার ভয়ে কপি যুঝিতে না পারে ॥
 মকরাক্ষ মারে বাণ বানর-উপর ।
 অসংখ্য বানর পড়ে সংগ্রাম-ভিতর ॥
 বানর-কটক ভয়ে পলায় অপার ।
 পশ্চাতে রাক্ষস ধায় করি মার মার ॥
 নল নীল সুষেণ অঙ্গদ মহাবল ।
 ভয়ে ভঙ্গ দিয়া ধায়, ছাড়ি রণস্থল ॥
 মহেন্দ্র-দেবেন্দ্র-আদি বীর হনুমান্ ।
 হাত হৈতে ফেলে বৃক্ষ পর্বত পাষণ ॥
 ভয়েতে পলায়ে যায় পশ্চাতে না চায় ।
 রণ ছাড়ি স্ত্রীপলায় উত্তরায় (২) ॥

ভঙ্গ দিল কপিগণ মকরাক্ষ দেখে ।
 চলাইয়া দিল রথ রামের সম্মুখে ॥
 সন্ধান পুরিয়া বীর স্ত্রীরামেরে ডাকে ।
 আসিয়া করহ বৃক্ষ আমার সম্মুখে ॥
 দণ্ডক-বনেতে বেটা মারিলি মোর বাপ ।
 ভুঞ্জিবি তাহার কল, দেখাব প্রতাপ ॥
 পিতৃশত্রু পাইলাম বহুদিন পরে ।
 আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে ॥
 পাড়িব তোমার মুণ্ড কাটি চোখা শরে ।
 খাইবে তোমার মাংস শৃগাল-কুকুরে ॥
 এত বলি ধনুকে জুড়িল তীক্ষ্ণ শর ।
 বিক্রিয়া কোমল অঙ্গ করিল অঙ্গুর ॥
 মনে মনে রঘুনাথ ভাবেন এ ভয় ।
 মকরাক্ষে মারিতে গো-হত্যা পাছে হয় ॥
 যত যত বীর সনে করিলা সংগ্রাম ।
 প্রতি যুদ্ধে তিন পদ আণ্ড হৈলা রাম ॥
 পূর্ণব্রজ নারায়ণ ভয় পেয়ে মনে ।
 হইলা ত্রিপদ-ভঙ্গ (৩) মকরাক্ষ-রণে ॥
 তিন পদ পশ্চাৎ হইলা রঘুবর ।
 মকরাক্ষ-বাণে রাম অতীব কাতর ॥
 কেমনে জিনিব রণ ভাবিলেন মনে ।
 জুড়িলা পবন-বাণ ধনুকের গুণে ॥
 পবন-বাণের তেজে ত্রিভুবন নড়ে ।
 পর্বত কন্দর বৃক্ষ উড়াইল ঝড়ে ॥
 ব্রহ্মরূপী বাণেতে পবন আবির্ভূত ।
 উড়াইল খেসু-বৎস-বৃষভাদি যত ॥
 গোচর্য যতক্ষণ ছিল উড়াইল ঝড়ে ।
 যতক্ষণ বানর আসি মকরাক্ষে বেড়ে ॥

(১) গাত্র-ঝাড়া—গা ঝাড়া; আক্ষালন করিয়া । (২) উত্তরায়—উচ্চ শবে; চীৎকার করিয়া ।
 (৩) ত্রিপদ-ভঙ্গ—তিন পা পশ্চাতে হঠা ।

‘রাম-অয়’ শব্দ করে যতক বানরে ।
 অন্ধকার ক’রে ফেলে বৃক্ষ ও পাথরে ॥
 মকরাক্ষ মহাবীর পুরিল সন্ধান ।
 গাছ পাথর কাটিয়া করিল খান খান ॥
 গাছ পাথর কাটিতে এড়িল পঞ্চ শর ।
 দশ বাণে নীল বীরে করিল সজ্জর ॥
 স্ত্রীস্বয়ং স্ত্রীস্বয়ং আদি বড় বড় বীর ।
 দশ দশ বাণে বিক্রে সবার শরীর ॥
 বিংশতি বাণেতে বিক্রে অঙ্গদের অঙ্গ ।
 পলায় অঙ্গদ বীর রণে দিয়া ভঙ্গ ॥
 ধেনু বৎস বৃষ সব উড়িল ঝড়েতে ।
 চারি অশ্ববর আনি জুড়িলেক রথে ॥
 দেবাংশী (১) রথের তেজ, চলে বায়ুবেগে ।
 বিক্রম করিয়া আসে শ্রীরামের আগে ॥
 গালি পাড়ে রঘুনাথে যত আসে মনে ।
 দশদিক্ অন্ধকার করিলেক বাণে ॥
 রাম বলে, মকরাক্ষ, না কর বিলাপ ।
 আজি যুচাইব তব মনের সন্তাপ ॥
 এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ।
 চিরদিন পিতা-পুত্রে হবে দরশন ॥
 এত বলি ক্ষুরপাশ্ব বাণে দিল টান ।
 মকরাক্ষ বাণ মারে পুরিয়া সন্ধান ॥
 আকাশে উঠিল গিয়া ছুজনার বাণ ।
 শ্রীরামের বাণে কাটি কৈল খান খান ॥
 মকরাক্ষ বাণ এড়ে, তারা যেন ছুটে ।
 শত শত বাণ মারে রামের ললাটে ॥
 ললাটে লাগিয়া বাণ বিক্লি রহে ফলা ।
 রামের শরীরে যেন রক্ত-পদ্ম-মালা ॥

অন্ধকার হৈল বাণে নাহি চলে দৃষ্টি ।
 ধসিয়া পড়িল রামের ধমুকের মুষ্টি ॥
 আপনা সারিয়া (২) রাম দৃঢ় কৈল বৃক্ষ ।
 কাটিলেন মকরাক্ষের হাতের ধমুক ॥
 আর ধমু লৈয়া করে বাণ বরিষণ ।
 বাণে বাণে মকরাক্ষ ঢাকিল গগন ॥
 ধরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে ।
 দশদিক্ অন্ধকার করিলেক বাণে ॥
 বাণে অন্ধকার বাণ ফেলে নিরস্তর ।
 বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর ॥
 রামেরে কাতর দেখি ছুষ্ট নিশাচর ।
 সর্বাক্ষে বিক্লিয়া রামে মরিল সজ্জর ॥
 কত বাণ মারে রামে নাহি অবকাশ ।
 রামেরে জিনিষু বলি মনেতে উল্লাস ॥
 সর্বাক্ষে বিক্লিয়া রামে করিল অস্থির ।
 রাম বলেন, এ বেটা বাপের হৈতে বীর ॥
 ধরেরে সারিয়াছিনু এক দণ্ড রণে ।
 ছুই প্রহর হৈল বেটা; যুঝে মোর সনে ॥
 সন্ধান পুরিয়া রাম চাহে চারিভিতে ।
 বাণে অন্ধকার করে, না পান দেখিতে ॥
 রণেতে পণ্ডিত রাম বিষ্ণু-অবতার ।
 চিকুর-বাণেতে দীপ্তি হরে অন্ধকার ॥
 এড়েন ঐষিক বাণ তারা যেন ছুটে ।
 হাতের ধমুক তার পাড়িলেন কেটে ॥
 মকরাক্ষ মহাবীর জাঠা লয় হাতে ।
 সে জাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে ॥
 জাঠা যদি কাটা গেল শেল মাত্র ভাড়া (৩) ।
 এড়িলেন শেলখান দিয়া অঙ্গ নাড়া ॥

(১) দেবাংশী—দেবতা সখী । (২) আপনা সারিয়া—আত্মসংবরণ করিয়া ; মনের মধ্যে বল আনিয়া । (৩) ভাড়া—পুঁজি ; সখল ।

লঙ্কাকাণ্ড]

শক্তি-বসি-রামায়ণ

সূর্যের কিরণ যেন আসে শেল বাণ ।
 ঐষিক বাণেতে রাম কৈলা খান খান ॥
 সর্ব্ব অস্ত্র কাটা গেল, মকরাক রোষে ।
 বজ্রমুষ্টি মারিতে পবন-বেগে আসে ॥
 দেখিয়া ত রঘুনাথ পুরিলা সন্ধান ।
 অর্ধচন্দ্র-বাণে কাটে হস্ত দুইখান ॥
 হস্ত কাটা গেল, বেটা দস্ত কড়মড়ে ।
 খাইয়া রামেরে যায় খাইতে কামড়ে ॥
 বদন বিস্তারি যায় অতি পরিভাপে (১) ।
 অগ্নি-অস্ত্র রঘুনাথ বসাইলা চাপে ॥
 অগ্নিবাণ জুড়িয়া ধমুকে দিল টান ।
 অগ্নিবাণে মকরাকের বাহিরায় প্রাণ ॥
 তিন প্রহর যুদ্ধ কৈল শ্রীরামের সনে ।
 সন্ধ্যাকালে মকরাক পড়ে অগ্নি-বাণে ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন ।
 লঙ্কা-কাণ্ডে মকরাক হইল পতন ॥

—

তরঙ্গীসেন-বধ ।

ভগ্ন-পাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর ।
 মকরাক পড়ে রণে, শুন লঙ্কেশ্বর ॥
 শোকের উপরে শোক হৈল বিপরীত ।
 সিংহাসন হতে পড়ে হইয়া মূচ্ছিত ॥
 পাত্রমিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর ।
 ধরাসনে বসি রাজা কান্দিল বিস্তর ॥
 মরিয়া না মরে রাম বিপরীত বৈরী ।
 বীরশূণ্য হইল কনক-লঙ্কাপুরী ॥
 কুলুকর্ণ অতিকায় বীর অকম্পন ।
 নর-বানরের যুদ্ধে হইল নিধন ॥

কে আছে এমন বীর পাঠাইব কারে ।
 রাম-লক্ষ্মণেরে মারে স্ত্রী-বানরে ॥
 মন্ত্রণা করয়ে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ ।
 তরঙ্গীসেনেরে তবে হইল স্মরণ ॥
 রাজার আদেশে বীর আইল তরঙ্গী ।
 প্রণমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী ॥
 আলিঙ্গন ক'রে রাজা, বাড়ায় সম্মান ।
 যুঝিতে আরতি কৈল দিয়া পুষ্প-পাণ ॥
 রাবণ বলে, লঙ্কা-পুরী রাখহ তরঙ্গী ।
 এতক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি ॥
 তব পিতা বিস্তীর্ণ ধর্ম্মেতে তৎপর ।
 হিত-উপদেশ ভাই বুঝাল বিস্তর ॥
 অহঙ্কারে মত্ত আমি, ছন্ন (২) হৈল মতি ।
 বিনা অপরাধে তারে মারিলাম লাধি ॥
 আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিস্তীর্ণ ।
 অভিমানে লইয়াছে রামের শরণ ॥
 সন্ধি-উপদেশ কথা সেই দেয় কৈয়ে ।
 শ্রীরাম আছেন বসি কালরূপী হৈয়ে ॥
 শত্রুর সপক্ষ এবে জনক তোমার ।
 মজিল কনক-লঙ্কা মন্ত্রণাতে তার ॥
 তুমি তার পুত্র বট, নহ তার মত ।
 চিরদিন জানি, তুমি মম অনুগত ॥
 রাজ্য ধন লহ বাপু, স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ।
 রাখহ রাক্ষস-কুল বৈরিগণ মারি ॥
 কহিছে তরঙ্গীসেন করি জোড়হাত ।
 ত্রৈলোক্য-বিজয়ী তুমি রাক্ষসের নাথ ॥
 মহাগুরু পিতা-মাতা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
 কহিতে পিতার কথা উচিত না হয় ॥
 দশানন বলে, তুমি কুলে স্নসস্তান ।
 নর-বানরের হাতে কর পরিভ্রাণ ॥

(১) পরিভাপে—খেঁচে । (২) ছন্ন—মট ।

সংগ্রাম জিনিবে তুমি, হেন লয় মনে ।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
যুদ্ধে যোদ্ধাপতি তুমি যুদ্ধে বিচক্ষণ ।
হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
এত শুনি কহে বিভীষণের কুমার ।
যথাশক্তি সংগ্রামে করিব মহামার ।
পিতা মূল্যধার (১) কুলক্ষয় করিবারে ।
আর না করিব আমি উপরোধ তাঁরে ॥
নানা-জাতি পুরাণ-শাস্ত্রেতে এই কয় ।
শ্রেষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ-বিবেচনা যুদ্ধকালে নয় ॥

বড় প্রীতি পায় রাজা তরঙ্গীর বোলে ।
শিরে চুম্ব দিয়া রাজা করিলেক কোলে ॥
রত্নময় হার গলে বলয় কঙ্কণ ।
আপনার হাতে তারে পরায় রাবণ ॥
রণসাজে সাজাইয়া দিল দশানন ।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন (২) ॥
সাজন করিল রথ মনের হরিষে ।
সারি সারি কত কত শোভে চারি পাশে ॥
অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি ।
শ্বেত নীল নেতের পতাকা সারি সারি ॥
বিচিত্র ধনুক তোলে তুণপূর্ণ বাণ ।
জাঁঠা জাঁঠি শেল শূল খাণ্ডা ধরশাণ ॥

সৈন্যেরে সাজিতে আজ্ঞা দিলেক তরঙ্গী ।
তখন পড়িল মনে সরমা জননী ॥
শীঘ্রপতি গেল বীর মায়ের নিকটে ।
দাণ্ডাইয়া প্রণাম করিল করপুটে ॥
তরঙ্গী বলেন, মাতা, নিবেদি চরণে ।
হয়েছে রাজার আজ্ঞা, যাব আমি রণে ॥

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে দেখিব নয়নে ।
পবিত্র হইবে দেহ রাম-দর্শনে ॥
নিরখিব জনকের চরণ-কমল ।
দেহ অনুমতি মাতা, যাব রণস্থল ॥
সংগ্রামে বাইবে পুত্র শুনে এ বচন ।
সরমা চমকি উঠে করিয়া রোদন ॥
কি কথা কহিলে বাপ প্রাণ কাঁপে শুনে ।
বাইতে না দিব নর-বানরের রণে ॥
লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাব স্থানান্তর ।
ধাকুক রাজহু লয়ে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
ধার্মিক তোমার পিতা, জানে সর্বজন ।
পাপ-সঙ্গ (৩) ছেড়ে লয় রামের শরণ ॥
তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি ।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে, গোলোকের পতি ॥
চুরায়া রাক্ষস-কুল করিতে সংহার ।
দশরথ-ঘরে বিষ্ণু রাম-অবতার ॥
এক লক্ষ পুত্র যার, সওয়া লক্ষ নাতি ।
এক জন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥
বিষম বুঝিয়া তোর পিতা বিভীষণ ।
পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ ॥
তুমি ত সুবুদ্ধি বট, অতি বিচক্ষণ ।
এ সব শুনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ ॥

মায়ের বচন শুনি কহিছে তরঙ্গী ।
বিষ্ণু-অবতার রাম আমি ভাল জানি ॥
তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্যাস (৪) ।
মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস ॥
শুনিয়াছি সর্বশাস্ত্রে বেদের লিখন ।
তুমি মাতা, বিষাদ ভাবিছ কি কারণ ॥

(১) মূল্যধার—আদি কারণ । (২) সংগ্রামে গমন—যুদ্ধে বাইবার উপায় স্বরূপ । (৩) পাপ-সঙ্গ—পাপীর সংস্রব । (৪) নির্যাস—নিশ্চয় ।

কে করে মারিতে পারে, কেবা'কার রিপু (১)।

এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু ॥

কালেতে করিয়া হয় উৎপত্তি প্রলয় ।

মিথ্যা কেন ভাব মাতা মরণের ভয় ॥

শুনেছি পিতার মুখে মহাযোগতন্ত্র (২) ।

অনিত্য শরীর এই, মিছে মায়াবন্ধ (৩) ॥

দাসের সম্ভান বলি না মারেন রাম ।

করিব আসিয়া পুনঃ ও পদে প্রণাম ॥

কালের বিভক্ত কাল (৪) পূর্ণ হৈলে পরে ।

ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে ॥

মহাজ্ঞানবতী সতী সরমা সুন্দরী ।

বসিলেন সম্বরিয়্যা নয়নের বারি ॥

চলে বীর প্রণমিয়া সরমা জননী ।

সাজ সাজ বলি সবে ডাকিছে তরনী ॥

সাজ সাজ বলি সৈম্বে পড়ি গেল সাড়া ।

অসংখ্য সানাই বাজে দুই লক্ষ কাড়া ॥

করতাল খঞ্জনী কঁাসী ডম্ব কোটি কোটি ।

তিন লক্ষ দগড়ে সঘনে পড়ে কাঠি ॥

সেতারা চৌতারা বাজে মধুর মৃদঙ্গ ।

বাজে বীণা সপ্তস্বর ভেউরি ভোরঙ্গ ॥

শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে জয়ঢোল ।

প্রলায়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল ॥

ঢেমচা ধেমচা বাজে পাখো'জ (৫) পিনাক ।

সহস্র সহস্র বাজে নিশাচরী ঢাক ॥

উরমাল টিকারা বাজে কোটি কোটি ডম্ব ।

রণশিঙ্গা শব্দ শুনি ত্রিভুবন কম্প ॥

সাজিল তরনীসেন করিতে সংগ্রাম ।

আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রাম-নাম ॥

অসংখ্য কটক ঠাট (৬) সাজিল বিস্তর ।

কেহ রথে, কেহ পজে, কেহ অখোপর ॥

কেহ ধরে শূল শেল, কেহ ধনুর্বাণ ।

কারো হাতে জাঠাজাঠি খড়গ খরশাণ ॥

আকাশের তারা পারি করিতে গণনা ।

না পারি করিতে সংখ্যা তরণীর সেনা ॥

লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ, লক্ষ লক্ষ রথ ।

ঢাকিল গগন আদি, অ'চ্ছাদিল পথ ॥

লক্ষ লক্ষ রাম-নাম গঙ্গা-মুক্তিকাতে ।

লিখিলেক রথে আর ধ্বজ-পতাকাতে ॥

হাতে-ধনু, রথে উঠে বীর-অবতার ।

পশ্চিম দ্বারেতে চলে করি' মার মার ॥

গড়ের বাহির হৈয়ে দিলেক ঘোষণা ।

'রাম-জয়' 'রাম-জয়' বাজাও বাজনা ॥

কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর ।

বানর ধাইল লৈয়ে বৃক্ষ ও পাথর ॥

ধনুক পাতিয়া যুঝে তরণীর সেনা ।

বানর-কটকে যেন পড়িছে বধনা ॥

রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হৈল মহামার ।

সহিতে না পাদের কপি পলায় অপার ॥

শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।

দেখ দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন ॥

বিভীষণ বলে, শুন রাজীবলোচন ।

রাবণের অন্নেতে পালিত একজন ॥

(১) কথং স পুরুষঃ পার্শ্ব কং বাতরতি হস্তি কন্—সীতা । (২) মহাযোগতন্ত্র—সম্পূর্ণরূপে চিত্তবৃত্তির নিবোধ করিয়া বিধিপূরক শিব-শক্তির পূজাৰ্চনা । (৩) মায়াবন্ধ—মায়াব কৌশল অথবা মায়াপূর্ণ বন্ধ । (৪) কালের বিভক্ত কাল—সর্ব-সংহারক ক্রমের নির্দিষ্ট সময়; রাক্ষসগণ শিবোপাসক বলিয়া আত্মকালের নিয়ামকরূপে শিব নির্দিষ্ট হইয়াছেন । (৫) পাখো'জ—পাখোয়াজ । (৬) কটক ও ঠাট (একাধিক)—সৈন্য ।

সম্বন্ধেতে ভ্রাতৃ-পুত্র, পরিচয়ে জ্ঞাতি ।
 ধর্মেতে ধাৰ্মিক পুত্র, বড় বোদ্ধ পতি ॥
 প্রকারেতে (১) দিলেন প্রকৃত পরিচয় ।
 তরঙ্গী ভাবিছে, কোথা রাম দয়াময় ॥
 কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর ।
 ভক্ত দিয়া পলাইল যতক বানর ॥
 চারিদিকে নেহারিয়া দেখিছে তরঙ্গী ।
 কতক্লে দেখা পাই রাম রঘুমণি ॥
 কতক্লে পিতার পাইব দরশন ।
 জনম সফল হবে, জুড়াব জীবন ॥
 মনে ভাবে, কত দূরে দেব নারায়ণ ।
 চালাইয়া দিল রথ স্থরিত গমন ॥
 রঘুনাথ পানে যদি চালাইল রথ ।
 ধেয়ে গিয়ে নীল বীর আগুলিল পথ ॥
 নীল বীর বলে, বেটা, আর যাবি কোথা ।
 এক চড়ে রাক্ষস, ছিঁড়িব তোর মাথা ॥
 জোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন ।
 পথ ছাড়, গিয়া দেখি জীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 নীল বলে, প্রাণ লব পর্বত-চাপনে ।
 কেমনে দেখিবি বেটা জীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 অঙ্গে লেখা রাম-নাম রথ চারি পাশে ।
 তরঙ্গীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে ॥
 ছুঁই নিশাচর জাতি কত মায়া জানে ।
 হইয়া ধাৰ্মিক বক (২) আসিয়াছে রণে ॥
 মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সর ।
 যুদ্ধ জিন্দে এসেছিল রথে বেঁধে গোরু ॥

বৃষভেতে টানে রথ গো-চর্ম্মেতে ঢাকা ।
 বানু-বাণে খেন্নু উড়ে বেটা হৈল ভেঁকা (৩) ॥
 গো-বৎস, গো-চর্ম্ম, খেন্নু বাণে গেল উড়ে ।
 চেয়ে দেখে সে রাক্ষসার মুণ্ড আছে পড়ে ॥
 তুমি বেটামহা ছুঁই, তা হতে মায়াবী ।
 ভণ্ড তপস্বাতে তুই কাহারে ভুলাবি ॥
 এত বলি নীল বীর কোপে করি ভর ।
 উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর ॥
 বাহুবলে হানে বৃক্ষ তরঙ্গীর মাথে ।
 হাসিয়া তরঙ্গীসেন ধরে বাম হাতে ॥
 বৃক্ষ যদি ব্যর্থ গেল, নীল বীর রোষে ।
 আনিল পর্বত এক চক্রুর নিমিষে ॥
 হানিল পর্বত গোটা দিয়া ছুঁছকার ।
 তরঙ্গীর গদা ঠেঁকি হৈল চুরমার ॥
 পর্বত হইল গুঁড়া গদার প্রহারে ।
 তরঙ্গী হানিল বাণ নীলের উপরে ॥
 মুখে রক্ত উঠে বীর হইল অজ্ঞান ।
 নীল বীরে ভক্ত দেখি রোষে (৪) হনুমান ॥
 লাক দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে ।
 সারথির হাতের পাঁচনি নিল কেড়ে ॥
 রুঘিয়া তরঙ্গীসেন মারে এক চড় ।
 রথ হৈতে পড়ে হনু করে খড়কড় ॥
 সংবিৎ পাইয়া হনু করে মহামার ।
 লাক দিয়া রথে গিয়া পড়ে আরবার ॥
 ছুঁই জনে মহাবুদ্ধ রথের উগরে ।
 কোপেতে তরঙ্গীসেন হনুমানে ধরে ॥

(১) প্রকারেতে—কৌশলে । (২) ধাৰ্মিক বক (বক-ধাৰ্মিক)—বকের মত ধাৰ্মিক (ব্যকার্থ) ; বক কুম্ভ মৎস্ত খাইবার আশায় জলের ধারে বা অন্ন জলে দাঁড়াইয়া থাকে । সেই অবস্থায় তাহাকে নিরীহ প্রাণীর মত মনে হয় ; কিন্তু ছোট মাছ দেখিতে পাইলেই তাহাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে । এখানে গদা-মুক্তিকার রথ-ধ্বজে রাম-নাম লেখা, বর্ণমূলে রামের অন্ন খোষণা করা, সর্কশরীরে রাম-নাম চিহ্ন, কিন্তু সেই ব্যক্তি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে ; এই জন্য বক-ধাৰ্মিক বলা হইয়াছে । (৩) ভেঁকা—হতবুদ্ধি ; ভাবাচ্যাকা । (৪) রোষে—ক্রোধ করে ।

আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরনী-উপর ।
পাছু হৈল হনুমান্ পাইয়া ত ডর ॥
হনুমাণে বিমুখ দেখিয়া লাগে ভয় ।
আতঙ্কে বানর কেহ আগু নাহি হয় ॥

মহাকোপে পশ্চাৎ করিয়া হনুমাণে ।
বালির তনয় বীর প্রবেশিল রণে ॥
হানিল পর্বত এক তরনী-উপর ।
দেখিয়া তরনীসেন হইল ফাঁকর ॥
ভয়েতে তরনী এড়ে চোখ চোখ বাপ ।
বাণে কাটি পর্বত করিল খান খান ॥
কাটা গেল পর্বত, অঙ্গদে লাগে ভয় ।
মুঠ্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয় ॥
সারথি তৎপর বড়, স্বরাধিত হৈয়ে ।
পুনঃ অশ্রু জুড়ি রথ দিল চালাইয়ে ॥
রুঘিল তরনীসেন অঙ্গদ উপর
অঙ্গদের বৃকে মারে লৌহের মুদগর ॥
মুদগর-আঘাতে পড়ে বালির নন্দন ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল করিয়া তর্জন ॥
আর বত্ত বানর মিলিল একবারে ।
বরিষে পর্বত বৃক্ষ তরনী-উপরে ॥
গিরি যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে ।
ভেমতি তরনী বীর সংগ্রাম-ভিতরে ॥
নানা শিক্কা জানে বীর পরম সন্ধানী ।
ক্ষণেক পর্বত বৃক্ষ কাটিল তরনী ॥
আগুনের শিখা যেন তরনীর বাণ ।
লক্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ ॥
চড় লাধি মুঠ্যাঘাত বানরের ভাড়া ।
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া ॥
বানরে রাক্ষস মারে রাক্ষস বানর ।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পড়িল বিস্তর ॥

স্থানে স্থানে পর্বত-প্রমাণ গাদি গাদি ।
সংগ্রামের স্থলেতে বহিল রক্তে নদী ॥
বানরের ঘোর নাদ, গজের গর্জন ।
রথের ঘর্ঘর শব্দ, শুনিতে ভীষণ ॥
আঠা আঠি গদা শেল শব্দ ঠনঠন ।
কেহ বা পলায়ে যায় লইয়া জীবণ ॥
কারো গেল হস্ত-পদ, কারো চক্ষু-কর্ণ ।
মুঘল আঘাতে কেহ হয়েছে বিবর্ণ ॥
তুলনা নাহিক দিতে যুদ্ধ হৈল বড় ।
চারি দ্বারের বানর পশ্চিম দ্বারে জড় ॥

সহিতে না পারে কেহ তরনীর বাণ ।
রুঘিয়া সূষণ বুড়া হৈল আগুয়ান ॥
সূষণের প্রতাপে রাক্ষসগণ কাঁপে ।
তরনীর রথে গিয়া পড়ে এক লাফে ॥
তরনীর হাতের ধমুক নিল কেড়ে ।
বিদারিল সর্ব অঙ্গ আঁচড়-কামড়ে ॥
তরনীর অঙ্গে তবে রক্তধারা বয় ।
পদাঘাতে মারিল রথের চারি হয় ॥
সারথীর মুণ্ড ছিঁড়ে করে বীর-দাপ ।
আপন কটকে পড়ে দিয়া এক লাফ ॥
তরনীর অবস্থায় কপিগণ হাসে ।
আনিল সারথি হঁয় চক্ষুর নিমিষে ॥
করিল তরনীসেন বাণ-অবতার ।
সম্মুখ-সংগ্রামে রহে হেন সাধ্য কার ॥

বড় বড় বানর পলায়ে গেল দূরে ।
চোখ চোখ বাণে বিকে সূত্রী বানরে ॥
বাণাঘাতে সূত্রী ভূপতি কোপে অলে ।
গর্জিয়া পর্বত বীর হানে বাহু-বলে ॥
তরনী মারিল গদা ক্রোধে কম্পমান ।
প্রহারে পর্বত গেল হৈয়ে শত খান ॥

হানিল দুর্জয় আঠা সূত্রীবেব বৃকে ।
 পড়িল সূত্রীব রাজ্য রক্ত উঠে মুখে ॥
 সংগ্রামে পড়িলা যদি সূত্রীব রাজন্ ।
 উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ ॥
 পলায় বানরগণ ফিরিয়া না চায় ।
 ধর ধর বলিয়া রাক্ষস পিছে ধায় ॥
 প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর ।
 তরনীসেনের বাণে কেহ নহে স্থির ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় দ্বিবিদ কুমুদ ।
 রহিলেন হনুমান্ সূষণ অঙ্গদ ॥
 সূত্রীবেব চৈতন্য করায় তিন জন ।
 চালাইলা রথ বিভীষণের নন্দন ॥
 হাতে-ধনু দাগুইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 দক্ষিণেতে জাম্ববান, বামে বিভীষণ ॥
 সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ ।
 রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ ॥
 সঙ্কেতে প্রণাম করে পিতার চরণে ।
 করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 বিভীষণ বলে, রাম, দেখহ সত্বর ।
 তোমা দৌহে প্রণাম করয়ে নিশাচর ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
 আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ ॥
 বিপদের পক্ষ হৈয়ে আসিয়াছে রণে ।
 আমা দৌহে প্রণাম করিবে কি কারণে ॥
 বিভীষণ বলে, গোসাই, না জান কারণ ।
 লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন ॥
 তোমার চরণ বিনা অণু নাহি জানে ।
 আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজ্য শাসনে ॥

রাম বলে, ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয় ।
 আশীর্ব্বাদ করি, যেন বাণী পূর্ণ হয় ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, কি कहিলে মহাশয় ।
 রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয় ॥
 শ্রীরাম বলেন, তুমি না জান লক্ষ্মণ ।
 ভক্তের বিষয়-বাণী (১) নহে কদাচন ॥
 कहিতে कहিতে কথা রাম রঘুমণি ।
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী ॥
 গভীর গর্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ ।
 দেশে ফিরে যাবে বেটা করিয়াছ সাধ ॥
 মহাকোপে লক্ষ্মণের অধরোষ্ঠ কাঁপে ।
 শমন-সমান বাণ বসাইল চাপে ॥
 প্রহারিল তরণীরে পঞ্চশত বাণ ।
 কাটিয়া তরণীসেন করে খান খান ॥
 বাণ যদি ব্যর্থ গেল, রুষিল লক্ষ্মণ ।
 তরণী-উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 যত বাণ লক্ষ্মণ মারিলা তরণীকে ।
 শ্রীরাম-স্মরণে বীর কাটে একে একে ॥
 অমর্ত্য সমর্থ বাণ, বাণ কর্ণরেখা ।
 দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা ॥
 লক্ষ্মণ এড়িল বাণ অগ্নি অবতার ।
 তরণী বরুণ-বাণে করিল সংহার ॥
 পাশুপত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ ॥
 হানিল পর্ব্বত বাণ অতি ভয়ঙ্কর ।
 পবন বাণেতে নিবারিল নিশাচর ॥
 সর্প বাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 লক্ষ লক্ষ অঙ্গরে ছাইল গগন ॥

(১) বিষয়-বাণী.—বিষয়ে অভিলাষ । ভক্তের প্রধান কামনা, মুক্তি । সে ইষ্টদেবের নিকট মুক্তিই কামনা করিবে; পার্থিব সম্পদ তাহার কাম্যকর নহে—রামচন্দ্রের উক্তি হইতে ইহাই প্রকৃষ্ট হইয়াছে ।

বিকট-দশন তুণ্ড (১) অতি ভয়ঙ্কর ।
 গরুড় বাণেতে নিবারিল নিশাচর ॥
 কূহ (২) বাণে লক্ষ্মণ করিল মায়াময় ।
 দশদিক্ অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি হয় ॥
 অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর ।
 আপনা আপনি কাটাকাটি পরস্পর ॥
 তরণীর সৈন্যেতে হইল মহামার ।
 চিকুর বাণেতে (৩) বিনাশিল অন্ধকার ॥
 কোপেতে গন্ধর্ভ বাণ মারিলা লক্ষ্মণ ।
 তিন কোটি গন্ধর্ভ জন্মিল ততক্ষণ ॥
 গন্ধর্ভ-রাক্ষসে তবে হইল মহামার ।
 তরণীর সৈন্য সব হইল সংহার ॥
 পড়িল সকল ঠাট, নাহি এক জন ।
 রাখিতে নারিল বিভীষণের নন্দন ॥
 কোপেতে তরণীসেন জাঠা নিল হাতে ।
 গর্জিয়া মারিল জাঠা লক্ষ্মণের মাথে ॥
 পড়িল লক্ষ্মণ বীর হইয়া অজ্ঞান ।
 লক্ষ্মণেরে লইয়া পলায় হনুমান ॥
 ডাকিছে তরণীসেন জিনিয়া সংগ্রাম ।
 কোথায় তপস্বী তুণ্ড জটাধারী রাম ॥
 রাম বলে, অধিক বিলম্ব নাহি আর ।
 এখন পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥
 লক্ষ্মণ পড়িল যদি, আইল রঘুনাথে (৪) ।
 ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে ॥

দাণ্ডাইল রঘুনাথ তরণী-সম্মুখে ।
 রামের সর্বাঙ্গ বীর নেহালিয়া (৫) দেখে ॥
 বিশ্বরূপ (৬) রামের দেখিল নিশাচর ।
 ত্রক্ষাণ্ড একৈক লোমকূপের ভিতর ॥
 পর্বত কন্দর দেখে কত নদ-নদী ।
 জনলোক(৭)তপোলোক(৮)ত্রক্ষলোক(৯)আদি ॥
 মায়াতে মনুষ্যলীলা গোলোকের পতি ।
 চরণে তরঙ্গময়ী পদ্মা ভাগীরথী ॥
 বক রক্ষ দেবতা কিম্বদ লাক্ষে-লাক্ষে ।
 বিশ্বয় হইল মনে বিশ্বরূপ দেখে' ॥
 অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল ।
 ধনুর্বাণ ফেলি স্তব করিতে লাগিল ॥
 কহিছে তরণীসেন জোড় করি হাত ।
 দেবের দেবতা তুমি জগতের নাথ ॥
 তুমি ত্রক্ষা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর ।
 কুবের বরুণ তুমি, যম পুরন্দর ॥
 তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিন-রাতি ।
 অনাথের নাথ তুমি, অগতির গতি ॥
 তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রণয় ।
 সর্ব-রক্ষঃ-তমোগুণে তুমি বিশ্বময় ॥
 মৎস্য-কুর্শ্ব-বরাহ-নৃসিংহ-রূপধারী ।
 হিরণ্যকশিপু-দ্রুপু গোলোক-বিহারী ॥
 মহিমা-পভীর বীর মিহির-বংশজ (১০) ।
 অস্ত্রমে আশ্রয় দেহ, ও পদ-পঙ্কজ (১১) ॥

(১) তুণ্ড—মুখ । (২) কূহ—কুয়াসা । (৩) চিকুর বাণ—বিছ্যাৎ বাণ । (৪) রঘুনাথে—রঘুনাথ ।
 (৫) নেহালিয়া—ভাল করিয়া দেখিয়া । (৬) বিশ্বরূপ—বিরাট বৃষ্টি । (৭) জনলোক—মহর্লোকের
 উপরিস্থিত স্থান ; এইখানে উর্ধ্বরেতাঃ ঋষিগণ ও ত্রক্ষার মানস-পুত্রগণ বাস করেন । আধুনিক মতে
 বর্তমান চীনদেশ । (৮) তপোলোক—পৃথিবী হইতে কোটি বোজন উর্ধ্বে স্থিত স্থান ; সপ্তলোকের
 অন্ততম । হিরণ্যময় বর্ষের নামান্তর এবং বর্তমান সাইবিরিয়ার অন্তর্গত । (৯) ত্রক্ষলোক—সুহৃৎবাহি
 সপ্তলোকের উপরিস্থিত লোক ; যেখানে ত্রক্ষা বাস করেন । মহর্লোক, তপোলোক ও ত্রক্ষলোকের
 মিলিত নাম ত্রিধিব—আধুনিক সমগ্র সাইবিরিয়া । (১০) মিহির-বংশজ—সুর্ধাকুলোৎপন্ন । (১১) পদ-
 পঙ্কজ—চরণ রূপ পদ্ম ।

বিকারবিহীন দীন-দয়াময় নাম ।
 রঘুকুলোদ্ভব নব-দুর্বাদলশ্যাম ॥
 কি জানি ভক্তি স্তুতি আমি অতি মূঢ় ।
 চিন্তিয়া না পায় চরাচর চন্দ্রচূড় ॥
 রক্ত হে পুণ্ডরীকাক (১) রাক্ষসের রিপু ।
 স্তবেতে অশক্ত আমি, নিশাচর বপু ॥
 বহু যুগ, যুগান্তরে মানিয়া অসাধ্য ।
 জন্মেছি রাক্ষস-কুলে হৈয়ে তব বধ্য (২) ॥
 কি ছার মিছার গর্ব, স্বর্গ নাহি চাই ।
 মুণ্ড কাট তীক্ষ্ণ খড়্গ, মোক্ষধামে বাই ॥
 পদ্যহস্তে ছেদ যদি কর এই দেহ ।
 পুলকে গোলোকে যাব নাহিক সন্দেহ ॥
 তরুণী করিল স্তব, শুনে রঘুবর ।
 অশ্রুজলে ভাসিল কোমল কলেবর ॥
 সীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
 লঙ্কাতে এমন ভক্ত জানিহু এখন ॥
 কেমনে মারিব অস্ত্র ইহার উপর ।
 এত বলি ত্যজিল হাতের ধনুঃশর ॥
 রাম বলে, বিভীষণ, বলি হে তোমাংরে ।
 কেমনে ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে ॥
 অকারণে করিলাম সাগর বন্ধন ।
 ত্যজিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ বাই বন ॥
 যত যুদ্ধ করিলাম, শ্রম হৈল সার ।
 বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার ॥
 কার্য নাই সীতা, আমি না বাব রাজ্যোতে ।
 কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে ॥
 কটক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে ।
 শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে ॥

ভক্ত মোর পিতা-মাতা, ভক্ত মোর প্রাণ ।
 কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ ॥
 এতেক ভাবিয়া যুদ্ধে হৈয়ে অবসাদ (৩) ।
 বলিলেন রঘুনাথ গণিয়া প্রমাদ ॥
 সদয়-হৃদয় দেখে' রাজীবলোচনে ।
 তরুণী বিচার করে আপনার মনে ॥
 আমার স্তবেতে তুষ্ট হৈয়ে রঘুবর ।
 বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর ॥
 কেমনে রাক্ষস-দেহ হইবে উদ্ধার ।
 যুদ্ধ বিনা পরিত্রাণ নাহি দেখি আর ॥
 এতেক ভাবিয়া তুলি নিল ধনুর্বাণ ।
 কহিছে কর্কশ বাক্য পুরিয়া সন্ধান ॥
 তরুণী কহিছে, রাম, শোন্ বলি তোরে ।
 কহিলাম প্রিয়বাক্য বুঝিবার তরে ॥
 কেমনে বুঝিলা আমি না করিব রণ ।
 এখনি পাঠাব তোরে ষমের সদন ॥
 তোর যে বীরত্ব তাহা জানে চরাচরে ।
 ভরত লইল রাজ্য দূর করি তোরে ॥
 তোরে মেরে লক্ষ্মণেরে মারিব সংগ্রামে ।
 সীতায় বসাব লৈয়ে রাবণের বামে ॥
 এত যদি কহিল তরুণী মহাবীর ।
 কোপে লক্ষ্মণের হ'লো কল্পিত শরীর ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, তুষ্ট নিশাচর জাতি ।
 প্রাণের ভয়েতে বেটা করিলি মিনতি ॥
 কোথাকার ভক্ত বেটা, পাণিষ্ঠ দুর্জন ।
 এত বলি শত বাণ জুড়িল লক্ষ্মণ ॥
 দেখিয়া তরুণীসেন ভাবিল মনেতে ।
 মরিতে বাসনা তার সীরামের হাতে ॥

(১) পুণ্ডরীকাক—পুণ্ডরীক (খেত পদ) ভূল্য হৃদয় ও বিস্তৃত চক্ষু বাহ্যিক—ভগবান্ । (২) বধ্য—
 বধের উপক্ৰম । (৩) অবসাদ—এখানে কাতর ।

এতেক ভাবিয়া হ'লো বিষণ্ণবদন ।
তরুণীর অভিশাপ বৃকে বিভীষণ ॥

জোড়হাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে ।
এ বেটা দুর্জয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে ॥
একবার লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হৈল রণে ।
আর বার যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষ্মণে ॥
আপনি মারহ রণে ছুঁই নিশাচর ।
এত শুনি ধনুক ধরিল রঘুবর ॥
চোখ চোখ বাণ মারে পুরিয়া সন্ধান ।
অর্ধপথে তরুণী করিল খান খান ॥
ষত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি ।
বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরুণী ॥
তরুণী বাছিয়া মারে খরতর শর ।
বিদ্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল অর্ধর ॥
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দুই জনে সমান ।
কোপে রাম জুড়িলেন অর্ধচন্দ্র বাণ ॥
বাণ দেখি তরুণীর মনে হৈল ভয় ।
এক বাণে কাটিল রথের চারি হয় ॥
অশ্ব কাটা গেল, রথ হইল অচল ।
লাফ দিয়া পড়িল তরুণী মহাবল ॥
পর্বত পাষাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে ।
তর্জন করিয়া হানে জীরাণের বৃকে ॥
অঙ্ককার ক'রে ফেলে বৃক্ষ ও পাথর ।
প্রহারেতে কাতর হইলা রঘুবর ॥
শুকাইল মুখচন্দ্র নাহি চলে বাহ ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন পরাসিল রাহ ॥
অগ্নির হইল রণে রাম রঘুমণি ।
রামের কাতর দেখে' ভাবিছে তরুণী ॥
জীরাণের পরিশ্রম হরেছে অধিক ।
দারা স্তম্ভ মিছা মারি, সকলি অলীক ॥

যুগে যুগে কামনা করিয়া কহতর ।
পেয়েছি পরম রিপু পরম-ঈশ্বর ॥
রাজ্য ধন পরিজন কিছুই না চাই ।
মরিয়া রামের হাতে গোলোকেতে যাই ॥

এত যদি তরুণী ভাবিল মনে মনে ।
বিভীষণ কহিছেন জীরাণের কাণে ॥
শুন প্রভু রঘুনাথ, করি নিবেদন ।
ত্রক্ষ অস্ত্রে হইবেক ইহার মরণ ॥
অশ্ব অস্ত্রে না মরিবেক এই নিশাচর ।
সদয় হইয়া ত্রক্ষা দিয়াছেন বর ॥
এতেক শুনিয়া রাম কমললোচন ।
ধনুকেতে ত্রক্ষ অস্ত্র জুড়িলা তখন ॥
রবির কিরণ জিনি খরতর বাণ ।
সেই বাণে রঘুনাথ পুরিল সন্ধান ॥
বাণের গর্জন যেন বারিধ (১) পরজে ।
বিমানতে (২) আসে বাণ জয়ধ্বনি বাজে ॥
স্বর্গেতে দেবতা করে স্তম্ভল ধ্বনি ।
জোড়হাতে জীরাণেরে কহিছে তরুণী ॥
তোমার চরণ হেরে পরিহারি প্রাণ ।
পরলোকে প্রভু, জীচরণে দিও স্থান ॥
এতেক ভাবিতে বাণ অস্ত্রে এসে পড়ে ।
তরুণীর মুণ্ড কেটে ভূমিতলে পাড়ে ॥
দুই খণ্ড হ'য়ে বীর পড়ে ভূমিতলে ।
তরুণীর কাটা মুণ্ড "রাম রাম" বলে ॥
"রাম-জয়" শুভধ্বনি করে কপিগণ ।
হাহাকার শব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ ॥
অস্ত্রের চুকল (৩) ভাসে নয়নের জলে ।
খেরে গিয়া বিভীষণে রাম কৈলা কোলে ॥
জীরাণ বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
কেন হে অধৈর্য্য হৈলে করিয়া বোদন ॥

(১) বারিধ—মেঘ । (২) বিমানতে—এখানে আকাশে । (৩) চুকল—পষ্ট বস্তু ; কোঁম বস্তু ; বেশী কাপড় । ছুঁই স্থানকে আচ্ছাদন করে একত বস্তুর নাম চুকল ।

ইতিমধ্যে কি দুঃখ উঠিল তব মনে ।
 কান্দিয়া আকুল হৈলে কিসের কারণে ॥
 বিভীষণ বলে, প্রভু, করি নিবেদন ।
 মরিল তরঙ্গীসেন আমার নন্দন ॥
 এত শুনি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলা ।
 তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা ॥
 তোমার নন্দন যদি কহিতে আগতে ।
 তবে যুদ্ধ না করিতাম তরঙ্গী সঙ্গতে ॥
 শোকাকুল হইয়া কান্দেন দুই জন ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ কান্দে যত কপিগণ ॥
 সুগ্রীব অঙ্গদ কান্দে বীর হনুমান্ ।
 কান্দেন সুবেণ আদি মন্ত্রী জাম্ববান্ ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
 না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন ॥
 ত্রুণা অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলে কাণে ।
 আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে ॥
 আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে ।
 এক্ষণে কান্দহ মিত্র কিসের কারণে ॥
 শোক পরিহর মিত্র, স্থির কর মন ।
 অনিত্য রোদন আর কর কি কারণ ॥
 বিভীষণ বলে, প্রভু, নিবেদি চরণে ।
 পুত্রশোকে কান্দি আমি না ভাবিহ মনে ॥
 ধন্য আমি পুণ্যবান্ আমার সন্তান ।
 মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্বাণ (১) ॥
 হয় সে বৈকুণ্ঠে গেল, অথবা গোলোকে ।
 ত্যজিল রাক্ষসদেহ, মুক্ত কৈলে তাকে ॥
 কুম্ভকর্ণ অতিকায় আদি যত বীর ।
 পুলকে গোলোকে গেল ত্যজিয়া শরীর ॥

শক্রভাব ক'রে সবে হইল উদ্ধার ।
 শ্রীচরণ সেবা ক'রে কি লাভ আমার ॥
 যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন (২) ।
 বৈকুণ্ঠনগরে মম হইত গমন ॥
 মৃত্যু নাহি হবে, ত্রুণা দিয়াছেন বর ।
 অনেক যন্ত্রণা পাব অবনী-ভিতর ॥
 বিষাদ ভাবিয়া কান্দি, ইহার কারণ ।
 শ্রীরাম বলেন, দুঃখ ত্যজ বিভীষণ ॥
 যেই তুমি, সেই আমি, ইথে নাহি আন ।
 সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান (৩) ॥
 যতদিন রবে তুমি অবনী-ভিতরে ।
 আমার সমান দয়া তোমার উপরে ॥
 এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সস্বরে ।
 ভয়পাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচরে ॥
 দূত কহে, লঙ্কেশ্বর, নিবেদি চরণে ।
 পড়িল তরঙ্গীসেন আজিকার রণে ॥
 তরঙ্গীসেনের মৃত্যু শুনি লঙ্কেশ্বর ।
 সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী উপর ॥
 চৈতন্য পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন ।
 রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্র-মিত্রগণ ॥
 মৃত্যুকাতে ব'সে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী ।
 ঘরে ঘরে কান্দে যত সব বীর নারী ॥
 পুত্রশোকে অনিবার কান্দিল সরমা ।
 বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্রমা ॥
 অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে ।
 জানকী প্রবোধ দেন অশেষ-বিশেষে ॥
 এইরূপ নারীগণ কান্দে লঙ্কাপুরে ।
 রাবণ মন্ত্রণা করে পাঠাইব কারে ॥

(১) নির্বাণ—মুক্তি । (২) পাতন—বিনাশ । (৩) সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান—সাধু যিনি ঠাচার জীবনের প্রতি বিশেষ মমতা নাই—মৃত্যুতেও আশঙ্কা নাই । নখর বেহু ত্যাগ করিয়া মুক্তিই ঠাচার একমাত্র কামনা ।

কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন ।

লঙ্কাকাণ্ডে পাইলেন তরণী-নিধন (১) ॥

— — —

বীরবাহু এবং ভয়লোচন বধ ।

যে বীর পাঠাই নর-বানরের রণে ।

সবে মরে, ফিরে নাহি আসে এক জনে ॥

দিনে দিনে টুটে বল, মনে পাই শঙ্কা ।

নর-বানর মেরে কেবা রাখে পুরী লঙ্কা ॥

স্বর্গেতে গন্ধর্ভ এক চিত্রসেন নাম ।

চিত্রাঙ্গদা কন্যা তার রূপেত সূঠাম (২) ॥

রাবণ হরিয়্যা তারে আনে লঙ্কাপুরী ।

পরমাত্মন্দরী কন্যা জিনি বিছাধরী ॥

বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে ।

তাহার গুণের কথা কহি শুন সবে ॥

রাবণের পুত্র সেই বীরবাহু নাম ।

দেব-গুরু-ভক্ত বড়, সদা জপে রাম ॥

জন্মিয়া ব্রহ্মার সেবা করে নিরন্তর ।

কত দিনে ব্রহ্মা তবে তারে দিলা বর ॥

ব্রহ্মা বলে, বীরবাহু, যাহ নিজ স্থান ।

এই হস্তী লহ ঐরাবতের সমান ॥

এই হস্তী সহায়ে জিনিবে ত্রিভুবন ।

হস্তী মারা গেলে তবে তোমার পতন ॥

বিষ্ণু-ভক্ত হবে তুমি বিষ্ণু-পরায়ণ (৩) ।

বিষ্ণু-সেবা যতনে করিবে সর্বদা ॥

তোমায় সম্ভষ্ট আমি, যাও নিজ ঘরে ।

মম বরে অস্ত্রে যাবে বৈকুণ্ঠনগরে ॥

ধর্ম্মশীল হবে, সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ।

বর পেয়ে পিতার নিকটে উপনীত ॥

রাবণ জিজ্ঞাসে, তুমি হও কোন জন ।

কোথায় বসতি কর, কাহার নন্দন ॥

বীরবাহু বলে, পিতা, হৈলে পাসরণ ।

চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্ম, তোমার নন্দন ॥

তপে তুষ্ট হৈয়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর ।

পাইয়াছি হস্তী ঐরাবতের সোসর ॥

হস্তী আরোহণে আমি যদি করি মনে ।

ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি দিনেকের রণে ॥

এত শুনি দশানন পুত্রে কৈল কোলে ।

শিরে চুম্ব দিয়া বলে সক্রমণ বোলে ॥

রাবণ বলে, বীরবাহু, থাক এইখানে ।

লঙ্কারাজ্য ভোগ কর মেঘনাদ সনে ॥

বীরবাহু বলে, পিতা, করি নিবেদন ।

মাতামহ-রাজ্যে আমি থাকিব এখন ॥

তব প্রয়োজন কালে আসিব তেথায় ।

এত বলি বীরবাহু লইল বিদায় ॥

মাতামহ-রাজ্য ছিল গন্ধর্ভলোকেতে ।

যুদ্ধের বারতা শুনি আইল লঙ্কাতে ॥

(১) তপস্ভারত তবঙ্গীসেনের সম্মুখে একদিন অতিকারের ছারামুক্তি আসিয়া বলিল, 'যেখ তবঙ্গীসেন, আনি ঐরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে।' তবঙ্গীসেন অতিকারের মহামুক্তির বিষয় অবগত হইয়া নানা দুঃখ যন্ত্রণাময় নখর বেহ বিসর্জন করিবার অভিলাষে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার অস্ত্র বাবণের নিকট উপস্থিত হয় ও বাবণের সৈন্যপত্নী প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে বিত্তীয়ের নির্দেশে রামচন্দ্র কর্তৃক নিকট ব্রহ্মাণ্ডে তবঙ্গীসেন নিহত হয়। বাস্তবিক বাস্তবাবে ইহার উল্লেখ নাই। কৃষ্ণিবাস এই অপূর্ণ বসন্তি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। (২) সূঠাম—সুদর্শন; সুন্দর। (৩) বিষ্ণু-পরায়ণ—বিষ্ণু-ভক্ত; বিষ্ণু পর (শ্রেষ্ঠ) অন্ন (আশ্রয়) দায়।

মনে জানে নররূপী দেব নারায়ণ ।
 সফল হইবে দেহ ক'রে দরশন ॥
 উদ্দেশে ত্র্যম্বক পদে নমস্কার করি ।
 হস্তীপৃষ্ঠে বীরবাহু গেল লক্ষ্মাপুরী ॥
 নিরবধি বিষ্ণু বিনা অশ্রু নাহি মন ।
 পরমধার্মিক বীর রাবণ-নন্দন ॥
 লক্ষ্মায় আসিয়া দেখে ছিন্ন-ভিন্ন সব ।
 নাহিক সে নৃত্যগীত বাজ-ভাণ্ড-রব ॥
 মহাশব্দে কলরব করিছে বানর ।
 কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর ॥
 মৃতদেহ রাশি রাশি রাক্ষস-বানরে ।
 সমুদ্রে গিয়াছে বাঁধা গাছ ও পাথরে ॥
 দক্ষ বড় বড় বর লক্ষ্মার ভিতর ।
 দেখিয়া ত বীরবাহু সন্তয়-অস্তর ॥
 কুম্ভকর্ণ-আদি বত রাক্ষস প্রচণ্ড ।
 এক ঠাই স্বক প'ড়ে আর ঠাই মুণ্ড ॥
 শকুনী গৃধিনী আর কুকুর শৃগাল ।
 মহানন্দে কলরব করে পালে-পাল ॥
 লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ ।
 ভয়ঙ্কর দেখে সব ভয়ে হৈল স্তব্দ ॥
 অস্তুরীক্বে ফিরে বীর হস্তীর উপরে ।
 তিন দ্বার ফিরে গেল পশ্চিমের দ্বারে ॥
 দেখিল আছেন বসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 জোড়হাতে বসিয়াছে খুড়া বিভীষণ ॥
 ভয়ঙ্ক বানর কত বড় বড় বীর ।
 নিরখিয়া বীরবাহু কম্পিত-শরীর ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দেখে' রাবণ-নন্দন ।
 উদ্দেশেতে (১) বন্দিলেন দৌহার চরণ ॥
 বিভীষণ খুড়াকে প্রণাম কৈল মনে ।
 প্রণমিল ভক্ত-বৃন্দ বত কপিগণে ॥

বিষ্ণু-অবতার রাম দেখিল নয়নে ।
 জানিল রাক্ষস-বংশ ধ্বংস এত দিনে ॥
 এতেক ভাবিয়া গেল পুরীর ভিতর ।
 সিংহাসন ত্যজি ভূমে ব'সে লঙ্কেশ্বর ॥
 কান্দিছে তরলী-শোকে হইয়া কাতর ।
 কুড়ি চক্ষু বারিধারা বহে নিরন্তর ॥
 দাঁড়ায়েছে পাত্ৰ-মিত্র চতুর্দিকে ঘিরে ।
 রাবণ বলে, যুঝে আর পাঠাইব কারে ॥
 বীর নাহি লঙ্কাতে, ভাণ্ডারে নাহি ধন ।
 কুম্ভকর্ণ মরিল, না মরে বিভীষণ ॥
 মারিল আপন পুত্র আপন সাক্ষাতে ।
 মজ্জালে কনক-লক্ষা নর-বানরেতে ॥
 জিনিবে বানরে নরে কে আছে এমন ।
 লঙ্কাতে আইল রাম হইয়া শমণ ॥
 কারে পাঠাইব রণে, ভাবে দশানন ।
 হেনকালে বীরবাহু বন্দিল চরণ ॥
 বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানন ।
 আলিঙ্গন ক'রে দিল রত্ন-সিংহাসন ॥
 রাবণ বলে, বীরবাহু, কর অবগতি (২) ।
 দেখিলে আপন চক্ষু লক্ষ্মার দুর্গতি ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিষু ত্রিভুবন ।
 নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥
 বীরবাহু বলে, পিতা, কহ ত সংবাদ ।
 নর-বানরের সনে কিসের বিবাদ ॥
 রাবণ বলে, শুন পুত্র, কহি যে তোমারে ।
 দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা নগরে ॥
 তার বেটা রাম লোক-মুখে শুন্তে পাই ।
 রাজ্য কেড়ে ল'য়ে দূর ক'রে দিল ভাই ॥
 দুই ভাই বনবাসী সঙ্গে ক'রে নারী ।
 পঞ্চবটা বনে ছিল হ'রে অচাধারী ॥

(১) উদ্দেশেতে—স্বয়ং করিয়া ; ধ্যানযোগে । (২) অবগতি—বোধ ; অরণ করা ।

সূৰ্গৰাশি গিয়াছিল পুষ্প-অধেষণে ।
 নাক কাণ কাটে তার অমুজ লক্ষ্মণে ॥
 আমি হ'রে আনিলাম তাহার স্তম্ভরী ।
 বানর লইয়া রাম এল লঙ্কাপুরী ॥
 কুম্ভকৰ্ণ আদি বীর পড়িয়াছে রণে ।
 কে আর যুঝিবে নর-বানরের সনে ॥
 বীরবাহু বলে, শঙ্কা না কর রাজন ।
 ইঞ্জিতে (১) মারিয়া দিব স্ত্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 এত বলি বীরবাহু ভাবে মনে মনে ।
 বিষ্ণুহস্তে ম'রে যাব বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
 বীরবাহু বলে, পিতা, তুমি জান ভালে ।
 ইন্দ্র আদি দেব কাঁপে আমারে দেখিলে ॥
 বিদায় করহ, যাব রণের স্তিতর ।
 এত বলি বীরবাহু চলিল সত্বর ॥
 নানা রত্ন দান রাজা দিল পুত্রে তার ।
 কেয়ুর নূপুর তাড় নানা অলঙ্কার ॥
 প্রতাপে প্রচণ্ড বীর, সংগ্রামে স্তম্ভরী ।
 বাপের আজ্ঞায় সাজে চল মহাবীর ॥
 হেন কালে তার মাতা দূত-মুখে শুনে ।
 দ্রুতগতি ধৈয়ে আসে পুত্র-দরশনে ॥
 কার বোলে যাহ পুত্র, করিবারে রণ ।
 বড় বড় বীর সব হইল নিধন ॥
 বীরশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী ।
 তুমি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহারি ॥
 কুম্ভকৰ্ণ হেন বীর রণে গিয়া মরে ।
 অতিক্রমে মারিয়াছে নর ও বানরে ॥
 মায়ের বচন শুনি বীরবাহু হাসে ।
 মধুর বচন কহি জননীয়ে তোবে ॥
 চরণের ধূলি লয় মাথার উপর ।
 হাসিতে হাসিতে করে মায়েরে উত্তর ॥

অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ কার্য ।
 আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য ॥
 মাতা, তুমি আশীর্বাদ কর একচিত্তে ।
 তোমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঞ্জিতে (২) ॥
 সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন ।
 রখে চড়ি যাব আমি বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 মায়েরে প্রবোধ দিয়া হস্তিহস্তে চড়ে ।
 বিদায় হইয়া বীর যুঝিবারে নড়ে ॥
 বীরবাহু রণে চলে হ'য়ে সেনাপতি ।
 হস্তী ঘোড়া বহু ঠাট চলিল সংহতি ॥
 সবার পশ্চাতে রণে সন্মাক দুর্জয় ।
 চক্ষু চাকি রথ-খান সবামধ্যে রয় ॥
 যার মুখ দেখে, সেই হয় সন্ময় ।
 সংসারে কাহারো মুখ নাহি নিরীক্ষয় ॥
 হেন মহাবীর নড়ে রণ করিবারে ।
 সন্মুখ সংগ্রামে কেবা জিনিবে তাহারে ॥
 তাহার সহিত এল কত শত বীর ।
 হস্তীপরে বীরবাহু স্তম্ভর-শরীর ॥
 মনে মনে বীরবাহু চিন্তে অমুক্ষণ ।
 কেমনে পাইব আমি রাম-দরশন ॥
 প্রথমেতে উত্তরিল বানর-গোচর ।
 মার মার শব্দ করি ধাইল বানর ॥
 সন্মলোচনেরে তবে ডাকিল তখন ।
 যুঝিতে দিলেক আজ্ঞা রাবণ-নন্দন ॥
 বীরবাহু আজ্ঞা যদি দিলেক তাহাকে ।
 যায় সন্মলোচন যে রামের সন্মুখে ॥
 চক্ষু চাকিয়াছে রথ, চক্রে চক্ষু-ঠুলি ।
 রামের আগে চলিল সন্মাক মহাবলী ॥
 যেখানেতে স্ত্রীরাম স্তম্ভরী বীরগণ ।
 সেইখানে যায় ঠুলি খুলিবারে মন ॥

(১) ইঞ্জিতে—ইস্রায়েল (এখানে) অবহেলার । (২) ইঞ্জিতে—সামান্য চেষ্টায় ।

জ্বোড় করে শ্রীরামেরে বলে বিভীষণ ।
 প্রমাদ ঘটিল বড়, রাক্ষ (১) নারায়ণ ॥
 দেখহ ভাস্কর বীর উপনীত আসি ।
 যাহারে দেখিবে সেই হবে ভাস্করাশি ॥
 চক্ষু আচ্ছাদিত রথ, দেখে বিচ্যমান ।
 ইহার ভিতরে আছে শমন-সমান ॥
 ভাস্কর ইহার নাম, বড়ই দুর্ধর (২) ।
 করিল কঠোর তপ সহস্র বৎসর ॥
 তপোবলে ব্রহ্মা যবে দিতে এল বর ।
 রাক্ষস বলিল, মোরে করহ অমর ॥
 ব্রহ্মা বলে, অশ্রু বর চাহ নিশাচর (৩) ।
 সৃষ্টিনাশ হবে তুমি হইলে অমর ॥
 নিশাচর বলে, তবে করি নিবেদন ।
 সেই ভাস্কর হবে, যার হেরিব বদন ॥
 ব্রহ্মা বলে, দিনু যাহা এল তব মুখে ।
 ঘরে গিয়া বসে থাক ঠুলি দিয়া চোখে ॥
 বর পেয়ে রাক্ষস হইল আনন্দিত ।
 সত্য মিথ্যা কেমনেতে যাইবে প্রতীত (৪) ॥
 সংহতি (৫) রাক্ষস উহার ছিল যত জন ।
 মুখ নিরখিতে ভাস্কর হইল তখন ॥
 বর পেয়ে নিশাচর হরিষ অস্তর ।
 স্ত্রী-পুত্র না রহে ওই পাপিষ্ঠ-গোচর ॥
 হেনই পাপিষ্ঠ রণে হৈল আগুয়ান ।
 উহার সংগ্রামে প্রভু, হও সাবধান ॥
 বিভীষণ-বচনে বিশ্বয় মানি মনে ।
 পুনরপি শ্রীরাম কহেন বিভীষণে ॥
 রণে ভঙ্গ নাহি দিব, যুঝিব অবশ্য ।
 আমি ভাস্কর হই কিম্বা ওই হবে ভাস্কর ॥

বিভীষণ বলে, গৌসাই, না করিহ ভয় ।
 করহ উপায় চিন্তা, মরিবে নিশ্চয় ॥
 আছয়ে মন্ত্রণা এক শুন নারায়ণ ।
 উহার সম্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পণ ॥
 যখন আসিবে বেটা মুখ দেখাবারে ।
 দর্পণে আপন মুখ পাবে দেখিবারে ॥
 দর্পণে আপন মুখ দেখি নিশাচর ।
 আপনি হইবে ভাস্কর, না করিহ ডর ॥
 হেন উপদেশ (৬) যদি কহে বিভীষণ ।
 মিত্র মিত্র বলি রাম দিলা আলিঙ্গন ॥
 শ্রীরাম বলেন, সৈন্য হও এক পাশ ।
 যাবৎ রাক্ষস ছুঁই না হয় বিনাশ ॥
 শ্রীরাম দর্পণ অস্ত্র জুড়িলা ধনুকে ।
 ছুটিয়া রামের বাণ রহিল সম্মুখে ॥
 আছিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ ।
 বাণেতে সবার মুখ হইল দর্পণ ॥

হেনকালে সেই দুই সংগ্রামে পশিল ।

রণ-মাঝে দু-চক্ষের ঠুলি খসাইল ॥
 দর্পণান্তে রঘুনাথ কৈল আচ্ছাদন ।
 যত বানরের মুখে হইল দর্পণ ॥
 দেখিল ভাস্কর বীর যাহার বদন ।
 মুখ দেখা নাহি গেল দেখিল দর্পণ ॥
 মুখ নাহি দেখিয়া কুপিল নিশাচর ।
 শ্রীরামেরে ডাকি তবে বলিছে উত্তর ॥
 রাক্ষস বলিছে, তুমি প্রাণেতে কাতর ।
 ভয় যদি কর, পলাইয়া যাহ বর ॥
 রাম বলে, রাক্ষস, কি ইচ্ছিলি মরণ ।
 এখনি পাঠাব তোরে শমন-সদন ॥

(১) রাক্ষ—রক্ষা কর । (২) দুর্ধর—অসমসাহসী । (৩) নিশাচর—রাক্ষস ; নিশাচরে (রাত্রিতে)
 বিচরণ করে বলিয়া রাক্ষসের এই নাম । (৪) প্রতীত—বিধানযোগ্য । (৫) সংহতি—সদে ।
 (৬) উপদেশ—পরামর্শ ; যুক্তি ।

রামের বচন শুনি কোপে নিশাচর ।
 রথ চালাইয়া দিল রামের গোচর ॥
 রামে দেখিবারে বীর মেলিল লোচন ।
 রাক্ষস সম্মুখে রাম ধরিল দর্পণ ॥
 দর্পণ-ভিতরে দেখি আপনার আশ্র (১) ।
 নিজ মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভঙ্গ ॥
 ভঙ্গ হ'য়ে পড়ে বেটা রথের উপরে ।
 ভঙ্গাক্ষের পতনে রাক্ষস ছুটে ডরে ॥
 ভঙ্গাক্ষ পড়িল যদি রাক্ষসের ভঙ্গ (২) ।
 রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি' বানরের রঙ্গ (৩) ॥

ভঙ্গাক্ষের মৃত্যু দেখি রাক্ষস পলায় ।
 দূর হৈতে বীরবাহু দেখিবারে পায় ॥
 কুপিত হইয়া বীর চাহে ঘনে-ঘন ।
 হাতে-ধনু কহিতেছে রাবণ-নন্দন ॥
 রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি' বানর হর্ষিত ।
 হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু চলিল হরিত ॥
 খেতবর্ণ হস্তী যেন পর্বত-প্রমাণ ।
 চূর্জয় দশন (৪) ঐরাবতের সমান ॥
 হস্তিপৃষ্ঠে নানা অস্ত্র মুষল মুদগার ।
 ঐরাবত'পরে যেন এল পুরন্দর ॥
 রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি রাবণ-নন্দন ।
 আশ্বাস-বচনে সবে কহিছে তখন ॥
 না পলাহ রাক্ষস, সংগ্রামে এস ফিরে ।
 এখনি মারিব রণে নর ও বানরে ॥
 বীরবাহু-বাক্যে যায় নিশাচরগণ ।
 পুনরপি এল রণে করিয়া তর্জন ॥
 দেখিয়া বানরগণে বীরবাহু চল ।
 হস্তী চালাইয়া বীর দিল রণস্থলে ॥

বীরবাহু বলে, বানর, দণ্ড হই থাক ।
 বানর-কটকে রণে দেখাব বিপাক (৫) ॥
 চালাইয়া দিল হস্তী সংগ্রাম-ভিতর ।
 দেখিয়া রুঘিল রণে যতেক বানর ॥
 কোপেতে অস্ত্র বীর বালির নন্দন ।
 ঘোর সিংহনাদ করি করিছে তর্জন ॥
 রুঘিল রাজার বেটা, কার সাধ্য থাকে ।
 কপিগণ সংগ্রামে চলিল একে একে ॥
 নল, নীল, কুমুদ, সম্পাতি আদি করি ।
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী ॥
 গয় গবাক্ষ শরভাদি দ্বিবিদ বানর ।
 দীর্ঘাকার পর্বত-প্রমাণ কলেবর ॥
 স্ত্রীবেবর সৈন্য নড়ে দেখিতে অপার (৬) ।
 বিংশতি বানরে অস্ত্রদের আশ্র (৭) ॥
 আশ্রমে অস্ত্রদের হৈল আগমন ।
 রাক্ষসের সনে যায় করিবারে রণ ॥
 দশ যোজন পর্বত সে নিলেক উপাড়ি ।
 রাক্ষস উপরে ফেলে অতি তাড়াতাড়ি ॥
 সন্ধান (৮) পুরিয়া বীরবাহু জোড়ে বাণ ।
 পর্বত কাটিয়া বীর করে খানখান ॥
 পাঁচ বাণ হানিলেক অস্ত্রদের বৃকে ।
 পড়িল অস্ত্র বীর, রক্ত উঠে মুখে ॥

রাজপুত্র রণে পড়ে দেখে' হনুমান ।
 শালগাছ উপাড়িল দিয়া এক টান ॥
 হস্তীর মাথাতে মারে চুহাতিয়া বাড়ি ।
 হস্তীর মাথায় ঠেকে বৃক্ষ হৈল গুড়ি ॥
 বৃক্ষ গোটা ব্যর্থ গেল, কোপে হনুমান ।
 আর বৃক্ষ উপাড়িল দিয়া এক টান ॥

(১) আশ্র—মুখ । (২) ভঙ্গ—এখানে বণভঙ্গ ; বুদ্ধকেন্দ্র হইতে পলায়ন । (৩) রঙ্গ—আমোহ ।
 (৪) চূর্জয় দশন—ভয়ানক দাঁত । (৫) বিপাক—কর্মফল অথবা চূর্ণিত ; বিভ্রম । (৬) অপার
 —অসীম । (৭) আশ্রম—অগ্র গমন । (৮) সন্ধান—ধনুকে বাণ বোঝনা ।

আর এক বৃক্ষ আত্মন পঞ্চাশ যোজন ।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকৈ রবির কিরণ ॥
এড়িলেক বৃক্ষ গোটা ধরি-বাহু-বলে ।
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষ গোটা চলে ॥
হস্তীর মাথায় বৃক্ষ গুঁড়া হ'য়ে যায় ।
করিয়া দারুণ হস্তী ক্রোধভরে ধায় ॥
ক্রোধভরে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ ।
বাণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হনুমান্ ॥

শরাঘাতে হনুমান্ অচেতন হৈল ।
নল নীল কুমুদ রণেতে প্রবেশিল ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুবেশ কেশরী ।
নয় বীর যুঝিবারে এল আগুসরি ॥
নয় বীর দেখি তবে এড়ে নয় শর ।
বিক্রিয়া বানরগণে করিল জর্জর ॥
দশ দশ বাণে প্রতি বানরেরে বিদ্রেক ।
বিক্রিল বানরগণে বসি গজস্বক্রে ॥
গয় গবাক্ষ শরভাদি ও গন্ধমাদন ।
বাণে অচেতন হৈয়ে পড়ে পঞ্চ জন ॥
বানর-কটক বিদ্রেক করি খান খান ।
পলায় বানরগণ লইয়া পরাণ ॥

ধাইয়া বানর কহে স্ত্রীরামের ঠাই ।
বীরবাহু-বাণে প্রভু, কারো রক্ষা নাই ॥
কালান্তক যম যেন এসে করে রণ ।
পড়িয়াছে হনুমান্ আদি কপিগণ ॥
কুন্তকর্ণ-হাতে সবে পেয়েছে নিস্তার ।
আজিকার রণে হয় সবার সংহার ॥
এতেক রণের কথা শুনি দাশরথি (১) ।
চলিলেন রঘুনাথ লক্ষ্মণ সংহতি ॥
চলিল রামের পাছে স্ত্রীবিভীষণ ।
বৃক্ষ পাথর হাতে করি ধায় কপিগণ ॥

হস্তীর স্বক্বেতে থাকি করিছে সংগ্রাম ।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম ॥
স্ত্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
কোন্ বীর আসিয়াছে হস্তি-আরোহণ (২) ॥
ঐরাবত সম গজ অতি ভয়ঙ্কর ।
নানা অস্ত্র তুলিয়াছে গজের উপর ॥
প্রচণ্ড ধনুক বাণ, খরতর জাঠা ।
পুরন্দর সম গজ-স্বক্বে এল কেটা ॥

বিভীষণ বলে, রাম, কর অবধান ।
বীরবাহু নাম ধরে রাবণ-সন্তান ॥
চিত্রাঙ্গদা নামে এক গন্ধর্ব্ব-কুমারী ।
যুদ্ধ জিনে রাবণ আনিল তারে হরি ॥
তাহার গর্ভেতে জন্ম, সুন্দর সূঠাম ।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত বীরবাহু নাম ॥
চিত্রাঙ্গদা মাতা, রাবণ উহার বাপ ।
নাম ধরে বীরবাহু দুর্জয় প্রতাপ ॥
করিল তপস্যা বীর কঠোর বিস্তর ।
তপের কারণ ব্রহ্মা দিতে এল বর ॥
ব্রহ্মা বলে, হবে তোর সংগ্রামে বিজয় ।
দিলে এক হস্তী ঐরাবতের তনয় ॥
গজরাজ দিয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন ।
এ গজের জীবনেতে তোমার জীবন ॥
বীরবাহু শুনি তবে ব্রহ্মার বচন ।
ভক্তিতে করিলেক এই নিবেদন ॥
মরণ অবশ্য হবে সন্দেহ যে নাই ।
যুদ্ধ করে ম'রে যেন নারায়ণ পাই ॥
ব্রহ্মা বলে, নররূপী হবে নারায়ণ ।
ইচ্ছাস্থখে তাঁর হাতে লাভিবে মরণ ॥
সেই বীরবাহু এই দুর্জয়-শরীর ।
বীরবাহু-ভেজে রণে কেহ নহে স্থির ॥

(১) দাশরথি—রামচন্দ্র । (২) হস্তি-আরোহণ—হস্তিগৃহে চড়িয়া ।

বীরবাহু জ্বিনিলে রাবণ রাজা জ্বিনি ।
 সমুদ্র তরিলে যেন গোপ্পদের পানি ॥
 বীরবাহু ইস্ত্র জিৎ বীর নাহি আর ।
 ইহারা মরিলে হবে রাবণ সংহার ॥
 শ্রীরাম বলেন, মিত্র, ভরসা তোমার ।
 তব উপদেশে হৈল সকলে সংহার ॥
 রাম বিভীষণে এই কথোপকথন ।
 ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণ-নন্দন ॥
 বীরবাহু বলে, শুন শ্রীরাম-লক্ষণ ।
 আমা সনে তোমরা যুঝিবে কোন্ জন ॥
 রাম বলে, তোমাতে আমাতে আজি রণ ।
 আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন ॥
 বানর-কটক সব হও একভিত ।
 দু'জনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত (১) ॥
 এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর ।
 মাথায় টোপের বীর হাতে ধনুঃশর ॥
 গজক্কে থাকি বীর নেহালে শ্রীরাম ।
 কপটে (২) মনুষ্য-দেহ দুর্বা-দল-শ্যাম ॥
 চাঁচর চিকুর তাঁর চৌরস কপাল ।
 প্রসন্ন-শরীর (৩) বীর পরম-দয়াল ॥
 ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর ।
 ভুবন-মোহন রূপ শ্যামল সুন্দর ॥
 রামের হাতের ধনু বিচিত্র-গঠন ।
 সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ ॥
 নারায়ণ-রূপ দেখে' রাবণ-কুমার ।
 নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু-অবতার ॥
 হাতের ধনুক-খান ভূমিতে ফেলায়ে ।
 গজ হতে নামি কহে বিনয় করিয়ে ॥

ধরনী লোটায়ে রহে জুড়ি চুই কর ।
 অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর ॥
 প্রণমামি (৪) রামচন্দ্র সংসারের সার ।
 সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু-অবতার ॥
 আদি ও অনাদি তুমি পুরুষ-প্রধান ।
 নাশিতে অজ্ঞেয় অগ্নি শমন-সমান ॥
 পুরুষ প্রকৃতি তুমি, তুমি চরাচর ।
 তোমার একাংশ ত্রজা বিষ্ণু মহেশ্বর ॥
 অনাথের নাথ তুমি সংসার-তারণ ।
 সুরাসুর তুমি সৃষ্টি-সংহার-কারণ ॥
 বহু স্তুতি করি বলে রাবণ-নন্দন ।
 অমুক্ণ জপে ধ্যানে দেব ত্রিলোচন ॥
 সাম ঋক্ যজু ও অথর্ক্য তোমা হৈতে ।
 অসীম মহিমা গুণ নারি সীমা দিতে ॥
 হেন পাদপদ্ম দেখিলাম অনায়াসে ।
 পরিপূর্ণ হইল আমার অভিলাষে ॥
 তব পাদপদ্মে যেবা নাহি মাগে বর ।
 বৃথায় জীবন তার অবনী-ভিতর ॥
 আপনি ক'রেছ আজ্ঞা, না হয় খণ্ডন ।
 ও পদ-স্মরণে হয় পাপ-বিমোচন ॥
 এ ভব-সংসার দেখি অকুল পাথার ।
 রাম-নাম তরঙ্গী করিয়ে হব পার ॥
 তুমি নারায়ণ ধর্ম্য ত্রজা-সনাতন ।
 রাক্ষস-বিনাশকারী ভুবন-মোহন ॥
 উৎপত্তি প্রলয় তুমি চিন্তনীয় ধন ।
 তোমারে চিনিতে প্রভু, পারে কোন্ জন ॥
 অধম রাক্ষস আমি, বড়ই পাপিষ্ঠ ।
 এ চুঃখে তারিতে প্রভু, তুমি মহা-ইষ্ট (৫) ॥

(১) 'প্রমিত—বীতি, প্রথা । (২) কপটে—ছলনার ; লীলা প্রকাশার্থ । (৩) প্রসন্ন-শরীর—পবিত্র-দেহ ।
 (৪) প্রণমামি—প্রণাম করি । (৫) মহা ইষ্ট—সাধনার ধন মঙ্গলময় উপবাস ।

চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার ।
 বৈষ্ণব-অস্ত্রেতে মোরে কর হে সংহার ॥
 এতক বলিল যদি রাবণ-নন্দন ।
 রণ ত্যজি রঘুনাথ বসিলা তখন ॥
 রাম বলে, দেখিলাম তব ব্যবহার ।
 তোমা বধ করা নহে উচিত আমার ॥
 বাউক জ্ঞানকী, মোর রাজ্য যাক ব'য়ে ।
 পুনঃ বনে যাই আমি তোরে লঙ্কাদিয়ে ॥
 বীরবাহু বলে, যে গোসাই পরিহার (১) ।
 তুমি যারে দয়া কর লঙ্কা তার ছার ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রভু তোমার শরীরে ।
 ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরী দিয়া ভাঙিবে (২) আমারে ॥
 লঙ্কা দিয়া রঘুনাথ ভাঙিতে (৩) আমারে ।
 না পারিবে কদাচন এই ছুরাচারে ॥
 এতক বলিয়া তবে রাবণ-নন্দন ।
 মনে মনে চিন্তা করে আপন মরণ ॥
 তুমি না মারিলে মোর না হবে উদ্ধার ।
 দয়া ক'রে করহ আমার প্রতিকার (৪) ॥
 রণ ক'রে পড়ি যদি প্রভু, তব বাণে ।
 বিষ্ণু-দূতে ল'য়ে যাবে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥
 যাহা লাগি মুনি ঋষি নানা তীর্থে ফিরে ।
 যাহা লাগি সাধু জন নানা যজ্ঞ করে ॥
 অনায়াসে পাব আমি হেন গুণনিধি ।
 বিনা জাতি-ব্যবহারে নহে কার্যসিদ্ধি ॥
 এতক ভাবিয়া মনে রাবণ-কুমার ।
 এক লাক দিয়া উঠে গজে আপনার ॥

প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে ।
 দৃঢ়মুষ্টি অস্ত্র ল'য়ে বিদে রঘুবীরে ॥
 হেদে রে তপস্বী বেটা ভণ্ড কনচারী ।
 মরণ এড়াতে চাহ ক'রে ভারিভুরি ॥
 কালসর্প সম অস্ত্র দেখেহ সর্ব্বথা ।
 লব শোধ যত দুঃখ পায় মম পিতা ॥
 মম ইষ্টদেবে আমি করেছি স্তবন ।
 তুমি মনে করেছ আপনি নারায়ণ ॥
 বীরবাহু বৈল যদি ছুরক্ষর বাণী ।
 ক্রোধেতে হইলা রাম জলন্ত আগুনি ॥
 সবগুণে তমোগুণ বড়ই বিষম (৫) ।
 ক্রোধেতে হইলা রাম কালাস্তক যম ॥
 মার মার বলি রাম জুড়িলেন বাণ ।
 হাসিয়া (৬) ধনুক ধরে রাবণ-সস্তান ॥
 দুই জনে লাগিল বাণের হানাহানি ।
 উঠিল আকাশে বাণ শব্দ ঠনঠনি ॥
 বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল আগুনি ।
 স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে অসম্ভব গণি ॥
 দূরে থাকি দেখে কপি উভয়ের রণ ।
 বাণের বিষম শব্দ উঠিল গগন ॥
 দুই জনে কাটাকাটি হৈল বাণে বাণে ।
 দুজনার উপরেতে দুই জনে হানে ॥
 অগ্নিবাণ বীরবাহু জুড়িল ধনুকে ।
 বজ্রসম আসে বাণ রামের সম্মুখে ॥
 অগ্নিবাণে করে বীর অগ্নি-অবতার ।
 বরুণ বাণেতে রাম করেন সংহার ॥

(১) পরিহার—প্রার্থনা । (২) ভাঙিবে—প্রতারণা করিবে । (৩) ভাঙিতে—প্রতারণা করিতে ।
 (৪) প্রতিকার—উপায় । (৫) সবগুণে তমোগুণ বড়ই বিষম—যাঁর স্বভবে সত্য, সত্য, বিনয়, ধর্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি পবিত্র তাব সকল সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে তাঁহাব স্বভবে যদি কোনো বিশেষ কারণে ক্রোধ, অহংকার, জিগীষা প্রভৃতির স্কার হয় তবে তিনি অতি-ভীষণ হইয়া থাকেন । (৬) হাসিয়া—স্বীয় অস্ত্রবল মনে করিয়া ; অথবা আত্ম অতীষ্ট দেবতা নবরুপী নারায়ণের হাতে মৃত্যুলাভ করিয়া মুক্তি লাভের আনন্দে ।

মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশবাণ ।
 শ্রীরামের বৃকে ফুটে বজ্রের সমান ॥
 শরাঘাতে শোণিতে ভাসিলা রঘুনাথে ।
 যেন সূর্য্যপাত হ'য়ে পড়িল ভূমিতে ॥
 পড়িলেন রামচন্দ্র, সর্বজন দেখে ।
 মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে ॥
 ব্যথা সম্বরিয়া রাম জুড়িলেন বাণ ।
 বীরবাহুর কাটিতে চাহেন ধমুখান ॥
 তীক্ষ্ণ বাণ মারে রাম ধমুক কাটিতে ।
 ধমুকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে একভিতে ॥
 বীরবাহু বলে, অবধান রঘুনাথ ।
 আমার ধমুকে মিথ্যা করিছ আঘাত ॥
 ধমুক কাটিতে না পারিবে কদাচন ।
 বীরবাহু কহিতেছে করি আফালন (১) ॥
 অক্ষয় ধমুক আমি করিয়াছি হাতে ।
 ত্রিভুবনে কার সাধ্য, কে পারে কাটিতে ॥
 ধমু কাটা নাহি গেল, শ্রীরাম লজ্জিত ।
 অর্জুচন্দ্র বাণ রাম জুড়েন করিত ।
 এড়িলেন বাণ রাম তারা যেন ছুটে ।
 সেই বাণে বীরবাহুর ধমুর্বাণ টুটে ॥
 ধমুর্বাণ গেল, বীরবাহুর উল্লাস (২) ।
 এতদিনে বুঝিলাম পূর্ণ হৈল আশ ॥
 মনে জানিলাম, আজি নাহি অব্যাহতি ।
 শ্রীরামের বাণে প'ড়ে পাইব নিষ্কৃতি ॥
 একমনে বীরবাহু করিছে স্তবন ।
 ধমুর্বাণ কাটা গেল অবশ্য মরণ ॥
 ধমু কাটা গেল, বীর আর ধমু লয় ।
 শরজাল বাণ এড়ে রাবণ-জনয় ॥

বাণে আচ্ছাদিল রঘুনাথের উপর ।
 বাণ খেয়ে রঘুনাথ হইলা ফাঁকর ॥
 মনে মনে রঘুনাথ করি অনুমান ।
 ঐষিক বাণেতে রাম করেন সন্ধান ॥
 শ্রীরাম ঐষিক বাণ বসাইলা চাপে ।
 রাক্ষসের বাণ কাটিলেন বীর-দাপে ॥
 শ্রীরাম কাটেন বাণ, মনের কোতুকে ।
 দাণ্ডায়ে বানরগণ দূর হৈতে দেখে ॥
 রাম বলে, বীরবাহু, তুমি বড় বীর ।
 তব বাণে মম সৈন্য না হয় স্থির ॥
 বীরবাহু বলে, রাম, ক্ষণেক থাকহ ।
 যত দুঃখ দিলে তার প্রতিফল লহ ॥

রাক্ষসের বাক্য শুনি কুপিয়া লক্ষ্মণ ।
 রাক্ষস উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 লক্ষ্মণের বাণে বীরবাহু ক্রোধান্বিত ।
 এড়িল দুর্জয় বাণ, অগ্নি প্রজ্বলিত ॥
 চলিল লক্ষ্মণ-বাণ তারা যেন ছুটে ।
 এক বাণে রাক্ষসের অগ্নি বাণ কাটে ॥
 পঞ্চবাণ লক্ষ্মণ যে জুড়িলা ধমুকে ।
 সন্ধান পুরিয়া মারে বীরবাহু বৃকে ॥
 বাণাঘাতে বীরবাহু হইল কম্পিত ।
 লক্ষ্মণ উপরে মারে বাণ আচম্বিত ॥
 অষ্টবাণ বীরবাহু জুড়িল ধমুকে ।
 সন্ধান পুরিয়া মারে লক্ষ্মণের বৃকে ॥
 বীরবাহুর বাণ লক্ষ্মণের ফুটে বৃকে ।
 ঘুরিয়া পড়িল বীর রক্ত উঠে মুখে ॥
 কতক্ষণে লক্ষ্মণ হইল সচেতন ।
 পুনরপি দুই জনে হৈল মহারণ ॥

(১) আফালন—আস্বস্ত্যমতা ও বীর গুণ-পরিমার পরিত-বাক্যে কীর্তন করা। আশ্রয়ার্থ
 করা। (২) মহামুক্তি লাভের জন্য উল্লাস।

লক্ষ্মণে মারিতে বীরবাহু করে মতি ।
 বায়ুবেগে হস্তী চালাইল শীঘ্রগতি ॥
 আইসে দুর্জয় হস্তী স্বরিত্ত-গমন ।
 লক্ষ্মণে মারিল জাঠা রাবণ-নন্দন ॥
 অতিবেগে এড়ে জাঠা, চলে শীঘ্রগতি ।
 দেখিয়া চিন্তিত বড় হৈলা দাশরথি ॥
 জাঠার উদ্দেশে রাম এড়িলেন বাণ ।
 তিন বাণে জাঠারে করিলা খান খান ॥
 জাঠারে কাটিয়া রাম রাখিলা লক্ষ্মণ ।
 ডাক দিয়া বলে তবে রাবণ-নন্দন ॥
 সাক্ষী হও জাম্ববান্, খুড়া বিভীষণ ।
 সাক্ষী হও কপি-বৃন্দ, পবন-নন্দন ॥
 ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এই যুদ্ধে আছে পণ ।
 যার সঙ্গে যুদ্ধ করে, মারে সেই জন ॥
 আমি জাঠা মারিলাম লক্ষ্মণ-উপরে ।
 তুমি কেন সে জাঠা কাটিলে অবিচারে ॥
 একের সঙ্গেতে যুদ্ধে অশ্বে দেয় হানা ।
 ধর্মশাস্ত্রে তারে নাহি বলে বীরপণা ॥

শ্রীরাম বলেন, শুন রাবণ-নন্দন ।
 লক্ষ্মণে আমাতে ভিন্ন বলে কোন্ জন ॥
 বীরবাহু বলে, রাম, আমি তাহা জানি ।
 ব্রহ্মাণ্ডে তোমাতে ভিন্ন আছে কোন্ প্রাণী(১) ॥
 বীরবাহু-বাক্য শুনি লজ্জিত শ্রীরাম ।
 পুনরপি দুই জনে বাধিল সংগ্রাম ॥
 গগন ছাইয়া দৌছে বাণ বরিষণ ।
 বাণে বাণে কাটাকাটি উঠে ছত্ৰাশন ॥
 দশ বাণ রঘুনাথ জুড়িলা ধমুকে ।
 বজ্রসম বাজে বাণ বীরবাহু-বুকে ॥

বুকে বাণ বাজে, রক্ত উঠে অনিবার ।
 অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে রাবণ-কুমার ॥
 রক্ত-ধারে বীরবাহুর ভাসে কলেবর ।
 গড়াগড়ি দেয় বীর গজের উপর ॥
 বীরবাহু ল'য়ে গজ উঠিল গগন ।
 জোড়হাতে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, করি নিবেদন ।
 ব্রহ্ম-অস্ত্র মেরে উহার বধহ জীবন ॥
 রাম বলে, এ বেটা রাক্ষস মহাবীর ।
 ধর্ম্মেতে ধান্মিক বড় সুবুদ্ধি সুধীর ॥
 করিয়া অশ্রায় যুদ্ধ না মারি উহারে ।
 মারিব ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে বীরবাহু বীরে ॥
 কতক্ষণে রাক্ষস হইল সচেতন ।
 হরিষ হইয়া বীর কহিছে তখন ॥
 আরবার এস দেখি রণের ভিতর ।
 জানিলাম বীর বট তুমি রঘুবর ॥

এত বলি ধমুক ধরিল বাম করে ।
 দেখিয়া রুষিল তবে সুগ্রীব-বানরে ॥
 সুগ্রীব বলেন, শুন জগৎ-গৌসাই ।
 শুনিয়াছি হস্তিসঙ্গে ইহার প্রমাই (২) ॥
 হস্তী মৈলে বীরবাহু মরিবে নিশ্চয় ।
 হস্তীরে মারিয়া কর রাক্ষসের ক্ষয় ॥
 এত বলি সুগ্রীব পবন-গতি ধায় ।
 দূরে থাকি পাথর সে দেখিবারে পায় ॥
 দশ যোজন পাথর তুলিয়া লয় হাতে ।
 দানবে রুষিল যেন দেব জগন্নাথে ॥
 বীর-দর্প করি বীর ছানিল পাথর ।
 দস্ত দিয়া পাথর ধরিল গজবর ॥

(১) অর্জুন বিশ্বরূপ বর্ণন করিয়া ভগবান্কেও এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—পঞ্চামি দেবাস্ত ব দেব দেহে
 সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসম্বান্—শ্রীভা । (২) প্রমাই—পরমায়ু ।

খান খান করিলেক দস্তুর তাড়নে ।
 শালগাছ স্ত্রীঘ্ন উপাড়ে এক টানে ॥
 দুর্জয় সে শালবৃক্ষ বিশেষতি যোজন ।
 বৃক্ষের ছায়াতে টাকে সূর্য্যের কিরণ ॥
 অব্যর্থ পাথর গেল, স্ত্রীঘ্ন লজ্জিত ।
 হানিলেক শালগাছ হইয়া কুপিত ॥
 গজের মাথায় মারে ছুহাতিয়া বাড়ি ।
 হস্তীর মাথায় গাছ হ'য়ে গেল গুঁড়ি ॥
 শুণ্ডে জড়াইয়া হস্তী স্ত্রীঘ্নেবেরে ধরে ।
 আছাড় মারিয়া তার অস্থি চূর্ণ করে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়কড় ।
 দেখিয়া বানরগণ উঠে দিল রড় ॥
 মুখে রক্ত উঠে রাজার বলকে বলকে ।
 স্ত্রীঘ্ন মরিল বলি কপিগণ দেখে ॥

অনেক যতনে রাজা পাইল চেতন ।
 রামেরে ডাকিয়া বলে রাবণ-নন্দন ॥
 এক জন উপরেতে দুই জন রোষে ।
 ধর্ম নাহি সহে তাহা, মরে নিজ দোষে ॥
 তুমি আমি যুক্ত করিতেছি দুই জনা ।
 বানরা আসিয়া কেন মাঝে দিল হানা ॥
 বনপশু, যুদ্ধে কিন্তু আশ্রা (১) দেখি বাড়া ।
 সেই পাপে হস্তীতে আছাড়ি করে গুঁড়া ॥

বীরবাহু-বাক্যেতে লজ্জিত রঘুবর ।
 ঈষৎ হাসিয়া রাম করেন উত্তর ॥
 বনেতে লক্ষ্মণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী ।
 সূর্পগণা রাঁড়ী গেল বর বাছা করি (২) ॥
 সেই দোষে নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ ।
 বিধবার কর্ম ভাল করিল পালন ॥

তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা ।
 চৌদ্দ হাজার নারী তার, বিভা কৈল ক'টা(৩) ॥
 পরম পাতকী বেটা লঙ্কা-অধিকারী ।
 জন্মাবধি চুরি ক'রে আনে পর-নারী ॥
 জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিপতি ।
 তার বধু হরিয়া আনিল পাপমতি (৪) ॥
 ব্রহ্ম-অংশে জন্ম দেখ যত নিশাচর ।
 খাইয়া মানুষ পশু পুরয়ে উদর ॥
 এত দিনে লঙ্কাপুরী পাপে হৈল পূর্ণ ।
 পাঠাইব যমালয়ে, হবে দর্প চূর্ণ ॥

এতক বলিয়া রাম পুরয়ে সঙ্কান ।
 মারিলা রাক্ষস-গণে শত শত বাণ ॥
 সারিয়া (৫) রামের বাণ বীরবাহু বীর ।
 শত শত বাণে বিদ্ধে রামের শরীর ।
 বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুই জন ।
 অগ্নিময় বাণ মারে রাবণ-নন্দন ॥
 বাণের মুখেতে অগ্নি পর্ব্বত-প্রমাণ ।
 বীরবাহু-বাণে রাম হইলা অজ্ঞান ॥
 সম্মুখ যুদ্ধেতে রাম হইলা মুচ্ছিত ।
 দেখিয়া বানর-গণ হইল চিস্তিত ॥

শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস বিভীষণ ।
 স্ত্রীরামের ধনুর্বাণ ল'য়ে করে রণ ॥
 পঞ্চবাণ বিভীষণ জুড়িল ধনুকে ।
 সঙ্কান পুরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে ॥
 বাণের উপরে বাণ এড়ে বিভীষণ ।
 ফাঁকর হইল ডরে রাবণ-নন্দন ॥
 বাণে ভীত বীরবাহু চাহে চারিভিতে ।
 রাম-মুর্ছা, কেবা বাণ মারে আচম্বিতে ॥

(১) আশ্রা—সাহস, আশ্রয় । (২) বর বাছা করি—স্বামী লাভের ইচ্ছায় । (৩) বিভা কৈল ক'টা—অধিকাংশই তাহার চুরি করিয়া আনা । (৪) ৩৪২ পৃষ্ঠার পাঠটাকা সঠিক । (৫) সারিয়া—সংবরণ করিয়া ।

হেনকালে দেখে বীর খুড়া বিভীষণ ।
 বীরবাহু বলে, খুড়া, সার্থক জীবন ॥
 বংশচূড়ামণি তুমি আছ একজন ।
 দেব-দ্বিজ গুরু-ভক্ত, বুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
 কুলে একজন হৈলে বিষ্ণুতে ভক্তি ।
 সকল পুরুষ তার পায় দিব্য গতি ॥
 পরম-পুরুষ রাম ব্রহ্ম-সনাতন (১) ।
 সকল ত্যজিলা তুমি রামের কারণ ॥
 তোমার চরণে খুড়া করি দণ্ডবৎ (২) ।
 আশীর্ব্বাদ কর, যেন পূরে মনোরথ ॥
 বিভীষণ বলে' বাছা, তুমি ভাগ্যবান ।
 তোমার চরিত্র বাছা, না হয় বাধান ॥
 এইরূপে দুই জনে কথোপকথন ।
 হেনকালে রঘুনাথ পাইলা চেতন ॥
 পুনরপি সংগ্রাম বাজিল দুই জনে ।
 বাণে বাণে কাটাকাটি, উঠিল গগনে ॥
 দুই জনে বাণ মারে, যার যত শিলা ।
 প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি লেখাজোথা ॥
 অমর্ত্য সমর্থ বাণ বাণ মহাবল ।
 বিষ্ণুজাল অগ্নিজাল বাণ কালানল ॥
 বজ্রমুখ উল্লামুখ অতি খরশাণ ।
 গ্রহাদি নক্ষত্র রুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় বাণ ॥
 শিলীমুখ সূচীমুখ ঘোর দরশন ।
 সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন ॥
 রিপুহস্তা বিশ্বহস্তা বিপক্ষসংহার ।
 চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার ॥
 কালদণ্ড যমদণ্ড বাণ কর্ণিকার ।
 ইস্রজাল ব্রহ্মজাল বাণ শতধার ॥

গরুড় অসুর বাণ হংসমুখ বাণ ।
 ধূম্রমুখ কৃষ্ণমুখ শমন-সমান ॥
 নীল হরিৎ লাল বাণ বিকট-দশন ।
 বিলাপ প্রলাপ বাণ মহা-পদ্মাসন ॥
 ভয়ঙ্কর দুষ্কর কামিনী-মনোহর ।
 পাশুপত হয়গ্রীব দেখিতে সুন্দর ॥
 কুবের পবন-অস্ত্র অতি খরশাণ ।
 নবঘন উল্কা-বাণ কে করে বাধান ॥
 শোষক অশোক বাণ অঙ্গ যে বিভঙ্গ ।
 ত্রিশূল অক্ষুশ বাণ বিহ্বল মাতঙ্গ ॥
 বিকট সঙ্কট বাণ সার্থক পথিক ।
 মাল্যবান্ হীরাবস্ত শারঙ্গ ঐবিক ॥
 গজাঙ্কুশ শিলাচূর্ণ গভীর গরজে ।
 যাইতে বাণের মুখে জয়বঁটা বাজে ॥
 এত বাণ দুই জনে করে অবতার ।
 সব লঙ্কাপুরী হৈল বাণে অন্ধকার ॥
 জ্বিনিতে না পারে কেহ সমান দুজন ।
 দুই জনে মহায়ুদ্ধ না যায় লিখন ॥
 ব্রহ্মার নিকটে পেয়েছিল পূর্বে বাণ ।
 সেই বাণে বীরবাহু পুরিল সন্ধান ॥
 মন্ত্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ঙ্কর ।
 মহাতেজে আসে বাণ রামের উপর ॥
 বিপরীত ব্রহ্ম-অস্ত্র দেখিয়া সম্মুখে ।
 ভীক্ অস্ত্র রঘুনাথ জুড়িলা ধনুকে ॥
 স্ত্রীরামের বাণ ব্যর্থ রাক্ষসের শরে ।
 দেখিয়া যে রঘুনাথ ভাবিলা অন্তরে ॥
 রাক্ষসের বাণের মুখেতে অগ্নি জলে ।
 দেখিয়া ত পুরন্দর পবনেরে বলে ॥

(১) ব্রহ্ম-সনাতন—যিনি স্বীয় তেজঃ বা জ্যোতিষাবা অন্ধকারাবৃত বিশ্বজল উজ্জল করিয়া স্বাবয়ব অক্ষয়ক বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়া আছেন এমন চৈতন্যময় নিত্য পুরুষ । (২) দণ্ডবৎ—প্রণাম ; হস্তের স্পর্শ পতিত হইয়া প্রণাম ।

শরভঙ্গ-মুনি স্থানে পাইলা যে শর ।
 সেই বাণ রাক্ষসেরে মার রঘুবর ॥
 এত যদি পুরন্দর কহে পবনেরে ।
 পবন গোপনে গিয়া কন রঘুবরে ॥
 যে বাণ পাইলে রাম শরভঙ্গ-স্থানে ।
 বীরবাহুর ব্রহ্ম-অস্ত্র কাট সেই বাণে ॥
 এত বলি পবন পলায় উভরড়ে ।
 সেই বাণ তখন রামের মনে পড়ে ॥
 তুণ হৈতে সেই অস্ত্র লয়ে শীঘ্রগতি ।
 মস্ত পড়ি ধনুকে জুড়িল রঘুপতি ॥
 আকর্ণ পুরিয়া বাণ জুড়িলা ধনুকে ।
 ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্বলিত হৈল অস্ত্র-মুখে ॥
 কোপে কম্পমান ছাড়ে বাণ দাশরথি ।
 বাণের প্রতাপে ঘন কাঁপে বসুমতী ॥
 শ্রীরাম এড়িল বাণ বায়ু-বেগে চলে ।
 রাক্ষসের ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটে অবহেলে ॥
 পুনঃ শ্রীরামের বাণ গঞ্জিয়া উঠিল ।
 কাটিয়া গজেন্দ্র-মুণ্ড ভূতলে পড়িল ॥
 গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
 পর্বত পড়িল যেন ধরণী-উপর ॥
 এক ঠাই স্বক পড়ে, মুণ্ড আর ভিতে ।
 লাফ দিয়া বীরবাহু দাণ্ডায় ভূমিতে ॥
 কোপ-মনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চ বাণ ।
 বীরবাহুর ধনুক করেন খান খান ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্রে ধনুক কাটেন রঘুনাথ ।
 কহিতেছে বীরবাহু করি জোড়-হাত ॥
 জানিলাম রাম, তুমি বিষ্ণু-অবতার ।
 অগতির গতি তুমি সংসারের সার ॥
 শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন ।
 বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোর করছে নিধন ॥

বীরবাহু কহিলেক করুণ বচন ।
 মনে বিষাদিত হৈলা কমল-লোচন ॥
 বীরবাহু না মরিলে, না মরে রাবণ ।
 এতেক ভাবিয়া রাম বিষন্ন-বদন ॥
 দুর্জয় বৈষ্ণব অস্ত্র ধনুকেতে জুড়ি ।
 আকর্ণ পুরিয়া গুণ বাণ দেন ছাড়ি ॥
 মহাবেগে যায় অস্ত্র, শব্দ বিপর্যয় ।
 দেব-দানব-পঙ্কজ-লোকে লাগে ভয় ॥
 চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র বিষ্ণু-অবতার ।
 রামের বাণেতে দীপ্ত হইল সংসার ॥
 অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ কি কহিব কথা ।
 মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুর মাথা ॥
 ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড “রাম রাম” বলে ।
 বিভীষণ দিল মুণ্ড রামপদ-তলে ॥
 বিষ্ণু-অস্ত্রে পড়ি বীরবাহু মুক্ত হয় ।
 রামের চরণে লাগে হয়ে জ্যোতির্শয় (১) ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনুমান্ বিভীষণ ।
 চারি জন দেখিল, না দেখে অশ্রু জন ॥
 রণ জিনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে কোলাকুলি ।
 উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি “রাম-জয়” বলি ॥
 বানর-কটক বলে, করিলা নিস্তার ।
 আর যত বীর আসে মো-সবার ভার ॥
 হাসিয়া চাহেন রাম বিভীষণ পানে ।
 এই মত বীর আর আছে কত জনে ॥
 বিভীষণ বলে, প্রভু, বীর নাহি আর ।
 রাবণ ও ইস্রাজিৎ রাবণ-কুমার ॥
 কৃষ্ণিবাস-পণ্ডিতের মধুর ভারতী (২) ।
 লক্ষ্মী কাণ্ডে পড়ে বীর যোদ্ধা-পতি ॥

(১) জ্যোতির্শয়— উজ্জল ; দাপ্তিকালী । (২) ভারতী—কথা ।

ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধ-বাণী ।
 ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ গোচর ।
 বীরবাহু পড়ে, বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
 শোকের উপরে শোক হইল তখন ।
 সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
 চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর ।
 লঙ্কাতে হঠল কাল নর ও বানর ॥
 কুম্ভকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর ।
 নর-বানরের রণে ত্যজিল শরীর ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালে জিনিষু ত্রিভুবন ।
 নর বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥
 একে একে পাঠাইলু যত যত বীরে ।
 সংগ্রামেতে গেল, আর না আসিল ফিরে ॥
 মকরাস্ক অতিকায় বীর অকম্পন ।
 মহোদর মহাপাশ যত যত জন ॥
 ত্রিভুবন জিনিয়াছি যে সব সহায়ে ।
 কোথা গেল বীরগণ আমারে ত্যজিয়ে ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ আদি আর ।
 আশঙ্কিতে না আসিত লঙ্কাতে আমার ॥
 এখন বানর-নরে দর্প করে চূর্ণ ।
 কোথা মহোদর, কোথা ভাই কুম্ভকর্ণ ॥
 ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্ছিত ।
 হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিত ॥
 বাপের অবস্থা দেখে হইল অস্থির ।
 বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর ॥
 মেঘনাদ বলে, পিতা, ভাবি ভাই মনে ।
 নিস্তার না দেখি নর-বানরের রণে ॥
 লুকাইয়া থাকিলে আশুন দেয় ঘরে ।
 মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে ॥

রাবণ বলে, যুদ্ধে যাওয়া তোমার উচিত ।
 একবার যাহ পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিত ॥
 বড় বড় বীর পাঠাই বড় ভাবি মনে ।
 ফিরিয়া না আসে কেহ রাম-দরশনে ॥
 যত বার তুমি যাহ যুদ্ধিবার তরে ।
 সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে ॥
 রাম-লক্ষ্মণেরে বেঁধেছিলে নাগপাশে ।
 মরিয়া জীয়াস্ত হৈল গরুড়-নিশ্বাসে (১) ॥
 দশদিক্ চাপি কৈলে বাণ বরিষণ ।
 বানর কটক মরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 ভাগ্যে ভৃত্য ছিল তার কপি হনুমান্ ।
 ঔষধ আনিয়া সবে দিল প্রাণদান ॥
 তোমার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার ।
 এবারে মারিলে তারে কে বাঁচাবে আর ॥
 আরবার গিয়া আজি রণে দেহ হানা (২) ।
 বাহুড়িয়া (৩) যেন নাহি ফিরে এক জনা ॥
 বাপের বচনে মেঘনাদ সচিস্তিত ।
 জোড়হাত করিয়া বলিছে ইন্দ্রজিত ॥
 বারে বারে মারিলাম শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 কোথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবনে ॥
 মরিয়া না মরে রাম একি চমৎকার ।
 কেমনে এমন রিপু করিব সংহার ॥
 মেঘনাদ-কথা শুনি কহিছে রাবণ ।
 আগেতে মারহ পুত্র পবননন্দন ॥
 সেই বেটা দেয় সবাকারে প্রাণদান ।
 আর কে বাঁচাবে বল মৈলে হনুমান্ ॥
 আগে যদি তুমি তারে করিতে নিধন ।
 তবে আর ঔষধ আনিত কোন্ জন ॥
 পিতৃ-আজ্ঞা মেঘনাদ সহিতে না পারে ।
 কটক লইয়া তবে নড়ে যুদ্ধিবারে ॥

(১) মূল পুস্তকের ৩৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । (২) হানা—আক্রমণ । (৩) বাহুড়িয়া—ফিরিয়া ।

সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইস্রজিত ।
 অসংখ্য কটক ঠাট চলিল হরিহ ॥
 যাত্রা করি মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে ।
 মন্দোদরী মায়েরে তখন মনে পড়ে ॥
 মাতা সস্তাষিতে গেলে হইবে বিরোধ ।
 যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ-অনুরোধ ॥
 সংগ্রাম জিনিয়া আমি যদি আসি ঘরে ।
 কহিব সকল কথা মায়ের গোচরে ॥
 উদ্দেশ্যে মায়ের পদে করি নমস্কার ।
 ফিরে যদি আসি দেখা করিব আবার ॥
 যজ্ঞস্থানে চলিল কুমার ইস্রজিত ।
 যজ্ঞের সামগ্রী সব আনিল হরিহ ॥
 রক্তপাট (১) ভারে ভারে সুরক্ত চন্দন ।
 রক্ত পুষ্প মাল্য আর আরক্ত আসন ॥
 শরপত্র বোঝা বোঝা, স্নাতের কলস ।
 কালা ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস ॥
 শরপত্র বিধিমতে করিল বিছানি (২) ।
 মস্ত পড়ি' যজ্ঞস্থলে জ্বালিল আগুনি ॥
 ধরশাগ খড়েগ ছাগ কাটি শীঘ্রগতি ।
 অগ্নি সস্তূর্ণ (৩) করি দিতেছে আছতি ॥
 আতপ তুল যব রাশি রাশি আনে ।
 স্নাতের আছতি সহ দিতেছে আগুনে ॥
 রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ডুবাইয়া স্নতে ।
 দশ হাজার বিপ্র বেদ পড়ে চারিভিতে ॥
 অগ্নির বিষম শব্দ মেঘের গর্জন ।
 সে অগ্নির তেজ গিয়া ঠেকিল গগন ॥
 দক্ষিণ দিকেতে গেল আগুনের শিখা ।
 মূর্ত্তিমান্ হয়ে অগ্নি আসি' দিল দেখা ॥

সাক্ষাৎ হইয়া অগ্নি রহে বিচ্যমান ।
 রুষ্ট হয়ে অগ্নি নাহি লয় তার দান ॥
 অগ্নি বলে, নিত্য পূজা কর কি কারণে ।
 কত বর আমি তোরে দিব রাত্রিদিনে ॥
 ইস্রজিৎ বলে, মোরে দেহ এই বর ।
 রাম-সৈন্য মারিয়া পাঠাই যম ঘর ॥
 অগ্নি বলে, হেন বর চাহ অকারণ ।
 ক্ষেমনে মারিবি রামে, তিনি নারায়ণ ॥
 স্ময়ং বিষ্ণু জন্মিলেন রাম-অবতার ।
 রাবণেরে সবংশেতে করিতে সংহার ॥
 মনুষ্য নহেন রাম স্ময়ং নারায়ণ ।
 অশুকণ চাহি আমি তাঁহার চরণ ॥
 রামেরে মারিতে বর কেনা পারে দিতে ।
 আর যজ্ঞে আমারে না পাইবে দেখিতে ॥
 যখন মারিস্ তাঁরে বাঁচেন তখন ।
 এত দেখি তথাপি প্রতীত নহে মন ॥
 সুনিয়া অগ্নির কথা বেটা পায় ত্রাস ।
 রথে চড়ি ইস্রজিৎ উঠিল আকাশ ॥
 অগ্নিদেব চলিলেন আপনার দেশ ।
 ইস্রজিৎ রণে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
 রথ সকারিয়া (৪) যায় উপর গগন ।
 পশ্চিম দ্বারেতে যথা ক্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 একেবারে জুড়িল সাগ্রহীণ লক্ষ শর ।
 বিক্রিয়া জর্জর কৈল যতক বানর ॥
 বানর শব্দবৎ বাণশব্দ শুনিল ।
 ইস্রজিৎ বলি সবে করে কাণাকাণি ॥
 বানর-কটক বলে, শুন রঘুনাথ ।
 এড়ান না যাবে আজি ইস্রজিৎ-হাত ॥

(১) রক্তপাট—লাল বস্তুর চেলির কাপড় । (২) বিছানি—বিছাইয়া দেওয়া । (৩) সস্তূর্ণ—
 সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি দান । (৪) রথ সকারিয়া—রথ চালাইয়া ।

রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ ।
 হেন কালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়, কর রাক্ষস সংহার ।
 পৃথিবীতে নাহি থাকে রাক্ষস-সঞ্চার ॥
 শ্রীরাম বলেন, ভাই নিকের্বাধ লক্ষ্মণ ।
 কোন্ অপরাধে বধি সবার জীবন ॥
 কোন্ দোষ করিল লক্ষ্মণ যত নারী ।
 অপরাধ একের, অগ্নেেরে কেন মারি ॥
 শুন ভাই আমার অস্ত্রের এই পণ ।
 মারিবে রাক্ষস-গণে বিনা বিভীষণ ॥
 মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে ।
 শোভিছে মুকুট ইন্দ্রজিতের মস্তকে ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, মেঘে যুঝে ইন্দ্রজিৎ ।
 মেঘসনে বেটারে বিক্রম অলঙ্কিত ॥
 শ্রীরাম বলেন, যুদ্ধ দেখে দেবগণ ।
 কি জানি সংহারি পাছে দেবের জীবন ॥
 উভয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে ।
 লক্ষ্মা মধ্যে যজ্ঞ-স্থানে প্রবেশিল ত্রাসে ॥

—

মায়া-সীতা ।

বসিয়া লক্ষ্মণ মধ্যে যুক্তি করি সার ।
 বিদ্যাজ্জিহ্ব (১) নিশাচরে কহে বার বার ॥
 শুন বলি বিদ্যাজ্জিহ্ব নানা মায়াধারী ।
 মস্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী ॥
 জনক-নন্দিনী যে-প্রকার রূপ ধরে ।
 সেইরূপ সীতা নির্মাইয়া দেহ মোরে ॥

মায়া-সীতা কাটি আজি রামের গোচর ।
 পত্নীশোকে মরিবেক রাম ধনুর্ধর ॥
 অনায়াসে হইবেক রামের মরণ ।
 রামের মরণে মরিবেক সে লক্ষ্মণ ॥
 পলাইবে স্ত্রীশোক সে গণিয়া প্রমাদ ।
 বিনা যুদ্ধে রাম-সঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ ॥
 অনুজ্ঞা পাইবামাত্র প্রফুল্ল-হৃদয় ।
 মায়া-সীতা নির্মাইতে করিল নিশ্চয় ॥
 সীতার যেমন রূপ যেমন আকার ।
 বিদ্যাজ্জিহ্ব সেই মত রচিল তাহার ॥
 মায়া সীতা গড়িলেক মায়ার আকার ।
 মন্ত্র পড়ি করে তার জীবন সঞ্চার ॥
 বিদ্যাজ্জিহ্ব সে সীতারে পড়ায় তখন ।
 শ্রীরাম তোমার স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ ॥
 দশরথ শশুর, জনক তোমার বাপ ।
 রাবণ আনিল তোমা পেয়ে বড় তাপ ॥
 ইন্দ্রজিৎ রথে তোমা তুলিবে যখন ।
 “রাম রাম” শব্দে তুমি করিহ রোদন ॥
 মায়া-সীতা দিল ইন্দ্রজিতের গোচর ।
 শিরোপা (২) সে বিদ্যাজ্জিহ্ব পাইল বিস্তর ॥
 তাড় বালা পাইল কত মানিক্য রতন ।
 পঞ্চশব্দ বাদ্য (৩) পাইল অনেক বাজন ॥
 মায়া-সীতা তুলিয়া রথের একভিতে ।
 পশ্চিম দ্বারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে ॥
 অশ্ববাড়ি (৪) মারে মায়া-সীতার শরীরে ।
 অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে ॥
 মরি মরি বলি সীতা কান্দে উভরোলে ।
 হাতে-খাণ্ডা ইন্দ্রজিৎ সীতার ধরে চুল ॥

(১) বিদ্যাজ্জিহ্ব—মায়াবী রাক্ষস-বিশেষ । এই রাক্ষসের এইরূপ ক্ষমতা ছিল যে, সে যে জিনিষ দেখিত অবি-
 কল সেইরূপ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিত । ইন্দ্রজিতের আদেশে সে সীতার প্রতিমূর্তি গঠন করে ।
 (২) শিরোপা—পাগড়ী । (৩) পঞ্চশব্দ—৩৩২ ও ৪১০ পৃষ্ঠার পাছ ঢাকা জড়বাঁ । (৪) অশ্ববাড়ি—চাবুক ।

দেখি হনুমান্ বীর খায় উভরড়ে ।
 দুই চক্ষে মারুতির বারিধারা পড়ে ॥
 ইন্দ্রজিৎ-রথে সীতা হনুমান্ দেখে ।
 বৃক্ষ-হাতে রহে, তার বাক্য নাহি মুখে ॥
 এক হাতে ধরিয়াকে গাছ ও পাথর ।
 আর হাতে আঁখি-জল সম্বরে বানর ॥
 ডাক দিয়া কহে হনু তবে মেঘনাদে ।
 নরকে ডুবিলি বেটা, পড়িলি প্রমাদে ॥
 স্ত্রীবধ দুষ্কর বড় পরম-পাতক ।
 অনেক দিবস বেটা ভুঞ্জিবি নরক ॥
 অঙ্গে মাংস নাহি সীতার অস্থি-চর্ম্ম-সার ।
 এ নারী কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার ॥
 ইন্দ্রজিৎ বলে, তুই পশু ছুরাচার ।
 কেমনে জানিবি বেটা, ধর্ম্মের বিচার ॥
 স্ত্রী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরী ।
 শাস্ত্রমত হেন স্ত্রীকে কাটিবারে পারি ॥
 আগে সীতা কাটি, পাছে স্ত্রীরাম-লক্ষণ ।
 স্ত্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ ॥
 ইন্দ্রজিতে ঘেরিতে ধাইল কপিগণে ।
 আশু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিৎ-বাণে ॥
 ইন্দ্রজিতে মারি, সীতা কেড়ে লৈতে চাহে ।
 যম সম ইন্দ্রজিৎ সামাগ্ণ ত নহে ॥
 আশু হৈতে নাহি পারে পবন-নন্দন ।
 মায়া করি, মায়া-সীতা জুড়িল ক্রন্দন ॥
 হাহা প্রভু রঘুনাথ দেবর (১) লক্ষণ ।
 এ সময়ে একবার দেহ দরশন ॥
 রাজার নন্দিনী আমি, রামের বনিতা ।
 বিপাকে হারানু প্রাণ অভাগিনী সীতা ॥

কোথায় জনক-ঋষি জনক আমার ।
 বিপাকে মরিষু আসি সমুদ্রের পার ॥
 কৌশল্যা শাস্ত্রী শোকে ভাসে অশ্রুজলে ।
 না করিষু তাঁর সেবা আসিবার কালে ॥
 সেই অপরাধে বৃষ্টি হলো এ দুর্গতি ।
 রাক্ষসেতে বধে প্রাণ, রাখ রঘুপতি ॥
 রক্ষা কর হনুমান্ পবন-নন্দন ।
 এত বলি মায়া সীতা করয়ে ক্রন্দন ॥
 ক্রোধ করি ইন্দ্রজিৎ খড়গ লয়ে হাতে ।
 তুলিয়া মারিল মায়া-সীতার অঙ্গেতে ॥
 ব্রাহ্মণের গলেতে যেমন থাকে পৈতা ।
 সেইমত করিয়া কাটিল মায়া-সীতা ॥
 দুই খান হৈয়ে সীতা ভূমিতলে পড়ে ।
 দেখিয়া বানরগণ ছুটে উভরড়ে ॥
 হনুমান্ বলে, কপি, রণে হও স্থির ।
 ভূমিতে লোটায় যেন ইন্দ্রজিৎ-শির ॥
 সীতারে কাটিয়া হর্ষে ইন্দ্রজিৎ নাচে ।
 ইন্দ্রজিৎ মারিলে সকল দুঃখ ঘুচে ॥
 হনুমান্-বাক্যে ফিরে সকল বানর ।
 লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর ॥
 অসংখ্য বানরে মারে কোটি কোটি গাছ ।
 বড় বড় রাক্ষস গড়িল বাছের বাছ ॥
 বানরের যুদ্ধে ত্রাস পেয়ে ইন্দ্রজিৎ ।
 লঙ্কার ভিতরে গিয়া উতরে (২) ঘরিত ॥
 হনুমান্ কহিতেছে সকল বানরে ।
 সীতাদেবী কাটা গেল, যুঝি কার তরে ॥
 স্ত্রীরামের স্থানে মোরা কহি গিয়া সবে ।
 তাঁহার যেমন আত্মা সেইমত হবে ॥

(১) দেবর—দিবু—দিব্যতি ইতি দেবরঃ—বার সহিত খেলা করা বার । (২) উতবে—উপস্থিত
 হয়; বধ হইতে অবতরণ করে ।

শ্রীরামের স্থানে চলে যত কপিগণ ।
 জাম্ববানে কহিছেন রাজীব-লোচন ॥
 যুদ্ধ করে হনুমান্ মহাশক্তি শূনি ।
 রণে ভাল-মন্দ কিবা কিছুই না জানি ॥
 তুমি যাহ আপনার সৈন্যগণ লয়ে ।
 হনুর সৈন্যেতে থাক অমুবল (১) হয়ে ॥
 তব বিজ্ঞমানে যদি হনু-সৈন্য ভাগে ।
 তার ভাল-মন্দ-দায় তোমারে সে লাগে ॥
 আশ্রমাত্র জাম্ববান্ চলে ততক্ষণ ।
 পথে হনুমান্ সঙ্গে হৈল দরশন ॥
 হনুমান্ বলে, কেন যুঝিতে গমন ।
 সীতাদেবী কাটা গেল, কি করিবে রণ ॥
 আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর ।
 সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর ॥
 সৈন্য সহ দুই জনে গেল রাম-স্থান ।
 কান্দিতে কান্দিতে কহে বীর হনুমান্ ॥
 হনুমান্ বলে, প্রভু, কর অবধান ।
 ইন্দ্রজিৎ কাটে সীতা সবা বিজ্ঞমান ॥
 শূনি তাহা রঘুনাথ হইলা মূর্ছিত ।
 জলের কলস কপি জোপায় ত্বরিত ॥
 নির্মূল-উৎপল-গন্ধ-জল সুবাসিত ।
 শ্রীরামের মস্তকে ঢালিল যথোচিত ॥
 স্পন্দহীন বিষল শ্রীরাম অচেতন ।
 বিলাপ করেন আর কহেন লক্ষ্মণ ॥
 ত্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম-নিকেতন ।
 ধর্ম লাগি রাজ্যত্যাগী, বাকল-বসন ॥
 ফল-মূল্যাহারী শিরে জটাজুটধারী ।
 স্ত্রী লাগিয়া দুঃখ পাও যেমন সংসারী ॥

রাজ-ভোগে থাকতে হে, দিব্য-সিংহাসনে ।
 দুষ্ট দশানন সীতা দেখিত কেমনে ॥
 আপনার দোষেতে হইলা দেশাস্তুরী ।
 হারালে জন্মের মত সীতা হেন নারী ॥
 পিতা মাতা বন্ধু আদি সকলি অলীক ।
 বৃক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক ॥
 স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কারো নয় ।
 পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয় ॥
 সংসার অসার ভাই কপটের মেলা ।
 সূতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা ॥
 বিবিধ উৎপাত পড়ে বিবিধ প্রমাদ ।
 স্ত্রী লোক তাহে কিছু না করে বিষাদ ॥
 স্ত্রীর শোকে প্রভু কেন হয়েছ কাতর ।
 মহাজন সম্বরে সে বিপৎ-সাগর ॥
 তোমার কিসের ভার্য্যা, কেবা বাপ ভাই ।
 তোমার সমান নাই জগতে গৌসাই ॥
 সকলের প্রাণ তুমি, সব তব ছায়া (২) ।
 তোমা ছাড়া কেহ নহে, সব তব মায়া ॥
 জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার ।
 স্ত্রী লাগিয়া অচেতন এ কি ব্যবহার ॥
 মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুল-পুরোহিত ।
 স্বর্গবাসে গেলা তিনি শরীর-সহিত ॥
 স্বর্গে গিয়া তাঁহার যে দারা পুত্র-শোক ।
 স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আইলা মর্ত্য-লোক ॥
 তপস্বী করিয়া ইন্দ্র হৈলা দেবরাজ ।
 শোকেতে কাতর হও, কিছু নাহি কাজ ॥
 শ্রীরাম বলেন, কিবা বুঝাও লক্ষ্মণ ।
 ভার্য্যা-শোক নহে ভাই কভু বিষ্মরণ ॥

(১) অমুবল—সহায় ; সাহায্যকারী সৈন্যগণ—বাহারা প্রয়োজন মত সম্মুখ সৈন্যদের সাহায্য করে । (২) ছায়া—প্রতিরূপ ।

স্ত্রী-পুরুষে দৌহে জন্মে এ ছার সংসারে ।
 স্ত্রী হইতে পুত্র হয়, বাড়ে পরিবারে ॥
 ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব ঘরের যত লোক ।
 সব হইতে ভাই রে ভাৰ্গ্যার বড় শোক ॥
 দেশে দেশে পাই ভাই কামিনী অশেষ ।
 গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ-বিশেষ ॥
 স্ত্রী বিনা পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি ।
 স্ত্রীশোক এড়ায় যেই সে পরম জ্ঞানী ॥
 রাজ্যহীন পিতৃহীন হারাইলু নারী ।
 সে সব পাসরি, নারী পাসরিতে নারি ॥
 সাতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে ।
 সীতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে ॥
 হইলেন কান্দিয়া স্ত্রীরাম অচেতন ।
 রামের ক্রন্দন শুনি এল বিভীষণ ॥
 সকলেতে শোকাকুল দেখে উড়ে প্রাণ ।
 বিভীষণ কহে বার্তা কহ হনুমান ॥
 কেন রামের কোমলাঙ্গ ধূলায় ধূসর ।
 কাতর হইয়া কেন কান্দিছে বানর ॥
 স্ত্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
 সীতারে কেটেছে আজি রাবণ-নন্দন ॥
 যত পরিশ্রম সব হল অকারণ ।
 বৃথা কেন করিলাম সাগর-বন্ধন ॥
 বিমাতা হইয়া বৈরী পাঠাইলা বনে ।
 হারাইলু প্রাণের জ্ঞানকী এতদিনে ॥
 কাননে চলিয়া যেতো জ্ঞানকী আমার ।
 ফিরে চেয়ে দেখিতাম ত্রিলে শতবার ॥
 ননীর পুস্তলী সীতা আতপে মিলায় ।
 চলে যেতে কুশাকুর ফোটে পায় পায় ॥
 চম্পক-বরণী সীতা, রাজার দুহিতে ।
 স্বামী হ'য়ে স'পিলাম রাক্ষসের হাতে ॥

মায়ায়ুগ ধরিবারে কেন গেলু বনে ।
 কারে বিলাইয়া দিলু সীতা হেন ধনে ॥
 দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ যবে কাটিল জ্ঞানকী ।
 না জানি কান্দিল কত সীতা শশিমুখী ॥
 সীতার বিহনে প্রাণ তাত্তিব এখন ।
 অযোধ্যায় ফিরে যাহ প্রাণের লক্ষ্মণ ॥
 বিভীষণ বলে, রাম, না কর ক্রন্দন ।
 সীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোন্ জন ॥
 রাম বলে, দেখিয়াছে পবন-নন্দন ।
 বিভীষণ বলে, হনু পশুতে গণন ॥
 বনজন্তু বানর, সে বুদ্ধি নাই ধটে ।
 মহালক্ষ্মী মা জ্ঞানকী, কার সাধ্য কাটে ॥
 আর এক কথা কহি শুন রুঘুমণি ।
 পরম-সুন্দরী সীতা ভুবন-মোহিনী ॥
 রাবণ মজ্জল লক্ষা জ্ঞানকীর তরে ।
 তবু সে তোমার সীতা না দিল তোমারে ॥
 সীতারে রেখেছে ল'য়ে অশোকের বনে ।
 ইন্দ্রজিৎ সাধা কি যে সীতাদেবী আনে ॥
 দশহাজার কিঙ্করী সীতারে আছে ঘেরে ।
 অগ্ন পুরুষেতে সেথা যাইতে কি পারে ॥
 সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে ।
 ইন্দ্রজিৎ হেন সীতা পাইবে কেমনে ॥
 মায়া-সীতা কাটি বেটা কৈল দুই খান ।
 সে মায়াতে ভুলেছে বানর হনুমান ॥
 প্রত্যয় না কর যদি আমার কথায় ।
 হনুমান্ গিয়া দেখে' আত্মক সীতায় ॥
 এতক শুনিয়া তবে হইয়া হরষিত ।
 অশোকের বনে হনুমান্ উপনীত ॥
 দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী ।
 রঘুনাথে সমাচার হনু দিল আসি ॥

কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে ।
 ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতা কাটিলেক এনে ॥
 বিভীষণে কোল দেন রাম রঘুবর ।
 “রাম জয়” ধ্বনি করে সকল বানর ॥
 রামায়ণ-রস-কথা-অমৃত-অর্ণবে ।
 কৃষ্টিবাস গাহে গীত, শোন সুধী সবে ॥

ইন্দ্রজিৎের মরণোপায় বর্ণন ।

শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
 কিরূপে হইবে ইন্দ্রজিৎের পতন ॥
 বিভীষণ বলে, শুন রাজীব-লোচন ।
 সামান্যেতে ইন্দ্রজিৎ না হবে পতন ॥
 নিকুন্ডিনা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর ।
 করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর ॥
 যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে ।
 স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালেতে কার সাধ্য জিনে ॥
 ব্রহ্মা দিয়াছেন বর শুন নারায়ণ ।
 ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ-ভঙ্গ করিবে যে জন ॥
 ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে মরিবে তার হাতে ।
 লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে ॥
 আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ ।
 এ সময়ে গিয়া তার করি যজ্ঞ ভঙ্গ ॥
 রাম বলেন, বিভীষণ, ধর্ম্মে তব মতি ।
 কি কথা कहিলে, নাহি করি অবগতি (১) ॥
 বুঝাইয়া कह দেখি মিত্র বিভীষণ ।
 কেমনে হইবে ইন্দ্রজিৎের মরণ ॥

বিভীষণ বলে, মিত্র, করহ শ্রবণ ।
 মেঘনাদে ব্রহ্মা বর দিলেন যখন ॥
 মেঘনাদ, আমি আর রাজা দশানন ।
 তিন জন ছিলাম, না ছিল অশ্ব জন ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, মেঘনাদ, মাগ বর ।
 মেঘনাদ বলে, চাহি হইতে অমর ॥
 বিধি কন, মেঘনাদ, সে বড় প্রমাদ ।
 বাঞ্ছামত অশ্ব বর চাহ মেঘনাদ ॥
 মেঘনাদ বলে, যদি হইলে সদয় ।
 মনোমত বর তবে দেহ মহাশয় ॥
 যজ্ঞ ক’রে যেই দিন যাইব যুদ্ধেতে ।
 হইব সংগ্রাম-জয়ী তোমার বরেতে ॥
 শক্রেরে মারিব বাণ মেঘের আড়ে থেকে ।
 আমি যারে মারিব, সে আমারে না দেখে ॥
 ব্রহ্মা বলে, চাহিলে যা দিলাম সে বর ।
 যুঝিবে লুকায়ে থেকে মেঘের ভিতর ॥
 যজ্ঞ ক’রে যে দিন যাইবে যুঝিবারে ।
 সেদিন নারিবে কেহ জিনিতে তোমারে ॥
 এই যজ্ঞ-ভঙ্গ তব করিবে যে জন ।
 মরিবে তাহার হাতে, না যায় খণ্ডন ॥
 মেঘনাদ মারিবারে সন্ধি (২) আমি জানি ।
 লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি ॥
 মায়া-সীতা কাটিয়া দুরন্ত নিশাচর ।
 যজ্ঞ করিবারে গেল লঙ্কার ভিতর ॥
 বানর কটক লৈয়া যজ্ঞ-ভঙ্গ ক’রে ।
 এখনি মারিব গিয়া রাবণ-কুমারে ॥
 লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও স্বরিত ।
 যজ্ঞ-ভঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিৎ ॥
 শুনিয়া সখার কথা রামের উল্লাস ।
 ইন্দ্রজিৎ-মৃত্যু-কথা গাহে কৃষ্টিবাস ॥

(১) নাহি করি অবগতি—বুঝিতে পারিনা । (২) সন্ধি—উপায় ; কোশল ।

নিকুঞ্জিলা-যজ্ঞ-ভঙ্গ ।

শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ ॥
একে ইন্দ্রজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর ।
তাহাতে সঙ্কট পুরী লঙ্কার ভিতর ॥
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর ।
মনোদুঃখে ফলাহারে শীর্ণ কলেবর ॥
কষ্ট পেয়ে বলহীন ভাবি তাই মনে ।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ সনে ॥
বিভীষণ বলে, গোঁসাই, ভাব কি কারণ ।
শত ইন্দ্রজিৎ-বল ধরেন লক্ষ্মণ ॥
তাহাতে সপক্ষ আছে যত কপিগণ ।
মুহূর্ত্তেকে ইন্দ্রজিৎ হইবে নিধন ॥
লক্ষ্মণের শক্তি আমি জানি ভালমতে ।
যখন রাবণ শেল মারিল বৃক্ষেতে ॥
রণস্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
কুড়ি হাতে না পারিল নাড়িতে রাবণ ॥
লক্ষ্মণের যত শক্তি আমি তাহা জানি ।
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণ বীরে পাঠাও আপনি ॥
মরেছে সকল বীর ওই বেটা আছে ।
ইন্দ্রজিতে মারিয়া রাবণ মারি পিছে ॥
এক জনের দুই জনে মারা হবে ভার ।
দু'জন দু'জনে মার এই যুক্তি সার ॥
ইন্দ্রজিতে মারিলে রাবণ রাজা জিনি ।
সাগর তরিতে যেন গোম্পদের পানি ॥
অষ্ট বানর সঙ্গে দেহ, বলে বিভীষণ ।
পয় আর গবাক্ আদি গন্ধমাদন ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর সম্প্রতি ।
নল নীল চলিল প্রধান সেনাপতি ॥

গড় মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে ।
বিভীষণ-হাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে ॥
বিভীষণ বলে, গোঁসাই, শুন দিয়া মন ।
লক্ষ্মণের ভার মম লাগে অক্ষুণ্ণ ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, দাওও মম আগে ।
বিভীষণের ভালমন্দ তোমারে যে লাগে ॥
রামের চরণ বন্দি ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
চলিলেন বিভীষণ সহ কপিগণ ॥
পড়ের নিকটে উপনীত মহাবল ।
ভাঙ্গিয়া পড়ের দ্বার প্রবেশে সকল ॥
রাক্ষসেতে দ্বার রাখে ধনুকে দিয়া চড়া ।
হনু দাওইল ল'য়ে পর্বতের চূড়া ॥
ঘরপোড়া দেখিয়া রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে ।
খাইয়া বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে ॥
পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাঁকর ।
লক্ষ্মণের সৈন্য চোকে গড়ের ভিতর ॥
বাণ বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
বানরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ ॥
বানর-তাড়নেতে রাক্ষসগণ ভাগে ।
হনুমান্ উত্তরি ইন্দ্রজিৎ আগে ॥
ইন্দ্রজিৎ দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে ।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড-পাড়ে ॥
সম্মুখে দণ্ডায় বীর পরম সক্ষানী (১) ।
বৃক্ষাঘাতে নিভায় সে যজ্ঞের আগুনি ॥
হনুমান্ বীর যেন সিংহের প্রতাপ ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরিবার করিল প্রস্তাব ॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান্ মুতে ।
কল-ফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে ॥
যজ্ঞ স্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিতে ।
দেখি কোণে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিতে ॥

(১) পরম সক্ষানী—সুকৌশলী ।

মেঘবর্গ অঙ্গ, তাম্রবর্গ দ্বিলোচন ।
 হনুর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 জাতি ও বকড়া শেল ফেলে মহাকোপে ।
 লাফে লাফে হনুমান্ সব অঙ্গ লোফে ॥
 হনুমান্ বলে, বেটা, তোর রণ চুরি ।
 দেখাদেখি তোরে আজি দিব যমপুরী ॥
 না জানি ধরিতে অঙ্গ বানরের জাতি ।
 এ কারণে এতদিন তোর অবাহতি ॥
 মল্লযুদ্ধ করি বেটা, ফেল্ ধনুর্বাণ ।
 একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ ॥

বিভীষণ কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণে ।
 ওই দেখ ইন্দ্রজিৎ বিদ্রোহ হনুমান্ ॥
 মেঘবর্গ ব'সে আছে বট-বৃক্ষ-তলে ।
 যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ নাম নিকুন্তিলে ॥
 যজ্ঞ সাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বর ।
 আছুক অশ্বের কাজ, জিনে পুরন্দর ॥
 রয়েছে আশ্রয় করি বটবৃক্ষতলা ।
 যজ্ঞ সহ উহারে মারহ এই বেলা ॥

ইন্দ্রজিৎ-বধ ।

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ ছুজনে দরশন ।
 সন্ধান পুরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, বেটা, শুন ইন্দ্রজিৎ ।
 আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত ॥
 লক্ষ্মণের বাক্য ইন্দ্রজিৎ নাহি শুনে ।
 লক্ষ্মণে এড়িয়া তবে বলে বিভীষণে ॥
 এক বংশে জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে ।
 ধার্মিক বলিয়া তোমা সর্বলোকে বলে ॥

পিতার সমান তুমি, পিতৃসহোদর ।
 পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর ॥
 বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে ।
 বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে ॥
 এত সব মারিয়াছ, ক্ষমা নাহি মনে ।
 দিয়াছ সন্ধান বলে আমার মরণে ॥
 খাইলে রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর ।
 তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর ॥
 নিষ্ঠুর সগুণ হয়, তবু বলে জ্ঞাতি ।
 জ্ঞাতি বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি ॥
 পরের ঐশ্বর্য দেখি কেন পুড়ে মর ।
 আপনার ভাগ্যে নাই, ধড়ফড় কর ॥
 এত ভ্রাতৃপুত্র মারি ক্ষমা নাই তাতে ।
 কোন্ লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে ॥
 বানর কটক খুড়া, করহ অন্তর ।
 যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া মেগে লই বর ॥
 এত বলি ইন্দ্রজিৎ করিছে আঁটুনি (১) ।
 আজি তোমা বধি খুড়া ঘুচাইব শনি (২) ॥

বিভীষণ বলে, বেটা, বলিস্ বিপরীত ।
 ভাল-মতে জানে সবে আমার চরিত ॥
 রাক্ষস কুলেতে জন্ম, নাহি অনাচার ।
 পরদ্রব্য না লই, না করি পরদার ॥
 চৌদ্দ হাজার দেবকণ্ঠা তোর বাপের ঘরে ।
 এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে ॥
 হ'রে আনে পর-নারী তপে ওপস্থিনী ।
 শাপ-গালি পাড়ে, তবু না ছাড়ে কামিনী ॥
 কত শত মুনি ঋষি মেরে কৈল পাপ ।
 অস্ত নাহি, যত পাপ করে তোর বাপ ॥
 ত্রিভুবন সনে তোর বাপের বিবাদ ।
 কতকাল স'বে পাপ, পড়িল প্রমাদ ॥

(১) আঁটুনি—বৃহত্তা ; বৃহৎ সংস্করণ । (২) শনি—অন্তত এই বলিয়া লক্ষ্যার্থ অস্ত ; অমঙ্গল ।

সর্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে ।
তোর বাপের ফল যে ফলিল এককালে ॥
নিকট মরণ তোর ওরে ইস্তজিৎ ।
সবাকবে লঙ্কা ছেড়ে যা রে একভিত্ত ॥
অগ্নির বরেতে বেটা জ্বিনিস্ বারে-বার ।
অগ্নির নিকটে বর পাবেনা ক আর ॥
পূর্ণাহুতি দিতে চাহ মরণের বেলা ।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা ॥

এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি ।
হাতে-ধনু আইল লক্ষ্মণ মহাবলী ॥
লক্ষ্মণ বলেন, বেটা, ছুটে নিশাচর ।
দেখাদেখি এখনি পাঠাব যম-ঘর ॥
মারিতে এলাম তোরে লঙ্কার ভিতরে ।
সর্বদুঃখ ঘুচাব কাটিয়া আজি তোরে ॥
পিতৃ-আগে কহ গিয়া সংগ্রামের কথা ।
আজিকার রণে যদি থাকে তোর মাথা ॥

এত যদি লক্ষ্মণ তর্জন করি বলে ।
কুপিল সে মেঘনাদ, অগ্নি হেন অলে ॥
অষ্ট-বীর বানর উঠিল তার রথে ।
দুর্জয় বানর সব লাগিল গজ্জিতে ॥
সারথি সহিত রথ উলটিয়া ফেলে ।
লাফ দিয়া ইস্তজিৎ পড়ে ভূমিতলে ॥
বিরথী হইল যদি রাবণ-নন্দন ।
হরিষ হইয়া বাণ জোড়েন লক্ষ্মণ ॥
দুঃসনার উপরে দু-জনে বিদ্রো বাণ ।
কেহ পারে নাহি পারে দু-জনে সমান ॥
ভয় পেয়ে ইস্তজিৎ ভাবে মনে-মন ।
আপন কটকে বীর ডাকিল তখন ॥
ইস্তজিৎ বলে, শুন যত নিশাচর ।
রথসজ্জা ক'রে আমি আসিব সত্বর ॥

আজি নর-বানরে পাঠাব যমালয় ।
ক্ষণেক থাকহ সবে না করিহ ভয় ॥
এত বলি গোপনেতে করিল গমন ।
অগ্নিতে কি জানিবে, না জানে বিভীষণ ॥
মায়াতে সে রথখান করিল নির্মাণ ।
বায়ুবেগী (১) অষ্টঘোড়া রথের জোগান ॥
গায়েতে বিচিত্র শানা মাথায় টোপর ।
হস্তে ধনু প্রবেশিল রণের ভিতর ॥
লক্ষ্মণ বলেন, বেটা, মায়ার নিদান (২) ।
দেখেছিসু এক মূর্ত্তি, এবে দেখি আন ॥
মেঘনাদ-মায়া দেখি চিস্তিত লক্ষ্মণ ।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ ॥
বিভীষণ বলে, তুমি না হও চিস্তিত ।
এখনি মরিবে বেটা ছুটে ইস্তজিৎ ॥
মেঘনাদ যদি লুকায় মেঘের আড়েতে ।
সহস্র-চক্ষুতে ইস্ত না পায় দেখিতে ॥
ইন্দ্রে বেঁধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে ।
ভ্রম্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে ॥
মায়াৰূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর ।
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর ॥
রণেতে প্রবেশ আগে করুক ইস্তজিৎ ।
মারিব উহারে 'বন্দী ক'রে চারিভিত্ত ॥
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস ।
হনুমান্ গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ ॥
অগ্নির কুমার নীল, নানা মায়াধর ।
সূক্ষ্মরূপে যাওয়া পাতাল রক্ষা কর ॥
লঙ্কার বতক সন্ধি বিভীষণ জানে ।
জুড়িয়া লঙ্কার পথ রহে বিভীষণে ॥
গগনে পর্ষত-হাতে রহে হনুমান্ ।
সম্মুখে লক্ষ্মণ বীর পূরিল সন্ধান ॥

(১) বায়ুবেগী—বায়ুর মত দ্রুতগামী । (২) মায়ার নিদান—মায়ারী ।

বিভীষণের যুক্তি না বুঝিল ইন্দ্রজিৎ ।
মেঘনাদে বেড়ি বানর মারে চারিভিত্ত ॥
সম্মুখেতে বাণবৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ ।
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া ছাইল গগন ॥

অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিৎ পলায় তরাসে ।
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে ॥
সারথি দেখিতে পায় বীর হনুমান্ ।
পবন-বেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে ॥
লাফ দিয়া হনুমান্ পড়ে তার রথে ।
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে ॥
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজ ফেলে চারিভিত্ত ।
অস্তুরীক্ষ পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিৎ ॥
শৃঙ্গে যায় ইন্দ্রজিৎ দেখে হনুমান্ ।
তুই পায়ে ধ'রে তার দিল এক টান ॥
অস্তুরীক্ষ তুই জনে লাগে ছড়াছড়ি ।
ভূমিতলে পড়ে দৌহে ক'রে ছড়াছড়ি ॥
নীচে ইন্দ্রজিৎ পড়ে, হনু তার পরে ।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে ॥
শীঘ্র এস কপিগণ, ডাকে হনুমান্ ।
সবে মিলি ইন্দ্রজিৎের বধহ পরাণ ॥
হনুমান্-বাক্যে কপি যায় ভাড়াভাড়ি ।
সকল বানর মিলি আসে রড়ারড়ি (১) ॥

কুপিল যে ইন্দ্রজিৎ বলে মহাবলী ।
বানর-গণেরে দেখি উঠে ঠেলাঠেলি ॥
বানর উপরে বাণ করে বরিষণ ।
কপিগণ পলায়, সহিতে নারে রণ ॥
ইন্দ্রজিৎ পলাইয়া লঙ্কা যেতে চাহে ।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে ॥

বিভীষণ বলে, বাচা, আজি যাবে কোথা ।
এখনি লক্ষ্মণ তো'র কাটিবেন মাথা ॥
শীঘ্র এস লক্ষ্মণ, ডাকেন বিভীষণ ।
ধরা করি ছুট বেটার বধহ জীবন ॥

বিভীষণ-বচনে লক্ষ্মণ আশ্রয়ান ।
ইন্দ্রজিৎ-কাছে গেল পুরিয়া সন্ধান ॥
তু-জনে দেখিয়া বাণ জোড়ে তুই জনে ।
তু-জনে পড়িল ঢাকা তু-জন্যে বাণে ॥
চারিদিকে পড়ে বাণ, নাহি লেখাজোথা ।
তুই জনে বাণ ফেলে, যার যত শিক্ষা ॥
অমর্ত্য সমর্থ বাণ বাণ পদ্মাসন ।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল হতাশন ॥
উল্কাবাণ বরুণ-বাণ বিদ্যুৎ খরশাণ ।
গজেন্দ্র নক্ষত্র-যোগ জ্যোতির্ময় বাণ ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর-দরশন ।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন ॥
দণ্ড ঐষিকাদি বাণ, বাণ কণিকার ।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার ॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট শঙ্কর ।
অর্ধচন্দ্র ক্ষুরপার্শ্ব বাণ মনোহর ॥
এত বাণ তুই বীরে করে অবতার ।
দশদিক্ লঙ্কাপুরী করে অঙ্ককার ॥
তু-জনে বরিষে বাণ তু-জনে প্রবীণ (২) ।
বাণের কুহকে (৩) নাহি জানি রাত্রিদিন ॥
লক্ষ্মণ অশঙ্ক হৈল প্রহারের ঘায় (৪) ।
ব্রহ্মা বলে, পুরন্দর, করহ উপায় ॥
ব্রহ্মা-অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান ।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্মা-অস্ত্র পুরিল সন্ধান ॥

(১) রড়ারড়ি—ক্রতবেগে; অতিশীঘ্র । (২) প্রবীণ—বুদ্ধ; নিপুণ । (৩) কুহকে—মায়ায় (এখানে) আধিক্য । (৪) ঘায়—আঘাতে ।

বাণেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিলা স্বজন ॥
 যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু-অবতার ।
 তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার ॥
 ইন্দ্রজিতের-মাথা কাটি পাড় ভূমিতলে ।
 নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক্ দেবতা সকলে ॥
 এত বলি ব্রহ্ম-অস্ত্র পুরিল সন্ধান ।
 অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিতের উড়িল পরাণ ॥
 জাঠা কাঠি যত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে ।
 লোহার পাবড়া (১) মারে, অস্ত্র নাহি ফিরে ॥
 অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ, কেবা ধরে চান ।
 ইন্দ্রজিতের মাথা কাটি করে দুই খান ॥
 পড়িল যে ইন্দ্রজিৎ সংগ্রাম ভিতরে ।
 ধাইয়া বানর-গণ রাক্ষসেরে মারে ॥
 পলায় রাক্ষস-গণ গণিয়া প্রমাদ ।
 'রাম-জয়' বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥
 পড়িল মস্তক সহ মুকুট কুণ্ডল ।
 ইন্দ্রজিতের মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতল ॥
 ইন্দ্রজিতের কাটামুণ্ড-উপরেতে চড়ি ।
 কোন কপি, লাধি মারে, কেহ মারে বাড়ি ॥
 কীল লাধি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া ।
 জীয়েন্তে না পারে কপি, মড়ার উপর খাঁড়া ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত কবিশ্বে বিচক্ষণ ।
 ইন্দ্রজিৎ-বধ গীত গান রামায়ণ ॥

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবগণের হর্ষ ।
 ধরিলে যে ধর্মুর্বাণ, ইন্দ্র সদা কম্পমান,
 বীরদাপে বসুমতী ফাটে ।
 ত্রিভুবনে যত বীর, যার বাণে নহে স্থির,
 যক্ষ রক্ষ না যায় নিকটে ॥

হেন বীর মৈল রণে, জয় জয় ত্রিভুবনে,
 মুনিগণ করে বেদধ্বনি ।
 পুলকিত চরাচর, গন্ধর্ব্ব কিম্বর নর,
 জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি ॥
 রণে মৈল ইন্দ্রজিৎ, সকলেতে আনন্দিত,
 ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 সুরাসুর ঋষি যতি, লক্ষ্মণেরে করে স্তুতি,
 সবে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥
 ইন্দ্রজিতের মরণে, হরষিত দেবগণে,
 বাল বৃদ্ধ আনন্দিত হয় ।
 কহেন লক্ষ্মণ প্রতি, করিলে যে অব্যাহতি,
 ত্রিলোকের ঘুচাইলে ভয় ॥
 হইল অপার সুখ, খণ্ডিল মনের দুখ,
 নিশ্চিন্ত সকলে কুতূহল ।
 যত সর্গ-বিজ্ঞাধরী, পাশ্চ অর্ঘ্য হাতে করি,
 সুরপুরে করে স্তমঙ্গল ॥
 যতেক অমর-সতী, আলিয়া স্তনের বাতি,
 স্নখে ক্রীড়া করে সহ পতি ।
 বেদ পড়ে বৃহস্পতি, সকলের অব্যাহতি,
 নাচে গায় হরষিত অতি ॥
 ত্রিভুবন পরাজয়, যার অস্ত্র নাহি সয়,
 নানা শিলা যাহার ধনুকে ।
 রথখান সুরশোভন, বিপক্ষে যেন শমন,
 ভয়ে কেহ না রহে সন্মুখে ॥
 করি রথ-আরোহণ, আইলেন দেবগণ,
 লক্ষ্মণেরে কহে জোড়হাত ।
 বিনাশিয়া লঙ্কেশ্বর, ঘুচাও দেবের ডর,
 উদ্ধার করহ রঘুনাথ ॥
 রাবণ যাউক ক্ষয়, রামের হউক জয়,
 দূরে যাক দেবের তরাস ।

(১) পাবড়া—একহস্ত পরিমিত মূল লোহহণ্ড ।

দীন জনে কর দয়া, দেহ রাম পদ-ছায়া,
নাচাড়ি (১) গাইল কৃষ্টিবাস ॥

ইন্দ্রজিৎ বধাস্তে লক্ষ্মণের
প্রত্যাগমন ।

বাণে হয়েছেন লক্ষ্মণ পীড়িত ।
হনুমান্ বিভীষণ উভয় সহিত ॥
চুই হাত তুলি দিয়া উভয়ের স্বক্কে ।
বহির্গত হইলেন লঙ্কার বৃহন্দে (২) ॥
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম চিস্তিত ।
মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিৎ ॥
মায়াবীর ইন্দ্রজিৎ মায়ার নিধান ।
পাছে বা সে লক্ষ্মণের করে অকল্যাণ ॥
এত ভাবি পথপানে চাহেন সঘনে ।
হেনকালে উপনীত লক্ষ্মণ সে-স্থানে ॥
বহিছে শোণিত-ধার লক্ষ্মণের গায় ।
দেখিয়া শ্রীরাম তবে জিজ্ঞাসেন তায় ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, করি নিবেদন ।
আইলেন ইন্দ্রজিতে বধিয়া লক্ষ্মণ ॥

ইন্দ্রজিৎের মৃত্যু-সংবাদে শ্রীরামচন্দ্রের
আনন্দ ।

জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু, লক্ষ্মণ সরস্ক-বপু
উপনীত রামের গোচর ॥
বাম-করে শরাসন, ভয়ঙ্কর সে গঠন,
দক্ষিণ করেছে এক শর ॥
রিপুজয় করি রঙ্গে, সংগ্রামের বেশ লজে
আইল সকল মহাবীর ।

আনন্দে প্রফুল্লকায়, রক্তধারা বহে গায়,
রগশ্রমে হইয়া অস্থির ॥

শুনিয়া সংগ্রাম-জয়, শ্রীরাম আনন্দময়,
ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিতা ।

সাগর তরিশু হেলে, কি আর গোথুর জলে, (৩)
রাবণ বধিলে পাব সীতা ॥

যত সেনাপতি সঙ্গে, স্ত্রীও নাচেন রঙ্গে,
সঙ্গেতে সকল অধিকারী ।

নল নীল বালি-সুত, সকলে আনন্দযুত,
কপিগণ নাচে সারি সারি ॥

বৈরিকুল করি নাশ, আইলাম তব পাশ,
কহে বিভীষণ গুণধাম ।

লক্ষ্মণ নোঙায়ে মাথা, কহেন সকল কথা,
শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম ॥

শুনি লক্ষ্মণের বোল, শ্রীরাম দিলেন কোল,
ললাট চুম্বিয়া মুখ চাই ।

লইয়া মস্তক-ভ্রাণ, চুম্বিল ধনুক-বাণ,
তোমা বই নাহি আর ভাই ॥

লক্ষ্মণ করেন স্তুতি, তুমি ত্রিদশের পতি, (৪)
কিন্তি-হলে বিষ্ণু-অবতার ।

যারে তব আশীর্বাদ, জিনে কোটি মেঘনাদ,
তারে জিনে হেন সাধ্য কার ॥

পশুপতি বৃহস্পতি, শচীপতি করে স্তুতি,
তাহার নাহিক সম-ত্রাস ।

লক্ষ্মণ করিল স্তুতি, আনন্দিত রঘুপতি,
নাচাড়ী রচিল কৃষ্টিবাস ॥

(১) নাচাড়ী—নাচের তালে রচিত ছন্দঃবিশেষ । লঘু বা দীর্ঘ ত্রিগদী ছন্দ । পরিশিষ্ট অষ্টব্য ।
(২) বৃহন্দে—মহলে । (৩) গোথুর-জলে—গোম্পদের জলে ; সমুদ্র পার হইয়া গোম্পদ পার হওয়ার
যত সহজসাধ্য ব্যাপার । (৪) ত্রিদশের পতি—দেবতাপ্রণের প্রধান ।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-শ্রবণে রাবণের
বিলাপ ।

কতদেহ লক্ষণের আয়োগ্য-লাভ ।

শ্রীরাম বলেন, হে সুষেণ বৈভবর ।
ফুটিয়াছে লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গতে শর ॥
বাণ ফলা রহিয়াছে শরীর ভিতর ।
কেমনে সহিল এ কোমল কলেবর ॥
মেঘনাদে মারিয়া রাখিল দেবগণ ।
সীতা-উদ্ধারের মূল হইল লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণের অঙ্গে অস্ত্র রহিল ফুটিয়া ।
মহৌষধ দেহ সব বাণ উপাড়িয়া ॥

এতেক বলেন যদি কমল-লোচন ।

ঔষধ বাহির করে সুষেণ তখন ॥
একে একে বাহির করিল যত শর ।
ঔষধ লেপিয়া দিল অঙ্গের উপর ॥
অঙ্গতে প্রবেশ কৈল ঔষধের ভ্রাণ ।
সুন্দর শরীর হৈল, পূর্বের সমান ॥
মিলায়ে বাণের চিহ্ন হইল সুন্দর ।
পূর্বমত লক্ষ্মণের হৈল কলেবর ॥
আনন্দ অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ ।
সুষেণের অঙ্গতে বুলান পদ্ব-হাত ॥
রাম বলে, হে সুষেণ, কি কব তোমারে ।
তোমার সমান বৈভু নাহিক সংসারে ॥
বারে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার ।
ত্রিভুবনে এই কীর্তি রহিল তোমার ॥
বন্দিল সুষেণ বেজ (১) রামের চরণ ।
কৃষ্টিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ণ ॥

মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাত-সময় ।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয় ॥
গগনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ।
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর ॥
স্থানে স্থানে বসি' যুক্তি করিছে রাক্ষস ।
কহিতে রাবণ আগে না করে সাহস ॥
পাত্র-মিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়া ।
ভগদূত একজন দিল পাঠাইয়া ॥
রাবণ-সম্মুখে কহে করি জোড়-হাত ।
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ ॥
লঙ্কাপুরী বীর শূণ্য হৈল এত দিনে ।
মেঘনাদ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে ॥

দূত মুখে শুনি মেঘনাদের মরণ ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে, কোথা ইন্দ্রজিত ।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মুচ্ছিত ॥
ধরিয়া তুলিল যত পাত্র-মিত্র আসি ।
দশ মুণ্ডে ঢালে জল কলসী কলসী ॥
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন ।
চেতন পাইয়া-রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥
রাক্ষস-কুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে ।
প্রাণ হারাইল নর-বানরের হাতে ॥
আমার সর্বস্ব তুমি লঙ্কা অধিকারী ।
পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী ।
পর্কট-কন্দর কাপে দেখে তোর বাণ ।
একবাণে ইন্দ্র বেটা না সহিত টান ॥
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাহি তোমার সমান ।
মনুষ্যের বাণে পুত্র, হারাইলে প্রাণ ॥

(১) সুষেণ বেজ - সুষেণ বৈভব ।

কুম্ভকর্ণ-ভাই-শোক রহিয়াছে বৃকে ।
 লঙ্কার রাবণ মরে তোমা-পুত্র-শোকে ॥
 ভাই নহে, চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ ।
 যজ্ঞ-ভঙ্গ করি তব বধিল জীবন ॥
 যদি প্রাণ বাঁচে রাম-তপস্বীর (১) রণে ।
 আগে আমি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে ॥
 হা হা পুত্র ইন্দ্রজিৎ, গেলি কোথাকারে ।
 সম্মুখ সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে ॥
 পুত্র-শোকে কান্দি রাজা গড়াগড়ি যায় ।
 দশমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায় ॥
 ক্ষণে ক্ষণে অচেতন, ক্ষণেকে চেতন ।
 কি হৈল কি হৈল বলি কান্দিছে রাবণ ॥

—

ইন্দ্রজিৎ-বধ-সংবাদে মন্দোদরীর বিলাপ ।
 কুড়ি চক্ষু বারিধারা লঙ্কা-অধিকারী ।
 ইন্দ্রজিৎ মৈল বার্তা পায় মন্দোদরী ॥
 আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরী রাণী ।
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী ॥
 স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে ।
 শিরে জল ঢালে কেহ, দেখে নেড়েচেড়ে ॥
 নাসিকাতে হস্ত দিয়া দেখিছে সবাই ।
 কেহ বলে বেঁচে আছে, কেহ বলে নাই ॥
 এলোথেলো কবরীবন্ধন কেশপাশ ।
 চক্ষু বহে বারিধারা, ঘন বহে শ্বাস ॥
 চৈতন্য পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ ।
 দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ মায়ের করিত ॥
 আমি নানা উপহারে, পূজিয়া যে মহেশ্বরে,
 তোমা পুত্র পাইলাম কোলে ।

কিছুদিন ছিল সুখ, এখন ঘটিল দুখ,
 হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে ॥
 কি মোর বসতি বাস, জীবনে কি ছার আশ,
 কি করিবে নব ছত্র দণ্ড ।
 কি আর পুষ্পক রথ, বীরভাগ আছে ষত,
 তোমা বিনা সব লণ্ডলণ্ড ॥
 ভূমিতলে লোটাইয়া, পুত্রশোকে বিনাইয়া,
 ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী ।
 হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ,
 আজি সে মজিল লঙ্কাপুরী ॥
 শচী সহ শচীপতি, স্থখেতে করুন স্থিতি,
 স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনরাতি ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরষিত সুরবর,
 দেখিয়া লঙ্কার এ দুর্গতি ॥
 ইন্দ্র আদি দেবগণে, জিনিয়াছ তুমি রণে,
 তব ডরে কেহ নহে স্থির ।
 কি কহিব বিভীষণে, শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে,
 তেঁই সে বধিল রঘুবীর ॥
 নানা গুণে রূপে ধন্য, যক্ষ-বিছাধর-কন্যা,
 বিবাহ দিলাম তোমা সহ ।
 তারা না পাইল সুখ, ভুঞ্জিবে কতক দুখ,
 কত সবে পতির বিরহ ॥
 অযোনি সম্ভবা কন্যা, রামের সুন্দরী ধন্যা,
 হরিয়া আনিল তোর বাপে ।
 সতী পতিব্রতা রাণী, ব্যর্থ নহে তাঁর বাণী,
 এ লঙ্কা মজিল তাঁর শাপে ॥
 পুত্র যবে যজ্ঞ করে, দেবগণ কাঁপে ডরে,
 কোন লোক না যায় সেখানে ।
 হেন পুত্র মরে যার, সকলি অসার তার,
 হায় পুত্র কি কল জীবনে ॥

(১) রাম তপস্বীর—তপস্বীর বেশধারী রামের । ভূম্বার্বে ।

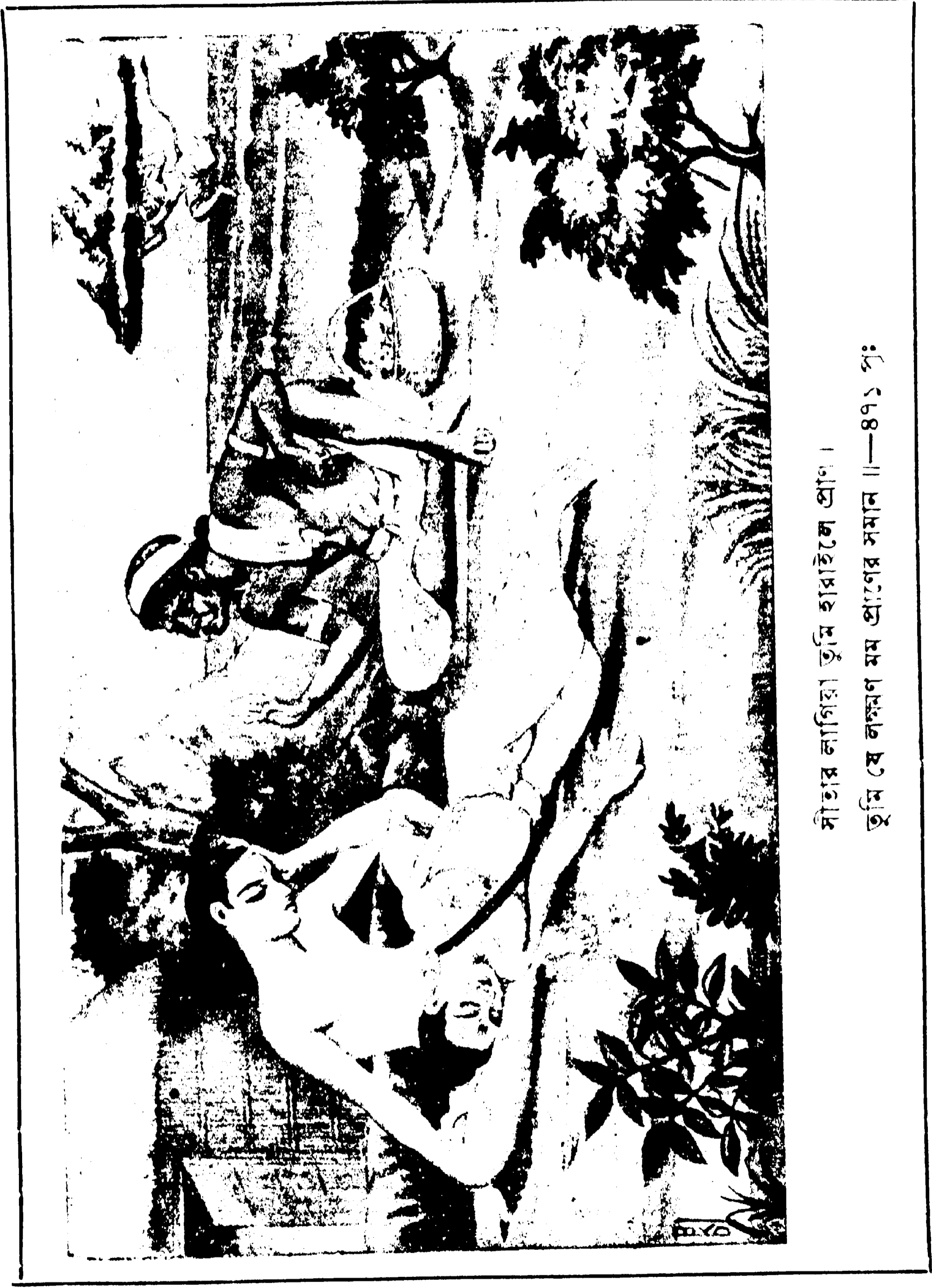
কৃত্তিবাসী রামায়ণ



পিছে থাকি সাপুটিয়া ধরে মন্দোদরী ।

ছি ছি মহারাজ, বধ করো না হে নারী ॥—৪৬৫ পঃ

কুত্তিবাসী রামায়ণ



সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ ।
তুমি যে লক্ষণ মম প্রাণের সমান ॥—৪৭১ পঃ

শ্রীরামের রূপ ধরি, সংসারে আইল হরি,
করিতে রাক্ষসকুল নাশ ।
নর নয় সীতাপতি, হেন নয় মোর মতি,
পাঁচালি রচিল কৃষ্ণিবাস ॥

পাপলিনী-প্রায় রাণী ছুটে উর্ধ্বমুখে ।
উপনীত দশানন সীতার সম্মুখে ॥
একে ত রাবণ তাহে ক্রোধে কম্পমান ।
রক্তবর্ণ ঘুরিতেছে বিংশতি নয়ান ॥

—

রাবণের সীতাবধের সঙ্কল্প ও মন্দোদরী-
কর্তৃক সাস্তনা ।

পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন ।
মন্দোদরীর ক্রন্দনেতে রুষিল রাবণ ॥
সীতা লাগি মজিল কনক লঙ্কাপুরী ।
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী ॥
মায়াসীতা কেটেছিল পুত্র ইস্রজিৎ ।
সাক্ষাতে কাটিয়া সীতা ঘুচাইব ভীত (১) ॥
লইল রাবণ করে খড়্গ একধারা (২) ।
কুড়ি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা ॥
তুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ ।
কালান্তরক যম যেন রুষিল রাবণ ॥
সীতাকে কাটিতে যায় পবনের বেগে ।
রাবণের পাত্র-মিত্র পিছে গিয়া লাগে ॥
খড়্গ-হাতে ধায় রাবণ অশোকের বনে ।
কর সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে ॥
প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বন ।
রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন ॥
মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী ।
সর্বনাশ হয়েছে, মজেছে লঙ্কাপুরী ॥
তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে ।
রমণীবধের পাপে পরকাল যাবে ॥
এত ভাবি মন্দোদরী সম্বরে ক্রন্দন ।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোহিত লোচন ॥

আতঙ্কে অস্থিরা সীতা দেখিয়া রাবণে ।
কাটিবে রাবণ আজি, ভাবিলেন মনে ॥
পুত্রশোকে আসিতেছে করিতে ছেদন ।
কোথা প্রভু রঘুনাথ, দেবর লক্ষ্মণ ॥
অভাগীরে দেখা দাও অশোকের বনে ।
রামের মহিষী আমি কাটিবে রাবণে ॥
উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন ক্রন্দন ।
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ ॥
পিছে থাকি সাপুটিয়া ধরে মন্দোদরী ।
ছি ছি মহারাজ, বধ ক'রৌ না হে নারী ॥

রাবণ বলে, মায়াসীতা কাটে ইস্রজিতে ।
মরে পুত্র ইস্রজিৎ সীতার জগেতে ॥
সীতা এনে সর্বনাশ হলো লঙ্কাপুরে ।
ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া সীতারে ॥
মন্দোদরী কহিতেছে করি জোড় হাত ।
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ ॥
বিশ্রবা তোমার পিতা সংসারে পূজিত ।
তোমার এ নারীবধ না হয় উচিত ॥
একে দেখ মজেছে কনক লঙ্কাপুরী ।
পাপেতে ম'জোনা তাহে বধ ক'রে নারী ॥
করে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে ।
ভয়ে সীতা চাহিলেন রাবণের পানে ॥
রাবণ দেখিল সীতা আঁধি ফিরাইল ।
দশানন-হৃদে পুনঃ ভরসা জাগিল ॥
ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতরে ।
সিংহাসন ত্যজি বৈসে ভূমির উপরে ॥

(১) ভীত—ভয় । (২) একধারা—যে অস্ত্রের ধার এক দিকে ; খড়্গ, তলোয়ার, পবন ইত্যাদি ।

অভিমান-ভরে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী ।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরভাগ-নারী (১) ॥

—

রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ যাত্রা ।

শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ ।
বসিলে সোয়াস্তি (২) নাই, করয়ে শয়ন ॥
ইন্দ্রজিৎ-শোক তবু নহে পাসরণ ।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে-ঘর ।
অভিমাণে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
অমূল্য রতনে করে বিচিত্র সাজন ।
সর্বাস্ত্র ভরিয়া পরে রাজ-আভরণ ॥
মেঘের বরণ অঙ্গে, খবল উত্তরী ।
যুগমদে পরিলেক সুগন্ধি কস্তুরী ॥
দশ ভালে দশ মাণ করে ঝলমল ।
চন্দ্রসম কুড়ি কর্ণে কুড়িটা কুণ্ডল ॥
নানা অস্ত্রে সাজিলেন মনোহর বেশে ।
চৌদ্দহাজার নারী আসি ঘেরে আশেপাশে ॥
ইন্দ্রজিৎ-শোকে রাজা হয়েছে কাতর ।
চক্ষের কোণেতে নাহি চাহে লঙ্কেশ্বর ॥

ধনুর্বাণ ল'য়ে রাবণ যায় মহাক্রোধে ।
রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে (৩) ॥
আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ ।
রামের সীতা রামে দেহ, থাক গৃহবাস ॥
মন্দোদরী পানে রাজা ফিরিয়া না চায় ।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায় ॥

নিকট মরণ তার, কি করে ঔষধে ।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে ॥
স্বামি-প্রদক্ষিণ করি, পড়িল মঙ্গল (৪) ।
মন্দোদরীর চক্ষে জল করে ছলছল ॥
অস্তুরে বুঝিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর ।
দশ হাজার সতিনীকে নিল অস্তুর ॥

বৃহন্দের বহির্গত হইল রাজন ।
রথ ল'য়ে সারথি জোপায় ততক্ষণ ॥
কনক-রচিত রথ সুবর্ণের চাকা ।
রথের উপরে শোভে নেতের পতাকা ॥
বিচিত্র নিৰ্ম্মাণ রথ অষ্ট ঘোড়া বহে ।
রথের উপরে উঠি দশানন কহে ॥
ধনুক ধরিতে পুরে যে যে বীর জানে ।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মোর সনে ॥
ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে বীরচূড়ামণি ।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥
পদ্ম-কোটি (৫) ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর ।
সাজিল রাবণ সঙ্গে করিতে সমর ॥
পশ্চিম দুয়ারে রনু শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ ॥
দাণ্ডায়েছে রাবণ ধনুকে দিয়া চড়া ।
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া ॥
সিংহাসন ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতক কপিগণ ॥
পঙ্কমাদন সেনাপতি হৈল আণ্ডয়ান ।
বিমুখ করিল তারে মেরে পঞ্চবাণ ॥
নীল বানরে দশানন দেখিয়া সম্মুখে ।
ত্রিশ বাণ বিক্লিলেক নীল-বীর-বুকে ॥

(১) বীরভাগ-নারী—বীরের স্ত্রী । (২) সোয়াস্তি—শাস্তি । (৩) বিরোধে—বাধা দেয় ।
(৪) মঙ্গল—শুভসঙ্গীত । (৫) পদ্ম-কোটি—লক্ষ কোটি ।

ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদ মহাবীর ।
নয় বাণে বিক্ষে জাম্ববানের শরীর ॥
গয় গবাক্ষে বিক্ষিলেক দশ দশ বাণে ।
দুই শত বাণে বিক্ষে বীর হনুমাণে ॥
আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল ।
পঞ্চদশ বাণে বীর সুষেণে বিক্ষিল ॥
বানর-কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা ।
পড়িল বানর যত নাহি তার সংখ্যা ॥

সারথিরে আঙ্কা দিল রাজা দশানন ।
পশুর সহিত যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন ॥
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে ।
সে উভয়ে মারিয়ে বানর মারি পিছে ॥
রাবণের আঙ্কা পেয়ে সারথি সত্বর ।
চালাইয়া দিল রথ রামের গোচর ॥
রথখান আসে, যেন বিদ্রুং চমকে ।
লক্ষ লক্ষ সর্প-ঘণ্টা বাজে চারিদিকে ॥
রথখান-শব্দে কপি পলায় লাখে লাখে ।
পার্ব্বতীয় পাখী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥

হাতে করি ধনু গেল রামের সম্মুখে ।
বৈকুণ্ঠের নাথ রামে দশানন দেখে ॥
দক্ষিণে অক্ষয় তুণ, বামেতে কোদণ্ড ।
বিষ্ণু-অবতার রাম সুবাহু প্রচণ্ড ॥
সুন্দর নাসিকা কিবা চৌরস কপাল ।
ফল মূল খান তবু বিক্রমে বিশাল ॥
সুন্দর ধনুক বাণ বিচিত্র গঠন ।
রাবণ রামের দেহে দেখে ত্রিভুবন ॥
শ্রীরামের সর্ব্ব অঙ্গ নিরখিয়া দেখে ।
পর্ব্বত সমুদ্র সর্প দেখে লাখে লাখে ॥
মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশানন ।
একান্ত জানিনু রাম দেব-নারায়ণ ॥

যতপি রামের হাতে হয় ত মরণ ।
একান্ত বৈকুণ্ঠে যাব, না হয় খণ্ডন ॥
বিরস হইয়ে কেন হইব বিমুখ ।
রামের সম্মুখে গেল পাতিয়া ধনুক ॥

— —
রাবণের পুনর্ভুক্ত ।

দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন ।
শ্রীরাম রাবণে দৌছে বাজে মহারণ ॥
শত বাণ জোড়ে বীর ধনুকের গুণে ।
কাটিলা বিংশতি বাণে রাজীব-লোচনে ॥
বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে চোখা শর ।
বিক্ষিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জর ॥

বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈলা অচেতন ।
রামে পাছু করি আগে রহিলা লক্ষ্মণ ॥
রাবণ-উপরে বীর শীঘ্র এড়ে বাণ ।
দিব্য বাণ মারিলেন পুরিয়া সন্ধান ॥
লক্ষ্মণ যে বাণ মারে বলে মহাবল ।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥

লক্ষ্মণের বাণেতে সে রথ হৈল মুড়া ।
গদাঘাতে বিভীষণ মারে অষ্ট ঘোড়া ॥
কোপে দশানন বিভীষণ পানে চায় ।
তুলিয়া নিলেক শেল, দেখে ভয় পায় ॥
বংশনাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীষণ ।
মারিয়া পাড়িব আজি রাখে কোন্ জন ॥

রথ না সম্বরে রাজা গর্ভিঙ্গিয়া কোপেতে ।
বিভীষণে মারিবারে শেল লয় হাতে ॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুঙ্কার ।
স্বর্গ মর্ত্ত-পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
শেলপাট দেখে' চমকিত বিভীষণ ।
ডেকে বলে শ্রী-রাধ ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥

সে শেলের উদ্দেশে লক্ষ্মণ এড়ে বাণ ।
 তিন বাণে শেল কাটি কৈলা চারিখান ॥
 শেল কাটা গেল, কপি দিল টিটকারী ।
 কুপিল রাবণ-রাজা লঙ্কা-অধিকারী ॥
 কুড়ি চক্ষু ঘোরে বীর দেখে ভয়ঙ্কর ।
 আর শেল হাতে নিল যমের দোসর ॥
 বজ্রসম শেলপাট দেখে লাগে ভয় ।
 যারে মারে শেল, তার জীবন-সংশয় ॥
 এনেছিল শেল রামে মারিবার মনে ।
 কোপ করি সেই শেল হানে বিভীষণে ॥
 বিভীষণ ফাঁফর হইল শেল দেখি ।
 সেই শেল কাটিলেন লক্ষ্মণ ধামুকী ॥

রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল (১) ।
 দেখিব মানুষ বেটা ধর কত বল ॥
 বিভীষণে বাঁচাইলি ক'রে বীরপণা ।
 মারি শেল রাখ দেখি বাঁচায়ে আপনা ॥
 তোর বাণে বিভীষণ পেলে প্রতিকার (২) ।
 মারি শেল তোর দেখি কে রাখে এবার ॥
 এখনি মরিবি ভণ্ড লক্ষ্মণ তপস্বী ।
 মৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপসী ॥
 মা-বাপেরে মনে কর বন্ধু যত জন ।
 মৈলে সঙ্গে আর নাহি হবে দরশন ॥
 রাম-সুগ্রীবের ঠাই মাগহ মেলানি । (৩)
 দিয়াছে অনেক যুক্তি করি কাণাকাণি ॥

গর্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে ।
 প্রাণ উড়ে দেবগণ শক্তিশেল (৪) দেখে ॥
 যক্ষ রক্ষ কাঁপে আর গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 কাঁপে অষ্ট লোকপাল দেব পুরন্দর ॥
 শমনের ভয়ী শেল শক্তি নাম ধরে ।
 যারে মারে শক্তিশেল, সেইজন মরে ॥

লক্ষ্মণের প্রতি রাবণের শক্তি শেলাঘাত ।
 কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে ।
 ময়-দানবের শেল পড়ি গেল মনে ॥

(১) পাকল—বজ্রবর্ণ । (২) প্রতিকার—পরিত্রাণ অর্থে ব্যবহৃত । (৩) মেলানি—বিছায় ।
 (৪) শক্তিশেল—পুরাকালে কোণ্ডিল্য নামে এক উগ্রতপা মুনি ছিলেন । তিনি সন্ধ্যাকালে কুটীরে
 আসিয়া চক্র পাক করিয়া ভক্ষণ করিতেন । ভোজনাবশিষ্ট চক্র ভোজন-পাত্রে পড়িয়া রহিত ।
 মুনির কুটীরের ভিতরে এক ভেকী থাকিত । সে ঐ চক্র ভোজন করিত । একদিন কোণ্ডিল্য মনে
 করিলেন, আমার ভোজনাবশিষ্ট চক্র কে খায় দেখিতে হইবে । এইরূপ মনে করিয়া এক দিন রাত্রিতে
 কোণ্ডিল্য মুনি আগিয়া রহিলেন । দেখিলেন, কুটীর-মধ্যস্থ গর্ভ হইতে এক ভেকী বাহির হইয়া
 উহা ভক্ষণ করিতেছে । কোণ্ডিল্য ক্রোধান্বিত হইয়া ভেকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ভেকী অশ্রু
 করিতে লাগিল । ভেকীর অশ্রুতে কোণ্ডিল্য সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কুটীরস্থ গার্হপত্য অগ্নির নিকট ভেকীকে
 রাখিয়া আশ্রমের চারিদিকে গণ্ডী দিয়া তপস্কার্য চলিয়া গেলেন । কোণ্ডিল্য চলিয়া গেলে এক
 সর্প সেই স্থানে উপস্থিত হইল । ভেকী সর্পদর্শনে ভয় পাইয়া দ্রুতবেগে কুটীরে প্রবেশ করিতে গিয়া
 কুটীর-মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল । কোণ্ডিল্য কুটীরে আসিয়া ভেকীকে
 দেখিতে না পাইয়া অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সব কথা জানিতে পারিলেন । তখন কোণ্ডিল্য অগ্নিকে
 বাললেন, তুমি যেখানে পাও ভেকীকে অশ্রুসন্ধান করিয়া লইয়া আইস । মৃত্যুর পরে সকলেই যমপুরে
 গতি হয় ভাবিয়া অগ্নি যমবাহুর নিকট উপস্থিত হইয়া ভেকীকে প্রার্থনা করিল । যম বলিল, ভেকী
 মুনি চক্রের ভক্ষণ করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিয়াছে এবং সেই অপূর্ব্ব কান্তিমতী রমণীকে আমি স্বীয়
 ভগিনী যমুনাব নিকট রাখিয়াছি । আপনি যমুনাব নিকট গিয়া কন্যাকে লইয়া আসুন । যমবাহুর
 এই কথা শুনিয়া অগ্নি যমুনাব নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যা প্রার্থনা করিলেন । যমুনা কন্যাকে বলিলেন

এক জনে মারিলে না মরে অশ্রু জন ।
 যারে শেল মারে তার অবশ্য মরণ ॥
 সূর্যের কিরণ যেন শেলপাট যায় ।
 ভাবিয়া ত রঘুনাথ না পান উপায় ॥
 চিন্তা করে রঘুনাথ ভাইয়ের কুশল ।
 শেলেরে করেন স্থতি চক্ষে পড়ে জল ॥
 দেবমূর্তি শেল তুমি দেব-অধিষ্ঠান ।
 এবার লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণদান ॥
 ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে ।
 ভাই-দান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে ॥
 আপনি শমন মূর্তিমান্ শেল-মুখে ।
 লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বৃকে ॥

নিজে মৃত্যু-অধিষ্ঠান শেলের উপর ।
 ডাকিয়া রামেরে তবে করিছে উত্তর ॥
 আমারে করিছ কেন এতক স্তবন ।
 লক্ষ্মণে ছাড়িয়া নাহি মারি অশ্রু জন ॥
 থাকি আমি যার কাছে, তার আজ্ঞাকারী ।
 যার কাছে থাকি আমি, তার হিত করি ॥
 স্ত্রীরামে কাতর দেখে' শেল নাহি থাকে ।
 মহাবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের বৃকে ॥
 পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘু-বংশচূড়া ।
 প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া ॥
 ভূমেতে পতিত বীর, না নাড়েন পাশ ।
 শেলে বিক্রি লক্ষ্মণের ঘন বহে খাস ॥

তোমাকে লইয়া ঘাইবার অশ্রু অগ্নি আসিয়াছেন ; অতএব তুমি অগ্নির সহিত কোণ্ডিলোর নিকট যাও
 এই বলিয়া যমুনা বিদ্যাবর্ণী অষ্টশিরা এক বাণ নিষ্কাশন করিয়া সেই কঙ্কাকে ছিঁয়া বলিলেন, বিপদের
 সময় এই বাণ তোমাকে রক্ষা করিবে এবং এই বাণের নিকটে শিব, সূর্য্য এমন কি ব্রহ্মাও পরাজিত
 হইবেন। কঙ্কা সেই বাণ লইয়া অগ্নির সহিত মূনির আশ্রমে উপস্থিত হইল। কোণ্ডিল্য মূনি
 অপূৰ্ণ-সুন্দরী সেই কঙ্কাকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। একদিন বাসিরাজা
 দ্বিধিকয়ে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোণ্ডিল্য মূনির আশ্রমের নিকটে সেই কঙ্কাকে
 দেখিয়া চলচিত্ত হইল এবং তাহার অপমান করিল। বাসিপতি তারাই হইয়া অবগত হইয়া কোণ্ডিল্যের
 বোধাপনোদনের জন্য মূনির আশ্রমে আসিয়া মূনির স্তব করিতে লাগিল। তারার স্তবে কোণ্ডিল্য
 মূনি সন্তুষ্ট হইয়া কুশপত্রদ্বারা ঐ কঙ্কার গর্ভ বিচারণ করিয়া তাহাকে বাসিবীর্য্য দান করিলেন।
 তারা ঐ বীর্য্য পান করিলেন। ঐ বীর্য্য হইতে তাহার এক পুত্র জন্মে। কঙ্কার অঙ্গ কাটিয়া ঐ
 বীর্য্য বাহির করায় ঐ বীর্য্য-উৎপন্ন পুত্রের নাম অঙ্গ হইল।

এদিকে কোণ্ডিল্য মূনি অপরূপ রূপবতী যুবতী কঙ্কাকে দেখিয়া এবং বাসিরাজ কর্তৃক কঙ্কার
 লাঞ্ছনার কথা শ্রবণ করিয়া ঐ কঙ্কাকে সখা ময়দানবের গৃহে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কঙ্কা এই
 কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইল। তখন কোণ্ডিল্য মূনি তপোবলে সেই যুবতীকে বাসিকারূপে পরিণত
 করিয়া ময়দানবের গৃহে রাখিয়া আসিলেন। দানবপতি ময় কঙ্কার অপরূপ রূপ দেখিয়া তাহাকে
 মন্দোদরী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তখন কোণ্ডিল্য ময় দানবকে বলিলেন, এই কঙ্কার নিকট
 ত্রিভুবন-বিজয়ী শেল আছে ; তাহার নাম শক্তিশেল। তোমার ভাবী জামাতাকে এই শেল বৌতুক-
 রূপে দান করিবে। এই শক্তিশেলের পরাক্রম অতি অদ্বিত। ইহার নিকটে সকলেই পরাস্ত হইবে।
 এই শেল যদি দাত্রিতে কাহারো বৃকে পড়ে, তবে দ্বিবাঙ্গাগে তাহার মৃত্যু হইবে—দ্বিবাঙ্গাগে পড়িলে
 দাত্রিতে মরিবে। এই শেল যেখানে পড়িবে সেখানে হইতে আঠার বর্ষের পথে ইহার প্রতিষেধক ঔষধ
 থাকিবে দ্বিবা বা দাত্রির মধ্যে আঠার বর্ষের পথ হইতে সেই ঔষধ আনিয়া এই কঙ্কার স্তনকীর দ্বারা
 ঐ ঔষধ কাটিয়া ক্ষত স্থানে দিতে পারিলে তবে তাহার পুনর্জীবন লাভ হইবে। যমুনার শক্তি হইতে
 এই শেলের উৎপত্তি হয়, এই জন্য এই শেলের নাম শক্তিশেল।—বৃহৎ সারাবলি।

লক্ষ্মণে এড়িয়া সব পলায় বানর ।
 দেখিয়া ত রঘুনাথ হইলা ফাঁফর ॥
 লক্ষ্মণে রাখিবে, নাকি রাখিবে আপনা ।
 তিন ঠাই শ্রীরামের পড়িল ভাবনা ॥
 বাহির করিতে শেল টানয়ে বানরে ।
 আপনি স্ত্রীবা টানে শেল নাহি নড়ে ॥
 স্ত্রীবা টানিছে শেল, কপিগণ চাহে ।
 এত টান দেয়, শেল নড়িবার নহে ॥
 শরভ কুমুদ নল নীল আদি বীর ।
 শেল ধ'রে টানে, তবু না হয় বাহির ॥
 বানরের মধ্যে হনুমানেরে বাখানি ।
 সে হনু ধরিয়া শেল করে টানাটানি ॥
 সাহস করিয়া কেহ নাহি মারে টান ।
 পাছে টানে লক্ষ্মণের বাহিরায় প্রাণ ॥
 টানিতে বানরগণ না করে সাহস ।
 যার টানে মরিবেন, তার অপযশ ॥
 দিলেন ধনুক বান স্ত্রীবের হাতে ।
 শেল ধ'রে টানিলেন প্রভু রঘুনাথে ॥
 বিশ্বস্তুর-মূর্ত্তি ধ'রে শেলে দিলা টান ।
 উপাড়িয়া শেলপাট কৈলা খান খান ॥
 লক্ষ্মণে বেড়িয়া রহে যত কপিগণ ।
 কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ ॥
 ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর যত বীর ।
 প্রবোধ-বচনে রাম করিলেন স্থির ॥
 লক্ষ্মণে জিনিলা ব'লে না ভাবিহ মনে ।
 মারিয়া পাড়িব বেটা আজিকার রণে ॥
 যার লাগি বান্ধিলাম অলঙ্ঘ্য সাগরে ।
 যার লাগি এত দুঃখ পেয়েছি অস্তুরে ॥
 যার লাগি দুঃখে দক্ষ-হৃদয় (১) তোমরা ।
 মারিয়া পাড়িব আজি পরনারী-চোরা ॥

পাইলাম যত দুঃখ সীতার হরণে ।
 মারিয়া ঘুচাব দুঃখ আজিকার রণে ॥
 পর্বত-উপরে বসি দেখ সবে স্তখে ।
 মারিব রাবণে আজি, কার বাপে রাখে ॥
 রঘুনাথ-বাক্যে ক'রে সাহসেতে ভর ।
 লক্ষ্মণেরে রক্ষা করে যতক্ষণ বানর ॥
 আতৃ-শোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার ।
 শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজে আর বার ॥
 বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহারেন বাণ ।
 রাক্ষস-কটক কাটি কৈলা খান খান ॥
 শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়ফড় ।
 সহিতে না পারে রাজা উঠে দিল রড় ॥
 সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন ।
 লঙ্কাতে চালাও রথ ত্বরিত-গমন ॥
 লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 পশ্চাতে বানর ধায়, বলে ধর ধর ॥
 রঘুনাথ-বাক্যে কঁড়ু খণ্ডন না যায় ।
 সেই দিন মারিতেন রাবণ-রাজায় ॥
 লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল-বাণে ।
 রণ ছেড়ে আইলেন বাঁচাতে লক্ষ্মণে ॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ।
 রণ জিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর ।
 লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর ॥
 কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা-নগরী ।
 মৈল পিতা দশরথ রাজ্য-অধিকারী ॥
 জনক-নন্দিনী সীতা প্রাণার স্তন্দরী ।
 দিন দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি ॥

(১) 'দক্ষ-হৃদয়'—সন্তপ্ত ।

হারালাম প্রাণাধিক অশুভ লক্ষণ ।
 কি করিবে রাজ্য-ভোগে, পুনঃ যাই বন ॥
 লক্ষণ স্মিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন ।
 কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন ॥
 এনেছি স্মিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি ।
 আসিয়া সাগর-পারে কাল হৈল বিধি ॥
 মোর দুঃখে লক্ষণ যে দুঃখী নিরস্তর ।
 কেন হে নিষ্ঠুর হ'লে না দেহ উত্তর ॥
 সবাই সুধাবে বার্তা আমি গেলে দেশে ।
 কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥
 আমার লাগিয়া ভাই, কর প্রাণ-রক্ষা ।
 তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা ॥
 রাজ্যধনে কার্য্য নাই, নাহি চাই সীতে ।
 সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে ॥
 উদয়াস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার ।
 তোমার মরণে খ্যাতি (১) রহিল আমার ॥
 উঠরে লক্ষণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ ।
 কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস ॥
 সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ ।
 তুমি যে লক্ষণ মম প্রাণের সমান ॥
 স্বর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্যে দিহু ডালি (২) ।
 তোমা বধে' রঘুকূলে রাখিলাম কালি ॥
 কেন বা রাবণ-সঙ্গে করিলাম রণ ।
 আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন ॥
 কার্তবীর্য্যাজ্জুন রাজ্য সহস্র-বাহুধর ।
 তাহা হৈতে লক্ষণ যে গুণের সাগর ॥
 এমন লক্ষণে মোর মারিল রাক্ষসে ।
 আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥

পিতৃ-আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে ছত্র-দণ্ড ।
 কৈকেয়ী সহাই (৩) তাহে হইল পাষণ্ড (৪) ॥
 পিতৃসত্য পালিতে আইলু বনবাস ।
 বিধি বাদী হৈল, এই তাহে সর্বনাশ ॥
 অস্তুরীকে ডাকি বলে যত দেবগণ ।
 না কান্দ, না কান্দ, রাম, পাইবে লক্ষণ ॥
 ভাই ভাই ব'লে রাম ছাড়ে নিশ্বাস ।
 শ্রীরামের বিলাপ রচিল কৃষ্টিবাস ॥

লক্ষণের জীবনরক্ষার্থ হনুমানের
 গন্ধমাদন-পঙ্কতে ঔষধ
 আনিতে গমন ।

শ্রীরাম সুষেণে কন জোড়হাত করি ।
 লক্ষণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি ॥
 আমার লক্ষণ বিনা আর নাহি গতি ।
 জীয়াও লক্ষণে যদি, তবে অব্যাহতি ॥
 সুষেণ বলেন, প্রভু, না হও কাতর ।
 বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষণ ধনুর্ধর ॥
 হস্তে পদে আছে রক্ত প্রসন্ন বদন ।
 নাসিকায় শ্বাস বহে প্রফুল্ল লোচন ॥
 হেন জন নাহি মরে সবাকার জ্ঞানে ।
 আনিবারে ঔষধ পাঠাও হনুমানে ॥
 শ্রীরাম বলেন, শোকে মম হিয়া শোষে ।
 আপনি পাঠাও তারে ঔষধ-উদ্দেশে ॥
 সুষেণ বলেন, শুন পবন-নন্দন ।
 ঔষধ আনিতে যাহ সে গন্ধমাদন ॥

(১) খ্যাতি—প্রসিদ্ধি; এখানে অখ্যাতি; অপবন। (২) সোনার ব্যবসা করিতে গিয়া মাণিক উপহার দিলাম; অর্থাৎ সীতার জন্য লক্ষণকে হারাইলাম। (৩) সহাই—বিমাতা। (৪) পাষণ্ড—বাদী।

গিরি গন্ধমাদন সে সর্বলোকে জানি ।
 তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী ॥
 ছয় শৃঙ্গ ধরে, তার অদ্ভুত নির্মাণ ।
 প্রথম শৃঙ্গেতে তার মহেশের স্থান ॥
 আর শৃঙ্গে উদয় করয়ে শশধর ।
 আর শৃঙ্গে তিন কোটি গন্ধর্কের ঘর ॥
 আর শৃঙ্গে বৃক্ষ আছে শাল ও পিয়াল ।
 আর শৃঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র চলে পালে-পাল ॥
 আর শৃঙ্গে আছে তার খরতরা নদী ।
 নদীর দুকূলে আছে বিস্তর ঔষধি ॥
 নীলবর্ণ ফল-ফুল, পিঙ্গল-বর্ণ পাতা ।
 রক্তবর্ণ ডাঁটা তার, স্বর্ণ-বর্ণ লতা ॥
 আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী ।
 রাত্রি মধ্যে আনহ যাবৎ আছে প্রাণী (১) ॥
 রাত্রিতে ঔষধ আন, বাঁচাব সহজে ।
 রজনী প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য্যতেজে ॥
 বিলম্ব না কর বীর, যাও এইক্ষণ !
 তোমার প্রসাদে জীবে (২) ঠাকুর লক্ষণ ॥
 আছয়ে গন্ধর্ব্ব সব মায়ার নিদান ।
 সময়েতে হনুমান্ হৈও সাবধান ॥
 ত্রিশ কোটি গন্ধর্ব্ব যে হাহা হুহু আছে !
 বাদ বিসংবাদ তার সঙ্গে কর পাছে ॥
 শ্রীরাম বলেন, পথ আঠার বৎসর ।
 কেমনে আসিবে ফিরে রাতের ভিতর ॥
 এত দূর পথ যাবে, আসিবেক রাতি ।
 লক্ষণের না দেখি এবার অব্যাহতি (৩) ॥
 কেন বা সূষণে বৈষ্ণু আমারে প্রবোধে ।
 লক্ষণ মরিলে আজি কি হবে ঔষধে ॥

হাসিয়া বলেন, তবে পবন-নন্দন ।
 এ রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষণ ॥
 মনে কিছু রঘুনাথ, না কর বিস্ময় ।
 ঔষধ আনিয়া দিব রাত্রে মহাশয় ॥
 শ্রীরাম সূত্রীক কাছে মাগিয়া মেলানি (৪) ।
 ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি (৫) ॥
 উভলেজ করিয়া সারিল (৬) দুই কাণ ।
 এক লক্ষ আকাশে উঠিল হনুমান্ ॥
 মহাশব্দে চলিল শৃঙ্গেতে করি ভর ।
 লাকুলের টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর ॥
 দশ যোজন হইল বীর আড়ে পরিসর ।
 বিশ যোজন দীর্ঘেতে হইল কলেবর ॥
 লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ ।
 উঠিলামাত্রিতে লেজ ঠেকিল আকাশ ॥
 মহাশব্দ করে যায়, শুনিতে গভীর ।
 দেখিয়া মনেতে প্রীতি পান রঘুবীর ॥

গন্ধকালী-অঙ্গর-উদ্ধার ও কালনেমি-বধ ।
 দুর্জয়-শরীর বীর চলে অন্তরাঙ্কে ।
 লঙ্কার ভিতর থাকি দশানন দেখে ॥
 রাবণ বিস্মিত হৈয়া ভাবিল মনেতে ।
 ঘরপোড়া বেটা কোথা যায় এত রেতে ॥
 দশানন বুদ্ধিল করিয়া অনুমান ।
 ঔষধ আনিতে যায় বীর হনুমান্ ॥
 বিশল্য-করণী আছে গন্ধমাদনেতে ।
 কোনমতে নাহি দিব লক্ষণে বাঁচাতে ॥
 এতক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন ।
 কালনেমি-নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ ॥

(১) প্রাণী—জীবন । (২) জীবে—বাঁচবে । (৩) অব্যাহতি—বন্ধা । (৪) মেলানি—বিহার ।
 (৫) উঠানি উত্থান । (৬) সারিল—বাঁড়া করিল ।

রাবণ বলে, শুন হে মাতুল কালনেমি ।
 লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি ॥
 চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার ।
 আজি মামা, তুমি কিছু কর উপকার ॥
 আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে ।
 মরিবে তপস্বী বেটা রাত্রি পোহাইলে ॥
 বিশল্য-করণী আছে গন্ধমাদনেতে ।
 ঘরপোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে ॥
 গিয়া গন্ধমাদনেতে করহ উপায় ।
 যেমতে বানর বেটা ঔষধ না পায় ॥
 বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর ।
 রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর ॥
 মায়ার প্রবন্ধে (১) এস হনুমানে মেরে ।
 লঙ্কার অর্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে ॥
 কালনেমি বলে, মনে করি বড় ভয় ।
 ছুঁই বড় সে বানরা, কি জানি কি হয় ॥
 মায়ারূপে যাই যদি চিনে হনুমান্ ।
 একই আছাড়ে মোর বধিবে পরাণ ॥
 বানর-প্রধান বেটা, বুদ্ধে (২) বড় শঠ ।
 কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট ॥
 দশানন বলে, এত ভয় কেন তারে ।
 যুক্তি ক'রে যাও, যাতে চিনিতে না পারে ॥
 কালনেমি বলে, বাপু, যত বল মিছে ।
 কারো যুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে ॥
 রাবণ বলে, কালনেমি, না হও চিন্তিত ।
 হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত ॥
 গন্ধমাদনের সব সন্ধি (৩) আমি জানি ।
 গন্ধকালী নামে এক আছে কুম্ভীরিণী ॥

সরোবরে প'ড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে ।
 প্রকাণ্ড শরীর তার মুখ বিপরীতে ॥
 হ্রাস্তুর শঙ্কা করে দেখে' কুম্ভীরিণী ।
 সেই ডরে কেহ নাহি ছোঁয় তার পানি ॥
 কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে ।
 লক্ষ লক্ষ প্রাণিবধ হৈল তার পেটে ॥
 সহজে বানর জাতি বীর হনুমান্ ।
 গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান (৪) ॥
 উহার আগে যাও তুমি তপস্বীর বেশে ।
 আদর গৌরব করি তুমিবে হরিষে ॥
 মায়াতে আশ্রম করি রেখ ফুল-ফল ।
 কলসী ভরিয়া রেখ সুবাসিত জল ॥
 নানা মতে হনুমানে করিবে আদর ।
 স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর ॥
 অন্নবুদ্ধি হনুমান্ পশু মধ্যে গণি ।
 সরোবরে গেলে ধ'রে খাবে কুম্ভীরিণী ॥
 কুম্ভীরিণী ধ'রে খাবে পবন-নন্দনে ।
 হনু মৈলে ঔষধ আনিবে কোন্ জনে ॥
 রাম তবে মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে ।
 পলাবে স্ত্রী'র বেটা পড়িয়া বিপাকে (৫) ॥
 মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে ।
 লঙ্কাপুরী লব দৌহে অর্ধ অর্ধ ভাগে ॥
 কালনেমি বলে, একি বলিস্ রাবণ ।
 ঘরপোড়ার কাছে গেলে হারাব জীবন ॥
 পূর্বে ঘরপোড়া তোরে মারিল চাপড় ।
 রথ হৈতে পড়িয়ে করিলি খড়ফড় ॥
 সেই দিন আমি হৈলে যেতাম বম-ঘর ।
 ভাগ্যে বেঁচে এসেছিলি লঙ্কার ভিতর ॥

(১) মায়ার প্রবন্ধে—কৌশল কবিতা । (২) বুদ্ধে—বুদ্ধিতে । (৩) সন্ধি—গোপন সংবাদ । (৪) সন্ধান—
 তথ্য কথা । (৫) বিপাকে—উপায়ান্তরহীন বইয়া ।

হনুমানের কাছে কারো নাহিক নিস্তার ।
দেখিলে তখনি মোরে করিবে সংহার ॥
প্রাণ হারাইতে পাঠাও হনুমান-আগে ।
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অর্দ্ধ-ভাগে ॥

এত যদি কালনেমি রাবণেরে বলে ।
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জলে ॥
কালনেমি বলে, ক্রোধ সম্বর রাবণ ।
তুমি মার, সে মারুক অবশ্য মরণ ॥
কালনেমি নিশাচর ঘোর-দরশন ।
অষ্ট বাহু চারি মুণ্ড অষ্ট সে লোচন ॥
চলিল সে কালনেমি রাবণ-আদেশে ।
গন্ধমাদনেতে যায় তপস্বীর বেশে ॥
পবন-গমনে যায় বীর হনুমান ।
কালনেমি উপনীত তার আগুয়ান ॥
মায়াস্থান স্বজিল মধুর (১) ফুল-ফল ।
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল ॥
অটাতার শিরেতে, বাকল পরিধান ।
হাতে ক'রে জপমালা করিতেছে ধ্যান ॥

হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন ।
তপস্বী দেখিয়া করে চরণ-বন্দন ॥
গৈরিক-বসন-পরা, দীর্ঘ গৌপ-দাড়ি ।
হনুমানে দেখিয়া দিলেন জল-পিঁড়ি (২) ॥
এসেছ অতিথি আজ বড়ই মঙ্গল ।
স্নান করি এস, কিছু খাও ফুল-ফল ॥

হনুমান্ বলে, গৌসাই, না জান কারণ ।
কোন্ স্থখে খাব আমি, নাহি লয় মন ॥
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে ।
সত্য পালি ছুই পুত্রে দিলা বনবাসে ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অশুভ লক্ষণ ।
পালিতে পিতার সত্য এসেছেন বন ॥
দোসর লক্ষণ বীর, জানকী সুন্দরী ।
শূণ্য ঘর পেয়ে রাবণ সীতা কৈল চুরি ॥
বানর-সহায়ে রাম বাঙ্কিলা সাগর ।
কটক সমেত গেলা লঙ্কার ভিতর ॥
সীতা লাগি রাম-রাবণেতে বাজে রণ ।
রাবণের শেলে প'ড়ে আছেন লক্ষণ ॥
ঠাকুর লক্ষণ প'ড়ে রাবণের শেলে ।
প্রাণদান পাবেন ঔষধ ল'য়ে গেলে ॥
ফুল-ফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি ।
ঔষধ চিনিয়া দেহ বিশল্য-করণী ॥
তপস্বী বলেন, তোর ছাওয়ালিয়া মতি (৩) ।
ভোকে(৪)শোকে কেমনে এ কুলাবে আরতি(৫) ॥
মম স্থানে অতিথি থাকিলে উপবাসী ।
সব তপ নষ্ট হয় কিসের তপস্বী ॥
যার বাড়ী অতিথি আসি করে উপবাস ।
অতিথির উপবাসে তার সর্বনাশ ॥
অতিথি দেখিয়া যেন না করে আশ্বাস ।
সর্বনাশ হয় তার, নরকে নিবাস ॥
এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদে ।
উলিয়া (৬) করহ স্নান ঘুচুক বিষাদে (৭) ॥
পান যদি কর উহার একাঞ্জলি পানি ।
এক বর্ষ ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই না জানি ॥
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে ।
স্নানহেতু হনুমান্ চলিলেন জলে ॥
খাঁপ দিয়া হনু জলে পড়িল যখনি ।
হনুর সে শব্দ পেয়ে খায় কুস্তীরিনী ॥

(১) মধুর ফুল-ফল—সুগন্ধ ফুল ও নির্মল শীতল জল । (২) জল-পিঁড়ি—আতিথ্যের জন্য পাণ্ড ও আসন । (৩) ছাওয়ালিয়া মতি—বালক বুদ্ধি ; শিশুর মত বুদ্ধি । (৪) ভোকে—ক্ষুধায় । (৫) কুলাবে আৰতি—মনোবাসনা পূর্ণ করিবে । (৬) উলিয়া—নামিয়া । (৭) বিষাদে—দুঃখে ।

কুম্ভীরিণীর শব্দ পেয়ে পলায় যত মাছ ।
 যোজন শরীর তার জিনি ভালগাছ ॥
 হস্ত পদ নখ যেন চোখা চোখা ছুরি ।
 শমনের দণ্ড যেন হস্ত সারি সারি ॥
 জলমধ্যে কুম্ভীরিণী হনু নাহি দেখে ।
 হাত পা পসারি আসি ধরে হাতে নখে ॥
 কি কি বলি হনুমান্ ধরিলেক তারে ।
 এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে ॥
 কুম্ভীরিণী তুলিলেক পবন-নন্দন ।
 শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন ॥
 ফেলিলেক কুম্ভীরিণী পর্বত-প্রমাণ ।
 নখে চিরি হনুমান্ করে খান খান ॥

দেবকন্যা কুম্ভীরিণী উঠিল আকাশে ।
 আকাশে উঠিয়া হনুমানেরে সস্তাষে ॥
 দেবকন্যা ছিনু আমি, নামে গন্ধকালী ।
 দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্য-কেলি ॥
 কুবের-নিবাসে যাই নৃত্য-গীত-রঙ্গে ।
 ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষ মুনির অঙ্গে ॥
 পথে মুনি তপ করে, তার নাম দক্ষ ।
 কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য ॥
 না যায় খণ্ডন, এই শাপ দিল মুনি ।
 থাক গন্ধমাদনেতে হ'য়ে কুম্ভীরিণী ॥
 লক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে বাড়িবেক পাপ ।
 হনুমান্-হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ ॥
 হইবেন নারায়ণ রাম-অবতার ।
 তাঁর সেবকের হাতে তোমার নিস্তার ॥
 চিরজীবী হ'য়ে থাক, সাধ রাম-কাজ ।
 তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ ॥

আর এক কথা বলি, শুন হনুমান্ ।
 ভণ্ড তপস্বীর হাতে হৈও সাবধান ॥
 এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী ।
 রূপে আলো ক'রে যেন পড়িছে বিজলী ॥
 হেথা পথ-পানে চাহে তপস্বী সঘনে ।

হনুর বিলম্ব দেখি হরষিত মনে ॥
 মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমান ।
 কুম্ভীরিণী ধরিয়া খেয়েছে হনুমান্ ॥
 অতঃপর যাই আমি রাবণ-গোচর ।
 অর্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সফর ॥
 দড়ি ধরি লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে ।
 পূর্বদিক্ লব আমি, না বাব পশ্চিমে ॥
 পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায় ।
 পশ্চিম রাবণে দিব ভাগ যঁত হয় ॥
 অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন ।
 সকল অর্ধেক বুঝে লইব এখন ॥
 রাণীগণ আছে যত স্বর্গ-বিছাধরী ।
 তার অর্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী ॥
 মন্দোদরী রূপে জিনে স্বর্গ-বিছাধরী ।
 তার সহ ক্রীড়া করি দিবা-বিভাবরী (১) ॥

স্নান করি হনু গেল তপস্বী-গোচর ।
 হনুমান্ দেখিয়া কাঁপিছে নিশাচর ॥
 হাতে ফুল ফল ডালি ধীরে ধীরে নাড়ে ।
 খাও খাও বলি হনুমান্ প্রতি এড়ে ॥
 একদৃষ্টে হনুমান্ তপস্বী নেহালে ।
 তপস্বী ভাবিছে হনু না জানি কি বলে ॥
 হনুমান্ বলে, তুই ভণ্ড যে তপস্বী ।
 স্বরূপে তপস্বী হৈলে অতিথি না হিংসি (২) ॥

(১) এইরূপ অসম্ভব করণা হইতেই “কালনেমির লঙ্কাভাগ” প্রবাদবাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে ।

(২) স্বরূপে তপস্বী হৈলে অতিথি না হিংসি—প্রকৃত পক্ষে যদি ভূমি তপস্বী হইতে, তাহা হইলে ভূমি কখনও অতিথির হিংসা করিতে না ।

রাবণের কার্য সাধিস্ তপস্বীর বেশে ।
 মম হাতে প'ড়ে আজি যাবি যমপাশে ॥
 তোর ফল-ফুল বেটা টেনে ফেল দূর ।
 মোর ঠাই আজি বেটা মায়া হবে চূর ॥
 তপস্বী ভাবিল, মায়া হইল বিদিত ।
 ধরিল নাকস-মূর্তি অতি বিপরীত ॥
 অষ্টবাহু চারিমুণ্ড অষ্টটা লোচন ।
 হনুমান্ বলে, তোরে বধিব এখন ॥
 প্রথমে গৌরব, (১) দ্বিতীয়েতে গালাগালি ।
 তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি, পরে চুলাচুলি ॥
 দুইজনে মল্লযুদ্ধ দুজনে সোসর ।
 দুইজনে মহাযুদ্ধ পর্বত-উপর ॥
 ক্ষণে নীচে হনুমান্, ক্ষণেক উপরে ।
 টলমল করে গিরি দুজনার ভরে ॥
 লাফ দিয়া হনুমান্ কালনেমি ধরে ।
 বৃকে হাঁটু দিয়া হনু কালনেমি মারে ॥
 লেজে জড়াইয়া তাকে ঘুরায় আকাশে ।
 লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে ॥
 গন্ধমাদন লঙ্কা পথ আঠার বৎসর ।
 এতদূরে টেনে ফেলে রাবণ-গোচর ॥
 ব'সেছে রাবণ রাজ্য পাত্র-মিত্র সনে ।
 অন্ধকারে কালনেমি পড়ে মধ্যস্থানে ॥
 কি পড়িল বলি সবে চমকিয়া উঠে ।
 নেড়ে চেড়ে দেখে' বলে 'কালনেমি বটে' ॥
 কালনেমি দেখে' রাবণের উড়ে প্রাণ ।
 সর্ব মায়া কৈল চূর্ণ বীর হনুমান্ ॥

হনুমান্ কর্তৃক সূর্যকে বন্ধতলে বন্দী করণ ।
 লক্ষ্মণে মারিয়া বাণ ভাবিছে রাবণ ।
 ডাক দিয়া আনিল ষড়েক দেবগণ ॥

আপনি আইল ব্রহ্মা চড়ি রাজ-হংসে ।
 আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃক্ক বৃষে ॥
 ইস্র যম কুবেরাদি আইল পবন ।
 চন্দ্র সূর্য্য দু'জনে আইল ততক্ষণ ॥
 রাবণ বলে, শুন বলি যত দেবগণ ।
 ময়দানবের শেলে পড়েছে লক্ষ্মণ ॥
 আমার বচন শুন, বলি হে ভাস্কর ।
 উদয় করহ গিয়া গিরির উপর ॥
 তোমার উদয় হ'লে মরিবে লক্ষ্মণ ।
 লক্ষ্মণ-মরণে রাম ত্যজিবে জীবন ॥
 তুমি হও উদয় চন্দ্র থাক্ এক ঠাই ।
 তোমার উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক নাই ॥
 একথা শুনিয়া তবে বলে দিবাকর ।
 আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর ॥
 দ্বিতীয়-প্রহর রাত্রি হইল গগনে ।
 এখন উদয় বল হইব কেমনে ॥
 রাবণ বলে, হৈল রাত্রি, কি ক্ষতি তোমার ।
 মনে বৃষ্টি অকুশল চিন্তহ আমার ॥
 রাবণের কথা শুনি ভাস্করের ত্রাস ।
 ভয়েতে চলিল সূর্য্য হইতে প্রকাশ ॥
 সপ্ত ঘোড়া জোগান সূর্য্যের রথ বহে ।
 কনক-রচিত-রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
 নানা রত্ন শোভা করে রথের উপর ।
 উদয় হইতে যান দেব দিবাকর ॥
 দিবাকর পূর্বদিক প্রকাশ করিল ।
 তাহা দেখি হনুমান্ তরাস পাইল ॥
 নেউটি উদয়গিরি করিল গমন ।
 দিবাকর-সন্নিকটে দিল দরশন ॥
 রথ অগুলিয়া বীর দাঁড়ায় সত্বর ।
 অচল হইল রথ, সারথি কাঁকর ॥

(১) গৌরব—আশ্রয়ার্থ ।

পূর্বদিক্ আগুণিল হনুমান্ বীরে ।
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সত্বরে ॥
ঘোড়ারে প্রবোধ-বাড়ি (১) মারয়ে সঘনে ।
পশ্চিমে চলিল রথ পবন গমনে ॥
কুপিল সে হনুমান্ অতি ভয়ঙ্কর ।
লাফ দিয়া অশ্বগণে ধরিল সত্বর ॥
রথ ধ'রে হনুমান্ ঘন দেয় পাক্ ।
বায়ুভরে ঘোরে যেন কুমারের চাক ॥
ছাড় ছাড় বলি সূর্য্য ঘন ডাক ছাড়ে ।
সূর্য্য যদি কোপ করে, ত্রিভুবন পোড়ে ॥

বুঝিয়া রামের কার্য্য সূর্য্য কৃপাময় ।
সারথিরে জিজ্ঞাসিল কেবা এই হয় ॥
সারথি কহিছে তবে সূর্য্যের গোচর ।
রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অঙ্গ বিকৃত-আকার ।
অচল হইল রথ, নাহি চলে আর ॥
সূর্য্য বলে, রাখ রথ গগন-মণ্ডলে ।
পোড়াইয়া বানরে পাড়িব ভূমিতলে ॥
এত শুনি দাগুইল পবন-নন্দন ।
বিনয় করিয়া বলে মধুর বচন ॥
কোন্ মহাশয় তুমি কোন্ মায়াধর ।
স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর ॥

সূর্য্য কহে, আমি সূর্য্য ছেড়ে দেহ পথ ।
উদয় হইতে যাব উদয় পর্ব্বত ॥
যত দেবগণ রাবণের দ্বারে খাটি ।
পুরাণ পড়ান ব্রহ্মা আর মুনি কোটি ॥
বড় বুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রণে ।
পড়েছে লক্ষ্মণ বীর শক্তিশেল বাণে ॥

রজনী প্রভাত হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ ।
উদয় হইতে মোরে পাঠায় রাবণ ॥
রাবণের উপদ্রব সহিতে না পারি ।
উদয় হইতে যাই থাকিতে শর্করী ॥
আমার উদয় হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ ।
লক্ষ্মণের শোকে রাম তাজিবে জীবন ॥
ঔষধ আনিতে গেছে পবন-কুমারে ।
লক্ষ্মণে মারিব, বীর (২) না আসিতে ফিরে ॥

হনুমান্ বলে, দেব, কর অবধান ।
পবনের পুত্র আমি, নাম হনুমান্ ॥
ঔষধ আনিতে আমি আইনু শিখরে ।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥
প্রাণদান লক্ষ্মণ না পান যতক্ষণ ।
তাবৎ উদয়-গিরি না কর গমন ॥
সূর্য্য বলে, কেবা শুনে তোমার বচন ।
না পারি রাবণ-আজ্ঞা করিতে লজ্বন ॥
হনুমান্ বলে, তুমি দেবের প্রধান ।
সদয় হইয়া রাখ লক্ষ্মণের প্রাণ ॥
রাবণের অনুরোধে যাবে যদি বলে ।
রথ সহ ডুবাইব সাগরের জলে ॥

হাসিয়া বলেন সূর্য্য, শুন হনুমান্ ।
যত দেবগণ ভাবে রামের কল্যাণ ॥
সাথে কি উদয়-গিরি যাই উদয়েতে (৩) ।
দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে ॥
কি জানি কি করে রাক্ষস ভাবি এই ভয় ।
ভয়েতে নিশীথে এলাম হইতে উদয় ॥
রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন ।
কোপেতে বিবম শাস্তি দিবেক রাবণ ॥

(১) প্রবোধ-বাড়ি—প্রবোধ উৎপাদক বাড়ী (বটী)—চাবুক । সংস্কৃত শব্দ প্রত্যাহার । (২) বীর—বীর হনুমান্ । (৩) উদয়েতে—উদিত হইবার অস্ত ।

শ্রীরামের অনুরোধে ফিরে যদি যাই ।
রাবণের কোপে বল রক্ষা কিসে পাই ॥

হনুমান্ বলে, আছে উপায় উহার ।
নিকটেতে এস বলি কর্ণেতে তোমার ॥
তব নাম ভাষু হয় হনু মম নাম ।
নামে নামে মিলিয়াছে দু'জনে সমান ॥
খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে ।
সাধিব রামের কার্য যুক্তি হেন আছে ॥
তুই দিক্ রক্ষা পাবে সুমন্ত্রণা বলি ।
হনু-ভাষু দুইজনে করিব মিতালি ॥
এত শুনি দিবাকর হরষিত-মন ।
হনুর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ ॥

সূর্য্যে ধরিয়্য হনু করে কোলাকুলি ।
সাপটিয়া সূর্য্যে পুরিল কক্ষতলি (১) ॥
মহাতেজোময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে ।
আপনি হইল বন্দী লক্ষ্মণের তরে ॥
হনু-ভাষু-ভঙ্গি দেখি দেবগণ হাসে ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

হনুমান্ কর্তৃক গন্ধর্ব্ব-বিজয় ও গন্ধমাদন
পর্যন্ত লইয়া লঙ্কা-যাত্রা ।

পুনর্বার হনু যায় সে গন্ধমাদন ।
ঔষধ খুঁজিয়া ঘুরে পবন-নন্দন ॥
পর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব-গণ আছয়ে হরিষে ।
নিত্য করে নৃত্য-গীত স্ত্রী আর পুরুষে ॥
গন্ধর্ব্বের নারীগণ পরমা-রূপসী ।
কেহ দেয় করতালি কেহ পুরে বাঁশী ॥

গীত বাচ্য রঙ্গ-রসে আছে আনন্দিত ।
হেনকালে পবন-নন্দন উপস্থিত ॥

হনুমান্ দেখে' সব চমকিত মন ।
করজোড়ে কহে কথা পবন-নন্দন ॥
কে তোমরা গীত-বাচ্য কর নিশাকালে ।
নিবেদন করি কিছু শুনহ সকলে ॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আসে বন ।
সঙ্গতে জানকীদেবী শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
রাবণ রাক্ষস-রাজ লঙ্কা-অধিকারী ।
দণ্ডক-কাননে রামের সীতা কৈল চুরী ॥
রঘুনাথ ক'রেছেন সাগর-বন্ধন ।
হতেছে বিষম যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ ॥
শক্তিশেলে পড়েছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
আমি আসি ঔষধ করিতে অন্বেষণ ॥
ফিরে যাব লঙ্কাপুরে থাকিতে রজনী ।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্য-করণী ॥

কুপিল গন্ধর্ব্ব সব, কি বলে বানর ।
কাহার নফর বেটা কাহার কিঙ্কর ॥
হাহা হুহু মহারাজ এই মাত্র জানি ।
কোথাকার রাম তোর, কখন না চিনি ॥
আসিয়া বানর বেটা কোন্ কার্য্যে ফিরে ।
চুলেতে ধরিয়্য সব বেড়া (২) কীল মারে ॥
হস্ত তুলি হনু করে দেবগণে সাক্ষী ।
মারিব গন্ধর্ব্ব সব কার বাপে রাখি ॥
কোপে হনুমান্ হৈল পর্ব্বত-আকার ।
চড়-চাপড়েতে বীর করে মহামার ॥
লাফে লাফে মারে সব আছাড়ি আছাড়ি ।
পড়িল গন্ধর্ব্ব সব, যায় গড়াগড়ি ॥

(১) কক্ষতলি—বগলের নীচে ; বগল-দাবার । (২) বেড়া কীল—সকলে চারিদিকে বেঁটন করিয়া
কীল মারা ।

হাহা হুহু রাজা আসে চড়ি দিব্যরথে ।
 হনুমানে মারিতে বেড়িল চারিভিতে ॥
 এক রাজ্যে দুই রাজা হাহা হুহু নাম ।
 হনুমান্ কাছে এল করিতে সংগ্রাম ॥
 লাক দিয়া রথে গিয়া চড়ে হনুমান্ ।
 দুজন্যর ধমুক ধরিয়৷ দিল টান ॥
 দুজন্যর ধমুক করিল খান খান ।
 কোপে হনুমান্ হৈল শমন-সমান ॥
 হাঁটুর উপরে রেখে দুই ধমু ভাঙ্গে ।
 মালসটি দিয়া দাণ্ডাইল সব৷ আগে ॥
 কুপিল সে হনুমান্ সংগ্রামের শুর ।
 কীল মেরে গন্ধর্বেষর মাথা কৈল চুর ॥
 হনুমান্ একেলা গন্ধর্বেষ বহু দেখি ।
 হনুমান্-অঙ্গে সবে মারয়ে মুটকী ॥
 মনে ভাবে হনুমান্ রাত্রি ব'হে যায় ।
 গন্ধর্বেষ মারিয়া হবে কিবা ফলোদয় ॥
 আসিয়াছি এ পর্বতে ঔষধ লইতে ।
 এত ভাবি হনু লাগে ঔষধ খুঁজিতে ॥
 পাঁতি পাঁতি করে হনু সে গন্ধমাদন ।
 তথাপি ঔষধ সনে নহে দরশন ॥
 শিখরে শিখরে ভ্রমে পবন-নন্দন ।
 ঔষধ না পেয়ে হনু ভাবে মনে-মন ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া করে সাহসেতে ভর ।
 ডালে মূলে ল'য়ে যাব পর্বত-শিখর ॥
 চৌষট্টি যোজন সেই গিরিবর খান ।
 একটানে উপাড়িল বীর হনুমান্ ॥
 দুই হাতে ধরিয়৷ পর্বতে দিল নাড়া ।
 চৌষট্টি যোজন উঠে পর্বতের গোড়া ॥
 বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিল, ছিঁড়িল লতা পাতা ।
 কোথাকার বৃক্ষশাখা পড়ে গেল কোথা ॥

নানা জাতি সর্প পলায়, শিরে মণি অলে ।
 পর্বত লইয়া উঠে গগন-মণ্ডলে ॥
 মাথায় পর্বত তুলে বীর হনুমান্ ।
 তুলে দিলে পারে বৃষ্টি আর এক খান ॥
 হনুর অসাধ্য কিবা, হনু রাম-দাস ।
 লঙ্কাকাণ্ডে গাহে গীত কবি কৃষ্ণিবাস ॥

হনুমান্ করুক ভরতের বলপরীক্ষা ও গন্ধ-
 মাহন-পর্বত লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ ।

পর্বত লইয়া চলে দক্ষিণ-মুখেতে ।
 ভরতে প্রশংসে রাম পড়িল মনেতে ॥
 মারিলাম কালনেমি মায়ায় পুস্তলি ।
 কুস্তীরিণী মারি মুক্ত কৈশু গন্ধকালী (১) ॥
 তিন কোটি গন্ধর্বেষর মারিনু সকল ।
 রামের ভাই ভরতের বুঝে যাব বল ॥
 এতেক ভাবিয়া হনুমান্ হরষিত ।
 নন্দীগ্রামে আসি বীর হৈল উপনীত ॥
 পর্বত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায় ।
 পর্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায় ॥
 না দেখে চন্দ্রের তেজ, দিবা না প্রকাশে ।
 দক্ষিণেতে এড়াইল পর্বত-কৈলাসে ॥
 বামভিতে এড়াইল নগর বিস্তর ।
 অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যা-নগর ॥
 রাজপাট ছেড়ে ভরত নন্দীগ্রামে বৈসে ।
 হনুমান্ চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে ॥
 নন্দীগ্রামে বৃক্ষ আদি দেখিল বিস্তর ।
 ছাড়াইয়া প্রবেশিল নগর-ভিতর ॥
 হুমন্ত্র সারণি আর বশিষ্ঠ পুরোহিত ।
 বসিয়াছে ভরত যে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥

(১) গন্ধকালী—শাপড়টা বৈষ্ণবতা ।

সিংহাসন-উপরে পাছুকা বেড়া নেতে ।
 শেত চামর ব্যাজন হতেছে চারিভিতে ॥
 স্বৰ্ণ-সিংহাসন যেন শশধর-জ্যোতি ।
 তাহাতে পাছুকা রেখে ধরে দণ্ড-ছাতি ॥
 রত্নময় আসনে পাছুকা শোভা পায় ।
 আপনি ভরত শেত চামর চুলায় ॥
 রামের পাছুকা যত্নে সিংহাসনে থ্যে ।
 ধরাসনে রয়েছেন ভরত বসিয়ে ॥

পৰ্বত লইয়া যায় পবন-কুমার ।
 অন্তরীক্ষে থাকি দেখে যত ব্যবহার ॥
 পৰ্বত-ছায়াতে দেশ হৈল অন্ধকার ।
 সভা সহ ভরতের লাগে চমৎকার ॥
 না দেখি চন্দ্রের তেজ অন্ধকারময় ।
 রামের পাছুকা লজ্জ, নাহি করে ভয় ॥
 ভরত বলেন, রাত্রে কার আশুসার ।
 রামের পাছুকা লজ্জ এত অহঙ্কার ॥
 মহাবুদ্ধিমান্ ভরত বিক্রমে সুস্থির ।
 একদৃষ্টে চাহেন ভরত মহাবীর ॥

শক্রঘন কোপ করি উর্দ্ধ-দৃষ্টে চান ।
 কোথা কে আকাশ-পথে না হয় সন্ধান ॥
 শিশুকালে শক্রঘন করিতেন কেলি ।
 খেলার বাঁটল প'ড়ে আছে কতগুলি ॥
 লোহার নিশ্চিত বাঁটল আশী লক্ষ মণ ।
 ভরতের হাতে তুলে দিলেন শক্রঘন ॥

মনে ভাবে ভরত বাঁটল লয়ে হাতে ।
 বিশেষ না জানি কে বা যায় শূন্যপথে ॥
 শক্রঘ্ন বলেন, ভাই, পাখী হেন দেখি ।
 খাইতে যজ্ঞের ধূম এল কোন পাখী ॥
 ভরত কহেন, ভাই, এত কেন ভয় ।
 পক্ষ (১) যক্ষ রক্ষ ও কিম্বর যদি হয় ॥

বাঁটল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি ।
 রামের পাছুকা যে বা লজ্জ তাহা মারি ॥
 এইরূপে বিস্তর করিয়া অশুমান ।
 পক্ষী বটে ব'লে ভরত পুরিল সন্ধান ॥
 আশী লক্ষ মণ বাঁটল ধনুর্গুণে জুড়ি ।
 'জয় রাম' বলিয়া বাঁটল দিল ছাড়ি ॥
 ভরতের বাঁটল সে অব্যর্থ সন্ধান ।
 হনুরে বাজিল লক্ষ বজ্রের সমান ॥
 পদের তালুকা-ভাগে (২) বাজিল বাঁটল ।
 মুচ্ছিত হইয়া হনু বুদ্ধি হৈল ভুল ॥
 নিস্তেজ হইল বীর, শক্তি নাহি আর ।
 অন্তরীক্ষে ঘুরে বুলে পবন-কুমার ॥
 বাঁটলে মুচ্ছিত হনু, চক্ষু নাহি দেখে ।
 মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥
 হতজ্ঞান হ'য়ে পড়ে পবন-নন্দন ।
 নাহি ছাড়ে সূর্য্য আর সে গন্ধমাদন ॥
 ভূমে প'ড়ে করে হনু শ্রীরামে স্মরণ ।
 মস্তকে পৰ্বত আছে, ঘূর্ণিত লোচন ॥

রাম-নাম শুনিয়া ভরত শক্রঘন ।
 হনুর নিকটে এল ভাই দুই জন ॥
 ভরত বলেন, কপি, থাক কোন স্থান ।
 রামে যে স্মরিলে, রামের জ্ঞান কি সন্ধান ॥
 কোথা হৈতে আইলে হে, কহ বিবরণ ।
 জ্ঞান কোথা রাম-সীতা কোথায় লক্ষণ ॥
 শ্রীরাম লক্ষণ সীতা গিয়াছেন বনে ।
 দেখা কি হ'য়েছে তব রাম-সীতা সনে ॥

বাক্য নাহি সরে মুখে, ব্যথায় আকুল ।
 বজ্রসম বাজিয়াছে বিষম বাঁটল ॥
 সভা ছাড়ি বশিষ্ঠ আইল সেই স্থানে ।
 হনুরে সবল কৈল মস্ত-ব্রহ্ম-জ্ঞানে ॥

(১) পক্ষ—পাখী । (২) তালুকা-ভাগে—পায়ের তলার ।

যোগেতে সকল কথা বিশিষ্ট-গোচর ।
 মুনি জানে যত কর্তব্য লঙ্কার ভিতর ॥
 লোকাচার (১) প্রকাশ না করে মহামুনি ।
 ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী ॥
 মুনি বলে, ভরত, এমন বুদ্ধি কেনে ।
 কি কার্য সাধন হৈল মারি হনুমানে ॥
 পরম-খাশিক দেখি বানর-প্রধান ।
 রামের বৃত্তান্ত জানে পবন-সস্তান ॥
 বিশিষ্টের মস্ত্রে হনু দূর হৈল ব্যথা ।
 ভরত-সম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা ॥
 অবধান (২) ঠাকুর ভরত শক্রধন ।
 রাম লক্ষ্মণ সীতার শুন বিবরণ ॥
 বাসা ক'রেছিল রাম পঞ্চবটী-বনে ।
 সূৰ্ণধার নাক-কান কাটেন লক্ষ্মণে ॥
 রাবণের ভগ্নী সূৰ্ণধা সে রাক্ষসী ।
 যুদ্ধ কৈল চৌদ্দ-হাজার নিশাচর আসি ॥
 সবাকৈ মারেন রাম দণ্ড-কাননে ।
 পরে যোগি-বেশে সীতা হরিল রাবণে ॥
 স্ত্রীবেদে সঙ্গ রাম করিয়া মিত্রতা ।
 বালি মারে স্ত্রীবেদে দেন দণ্ড-ছাতা ॥
 বানর লইয়া রাম বান্ধিল সাগর ।
 মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর ॥
 বাইশ অঙ্কেতে এক মহা অকৌহিলী ।
 ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি ॥
 রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হইল অপার ।
 তিন মাস রাত্রি দিবা যুদ্ধ মহামার (৩) ॥
 কতু হারে, কতু জিনে তিন মাস যুদ্ধে ।
 রাক্ষস-সে মায়া কাহার সাধ্য বুকে ॥

রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিত করে রণ ।
 নাগপাশে বান্ধিলেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণে বান্ধি বৈরিগণ হাশে ।
 গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগ-পাশে ॥
 মুক্ত যদি হ'ল নাগপাশের বন্ধন ।
 অতিক্রমে ইন্দ্রজিতে মারিল লক্ষ্মণ ॥
 কুণ্ডিয়া রাবণ রাজা সাক্ষাইল (৪) রণে ।
 ময়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে ॥
 লক্ষ্মণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন ।
 আমারে পাঠায়ে দেন ঔষধ-কারণ ॥
 ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোন মতে ।
 উপাড়িয়া ল'য়ে যাই পর্বত-সমেতে ॥
 আমি গেলে লক্ষ্মণের বাঁচিবেক প্রাণ ।
 তোমার প্রহারে আমি হারাইনু জান ॥
 নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটলে তোমার ।
 পর্বত তুলিতে শক্তি নাহিক আমার ॥
 তুমি রাজ্য নিলে হে, রাবণ নিল নারী ।
 লক্ষ্মণ ত্যজিবে প্রাণ পোহালে শর্বরী ॥
 তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই ।
 শর্বরী চিন্তেন রাম তোমা ছই ভাই ॥
 দিবানিশি সুমঙ্গল ভাবেন দৌহার ।
 রাম-সঙ্গে বৈরিভাব দেখি যে তোমার ॥
 আমারে মারিয়া তব এই হৈল লাভ ।
 প্রকাশ হইল রাম-সঙ্গে বৈরিভাব ॥
 লঙ্কার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত ।
 সকলেতে আমার চাহিয়া আছে পথ ॥
 কিরিয়া বাইতে শক্তি না হবে আমার ।
 সহজেতে না হইবে সীতার উদ্ধার ॥

(২) লোকাচার—সাধারণ লোকের মত আচরণে । (৩) মহামার—মনোযোগ হান করণ ;
 (৪) সাক্ষাইল—সাক্ষাৎ করিল ।

লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বন ।
 নিফটকে রাজ্যভোগ কর দুই জন ॥
 এতক বলিল যদি পবন-নন্দন ।
 ধরাতলে প'ড়ে কান্দে ভরত শক্রঘন ॥
 শোকাকুল কান্দে দৌহে ভূমিতলে প'ড়ে ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা ব'লে ডাক ছাড়ে ॥
 আমরা থাকিতে কেন এতক দুর্গতি ।
 কটাক্ষে মারিতে পারি লঙ্কা-অধিপতি ॥
 ভরত বলেন, শুন বীর হনুমান্ ।
 স্বরিতে পর্বত ল'য়ে করহ পয়াণ ॥
 আমিও তোমার সঙ্গে যাই লঙ্কাপুরে ।
 থাকুক শক্রর ভাই অযোধ্যা-নগরে ॥
 হনুমান্ বলে, তুমি যাইবে কি মতে ।
 শ্রীরামের আজ্ঞা নাই তোমা ল'য়ে যেতে ॥
 ভরত বলেন, তবে শুনহ মারুতি ।
 পর্বত লইয়া তুমি যাহ শীঘ্র-গতি ॥
 হনুমান্ বলে, গিরি নাড়িতে না পারি ।
 বলহীন হইয়াছি, বল না কি করি ॥
 যোজনেক উচ্ছে যদি পার তুলে দিতে ।
 তবে আমি পারি এ পর্বত ল'য়ে যেতে ॥
 শক্রঘন কহিছেন হনুমান্-আগে ।
 পর্বত তুলিয়া দিতে কোন্ ভার লাগে ॥
 শক্রর আনিয়া দিল ধনু একখান ।
 গুণ দিয়া ভরত জুড়িল তাহে বাণ ॥
 ভরত বলেন, বাছা পবন-কুমার ।
 পর্বত সহিত উঠ বাণেতে আমার ॥
 আকর্ণ পুরিয়া বাণ এড়িলা ভরত ।
 হনুমান্ সহ শূন্যে উঠিল পর্বত ॥
 শতক যোজন উর্ধ্বে তুলে দিল বাণে ।
 হনুমান্ ভরতের বিক্রম বাখানে ॥

ভরত বড়ই বীর, ভাবে হনুমান্ ।
 আমা সহ বাণেতে তুলিল গিরিখান ॥
 সাগর হইয়া পার চলে বায়ুবেগে ।
 রাখিল পর্বত লৈয়া সবার আশে ॥
 করিল অসাধ্য কৰ্ম হনু রাম-দাস ।
 লঙ্কাকাণ্ডে গাহে গীত কবি কৃষ্ণিবাস ॥

—

লক্ষ্মণের আরোগ্যলাভ ।

পর্বত দেখিয়া সবে হইল বিষয় ।
 প্রণাম করিয়া হনু রঘুনাথে কয়
 ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে ।
 একারণে আনিলাম পর্বত সমেতে ॥
 শ্রীরাম বলেন, বাপু পবন-কুমার ।
 ত্রিভুবনে কোন্ কার্য অসাধ্য তোমার ॥
 রাম বলে, হনু দিল পর্বত আনিয়া ।
 আপনি স্বেগ, লও ঔষধ চিনিয়া ॥
 শ্রীরামের আজ্ঞাতে স্বেগ-বৈষ্ণু যায় ।
 সকল পর্বতময় খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
 নয়-শৃঙ্গ পর্বত সে অস্তুত-নির্মাণ ।
 প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে শঙ্করের স্থান ॥
 দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্য সরোবর ।
 তৃতীয় শৃঙ্গেতে পশু চরিছে বিস্তর ॥
 চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে ধরতরা নদী ।
 নদীর চুকুলে দেখে বিস্তর ঔষধি ॥
 দেবগণ-আদি কেলি করেন আনন্দে ।
 মৃতদেহে প্রাণ পায় ঔষধের গন্ধে ॥
 ঔষধের গন্ধে প্রাণ পায় মরা কত ।
 এই জগু নাম গন্ধমাদন পর্বত ॥

আনন্দে সুষেণ হনুমানেরে বাখানি ।
 চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্য-করণী ॥
 ঔষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিভলে ।
 তখনি ঔষধ বাঁটে রত্নময় শিলে (১) ॥
 স্মরণ করিল মনে পিতা ধনস্তুরি ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-পদে নমস্কার করি ॥
 ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে (২) ।
 আনন্দে বানর-গণ 'রাম জয়' ডাকে ॥
 ঔষধের শ্রাণ যায় লক্ষ্মণ-উদরে ।
 ক্রমে ক্রমে সর্ব-অঙ্গে ঔষধ সঞ্চারে ॥
 ভগ্ন ছিল পাঁজর, সে লাগিলেক জোড়া ।
 ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের জানা গেল সাড়া ॥
 অস্তুরে অস্তুরে বিক্রে ঔষধের শ্রাণ ।
 সজ্ঞান হইল বীর, সঞ্চারিল শ্রাণ ॥
 চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরামপানে চান ।
 লক্ষ্মণে দেখিয়া রাম স্থির কৈলা শ্রাণ ॥
 বিভীষণ-সুগ্রীবেরে করে কোলাকুলি ।
 চারিদিকে পড়ে বানরের হলাহলি ॥
 'ভাই ভাই' বলি রাম হন উত্তরোল ।
 পলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল ॥
 লক্ষ্মণ লইয়া কোলে তিলেক না এড়ে ।
 শ্রীরামের চক্ষে জল মুক্কা-ধারা পড়ে ॥
 রামায়ণে শক্তিশেল শুনে বেই জন ।
 অপার দুর্গতি তার খণ্ডে তত্তক্ষণ ॥

গন্ধমাহন পর্বত বনাঙ্গানে স্থাপন অস্ত হনুমানের
 বাত্রা, সপ্ত রাক্ষস বধ ও যুত গন্ধৰ্বগণের
 পুনর্জীবন দান ।

লক্ষ্মণ পাইল শ্রাণ কপিগণ দেখে ।
 পর্বতে বানরগণ উঠে লাখে লাখে ॥
 লক্ষ্মে লক্ষ্মে পর্বতের বৃক্ষশাখা ভাঙ্গে ।
 ফল ফুল খাইছে বানরগণ রঙ্গে ॥
 বহুদিন উপবাস, বুঝিয়া বিকল ।
 উদর পুরিয়া খায় বত ফুল ফল ॥
 ফল ফুল খাইয়া ছিঁড়িল যত লতা ।
 আনন্দে ছিঁড়িয়া খায় নব নব পাতা ॥
 ফল ফুল খাইয়া বৃহৎ হৈল পেট ।
 নড়িতে চড়িতে নারে, মাথা করে হেঁট ॥

জাম্ববান কহিছে, শ্রীরাম-বিজ্ঞমান্ ।
 কার্যসিদ্ধি হইল, লক্ষ্মণ পাইল শ্রাণ ॥
 পর্বত রাখিতে যাক্ বীর হনুমান্ ।
 আজ্ঞা দেন রাম জাম্ববানের বচনে ॥
 রাম-সুগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি ।
 পর্বত লইয়া বীর করিল উঠানি ॥

পর্বত লইয়া মাথে যায় অস্তুরীক্ষে ।
 লঙ্কার ভিতরে বসি দশানন দেখে ॥
 সাতটা রাক্ষস ছিল কটকে প্রধান ।
 রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া গুয়া-পাণ ॥
 মস্তকে পর্বত, হনু পড়িল বিপাকে ।
 এই বেলা গিয়া ঘেরি মার চারিদিকে ॥

(১) সুষেণ বলিল, এই বিশল্যকরণী ঔষধ বাঁটিবার অস্ত্র এমন শিল চাই—যাহাতে রাজ-অভিষেক হইয়াছে। বিভীষণের কথামত হনুমান্ সরমার নিকট হইতে সেই শিল আনিয়া দেয়।—বৃহৎ সাবাবলি ।
 (২) নানাপুরাণে মন্দোদরীর স্তন-কীর দ্বারা বিশল্যকরণী বাঁটা হইয়াছিল কথা আছে। বিভীষণের কথামত হনুমান্ মহারাণী মন্দোদরীর নিকট বামচন্দ্রের প্রার্থনা জানাইলে মন্দোদরী বীর অতুল সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া সোনার বাঁটি তরিয়া স্তন-কীর দান করেন। এই ব্যাপারে যেমন তত্ত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তরুণ মন্দোদরীর মাতৃ ও পথোচিত্ত গৌরব হৃদয়রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র প্রচণ্ডলোচন ।
 তালভঙ্গ সিংহমুখ ঘোর-দরশন ॥
 উল্লামুখ প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
 আজ্ঞা পেয়ে সাত বীর চলিল সত্বর ॥
 মেরু জিনি এক এক জনের শরীর ।
 শূণ্যপথে হনুরে বলিছে সাত বীর ॥
 দেবতা গন্ধর্ভ নাহি মান কোন জনা ।
 আজি বেটা বানরা, বৃষ্টিব বীরপণা ॥
 ফিরিবা যাইবে বৃষ্টি বাঞ্জা কর মনে ।
 যমালয়ে পাঠাইব আজিকার রণে ॥

হনু বলে, তোদের মত লক্ষ যদি আসে ।
 রামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমিষে ॥
 চারিদিকে ঘিরে সবে যুঝে একবারে ।
 মাথায় পর্বত বীর, চাহে ক্রোধভরে ॥
 হাত নাহি নাড়ে বীর, পর্বত না ফেলে ।
 পাক দিয়া সাত জনে জড়ায় লাজুলে ॥
 লাজুলে জড়িয়ে বীর মারিল আছাড় ।
 ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড় ॥

তালভঙ্গ নিশাচর বড়ই সেয়ান (১) ।
 দুই হাতে লেজ ধ'রে হেঁটে দিল (২) টান ॥
 মাথা গলাইয়া বেটা প'ড়ে গেল স'রে ।
 পলাইয়া যায় রড়ে নাহি চাহে ফিরে ॥
 লঙ্কার ভিতরে গেল পলাইয়া ত্রাসে ।
 রাবণেরে বার্তা কহে, ঘন বহে খাসে (৩) ॥
 অবধান কর রাজা লঙ্কা-অধিপতি ।
 ঘরপোড়ার হাতে কারো নাহি অব্যাহতি ॥
 মারিবারে দাঁড়ালাম সাত জন বলে ।
 মস্তকে পর্বত হনু জড়ালে লাজুলে ॥

আমি মাথা গলাইয়া বাঁচিলাম প্রাণে ।
 লেজে বেঁধে আছাড় মারিল ছয় জনে ॥
 আছড়াতে চূর্ণ হৈল ছ'-জনার হাড় ।
 আমি বেঁচে আছি, কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড় ॥
 লাজুল ছাড়াব বলে ঘন দিশু টান ।
 লেজের ঘর্ষণে ছিঁড়ে গেছে নাক-কাণ ॥
 পড়েছিলা যে সঙ্কটে, শঙ্কর তা জানে ।
 তব পিতৃপুণ্যে বেঁচে আইলাম প্রাণে ॥
 রাক্ষস-বচনে রাবণের উড়ে প্রাণ ।
 শমন-সমান বৈরী বীর হনুমান ॥
 যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্ভ বিছাধর ।
 একে একে হনুমাণে বাখানে বিস্তর ॥

অস্তুরীক্ষ-পথে চলে পবন-নন্দন ।
 যথাস্থানে রাখিলেক সে গন্ধমাদন ॥
 হনুমান বলে, আমি পবন নন্দন ।
 যতেক গন্ধর্ভগণে করেছি নিধন ॥
 যে ঔষধে লক্ষ্মণ পেলেন প্রাণদান ।
 সে ঔষধে সবারে বাঁচাইব প্রাণ ॥
 দুই হাতে কচালে' (৪) ঔষধ করে গুঁড়া ।
 জল গুলে গন্ধর্ভ উপরে দেয় ছড়া ॥ (৫)
 উঠিয়া গন্ধর্ভ সব চারিদিকে চায় ।
 খেদাড়িয়া হনুমাণে মারিবারে যায় ॥
 লক্ষ দিয়া হনুমান উঠিল আকাশে ।
 লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

(১) সেয়ান—চক্ষুর চালাক । (২) হেঁটে—দীর্ঘের বিক্ষে হেঁটে হইয়া । (৩) খাসে—খান । (৪) কচালে—
 মর্দন করিয়া ; মলিয়া । (৫) ছড়া—ছিটামো ।

সূর্য্যদেবের মুক্তি

হইয়া সাগর পার অতি কুতূহলী ।
সেই রাত্রে কটকে আইল মহাবলী ॥
কার্য্য সিদ্ধি করিয়া আইল হনুমান ।
শ্রীরামের নিকটে পাইল বহু মান ॥
বসেছেন বানরে বেষ্টিত রঘুনাথ ।
উপস্থিত হনুমান্ জোড় করি হাত ॥
কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে (১) ।
জিজ্ঞাসা করেন রাম পবন-কুমারে ॥
কি অদ্ভুত দেখি বাপু পবন-নন্দন ।
তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ ॥
হনুমান্ বলে, প্রভু, কর অবগতি ।
আনিবারে ঔষধ গেলাম রাতারাতি ॥
ঔষধি খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই ।
পূর্ব্বদিকে দিনপতি (২) দেখিয়া ডরাই ॥
পর্ব্বত হইতে গেনু ভাস্করের (৩) ঠাই ।
জোড় হাত করি স্তব করিষু গোসাই ॥
তোমার সম্ভান অতি কাতর শ্রীরাম ।
কণেক কশ্যপ-পুত্র (৪) করহ বিশ্রাম ॥
যাবৎ লক্ষ্মণ বীর না পান জীবন ।
তাবৎ উদয় নাহি হইও তপন ॥
আমার এ বাক্য না শুনেন দিনপতি ।
ধরিয়া এনেছি তেঁই না পোহাতে রাত্তি ॥
শ্রীরাম বলেন, বাপু, একি চমৎকার ।
না পোহায় রজনী, না ঘুচে অন্ধকার ।
সূর্য্যের উদয় জগু সংসার প্রকাশে ।
ছাড়হ ভাস্কর, ইনি উঠুন আকাশে ॥

সূর্য্যে প্রণাম করে পবন-নন্দন ।
যতেক বানর করে চরণ-বন্দন ॥
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত ।
বাহির হইল তবে জগতের নাথ ॥
আদিকর্ত্তা আপন বংশের দিবাকর ।
শত শত প্রণাম করেন রঘুবর ॥
উদয়-পর্ব্বতে ভাসু করেন গমন ।
পোহাইল বিভাবরী, প্রকাশে ভুবন ॥
কপিগণ কহে, ধন্য ধন্য হনুমান্ ।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান ॥
শ্রীরাম বলেন, ধন্য ধন্য হনুমান্ ।
তোমার প্রসাদে ডাই পাইলেক প্রাণ ॥
তোমারে প্রসাদ দিব কি আছে এমন ।
চাহ যদি, লহ, করি আত্মসমর্পণ ॥
এতেক কহিয়া রাম দেন আলিঙ্গন ।
কৃতার্থ বানর-বংশ মানে কপিগণ ॥
বারমাসী (৫) ফল ছিল সূর্য্যদেবের পাশে ।
সূর্য্যদেব প্রসাদ দিল যত মনে আসে ॥
দিলেন দাড়িম পক্ক বিদারিয়া সন্ধি (৬) ।
নারিকেল ফল দিল সহস্রেক কান্ধি ॥
হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া (৭) তাল দিলেন মধুর ।
অদ্ভুত রসাল দিল খাইতে খাজুর (৮) ॥
বড় বড় আত্র দিল খাইতে রসাল ।
বিষত-প্রমাণ কোষ দিলেন কাঠাল ॥
নানাবর্ণ ফল দিল শ্বেত কাল রাজা ।
মধুপান করিবারে দিল বহু ডোঙ্গা (৯) ॥
ফল ফুল বিস্তর প্রসাদ দিল রাজা ।
লক্ষ বানরেতে বহে ফল-ফুল বোঝা ॥

(১) দিনকরে—সূর্য্যকে । (২) দিনপতি—সূর্য্য । (৩) ভাস্কর—সূর্য্যের । (৪) কশ্যপ পুত্র—সূর্য্য ।
(৫) বারমাসী ফল—যে ফল বৎসরের সকল সময়েই পাওয়া যায় ; যেমন কলা, নারিকেল ইত্যাদি ।
এখানে কলা বলিয়াই মনে হয় । (৬) সন্ধি—মিলন ; সংযোগ-স্থান । (৭) হাঁড়িয়া—খুব বড় ।
(৮) খাজুর—খেজুর । পশ্চিমবঙ্গে এখনো খেজুরকে খাজুর বলে । (৯) ডোঙ্গা—কলাব খোলা ।

রাজ-প্রসাদ বহু ফল পেয়ে হনুমান্ ।
প্রাচীন বানরগণে কত কৈল দান ॥
বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়া তোষে ।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥

—

নিকষা-রাবণ সংবাদ ও মহীরাবণের সহিত
রাবণের পরামর্শ ।

রাবণ মরিবে কবে, ভাবে কপিগণ ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥
কহিবারে শক্তি নাই, কন ধীরে ধীরে ।
এখনো রাবণ আছে জীবিত শরীরে ॥
রাবণে মারিয়া দুঃখ ঘুচাও অন্তরে ।
না কর বিলম্ব আর উঠহ সত্বরে ॥
বিক্রম করেন রাম লক্ষ্মণের বোলে ।
টলমল করে লঙ্কা কটকের রোলে ॥

কোলাহল শুনি ভাবে রাজা দশানন ।

মরিয়া মানুষ বেটা পাইল জীবন ॥
মরিয়া না মরে একি বিপরীত বৈরী ।
জানিলাম মঞ্জিল কনক-লঙ্কা-পুরী ॥
মরিল সকল বীর, শূন্য হৈল লঙ্কা ।
আপনি যুঝিব ত্যজি মরণের শঙ্কা ॥
বন্ধু-বান্দবাদি কোথা কেবা আছে আর ।
মনে মনে চিন্তা করি দেখি একবার ॥

স্বর্গে ছিল বীরবাহু মরিল আসিয়া ।
কারে যুদ্ধে পাঠাইব, না পাই ভাবিয়া ॥
ইন্দ্রজিৎ নাই, রণে যাবে কোন্ জনে ।
অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতি লোচনে ॥
অভিমাণে শীর্ণ অঙ্গ মলিন বদন ।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, রাজা দশানন ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা হ'য়ে ভূমিতলে পড়ে ।
এত দিনে পার্বতী-শঙ্কর বুঝি ছাড়ে ॥

রাবণের মাতা সে নিকষা নাম ধরে ।

কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণ গোচরে ॥
সন্তানের স্নেহবশে দুঃখিত অন্তরে ।
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে ॥
তখন কহিনু বাপু, না শুনিলে কাণে ।
মঞ্জিল রাক্ষসকুল শ্রীরামের বাণে ॥
বিভীষণ ভাই তোর ধর্মশীল অতি ।
এসেছিল বুঝাইতে, তার মার লাধি ॥
সীতা দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে ।
না শুনিলে বংশনাশ করিবার তরে ॥
ভাগ্যেতে আছিল দুঃখ শুনহ রাবণ ।
আপনা রাখতে যুক্তি করহ এখন ॥

এক যুক্তি আছে বাপ, কহি যে তোমারে ।

দিখিজয়ে গেলে যবে পাতাল-ভিতরে ॥
ত্রস্তার বরেতে পেলে সুন্দর নন্দন ।
মহীতে জন্মিল নাম সে মহীরাবণ (১) ॥
পাতালেতে আছে পুত্র সর্বগুণবান্ ।
তাহা হৈতে হইবে দুঃখের অবসান ॥

(১) মহীরাবণ—শক্রধনু নামক এক গন্ধর্ব দেবসভায় নৃত্য করিতে করিতে ইন্দ্রের এক অঙ্গরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় ও তাল তড় করে। ইহাতে ত্রস্তা কুপিত হইয়া “তুমি রাক্ষস হও” বলিয়া অভিশাপ দেন। ত্রস্তার এই ঘোর অভিশাপ শ্রবণ করিয়া শক্রধনু ত্রস্তাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্তব করিতে থাকে। শক্রধনুর স্তবে ত্রস্তা সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। তবে আমি প্রসন্ন হইয়া এই বর দিতেছি, রাক্ষসীর গর্ভে তোমার জন্ম হইবে না। তুমি পাতালপুরীর কাকনা নগরের অধিপতি হইবে। ত্রেতাযুগাবসানে—বধন নারায়ণ রামরূপ ধারণ করিবেন এবং যে সময়ে পাতালে নর ও বানরের সমাগম হইবে, তখনই তোমার উদ্ধার হইবে।

বিবাদে হরিষ হৈল নিকষার বোলে ।
মনেতে পড়িল পুত্র আছয়ে পাতালে ॥
পাতালে আছয়ে পুত্র সে মহীরাবণ ।
মহাতেজ ধরে পুত্র, জিনে ত্রিভুবন ॥
হেন পুত্র থাকিতে মজিল লঙ্কাপুরী ।
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন্ বৈরী ॥
কালিকা পূজিয়া সে পাইল বরদান ।
অব্যাহত মায়া-যানে, সর্বঠাই যান ॥
আছয়ে দুর্জয় পুত্র পাতাল-ভিতরে ।
মারিতে দুর্জয় বৈরী সেই জন পারে ॥
পূর্ব কথা আছে, তাহা হইল স্মরণ ।
বিপস্তে স্মরণ করো, আসিব তখন ॥

একমনে চিন্তে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর ।
টনক নড়িল (২) তার কপাল উপর ॥
পাতালেক অক মহী খড়ি লয়ে হাতে ।
একে একে ত্রিভুবন লাগিল গণিতে ॥
সকল পাতাল পুরী চিন্তে একে একে ।
আকাশ পাতাল গণে কিছু নাহি দেখে ॥
পৃথিবী গণিয়া স্থির নাহি হয় চিন্তে ।
কোন্ জন স্মরে মোরে পড়িয়ে বিপস্তে ॥

সাগরের উপরে কনক-লঙ্কাপুরী ।
তাহাতে আছয়ে পিতা রাজা-অধিকারী ॥
অসময় পিতার জানিল সে কারণ ।
তথির কারণে পিতা করিল স্মরণ ॥
এতেক ভাবিয়া তবে স্থির করি মন ।
হরায় ভেটিতে যায় পিতা দশানন ॥
শনিবারের শব যেন সঙ্গে সঙ্গী চায় ।
ইন্দ্রজিতের দোসর হইতে মহী যায় ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে ।
আপনি মরিতে যায় যম আনে ধরে ॥
যাত্রা সিদ্ধি ক'রে মন্ত্র পড়িল হরিতে ।
উর্দ্ধপথে স্ফুট হইল আচম্বিতে ॥
অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর ।
সিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
মহী দেখি মহারাজ ত্যজে সিংহাসন ।
আলিঙ্গন দিয়া কোলে লইল নন্দন ॥
কোলেতে লইয়া শিরে করিল চুম্বন ।
মহী কৈল রাবণের চরণ-বন্দন ॥
সিংহাসনে দুজনে বসিল একাসনে ।
করজোড় করি' মহী বলে পিতৃস্থানে ॥

একদা রাবণ বলিকে পরাজিত করিবার অভিলাষে পাতালে গমন করিয়া বন্দী হয় । দশ বৎসর বন্দিত্বপায় থাকার পর পুলস্ত্য আসিয়া রাবণকে মুক্ত করিয়া দেন । রাবণ আসিবার সময়ে পৃথিবীতে অহল্যাকে হর্ষম করিয়া ঋষিতর্ষ্য হয় । সেই বীর্য্যে অভিযুগ পুরুষ শত্রুগণ অন্মগ্ৰহণ করে । রাবণের এই বীর্য্যোৎপন্ন পুত্রের নাম হয় মহী । মহীর নরটি যুগু আছে । রাবণ মহীকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কার গমন করে ও মন্দোদরীর উপরে তাহার প্রতিপালনের ভার দেয় ।

কিছুদিন পর রাবণ ইন্দ্রজিতের সাহায্যে বলিকে পরাজিত করিয়া বলির নিকট হইতে পাতালপুরীর অন্তর্গত কাঞ্চনা নগর অধিকার করে । রাবণ কাঞ্চনা নগরে মহীকে রাজা করিয়া দেয় । মহী বলে, বিপদে পড়িয়া আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তোমার উপস্থিত হইব । আজ নিকষার আদেশে রাবণ সেই মহীকে স্মরণ করে । মহী স্বীয় রাজধানীতে উগ্রতারার পূজা করিত । সে উগ্রতারার ববে নানা মায়াবিদ্যায় জানলাভ করে ।—সুহৃৎ সাবাবলি । (২) টনক নড়িল—হঠাৎ মনে পড়িল ।

কোন্ কার্ধে পিতা মোরে করিলে স্মরণ ।
আজ্ঞা কর উদ্ধারিব কোন্ প্রয়োজন ॥
কান্দিয়া রাবণ বলে, চক্ষে পড়ে জল ।
লঙ্কার দুর্গতি যত কহিছে সকল ॥

রাবণ বলে, শুনবাপু, দুঃখের কাহিনী ।
সূর্পগথা তব পিসী, আমার ভগিনী ॥
হইয়া মানুষ বেটা কাটে নাক-কাণ ।
কেমনে সহিব প্রাণে এত অপমান ॥
মহী বলে, কহ পিতা, শুনি বিবরণ ।
আচম্বিতে নাক-কাণ কাটে কি কারণ ॥
রাবণ বলে, সূর্পগথা ভগিনী কনিষ্ঠা ।
হইয়া বৈধব্যদশা সদাচারে নিষ্ঠা ॥
লঙ্কার ঐশ্বর্য-সুখ পরিত্যাগ করি ।
পঞ্চবটী বনে ছিল হয়ে বনচারী ॥
চৌদ্দ হাজার নিশাচর খর ও দুষণ ।
দিয়াছিল সূর্পগথার করিতে রক্ষণ ॥
গিয়াছিল সূর্পগথা পুষ্প-অশেষণে ।
এতেক প্রমাদ হবে আগতে না জানে ॥
দশরথ নামে রাজা, জন্ম সূর্য্য বংশে ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে সেই দিল বনবাসে ॥
সঙ্গেতে বনিতা তার, সীতা নামে নারী ।
সূর্পগথা সঙ্গে কহে বাক্য দুই চারী ॥
পুষ্প লাগি রস-ভাষ (১) নারী দুইজনে ।
কোপ করি নাক-কাণ কাটিল লক্ষ্মণে ॥
এই অপমান কহে সে খর-দুষণে ।
সৈন্য লয়ে যুদ্ধ গিয়া করিল দু-জনে ॥
করিয়া তুমুল যুদ্ধ দুজন্যর সনে ।
রাক্ষস হাজার চৌদ্দ পড়ে রাম-বাণে ॥
লঙ্কাতে আসিয়া ভগ্নী কান্দে মনোহুখে ।
সর্ব্ব অঙ্গ জলে গেল কাটা নাক দেখে ॥

জিজ্ঞাসিলাম এ দুর্গতি করিলেক কেটা ।
সূর্পগথা বলে, দাদা, নর এক বেটা ॥
দুই ভাই আসিয়াছে পঞ্চবটী বনে ।
পরমসুন্দরী এক নারী তার সনে ॥
সূর্পগথা-মুখে শুনি এ সকল কথা ।
কোপে হ'রে আনিয়াছি রামের বনিতা ॥
বনের বানর সব সহায় করিয়া ।
সাগর বান্ধিল রাম পাছ-পাথর দিয়া ॥
সাগর বান্ধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে ।
ইন্দ্রজিৎ বীরবাহু সবে রণে পড়ে ॥
সৈন্য ও সামন্ত মেরে দর্প কৈল চূর্ণ ।
রণে মৈল সহোদর ভাই কুম্ভকর্ণ ॥
দুর্জয় লক্ষ্মণ-রামে জিনিতে না পারি ।
সকটে পড়িয়া বাপু, তোমারে যে স্মরি ॥

রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিনী ।
সে মহীরাবণ কহে করি জোড় পাণি ॥
স্বর্ণপুরী লণ্ডভণ্ড হৈল তব দোষে ।
পশ্চাৎ ডাকিলে সব করিয়া বিনাশে ॥
সাগরের পারে যবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ ॥
মম ডরে দেব-দানব সবে করে শঙ্কা ।
আমি বিচ্যুতানে মজে স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥
আমার বাণেতে টান না সহে সংসারে ।
নর-বানরেতে এত অপমান করে ॥
মোর ডরে দেবগণ যায় স্বর্গ ছাড়ি ।
বেঁকে আনি দেবগণে গলে দিয়া দড়ি ॥
ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি ।
যারে খাই, সেই খায়, অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
কটাক্ষে (২) মারিব যারে, তার সঙ্গে রণ ।
হেন মায়া করিব, না জাবে কোন জন ॥

(১) রস-ভাষ—বসালগ ; কোতুকজনক কথা । (২) কটাক্ষে—অবহেলায় ।

ইন্দ্র শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে ।
শচীরে আনিতে পারি, ইন্দ্র নাহি জানে ॥
নর-বানর ভুলাইব কত বড় কাজ ।
আর চুঃখ না ভাবিহ, শুন মহারাজ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তব বৈরী দুই জনে ।
নরবলি দিব ল'য়ে পতাল ডুবনে ॥
রাম-লক্ষ্মণের আর নাহি ভব শঙ্কা ।
সীতা ল'য়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥

মহী যদি করিলেক এতেক আশ্বাস ।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥
রাবণ বলে, পুত্র, তুমি প্রাণের সমান ।
তোমা হৈতে আমার হইবে পরিত্রাণ ॥
বুঝিলাম তোমা হৈতে বৈরী হবে ক্ষয় ।
তোমার গুণেতে মোর সর্বত্র বিজয় ॥
মহী বলে, শুন পিতা লঙ্কা-অধিকারী ।
স্থির হ'য়ে বৈস তুমি আমি মারি বৈরী ॥
মহীর শুনিয়া কথা রাবণের আশ ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহে গীত কবি কৃষ্ণিবাস ॥

বিভীষণ-কর্তৃক রাবণ-মহীরাবণের
মন্ত্র ভেদ ও রাম-লক্ষ্মণের
রক্ষা-বিধান ।

দুই জনে কহে কথা বসি সিংহাসনে ।
বিভীষণ নিবেদিল রামের চরণে ॥
জোড়-হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ ।
নিশ্চিন্ত হইয়া কেন রয়েছে রাবণ ॥

ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে, বীর নাহি আর ।
কি মন্ত্রণা করে রাবণ দেখি একবার ॥
প্রণমিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-জাম্ববানে ।
পঙ্কি-রূপ ধরিয়া চলিল বিভীষণে ॥
রাবণের অস্তঃপুরে গেল অনিমিখে (১) ।
রাবণ সহিত মহীরাবণেরে দেখে ॥
পিতা-পুত্রে দুই জনে বসি একাসনে ।
যুক্তি করে দু-জনেতে হরষিত-মনে ॥
মহীরাবণে দেখিয়া চিন্তিত বিভীষণ ।
রামের নিকটে এল হরিত-গমন ॥

বিভীষণ কহে আসি করি জোড়হাতে ।
আজি বড় সঙ্কট যে দেখি রঘুনাথ ॥
রাবণের পুত্র এক সে মহীরাবণ ।
মায়ার সাগর বেটা, বুকে বিচক্ষণ ॥
মন্দোদরী-গর্ভে (২) সেই জন্মিল তনয় ।
তাহার সংগ্রামে সুরাসুর করে ভয় ॥
পাতাল-পুরেতে থাকে বাপের আদেশে ।
মহাবল-পরাক্রম সবে ভয় বাসে ॥
তাহার সংগ্রামে প্রভু, কারো নাই রক্ষা ।
ত্রিভুবন বিজয়ী, ধনুক-বাণ-শিক্ষা ॥
মায়া পাতি ডাকিনী ছাওয়ালে যেন হরে ।
সেই মত মহী মায়া ক'রে চুরি করে ॥
কত মায়া ধরে, কেহ নাহি জানে সন্ধি ।
মহামায়া তার বরে সত্যে আছে বন্দী (৩) ॥
যাহা মনে করে, তাহা করিবারে পারে ।
ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে ॥
হেন দৃষ্ট আসিয়াছে লঙ্কার ভিতর ।
আজি নিশি আগে সবে হইয়া সন্ধ্যর (৪) ॥

(১) অনিমিখে— চোখের পাতা না কেলিয়া। এখানে খুব সন্ধ্যর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
(২) মন্দোদরী মহীরাবণকে পালন করিয়াছিল— গর্ভে ধারণ করে নাই। (৩) মহীরাবণ ব্রহ্মার
নিকটে এই বর প্রার্থনা করে, যেন দেবী মহামায়া সর্বদা আমার পুত্রী রক্ষা করেন। ব্রহ্মা মহীরাবণকে
সেই বর দিয়াছিলেন। মহামায়ার বরে সে বোর মায়ারী হয়। (৪) সন্ধ্যর এখানে সন্ধ্যা; মতর্ক।

বুদ্ধিয়া স্মৃষ্টি কর মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
 মহীর মায়াতে কিসে হবে পরিত্রাণ ॥
 জাম্ববান্ কহে, শুন বীর হনুমান্ ।
 বিপত্তে নাহিক বন্ধু তোমার সমান ॥
 বিভীষণের বচন করহ অবগতি ।
 কিরূপে নিস্তার পাব আজিকার রাত্রি ॥
 হনুমান্ বলে, শুন যত বীর-ভাগে (১) ।
 চোরা বেটায় বিনাশিব সারা রাত্রি জেগে ॥
 মরিল সকল বীর, মহী বেটা আছে ।
 মহীরাবণে বধিয়া রাবণে বধি পাছে ॥
 এখনো রাবণ বেটা জীতে সাধ করে ।
 লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুবাব সাগরে ॥
 চতুর্দশ-ভুবনেতে স্ত্রীবেগ গতি ।
 যেখানে লুকায়ে থাক্ নাহি অব্যাহতি ॥
 লেজের কুণ্ডলী গড় করিব নির্মাণ ।
 সকলে জাগিয়া থাকো হ'য়ে সাবধান ॥
 রহিব সকল কপি গড় আগুলিয়ে ।
 কার সাধা যাইবেক আমারে ভাঙিয়ে ॥
 বিভীষণ বলে, শুন পবন-নন্দন ।
 প্রতীত (২) তোমার বাক্যে হবে কোন্ জন ॥
 যাবৎ এ কালনিশি প্রভাত না হয় ।
 তাবৎ আমার মনে না হবে প্রত্যয় ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন পবন-কুমার ।
 আজি রাত্রি উদ্ধারিতে ভরসা তোমার ॥
 হাসিয়া হাসিয়া কন মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
 হনুমান্ বীর বড় কহিল প্রমাণ ॥
 দেখাদেখি এসে যদি রণে দেয় হানা (৩) ।
 তবে ত তাহার সঙ্গে খাটে বীরপণা ॥

অলঙ্কিতে চোর আসি যাবে চুরি করে ।
 দেখিতে না পাবে হনু, কি করিবে তারে ॥
 অলঙ্কিতে আসিবে সে, চুরি-বিছা জানে ।
 একস্তরে (৪) সবাই থাকহ আগরণে ॥
 জাম্ববান বলে, হনু অতুল বিক্রম ।
 আজিকার রাত্রি তুমি কর পরিশ্রম ॥
 এই বেলা বৈশ সবে যুক্তি দৃঢ় করি ।
 বেলা অবসান হৈল, আইল শর্করী ॥
 জাম্ববানের কথা যদি হৈল অবসান ।
 হেন কালে কর জুড়ি বলে হনুমান্ ॥
 মায়াবী রাক্ষস সেই কত মায়া জানে ।
 সন্ধান না পায় যেন থাক সাবধানে ॥
 শ্রীরামেরে কহিলেক পবন-নন্দন ।
 বিষ্ণুচক্র আকাশে করহ আচ্ছাদন ॥
 চক্র-আচ্ছাদন যদি রহিল গগনে ।
 শূণ্ণেতে আসিতে নাহি পারে কোন জনে ॥
 বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল মায়ার নিদান ।
 পাতালে রক্ত গিয়া হ'য়ে সাবধান ॥
 সাবধান হ'য়ে সবে রহ সারি সারি ।
 লেজে গড় বাঁধি আমি তাহে রাখি দারী ॥
 লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন ।
 গড়িল বিচিত্র গড় পবন-নন্দন ॥
 প্রাচীর চৌতার (৫) হৈল, অতি মনোহর ।
 সকল কটক ঢোকে তাহার স্তিতর ॥
 লাজুলের গড়ে বীর জুড়িলেক দেশ ।
 তাহাতে সঠৈসু রাম করেন প্রবেশ ॥
 স্ত্রীবেগ কোলে রাম কমল-লোচন ।
 অঙ্গদের কোলে র'ন ঠাকুর লক্ষণ ॥

(১) বীরভাগে—বীরগণ । (২) প্রতীত—বিশ্বাস-যুক্ত । (৩) হানা—আক্রমণ । (৪) একস্তরে—
 একত্রে ; একসঙ্গে (৫) চৌতার—চারিদিকে ।

অপূর্ব লেজের গড় নির্মাণ যে করি ।
 বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয়া প্রহরী ॥
 সকল কটক-মাঝে শ্রীরাম-লক্ষণ ।
 গাছ-পাথর হাতে কপি করে জাগরণ ॥
 লেজেরে বাঙ্কিল গড় ঠেকিল গগন ।
 উপরেতে বিষ্ণুচক্র ফেরে ঘনে-ঘন ॥
 গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি যে রহে ।
 কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে ॥
 এইরূপে সকলেতে তথায় রহিল ।
 কৃষ্ণিবাস রামায়ণ যত্নে বিরচিল ॥

মনে মনে ভাবে মহী-রাবণ-নন্দন ।
 মায়াতে হরিব আজি শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 বিভীষণে দেখে তথা গড়ের বাহিরে ।
 কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে ॥

মনে মনে চিন্তা মহী করিয়া তখন ।
 মায়াতে হইল অল্প রাজার নন্দন ॥
 দশরথ হ'য়ে আসি দিল দরশন ।
 দশরথ বলে, শুন পবন-নন্দন ॥
 আমার সম্মান দুটি শ্রীরাম-লক্ষণ ।
 শ্রীরাম-লক্ষণ সনে করি দরশন ॥
 হনুমান্ বলে, গৌসাই, করি নিবেদন ।
 কণেক বিলম্ব কর, আসুক বিভীষণ ॥
 হেনকালে বিভীষণ দিল দরশন ।
 তরাসে (১) পলায়ে গেল সে মহীরাবণ ॥
 হনু বলে, শুনহ ধার্মিক বিভীষণ ।
 দশরথ রাজা এসেছিলেন এখন ॥
 বিভীষণ বলে, যদি আসে তব পিতা ।
 প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা ॥
 এত বলি বিভীষণ তথা হৈতে যায় ।
 অন্তরে (২) থাকিয়া মহী দেখিবারে পায় ॥
 ভরত হইয়া এল হনুমান্-কাছে ।
 শ্রীরাম লক্ষণ দুই ভাই কোথা আছে ॥
 চৌদ্দবর্ষ, বনবাসী মস্তকেতে জটা ।
 দশরথ রাজার আমরা চারি বেটা ॥
 শ্রীরাম-লক্ষণ কোথা করি দরশন ।
 এত শুনি কহিতেছে পবন-নন্দন ॥
 কণেক বিলম্ব কর, আসুক বিভীষণ ।
 এত শুনি পাছু হাঁটে সে মহীরাবণ ॥

মহীরাবণ-কর্তৃক মায়াবলে শ্রীরাম-
 লক্ষণ-হরণ ।

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার ।
 বিভীষণ বলে, শুন পবন-কুমার ॥
 আপনি পবন যদি আসে তব পিতা ।
 প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে হেথা ॥
 এত বলি বাহির হইল বিভীষণ ।
 গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ ॥
 রাবণে প্রণাম করি সে মহীরাবণ ।
 শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন ॥
 ঠাট কটক হস্তী ঘোড়া না লয় দোসর ।
 মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর ॥
 আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সঘরে ।
 ঠাট কটক দেখে সব গড়ের ভিতরে ॥

(১) রাক্ষস বিভীষণ মায়ায় প্রভাব দূর করিতে সমর্থ ; এই অল্প বিভীষণকে দেখিয়া মহীরাবণ ভ্রাস পাইল । (২) অন্তরে—দূরে ।

হেনকালে ধাইয়া আইল বিভীষণ ।
হনু বলে, ভরত আইল এইক্ষণ ॥
হনুমানে চাহি বিভীষণ কহে কথা ।
দ্বার না ছাড়িও, যদি আসে তব পিতা ॥

এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে ।
কৌশল্যা হইয়া মহী আইল সত্বরে ॥
কৌশল্যা বলেন, শুন পবন-কুমার ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মোরে দেখাও একবার ॥
হনুমান বলে, মাতা, করি নিবেদন ।
কণেক থাকহ হেথা, আসুক বিভীষণ ॥
এতেক শুনিয়া মহী তিলেক না থাকে ।
বিভীষণ ধাইয়া আইল দূরে থেকে ॥
বিভীষণে দেখি, বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি ।
তাহা দেখি হনু করে দস্ত কড়মড়ি ॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ ।
কহিল সকল কথা পবন-নন্দন ॥
বিভীষণ বলে, শুন আমার বচন ।
দ্বার না ছাড়িবে, যদি আইসে পবন ॥

এত বলি বিভীষণ করিল গমন ।
হইয়া জনক-ঋষি দিল দরশন ॥
জনক বলেন, শুন পবন-নন্দন ।
রাম-সঙ্গে আমার করাহ দরশন ॥
আমার জামাতা হন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
চতুর্দশ-বর্ষ গত, নাহি দরশন ॥
তোমারে না চিনি, হনু বলিল তখন ।
কণকাল থাকহ, আসুক বিভীষণ ॥
এতেক শুনিয়া ঋষি হনুমান-বোল ।
হনুমান-সঙ্গেতে জুড়িল গণ্ডগোল ॥
হেনকালে বিভীষণ দিলেক হাঁকার ।
পলায় জনক-ঋষি দেখা নাহি আর ॥

উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ ।
বিভীষণে কহে সব পবন-নন্দন ॥
বিভীষণ বলে, যদি আসে তব পিতা ।
গড়ের ভিতর যেতে না দিও সর্বথা ॥
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন ।
বিভীষণ হ'য়ে মহী দিল দরশন ॥
হনুমান বলে, তুমি গেলে এইক্ষণে ।
এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে ॥
মহীরাবণ বলে, শুন পবন-নন্দন ।
চোর-মায়া কত জানে সে মহীরাবণ ॥
সাবধানে থাক হনু আজিকার নিশি ।
রাম-লক্ষ্মণের হাতে রক্ষা (১) বেঁধে আসি ॥
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে ।
অলক্ষিতে গেল রাম-লক্ষ্মণের পাশে ॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ-কোলে আছেন দু'ভাই ।
মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাই ॥
মহামায়া স্মরি ধূলা দিল উড়াইয়ে ।
রাম-লক্ষ্মণ নিদ্রা যান অচেতন হ'য়ে ॥
অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে যতেক বানর ।
হাত হৈতে খ'সে পড়ে গাছ ও পাথর ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দৌহে ঘুমে অচেতন ।
সুড়ঙ্গ লইয়া যায় আপন ভবন ॥
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে, দৌহে আছেন শয়নে ।
ঘরের ভিতর ল'য়ে রাখিল গোপনে ॥
চারিদিকে নিশাচর, নানা অস্ত্র হাতে ।
নিজ পুরে রহে মহী হরিষ-মনেতে ॥
হেথায় গড়ের দ্বারে এল বিভীষণ ।
হনুমান-স্থানে বার্তা পুছে ঘনে-ঘন ॥
হনু জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে ।
কিস্ত পুনঃ দেখে তাকে গড়ের বাহিরে ॥

(১) রক্ষা—রাখী ; শুভকামনা কবিতা হস্তে যে হরিজারজিত হস্ত বাঁধা যায় ।

হনুমান্ বলে, কে রাক্ষস বিভীষণ ।
 ঔষধ বাঁধিতে তুমি গেলে যে এখন ॥
 বাহির হইয়া এলে কোন্ পথ দিয়া ।
 তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে হিয়া ॥
 বুঝিতে না পারি কি বা আছে তব মনে ।
 রাবণের চর হয়ে আছ রাম-স্থানে ॥
 রাবণের চর হয়ে আস-যাও নিতি (১) ।
 কপট করিয়া রাম সহ কৈলে মিত্রি (২) ॥
 মোর ঠাই আজি তোমার নাহিক নিস্তার ।
 লেজের বাড়িতে লব বনের ছুয়ার ॥
 উপাড়িয়া লক্ষ্মীপুরী ডুবাব সাগরে ।
 লক্ষ্মীর বসতি পাঠাইব যম-পুরে ॥
 রাবণের দূত তুই রামের নিকটে ।
 কি বলিস, তোমার বাক্যে মম বুক কাটে ॥
 বিভীষণ বলে, নাহি এসেছি কপটে ।
 দিব্য করি হনুমান্, তোমার নিকটে ॥
 গোবধে ও ব্রহ্মবধে যত পাপ হয় ।
 যদি ছলে এসে থাকি, লইব নিশ্চয় ॥
 যত পাপ হয় ব্রহ্মবধে সুরাপানে ।
 আমার সে পাপ যদি খল (৩) থাকে মনে ॥
 হনুমান্ বলে, তোমার দিব্য কিছু নয় ।
 ব্রহ্মবধে গোবধে রাক্ষসে কোথা ভয় ॥
 বিভীষণ বলে, তুমি বিচারে পণ্ডিত ।
 বিচার না করে কেন বল অশুচিত ॥
 কেমনে বলছ মোরে রাবণের চর ।
 যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর ॥
 ইস্রাজিৎ-যজ্ঞ-ভঙ্গ-সন্ধি কেবা জানে ।
 যুক্তি দিয়া বধিলাম আপন সন্তানে ॥

কত রূপ হ'য়ে এল সে মহীরাবণ ।
 ভূলাতে না পেরে শেষে হৈল বিভীষণ ॥
 হনুমান্ বলে, কথা শুনে লাগে ডর ।
 মায়াতে কি মহী পেল গড়ের ভিতর ॥
 লাজে হনুমান্ বীর করে হেঁট মাথা ।
 বিভীষণে ভৎসিলাম অশুচিত কথা ॥
 পথ ছেড়ে দিয়ে আমি কৈলু বিপরীত ।
 বিভীষণে ভৎসিলাম, নহে ত উচিত ॥
 হনুমান্ বলে, কথা শুন বিভীষণ ।
 আগে গিয়া দেখি চল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 মারুতির বাক্যেতে রাক্ষস বিভীষণ ।
 প্রমাদ পড়িল, মনে জানিল তখন ॥
 বিভীষণ বলে, শুন পবন-নন্দন ।
 চল তবে দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 দ্রুতগতি যায় দৌহে ধেয়ে উর্দ্ধমুখে ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নাই, শূন্যময় দেখে ॥
 আশ্চর্য্য দেখিল তাহে হৃৎকল নিশ্চয় ।
 রাম-লক্ষ্মণেরে না দেখিয়ে কাটে প্রাণ ॥
 কটকের মাঝে নাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বিভীষণ ॥
 সূত্রীব অঙ্গদ আদি ঘূমে অচেতন ।
 প্রমাদ পড়িল, উঠ বলে বিভীষণ ॥
 কটক-ভিতরে শুনে হৈল মহাগোল ।
 বানর-মণ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥
 কান্দিছে সূত্রীব রাজা নাহিক সংবিৎ (৪) ।
 কোথা গেল লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র মিত্র ॥
 ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হনুমান্ ।
 রামের উদ্দেশে আমি ত্যজিব পরাণ ॥

(১) নিতি—প্রত্যহ । (২) মিত্রি—মিত্রতা ; বন্ধুতা । (৩) খল—এখানে কপটতা অর্থে প্রযুক্ত ।
 (৪) সংবিৎ—চেতনা ।

অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া তাহে দিব ঝাঁপ ।
জীবনেতে না ঘুচিবে মনের সস্তাপ ॥
শিরে-হাত কান্দে বালিপুত্র যুবরাজ ।
বুধায় শরীর, আর জীবনে কি কাজ ॥
আকুল হইয়া কান্দে সেনাপতি নীল ।
বাঁচিতে বাসনা আর নাহি এক তিল ॥

জাম্ববান্ বলে, সবে না কর ক্রন্দন ।
উপায় করহ, শুন আমার বচন ॥
ক্রন্দন সংবর, শুন বানরের রাজ ।
যেমতে নিস্তার পাই, চিন্তে সেই কাজ ॥
অস্থির না হও কেহ বিপত্তি-সময় (১) ।
সুস্থির হইলে সর্ব-কার্য সিদ্ধি হয় ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দেখে জগতের সার ।
বিনাশ করিতে পারে, সাধ্য আছে কার ॥
সুমঙ্গলা শুন, ওহে সুশ্রী বরাজন্ ।
মারুতির পাঠাও করিতে অঘেষণ ॥
মারুতির অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে ।
অবশ্য পাইবে দেখা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
আনিতে না পারে যদি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
তবে সবে অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিবে জীবন ॥
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার কুমার ।
কহিল সুশ্রীবরাজ এই যুক্তি সার ॥
কুন্তিবাস গাহে গীত অপূর্ব কথন ।
কৌশলে হরিল মহী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অঘেষণার্থ হনুমানের
পাতাল-পুৰীতে গমন ।

সুশ্রীব বলেন, শুন পবন-কুমার ।
সীতার উদ্দেশ্য কৈলে সাগরের পার ॥

তুমি শ্রীরামের ভক্ত জানে সর্বজন ।
ক'রে এসো শ্রীরাম-লক্ষ্মণে অঘেষণ ॥
তোমারে ভুলায়ে গেল রাবণ-কুমার ।
ত্রিভুবনে এ কলঙ্ক রহিল তোমার ॥
তব বুদ্ধি-ভ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে ।
অঘেষণ করিতে পাঠাব বল কারে ॥

সুশ্রীবের বাক্যেতে মারুতি মহাবল ।
লাঞ্জে অভিমানে অঁখি করে ছল ছল ॥
মারুতি বলেন, আমি যাব অঘেষণে ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল খুঁজিব ত্রিভুবনে ॥
তথাপি না পাই যদি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
করিব জলধি-জলে এ দেহ পতন ॥

এত কহি কান্দে হনু পবন-নন্দন ।
কোথা পাব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-অঘেষণ ॥
এইখানে থাক সবে একত্র হইয়া ।
যাবৎ না আসি আমি ত্রৈলোকা খুঁজিয়া ॥

সুশ্রীব রাজার কাছে হইয়া বিদায় ।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান্ যায় ॥
যে পথে লক্ষ্মণ-রামে হরেছে রাক্ষসে ।
সেই পথে গেল বীর চক্র নিমিষে ॥
পাতালেতে গয়া দেখে সূর্য্যের প্রকাশ ।
বিচিত্র-নির্মাণ পুরী, যেমন কৈলাস ॥
প্রথমে দেখিল বলি-রাজার বসতি ।
পুণ্যতীর্থ গঙ্গা দেখে, নামে ভোগবতা ॥
মহা তপোবনে দেখে কত মুনি ঋষি ।
নাগিনী বন্ধিনী কত পরম-রূপসী ॥
চতুর্ভুজ দ্বিভুজ অশেবরূপী লোক ।
জরা মৃত্যু নাহি তথা, নাহি রোগ শোক ॥
তিন কোটি পুরুষে কশিল মুনি বৈসে ।
পরম-সুন্দরী কত দেখে আশে পাশে ॥

(১) অস্থির না হও কেহ বিপত্তি-সময়—বিপত্তি বৈধাৎ—নীতিবাক্য ।

বিচিত্র-নির্মাণ দেখে কত তীর্থ স্থান ।
 সেখা রাম-লক্ষ্মণের না পান সন্ধান ॥
 সকল পাতাল-পুরী ভ্রমি একে একে ।
 মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে ॥
 ছদ্মবেশ ধরিয়৷ খুঁজিল সব পুরী ।
 রাক্ষসের পুরী যেন অমর-নগরী ॥
 স্বরিত-গমনে গেল পুরীর ভিতর ।
 পাষণ-রচিত কত দীঘী সরোবর ॥
 অসংখ্য পুরুষ নারী পরম-সুন্দর ।
 বিচিত্র-নির্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর ॥
 বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্বত-প্রমাণ ।
 অশ্ব হস্তী রথ দেখে বিচিত্র-নির্মাণ ॥
 মনে মনে চিন্তা করে পবন-কুমার ।
 এই পুরে আছে রাম-লক্ষ্মণ আমার ।
 মর্কটের রূপে রহে-বৃক্ষের উপর ।
 বিচিত্র-নির্মাণ ঘাট দেখে সরোবর ॥
 বহু লোক আসি তথা করে স্নান-দান ।
 বানর দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান ॥
 বৃক্ষতলে থাকি লোক নেহারিয়া দেখে ।
 এমন বানর যে আইল কোথা থেকে ॥
 একজন ছিল তথা বৃদ্ধা চিরজীবী ।
 বানর দেখিয়া বৃদ্ধা মনে মনে ভাবি' ॥
 কহিলেক, শুন সবে আমার বচন ।
 পূর্বের বৃত্তান্ত কথা শুন দিয়া মন ॥
 করিল বিস্তর শুব মহী মহারাজা ।
 বিবিধ প্রকারে কৈল মহামায়া-পূজা ॥
 বিস্তর করিল পূজা, বহু উপবাস ।
 অমর হইতে তার ছিল বড় আশ ॥
 অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর ।
 দেবী বলে, অশু বর চাহ নিশাচর ॥

মহী বলে, অহি কিংবা দেবতা গন্ধর্ভ ।
 যক্ষ রক্ষ কিম্বদ পিশাচ আদি সর্ভ ॥
 সংগ্রামেতে কারো হাতে মরণ না হয় ।
 সেই বর দিলা দেবী বুঝিয়া আশয় ॥
 মহী বলে, প্রকারেতে হলেন অমর ।
 যত জাতি যোদ্ধা আছে কারে নাহি ডর ॥
 নর ও বানর এই দুই বাকী আছে ।
 ভক্ষ্যজাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে ॥
 ভগবতী বলে, ভয় কারে নাহি আর ।
 নর-বানরের হাতে সবংশে সংহার ॥
 অমর নহেন রাজা জানি বিবরণ ।
 নর-কপি এলে হবে রাজার মরণ ॥
 বন্দী ক'রে আনিয়াছে শিশু দুই নর ।
 কোথা হৈতে উপনীত হইল বানর ॥
 গোপনে একথা বুড়ী কহে এক-জনে ।
 চারিদিকে দেখে, পাছে অশু কেহ শুনে ॥
 শুনিয়া হরিষ হৈল পবন-নন্দন ।
 কোথায় আছেন প্রভু ভাবে মনে মন ॥
 হেনকালে নারী সব নগরনিবাসী ।
 জল লইবারে আসে কন্ধেতে কলসী ॥
 এক নারী প্রাচীনা মহীর পুরদাসী (১) ।
 তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী ॥
 রাজার বাটীতে কেন বাছভাণ্ড-রোল ।
 কেহ নাচে, কেহ গায়, পুলক বিভোল (২) ॥
 মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ সব ।
 রাজার বাটীতে আজি কিসের উৎসব ॥
 বৃদ্ধা নারী বলে, শুন যতেক রূপসী ।
 রাজার বাটীর কথা কৈতে শুয় বাসি ॥
 কহিতে নিবেধ আছে, কহিবার নয় ।
 প্রকাশ না কর কথা দণ্ড চারি ছয় ॥

(১) পুরদাসী—অন্তপুরচারিত্রী সেবিকা । (২) পুলক-বিভোল—আনন্দে আত্মহারা ।

জিজ্ঞাসা করিলে যদি, সন্মোপনে বলি ।
মহামায়া-কাছে আজি হবে নরবলি ॥
আনিয়াছে শিশু দুটি পরম-সুন্দর ।
না দেখি এমন রূপ অবনী-ভিতর ॥
কোন্ অভাগীর পুত্র, দেখে কাটে প্রাণ ।
দণ্ড চারি ছয় পরে দিবে বলিদান ॥
বন্দী করি রাখিয়াছে সন্মোপন ঘরে ।
রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে ॥

শ্রীরাম-লক্ষণের সহিত হনুমানের
কথোপকথন

এত বলি জল ল'য়ে সবে গেল বাসে ।
হনুমান্ শুনিলেক বৃক্ষোপরে বসে ॥
মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি (১) ।
এইখানে শ্রীরাম-লক্ষণ আছে বন্দী ॥
হৃদয়ে পুলক বীর পবন-তনয় ।
এখানেতে থাকি আর উপযুক্ত নয় ॥
চক্ষুর নিমিষে গেল রাজ-অস্ত্রপুরে ।
শ্রীরাম-লক্ষণ যথা বন্দী আছে ঘরে ॥
দোহারা (২) লোহার গড় ভিতর-বাহিরে ।
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র ধরে ॥
চারিদিকে প্রতিহারী (৩) আছে অগণন ।
ঘরের ভিতর আছে শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
মন্দির-রূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে ।
শরীর ধারণ করি দোহে নমস্কারে ॥
সহসা মারুতি গিয়া নোয়াইল মাথা ।
নিদ্রা-ভঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষণ কন কথা ॥

লক্ষণ বলেন, শুন পবন-নন্দন ।
সুগ্রীব অঙ্গদ কোথা, কোথা বিভীষণ ॥
হনুমান্ বলে, প্রভু, পাসরিলে চিতে ।
মহীরাবণ হরিয়া এনেছে পাতালেতে ॥
শুনিয়া কাতর অতি শ্রীরাম-লক্ষণ ।
প্রবোধ করিয়া বলে পবন-নন্দন ॥

হেনকালে রাজপুরে গড়িল ঘোষণা ।
মহামায়া-পূজা হবে, বাজিল বাজনা ॥
বিস্তর ছাগল দিবে মহিষ বিস্তর ।
বলিদান দিবে রাজা আর দুই নর ॥
নানা সুবাসিত পুষ্প গন্ধ মনোহর ।
সাজাইয়া ল'য়ে যায় মহামায়ার ঘর ॥

শ্রীরাম বলেন, শুন পবন-নন্দন ।
বিপাকে (৪) পড়েছি হেথা, হইবে কেমন ॥
নাহি সৈন্য সেনাপতি, ধনুঃশর আর ।
কেমনে রাক্ষস-হাতে পাইব নিস্তার ॥

জোড়হস্তে কহে হনু শ্রীরামের আগে ।
রাক্ষস মারিতে প্রভু, কোন্ ভার লাগে ॥
ত্রিভুবন খ্যাত তব শ্রীচরণ-দাস ।
বৃক্ষ-পাথরেতে রিপু করিব বিনাশ ॥
রাবণ-রাজার বংশ যেখানে যে থাকে ।
তোমার কৃপায় আমি মারি একে একে ॥
অনেক ব্রাহ্মণ হিংসে, বহু দেব ঋষি ।
গৌহত্যা প্রভৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি ॥
দুর্জয় রাক্ষস-বংশ হইবে সংহার ।
রাক্ষস বধিতে প্রভু তব অবতার (৫) ॥
অলক্ষিত (৬) মায়া তব কোন্ জন জানে ।
মরণ ইচ্ছিয়া তোমা আনিল এখানে ॥

(১) সন্ধি—সন্ধান ; সংবাদ । (২) দোহারা—বিগণ ; দুই সারি । (৩) প্রতিহারী—প্রহারী ।
(৪) বিপাকে—বিপদে । (৫) অবতার—আবির্ভাব । (৬) অলক্ষিত—অদৃশ্য ।

মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা ।
 প্রীতি বাক্যে কব গিয়া গুটিকত কথা ॥
 তাহে যদি মহীর করিতে চান হিত ।
 সাগরে ডুবাব লৈয়ে মন্দির সহিত ॥
 মনোভাব বুঝে আসি মহেশ-জায়ার ।
 রাম বলে, কতক্ষণে আনিবে আবার ॥
 মারুতি বলিল, এক তিল ছাড়া নই ।
 কি বলেন কাত্যায়নী, কথা দুই কই ॥
 এত বলি হনু দেয় শ্রীরামে আশ্বাস ।
 লক্ষ্মীকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

হনুমানের প্রতি দেবীর উপদেশ ।
 এতেক বলিয়া হনু হইয়া বিদায় ।
 মহামায়া-মন্দিরেতে অবিলম্বে যায় ॥
 মন্দিরূপে কহিলেন যোগাচার (১) কাণে ।
 মহী বেটা আনিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে ।
 আপনি কি এই আশ্রয় দেছেন মহীরে ॥
 সবংশে মারিব মহী, দেখিবে পশ্চাতে ।
 ডুবাব তোমারে জলে মন্দির সহিতে ॥
 রামের কিঙ্কর (২) আমি, স্ত্রীবেদ দাস (৩) ।
 এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস (৪) ॥
 মহাদেবী কহিছেন অতি সঙ্গোপনে ।
 পবিত্র হইল পুরী রাম-আগমনে ॥

অশেষ পাপের পাপী এ মহীরাবণ ।
 দেব দ্বিজ ধর্ম্য হিংসা করে অক্ষুণ্ণ ॥
 নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম-অবতার ।
 রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার ॥
 মহী বিনাশের যুক্তি শুন হনুমান ।
 যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান ॥
 রামেরে কহিবে, কর দেবীরে প্রণাম ।
 প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম ॥
 রাম কহিবেন, শোন হে মহীরাবণ ।
 দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন ॥
 প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে ।
 অষ্টাঙ্গ লোটায়ে র'বে ভূমির উপরে ॥
 হেঁটমুণ্ডে প'ড়ে মহী প্রণাম করিবে ।
 ভূমি ল'য়ে এই খড়্গ মহীরে কাটিবে ॥
 দেবী বলিলেন, বাছা, এই যুক্তি সার ।
 শ্রীরামের কর্ণে গিয়া কহ সমাচার ॥
 শ্রীরাম শিবের গুরু, (৫) আমি তাহা জানি ।
 শিব-রাম অভেদ, (৬) কহেন শূলপাণি ॥
 অনাথের নাথ রাম জগতের সার ।
 পলকে উৎপত্তি স্থিতি জগৎ সংহার ॥
 যোগে যোগাধার রাম, কালে মহাকাল ।
 রাম-আগমনে ধন্য হইল পাতাল ॥
 মুচ্যুক্তি মহী, চাহে রামে দিতে বলি ।
 অবশেষে হবে বাছা তোমারে সে বলি ॥
 দেবীরে প্রণাম করি হনুমান পেল ।
 শ্রীরামের নিকটেতে উপনীত হৈল ॥

(১) যোগাচার—মহামায়া ; যোগরূপিনী আত্মশক্তি । (২) কিঙ্কর—ভৃত্য ; সর্বদা যে প্রভুর পরিচর্যা করে । (৩) দাস—অনুগত ব্যক্তি—যে পারিশ্রমিক বা কর্তব্য লইয়া কাজ করে । (৪) এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস—হনুমানের গুণ্ডতা ঘোষণা দেবীর হাসী ; অথবা প্রভু রামের প্রতি হনুর ঐকান্তিক দেখিয়া দেবীর আনন্দ ভঙ্গ হালি । (৫) শ্রীরাম শিবের গুরু—পরিশিষ্ট ঐষ্টব্য । (৬) পরিশিষ্ট ঐষ্টব্য ।

যেখানে আছেন বন্দী শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ।
 কহিল দেবীর কথা দুজন্যর কাণে ॥
 উপায় কহিয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা ।
 যখন করিবে মহী দেব-আরাধনা ॥
 যখন লইয়া যাবে তোমা দৌহাকারে ।
 সেইক্ষণে আমি গিয়া প্রবেশিব ঘরে ॥
 মন্দিরূপ হইয়া থাকিব অলঙ্কিতে ।
 আসিবেন মহীরাজা দেবীরে পূজিতে ॥
 প্রণাম করিতে কবে সমর্পিয়া পূজা ।
 প্রণাম না জানি মোরা রাজপুত্র রাজা ॥
 কিরূপে প্রণাম করে, কিছুই না জানি ।
 প্রণাম করিয়া রাজা দেখাও আপনি ॥
 প্রণাম করিবে রাজা দেবী-বিচ্যমান্ ।
 মুণ্ড কাটি তখনি করিব দুইখান ॥
 তোমাদের বাক্যে যদি না করে প্রণাম ।
 সবংশে বধিব বেটা করিয়া সংগ্রাম ॥
 বৃকে হাঁটু দিয়া মুণ্ড ফেলিব ছিঁড়িয়া ।
 ঘাইব মহীর রক্তে দেবীরে পূজিয়া ॥
 মারুতির বচনে হরিষ দুই ভাই ।
 তোমা হৈতে সঙ্কটেতে পরিত্রাণ পাই ॥

এই যুক্তি করিয়া রহিল তিনজন ।
 দেবীরে পূজিতে রাজা করিল গমন ॥
 আদেশিয়া আনাইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ।
 দু-জন্যরে রাখে এনে দেবীর দক্ষিণে ॥
 হেনকালে হনুমান্ প্রবেশিল ঘরে ।
 অলঙ্কিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে (১) ॥
 পূজা করিবারে রাজা বসিল আসনে ।
 প্রতিমার আড়ে থাকি হনু দেখে শুনে ॥

নিকট হইল কাল সে মহীরাবণে ।
 কৃষ্ণিবাস বিরচিল গীত রামায়ণে ॥

মহীরাবণের জন্ম-কথা ।

করজোড়ে ত্রক্ষারে কহেন সুরপতি ।
 রাম-লক্ষ্মণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি ॥
 মহীরাবণ হরিয়া এনেছে দুই ভাই ।
 কেমনে উদ্ধার হবে, ভাবি মনে ভাই ॥
 এতেক শুনিয়া ত্রক্ষা ইস্তের বচন ।
 হাসিয়া বলেন, শুন সর্ব দেবগণ ॥
 শক্রধনু (২) নামে ছিল গন্ধর্ভ-সন্তান ।
 বিষ্ণুর সম্মুখে নিত্য করে নৃত্যগান ॥
 নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষ্ণুর সদনে ।
 তাহাতে বড়ই তুষ্ট দেব নারায়ণে ॥
 বিষ্ণু সন্তুষ্টিতে গেল অষ্টাবক্র ঋষি ।
 বাঁকা মূর্ত্তি দেখিয়া গন্ধর্ভে হৈল হাসি ॥
 মুনি-রূপ দেখিয়া গন্ধর্ভ করে ব্যঙ্গ ।
 মুনিরে দেখিতে তার হৈল ভাল-ভঙ্গ ॥
 মুনি কহে, মোরে দেখি কর উপহাস ।
 সুন্দর শরীর তব হইবে বিনাশ ॥
 পাপী হ'য়ে জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে ।
 ধরিয়া বিকট মূর্ত্তি থাকহ পাতালে ॥
 শুনিয়া মুনির শাপ চিন্তে বিচ্যধর ।
 কি দোষে দারুণ শাপ দিলে মুনিবর ॥
 অজ্ঞান পাতকী আমি তোমা নাছি চিনি ।
 ত্রিভুবনে পূজিত আপনি মহামুনি ॥

(১) প্রান্তরে—আড়ালে ; একধারে । (২) কোনো কোনো পুস্তকে শক্রধনুয় পরিবর্তে শক্রধনু নাম দেখা যায় ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



দেবকন্যা কুন্তীরিণী উঠিল আকাশে ।
আকাশে উঠিয়া হনুমানেরে ভিজাসে ॥—৪৭৫ পৃঃ

কৃতিবাসী রামায়ণ —



দেবীর হাতের খড়্গ লয়ে হনুমান ।
লাফ দিয়া মহীরে করিল ছুই খান ॥—৪৩৩ পৃঃ

কৃপা কর, ধরি আমি তোমার চরণ ।
 কর প্রভু এ পাপীর শাপ বিমোচন ॥
 শত্রুধনু-বচন শুনিয়া মুনিবর ।
 প্রসন্ন হইয়া তবে করেন উত্তর ॥
 আমার বচন কভু না হইবে আন ।
 পাতালে রহিবে হ'য়ে রাক্ষস-প্রধান ॥
 তপঃফলে মহামায়া থাকিবেন ঘরে ।
 সুখেতে করিবে রাজ্য মহেশের বরে ॥
 ছরস্ত্র রাক্ষস-বংশ করিতে সংহার ।
 মনুষ্যরূপেতে বিষ্ণু হবে অবতার ॥
 সেই রাম-লক্ষ্মণেরে ল'য়ে যাবে হ'রে ।
 পাতালে রাখিবে ল'য়ে আপনার পুরে ॥
 মুণ্ড কাটা যাবে তোর হনুমান্-হাতে ।
 শাপে মুক্ত হ'য়ে পুনঃ আসিবে স্বর্গেতে ॥
 হনুমান্-হাতে হবে শাপ-বিমোচন ।
 আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
 এতেক বলিয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে ।
 সেই হৈল মহীরাবণ পাতাল ভুবনে ॥
 মুনির বচন কভু নহে ত অশ্রুধা ।
 দেবগণ চলি গেল দুই ভাই যথা ॥

মহীরাবণ বধ ।

ক্রমা আদি করিয়া যতেক দেবগণ ।
 কৌতুকে দেখিতে যায় মহীর মরণ ॥
 যতেক দেবভাগণ রহে শূণ্য-পথে ।
 মহামায়া পূজে মহী হরীষ মনেতে ॥
 রাশি রাশি ফুল ফল দিয়ে রাজা পূজে ।
 শত্ৰু বঁটা ঢাক ঢোল নানা বাজ বাজে ॥

অর্চনা করিল রাজা খাণ্ডা ধরশাগ ।
 প্রণাম করিতে মহী কৈল সংবিধান (১) ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলে প্রণাম না জানি ।
 কেমনে প্রণাম ক'রে দেখাও আপনি ॥
 বিধির নির্বন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি ।
 রামেরে দেখায় রাজা নমস্কার করি ॥
 দণ্ডবৎ শত করে দেবীর সন্মুখে ।
 প্রতিমার আড়ে থাকি হনুমান্ দেখে ॥
 দেবীর হাতের খড়্গ ল'য়ে হনুমান্ ।
 লাক দিয়া মহীরে করিল দুই খান ॥
 প্রতিমা-রূপিণী দেবী মহামায়া হাসে ।
 অশুচরণ দেখে' পলায় তরাসে ॥
 মুক্ত করিলেন হনু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 হনুর প্রতাপ দেখি হাসেন দুজন ॥
 অস্ত্ররীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ ।
 হনুমান্ কোল দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
 অদ্বুত অশ্রুত কথা রাম অবতার ।
 সেবক হইতে রামের হইল নিস্তার ॥
 মুনিশাপে মুক্ত হৈল সে মহীরাবণ ।
 পুরুষ-রূপেতে গেল অমর-ভুবন ॥
 কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
 লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

অহিরাবণ বধ ।

রামগুণ পাইতে পাইতে রে তমু
 পতন যদি রে হয় ।
 যার, অমর-ভুবনে চাপিরা বিমানে
 শমন চাহিয়া রয় ।
 অর্ধ নাভিকূপে ল'য়ে রে যখন ডুবায় ।

শত শমন আসিয়ে তারে,
 কি করিতে পারে,
 পাতকী ভরাতে জীৱামের নামটি
 ওগো এসেছে সংসারে ॥ ৫ ॥

মহীরাবণ মৈল দেখি যত নিশাচর ।
 ধাইয়া কহিল বাক্তা পুরীর ভিতর ॥
 পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে ।
 কপালে যা লেখা থাকে খণ্ডিবার নহে ॥
 আচম্বিতে রাজা ল'য়ে পড়িল প্রমাদ ।
 অন্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ ॥

রাজার মরণ শুনে রাণী অলে কোপে ।
 আলুখালু বেশভূষা, অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
 রাণী বলে, এই ছিল যোগাঙ্কার মনে ।
 এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে ॥
 মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে ।
 মজিল আমার রাজ্য মহামায়া হৈতে ॥
 দেবীর সহায় হয় কপি আর নর ।
 কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর (১) ॥
 আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে ।
 নর-বানরের প্রাণ লব শেবকালে ॥

এতেক বলিয়া মহীরাবণের নারী ।
 ধমুক লইয়া উঠে মারমার করি ॥
 সঙ্গতে সাজিল সেনা অসংখ্য-গণন ।
 হনুর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 বড় বড় বৃক্ষ যত মারে হনুমান্ ।
 বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খান ॥

মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মারুতি ।
 কোপ করি রাণীর উদরে মারে লাধি ॥

দশমাস গর্ভ ছিল রাণীর উদরে ।
 প্রসবে সস্তান এক মহা-ভয়ঙ্করে ॥
 অষ্টগোটা বাহু তার, চারি গোটা মুণ্ড ।
 বিকট-মূরতি তার দেখিতে প্রচণ্ড ॥
 ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অদ্ভুত-বিক্রম ।
 দুই চক্ষু রক্তবর্ণ যুগাস্তের যম ॥
 মহাযুদ্ধ আরম্ভিল হনুমান্ সনে ।
 সাপটিয়া কীল লাধি মারে হনুমান্ ॥
 গর্ভের রুধির পুঁষে ব্যাপিত-শরীরে ।
 আচম্বিতে সংগ্রামেতে সিংহনাদ করে ॥
 উলঙ্গ উন্মত্ত যেন পাগল-সমান ।
 তাহার বিক্রম দেখে হাসে' হনুমান্ ॥
 জীৱাম-লক্ষণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস ।
 হনুমান্ বলে, বেটার বড়ই সাহস ॥
 এখনি জন্মিয়া পুত্র করে ঘোর রণ ।
 মহীরাবণের বেটা সে অহিরাবণ ॥
 আখালি-পাখালি (২) হানে মারুতির বৃকে ।
 কিছু নাহি বলে হনু, সংবরিয়া থাকে ॥
 হনুমান্ বলে, বেটার আশ্বা দেখি অতি ।
 এখনি পাঠাব তোরে যমের সংহতি (৩) ॥
 মারিবারে হনুমান্ খায় উত্তরড়ে (৪) ।
 ধরিতে না পারে, শিশু পিছলিয়া পড়ে ॥
 হেনকালে হনুমান্ চিন্তিল উপায় ।
 পবন-স্বরগে রণে ঝড় ব'য়ে যায় ॥
 বিষম বাতাসে ধূলা লাগে তার গায় ।
 পাছুড়িয়া ধরে হনু, আর কোথা যায় ॥
 দুই পদে ধ'রে তারে ল'য়ে ফেলে দূর ।
 পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চূর ॥

(১) পর—শত্রু । (২) আখালি-পাখালি—এলোথাবাড়ী; যেখানে-সেখানে । (৩) সংহতি—সমীপে; নিকটে । (৪) উত্তরড়ে—অতি দূর ।

সংগ্রামে আইল আর যত যত জন ।
লইল সবার প্রাণ পবন-নন্দন ॥
পাতাল-বাসী মুনি ঋষি হৈল আনন্দিত ।
ভয় দূরে গেল, সবে মহা-হরষিত ॥
গেলেন দেবতা-গণ আপনার স্থান ।
হনুমান্‌ সফলেই করিল কল্যাণ ॥

শক্রেরে মারিয়া যাত্রা কৈল তিন জন ।
মহীর পূজিত দেবী কহেন তখন ॥
সাধিয়া রামের কার্য চলিলা সফর ।
সেবা কে করিবে মম পাতাল-স্তিতর ॥

এত শুনি হনুমান্‌ করি নমস্কার ।
পাতাল হইতে দেবীর করিল উদ্ধার ॥
হইয়া হরষ-যুক্ত চলে তিন জন ।
আগে রাম, পাছে হনু মধ্যতে লক্ষ্মণ ॥
সুড়ঙ্গের পথেতে উঠিলা তিন জন ।
আপন কটকে গিয়া দিল দরশন ॥

রাম-লক্ষ্মণ পাইয়া স্ত্রীবিভীষণ ।
জাম্ববান দিল কোল এই তিন জন ॥
হনু প্রশংসা করে স্ত্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
হনুমান্‌ কোল দিল স্ত্রীবিভীষণ ॥
জাম্ববান্‌ কোল দিয়া কৈল আলিঙ্গন ।
ধনু হনুমান্‌ বলে যত কপিগণ ॥
দুই প্রহর আকাশে যখন দিবাকর ।
সিংহনাদ ছাড়ে যত ভয়ঙ্ক বানর ॥
চারি দ্বার চাপিয়া করয়ে সিংহনাদ ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥
মহীরাবণ পড়িল শুনিয়া দশানন ।
জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন ॥
রামায়ণ গাইলেন, কবি কৃষ্ণবাস ।
যেই জন শুনে, তার পূরে অভিজ্ঞান ॥

রাবণের তৃতীয় যুদ্ধ-যাত্রা ।

রাম বা কর নিজ গুণে,
আমি ভজন সাধন জানিনে ।
মিছে গেল দীনের দীন,
না হল ভজন ঘেরিল শমনে ।
যা কর হে রামচন্দ্র জগৎ-গৌসাই ।
আমার তোমা বিনে, ত্রিভুবনে কেহ নাই ॥
মায়া-নদীর তীরে আছি রাম,
তোমার চরণ করি সার ।
ও রাজা চরণ-তরণী করি রাম,
আমায় কর হে পার ॥ ৩০ ॥

ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে ।
অভিমনে শোকে মস্ত রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
যুঝিবারে তবে সাজে রাজা দশানন ।
সর্বান্তে ভূষিত কৈল রাজ আভরণ ॥
ভয়ে অভিমনে রাজা অঁধি ছল ছল ।
কোপ মনে যুঝিতে চলিল রণস্থল ॥
আপনি করিছে সাজ লক্ষা-অধিকারী ।
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী ॥
দশ মুণ্ডে রতন-মুকুট সারি সারি ।
মৃগমদে পরিলেক স্তম্ভকি কস্তুরী ॥
নানা অলঙ্কারে করে ভূবন উজ্জল ।
দশ ভালে দশ মণি করে বলমল ॥
কোপে কাঁপে অধরৌষ্ঠ, চলে রণমুখে ।
দশ হাজার রাণী এসে ঘেরে চারিদিকে ॥
কেহ ধরে আশে পাশে, কেহ ধরে কর ।
কারো পানে ফিরিয়া না চান লঙ্কেশ্বর ॥
না থাকে রাবণ রাজা কারো উপরোধে ।
রাণী মন্দোদরী নিয়া পশ্চাতে বিরোধে (১) ॥

(১) বিরোধে—বাণা ছান করে ।

যন্দোদরী বলে, শুন লঙ্কা-অধিপতি ।
 বুদ্ধিমান হ'য়ে কেন ছন্ন হৈল মতি ॥
 পরম-পণ্ডিত তুমি, বলে মহাবীর ।
 বিশ্রবা মূনির পুত্র, পরম সুধীর ॥
 স্বর্গ মর্ত পাতালে জ্বিনিলে বাজ্বলে ।
 যম ইন্দ্র কম্পমান তোমারে দেখিলে ॥
 সর্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি, লঙ্কা-অধিকারী ।
 আমি কি বুঝাব, আমি হীনবুদ্ধি নারী ॥
 তথাপি কিঞ্চিৎ বলি করি পরিহার (১) ।
 স্থির হ'য়ে দাড়াইয়ে শুন একবার ॥
 মুনিগণ কহে সর্ব-শাস্ত্রেতে বিহিত ।
 রমণীর স্তম্ভগা শুনিতে উচিত ॥
 বিপত্তে সুবুদ্ধি যদি রমণীতে বলে ।
 সে বুদ্ধে পুরুষ থাকে পরম কুশলে ॥
 বজ্জ্বল লঙ্কাপুরে করিলে রাজত্ব ।
 কোন্ যুগে দেখিয়াছ এমন অনিত্য (২) ॥
 কোন্কালে বানরেতে লজ্জাছে সাগর ।
 কোন্কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর ॥
 অপরূপ এমন শুনেছ কোন্ দেশে ।
 পাষণ্ড মনুষ্য হয় চরণ-পরশে ॥
 শ্রীরাম-মনুষ্য নন, বিষ্ণু অবতার ।
 সীতা ফিরে দেহ, যুদ্ধে কার্য নাহি আর ॥
 দশানন বলে, সীতা দিতে পারি ফিরে ।
 হাসিবেক বিভীষণ, সবে না শরীরে ॥
 কহিবেক ইন্দ্র-আদি যত দেবগণ ।
 যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিলেক রাবণ ॥
 ছোট হ'য়ে খোঁটা দিবে, বড় ভয় বাসি ।
 সাস্ত্রনা হইয়া গৃহে বৈসহ প্রেয়সি ॥
 বরঞ্চ রামের শরে ত্যজিব জীবন ।
 সীতা ফিরে দিতে নাহি পারিব কখন ॥

যন্দোদরী বলে, জানি ভাগ্য হলে হীন ।
 বল বুদ্ধি পারাক্রম পাসরে প্রবীণ ॥
 আসন্ন-সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত ।
 কোপ না করিহ রাজা শুনহ কিঞ্চিৎ ॥
 সংসারের কর্তা রাম পতিত-পাবন ।
 ত্রিভুবনে সকলোরে করেন পালন ॥
 সঙ্কটে যেই প্রভু পালেন সবারে ।
 শক্রভাবে আইলেন মারিতে তোমারে ॥
 লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে ।
 লক্ষ্মীরে দিতেছ দুঃখ অশোকের বনে ॥
 যে জন পালন-কর্তা সেই জন মারে ।
 অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে ॥
 ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা-অধিকারী ।
 সামান্য হে বুদ্ধি তব, রাণী যন্দোদরী ॥
 শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী ।
 তুমি কি বুঝাবে মোরে, আমি তাহা জানি ॥
 জপ যজ্ঞ পূজা ক'রে রাখিতে না পারে ।
 বিনা অর্চনায় পড়ে আছেন দুয়ারে ॥
 নীরাহারে অনাহারে জপে কতজন ।
 মৃত্যুকালে নাহি পায় সেই শ্রীচরণ ॥
 ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পান মুনি ঋষি ।
 সে রাম ভাবেন মোরে নিরাহারে বসি ॥
 জাগছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে ।
 ভাবিছেন আমারে বধিবে কতকণে ॥
 মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে ।
 যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে ॥
 বিষ্ণুদূত ল'য়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে ।
 সমান-প্রতাপে যাব জীবন-মরণে ॥
 ইন্দ্র-আদি দেবতা জীবনে আত্মাকারী ।
 মরিয়া বৈকুণ্ঠে আমি যাব সর্বোপরি ॥

না বুঝিয়া ভাগ্যহীন कहিলে আমারে ।
 আমা সম ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে ॥
 দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিবা মারি ।
 ক্রন্দন সম্বরি গৃহে যাও মন্দোদরী ॥
 মরণ নিকটে যার কি করে ঔষধে ।
 না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে ॥
 স্বামি-প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল ।
 মন্দোদরীর চক্ষে জল করে ছল-ছল ॥
 অন্তরে জানিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর ।
 দশ হাজার সতিনীতে নিল অস্তঃপুর ॥
 অষ্টাদশ বৃহন্দের বাহিরে রাবণ ।
 সারথি সাজায়ে রথ জোগায় তখন ॥
 কনক-রচিত রথ সূগঠন চাকা ।
 রথোপরি শোভা পায় নেতের পতাকা ॥
 বিচিত্র-নির্মাণ রথ সাজিল প্রচুর ।
 রথের উপরে রাজা সংগ্রামেতে শূর ॥
 দশানন বলে, অঙ্গধারী যত জনে ।
 ছোট বড় সাজিয়া আসুক মম সনে ॥
 মহীরাবণ পড়িল বংশের চূড়ামণি ।
 আর কারে পাঠাইব, যাইব আপনি ॥
 যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর ।
 সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলিল সফর ॥
 পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম-লক্ষণ ।
 যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ ॥

ইন্দ্র-কর্তৃক রথ-প্রবেশ ।

হাতে ধনু রাম ভ্রমিছেন রণস্থলে ।
 লঙ্কা তোলপাড় বানরের কোলাহলে ॥
 কোলাহল শুনি রাবণ আইল ত্বরিতে ।
 ভুবনবিজয়ী ধনুর্কবান করি হাতে ॥
 চারি চাকা রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে ।
 কনকরচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
 হেন রথে উঠি যুঝে রাজা দশানন ।
 শ্রীরাম উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 রথেতে রাবণ যুঝে, রাম ভূমিতলে ।
 দেবগণ কম্পমান গগনমণ্ডলে ॥
 লইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা যতেক অমর ।
 রাম লাগি রথ পাঠাইল পুরন্দর ॥
 স্বর্গ হৈতে আসে রথ, পড়িছে বিজলি ।
 রথ হৈতে মাথা নোয়ায় সারথি মাতলি ॥
 ইন্দ্র পাঠাইল রথ, দিব্য ধনুঃশর ।
 আর এক পাঠাইল সূবর্ণ-টোপর ॥
 মারি প্রভু রাবণে দেবের কর হিত ।
 ত্রিভুবনে কীর্্তি রাখ, রামায়ণ-গীত ॥
 রাম লক্ষণ সূত্রীব রাক্ষস বিভীষণ ।
 আচম্বিতে রথ দেখি চমকিত-মন ॥
 কোথাকার রথখান কাহার মাতলি (১) ।
 রাবণ-প্রেরিত রথ মায়ার পুত্তলি ॥
 রামেরে চিনিতে নারে দুষ্ট দশরুদ্র (২) ॥
 রথে তুলি কোথা লবে করিয়া প্রবন্ধ (৩) ॥
 কৃষ্টিবাস পণ্ডিত কবিশ্বে বিচক্ষণ ।
 রথ দেখি রাম-সৈন্য ভাবে মনে-মন ॥

(১) মাতলি—ইন্দ্রের সারথির নাম মাতলি । এখানে সাধারণ সারথি (রথ-চালক) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । (২) দশরুদ্র—রাবণ ; দশ মাথার দশটা রুদ্র বলিয়া । (৩) প্রবন্ধ—কৌশল ।

শ্রীরামের সহিত রাবণের যুদ্ধ ।
 রসনা, রাম নাম ভুলনা রে ।
 দেখ, মিছে মায়াজালে, বন্ধ করে কালে
 ডুবায় অকূল পাথারে ॥ ৫ ॥
 ইন্দ্র-রথ রাবণ দেখিয়া রণস্থলে ।
 চিন্তিত হইল মনে, টুটে আসে বলে ॥
 রথের সারথি রামে কৈল প্রদক্ষিণ ।
 রথে উঠে রঘুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ ॥
 চিনিল রাবণ রাজা ইন্দ্রের বিমান ।
 মনে মনে দশানন করে অনুমান ॥
 কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ, ভাই কুম্ভকর্ণ ।
 এখনি দেবতা বেটায় করিতাম চূর্ণ ॥
 এত দিন ক'রে সেবা সেবকের মত ।
 অসময় দেখি হলো শক্র-অনুগত ॥
 শক্রকে পাঠায় রথ আমা-বিভ্রমানে ।
 এত বলি কোপ-দৃষ্টে চাহে স্বর্গ-পানে ॥
 কোপ-মনে মাতলিরে কহে লঙ্কেশ্বর ।
 সবলের অনুবল (১) যতেক অমর ॥
 এইবার যুদ্ধে যদি বাঁচয়ে জীবন ।
 একে একে কাটিব সকল দেবগণ ॥
 কোপ সন্দরিয়্য রাজা বলি মনোহুঃখে ।
 রথ চালাইয়া দিল রামের সম্মুখে ॥
 কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার ।
 তিন লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার ॥
 সর্পবাণ দেখি রামের লাগিল তরাস ।
 বুঝি পুনঃ এড়িল বন্ধন নাগপাশ ॥
 নাগপাশ নিবারণে জানেন সঙ্কান ।
 মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন খগ-বাণ ॥
 গরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে বুলে (২) ।
 রাবণের সর্পবাণ ধ'রে ধ'রে গিলে ॥

সর্পবাণ ব্যর্থ গেল, কুগিল রাবণ ।
 রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 বাণ বরষিয়া বিদেহ ইন্দ্রের মাতলি ।
 অর্জ্বর ইন্দ্রের অথ, মুখে ভাজে নালি (৩) ।
 কোপেতে রাবণ বজ্র জাঠা লয় হাতে ।
 জাঠা দেখি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে ॥
 জাঠাগাছ হাতে করি তর্জ লঙ্কেশ্বর ।
 ডাকিয়া রামেরে তবে করিছে উত্তর ॥
 এই আমি জাঠা মারি পুরিয়া সঙ্কান ।
 রক্ষা কর দেখি রাম, ধ'রে ধনুর্বাণ ॥
 মন্ত্র পড়ি দশানন জাঠাগাছ এড়ে ।
 যত দূর যায় জাঠা তত দূর পুড়ে ॥
 বৃক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষ-সব জলে ।
 আলো ক'রে আসে জাঠা গগন-মণ্ডলে ॥
 যত বাণ এড়ে রাম জাঠা নিবারিতে ।
 সর্ব্ব অস্ত্র পুড়ে যায় জাঠার অগ্নিতে ॥
 বাণ পোড়াইয়া জাঠা বায়ুবেগে ।
 মাতলি তখন কহে শ্রীরামের আগে ॥
 ইন্দ্র পাঠাইল শেল সংসার-বিজয় ।
 সেই শেল মার প্রভু, জাঠা হবে ক্ষয় ॥
 এড়িলেন শেলপাট মাতলির বোলে ।
 রাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিহলে ॥
 জাঠাগাছ কাটা গেল, কুগিল রাবণ ।
 রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর ।
 বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর ॥
 কাতর হইয়া রাম ধনু দিলা টান ।
 বিদ্ধি রাবণের অঙ্গ কৈলা খান-খান ॥
 দুইজনে মহাবৃদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে ।
 কোপে রাম গালি পাড়ে তবে রাবণেরে ॥

(১) অনুবল—সহায় । (২) বুলে—ব্রহ্মণ করে । (৩) নালি—কেন ।

সবে বলে তোমারে রাবণ মহারাজ ।
 পর-স্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাহি লাজ ॥
 সীতা যদি আনিতে আমার বিত্তমানে ।
 সেই দিন পাঠাতাম খরের সদনে ॥
 বিত্তমানে না আনিয়া করিলি যে চুরি ।
 আজি হৈল দেখা, পাঠাইব যমপুরী ॥
 দশমুণ্ড সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে ।
 গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবেন্দ্র বাসুকি ।
 পড়িলে আমার হাতে কার সাধ্য রাখি ॥
 গালি দিয়া শ্রীরামের বল বেড়ে আসে ।
 বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরিষে ॥
 বানরেতে গাছ পাথর ফেলে চারিভিতে ।
 চারিদিকে মারে, রাবণ না পারে সহিতে ॥
 আয়ুঃশেষ হ'য়ে রাবণ টুটে আসে বলে ।
 চারিদিকে রাম-রূপ রাবণ নেহালে ॥
 বজ্র-অস্ত্র মারে রাম রাবণ-উপর ।
 মূর্চ্ছিত রাবণ পড়ে রথের উপর ॥
 হাত-পা আছাড়ি রাজা করে ধড়কড় ।
 সারথি রাবণে ল'য়ে উঠি দিল রড় (১) ॥

কত দূরে গিয়া রাজা পাইল চেতন ।
 সারথিরে গালি পাড়ে ঘূর্ণিত লোচন ॥
 বৈরী সনে রণ আমি করি রণস্থলে ।
 রথ ল'য়ে পালাইয়া এলি কার বোলে (২) ॥
 বলে ক্রটি দেখি বেটা হইলি কাতর ।
 অন্নজ্ঞান কৈলি, বেটা, বুকে নাহি ডর ॥
 রাম সহ যুক্তি ক'রে আছ মম সনে ।
 ভঙ্গ দিয়া এলি বেটা, ভয় নাই মনে ॥

ভয়েতে সারথি কহে করি জোড়হাত ।
 আমারে না কর কোপ রাক্ষসের নাথ ॥
 রণে মূর্চ্ছা দেখি তব বিষম সংগ্রাম ।
 রণশ্রমে ঘোড়ার বহিল কাল-ঘাম (৩) ॥
 সারথি কিরায়ে রথ রাখে যোদ্ধাপতি ।
 সারথির ধর্ম এই, শুন নরপতি ॥
 রণে মূর্চ্ছা দেখি তব হইলু অস্তুর (৪) ।
 অবিচারে কেন মোরে বল কটুত্তর ॥
 হিত চিন্তা করিতে হইল বিপরীত ।
 আমারে দিতেছ দোষ, নহে ত উচিত ॥
 কোপ না করহ রাজা, না কহিও বাড়া (৫) ।
 এত বলি চালাইয়া দিল অষ্ট ঘোড়া ॥
 কোপ মনে অশ্বপৃষ্ঠে মারিল চাবুক ।
 বেগে উত্তরিল রথ রামের সম্মুখ ॥

রাম বলে, মাতলি হে হও সাবধান ।
 আরবার রাবণ আইল বিত্তমান ॥
 মনে মনে চিন্তিয়া মরণ কৈল সার ।
 মরেছিল আরবার পাইল নিস্তার ॥
 ইন্দ্রের সারথি বড় বুকে বিচক্ষণ ।
 রথ চালাইয়া দিল ত্বরিত গমন ॥
 রাবণের রথ উপনীত শীঘ্রগতি ।
 দুই জনে বাণবৃষ্টি প্রাণের শক্তি ॥
 দুই রথ-পতাকা হইল ঠেকাঠেকি ।
 অগ্নিসম বাণ মারে দুজনে ধামুকী ॥
 অস্তুরে ডাকিয়া বলে জিন্মুক রাবণ ।
 রামের হউক জয়, বলে দেবগণ ॥
 হেনকালে রঘুনাথ পুরিয়া সন্ধান ।
 রাবণের শরীরে মারিলা তীক্ষ্ণবাণ ॥

(১) রড়—ক্রতবেগে ঘোড় ; হট । (২) বোলে—কথায় । (৩) কাল-ঘাম—বৃত্তাকালীন ঘর্ম ।
 (৪) অস্তুর—তরোতে । (৫) বাড়া—অধিক ; এখানে অধিক কথা ।

সেই বাণ সহি রাজা গদা নিল হাতে ।
 তর্জন করিয়া গদা ছাড়ে শূণ্যপথে ॥
 অর্কচন্দ্র বাণে রাম সেই গদা কাটে ।
 গদা কাটি সে বাণ রাবণ-অঙ্গে ফুটে ॥
 রক্তবর্ণ গদা রাবণ এড়ে পুনর্বার ।
 পিশাচ-অস্ত্রেতে রাম করিলা সংহার ॥
 শিব-মস্ত্র পড়ি রাবণ শিব-শূল এড়ে ।
 শঙ্কর-বাণেতে রাম শূণ্যে কাটি পাড়ে ॥
 ক্রোধে জ্বলে রাবণের দু-আঁধি দেউটি (১) ।
 রামের উপরে বাণ পুনঃ এড়ে জাঠি ॥
 রক্তবর্ণ জাঠাগাছ পঞ্চাশ যোজন ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
 সূর্য্য-তেজ ধরে জাঠা অগ্নি উঠে মুখে ।
 বিপরীত শব্দে আসে রামের সম্মুখে ॥
 জাঠাগাছ দেখি রামের হইল বিস্ময় ।
 ধমুকে টঙ্কার দেন রাম মহাশয় ॥
 আশ্বে-বাস্তে রামচন্দ্র নানা অস্ত্র এড়ে ।
 জাঠার অগ্নিতে বাণ ভয় হৈয়া উড়ে ॥
 লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠাগাছ আসে ।
 ত্রাসেতে পর্কত-বাণ শ্রীরাম বরিষে ॥

পবন-বেগেতে আসে জাঠা শীঘ্রগতি ।
 করজোড়ে বলে তবে মাতলি সারথি ॥
 ইস্ত্র পাঠাইয়াছেন দেখ শেলপাটে ।
 ঝাট (২) ছাড়ি সেই শেল, জাঠা পাড় কেটে ॥

মাতলির বাক্যে রাম শেলপাট এড়ে ।
 রাবণের জাঠাগাছ শেলে কাটি পাড়ে ॥
 জাঠাগাছ কাটা গেল, রাবণের ত্রাস ।
 জাঠা কাটি শেল আসে শ্রীরামের পাশ ॥
 জাঠা ব্যর্থ দেখি রাজা জুড়ে নাগপাশ ।
 সহস্র সহস্র কণী দেখে লাগে' ত্রাস ॥

পূর্বে রাম পড়িয়াছিলেন নাগপাশে ।
 সেই বাণ দেখে' রাম কাঁপিলেন ত্রাসে ॥
 শ্রীরাম গরুড় অস্ত্র এড়ে বাহুবলে ।
 রাবণের নাগপাশে ধ'রে ধ'রে গিলে ॥
 ব্যর্থ গেল নাগপাশ, দেখি দশানন ।
 রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 সপ্তধার বাণে রাম নানা অস্ত্র কাটে ।
 অস্ত্র কেটে রহে রাবণের অঙ্গে ফুটে ॥

ক্রোধে করে দু-জনাতে বাণ বরিষণ ।
 লেখাজোখা নাহি বাণ বরিষে দুজন ॥
 চক্ষু মুদি ধমুক টানয়ে চুই জনে ।
 অগ্নিময় দেখে' কম্প লাগে ত্রিভুবনে ॥
 সূর্য্য আদি অষ্ট বসু কাঁপে রসাতল ।
 শূণ্যেতে দেবতাপুত্র পলায় সকল ॥
 ঘন ঘন উল্কাপাত, তারাপুত্র খসে ।
 ত্রিভুবন কম্পমান শ্রীরামের ত্রাসে ॥
 শ্রীচরণ-ভরে লঙ্কা করে টলমল ।
 সিংহনাদে উথলিল সাগরের জল ॥
 আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, মনে হেন গণি ।
 ধমুকের টঙ্কার বাণের ঠন্ঠনি ॥
 রোধ হৈল চন্দ্র-সূর্য্য গমনাগমন ।
 দিবারাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ ॥
 সপ্ত দিন নাহি দেখি কে আছে কোথায় ।
 স্ত্রীবি অঙ্গদ আদি পলাইয়া যায় ॥
 নল নাল সুষেণ পলায় হনুমান্ ।
 সসৈশ্বে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥
 শরভঙ্গ দ্বিবিদ পলায় উত্তরায় (৩) ।
 পনস কেশরী ছুটে, কিরিয়া না চায় ॥
 আপন কটকে কপি পলায় অপার ।
 দৃষ্টি নাহি চলে, লঙ্কা বাণে অন্ধকার ॥

(১) দেউটি—প্রদ্বীপ । (২) ঝাট—শীঘ্র ; অবিলম্বে । (৩) উত্তরায়—উল্কাপাত ; এখানে ক্রমশঃ ।

আছাড়ি ফেলিল হাতে ছিল শালবৃক্ষ ।
 উর্দ্ধমুখে সসৈন্তেতে পলায় গবাক্ষ ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ক্রোধে শমন-সমান ।
 কাঁকে কাঁকে ফেলে যেন মম-সম বাণ ॥
 পলায় রাক্ষস যত ফেলে ধনুর্বাণ ।
 আশী কোটি ভল্লুকে পলায় জাম্ববান্ ॥
 রাম-রাবণের যুদ্ধে নাহি লেখাজ্জোখা ।
 দৌহার অস্ত্রের মাংস হৈল চাকা চাকা ॥
 স্বর্গে ইন্দ্রদেব কাঁপে পাতালেতে বলি ।
 বাণের আশুনে দীপ্ত করে রণস্থলী ॥
 শ্রীরাম এড়েন বাণ তারা হেন ছুটে ।
 রাবণের অস্ত্রে তাহা কাঁটা যেন ফুটে ॥
 মারিলেন অগ্নি-বাণ, ঘোর শব্দ শুনে ।
 হেন বাণ দশানন কিছুই না জানে ॥
 শ্রীরাম এড়েন বাণ নামে বেড়াপাক ।
 রণস্থলে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥
 ঝঞ্জন পড়িছে যেন উঠে মহাশব্দ ।
 বাণ খেয়ে দশানন হ'য়ে রহে স্তব্দ ॥
 বজ্রাঘাত সমান রামের বাণ যায় ।
 রাবণ নিস্তেজ হৈল সেই বাণ-ঘায় ॥
 গায়ের ভূষণ গেল, মুকুট মাথার ।
 রক্ত মাংস নাহি গায়, অস্থি চুরমার ॥
 অস্থি বিদ্ধি রঘুনাথ করিলা জর্জর ।
 তবু যুঝে দশানন সংগ্রাম-ভিতর ॥
 বিভীষণ বলে, রাম, ধর্ম-অস্ত্র এড় ।
 রাবণের স্বর্ণপাটা ভূমে কাটি পাড় ॥
 কক্ষপাটা গেল কাটা রাবণ চিন্তিত ।
 মনে ভাবে ভগবতী ছাড়িলা নিশ্চিত ॥
 বিশেষ জানিনু রাম বিষ্ণু-অবতার ।
 জন্মিলে মরণ আছে চিন্তা কি তাহার ॥

সকল জীবন মম রাম যদি মারে ।
 রামের সম্মুখে আজি ত্যজি কলেবরে ॥
 জনম সফল হবে যাব স্বর্গবাস (১) ।
 রামের শ্রীমুখ দেখি রাবণের হাস ॥
 রাবণ কহে শ্রীতি-বাক্য না কব রামেরে ।
 দয়া উপজিলে নাহি মারিবে আমারে ॥
 রাবণ রামেরে বলে, ছাড় অহঙ্কার ।
 আজিকার রণে তোরে করিব সংহার ॥
 খর দূষণ নহি আমি, লঙ্কার রাবণ ।
 এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
 শ্রীরাম বলেন, তোর কঠিন জীবন ।
 মম বাণ খেয়ে বেঁচে আছিহু এখন ॥
 আরবার বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে ।
 বাণের আশুন গিয়া উঠিল গগনে ॥
 ঘোর অহঙ্কার নিশি বাণে দীপ্ত করে ।
 চিকুর চমকে যেন সংগ্রাম-ভিতরে ॥
 এড়িল শঙ্কর-বাণ রাম রঘুবর ।
 বৃক্ষেতে বাজিয়া রাজা হইল কাতর ॥
 বাণ খেয়ে দশানন অস্তুরেতে কাঁপে ।
 পার্শ্বতীর মহাশূল এড়িলেক কোপে ॥
 শূল ফুটে রঘুনাথ হৈলা অচেতন ।
 চেতন পাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
 সহস্রাঙ্ক-বাণ রামের চলে উর্দ্ধমুখে ।
 অবিলম্বে পড়ে গিয়া রাবণের বৃক্ষে ॥
 বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইল রাবণ ।
 বিষ্ণু-মস্ত্রে গদা রাম মারেন তখন ॥
 কাল-চক্রে কাটে গদা রাজা দশানন ।
 গদা ব্যর্থ গেল, ভাবে কমল-লোচন ॥
 অতি ক্রোধে এড়িলেন বাণ মহাকাল ।
 রাবণের বৃক্ষে বিদ্ধি প্রবেশে পাতাল ॥

(১) রাবণের এইরূপ উক্তি বঙ্গীয় কবির বৈকুণ্ঠী ভক্তির স্বভাবপ্রকাশ বলিয়া মনে হয় ।

পাশুপত-বাণ মারে রাজা দশানন ।
 বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন শ্রীরাম তখন ॥
 বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে-মন ।
 জোড়-হাতে স্তব করে শ্রীরামে তখন ॥
 হাতের ধনুক-বাণ ফেলে ভূমিতলে ।
 কর জুড়ি করে স্তব বস্ত্র দিয়ে গলে ॥
 বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি ।
 নিদানে সৃষ্টিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি ॥
 তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রলয় ।
 কালে মহাকাল, বিশ্ব কালে কর লয় ॥
 তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য, তুমি চরাচর ।
 কুবের বরুণ তুমি, যম পুরন্দর ॥
 নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি ।
 তব মহিমার সামা কি জানিব আমি ॥
 না জানি ভক্তি স্তুতি, জাতি নিশাচর ।
 শ্রীচরণে স্থান দান কর গদাধর ॥
 তুমি হে অনাথ আথ অসাধ্য সাধন ।
 কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড নবখণ্ড বিনাশন ॥
 আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ ।
 কটাক্ষে করুণা কর কোণল্যা-নন্দন ॥
 জন্মিয়া ভারত-ভূমে আমি ছুরাচার (১) ।
 ক'রেছি পাতক কত, সংখ্যা নাহি তার ॥
 অপরাধ মার্জনা কর হে দয়াময় ।
 কুড়ি হস্ত জুড়ি রাজা এক-দৃষ্টে রয় ॥
 কুড়ি-চক্রে বারিধারা বহে অনিবার ।
 রাম বলে, না হইল সীতার উদ্ধার ॥
 কার্য্য নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বনে ।
 রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমনে ॥

কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার ।
 বিশ্বে কেহ রাম-নাম না করিবে আর ॥
 কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর ।
 এত বলি ত্র্যজেন হাতের ধনুঃশর ॥
 বিমুখ হইয়া রাম বসিলেন রথে ।
 ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে ॥
 স্তবে তুষ্ট হৈলা যদি কমল-লোচন ।
 তবে ত মজিল সৃষ্টি, না মৈল রাবণ ॥
 এত বলি দেবগণ করিয়া যুক্তি ।
 উত্তরিল গিয়া যথা দেবী সরস্বতী ॥
 দেবগণ বলে, মাতা, করি নিবেদন ।
 প্রমাদ ঘটিল বড়, না মৈল রাবণ ॥
 শ্রীরামে করিল স্তব ছুটে নিশাচর ।
 স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম ত্র্যজিলা সমর ॥
 তুমি বৈস রাবণের কণ্ঠের উপর ।
 রিপুভাবে শ্রীরামে বলাও কটুস্তর ॥
 এত শুনি বাগ্বাহিনী (২) চলিলা সত্বর ।
 বসিলেন রাবণের কণ্ঠের উপর ॥
 ডাক দিয়া বলে রাবণ, শুন রঘুপতি ।
 প্রাণের ভয়েতে তোমা নাহি করি স্তুতি ॥
 অবশ্য যুঝিব আমি, আইস সত্বর ।
 এক বাণে ভণ্ড বেটা, যাবি যম-ঘর ॥
 শ্রীরাম বলেন, মৃত্যু ইচ্ছিলি রাবণ ।
 এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
 এত বলি কোপেতে কম্পিত রঘুবর ।
 পুনর্বার তুলিয়া নিলেন ধনুঃশর ॥
 পুনর্বার লাগে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে ।
 বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ॥

(১) লঙ্কাবাসী বাঘ "ভারত-ভূমে জন্মিয়া" কথা কেন বলিল বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, যুধিষ্ঠির ভারতবাসী কবির অন্তরেব মুক্তি-কামনার প্রতিধ্বনি। (২) বাগ্বাহিনী—সরস্বতী।

সিংহে সিংহে পর্বতে যেমন বাজে রণ ।
সেইরূপ যুদ্ধ বাজে শ্রীরাম-রাবণ ॥
পঞ্চ বাণ জুড়ে রাম ধনুকের গুণে ।
সে বাণ রাবণ কাটে অগ্নিমুখ-বাণে ॥
পঞ্চ ব্রাহ্মণ মারে রাম রাবণের গায় ।
দশানন মোহ গেল সেই অস্ত্র-ঘায় ॥

হেনকালে যুক্তি দিলা মিত্র বিভীষণ ।
ব্রহ্ম কবচ কাটি পাড়, মরুক রাবণ ॥
ব্রহ্ম-মন্ত্র পড়ি রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র হানে ।
কবচ (১) কাটিয়া পাড়ে শ্রীরামের বাণে ॥
ব্রহ্ম-কবচ কাটি রাম তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে ।
তবু যুদ্ধে দশানন শ্রীরামের সনে ॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলিছে রাবণ ।
কি করিতে পার রাম অতি অভাজন ॥
রাবণের কথা শুনি শ্রীরামের হাস ।
অবশ্য রাবণ তোরে করিব বিনাশ ॥

যত বাণ মারে রাম না মরে রাবণ ।
রাবণ মরিবে কিসে ভাবে নারায়ণ ॥
সন্ধান পুরিয়া রাম কালচক্র এড়ে ।
রাবণের মাথা কাটি ভূমিতলে পাড়ে ॥
এক মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ ।
আর মাথা সেই খানে উঠে ততক্ষণ ॥
আরবার রঘুনাথ অর্ধচন্দ্র-বাণে ।
দুই মাথা কাটিয়া পড়িলা সেইখানে ॥
রণস্থলে রাবণের উঠে দুই মাথা ।
দেখি চমৎকার হৈল সকল দেবতা ॥
আরবার রঘুনাথ এড়ি ব্রহ্মজাল ।
তিন মাথা কাটি বাণ সাঙ্ঘায় পাতাল ॥
তিন মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ ।
পুনঃ তার তিন মাথা উঠে সেইক্ষণ ॥

আরবার সন্ধান পুরিয়া রঘুবীর ।
ঐষিক বাণেতে তার কাটিলেন শির ॥
চারি মাথা কাটা গেল, অতি চমৎকার ।
ব্রহ্ম-বরে চারি মাথা উঠে আরবার ॥
মাথা কাটা গেল নাহি মরে লঙ্কেশ্বর ।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে পঞ্চমাথা কাটেন সত্বর ॥
পাঁচ মাথা কাটি রাম মনে আনন্দিত ।
সেই পাঁচ মাথা তবে উঠে আচম্বিত ॥
আর বার রামচন্দ্র এড়ি যমদণ্ড ।
মুকুট সহিত কাটে ছয়গোটা (২) মুণ্ড ॥
মাথা কাটা গেল তবু রণে নাহি টুটে ।
সেইক্ষণে রাবণের ছয় মাথা উঠে ॥
ধর্মচক্র বাণ রাম জুড়েন ধনুকে ।
সাত মাথা কাটা গেল সর্বজন দেখে ॥
সাত মাথা কাটা, তবু যুদ্ধিছে রাবণ ।
সপ্তমুণ্ড রাবণের উঠে ততক্ষণ ॥
সপ্তসার বাণে রাম অষ্টমুণ্ড কাটে ।
ব্রহ্মার বরেতে তার অষ্টমুণ্ড উঠে ॥
নয় মাথা কাটিলেন রঘুনাথ কোপে ।
সেইক্ষণে নয় মাথা উঠে একচাপে ॥
দশ মাথা কাটা গেল, দশ মাথা উঠে ।
তথাপি রাবণ যুদ্ধে রামের নিকটে ॥

শ্রীরাম বলেন, বেটা, বড়ই দুর্বীর (৩) ।
মাথা কাটা গেল, তবু যুদ্ধে আরবার ॥
অর্ধচন্দ্র-বাণে রাম পুরিলা সন্ধান ।
রাবণের মধ্য কাটি করে দুইখান ॥
অর্ধ অস্ত্র পড়ে যেন পর্বতের চূড়া ।
ব্রহ্ম-বরে অর্ধ-অস্ত্র অস্ত্রে লাগে জোড়া ॥
তবু নাহি পড়ে রাবণ বড়ই দুর্বীর ।
রামের উপরে করে বাণ-অবতার ॥

১ কবচ—বর্ষ, সাজোয়া । (২) ছয়গোটা—ছয়টা । (৩) দুর্বীর—দুর্ভয় ।

রাবণের বাণে রাম জর্জর-শরীর ।
তথাপি স্ত্রীক্ষ্ম শর এড়ে রঘুবীর ॥
শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা ।
কাটিবা-মাত্রতে উঠে, তিল নাহি ব্যথা (১) ॥
না মরে কাটিলে মাথা, যুঝয়ে রাবণ ।
কৃষ্ণিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ ॥

রাবণের অধিকা স্তব ।

এত দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন ।
চাপে (২) চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ ॥
আচ্ছন্ন হইল রবি, নাহি চলে দৃষ্টি ।
বাণ বর্ষে, যেন মেঘে বরিষয়ে বৃষ্টি ॥
বাণে বাণে ক্ষত-অঙ্গ যতক বানর ।
তাহা দেখি হনুমান্ ক্রোধিত-অস্তুর ॥
লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল ।
বজ্রের সমান ফিল রাবণে মারিল ॥
মার খেয়ে দশানন হারায় চেতন ।
ধূল্য লোটায়ে করে ক্রোধিত বমন ॥
চেতন পাইয়া কীল হনুমাণে মারে ।
'রাম জয়' বলিয়া মারুতি বীর সারে (৩) ॥

এইরূপে কতকগ হইল সংগ্রাম ।
পরেতে সংগ্রাম আসি করেন জীরাম ॥
বাণে বাণে ক্ষত-দেহ হৈল হু-জন্যর ।
দশানন সমর সহিতে নারে আর ॥

অচৈতন্য হৈয়ে রাজা ধূল্য ধূসর ।
অধিকার স্তব করে হইয়া কাতর ॥
কোথা মা তারিণী, মাতা হওগো সদয় ।
দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময় ॥
পতিত-পাবনি পাপ-হারিণি কালিকে ।
দীন-জন-জননী মা জগৎ-পালিকে ॥
করুণা-নয়নে চাও কাতর কিঙ্করে ।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে ॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে ।
শঙ্কর ত্যজিল, তেঁই ডাকি মা তোমায়ে ॥
তুমি দয়াময়ী মাতা শুনেছি পুরাণে ।
তুমি শক্তি, তুমি তৃপ্তি, ব্যাপ্ত সর্ব-স্থানে ॥
নাম গুণ ব্যক্ত আছে এ তিন ভুবনে ।
রূপ গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণে ॥
যে তব শরণ লয়, না থাকে আপদ্ ।
প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অক্ষয় সম্পদ্ ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক ।
কৃপাবলোকন করি নিবারহ শোক ॥
এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ ।
আর্জ হৈল হৈমবতী, (৪) মন উচাটন ॥
অধিকার স্তব করে শোকাক্ত রাবণ ।
কৃষ্ণিবাস গাহিলেন গীত রামায়ণ ॥

রাবণকে অধিকার অস্তুর দান ।

স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিলা দরশন ॥
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ ॥
আশাস করিয়া কন, না কর রোদন ।
ভয় নাই, ভয় নাই, রাজা দশানন ॥

(১) বিশ্রবা যুনি নিকষাকে বলিয়াছিলেন, এই বালকের (রাবণের) নাভিমণ্ডলে সূধাতাও আছে ।
যতদিন এই সূধাতাও অমৃত-পূর্ণ থাকিবে ততদিন কিছুতেই ইহার মৃত্যু হইবে না । নাভিমণ্ডল অমৃত-
সংযোগে তাই রাবণের কাটা অংশ ছোড়া লাগিত । (২) চাপে—ধুকে । (৩) সারে—সবল হয় ।
(৪) হৈমবতী—ভগবতী ।

আসিয়াছি আমি, আর করে কর ডর ।
 আপনি যুঝিব যদি আসেন শঙ্কর ॥
 অসিত-বরণা কালী, কোলে দশানন ।
 রূপের ছটার ঘটা তিমির-নাশন ॥
 অলকা বলকা উচ্চ কাদম্বিনী কেশ ।
 তাহে শ্যামা রূপে নীল-সৌদামিনী বেশ ॥
 কর-পদ-নখে শশী অনল প্রকাশে ।
 বিন্মফল-তুলিত অধরে মন্দ হাসে ॥

শোক-ভয় রাবণের গেল সেইক্ষণে ।

হইল আহ্লাদ-চিন্ত দেবী-দরশনে ॥
 নয়নে গলিত ধারা, সবিনয়ে কয় ।
 বলে, দয়াময়ী বিনে সদয়া কে হয় ॥
 সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 রাম সনে সংগ্রামে চলিল অতঃপর ॥
 ছাড়ে ঘন হুঙ্কার গভীর গর্জনে ।
 বাণ বরিষণ করে ভীষণ তর্জনে ॥

আগুসরি যুদ্ধে এল রাম রঘুপতি ।
 দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী ॥
 বিন্ময় হইলা রাম ফেলি' ধনুর্বাণ ।
 প্রণাম করিলা তাঁরে করি মাতৃ-জ্ঞান ॥
 বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ ।
 রাবণ-বিনাশে মিতা হইল ব্যাঘাত ॥
 কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে ।
 রক্ষিছে রাবণে আজি হর-বরাজনে (১) ॥
 ওই দেখ রাবণের রথে বিভীষণ ।
 জলদ-বরণী-কোলে রাজা দশানন ॥

দেখিয়া ধার্মিক বিভীষণ সবিন্ময় ।
 প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দয়াময় ॥

বিবল হইয়া রাম বসিলা ভূতলে ।
 হইয়া বিমর্ষ সবে, ভাবিত সকলে ॥
 তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত ।
 তবে আর কে করিবে দশাস্ত্রে (২) নিপাত ॥
 উপায় নাহিক আর, করিব কেমন ।
 দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ ॥
 এ সময়ে হৈমবতী কি করিলা আর ।
 দেবারিষ্ট-বিনাশে (৩) ব্যাঘাত চণ্ডিকার ॥
 বিধাতারে কহিলেন সহস্র-লোচন ।
 উপায় করহ বিধি, যা হয় এখন ॥
 বিধি, কন, বিধি আছে চণ্ডি-আরাধনে ।
 হইবে রাবণ-বধ অকাল-বোধনে ॥
 ইন্দ্র-কন, কর তাই দেব পৃথ্বাকর ।
 ইন্দ্রের আদেশে ত্রজা হইলা তৎপর ॥

রাবণ-বধের অন্ত বিধাতা তখন ।

আর শ্রীরামেরে অনুগ্রহের কারণ ॥
 এই দুই কর্ম ত্রজা করিতে সাধন ।
 অকালে শরতে কৈলা চণ্ডীর বোধন ॥
 দেবগণ সহিতে পূজিলা মহামায় ।
 এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায় ॥
 আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণ-সংহার ।
 জনক-নন্দিনী সীতা না হৈল উদ্ধার ॥
 মিথ্যা পরিশ্রম কৈলু সঞ্চয় বানর ।
 মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর ॥
 মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস-সংহার ।
 লক্ষ্মণের শক্তিশেল ক্রেশমাত্র সার ॥
 অনুপায় (৪) সকলি হইল এইবার ।
 বিভীষণে কহেন, কি হবে মিতা আর ॥

(১) হর-বরাজনে—তপস্বতী । (২) দশাস্ত্রে—দশানন রাবণকে । (৩) দেবারিষ্ট-বিনাশে—
 দেবভাগ্যের অমঙ্গল দূর করিতে । (৪) অনুপায়—বুধা ।

নয়নেতে বহে জল, শুকাইল মুখ ।
তাহা দেখি বিভীষণের দুঃখে কাটে বুক ॥
বলে, প্রভু, আমার নাহিক সাধ্য আর ।
আমা হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার ॥

এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায় ।
ধূলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপল প্রায় ॥
লক্ষ্মণ কান্দিছে আর বীর হনুমান্ ।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্ববান্ ॥
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সমর ।
দেখিয়া রামের দুঃখ কাতর অমর ॥
ইন্দ্ররাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয় ।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয় ॥
অভয়া-অরুণা হেরি শ্রীরামের ত্রাস ।
লঙ্কাকণ্ঠে গাহে গীত কবি কৃষ্ণিবাস ॥

দেবীর অকাল-বোধন ।

ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমণ্ডলু-পানি, (১)
উপায় কেবল দেবীপূজা ।
তুমি পূজি যে চরণ, জিনিলে অসুর-গণ
বোধিয়া শরতে দশভূজা ॥
পূজা রাম কৈলে তার, হবে রাবণ-সংহার,
শুন সার সহস্র-লোচন (২) ।
শুনি কহে সুরপতি, যাহ তুমি শীঘ্রগতি,
জানাও শ্রীরামে বিবরণ ॥
প্রেমে পুলকিত-চিত, পদ্মযোনি (৩) আনন্দিত,
শ্রীরাম নিকটে উপনীত ।

বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
রাবণ-বধের যে বিহিত ॥
ত্রকার বচন শুনি, কন রাম গুণমণি,
কহ বিধি, কি উপায় করি ।
মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায়ে ঠেকিলাম,
রুক্মিণী রাবণে মহেশ্বরী ॥
বিধাতা কহেন, প্রভু, এক কর্ম কর বিড়ু,
তবে হবে রাবণ-সংহার ।
অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী,
তরিবে হে এ দুঃখ-পাথার ॥
শ্রীরাম কহেন তবে, কিরূপে পূজিতে হবে,
অমুক্তম (৪) কহ শুনি তার ।
শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্তে প্রশস্ত হয়,
শরৎ অকাল এ পূজায় ॥
বিধি আছে নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন,
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তাঁর ।
সেদিন হয়েছে গত, প্রতিপদে আছে মত,
কল্পারম্ভে সুরথ-রাজার ॥
সেদিন নাহিক আর, পূজা হবে কি প্রকার,
শুক্রা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে ।
কঙ্কারাশি মাস (৫) বটে, কিন্তু পূজা নাই ঘটে,
অত্রযোগ (৬) সব হৈল যাতে ॥
বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার,
কর ষষ্টি-কল্পেতে বোধন ।
ব্যাঘাত না হবে ভায়, বিধি খতি পুনরায়,
কল্প-খণ্ডে সুরথ-রাজন ॥
এই উপদেশ কন শুনে রাম সুখি-মন
বিধাতা গেলেন নিজ ধাম ।

(১) কমণ্ডলু-পানি—ত্রকা । (২) সহস্র লোচন—ইন্দ্র ; শুরু বৃহস্পতির অভিধানে ইন্দ্র সহস্র কুংসিং চিহ্নযুক্ত হন । পরে অশ্বমেধ বজ্র করার সেই কুংসিং চিহ্ন সকল চক্ষুরূপ হয় । (৩) পদ্মযোনি—ত্রকা ; বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ত্রকার উৎপত্তি বলিয়া ত্রকার এই নাম । (৪) অমুক্তম—বধাক্রম (৫) কঙ্কারাশি মাস—আশ্বিন মাস । (৬) অত্রযোগ—অভাব ।

প্রভাতা হইল নিশা, প্রকাশ পাইল দিশা, গভ হৈল বসীরনিশা দিবা স্তপ্রভাত ।
 স্নান-দান করিলা শ্রীরাম ॥ উদয় হইল পূর্বে দিবসের নাথ ॥
 বনপুষ্প-ফল-মূলে, নিয়া সাগরের কূলে, স্নান করি আসি প্রভূ পূজা আরম্ভিলা ।
 কল কৈলা বিধির বিধান । বেদ-বিধি-মতে পূজা সমাপ্ত করিলা ॥
 পূজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি, শুদ্ধ-স্ব ভাবে পূজা সাধ্বিকী আখ্যান ।
 বিরচিলা চণ্ডি পূজা গান ॥ গীত-নাট-চণ্ডীপাঠে দিবা অবসান ॥
 ব্রজার বচন ধরি, অম্বিকার পূজা করি, সপ্তমী হইল সাত, অষ্টমী আইল ।
 রামচন্দ্র পাইলা আশ্বাস । পুনর্বার রঘুনাথ অর্চনা করিল ॥
 ভাবি রাম-শ্রীচরণ, স্থলিত রামায়ণ, নিশাকালে সন্ধিপূজা (৩) কৈলা রঘুনাথ ।
 পাইল পণ্ডিত কৃষ্টিবাস ॥ নৃত্য-গীত-বিভাবরী হইল প্রভাত ॥
 ভক্তিভাবে দুই দিন পূজা হৈল সায় ।
 লঙ্কাকাণ্ডে কৃষ্টিবাস রাম-গুণ গায় ॥

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব

চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব ।
 গীত নাট করে, জয় দেয় কপি সব ॥
 প্রেমানন্দে নাচে আর দেবী-গুণ গায় ।
 চণ্ডীর অর্চনে দ্বিবার অস্ত্র যায় ॥
 সায়াহ্ন-কালেতে রাম করিলা বোধন ।
 আমন্ত্রণ অভয়াগে বিধাধিবাসন (১) ॥
 আপনি গড়িলা রাম প্রতিমা যুগ্ময়ী ।
 হইতে সংগ্রামে দুই-রাবণ-বিজয়ী ॥
 আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস ।
 বান্ধিলা পত্রিকা নব-বৃক্ষের বিলাস (২) ॥
 এইরূপে উদ্‌যোগ করিলা ত্রব্য বত ।
 পঙ্কতি-প্রমাণে আছে নিয়ম যে মত ॥
 অসাধ্য সুসাধ্য তাহে নাহি অশ্রুমান ।
 ত্রিশুবন ভ্রমিয়া আনিল হুমুমান ॥

নবমী পূজা ।

নবমীতে পূজে রাম দেবীর চরণে ।
 নৃত্য গীত নানামতে নিশি আগরণে ।
 নবমীতে রঘুপতি, পূজিবারে ভগবতী,
 উদ্‌যোগ করিলা ফল-মূল ।
 বেদ-বিধি-শাস্ত্র-মত, আনিলা সামগ্রী কত,
 কপিগণ যোগাইছে ফুল ॥
 অশোক কাঞ্চন জবা, মল্লিকা মালতী ধবা, (৪)
 পলাশ পাটলি (৫) ও বকুল ।
 গন্ধরাজ আদি বত, বনপুষ্প নানামত,
 স্থলপদ্ম কাদম্ব পারুল ॥
 রক্তোৎপল শতদল, কুমুদ কঙ্কার নীল, (৬)
 আমলকী-পত্র পারিজাত ।

(১) বিধাধিবাসন—আশ্বিনের শুক্লা বস্তু তিথির সাংকালে বিশ্বকুম্বে দেবীর অর্চনা ।
 (২) বিলাস—শোভা বা প্রকাশ । (৩) আশ্বিনের শুক্লা অষ্টমীর শেষ এক বস্তু ও নবমীর প্রথম এক বস্তু সমাপ্য পূজা বিধেয় । (৪) ধবা—বনামৃগাত বৃক্ষের ফুল । (৫) পাটলি—পীতবর্ণ পাটল ।
 (৬) কঙ্কার নীল—নীল সুঁহি । কোকনদ—হাতা সুঁহি ।

শেফালী করবী আর, কনক-চম্পক সার,
কোকনদ (১) সহস্রেক-পাত ॥
অতসী অপরাঙ্জিতা, যাতে দুর্গা হরষিতা,
বাম্পক চম্পক নাগেশ্বর ।
কাষ্ঠমল্লিকা ছুপাটি, যাতি যুথী আচি ঝাটি,
ক্রোণপুষ্প মাধবী টগর ॥
ভুলসী তিসী(২)ধাতকী,(৩)ভূমি-চম্পক কেতকী,
পদ্মবক কৃষ্ণকলি আর ।
স্বর্ণ-যুথিকা বাঁধুলী, শীর্ষ-শিউলী আঁধুলী,
কুরুচি গোলাপ-পুষ্প সার ॥
কৃষ্ণচূড়া চমৎকার, পুষ্প রাখে ভারে-ভার,
সচন্দন কদলীর দলে ।
নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ,
অপূর্ব অপূর্ব বন-ফলে ॥
শ্রদ্ধায় রামের পূজা, লৈলা দেবী দশভূজা,
কিস্তি দেবী রহিলা গোপনে ।
দেখিয়া রামের ত্রাস, গায় কবি কৃষ্ণিবাস,
লঙ্কাকাণ্ডে গীত রামায়ণে ॥

নীলপদ্ম আনয়নের পরামর্শ ।

পরম আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী ।
সাত্বিক ভাবের ভাব-বিধান (৪) আচরি ॥
তন্ত্র-মন্ত্র মতে পূজা করে রঘুনাথ ।
একাসনে সভক্তিতে লক্ষ্মণের সাথ ॥
অর্চনা করিলা যদি দেব ভগবান ।
ধাকিতে নারিলা দেবী ঘটে অধিষ্ঠান ॥

কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন ।
শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ ॥
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা স্ত্রীহরি ।
কিস্তি হৈল সন্দেহ, না দেখি মহেশ্বরী ॥
বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর ।
আমা প্রতি দয়া বুঝি না হইল দুর্গার ॥
বধনা করিলা দেবী, বুঝি অভিপ্রায় ।
সীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায় ॥
নয়নে বহিছে ধারা, সশোক-অস্তর ।
কান্দেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর ॥
কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ ।
এক কর্ম কর প্রভু নিস্তার-কারণ ॥
ভূষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান ।
অষ্টোত্তর-শত (৫) নীলোৎপল কর দান ॥
দেবের দুর্লভ পুষ্প, যথা তথা নাই ।
তুষ্ট হবে ভগবতী শুনহ গৌসাই ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য রঘুনাথ কন ।
কোথা পাব নীলপদ্ম, আনিব এখন ॥
দেবের দুর্লভ যাহা, কোথা পাবে নর ।
সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর ॥
কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয় ।
স্থির হও, চিন্তা দূর কর মহাশয় ॥
দাস আছে, কেন প্রভু, চিন্তা কর মনে ।
ধাকে যদি নীলপদ্ম, আনিব এক্ষণে ॥
স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল ।
এনে দিব অষ্টোত্তর-শত নীলোৎপল ॥
বিভীষণ বলে, বীর হনুমান-কাছে ।
অবনীতে দেবীদেহে নীলপদ্ম আছে ॥

(১) বাম্পক—কাঁপিলুল; পাঁচটা পাবড়িযুক্ত সাদা ফুল। (২) তিসী—মসুনে ফুল। (৩) ধাতকী—
গাই ফুল। (৪) ভাব-বিধান; অমুখ্য ৩ শাস্ত্র-বিহিত নিয়ম। (৫) অষ্টোত্তর-শত—১০৮।

দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয় ।
বীর কহে, আনি দিব নাহিক সংশয় ॥
রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনুমান ।
দেবীদহ-উদ্দেশ্যেতে করিল পয়ান ॥
হনুর বিক্রম দেখি রামের আশ্বাস ।
লক্ষ্মীকাণ্ড গাহিলেন কবি কৃষ্টিবাস ॥

বিরূপাক্ষী (৬) শতাক্ষী শারদা শাকন্তরী (৭) ॥
ভ্রামরী (৮) ভবানী ভীমা ধূমা (৯) কেম্বরী ॥
কালী কালহারী কালাকালে কর পার ।
কুলকুণ্ডলিনী (১০) কর কাহরে নিস্তার ॥
লক্ষ্মীদরী দিগম্বরী কলুষনাশিনী ।
কৃতান্তদলনী কাল-উরোবিলাসিনী (১১) ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা শ্রীহরি ।
তুষ্টি হৈলা হৈমবতী অমর-ঐশ্বরী ॥
কিন্তু রৈলা অদৃশ্যেতে নীলপদ্ম-আশে ।
রামের কমল অংঘি অশ্রুজলে ভাসে ॥

শ্রীরামের দেবীস্তব ও হনুমানের
নীলপদ্ম আনয়ন ।

হনুमानে পাঠাইয়া পদ্ম আনিবারে ।
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে ॥
দুর্গে দুঃখঃহরা তারা দুর্গভিনাশিনী ।
দুর্গমে শরণি বিক্রান্তি নিবাসিনী ॥
দুর্গারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী ।
পরাম্পরা (১) পরমা প্রকৃতি পুরাতনী (২) ॥
নীলকণ্ঠ-প্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা ।
সারাংসারা মূলশক্তি সচ্চিত্রা (৩) সাকারা ॥
মহিষমর্দিনী মহামায়া মহোদরী (৪) ।
শিব-সীমন্তিনী শ্যামা শর্করাণী (৫) শঙ্করী ॥

এইরূপে কতকণ রহে ভগবান্ ।
হেথা নীলোৎপল তুলে বীর হনুমান্ ॥
অষ্টোত্তর-শত পদ্ম করি উস্তোলন ।
পবন-বেগেতে বীর করে আগমন ॥
রামচন্দ্র-নিকটে আসিয়া উস্তরিল ।
গণনা করিয়া রামে নীলোৎপল দিল ॥
আনন্দিত হৈলা রাম পেয়ে নীলপদ্ম ।
দেবী-ভাবে বিচিত্র করিল চিত্ত-সদ্ব (১২) ॥
সঙ্কল্প করিল পদ্ম করিতে অর্পণ ।
কৃষ্টিবাস রচিলেন গীত-রামায়ণ ॥

(১) পরাম্পরা—শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ; অতি-মহতী । (২) পুরাতনী—যাঁর আদি নাই । (৩) সচ্চিত্রা—মিত্যচৈতন্যরূপা । (৪) মহোদরী—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বাহার উদরে আছে । (৫) শর্করাণী—যিনি অবসানে সংহার করেন এমন মহাদেবের স্ত্রী ; পার্শ্বতী । (৬) বিরূপাক্ষী—ত্রিময়মা । (৭) শাকন্তরী—শাক (খাত) পোষণ করেন বলিয়া দুর্গার এই নাম । (৮) ভ্রামরী—দুর্গা ভ্রমররূপ ধারণ করিয়া মহাপুরুষকে ছলনা করিয়াছিলেন বলিয়া দুর্গার এই নাম । (৯) ধূমা—ধূম্রবর্ণা । (১০) কুল-কুণ্ডলিনী—বৃন্দাবন পথে মর্শ্বের মত বগলাকারে হিত্য লাক্ষ্মীকৃতবিমিষ্টা শিবশক্তি বিশেষ ; এই শক্তি মিথান-প্রথাস রূপে আগতিক জীবনের জীবনধারণী শক্তিরূপে বিদ্যাজিতা আছেন । (১১) কাল-উরো-বিলাসিনী—কাল (শিব) উরো (বক্ষ) বিলাসিনী—দুর্গা । (১২) চিত্ত-সদ্ব—চিত্তরূপ গৃহ ।

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| দেবী কর্তৃক এক পদ্য স্বয়ং । | হেন লয় চিতে, | তোমাতে হুগিতে |
| পুলকিত চিত, | বিধান রচিত, | পদ্য (১) হরিলা কালী ॥ |
| মূল-মন্ত্র-উচ্চারণে । | আমার বিশ্বয়, | অশ্রুধা না হয়, |
| ক্রমে নীলোৎপল, | সহস্রেক দল, | দেখেছি গণনাক্রমে । |
| সংপে শঙ্করী-চরণে ॥ | নিশ্চয় তারিণী, | হরিলা নলিনী, |
| করিলেন ছল, | না ভুলিও প্রভু ভ্রমে ॥ | পবন-নন্দন, |
| দেবী হর-মনোহরা । | কহিল তখন, | শুনিয়া বিস্মিত রাম । |
| হরিলেন আর, | এক পদ্য তার, | আখি ছল ছল, |
| মহেশ্বরী পরাংপরা ॥ | আম্বন ত্রিলোক-ধাম ॥ | বহে অশ্রুজল, |
| ক্রমে পদ্য সব, | দিলেন রাঘব, | কপালে আমার, |
| রাম অপৎ-গৌসাই । | বুঝিলাম সার, | আছে কতক যন্ত্রণা । |
| শেষেতে বিয়োগ, | হৈল অত্রয়োপ, | কৃতিবাস গায়, |
| এক পদ্য মিলে নাই ॥ | অভয়ার বিড়ম্বনা ॥ | এ হেতু আমায়, |
| হইলা বিস্মিত, | চিত্ত চমকিত, | — |
| সঙ্কল্প ভঙ্গিতে ভয় । | শ্রীবামের পুনরায় দেবীভক্তি । | |
| হনুমানের কন, | ব্রহ্ম সনাতন, | নমস্তে সর্বাঙ্গী, (২) ঈশানী ইন্দ্রাঙ্গী, (৩) |
| এ কি পবন তনয় ॥ | ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া । | |
| সঙ্কল্প করিয়া, | বিধান রচিয়া, | অপর্ণা (৪) অভয়া, |
| শত্রু আছে সংখ্যায় । | মহেশ্বরী মহামায়া ॥ | অমপর্ণা জয়া |
| এক পদ্য তায়, | পাওয়া নাহি যায়, | উগ্রচণ্ডা উমা, |
| ঠেকিলাম ঘোর দায় ॥ | অপরাধিতা উর্বাঙ্গী (৫) । | আশুতোষ-রমা, |
| যাহ পুনর্বার, | এক পদ্য আর, | রাজ-রাজেশ্বরী, |
| আন গিয়া বাছাধন । | শঙ্করী শিবা বোড়শী ॥ | রমা রণকরি, |
| হনুমান কর, | শুন মহাশয়, | মাতঙ্গী বগলা, |
| শতাই আছে গণন ॥ | ভবানী ভুবনেশ্বরী । | কল্যাণী কমলা, |
| শুন হে গৌসাই, | আর পদ্য নাই, | সর্ব-বিশ্বোদরী, (৬) |
| দেবীদেহে বনমালী । | কিতি-কেন্দ্র-কেশ্বরী (৭) ॥ | শুভা শুভকরী, |

(১) পদ্য—পদ্য । (২) সর্বাঙ্গী—সর্ব (শিব) পত্নী চূর্ণা । (৩) ইন্দ্রাঙ্গী—চূর্ণা । (৪) অপর্ণা—সতী শিবকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য বধম ভপত্নী কবেন ভধম তিনি পর্বা (বৃক-পত্র) ভোজন কবেম মাই ; এই ভক্ত চূর্ণার নাম অপর্ণা । (৫) উর্বাঙ্গী—অপর্ণা রূপবিশিষ্টা । সর্ব-বিশ্বোদরী—সমস্ত বিশ্বকর্মে রীহার উদেহ । (৬) কিতি-কেন্দ্র-কেশ্বরী—পৃথিবী-রূপ কর্তৃকেন্দ্রের মূলকাবিনী ।

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| সহস্র সূহস্তা, মাতা মহিষ-মর্দিনী । | ভীমা হিরমস্তা, নরক-বারিণী, | বিপদে আমার, মম প্রতি দয়া, | না হয় তোমার, কর গো অভয়া, |
| নিস্তার-কারিণী, নিশুভ-শুভ-বাতিনী ॥ | শিব-সীমন্তিনী, শৈলসুতা সুবদনী । | প্রসাদ (৪) ভবানী, মাগি তব ক্রীচরণ । | অভয়া ইশানী, রাহ পদ ভাবি, |
| দৈত্য-নিকৃষ্টিনী (১) শৈলসুতা সুবদনী । | দুঃষ্ট-নিকৃষ্টিনী (২) দ্বিগম্বরের ঘরণী ॥ | কৃষ্টিবাস কবি, গাহে স্তুত রামায়ণ ॥ | |
| দেবী দিগম্বরী, কালিকা করাল-বেশী । | দুর্গে দুর্গ-অরি, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া, | কাতরে কছেন রাম দেবী-পদতলে । আর্জচিত্ত লোমাকিত ভাসে অশ্রুজলে ॥ | দেবীর প্রতি যামের ভব । |
| শিবা শবাকুটা, ঘোররূপা এলোকেশী ॥ | সর্ব-সুশোভিনী, নমস্তে লোল-রসনা । | কৃতাজলি হৈয়ে হরি স্তুতিবাক্য কয় । হের গো নয়নে কালী মৌর অসময় ॥ | |
| দ্বিধিদিঘসনা, (৩) বিশ্ব-বিকট-দশনা ॥ | সর্বা শবাসনা, সুভবা সুখদা, | পরাম্পরা সারাংসারা বিপদ-ছেদিনী । মহামায়া-রূপে ত্রিজগৎ আচ্ছাদিনী ॥ | |
| শারদা বরদা, অম্বদা মোক্ষদা শ্যামা । | মৃগেশ-বাহিনী, সুরেশ-বন্দিনী বামা ॥ | তুমি কর্ম, তুমি মূল, কর্মের কারণ । তুমি কীর্্তি বৃষ্টি দয়া লজ্জা নিবারণ ॥ | |
| কামাখ্যা ক্রতুগী, হর-রমা কাত্যায়নী । | হরা হররাণী, অরিষ্ট-নাশিনী, | সর্বময়ী সর্ব-আত্মা তুমি সর্বশক্তি । তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারানুরক্তি ॥ | |
| শমন-জ্ঞানিনী, দয়াময়ী দাক্ষায়ণী ॥ | আমি দীন অতি, আপদে পড়েছি বড় । | সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ মা তুমি । সজীব অজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ সুরতুমি ॥ | |
| হের মা পার্বতী, সর্বদা চকল, ভয়ে ভীত অভয় ॥ | পদ্ম-পত্র-জল, যোগমায়া যোগে ঘোরে আনিলে ভূতলে ॥ | সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত । আপদ-সম্পদ-ধর্ম্যধর্ম্য-অনুগত ॥ | |
| | | তুমি কর্মাকর্ম ভোগ-মোক প্রদায়িনী । শ্রী পুরুষ নপুংসক জীবসহায়িনী ॥ | |
| | | বিপদে করিয়া ভাসালে শোক-ভলে ॥ | |

(১) দৈত্য-নিকৃষ্টিনী—দৈত্য-বিমানকারিণী । (২) দুঃষ্ট-নিকৃষ্টিনী—দুঃষ্ট বলনী । (৩) দ্বিধিদিঘসনা—
দ্বিধ (পূর্বাধি) বিধি (ইশ্বারাবি কোষ) বলন কাব্য । (৪) প্রসাদ—প্রসন্ন হও ।

চিন্তামণি (১) নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ ।
 তুমি কর্মে প্রয়োজক, প্রযোজ্য গণন ॥
 সর্বভূতে সর্বরূপে ভিন্ন কর দেহ ।
 তুমি শক্তি সর্বাধারা, ছাড়া নহে কেহ ॥
 সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজী-প্রায় ।
 তোমার এ নাট্য-খেলা পুস্তলিকা-প্রায় ॥
 কারে কর রাজা, কারে মন্ত্রী কর তার ।
 কেহ গজবাহী, কেহ গজরক্ষা কার (২) ॥
 কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ অল্প দিনে পাত ।
 কারো শিরে ছত্র, কারো শিরে বজ্রাঘাত ॥
 কেহ যায় শিবিকায়, কেহ তারে বয় ।
 কেহ সুখী মহাভোগী, কেহ কষ্টে রয় ॥
 কারো স্বর্ণপাত্রে অন্ন পকাশ ব্যঞ্জন ।
 কারো অন্ন নাহি মিলে, ভিক্ষায় ভক্ষণ ॥
 কেহ রোগী, কেহ রাগী, কেহ বলাঘিত ।
 কেহ সাধু, কেহ চোর, ধর্ম্মে ধর্ম্ম্যাতীত ॥
 এইরূপ সংসারের কর মা স্থাপন ।
 আমারে ক'রেছ মাত্র দুঃখের ভাজন ॥
 ত্রিভুবনের দুঃখ-তাপে স্থাপিছ আমায় ।
 আর দুঃখ দিওনা মা, বলি গো তোমায় ॥
 সুখভাগ (৩) অন্ন হ'লো, দুঃখ তাহে ভারি ।
 তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ষ না বিচারি ॥
 নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায় ।
 এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায় ॥
 বলে অবসন্ন আমি, যা জান তা কর ।
 হইয়াছি অতি জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর ॥
 শ্রীরাম-চরণাশ্রিত কবি কৃষ্টিবাস ।
 অস্তিম্বে জননি, পূর্ণ করো মন-আশ ॥

দেবীর প্রতি শ্রীরামের নিবেদন ।
 জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর ।
 তবু দুঃখ দাও, দয়া না হয় তোমার ॥
 ক্রেশে অবসন্ন তমু, শুন গো তারিণি ।
 দয়া কর দয়াময়ি পতিতোদ্ধারিণি ॥
 কত দুঃখ দিলে মাতা, ভেবে দেখ মনে ।
 রাজ্য বিনাশিয়া শেষে আনিলে কাননে ॥
 তথাপি নাহিক ক্রমা অরণ্যে আনিলে ।
 রাবণ-দ্বারায় শেষে জানকী হরালে ॥
 কত কষ্টে কটক সক্ষয় কপিগণে ।
 শিলা-বৃক্ষে সেতু বান্ধি সমুদ্র-তরণে ॥
 সীতার উদ্ধারে তারা হইলু তৎপর ।
 রাক্ষস নাশিলু, শেষ আছে লঙ্কেশ্বর ॥
 কষ্টে রণ করিলাম, হরের অঙ্গনা ।
 তথাপি আপনি কাণী করিছ বক্ষণা ॥
 করিলাম অর্চনা মা অকাল-বোধনে ।
 তবু না হইল কৃপা মোর আরাধনে ॥
 শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পূজিব চরণ ।
 শত-অষ্ট সঙ্কল্পেতে করিলু রচন ॥
 তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহিনী ।
 হরিলে গো হর-রাগী সঙ্কল্প-নলিনী (৪) ॥
 আমি দীন হীন ক্রীণ অতি অভাজন ।
 হের মা নয়ন-কোণে মানস পূরণ ॥
 নীলপদ্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর কল ।
 না সন্ন যাতনা আর জীবন বিকল ॥
 এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয় ।
 তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয় ॥
 কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইলা অস্থির ।
 বক মুখ বহিয়া পড়িছে অশ্রুধীর ॥

(১) চিন্তামণি—অতিষ্ট ধন । (২) গজরক্ষা-কার—গজরক্ষাকারী ; মাহুত । (৩) সুখভাগ—সুখের
 পাত্র । (৪) সঙ্কল্প-নলিনী—সঙ্কল্প-পত্র ; যে পত্র সঙ্কল্প করিয়া বেততায় উদ্দেশ্যে বেতয়া হয় ।

লক্ষ্মণ কান্দেন আর বীর হনুমান্ ।
 স্ত্রীবি স্ত্রীবেণ বিভীষণ জাম্ববান্ ॥
 শ্রীরাম কহেন, সবে কিবা দেখ আর ।
 বৃষ্ণিনু নিশ্চয় সীতা না হবে উদ্ধার ॥
 যাহ মিতা স্ত্রীবি, স্ব-গণে ল'য়ে যাও ।
 মিছে আর কেন কাঁদ, মিছে মুখ চাও ॥
 বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যা-ভুবনে ।
 রাখিব যতনে তাকে সত্যের পালনে ॥
 ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র-ভিতর ।
 এত বলি কান্দে রাম শশোক-অস্তর ॥
 আকুল হইয়া রামে সকলে বুঝায় ।
 কৃত্তিবাস বিরচিত মধুর ভাষায় ॥

—

দেবীর নিকট শ্রীবামেব বর-প্রার্থনা ।
 শ্রীরামে কাতর দেখি কহে হনুমান্ ।
 কেন এত ব্যাকুলতা হেরি ভগবান্ ॥
 সাধিব সকল কৰ্ম্ম আমি আপনার ।
 মারিয়া রাবণে সীতা করিব উদ্ধার ॥
 এইরূপে সকলেতে বুঝায় তখন ।
 না শুনি কাহারো কথা করেন রোদন ॥
 শিরে করাঘাত করি করেন হত্যাশ ।
 বলেন কেবল, মোর সকলি নিরাশ ॥
 ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে ।
 'নীল-কমলাক' মোরে বলে সর্ব্বজনে ॥
 নয়ন-যুগল মোর ফুল (১) নীলোৎপল ।
 সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বৃষ্ণিয়ে সকল ॥

এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে ।
 এত বলি কহে রাম অমুজ লক্ষ্মণে ॥
 আর কিবা দেখ ভাই, করি কি এখন ।
 না হৈল দুর্গার কৃপা, বিফল জীবন ॥
 কমল-লোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে ।
 এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে ॥
 এত বলি তুণ (২) হৈতে লইলেন বাণ ।
 উপাড়িতে যান চক্ষু, করিতে প্রদান ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন ।
 দেবীর হইল দুঃখ দেখিয়া রোদন ॥
 চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে ।
 হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে ॥
 কি কর কি কর প্রভু, জগৎ-গৌসাই ।
 সঙ্কল্প তোমার পূর্ণ, চক্ষু নাহি চাই ॥
 কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন ।

অবিরত জল-ধারে ভাসিছে নয়ন ॥
 ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময় ।
 কিন্তু জননীর মত কাজ এ ত নয় ॥
 পুত্র প্রতি মাতৃশ্লেহ সর্ব্বশাস্ত্রে পায় ।
 মোর পক্ষে মীন-ভুজঙ্গের মাতা (৩) প্রায় ॥
 ঠেকেছি বিষম দায় জানকী-উদ্ধারে ।
 অমুমতি কর মাতা রাবণ-সংহারে ॥
 যা করিলে সে ভাল, বারেক ফিরে চাও ।
 শবে অন্ত্রাঘাত, মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও ॥
 ভরসা তোমার আর না কর নিরাশ ।
 আশা আছে, আশাসেতে দাও মা আশাস ॥
 কাল-নিবারিণী কালী কালের মোহিনী ।
 প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরমশোভিনী ॥

(১) ফুল—বিকাশত । (২) তুণ—বাণ বাধিবার পাত্র । (৩) মীন ভুজঙ্গের মাতা- মৎস্য ও সর্পের মাতা ভিষ প্রসব করিয়া ভিষের বা ভিষ-প্রযুক্ত বাচ্চার কোনে সংবাদ বাধে না ; অপিচ সন্তোভাত বাচ্চকে ভক্ষণ করিয়া বেলে । এহলে বামচন্দ্র অগস্ত্যনদী দুর্গার উপর অভিমান করিয়া এইরূপ অমুমতি করিয়াছেন ।

অশন বিহনে তনু অতি শীর্ণ মোর।
কৃতিবাস কহে, মা, দুঃখের নাহি ওর ॥

দেবীর নিকটে শ্রীরামের বরলাভ ও দশমী-পূজাতে
দেবী-বিসর্জন।

রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গনি,
স্তুতিবাক্যে কাত্যায়নী কন।

শুন প্রভু দয়াময়, অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-চয়-
পতি তুমি ব্রহ্ম-সনাতন ॥

তুমি আদি ভগবান্, অখণ্ড-কাল-সমান,
বিশ্ব রহে তব লোমকূপে।

তুমি চরাচর-গতি, অচ্যুত অব্যয় অতি,
ব্যাপকতা পরমাণু-রূপে ॥

মায়ায় মনুষ্য তুমি, চতুর্ভাঙ্গ আসি তুমি,
নাশিতে রাক্ষস দুরাচার।

ভব-ভাব্য (১) প্রভু হও, কতু কোন্ ভাবে রও,
শুদ্ধ-তব কে জানে তোমার ॥

তোমার জানকী যিনি, পরমা প্রকৃতি তিনি,
রাবণের কি সাখ্য হরিতে।

সীতা-হরণের ছলে, সেতু বান্ধি সিদ্ধজলে,
রাক্ষসেরে বিনাশ করিতে ॥

দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার দারী,
পূর্বে ছিল বৈকুণ্ঠ-নগরে।

ব্রহ্ম-শাপে ধরা এল, শত্রু-ভাবেতে পাইল,
তেই প্রভু তুমি ধরা' পরে (২) ॥

অকালে-বোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলা বিষ্ণাস।

লোকে জানাবার জন্ম, আমারে করিতে ধন্ম,
অবনীতে করিলে প্রকাশ ॥

রাবণে ছাড়িঁনু আমি, বিনাশ করহ তুমি,
এত বলি হৈলা অন্তর্দ্বান।

নাচে গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ,
নবমী করিলা সমাধান ॥

দশমীতে পূজা করি, বিসর্জিয়া মহেশ্বরী,
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।

আদেশ গাইয়া রাম, সিন্ধু হৈল মনস্কাম,
চণ্ডী-শীলা মধুর ভারতী ॥

বৃহস্পতির চণ্ডীপাঠ ও হনুমাম্ কর্তৃক চণ্ডীর
শ্লোক লোপকরণ।

সংগ্রাম করিতে হরি, চলিলা ধনুক ধরি,
তাহা দেখি যত দেবগণ।

ইন্দ্রেরে কহিয়া সবে, পবনেরে কহি তবে,
পাঠাইলা রামের সদন ॥

(১) ভব-ভাব্য—শিবের। চন্দ্রনী। (২) অর-বিজয় মামক ভগবানের দুই সহচর নিঃশ্রেয়স্ নামক
উপ্তানে প্রহরীর কাজ করিত। একদিন ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণ ভগবানের দর্শনার্থী হইয়া ঐ উপ্তানে
সমাগত হইলে তাহাদের নগ্নবেশ দেখিয়া উক্ত অর-বিজয় তাহাদিগকে বাধা দেয়। তৎকর্ত্ত উক্ত মুনিগণ
অত্যন্ত বিবস্ত্র হইয়া অভিপায় হেন—“তোমরা কাম, ক্রোধ, লোভের বশীভূত হইয়া পাপ-যোনিতে
অন্যগ্রহণ কর।” ইহাতে অর-বিজয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মুনিগণের প্রসন্নতার জন্ত স্তব করিতে থাকে
এবং জিজ্ঞাসা করে কখন তাহাদের মুক্তি হইবে? মুনিগণ বলেন,—“যদি তোমরা ভগবানের মিত্রতার্থে
অন্যগ্রহণ কর, তবে সাত জনের পর তোমাদের মুক্তি হইবে; আর যদি শত্রুভাবে অন্যগ্রহণ কর, তবে
তিন জনের পর তোমরা শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।” এই কথা শুনিয়া অর-বিজয় সখ্য মুক্তি
পাইবার আশায় শত্রুভাবে অস্ত্রধার বর প্রার্থনা করে। এই শাপ-কলে অর-বিজয় অন্তর্দ্বানে রাবণ
ও সুভদ্রা রূপে অন্যগ্রহণ করিয়াছিল। তাগবত।

বিশেষ কহিলা দণ্ডী, (১) অশুভ করিতে চণ্ডী,
 পরামর্শ দিলা রঘুবরে ।
 শুনিয়া দৈব-বচন, (২) বিভীষণে রাম কন,
 পাঠাইতে পবন-কুমারে ॥
 শ্রীরামের আজ্ঞা পায়, বীর হনুমান্ ধায়,
 উত্তরে নিমিষে হাঁটি বাট ।
 যথা গুরু বৃহস্পতি, হয়ে অতি শুকমতি,
 এক-মনে করে চণ্ডীপাঠ ॥
 মক্ষিকার রূপ ধরে, চাটিলেক দ্বি-অক্ষরে,
 দেখিতে না পায় বৃহস্পতি ।
 অভয়াস আছিল তায়, পড়িল অবহেলায়,
 হনুমান্ সচিস্তিত অতি ॥
 ছাড়ি মক্ষি-কলেবরে, আপনি বিক্রম ধরে,
 দেখি গুরু পাইলেন ভয় ।
 রঙ্গ ভঙ্গ দেয় পাঠ, চক্ষে নাহি দেখে বাট,
 হনুমান্ পুঁথি কেড়ে লয় ॥
 প্রথম মাহাত্ম্য স্তোক(৩) পুছে কেলি তিন শ্লোক
 চণ্ডী হৈল অশুভ তখন ।
 রাবণে নিরাশ করি, রণ ছাড়ি মহেশ্বরী,
 কৈলাসেতে করিলা গমন ॥
 স্তব করি দশানন, কান্দে কত শোক-মন,
 ফিরে না চাহিল মহেশ্বরী ।
 হেথা রাম এল রণে, ইস্র-রথ-আরোহণে,
 বিজয়-কোদণ্ড করে ধরি ॥

হনুমান্ কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ ।
 রাম লক্ষণ স্ত্রীবিধাংশিক বিভীষণে ।
 চারিজনে যুক্তি করে, রাবণ না জানে ॥
 দশানন ভাবে, রাম বুঝিতে না পারে ।
 পলাইয়া যাবে বুঝি ভয়িতা সীতারে ॥

এতেক ভাবিয়া রাজা স্তম্ভ কৈল বুক ।
 এখনো পাইলে সীতা দুঃখোপরি স্তম্ভ ॥
 মরিয়াছে ইস্রজিৎ সে মহীরাবণ ।
 সীতা পেলেন সব দুঃখ হয় নিবারণ ॥
 এত ভাবি দশানন হরষিত রহে ।
 শ্রীরামের উপদেশে বিভীষণ কহে ॥
 পূর্ব কথা এক প্রভু হইল স্মরণ ।
 তপস্যা করিষু যবে ভাই তিন জন ॥
 বর দিতে পদ্মযোনি আইলা যখন ।
 চাহিল অমর বর রাজা দশানন ॥
 ত্রয়ো বলিলেন, শুন ওহে নিশাচর ।
 না মাপ অমর বর, চাহ অমর বর ॥
 দশানন বলে, অমর বর নাহি চাই ।
 অতুল ঐশ্বর্য ধনে কিছু কার্য্য নাই ॥
 ত্রয়ো বলে, দশানন, দুঃখ কেন ভাব ।
 প্রবন্ধেতে (৪) দিয়া বর অমর করিব ॥
 দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত কাটা যদি যায় ।
 তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায় ॥
 খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেবর ।
 তাহে তুমি না মরিবে, শুন নিশাচর ॥
 সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন ।
 আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন ॥
 হস্তপদ কাটি কেলি মারি তীক্ষ্ণশর ।
 অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর ॥
 অতএব তোরে বলি শুন দশানন ।
 কর-পদ-মুণ্ডেছেদে না হবে মরণ ॥
 কাটা মুণ্ড জোড়া লাগিবেক তব কঙ্কে ।
 সহজে অমর হবে বরের প্রবন্ধে ॥
 মর্মে যবে ত্রয়ো-অস্ত্র পশিবে তোমার ।
 তখন রাবণ তব হইবে সংহার ॥

(১) দণ্ডী—বম । (২) দৈব বচন—দেবতার কথা । (৩) স্তোক—ভক্তি । (৪) প্রবন্ধেতে—কৌশলক্রমে ।

অশ্রু অশ্রু না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে ।
তোমার যে মৃত্যু-অশ্রু র'বে তব ঘরে ॥
স্বজন করেছি আমি সেই ব্রহ্ম-বাণ ।
ধর ধর দশানন, রাখ তব স্থান ॥
বিপক্ষে এ অশ্রু যদি পায় কোনমতে ।
প্রহার করয়ে যদি তোমার মর্শ্মেতে ॥
তখন মরিবে তুমি সন্দ (১) তাহে নাই ।
তোমার এ মৃত্যু-অশ্রু রাখ তব ঠাই ॥

বর শুনে অশ্রু পেয়ে তুষ্ট দশানন ।
স্বস্থানে রাবণ গেল, বাঙ্গীকিতে কন ॥
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী ।
কোথায় রেখেছে অশ্রু কিছুই না জানি ॥

এই কথা বিভীষণ কহে স্ত্রীরামেরে ।
আর এক মত কথা কহে মতাস্তরে ॥
সেই অশ্রু নাভিদেশ ভেদিবে যখন ।
তখন সে রাবণের হইবে পতন ॥

কোন মতাস্তরে বলে, শিব দিলা বর ।
রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম-ভিতর ॥
হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যাবে যবে ।
কুড়ায়ে শব্দর ল'য়ে অশ্রু জোড়া দিবে ॥
পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে ।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাঙ্গীকির মতে (২) ॥

বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে ।
রাবণের মৃত্যু-বাণ রাবণের ঘরে ॥
সে অশ্রু আনিতে কারো নাহিক শক্তি ।
রাম বলে, না মরিবে লঙ্কা-অধিপতি ॥
সে বাণ আনিতে যোগ্য কে আছে এমন ।
কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভীষণ ॥
মন্দোদরী-নিকটেতে আছয়ে নির্ধাস (৩) ।
সে বাণ আনিলে হয় রাবণ-বিনাশ ॥

মন্দোদরী-অস্ত্রপুত্র ভয়ঙ্কর স্থান ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না যান ॥
রাবণের ভয়ে তথা না বহে পবন ।
সে স্থান হইতে বাণ আনে কোন্ জন ॥

এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ ।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন ॥
হনুমান্ বলে, কেন ভাব রঘুমণি ।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি ॥
রাম বলে, বহু শ্রম কৈলে বারংবার ।
না হ'ল রাবণ-বধ, সকলি অসার ॥
হনুমান্ বলে, প্রভু, কর আশীর্বাদ ।
এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ ॥

এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়া ।
জাম্ববান্-সুগ্রীবের পদধূলি লৈয়া ॥
ধীরে ধীরে অস্ত্রপুত্রে করিল প্রবেশ ।
মায়া করি হৈল বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের বেশ ॥
কক্ষতলে পাঁজি-পুঁথি, ডান হস্তে বাড়ি ।
কপালেতে দীর্ঘ ফৌটা যায় গুড়ি গুড়ি ॥
লোলিত চক্ষের মাংস, পাকা সব কেশ ।
মলিন হ'য়েছে মাংস ছাড়ি গুণ্ডদেশ ॥
কুশমুষ্টি কুশাসুরী যজ্ঞমূত্র গলে ।
'রাবণ রাজার জয়' ঘন ঘন বলে ॥

জ্যোতিষ-গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত ।
এই বলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত ॥

পার্বতীর আরাধনে ছিল মহারাণী ।
চারিদিকে বেড়ি দশ হাজার সতিনী ॥
বৃদ্ধ দ্বিজ দেখি রাণীর পুলকিত মন ।
বৈস বৈস বলি দিল রত্ন-সিংহাসন ॥
রাণী দিল সিংহাসন, তাহে না বসিয়ে ।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে ॥

(১) সন্দ—সন্দেহ । (২) বাঙ্গীকি রামায়ণে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই । (৩) নির্ধাস—ঠিক ।

দ্বিজ বলে, আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত ।
চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত ॥
নর-বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ ।
রাজার হটক জয়, করি আশীর্ব্বাদ ॥
প্রত্যহ জ্যোতিষ প'ণে দেখি পূর্বাপর ।
কি করিতে পারিবেক নর ও বানর ॥
যেই ধন মন্দোদরি, আছে তব ঘরে ।
শত রামে রাবণের কি করিতে পারে ॥

মন্দোদরী বলে, হেন আছয়ে কি ধন ।
দ্বিজ বলে, দেখিলাম করিয়া গণন ॥
জ্যোতিষ-গণনে জানি যত সমাচার ।
রাজার জীবন-মৃত্যু গৃহেতে তোমার ॥
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর ।
প্রকাশিয়া না কহিবে কাহারও গোচর ॥
এতক কহিয়া উঠে চলে দ্বিজবর ।
কহে রাণী মন্দোদরী করি জোড়কর ॥
কি ধন গৃহেতে মম আছয়ে এমন ।
জ্যোতিষেতে কি দেখিলে করিয়া গণন ॥

দ্বিজ বলে, মন্দোদরি, কোরোনা ছলনা ।
বড় অসম্ভব বিজ্ঞা আমার গণনা ॥
লঙ্কাপুরে যে স্রব্য আছয়ে যেখানেতে ।
ব'লে দিতে পারি, যদি গণি খড়ি পেতে ॥
সে সকল কথায় নাহিক প্রয়োজন ।
কহিলাম যেখানে গোপনে সেই ধন ॥
ব্রজা আসি কহে যদি তোমার সাক্ষাতে ।
প্রকাশিয়ে সে কথা না বল কোনমতে ॥

বিপ্রে'র বচনে রাণী হইল বিস্ময় ।
সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয় ॥
এত ভাবি মন্দোদরী কহে দ্বিজবরে ।
লুকায়ে রেখেছি তাহা পরম আদরে ॥

দ্বিজ বলে, তুষ্ট হ'লেম তোমার বচনে ।
সাবধানে রেখ যেন কেহ নাহি শুনে ॥
এত বলি দ্বিজবর চলিল সত্বরে ।
পাদ দুই গিয়া পুনঃ দাণ্ডাইল ফিরে ॥
দ্বিজবর কহে শুন রাণী মন্দোদরি ।
যত কহ, তবু তুমি হীনবুদ্ধি নারী ॥
রেখেছ গোপনে সত্য, মিথ্যা কথা নয় ।
তথাপি তোমার বাক্য না হয় প্রত্যয় ॥
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী ।
প্রমাদ ঘটতে পারে কুমন্ত্রণা করি ॥
বিভীষণ-অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহি স্থান ।
কিরূপে রাবণ রাজা পাবে পরিত্রাণ ॥
মন্দোদরী বলে, দ্বিজ, না ভাব অস্তুরে ।
বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে ॥
পরমহিতৈষী তুমি রাজার পক্ষেতে ।
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে ॥
তব আশীর্ব্বাদে তাহা কে লইতে পারে ।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে ।

বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি ।
ভাজিল ফটিক-স্তম্ভ মারি এক লাথি ॥
ভাজিতে ফটিক-স্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ ।
বাণ ল'য়ে লোক দিল বীর হনুমান্ ॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে ।
আর এক লাফে গেল রামের গোচরে ॥
কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর ।
দিল হনু রামে রাবণের মৃত্যুশর ॥

—
রাবণ-বধ ।

বাণ দিয়ে রঘুনাথে করিল প্রণাম ।
মহানন্দে হনুমান্ কোল দেন রাম ॥

‘রাম-জয়’ শব্দ করি ডাকিছে বানর ।
কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর ॥
শ্রীরাম বলেন, রাবণ কি ভাবিছ বসে ।
মরণ নিকটে তোর যুদ্ধ দেহ এসে ॥

এত বলি দিল রাম ধমুকে টঙ্কার ।
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার ॥
হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন ।
মহাকোপে বাণরষ্টি করিছে রাবণ ॥
মাতলি সারথি বাণে হইল অস্থির ।
বাণে বাণ নিবারণ কৈলা রঘুবীর ॥

শূণ্যপথে থাকিয়া অমরণগণ দেখে ।
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ জুড়িলা ধমুকে ॥
হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার ।
বাণ দেখে’ দেবগণে লাগে চমৎকার ॥
কনক-রচিত বাণ ভুবন প্রকাশে ।
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে গুপ্ত-বেশে ॥
পশুপতি বৈসেন বাণের মধ্যখানে ।
চালনা করেন উন-পঞ্চাশ পবনে ॥
ধরাধর গোড়াতে বিরাজে নিরন্তর ।
অলঙ্কিতে যম রহে বাণের উপর ॥
বাণের গর্জনে ত্রিভুবনে লাগে ডর ।
পর্বত উপাড়ি পড়ে, উথলে সাগর ॥
কৃষ্ণবর্ণ বাণের সকল অঙ্গজ্যোতি ।
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বহুমতী ॥
নানা পুষ্পমালা দিয়া বাণগোটা সাজি ।
মস্ত পড়ি রঘুনাথ বাণ-ত্রাজ পূজি ॥
মৃত্যু-অস্ত্র রঘুনাথ জুড়ে মস্তবলে ।
ধূম উঠে বাণ-মুখে ত্রাজ-অগ্নি জলে ॥

মহাশয়ন করিয়া সঘনে গর্জে বাণ ।
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ ॥

চিনিল রাবণরাজা দেখি মৃত্যুবাণ ।
জানিল যে এই বাণে বাহিরিবে প্রাণ ॥
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর (১) ।
রাবণের বৃকে বিকি কৈল দুই চির ॥
ছট্‌ফট্‌ ক’রে রাজা পড়ে ভূমিতলে ।
ত্রাজাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে ॥

ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর ।
দেবতা তেত্রিশ কোটি হ’য়ে একতর ॥
কাণাকাণি যুক্তি করে যত দেবগণ ।
কেহ বলে, এইবারে মরিল রাবণ ॥
হস্ত পদ নাহি নড়ে, মরিল নিশ্চয় ।
কেহ বলে, রাবণের নাহিক প্রত্যয় ॥
কতবার মরে বেটা আরবার বাঁচে ।
মনে করি কপট-ভাবেতে (২) প’ড়ে আছে ।
কি জানি এবার যদি না মরে রাবণ ।
তবে রাবণের হাতে না র’বে জীবন ॥
অরি-ভাবে কার্য নাহি, না যাব নিকটে ।
রাবণের চিতাধূম যাবৎ না উঠে ॥
শিব-দূত বিষ্ণু-দূত সন্দ করি চায় ।
বেঁচে আছে ব’লে কেহ নিকটে না যায় ॥
ম’রেছে রাবণ ব’লে কেহ কেহ হাসে ।
বেঁচে আছে ব’লে কেহ পলায় তরাসে ॥
কেহ বলে, রাবণ পড়িল কতবার ।
দশ মাথা কাটা গেল না হ’ল সংহার ॥

রামায়ণে বাল্মীকি লিখিল পূর্বকালে ।
‘মহাশয়ন’ (৩) করিবে রাবণ রণস্থলে ॥

(১) বিশ্বামিত্র রামের অস্ত্র-গুহ। রাবণের প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিবার কালে গুরু স্মরণ স্বাভাবিক। (২) কপট-ভাবে—ছল করিয়া। (৩) মহাশয়ন—মৃত্যু। শব্দ তৈল মাংস বৈভব জ্যোতিষী দ্বিজ রাজা পথ নিজে শয়ন প্রস্তুতি করতকালি পশ্চের পূর্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগে প্রকৃষ্টার্ধ না বুঝাইয়া বিশেষার্থ বুঝায়। এই অস্ত্রই ‘মহাশয়ন’ শব্দের অর্থ মৃত্যু।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



কি কর কি কর প্রভু, ভগৎ-গোসাই ।

সংকল্প তোমার পূর্ণ, চক্ষু নাহি চাই ॥—৫১৩ পঃ

THE ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA



রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে ।
 অতএব না মরিবে ভাবি হেন মনে ॥
 কোন দেব বলে, রাবণের মৃত্যু আছে ।
 অমর হইতে বর পাইল কার কাছে ॥
 জানিল বাল্মীকি মুনি পুরাণানুসারে ।
 রাবণ দুর্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে ॥
 ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহি লেখে ।
 কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে' ॥
 মনে মুনি জানে রাবণ হইবে দুর্জয় ।
 প্রকাশিয়ে মৃত্যু লেখা উপযুক্ত নয় ॥
 রাবণের মৃত্যু মুনি লিখিলা সঙ্কেতে ।
 এবার ম'রেছে রাবণ সন্দ নাই তাতে ॥
 নির্ণয় করিতে নারে ষত দেবগণে ।
 হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে ॥
 আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন ।
 শাপেতে রাক্ষস-যোনি হয়েছে এখন ॥
 শরাঘাতে জর জর পড়ে রণস্থলে ।
 একবার দর্শন দিব এই কালে ॥
 এখনি মরিবে রাবণ নাহিক সন্দেহ ।
 মৃত্যুকালে দেখা দিয়া যুক্ত করি দেহ ॥
 লক্ষ্মণেরে পাঠাইয়া জানিব সন্ধান ।
 সেই রূপ আছে, কি হ'য়েছে দিব্যজ্ঞান ॥

রাবণের নিকট ঐরামের
 রাজনীতি-দিক্ষা ।

এত ভাবি রঘুনাথ কহেন লক্ষ্মণে ।
 কহি এক উপদেশ শুন সাবধানে ॥
 রাজার বংশেতে জন্ম লভি ছুই ভাই ।
 চির দিন বনবাসে জমিয়া বেড়াই ॥

কতদিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে ।
 রাজনীতি কিছু না শিখিষু পিতৃস্থানে ॥
 অরণ্যেতে বঞ্চিলাম তাড়কা রাক্ষসী ।
 বিবাহ করিয়া দৌড়ে অযোধ্যায় আসি ॥
 রাজনীতি শিখিবার সাধ ছিল মনে ।
 সে আশা নিরাশ হ'ল বিধি-বিড়ম্বনে ॥
 পিতৃসত্য পালিতে আসিতে হৈল বনে ।
 বনে বনে চৌদ্দবর্ষ ফিরি ছুই জনে ॥
 শুদ্ধ বানর ল'য়ে বনে বনে ফিরি ।
 কে শিখাবে রাজনীতি, কোথা শিক্ষা করি ॥
 অযোধ্যা নগরে গিয়া পাব রাজ্য-ভার ।
 নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজ-ব্যবহার ॥
 কে শিখাবে রাজধর্ম্ম, শাব কার কাছে ।
 অযোধ্যা-নগরে লোক নিন্দা করে পাছে ॥
 রাবণ প্রবীণ (১) রাজা, ব্যাখ্যা করে সবে ।
 ক'রেছে অধর্ম্ম-কর্ম্ম রাক্ষস স্বভাবে ॥
 রাজ-কীর্্ত্তি-কর্ম্মে রাবণ পরম পণ্ডিত ।
 রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ ॥
 এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি ।
 জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোটা ছুই চারি ॥
 অমূল্য রতন যদি অস্থানেতে রয় ।
 গ্রহণ করিতে পারে, শাস্ত্রে হেন কয় ॥

ঐরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সশর ।

উপনীত হৈল যথা লঙ্কার ঐশ্বর ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি ।
 লক্ষ্মণে দেখিয়া করে সক্রম স্তুতি ॥
 দশানন বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 এ সময়ে একবার দেহ ঐচরণ ॥
 বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিবাদী ।
 শত শত অপরাধে আমি অপরাধী ॥

অপরাধ মার্জনা করহ মহাশয় ।
উপস্থিত এই মোর আসন্ন সময় ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দোষ নাহিক তোমার ।
যোগাযোগ (১) যত দেখ, লিপি বিধাতার ॥
লঙ্কার ঈশ্বর তুমি, পরম পণ্ডিত ।
পাঠালেন রাম মোরে সুধাইতে নীত (২) ॥

লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর ।
কোন নীতি সংসারেতে রাম-অগোচর ॥
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে ।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে ॥
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ ।
দয়া ক'রে একবার দেন দরশন ॥
ভক্তিহীন হইয়াছি, বাহিরায় প্রাণ ।
যাইতে না পারি আমি প্রভু-বিগ্ৰহমান ॥
দয়া ক'রে যদি রাম আসেন এখানেে ।
যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে ॥

এতক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
শ্রীরামের অগ্রে আসি সবিশেষ কন ॥
রাজনীতি আমারে না কহে দশানন ।
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন ॥
করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে ।
উঠিতে না পারে রাবণ বিষম-প্রহারে ॥
স্তুতিবাক্যে কহিলেক আমার সাক্ষাতে ।
একবার আনিয়া দেখাও রঘুনাথে ॥

রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি ।
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি ॥
উঠিতে শক্তি নাই রাজা দশাননে ।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে ॥
আঘাতে আকুল অঙ্গ, বাক্য নাহি সরে ।
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে ॥

রামের সর্ব্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ ।
সাক্ষাৎ বিরাট-মূর্ত্তি ব্রহ্ম-সনাতন ॥
মায়াতে মানব-দেহ বিশ্বময় তুমি ।
তোমার মহিমা প্রভু, কি জানিব আমি ॥
অনাথের নাথ তুমি পতিত-পাবন ।
দয়া ক'রে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার ।
শাপেতে রাক্ষস-কূলে জন্ম আমার ॥
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিন জন্ম ।
আত্মরিক বুদ্ধে নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
অপরাধ ক্ষমা কর গোলোকের পতি ।
অনাদি পুরুষ তুমি আপনা-বিশ্বুতি (৩) ॥
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর ।
সংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর ॥

রাম বলে, যে কহিলে সকলি প্রমাণ ।
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান ॥
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজকর্ম্ম তোমার বিদিত ।
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজ-নীত ॥

দশানন বলে, মম সংশয় জীবন ।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন ॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন ।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ ॥

করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে ।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে ॥
অলসে রাখিলে কর্ম্ম পুনঃ হওয়া ভার ।
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ জাহার ॥

একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে ।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে ॥

(১) যোগাযোগ—মিলন ও মিলনাতাব । (২) নীত—নীতি ; উপদেশ । (৩) ৩৩১ পৃষ্ঠার পাঠটীকা দ্রষ্টব্য ।

শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভুবন ।
 তিন ঘারে নানা স্থানে আছে সাধুজন ॥
 দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা ।
 দিবা কিবা রাত্রি, কিছু নাহি যায় জানা ॥
 অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড ।
 তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড ॥
 পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম-প্রহারে ।
 না দেয় তুলিতে মাথা, যমদূত মারে ॥
 তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে ।
 ঘূচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে ॥
 পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায় ।
 এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায় ॥
 পুরাব নরক-কুণ্ড নিত্য করি মনে ।
 আজি-কালি করিয়া রহিল বহু দিনে ॥
 হেলায় রহিল প'ড়ে, না হর পুরণ ।
 তার পর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ ॥
 কুণ্ড পুরাইতে যবে করিনু মনন ।
 তখনি পুরালে পূর্ণ হইত সে পণ ॥
 হেলায় রাখিনু ফেলে, না হইল আর ।
 মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার ॥

আর এক কথা শুন নিবেদন করি ।
 লবণ-সমুদ্র-মাঝে স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ॥
 এক দিন মনেতে হইল এই কথা ।
 সপ্তটি সমুদ্র সৃষ্টি ক'রেছেন খাতা ॥
 দধি দুগ্ধ স্নাত আদি সমুদ্র থাকিতে ।
 কেন আছি লবণ-সমুদ্র-সলিলেতে ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আমার করতল ।
 সিক্কিয়া ফেলিব লবণ-সমুদ্রের জল ॥
 কীরোদ-সমুদ্র এনে রাখিব এখানে ।
 এই কথা চিরদিন আছে মোর মনে ॥

যখন মনেতে হয় মনে করি করি ।
 অণু কণ্ঠে থাকি, সিদ্ধ সিদ্ধিতে পাসরি ॥
 এইরূপে হেলাতে অনেক দিন গেল ।
 তদন্তরে তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল ॥
 সমুদ্র সেচন করা না হইল আর ।
 মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার ॥
 অতএব এই কথা শুন রঘুমণি ।
 মনে হ'লে শুভকর্ম্য করিবে তখনি ॥

হেলায় রাখিলে কোন কার্য নাহি হয় ।
 আর এক কথা কহি শুন মহাশয় ॥
 নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ষ ।
 ভূত প্রেত পিশাচাদি আছে গন্ধর্ষ ॥
 ত্রকার সৃষ্টিতে আছে দেবগণ যত ।
 যাইতে অমর-পুরে সকলে বাঞ্ছিত ॥
 সকলের শক্তি নাই যাইতে সেথায় ।
 কেহ কেহ দৈব-শক্তি-অমুসারে যায় ॥
 এ শক্তিবহীন যারা আছে পৃথিবীতে ।
 স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিত্তে ॥
 মনে মনে সার করে যাইতে অমরে ।
 দৈব-শক্তি-হীন তারা যাইতে না পারে ॥
 দেখি দুঃখ তাহাদের, ভাবিনু অন্তরে ।
 কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে ॥
 অনায়াসে যেতে সব পারে দেবলোকে ।
 নিশ্চয় স্বর্গের পথ বিশ্বকর্মা ডেকে ॥
 করিব এমন পথ সব যেন উঠে ।
 পৃথিবী অবধি স্বর্গে ক'রে দিব পৈঠে ॥
 থাকিবে অপূর্ব কীর্্তি ব্যাপিয়া সংসার ।
 ত্রিভুবনে সবে যশ ঘুষিবে আমার ॥
 তখনি করিতাম যদি হৈল যবে মনে ।
 কোনকালে কার্যসিদ্ধি হৈত এত দিনে ॥

হেলায় রাখিতে, হৈল বহুদিন গত ।
তার পর ভব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত ॥
অত এব শুভকর্ম শীঘ্র করা ভাল ।
হেলায় রাখিয়া যে বাসনা বৃথা হ'লো ॥

শ্রীরাম বলেন, শুন লঙ্কা অধিপতি ।
শুভ কর্ম শীঘ্র করা এই সে যুক্তি ॥
সুকৃত কর্মের কথা কহিলে বিস্তর ।
পাপকর্ম পক্ষে কিছু কহ অতঃপর ॥
পাপকর্ম হেলা ক'রে রাখা যে জগেতে ।
বলহ তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে ॥
শীঘ্র কৈলে পাপকর্ম কি হবে দুর্গতি ।
বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজ-নীতি ॥

দশানন বলে, তাহা কহিতে বিস্তর ।
কত আর বিস্তারিয়ে কব রঘুবর ॥
পাপকর্ম অনেক ক'রেছি চিরদিন ।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ ॥
আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে ।
কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে ॥
এক কথা কহি, রাম, দেখ বিচ্যমান ।
লক্ষ্মণ কাটিল সূর্পগণার নাক-কাণ ॥
সে-ই এসে উপদেশ কহিল আমারে ।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হ'রে ॥
সূর্পগণা কান্দিলেক চরণেতে ধ'রে ।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে ॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে ।
আজি নহে, কালি সীতা আনিব পশ্চাতে ॥
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে ।
হেলায় রাখিলে পাছে আনা নাহি হবে ॥
সীতা হরি আনি, এই বুদ্ধি করি সার ।
সীতা হেতু সর্বনাশ হইল আমার ॥

এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি ।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা-অধিপতি ॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবে-চিন্তে মনে ।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে ॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে ।
তবে মোর সংহার না হৈত কোনকালে ॥
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতি-কথা ।
কহিতে কহিতে জিহ্বা হইল জড়তা ॥
রাবণের প্রাণ তবে হইল বাহির ।
আকুল বিংশতি-আঁখি-তারা হ'ল স্থির ॥
শ্রীচরণ দৃষ্টি করি প্রাণ ত্যাগ কৈল ।
জয় জয় শব্দ হেন সুরপুরে হৈল ॥

—
বিভীষণের বিলাপ ।

আমার আর কেহ নাহি ভবে ।
(ওরে দয়াল রামের চরণ বিনে ।)
দারা পুত্র পরিবার, কেবা কোথা রবে,
আসিয়ে শমন-দূত যখন বাঁধিবে ।
ছেড়ে সংসার-মায়া ভাব মন রাখবে ॥ ৫ ॥
রাবণ পড়িল, দেবগণ হরষিত ।
নৃত্য করে অঙ্গরা, গন্ধর্ভ গায় গীত ॥
রাবণ পড়িল, রাম কপি-পানে চান ।
পলাইয়া ছিল কপি এল বিচ্যমান ॥
রথখান কাড়ি লৈল বীর হনুমান ।
অঙ্গদ লইল গদা দিয়ে এক টান ॥
কর্ণের কুণ্ডল লৈল নাল সেনাপতি ।
হাতের বলয় লয় নল মহামতি ॥
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুহুর্তের কুল ।
কেহ উপাড়রে দাড়ি গোঁপ আর চুল ॥

রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি ।

পড়িল রাবণ-রাজা জগতের বৈরী ॥

রাম বলে, কপিগণ, হও একপাশ ।

রাবণে দেখিব আমি, আছে অভিশাপ ॥

রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব সঙ্গতে বিভীষণ ।

রাবণ নিকটে তবে গেলা ততক্ষণ ॥

পর্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরনী লোটায় ।

দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায় ॥

তাহা দেখি বিভীষণ রাবণে কৈল কোলে ।

কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে ॥

ত্রিভুবন জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে ।

সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে ॥

না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে ।

লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে ॥

মরণ করিলে সার, নাহি দিলে সীতা ।

পায়ের ধরে সাধিলাম, না শুনিলে কথা ॥

সবংশে আপনি এবে হারাইলে প্রাণ ।

না শুনিলে মম বাক্য হ'য়ে হতজ্ঞান ॥

আপনার দোষে মৈলে, কলঙ্ক আমার ।

কার পরে দিয়া যাহ লঙ্কা-অধিকার ॥

বিভীষণ বলে, রাম, যুক্তি বল সার ।

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তোমার অধিকার ॥

ধার্মিক হইয়া ভাই ধর্ম নষ্ট করে ।

যুত্মা লাগি সীতা আনে লঙ্কার ভিতরে ॥

চিরদিন ভাই মোর পূজিল নিবেরে ।

মরণ-সময়ে শিব না চাহিল কিরে ॥

হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাধি ।

তখন জানিশু ভাইয়ের ঘটিল দুর্গতি ॥

পুরী শূন্য করি ভাই ত্যজিল জীবন ।

তোমা কিনা গতি আর নাহি নারায়ণ ॥

বিভীষণের রোদনে স্ত্রীরাম দুঃখ-মন ।

রাম বলে, না কান্দে ধার্মিক বিভীষণ ॥

ভুবন জিনিয়া মুখ ভুঞ্জিল অপার ।

পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গদ্বার ॥

রাম-বাক্যে বিভীষণ সম্বরে ক্রন্দন ।

কৃষ্ণিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥

মন্দোদরীর বিলাপ ।

একবার বদন তুলে ফিরে হে চাঁও,

উঠ উঠ লঙ্কার অধিকারী ।

আমার শূন্য হ'লো লঙ্কা-পুরী ॥

ওহে ত্যজে শয্যা মনোহর,

কেন ধূলায় ধূসর কলেবর ॥ প্রঃ ॥

অস্তঃপুরে জানাইল পড়িল রাবণ ।

দেখিবারে খাইল যতেক নারীগণ ॥

রক্ত উৎপল যিনি কোমল চরণ ।

রণস্থলে ছুটে যায় হ'য়ে অচেতন ॥

রাবণে বেড়িয়া কান্দে চৌদ্দ হাজার নারী ।

শশধরে যেন তারাগণ আছে ঘেরি ॥

সোণার কমল অঙ্গ ধূলাতে মগন ।

মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ ॥

আমারে ছাড়িয়া প্রভু, যাহ কোন্ স্থানে ।

কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ॥

কেন বা আনিলে সীতা এ কাল-সাপিনী ।

স্বর্ণলঙ্কা-পুরে না রহিল এক প্রাণী ॥

কি কাজ করিল তব শঙ্কর-শঙ্করী ।

রাম-লক্ষ্মণ সংহারিল স্বর্ণলঙ্কা-পুরী ॥

আপদ পড়িলে দেখ কেহ কার নয় ।
সীতার কারণে হ'ল এতেক প্রলয় ॥
সূৰ্পণখা ভগ্নী তব হইল শমন ।
তার বাক্যে আনি সীতা হারালে জীবন ॥
ভুবনের বীর প্রভু পড়ে তব বাণে ।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের রণে ॥
কারে দিয়া গেলে এ কনক-লঙ্কা-পুরী ।
কারে দিয়া যাহ প্রভু রাণী মন্দোদরী ॥
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে ।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে ॥
পতি পুত্র মরিল, কেমনে প্রাণ ধরি ।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী ॥
বিভীষণ বলে, শুন রাণী মন্দোদরি ।
আর না বিলাপ কর, চল অস্তঃপুরী ॥
এত বলি বিভীষণ রাণী নমস্কারে ।
আপনি সকল জ্ঞাত, দৈবে যত করে ॥
সীতা দিতে কহিলাম করিয়া মিনতি ।
সভা-বিচ্যুতনে মোরে মারিলেন লাধি ॥
পদাঘাতে হইলাম জলনিধি পার ।
সকল বৃক্ষান্ত তুমি জানহ আমার ॥
এতেক বচন যদি কহে বিভীষণ ।
জুড়িল সে মন্দোদরী দ্বিগুণ ক্রন্দন ॥

শ্রীরামের নিকটে মন্দোদরীর
অবৈধব্য বরলাভ ।
রাবণের মুণ্ড কোলে কান্দে মন্দোদরী ।
দশ হাজার সত্তিনীতে প্রবোধিতে নারি ॥
না কান্দ না কান্দ রাণী, মন কর স্থির ।
তোমার ক্রন্দনে সবার বুক হয় চির ॥
মন্দোদরী বলে, রাজা মারিল যে জনে ।
সেই জনে একবার দেখিব নয়নে ॥
মশুম নহেন রাম দেব নারায়ণ ।
অবশ্য দেখিব আমি তাঁহার চরণ ॥
বত্ত্ন না সম্বরে রাণী আউদর-চুলী (১) ।
শ্রীরামে দেখিতে যায় হ'য়ে উত্তরোত্তী (২) ॥
কটক-বেষ্টিত ব'সে আছে শ্রীরাম ।
হেনকালে মন্দোদরী করিল প্রণাম ॥
সীতা-জ্ঞানে রামচন্দ্র রাণী মন্দোদরী ।
'জন্মায়তী (৩) হও' বলি আশীর্ব্বাদ করি ॥
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ ।
হেন বর দিলে কেন কমল-লোচন ॥
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে ।
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে ॥
শ্রীরামেরে মন্দোদরী পরিচয় দিল ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিরে বিরচিল ॥

মন্দোদরীর আত্মপরিচয় দান ও অবৈধব্য-
বিষয়ক ব্যবস্থা ।

সংসারে অসীমা, বীহার মহিমা,
তুনেহ ময়দানব ।

(১) আউদর-চুলী—অসংবৃত-কুন্তলা । অত্যন্ত শোকে যে স্বীর চুলগুলি উঠর পর্য্যন্ত এলাইয়া পড়িয়াছে । (২) উত্তরোত্তী—ব্যাকুলা । (৩) জন্মায়তী—চির-সধবা ।

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| যাঁর মহাশেলে, লক্ষ্মণের পরাভব ॥ | ত্রিভুবন টলে, রাবণ-ঘরনী, করিতে দর্শন, তাজিয়া যে অস্তঃপুরী ॥ | শুন মোর বাণী, রাবণের চিতা, রাহিবেক চিতা, শুন মন্দোদরী-রাণী । | গৃহে যাও রাণী, দুঃখ না ভাবিহ সতী । রাহিবে সর্বথা, চিরকাল রবে আয়তী ॥ মিথ্যা নহে কথা, সর্বকাল রবে, মিথ্যা না হইবে বাণী ॥ |
| শুন মহাশয়, তুমি ত্রিদিবের নাথ । | আনিশু নিশ্চয়, নাম মন্দোদরী, কহি করি জোড়হাত ॥ | আয়তী স্বভাবে, রামের বচনে, রাণী যায় ততক্ষণ । | সর্বকাল রবে, প্রবোধিয়া মনে, ভাষা স্থলগিত, কৃতিবাস-বিরচন ॥ |
| লঙ্কার ঈশ্বরী, কহি করি জোড়হাত ॥ | নাম মন্দোদরী, দেব পুরন্দর, পরাভব হাতে যার । | রামের বচনে, রাণী যায় ততক্ষণ । | প্রবোধিয়া মনে, ভাষা স্থলগিত, কৃতিবাস-বিরচন ॥ |
| দেবের ঈশ্বর, পরাভব হাতে যার । | দেব পুরন্দর, সেই ইস্তজিৎ, আমি যে জননী তার ॥ | লঙ্কাকাণ্ড গীত, কৃতিবাস-বিরচন ॥ | ভাষা স্থলগিত, কৃতিবাস-বিরচন ॥ |
| সেই ইস্তজিৎ, আমি যে জননী তার ॥ | দেবে মানে ভীত, 'জন্মায়তী' করি এ বচন নহে আন (১) । | রাবণের যুক্তি । | রাবণের যুক্তি । |
| স্বামী মোর হত, কিরূপে কর বিধান ॥ | আমার আয়ত, (২) তুমি সত্যবাদী, মিথ্যা নহে তব বাণী । | রামের স্থানেতে বর পেয়ে মন্দোদরী । প্রণতি করিয়া রামে গেল নিজ পুরী ॥ রাবণে বধিয়া দুঃখ পাইলু অপার । না ধরিব ধনু রাম কৈলা অঙ্গীকার ॥ | রাবণের যুক্তি । রাবণের যুক্তি । রাবণের যুক্তি । |
| দারুণ প্রহারে, কি কথা কহ আপনি ॥ | মারিয়ে পতির, সূর্য্য-বংশ-জাত, কহেন লঙ্কিত অতি । | রাম বলে, বিভীষণ, না ভাবিহ মনে । আপনার দৌষে মৈল রাজা দশাননে ॥ রাবণের অগ্রিকার্য্য কর বিভীষণ । আর কেহ নাহি তার করিতে তর্পণ ॥ | রাবণের যুক্তি । রাবণের যুক্তি । রাবণের যুক্তি । |
| সত্য মোর কথা, আলিয়ে রাখ আয়তী ॥ | রাবণের চিতা, শুন মন্দোদরী, মনে না কর বিলাপ । | ক্রন্দন সঙ্গর মিতা, শুন মম বাণী । রাবণ-তর্পণ তুমি করহ এখনি ॥ রামের আজ্ঞায় যার সৎকার করিতে । নানা দ্রব্য বস্ত্র আনে ভাগ্য হইতে ॥ | ক্রন্দন সঙ্গর মিতা, শুন মম বাণী । রাবণ-তর্পণ তুমি করহ এখনি ॥ রামের আজ্ঞায় যার সৎকার করিতে । নানা দ্রব্য বস্ত্র আনে ভাগ্য হইতে ॥ |
| মোর হাতে ম'রে, খণ্ডিল সকল পাপ ॥ | গেল হুরপুরে, খণ্ডিল সকল পাপ ॥ | বিশদ চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে-ভার । অগুরু চন্দন আনে, নানা পঙ্কসার ॥ | বিশদ চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে-ভার । অগুরু চন্দন আনে, নানা পঙ্কসার ॥ |

পর্কত সমান বীর দুর্জয় শরীর ।
 রাবণে বহিতে এল সহস্রেক বীর ॥
 সকল রাক্ষস এসে রাবণেরে ধরে ।
 পর্কত-সমান বীর তুলিবারে নারে ॥
 দুর্জয়-প্রতাপ হনুমান্ মহাবীর ।
 কোলে করি ল'য়ে গেল সাগরের তীর ॥
 রাবণেরে স্নান করাইল সিদ্ধুজলে ।
 সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠ-বাহুমূলে ॥
 দিব্যবস্ত্র পরাইল সোণার পইতা ।
 সাগরের কূলে খুলে রাবণের চিতা ॥
 হাতে অগ্নি করিয়া কান্দেন বিভীষণ ।
 দশ-মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবণ ॥
 রাবণের চিতা-ধুম উঠে ততক্ষণ ।
 মুক্ত হ'য়ে গেল রাবণ বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
 কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব স্থসার ।
 লঙ্কাকাণ্ডে পাইলেন রাবণ-উদ্ধার ॥

রামেরে প্রণাম করি মাতলি চলিল ।
 রামের বচন গিয়া ইন্দ্রেরে কহিল ॥
 সুশ্রীবে দেখিয়া রাম হরষিত-মন ।
 বাহু পসারিয়া তারে দিলা আলিঙ্গন ॥
 তুমি হেন মিতা হও জন্মজন্মান্তরে ।
 ভুবন জিনিতে পারি পাইলে তোমারে ॥
 তোমার প্রসাদে হইলাম সিদ্ধু পার ।
 তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার ॥
 এক ধার আমার র'য়েছে শুধিবার ।
 বিভীষণে না দিলাম লঙ্কা-অধিকার ॥
 এবে বিভীষণে করি লঙ্কা-অধিপতি ।
 চারিযুগে থাকিবেক আমার সুখ্যাতি ॥
 আমার বচন মিত্র, কর আশুসার ।
 বিভীষণে দেহ শীঘ্র লঙ্কা-অধিকার ॥
 হনুমান্ অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর ।
 সবে কর বিভীষণে লঙ্কার ঈশ্বর ॥

শ্রীরামের আশ্রয় লজ্জিবেক কোন্ জনা ।

বিভীষণ রাজা হবে করিল ঘোষণা ॥
 নানাবিধ রত্নধন যেখানে আছিল ।
 রাক্ষস-বানরে সব বহিয়া আনিল ॥
 গন্ধর্বে ওষধি দিল, নানা তীর্থজল ।
 লঙ্কামাঝে স্ত্রী-পুরুষে গাইল মঙ্গল ॥
 গায়ক্যেতে গীত গায় নটে করে নাট ।
 শুভক্ৰমে বিভীষণে দেন রাজ্যপাট ॥
 আপনি মাধায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ ।
 'রাম-জয়' শব্দ করে বত কপিগণ ॥
 নানাশব্দ বাছ বাজে শুনিতে সুন্দর ।
 আনন্দেতে নৃত্য করে সকল বানর ॥
 এক লক্ষ দগড়, দিলক্ষ করতাল ।
 দুই লক্ষ বঁটা বাজে শুনিতে বিশাল ॥

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক ।

একবার ডাক মন রাম-নাম বলিয়ে রে ।
 দেখ এ তিন ভুবনে, সীতানার্ব বিনে,
 কে আর তারিবে তোমারে ॥ ৫ ॥

রণে অবসর পেয়ে কমল-লোচন ।
 লক্ষ্মণ সহিত গিয়া বসিল তখন ॥
 ইন্দ্রের মাতলি আসি মাগিল মেলানি ।
 মাতলিরে কহিলেন সুমধুর বাণী ॥
 দেবরাজে কহিবে আমার পরিহার (১) ।
 তাঁর শত্রু রাবণেরে করিনু সংহার ॥

(১) পরিহার—প্রার্থনা, নিবেদন ।

ভেউরি কাঁঝরি বাজে, তিন লক্ষ কাড়া ।
 চারি লক্ষ জয়ঢাক, ছয় লক্ষ পড়া ॥
 বাজিল চৌরশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণা ।
 তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সানা (১) ॥
 ঢেমচা খেমচা বাজে তিন লক্ষ ঢোল ।
 তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল ॥
 জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগবম্প ।
 শুনিয়া বাজের শব্দ ত্রিভুবন কম্প ॥
 বাজিল রাক্ষসী-ঢাক পঞ্চাশ হাজার ।
 দুন্দুভি ডমরু শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার ॥
 তুরী ভেরী খঞ্জনী খমক আর বাঁশী ।
 দগড়ে বগড় (২) দিতে লক্ষ লক্ষ কাঁশী ॥
 টিকারা টকার আর চোতারা মোচর ।
 বাজ শূনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥
 'রাম-জয়' শব্দ করে যত কপিগণ ।
 বিভীষণে অভিষেক কৈলা নারায়ণ ॥
 ছত্র-দণ্ড দিলা আর স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ।
 অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী ॥
 বিভীষণ রাজা হৈল, রাজ্যখণ্ড স্থখী ।
 রহিল রামের কীৰ্ত্তি, বিভীষণ সাক্ষী ॥
 পুনর্ব্বার শ্রীরাম কহিলা বিভীষণে ।
 মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিহ মনে ॥
 মন্দোদরী দিব তোমার মম অঙ্গীকার ।
 রাজ-ক্রী রাজ্যতে লয় আছে ব্যবহার ॥
 অতএব না ভাবিও মিত্র বিভীষণ ।
 রাণী মন্দোদরী তোমার দিলাম এখন ॥
 লঙ্কাপুরে ভূপতি হইল বিভীষণ ।
 কৃষ্টিবাস বিরচিল গীত রামারণ ॥

হনুমান কর্তৃক সীতা-সমীপে
 রাবণ-বধ-বার্তা জ্ঞাপন ।
 পাত্র মিত্র ল'য়ে রাম বসিল দেওয়ানে ।
 সীতারে আনিতে পাঠাইল হনুমান ॥
 সীতারে আনিতে যায় পবন-নন্দন ।
 হনুরে প্রণাম করে নিশাচরণ ॥
 সবে বলে আচম্বিতে এল হনুমান ।
 না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ ॥
 এই কথা নিশাচর ভাবে মনে-মন ।
 হনুমান প্রবেশিল অশোকের বন ॥
 সীতারে দেখিয়া হনু নোড়াইল মাথা ।
 জোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা ॥
 দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ ।
 সবাকবে পড়িল রাবণ মহাপাপ ॥
 রাম পাঠাইয়া দিলা মোরে তব পাশ ।
 সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ॥
 হনুর নিকটে শূনি এতক কাহিনী ।
 আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা-ঠাকুরাণী ॥
 হনুমান বলে, মাতা, কি ভাবিহ মনে ।
 শুভ কথার উত্তর না দেহ কি কারণে ॥
 সীতা বলে, যে বার্তা কহিলে হনুমান ।
 নাহি ধন তাহার সদৃশ দিতে দান ॥
 যতপি তোমারে করি রাজ্য-অধিকারী ।
 তথাপি তোমার ধার শুধিবারে নারি ॥
 হনু বলে, রাজ্য-ধনে নাহি প্রয়োজন ।
 রাজ্য-ধন সব মাতা তব শ্রীচরণ ॥
 তবু যদি দান দিবে সীতা ঠাকুরাণী ।
 এই দান তব স্থানে মাপি গো জননি ॥

(১) সানা—শব্দ । (২) বগড়—বর্ষণ বা কোঁচুক ; এখানে সুর-তালের সময়র কথা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

তোমার রক্ষক আছে রাবণের চেড়ী ।
 আমার সাক্ষাতে তোমা উঠাইত বাড়ি ॥
 করিয়াছে তোমার দুর্গতি অপমান ।
 এ সবার প্রাণ লব, মাগি এই দান ॥
 দস্ত উপাড়িয়া চুল ছিঁড়ি গোছে গোছে ।
 আছাড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় পাছে ॥
 সমুদ্রের তীরে আছে বালি খরশান ।
 তাতে মুখ ঘসাড়িয়া লইব পরান ॥
 শুনিয়া হনু'র বাক্য যত চেড়ীগণ ।
 ভয়ে সব চেড়ী ধরে সীতার চরণ ॥
 চেড়ী সব বলে, শুন, সীতা ঠাকুরাণী ।
 হনুমান্ প্রাণ লয় রাখ গো আপনি ॥

জানকী বলেন, তুমি বিচারে পণ্ডিত ।

যত দুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত ॥
 মহাবীর হনু তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ।
 স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি ॥
 যত দিন ছিল চেড়ী রাবণ অধীন ।
 ততদিন মোরে দুঃখ দেছে নিশিদিন ॥
 এখন সে সবংশেতে মরেছে রাবণ ।
 চেড়ীগণ করে এবে আমার সেবন ॥
 কহিবে আমার দুঃখ স্ত্রীরামের স্থানে ।
 প্রণাম করিব গিয়া রামের চরণে ॥

চলিলেন হনুমান্ সীতার বচনে ।
 কহিল সকল কথা স্ত্রীরামের স্থানে ॥
 যে সীতার লাগিয়া করিলা মহামার ।
 সে সীতার হইয়াছে অস্থি চর্শ্ব সার ॥
 চেড়ীর তাড়নে সীতার কণ্ঠগত প্রাণ ।
 তবু রাম বিনা তাঁর মনে নাহি আন ॥
 এত যদি কহিলেক পবন-নন্দন ।
 স্ত্রীরাম বলেন, সীতা আনে কোন্ জন ॥

সীতারে আনিতে তবে চলে বিভীষণ ।
 কৃষ্টিবাস মন-সুখে গাহে রামায়ণ ॥

সীতার রাম-সম্ভাষণে যাত্রা ও সীতাকে
 মন্দোদরীর অভিশাপ দান ।

এত ভাবি রঘুনাথ বিচারিয়া মনে ।
 সীতারে আনিতে পাঠাইলা বিভীষণে ॥
 চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে ।
 মাথা নোঙাইল গিয়া সীতার চরণে ॥
 বিভীষণ বলে, মাতা, নিবেদি চরণে ।
 তোমারে যাইতে হৈল রাম-দরশনে ॥
 আনিল সুবর্ণ-দোলা রতনে মণ্ডিত ।
 সীতার সম্মুখে আনি কৈল উপস্থিত ॥
 বিভীষণ বলে, শুন জনক-নন্দিনী ।
 সুবর্ণ-দোলাতে আসি' উঠহ আপনি ॥
 পর রত্ন-আভরণ, যেবা লয় চিতে ।
 রাম-দরশনে মাতা, চলহ স্বরিতে ॥
 মরিল রাবণ, তব দুঃখ হৈল শেষ ।
 রাম-সম্ভাষণে চল করিয়া সুবেশ ॥
 স্নান করি পর দেবী বিচিত্র বসনে ।
 সোণার দোলায় চল রাম-সম্ভাষণে ॥
 সীতা বলে, কিবা স্নান, কিবা মোর বেশ ।
 অশোকের বনে কাটাইনু দুঃখ-শেষ ॥
 বিভীষণ বলে, কথা কহিলে প্রমাণ ।
 কেমনে এ বেশে যাবে আমা-বিজ্ঞমান্ ॥

বিভীষণের পরিবার (১) সরমা স্ত্রন্দরী ।

স্নান-দ্রব্য ল'য়ে জবে এলো ঘরা করি ॥
 সিংহাসনে বসাইল সীতা চন্দ্রমুখী ।
 কেহ তৈল দেয় গায়, কেহ আমলকী ॥

পিঠালি মাথায় কেহ, অঙ্গে তুলে মলি ।
 রত্নের কলসে কেহ শিরে জল ঢালি ॥
 নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি ।
 যতনে পরায় বস্ত্র যতেক সুন্দরী ॥
 জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজুলি ।
 কনক-রচিত সীতা পরেন পাণ্ডুলি (১) ॥
 রত্নেতে জড়িত বান্দে বিচিত্র কবরী ।
 নানা চিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি ॥
 নয়নে অঞ্জন দিল অতি সুশোভিত ।
 নানা অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নিৰ্ম্মিত ॥
 অঙ্গরাগে সিন্দুর দিলেক ভালে অঙ্গে ।
 গলেতে বিচিত্র হার মরকত সঙ্গে ॥
 বিচিত্র-নিৰ্ম্মাণ দিল শঙ্খ দুই বাই (২) ।
 যেন পূর্ণ শশধর দেখিবারে পাই ॥
 লুকাতে চাহেন রূপ, না হয় গোপন ।
 জানকীর রূপে আলো করে ত্রিভুবন ॥
 রত্নময় চতুর্দোল জোগাইল আনি ।
 সানন্দে বসিলা তাহে জনক-নন্দিনী ॥
 ঘেরিলেক চতুর্দোল নেতের বসনে ।
 যাত্রা কৈলা সীতাদেবী রাম-সস্তাবণে ॥
 যতনে পাড়িল পথে নেতের পাছড়া (৩) ।
 রাক্ষসেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া ॥
 মল্লিকা মালতী পারিজাত রাশি রাশি ।
 পথেতে বিস্তার কৈল রাক্ষসেতে আসি ॥
 রাক্ষস-বানরেতে বেষ্টিত চারিভিতে ।
 বিভীষণ অগ্রেতে সুবর্ণ-বেত হাতে ॥
 যতেক বানর-সেনা চারিভিতে ঘোরে ।
 পরম্পর বন্দ, সীতা দেখিবার তরে ॥

দেখিতে না পায় কেহ, চক্ষে বহে নীর ।
 যতেক লঙ্কার নারী হইল বাহির ॥
 বাল বৃদ্ধ যুবতী লঙ্কায় যত ছিল ।
 সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল ॥
 না সম্বরে অম্বর (৪) ধাইয়া যায় রড়ে ।
 বৃদ্ধা নারী দ্রুত যেতে উছটিয়া (৫) পড়ে ॥
 শোক-নীরে মগ্ন যত রাক্ষসের নারী ।
 বেগে ধায় দ্রুতগতি লজ্জা পরিহরি ॥
 মন্দোদরী প্রণাম করিল হেন কালে ।
 ধূল্যয় ধূসর অঙ্গ আলুণিত চূলে ॥
 মন্দোদরী বলে, শোন জনক-নন্দিনি ।
 তোমা লাগি হইলাম আমি অনাধিনী ॥
 পুরী সহ বিনাশ করিয়া কোপাণ্ডনে ।
 আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সস্তাবণে ॥
 এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ ।
 বিষ-দৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ ॥
 যদি সত্যি হই, থাকে পতি-প্রতি মন ।
 কখনো আমার শাপ না হবে খণ্ডন ॥
 এত বলি অস্তঃপুরে গেল মন্দোদরী ।
 সীতা ল'য়ে বিভীষণ গেল স্বরা করি ॥
 কিছু দূর থাকিতে না যায় চতুর্দোল ।
 সীতা দেখিবারে বেড়ে বানর সকল ॥
 কনক-রচিত সীতার শ্রবণ-কুণ্ডল ।
 লেগেছে তাহার ছায়া গগন-মণ্ডল ॥
 নানাবর্ণ পুষ্পমালা আমোদিত গন্ধে ।
 কনক-রচিত দোলা করি আনে স্বন্ধে ॥
 চলিলেন সীতাদেবী রাম-সস্তাবণে ।
 লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে ॥

(১) পাণ্ডুলি—পহাড়ুলির অলঙ্কার । (২) বাই—ছোড়া । (৩) নেতের পাছড়া—বেশমী চাষর ।
 (৪) অম্বর—কাপড় । (৫) উছটিয়া—ঠোকর ধাইয়া ।

রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দহে ।
 রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে ॥
 স্নেহেতে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে ।
 এককালে বিধবা হইলু সর্বজননে ॥
 তোমারে দেখিবে রাম অশুভ-নয়নে ।
 আমাদের বাক্য কভু না হবে খণ্ডনে ॥
 কান্দিতে কান্দিতে সবে নিজ ঘরে চলে ।
 রাম-সম্ভাষণে সীতা যান চতুর্দলে ॥

বাহির হইল দোলা লঙ্কাপুর-গড়ে ।
 নেতের বসনে দোলা ল'য়েছেন বেড়ে ॥
 দুই ঠাটে ছড়াছড়ি হৈল ঠেলাঠেলি ।
 বহিতে না পারে বাট যত চতুর্দলী (১) ॥
 রাজা হ'য়ে বিভীষণ ভূমে বাহে বাট (২) ।
 কটকের চাপ দেখে' হাতে নিল ছাট (৩) ॥
 ছাট হাতে লইল বানর কোটি কোটি ।
 চারিদিকে পড়ে ছাট লাগে চটচটি ॥
 ফুটিয়া গায়ের মাংস রক্ত পড়ে ধারে ।
 তবু দেখিবারে যায় আপনা পাসরে ॥
 পরিশ্রমে বিভীষণের ঘন বহে শ্বাস ।
 বহু কষ্টে গেল দোলা শ্রীরামের পাশ ॥

বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর ।
 দক্ষিণে বসিয়া মিত্র সুগ্রীব বানর ॥
 বামভিতে বসিয়াছে অনুজ লক্ষ্মণ ।
 নিকটেতে জাম্ববানু জোড়-হস্তে রন ॥
 পথ বাহি বাইতে কটকে ঠেলাঠেলি ।
 ছাট মারি বিভীষণ মধ্যে করে গলি ॥
 কটকের দুঃখে রামের কোপ হৈল মনে ।
 কোপে রাম কহিলেন রাজা বিভীষণে ॥

রাজার গৃহিণী হয়, প্রজার জননী ।
 মাতাকে দেখিবে পুত্র, ইহাতে কি হানি ॥
 কেন বা ঘেরেছ দোলা, আমি ত না জানি ।
 কেন বা করিছ তুমি এত হানাহানি ॥
 ঘুচাও দোলার বস্ত্র, ছাড় ছাড় ছাট ।
 দেখুক সকলে সীতা, ঘুচাও ঝঞ্জাট ॥
 যারে উদ্ধারিলাম দেখুক সর্বলোকে ।
 সতী যে হইবে, সে রাখিবে আপনাকে ॥

বুঝিলেন হনুমান শ্রীরামের মন ।
 সীতার পরীক্ষা-হেতু হয়েছে মনন ॥
 দেখিয়া রামের ক্রোধ ভীত বিভীষণ ।
 পরীক্ষা করেন কিংবা দেন বিসর্জন ॥
 ঘুচান দোলার বস্ত্র রাজা বিভীষণ ।
 করিলেন জানকী ভূমিতে পদার্পণ ॥

দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে ।
 বিদ্যুতের ছটা যেন অবনীমণ্ডলে ॥
 সীমন্তে সিন্দূর-চিহ্ন রক্ত বড় লাগে ।
 চন্দন-তিলক শোভে কপালের ভাগে ॥
 দেখিতে সুন্দর অতি সীতার অধর ।
 পক-বিন্দু-ফল জিনি অতি শোভাকর ॥
 নানা রত্ন পরিধান, রূপে নাহি সীমা ।
 চরাচরে নাহি দেখি সীতার প্রতিমা ॥
 পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় গগনে ।
 মূর্ছিত হইল সবে সীতা-দরশনে ॥
 জানকীরে দেখে যেই, সে হয় মূর্ছিত ।
 অশ্রুর কি কব কথা, দেবতা বিস্মিত ॥
 কেহ ভাবে আইলেন আপনি শঙ্করী ।
 শ্রীরামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহারি ॥

(১) চতুর্দলী—দোলাবাহক । (২) বাট—রাস্তা । (৩) ছাট—ছড়ি, বেত ।

অন্যে বলে, ত্যজিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল ।
 লক্ষ্মী অবতীর্ণা বৃষ্টি দেখিতে ভূতল ॥
 কেহ বলে, আপনি সাবিত্রী (১) মূর্ত্তিমতী ।
 কেহ বলে, বশিষ্ঠ-গৃহিণী অরুন্ধতী ॥
 দেখিয়াছে সীতারে যে, সে-ই সীতা বলে ।
 অশ্রু লোকে কত তর্ক করে নানা স্থলে ॥
 পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বসুন্ধরা ।
 বসুন্ধরা-সুতা সীতা কৃষ্ণ-কলেবরা ॥
 উপস্থিত হইলেন সভা বিচ্যমান ।
 হেরিয়া হরিশে সবে হয় হতজ্ঞান ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী (২) ।
 হরষে রামের পাশে আসে সীতা-সতী ॥

সীতা দেবীর অগ্নি-পরীক্ষা ।

রামের চরণে সীতা করে নমস্কার ।
 করিলেন লক্ষ্মণে বাৎসল্য ব্যবহার ॥
 করপুটে সীতা রহিলেন সভাস্থানে ।
 লক্ষ্মণ প্রণাম করে তাঁহার চরণে ॥
 শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিশ-বিষাদে ।
 সতী-স্ত্রী ছাড়িতে চান লোক-অপবাদে ॥
 কারে কিছু না বলেন জানকী সভায় ।
 মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায় ॥
 বহিছে চক্ষুর জল, শ্রীরাম কাতর ।
 সীতারে বলেন কিছু নির্ভর উত্তর ॥

আমার না ছিল কেহ, সীতা, তব পাশ ।
 ব্যবহার তোমার না জানি দশমাস ॥
 সূর্য্য-বংশে জন্ম, দশরথের নন্দন ।
 তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন ॥
 তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে ।
 যথা তথা যাও তুমি থাক অশ্রু স্থানে ॥
 এই দেখ সূত্রীব বানর-অধিপতি ।
 ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি ॥
 লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ ।
 ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন ॥
 ভরত শক্রয় মম দেশে দুই ভাই ।
 ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাই ॥
 যথা তথা যাও তুমি আপনার স্থখে ।
 কেন দাঁড়াইয়া কান্দ আমার সম্মুখে ॥
 থাকিতে রাক্ষস-ঘরে, না হৈত উদ্ধার ।
 ত্রিভুবনে অপযশ গাইল আমার ॥
 ঘটিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে ।
 মেলানি দিলাম এবে সবার ভিতরে ॥
 যতেক বলেন প্রভু রাম কৃষ্ণ বাণী ।
 বোধন করেন তত শ্রীরাম-বরণী ॥
 কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্বজন ।
 ধীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন ॥
 জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি ।
 দশরথ শত্রুর যে, তোমা হেন পতি ॥
 ভালমতে জান প্রভু, আমার প্রকৃতি ।
 জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ চূর্ণতি ॥
 বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে ।
 স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে ॥

(১) সাবিত্রী—সূর্য্য মণ্ডলানীনা অক্ষমালাধারিণী সতী-শিবোমণি দেবী । ভারতী—কথা ; বাণী ।

সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাণিষ্ঠ রাবণ ।
 ইতর নারীর (১) মত ভাব কি কারণ ॥
 হনুকে আমার কাছে পাঠালে যখন ।
 আমারে বর্জন কেন না কৈলে তখন ॥
 বিষ খাইতাম, অগ্নি করিতাম প্রবেশ ।
 লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম ক্লেশ ॥
 কটক পাইল দুঃখ সাগর-বন্ধনে ।
 আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে সে রণে ॥
 এতেক করিয়া কর আমারে বর্জন ।
 তুমি হেন স্বামী বর্জ বৃথায় জীবন ॥
 ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িলু সূর্য্যকুলে ।
 আমার কি এই ছিল লিখন কপালে ॥
 কুলটা নহিক আমি, পরে কর দান ।
 সভা-বিজ্ঞমানে কর এত অপমান ॥
 কৃপা কর লক্ষ্মণ, করহ এ প্রসাদ ।
 অগ্নিকুণ্ড সাজাও, ঘুচুক অপবাদ ॥

লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সম্প্রতি ।
 জীরাম বলেন, কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি ॥
 সীতার জীবনে ভাই কিছু নাহি কাজ ।
 অগ্নিতে পুড়ুক সীতা, দূরে যাক লাজ ॥
 লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড ।
 বানর কটক বহু আনিল জীখণ্ড (২) ॥
 কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জলন্ত অগ্নিরাশি ।
 প্রবেশ করেন তাহে জীরাম-মহিষী ॥
 সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ ।
 প্রদক্ষিণ অগ্নিতে করেন বার তিন ॥

কনক-অঞ্জলি (৩) দিয়া অগ্নির উপরে ।
 জোড়-হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥
 শুনে বৈশ্বানর (৪) দেব, তুমি সর্ব্ব-আগে ।
 পাপ-পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে ॥
 কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী ।
 তবে অগ্নি তব কাছে পাব অব্যাহতি ॥
 শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ ।
 সীতা-সতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ ॥

অগ্নিতে প্রবেশ মাত্র রামের মহিষী ।
 ঢালিয়া দিলেক তাতে স্নাতের কলসী ॥
 অগ্নি স্নাত পাইলে অধিক উঠে জ্বলে ।
 কুণ্ডের ভিতরে রাম সীতারে নেহালে ॥
 কুণ্ড মধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি ।
 জীরামের ঝরিতে লাপিল দুটি আঁখি ॥
 দেখেন সংসার শূন্য যেমন পাগল ।
 ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল ॥
 কি করি লক্ষ্মণ ভাই, সীতা কি হইল ।
 সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল ॥
 সীতার বিহনে মোর সকলি অসার ।
 অযোধ্যায় ছত্র-দণ্ড না ধরিব আর ॥
 অগ্নি হৈতে উঠ সীতা জনক-কুমারি ।
 তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
 তোমার মরণে আমি বড় পাই দুঃখ ।
 অগ্নি হইতে উঠ প্রিয়ে দেখি চাঁদমুখ ॥
 চতুর্দশ বর্ষ জন্মিলাম নানা দেশে ।
 সব দুঃখ স্মৃতিত থাকিতে যদি পাশে ॥

(১) ইতর নারী—নীচ কুলজাতা অসতী স্ত্রী । (২) জীখণ্ড—চন্দন কাষ্ঠ । (৩) কনক-অঞ্জলি—প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে তণ্ডুলাদির সহিত ঋণধণ্ড মিশ্রিত করিয়া প্রতিমার উদ্দেশে প্রদান করার নাম কনকঅঞ্জলী । এখানে অগ্নি-প্রবেশের পূর্বে . অগ্নির ঐতির ভক্ত ঐ রূপ দান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ।
 (৪) বৈশ্বানর—বিষ্ণুদেবের কুল্মিতে অবস্থিত বলিয়া অগ্নির নাম বৈশ্বানর ।

কুন্তিবাসী নামাঙ্কন



এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ ।

বিষ-দৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ ॥—৫৩৫ পৃঃ

କୃତ୍ତିବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ



ତୃତୀୟ ଅବତାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ।
ବସୁନ୍ଧରା ଧରିଲେ ହେ ଦଶନ-ଉପରି ॥—୫୩୩ ପୃ:

লঙ্কার রাবণ-রাজা দশ-মুণ্ড-ধর ।
 কুড়ি হাতে যুঝে যেন যমের সোসর ॥
 তাহারে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার ।
 অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা হৈলা ছারখার ॥
 রামের ক্রন্দনে কান্দে সর্ব দেবগণ ।
 কান্দিছে বরুণ দেব শমন পবন ॥
 যত লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর ।
 জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর ॥
 নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর ।
 ক্রাস্ববান্ সুবেণ ও বালির কোঙর ॥
 হনুমান্ বলে, কেন কাঁদ হে লক্ষ্মণ ।
 আমি জানি জানকীর নাহিক মরণ ॥
 শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ ।
 না কান্দ, না কান্দ, সীতা পাইবে এখন ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস ।
 সীতার পরীক্ষা-স্বীত পায় কৃতিবাস ॥

শ্রীরামের সীতা গ্রহণ ।

কান্দিয়া শ্রীরামচন্দ্র হন অচেতন ।
 ধাইয়া আইল ব্রহ্মা-আদি দেবগণ ॥
 কুবের বরুণ যম আইল পুরন্দর ।
 যতেক দেবতা সব আইল সহর ॥
 দুই হাত তুলি ব্রহ্মা শ্রীরামেরে ডাকি ।
 কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে রাখিলা জানকী ॥
 সীতাদেবী না মরেন অগ্নিতে পুড়িয়া ।
 এখন পাইবা সীতা, কাঁদ কি লাগিয়া ॥
 দেবের ঠাকুর তুমি, সংসারের সার ।
 সামান্য মনুষ্য হেন কর ব্যবহার ॥

তোমার গায়ের লোমাবলী দেবগণ ।
 সীতাদেবী লক্ষ্মী, তুমি স্বয়ং নারায়ণ ॥
 শ্রীরাম বলেন, মম মানুষেতে জন্ম ।
 মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম ॥
 বিরিকি বলেন, রাম, বলি সারোদ্ধার ।
 তব অবতারে শ্রু কৌতুক অপার ॥
 মৎস্ত-অবতারে কৈলে বেদের উদ্ধার ।
 কুর্শ্ব-অবতারে তুমি স্থাপিলা সংসার ॥
 তৃতীয় অবতারে বরাহ-রূপ ধরি ।
 বসুন্ধরা ধরিলে হে দশন-উপরি ॥
 হিরণ্য-কশিপু রিপু, দৈত্য মহাবল ।
 স্বর্গ আদি ত্রিভুবন জিনিল সকল ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তাহার ভয়ে কাঁপে ।
 তারে সংহারিলা তুমি নরসিংহ-রূপে ॥
 ধরিয়া বামন-বেশ পঞ্চমাবতারে ।
 বলিকে ছলিয়া দ্বারী হইলে তার দ্বারে ॥
 হলধর রূপে রাম হল ধরি হাতে ।
 দহিলা অসুরগণ তাহার আঘাতে ॥
 ষষ্ঠেতে পরশুরাম হৈলা ভৃগুপতি ।
 ভুজ্বলে নিঃকত্রিয়া কৈলে বসুমতী ॥
 সপ্তমেতে রাম-রূপ ধরি নারায়ণ ।
 বধিয়া রাক্ষস, রক্ষা কৈলে ত্রিভুবন ॥
 আর যত অবতার অংশরূপ ধরি ।
 রাম অবতার তুমি আপনি শ্রীহরি ॥
 আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ অবতার ।
 সবংশে রাবণে তুমি করিলা সংহার ॥
 যত যত কত্রিয় আছিল ভূমণ্ডল ।
 সবার অধিক রাম তুমি ধর বল ॥
 না মরিত দশানন অস্ত্র কারো বাণে ।
 বৈকুণ্ঠ ছাড়িলা রাম সেই সে কারণে ॥

তুমি ব্রহ্মা, তুমি শিব, তুমি নারায়ণ ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ ॥
 যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার (১) ।
 ইহ-পরলোক তার হইবে উদ্ধার ॥
 কে বুঝে তোমার মায়া, তুমি লোকপতি ।
 তুমি নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী মূর্তিমতী ॥
 হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ ।
 মনুষ্যের কর্ম কর কেন নারায়ণ ॥

না শুনেন ব্রহ্মার এ প্রবোধ-বচন ।
 সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, অগ্নি উঠহ সত্বর ।
 সমর্পণ কর সীতা রামের গোচর ॥
 ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়া সত্বর ।
 আপনি প্রবেশে অগ্নি-কুণ্ডের ভিতর ॥
 আকাশ পাতাল জুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে ।
 আপনি উঠিয়া অগ্নি সীতা ল'য়ে কোলে ॥
 অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী ।
 যেমন তেমনি আছে গাত্র-বস্ত্রখানি ॥
 মস্তকেতে পঞ্চকূল (২) সেহ না আওরে (৩) ।
 জোড়হাতে রহিলেন রামের গোচরে ॥
 অগ্নি বলিলেন, আমি পাপ-পুণ্য-সাক্ষী ।
 লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি ॥
 ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোন জন ।
 না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ ॥
 আজি হৈতে রাম, মোর সকল জীবন ।
 করিলাম আজি সতী সীতা পরশন ।

বলি রাম, সীতারে না দিও মনস্তাপ ।
 রাজ্য দক্ষ হইবে, জানকী দিলে শাপ ॥
 যেই নারী শুনিবেক সীতার চরিত্র ।
 সর্ব পাপ খণ্ডিয়া সে হইবে পবিত্র ॥
 জীৱামের হাতে সীতা করি সমর্পণ ।
 স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন ॥

—

দশরথের জীৱাম-সম্ভাষণ ও
 ভরতকে বরদান ।

বিরিক্তি বলেন, রাম যে করিলে কাজ ।
 তাহাতে পাইল রক্ষা দেবের সমাজ ॥
 তোমা লাগি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ ।
 দেশে গিয়া সবাচার করহ পালন ॥
 তোমা লাগি ভরত শক্রর প্রাণ ধরে ।
 চারি ভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে ॥
 নামা যজ্ঞ করহ, করহ নানা দান ।
 বংশে রাজা করিয়া আইস নিজ স্থান ॥
 দশরথ মরিলেন তোমা-অদর্শনে ।
 মৃত-পিতা আসিয়াছে তোমা সম্ভাষণে ॥
 পিতা দেখ রামচন্দ্র অপূর্ব-দর্শন ।
 দুই ভাই কর পিতৃ-চরণ-বন্দন ॥
 দেবধারুড় রাজা দেব-বেশধারী ।
 করিলেন প্রণাম লক্ষ্মণ রাবণারি (৪) ॥
 পুত্রবধু শশুরের বন্দন চরণ ।
 রাজা দশরথ কিছু কহেন বচন ॥

(১) অবতার—পৃথিবীতে পাপের প্রাবল্য হেতু আদর্শ হীন ও প্রাণিগণের মধ্যে বিশ্বাস্য উপস্থিত হইলে ভগবান্ মনুষ্যাদি মূর্তি ধারণ করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ভগবানের এই মূর্তি ধারণের নাম অবতার গ্রহণ। যুগে যুগে ভগবান্ নানা মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভগবানের সপ্তম অবতার। (২) পঞ্চকূল—সাদা লাল হৃৎবে মীল ও নানা প্রকার বর্ণ-বিচিত্র কূল। (৩) আওরে—মান হইয়া পড়ে। (৪) রাবণারি—রাবণের শক্র অর্থাৎ রামচন্দ্র।

দক্ষ হইলাম আমি কৈকেয়ী-বচনে ।
 প্রাণ ছাড়িলাম রাম তোমা-অদর্শনে ॥
 পিতা উদ্ধারিল যেন অষ্টাবক্র ঋষি (১) ।
 তোমার প্রসাদে রাম স্বর্গে আমি বসি ॥
 দেবগণ যুক্তি করে, সব আমি শুনি ।
 দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ চক্রপাণি ॥
 লক্ষ্মণের গুণ ব্যাখ্যা করে দেবগণ ।
 রামের যেমন সেবা ক'রেছে লক্ষ্মণ ॥
 সফল হইবে অযোধ্যার পুরীজন ।
 তুমি রাজা হবে, সবার করিবে পালন ॥
 জানকীর চরিত্রে আমার চমৎকার ।
 শুদ্ধা হ'য়ে করিলেন কুলের উদ্ধার ॥
 ভরত কনিষ্ঠ ভাই, প্রাণের সোসর ।
 আমা তুল্য তাহাকে পালিবে বহুতর ॥
 বলিল তোমারে যে কৈকেয়ী কুবচন ।
 মাতা পুত্রে দুইজনে ক'রেছি বর্জন ॥
 এতক বলেন যদি রাজা দশরথ ।
 কৃতান্তলি স্ত্রীরাম কহেন তার মত ॥
 মম দুঃখে ভরত যে হরেছে দুঃখিত ।
 তারে তব আর বর্জা (২) না হয় উচিত ॥
 ভরতেরে বর দেহ দেব-বিজ্ঞমান ।
 তাহাতে হইব তৃপ্ত জুড়াইবে প্রাণ ॥
 রামের বচনে রাজা করেন বিধান ।
 ভরতের শ্রীক মম অমৃত-সমান ॥
 ভরতের বরদান দেবগণ শুনে ।
 আলিঙ্গনে ভুলিলেন আশ্রয় (৩) লক্ষ্মণে ॥

করিয়া রামের সেবা হইলে উদ্ধার ।
 ঘুবিবে তোমার বশ সকল সংসার ॥
 বলেন সীতার প্রতি প্রবোধ-বচন ।
 আমার বচনে তুমি সম্বর ক্রন্দন ॥
 দশমাস ছিলে মাতা রাক্ষসের ঘরে ।
 তেঁই মে তোমারে রাম দেশে নিতে নারে ॥
 হইলা গো অগ্নি-শুকা দেবলোকে জানে ।
 স্ত্রীরামের সহ যাও আপনার স্থানে ॥
 যে কামিনী শুনিলেক তোমার চরিত্র ।
 সর্বপাপ স্ফুটিলেক, হইবে পবিত্র ॥
 দেব-রথে চড়ে রাজা দেব-বেশ ধরি ।
 পুত্রবধু সাস্ত্রাইয়া যান স্বর্গপুরী ॥

ইন্দ্র-কর্তৃক বানরগণের জীবন-দান ।

হইল রাক্ষস-ক্ষয় হৃষ্ট পুরন্দর ।
 বলিলেন রামচন্দ্রে তুমি মাগ বর ॥
 দেবে রক্ষা করিলা মারিয়া দশানন ।
 বর মাগ, ব্যর্থ রাম না হবে বচন ॥
 স্ত্রীরাম বলেন, ইন্দ্র, যদি দিবে বর ।
 তব বরে জীয়ে উঠুক মৃত যে বানর ॥
 ধন জন না দিলাম, নহে ভূমি গাঁধি (৪) ।
 এড়িয়া স্ত্রী-পুত্র এল আমার সংহতি ॥
 হতা সীতা পাইলাম, হইলাম সুখী ।
 বানরের ভাৰ্য্যা-পুত্র কেন হবে দুখী ॥
 এত যদি ইন্দ্রেরে বলেন রঘুনাথ ।
 বলিছেন পুরন্দর জোড় করি হাত ॥

(১) ঋষি অষ্টাবক্র কাছোড় মূনির পুত্র ছিলেন। লক্ষ্মণের সতাপন্থিত বন্দীর মিকট বিচারে পবাস্ত হইলে বন্দী কাছোড়কে সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখেন। অষ্টাবক্র ষাটশত বর্ষক্রমে কালে একদিন মাতা স্নানান্তর নিকট হইতে বন্দী কর্তৃক পিতার দুর্দশার কথা শুনিয়া পিতাকে উদ্ধার করিবার অস্ত্র বন্দীর সহিত বেহ বিচার করিবার অভিলাষে জনক রাজার সত্যায় গমন করেন। অষ্টাবক্র বিচারে বন্দীকে পরাজিত করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে পিতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। (২) বর্জা—বর্জন করা; ত্যাগ করা। (৩) আশ্রয়—পুত্র; আশ্রয় হইতে হাত বলিয়া। (৪) গাঁধি—দাম করি।

ভুবনের নাথ তুমি স্বয়ং নারায়ণ ।
 মারিয়া জীয়াতে পার এ তিন ভুবন ॥
 তুমি জান আপনা, তোমারে জানে কে ।
 মরিয়া না মরে তব নাম জপে যে ॥
 আপনি চাছিলে বর কে করিবে আন ।
 রূপে বেশে সবে হোক দেবতা সমান ॥

ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে (১) ।

সুধাবৃষ্টি হয় মৃত বানর উপরে ॥
 কাটা হাত, কাটা পা, সব লাগে জোড়া ।
 চারি দ্বারে সৈন্য উঠে দিয়ে গাত্র-মোড়া ॥
 যে বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের বাণে ।
 মার মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে ॥
 কুন্তকর্নে মার বলি, কেহ ডাক ছাড়ে ॥
 ইন্দ্রজিতে মার বলি, কেহ ডাক পাড়ে ॥
 দেবাস্তক নরাস্তক আর যে ত্রিশিরা ।
 রাবণেরে মার খাট পরনারী-চোরা ॥
 উন্নত পাগল (২) সবে হৈল রণস্থলে ।
 ইষ্টে মিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরি কোলে ॥
 কারে মার কারে কাট কিসের সংগ্রাম ।
 হইল রাক্ষস-নাশ শক্রজয়ী রাম ॥
 শ্রীরামের বামে দেখে জানকী সন্দরী ।
 দেবগণ দেখে হেথা এই স্বর্গপুরী ॥
 হরিশ্চের কথা যদি শুনিল বানর ।
 মাথা নোয়াইলা গিয়া রামের গোচর ॥
 ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান ।
 মরিলে, প্রসাদে তব পায় প্রাণদান ॥
 তোমা হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে ।
 সেবা করি থাকি যেন রাখি আগে আগে ॥

মরিল বানর যত পেলে প্রাণদান ।
 অজ্ঞাসা করেন রাম দেব-বিষ্ণুমান ॥
 রাম বলে, দেবরাজ, জিজ্ঞাসি তোমারে ।
 এক কথা সন্দ বড় আমার অন্তরে ॥
 উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর ।
 পড়িল উভয় সৈন্য রাক্ষস বানর ॥
 সুধাবৃষ্টি কৈলে তুমি সবার উপর ।
 প্রাণদান পেয়ে উঠে অসংখ্য বানর ॥
 উভয় সৈন্যেতে হৈল সুধা-বরিষণ ।
 বানরের মৃতদেহ পাইল জীবন ॥
 অতএব জিজ্ঞাসা করি যে তব স্থানে ।
 প্রাণদান রাক্ষসে না পায় কি কারণে ॥

ইন্দ্র বলে, রাক্ষস না পাইল জীবন ।

ইহার বৃত্তান্ত শুন কমল-লোচন ॥
 রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে ।
 উদ্ধার হইবে বল কি নামের জোরে ॥
 রাম রাম শব্দ ক'রে ম'রেছে রাক্ষসে ।
 রাম নাম ক'রে ম'রে গেছে স্বর্গবাসে ॥
 শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার ।
 অনা'সে (৩) বৈকুণ্ঠে যায় হইয়া উদ্ধার ।
 মুক্তিপদ পাইয়াছে রাম-নাম গুণে ।
 উদ্ধার হইয়া গেছে বাঁচিবে কেমনে ॥
 ইন্দ্র বলিলেন, বাহ সবে নিজ বাস ।
 এতদিনে সবাকার পূর্ণ অভিজ্ঞাষ ॥
 চৌদ্দ-বর্ষ বনে দশমাস উপবাস ।
 শ্রীরাম জানকী দৌড়ে হউক সম্ভাব ॥
 অবিরাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম ।
 বিশ্রাম করহ রাম, বাই স্বর্গধাম ॥

(১) অমৃত সঞ্চারে—সুধা বর্ষণ করে, এখানে সুধারূপ অমৃত বর্ষণ করে । (২) উন্নত পাগল—একাধিক ।
 (৩) অনা'সে—অল্পে । ইন্দ্রের অজ্ঞারোধে অমরাল শব্দ অনা'স হইয়াছে ।

শ্রীরামকে সীতারে করিয়া সমর্পণ ।
 দেবগণ চলিলেন আপন ভবন ॥
 যখন যে কর্ম, বিভীষণ তাহা জানে ।
 এগার-শ বৃহন্দে নেতের কাপড় টানে ॥
 কাঞ্চন-নির্মিত ঘর অপূর্ব গঠন ।
 রত্ন-সিংহাসনে পাতে নেতের বসন ॥
 উপরে চাঁদোয়া হুলে খাটে শোভে তুলী (১) ।
 ঘর শোভা ক'রে যেন পড়িছে বিজলি ॥
 স্বর্ণময় প্রদীপ জলিছে চারি ভিত ।
 পারিজাত পুষ্প পাতে গন্ধে আমোদিত ॥
 বিশ্ব ব্যাপ্ত করে গন্ধে এক পারিজাতে ।
 এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে ॥
 বিভীষণ আপনি যে রহিল প্রহরি ।
 আবাসের বাহিরে বানর সারি সারি ॥
 বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈল অবতার ।
 সীতাসহ রাম প্রবেশেন সে আগার ॥
 শ্রীরামের পাশে বসিলেন ঠাকুরাণী ।
 শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী যেমন তেমনি ॥
 রাম সীতা দুই জনে বসি সিংহাসনে ।
 পূর্ব দুঃখ স্মরিয়া বিষয় দুই মনে ॥

শ্রীরাম বলেন, প্রিয়ে, তোমার বিচ্ছেদে ।
 যে দুঃখ পেয়েছি সে কহিতে মরি খেদে ॥
 তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি সে জীবন ।
 তোমার বিরহে দেখি শূন্য ত্রিভুবন ॥
 দশ মাস তোমার বদন-অদর্শনে ।
 অন্ধকারে ডুবিয়াছিলাম মানি মনে ॥
 সুধাকরে জ্ঞান করিতাম দিবাকর ।
 তাপভয়ে তাহার না হৈতাম গোচর ॥

অমর-বন্ধার আর কোকিলের ধ্বনি ।
 শুনিলে হইত জ্ঞান, দংশে যেন ফণী ॥
 সাগর বন্ধন করি পাইব জানকী ।
 এ আশায় প্রাণ আছে, থাকে নতুবা কি ॥
 পূর্বে যত দুঃখ পাইলেন দেবী সীতা ।
 রামেরে কহেন তাহা হ'য়ে হর্ষাঘিতা ॥
 উভয়ের মনেতে বেদনা যত ছিল ।
 পরস্পর আলাপে সকল দুঃখ গেল ॥

বানর-গণের সম্ভাব-বিধান ।

প্রভাত হইল নিশা, উদিত ভাস্কর ।
 একে একে সবে গেল রামের গোচর ॥
 চতুর্দিকে দাঁড়াইল শাখামুগগণ (২) ।
 জোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ ॥
 বহুকাল অনাহার, বহু পর্যটন ।
 করিয়া হয়েছে শ্রান্ত শ্রীরঘু-নন্দন ॥
 করুক তোমার পরিচর্যা (৩) দাসীগণ ।
 আমুক কস্তুরী আর সুগন্ধি চন্দন ॥
 দুর্বাদল-শ্যাম তম্বু হ'য়েছে সমল (৪) ।
 সে মল করিয়া দূর করুক নির্মল ।
 সহস্র যুবতী কৃতা আছে মম পাশ ।
 করিয়া তোমার সেবা পুরাউক আশ ॥

শ্রীরাম বলেন, ওহে রাক্ষসধিপতি ।
 আমার বচন তুমি কর অবগতি ॥
 লোকে বলে, তুমি ধর্মময় বিভীষণ ।
 কেমনে এমন কথা কহিলে এখন ॥
 পরপত্নী নাহি দেখি নরনের কোণে ।
 স্পর্শস্থ দূরে থাক, মা চাই নয়নে ॥

(১) তুলী—ভোবক । (২) শাখামুগগণ—বানরসকল । (৩) পরিচর্যা—সেবা । (৪) সমল
 মলিন ।

কোটি কোটি দেবকণ্যা এক ঠাই করি ।
সীতা তুল্য তারা কেহ না হয় সুন্দরী ॥
রাজকূলে জন্মিয়া স্তরত ভাই সুখী ।
কেবল আমার দুঃখে হ'য়ে আছে চুঃখী ॥
হেন স্তরতেরে যদি করি আলিঙ্গন ।
তবে সে পরিব বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন ॥
চৌদ্দবর্ষ ভ্রমিলাম পথে বহুতর ।
তরিলাম বহু নদ নদী ও সাগর ॥
চৌদ্দবর্ষ ভ্রমিলাম পথে বহু ক্রেশে ।
হেন যুক্তি কর যেন ঝাট যাই দেশে ॥

বিভীষণ বলে, প্রভু, পেলে বড় ক্রেশ ।
এক দিন-মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ ॥
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম ।
এক দিনে তোমারে লইবে নিজ খাম ॥
এক দান চাহি আমি বিতর সম্প্রতি ।
কিছুদিন লঙ্কাপুরে করহ বসতি ॥
সকল গৈশ্বের প্রভু করিব সেবন ।
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঞ্জি করহ গমন ॥

শ্রীরাম বলেন, শ্রীত হইলু তোমারে ।
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে ॥
আহার না করে যারা, মরণ না গণে ।
হেন বানরের শ্রীতি ভালবাসি মনে ॥
সুগন্ধি চন্দন বানরেরে দেহ দান ।
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ করহ সন্মান ॥
বানর প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা ।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা ॥

পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ ।
নানা সুখে স্নান করাইল কপিগণ ॥
স্বর্ণখাটে বানর বসিল সারি সারি ।
স্নানদ্রব্য লইয়া আইল বিভীষণী ॥

দেব-দানবের কণ্যা গন্ধর্ব-রূপসী ।
দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হাসি ॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কার আর গায়ের সুগন্ধ ।
পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্দ ॥
দিব্য নারায়ণ-তৈল সুগন্ধি চন্দন ।
হাতাহাতি মাখে সবে আনন্দে মগন ॥
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন ।
গলায় পুষ্পের মালা, নানা আভরণ ॥
লঙ্কার সামগ্রী যত ভুবনের সার ।
রাজার আজ্ঞায় দ্রব্য আনে ভারে-ভার ॥
অপূর্ব ভঙ্কণ-দ্রব্য, দিব্য নারী তায় ।
স্বর্ণখাটে পরিবেষে, বানরেরা খায় ॥
কীরলাড়ু পীপড়ু মোদক রাশি রাশি ।
পাকা কাঁঠালের কোষ সবে খায় চুষি ॥
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণগাড়ু ।
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাল লাড়ু ॥
ঝাল লাড়ু খাইতে চক্ষুতে পড়ে লোহ (১) ।
বাঁপ-মা মরিলে যেন পাইলেক মোহ (২) ॥
গলা আঁচড়ায় কেহ, করে খো খো ।
বুড়া বুড়া কপি বলে, হাত বাড়িয়ে খো ॥
সোনার ডাবরে তারা করে আচমন ।
রতন-বাটায় করে তাহুল ভঙ্কণ ॥
রত্ন-সিংহাসনে তারা করিল শয়ন ।
পদসেবা করিতে আইল কণ্ঠাগণ ॥
স্বর্ণখাটে গুইল তবে সতক বানরে ।
সুবেশা সুন্দরী কণ্ঠা পদসেবা করে ॥
রাবণ হরিয়াছিল যত কণ্ঠাগণ ।
কালবশে করে তারা বানরে সেবন ॥
সুখেতে বসিল নিশা নিশাচর-পুরে ।
নিশা না প্রকৃত হয়, ভাবিছে অনুরে ॥

(১) লোহ—চোখের জল। (২) মোহ—হৃৎ।

সে আশায় নিরাশ হইল কপিগণ ।
 পূর্বদিকে চেয়ে দেখে উদিত তপন ॥
 আইল বানরগণ শ্রীরাম-গোচর ।
 প্রণাম করিয়া কহে, শুন রঘুবর ॥
 তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে যুগে ।
 সদা সেবা করি যেন তব পদযুগে ॥
 যে স্থখে ছিলাম কল্য করি নিবেদন ।
 বড় প্রীত করাইল রাজা বিভীষণ ॥
 স্বর্ণহার ল'য়ে করি দেশেতে গমন ।
 এই আজ্ঞা কর প্রভু কমল-লোচন ॥
 আজ্ঞা কর লঙ্কামাঝে থাকি দুই মাস ।
 বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস ।
 শ্রীরাম বলেন, শুন বলি বিভীষণ ।
 ধন রত্ন দিয়া তুমি তোষ কপিগণ ॥
 বানরের প্রসাদে বাড়িল তব মান ।
 ভালমতে কর তুমি বানরে সন্মান ॥
 পাইয়া রামের আজ্ঞা দাতা বিভীষণ ।
 নানা রত্ন দিল আর মুকুতা কাঞ্চন ॥
 বসন ভূষণ কত দিলেক মাণিক ।
 কুবেরের ধন বৃদ্ধি না হবে অধিক ॥
 নানা দ্রব্যে করাইল বানরে সন্মান ।
 নানা উপহারে কৈল সস্তোষবিধান ॥
 অল্প দানে নাহি মানে আনন্দ চেমন ।
 মুক্তাহারে যেমন হরিষ কপিগণ ॥
 একেক বানর পেয়ে স্বর্ণ সাতনীর (১) ।
 বলে, প্রভু চল এবে দেশে যাত্রা করি ॥

শ্রীরামের স্বদেশে গমন ।
 আসিল পুষ্পক-রথ দেব-অধিষ্ঠান ।
 তহুপরি আওয়াস কুঠারি স্থানে-স্থান ॥
 রথ দশ যোজন কাঁপয়ে (২) সর্বক্ষণ ।
 বাড়িতে চাহিলে হয় সে কোটি যোজন ॥
 পুষ্পক রথেতে বহু রাজহংস জোড়ে ।
 চকুর নিমিষে রথ যোজনেক পড়ে ॥
 চড়েন পুষ্পকে রাম-সীতা কুতূহলে ।
 মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের আঁচলে ॥
 স্মিত্রা-নন্দন বীর চড়িলেন তাতে ।
 একপাশে রহিলেন ধনুর্কাণ হাতে ॥
 রথোপরি শ্রীরাম, ভূমিতে সৈন্তগণ ।
 প্রসন্নবদনে রাম কহেন বচন ॥
 স্ত্রীবের শক্তি আর বানরের হানি (৩) ।
 গুণে বিভীষণের চূড়ায় লঙ্কা জিনি ॥
 সর্ব সেনাপতির করিব গুণগান ।
 সর্বকার্য্য সিদ্ধি যে করিল হনুমান্ ॥
 আপনার দেশে গিয়া কর অধিকার ।
 মেলানি মাগিনু আমি করি পরিহার ॥
 রান্ধসে-বানরে রাম দিলেন মেলানি ।
 হল হল করিয়া পড়িছে চক্রে পানী ॥
 জোড়হাতে বলে নিশাচর কপিগণে ।
 শ্রীরাম হইবে রাজা দেখিব নয়নে ॥
 কৌশল্যার চরণে করিব প্রণিপাত ।
 চারি ভাই তোমরা দেখিব এক সাথ ॥
 এ চক্রে না দেখিলাম তোমার সমান ।
 বিদায় করিলে নাহি যাব নিজ স্থান ॥

(১) স্বর্ণ সাতনীরী—সোনার সাত-নর হার । (২) কাঁপয়ে—কাঁপিয়া থাকে ; জুড়িয়া থাকে ।
 (৩) হানি—প্রাণহানি ; বুঝে অনেক বানর মিহত হইয়াছিল বলিয়া ।

শ্রীরাম বলেন, শুন এ বড় আনন্দ ।
 অযোধ্যায় যাবে যদি চলি আনন্দ স্বচ্ছন্দ ॥
 দেশে তোমা সবার যাইতে নাহি চিতে ।
 যে যাবে সে চড় এসে এ পুষ্পক রথে ॥
 পাইলে রামের আঞ্জা রাক্ষস বানর ।
 লাফে লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর ॥
 রথোপরে আওয়াস দিব্য বাড়ী বেড়া ।
 একেক বানর করে দশ বাড়ী জোড়া ॥
 যেই লাফা (১) পাইয়াছে রত্ন ধন যত ।
 সেই লাফা চড়ে গিয়া সে পুষ্পক রথ ॥
 বনে ডালে বেড়াইত যারা যুখে যুখে ।
 মুক্তা-হার পরি সবে চড়ে গিয়া রথে ॥

তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ ।
 রথের এক কোণে গিয়া বসিল তখন ॥
 চড়িল ছত্রিশ কোটি রাক্ষস বানর ।
 উড়িল আকাশপথে পুষ্পক সুন্দর ॥
 সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ-দেশে ।
 লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবানে ॥

লক্ষণ-কর্তৃক সেতু-ভঙ্গ ।

নেতের কানাৎ (২) দিয়া ঘেরিল চৌউরি (৩) ।
 তার মধ্যে রহিলেন শ্রীরাম-সুন্দরী ॥
 খেতবর্ণ রাজহংস পবনের গতি ।
 রথ বাহে কল শব্দে উল্লসিত-মতি ॥
 লইয়া পুষ্পক রথ রাজহংস উড়ে ।
 চক্ষের নিমিষে রথ যোজনেকে পড়ে ॥
 পবন-গমনে রথ যায় যথা-তথা ।
 সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা ॥
 উঠিল পুষ্পক রথ গগনমণ্ডল ।
 সীতারে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল ॥
 রণস্থলী সীতা তুমি দেখ ভাল মতে ।
 রান্ধা হৈল বানর ও রাক্ষস-শোণিতে ॥
 এখানে পড়িল কুম্ভকর্ণ দুষ্ট জন ।
 ইস্রজিৎ এখানে পড়িল করি রণ ॥
 হেথা পড়িলাম নাগ-পাশের বন্ধনে ।
 নাগ-পাশে মুক্ত হৈলু গরুড়-দর্শনে ॥
 পড়িল লক্ষণ হেথা রাবণের শেলে ।
 ঔষধ আনিল হনু সুষেণের বোলে (৪) ॥
 পড়িল রাবণ হেথা জগতের বৈরী ।
 এই স্থানে কান্দিল সে রাণী মন্দোদরী ॥
 শোন সীতা, সাগরের কল্লোল ভীষণ ।
 মম পূর্ব-পুরুষের সাগর খনন (৫) ॥

(১) লাফা—লক্ষণপটু বানর । (২) নেতের কানাৎ—বেশম-নির্মিত কাপড়ের পরাণা ।
 (৩) চৌরি—ঘর । (৪) বোলে—কথায় । (৫) সূর্য্য-বংশীর সগর রাজা ইন্দ্রের কামনার এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ
 করিবার সংকল্প করেন । শততম যজ্ঞ অকুর্তানের সময়ে ইন্দ্রের ভীত হইয়া সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব চুরি করিয়া
 পাতালে উগ্রতপা কপিল মুনির নিকটে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিয়া আসেন । সূর্য্যের বাট হাজার পুত্র
 ঐ অশ্ব অশ্বেষণের জন্ত পৃথিবী খুঁড়িয়া পাতালে উপস্থিত হয় ও অশ্বকে ধেঁধিতে পার । তাহারা কপিলকে
 অশ্বচোর মনে করিয়া প্রহার করিতে থাকে । এই প্রহারে কপিলের বোধানলে তাহারা পুড়িয়া ভস্ম
 হইয়া যায় । ঐ খননে সাগরের উৎপত্তি হয় । এই জন্তই “মম পূর্ব-পুরুষের সাগর খনন” বলা হইয়াছে ।

তোমার লাগিয়া সীতা বান্ধিষু জাগ্রাল ।
উপরে পাথর, হেঁটে (১) তমাল পিয়াল ॥

জানকী বলেন প্রভু কমল-লোচন ।
সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলা গমন ॥
রাবণ আনিল মোরে ললাট-লিখন ।
বিনা দোষে সাগরের হইল বন্ধন ॥
জাগ্রাল বাহিয়া যে রাক্ষস হবে পার ।
পৃথিবাতে না থাকিবে জীবের সঞ্চার ॥
কহেন একথা রাম-সীতা দুইজনে ।
পাতালে থাকিয়া তাহা সাগর-দেব শুনে ॥
উঠিয়া কহেন জোড় করি দুই হাত ।
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ ॥
আমারে বান্ধিয়া কৈলা সীতারে উদ্ধার ।
শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার ॥
তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন ।
তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন্ জন ॥

সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে ।

লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিল জাগ্রালে ॥
ধনু-হলে তিনখান পাথর খসায় ।
করি দশ যোজন একেক পথ হয় ॥
জাগ্রাল ভাঙ্গিল জল বহে খরস্রোতে ।
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল পিয়া রথে ॥
কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের লঙ্কা-কাণ্ড সার ।
অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার ॥

শ্রীরামের শিবপূজা ও তবছাড়াগমে
গমন ।

শ্রীরাম বলেন, শুন জানকি এখন ।
শিবপূজা করি দেশে করিব গমন ॥
শিবপূজা করিতে রামের লাগে মন ।
বুঝিয়া পুষ্পক-রথ নামিল তখন ॥
গড়িয়া বাজির শিব দিলেন লক্ষ্মণ ।
হনুমান আনিলেক কুশুম চন্দন ।
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী ।
জাগ্রালের উপরে পূজেন শূলপাণি ॥
জাগ্রাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম ।
সেকারণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর নাম ॥

পুনঃ চড়িলেন রথে রাম কুতূহলে ।

রাম-সীতা দুই জনে স্বর্ণ-চতুর্দোলে ॥
চতুর্দোলে দ্বারী মাত্র রহেন লক্ষ্মণ ।
রাম সীতা দৌছে হয় কথোপকথন ॥
দেখ দেখ জানকি, সমুদ্রতীরে হেথা ।
ঘর সাজাইষু মোরা দিয়া লতা-পাতা ॥
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি ।
এক যোজনের পথ ঘর একখানি ॥
এইখানে বিভীষণ সহিত মিলন ।
এইখানে সাগর দিলেন দরশন ॥
কিঙ্কিয়ায় দেখ এই গাছের ময়ালি (২) ।
সুগ্রীব হইল মিত্র, হেথা মারি বালি ॥
ঋষ্যমুক পর্বত যে অত্যাচল শিখর ।
সুগ্রীব মিত্রার ঘর উহার উপর ॥

সীতা বলিলেন, রাম কমল-লোচন ।

এ পর্বতে দেখিষু বানর পক্ষ জন ॥
বহু ছিঁড়ি কেলিলাম গাত্র-আভরণ ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি করিষু ক্রন্দন ॥

(১) হেঁটে—নীচে । (২) ময়ালি—শ্রেণী ; মাঝ ।

লতা পাতা ধরি আমি রহিবার মনে ।
 ছাড় ছাড় বলি ছুঁই চুলে ধরি টানে ॥
 শ্রীরাম বলেন, নাহি কহ সে বচন ।
 তোমারে হরিয়্য তার হইল মরণ ॥
 চৌদ্দ-যুগ ছিল রাবণের পরমায়ু ।
 তব চুল ধরিয়্য সে হইল অল্পায়ু ॥
 পম্পা-সরোবর (১) সীতা কর নিরীক্ষণ ।
 ছিলেন ইহার কুলে মতঙ্গ ত্রাঙ্গণ ॥
 স্নান-বস্ত্র রাখিলেন মুনি বৃক্ষ-ডালে ।
 হইল সহস্র বর্ষ তবু নাহি গলে (২) ॥
 মরিল কবন্ধ (৩) হেথা ঘোর দরশন ।
 যাহার একেক হাত একেক যোজন ॥
 অটায়ু পক্ষীর (৪) স্থান দেখহ জানকি ।
 তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী ॥
 প্রমোদিয়া (৫) ঘর দেখ করিল লক্ষণ ।
 এই ঘর হৈতে তোমা হরিল রাবণ ॥
 তোমা হারাইয়া মোর হইল হতাশ (৬) ।
 এই ঘরে করিলাম দুই উপবাস ॥
 হের ওই রণস্থলী দেখহ স্তম্ভরি ।
 সহস্র রাক্ষসে খর-দুষণেরে মারি ॥
 অগস্ত্য (৭) মুনির দেখ স্থান পঞ্চবটী ।
 যথা সূৰ্ণখার নাসিকা কাণ কাটি ॥
 ওই দেখ মুনি-পাড়া শরভঙ্গ-ঘর ।
 যথা ধনুর্বাণ মোরে দিলা পুরন্দর ॥

অত্রি মুনির (৮) বাড়ী সীতা নহে দূর ।
 যেখানে পরিলা তুমি স্তম্ভর সিন্দূর ॥
 কুস্তী নদীতীর (৯) এই কর প্রণিধান ।
 করিলাম যেখানে পিতার পিণ্ডদান ॥
 হাতে পিণ্ড নিতে পিতা এলেন গোচরে ।
 শাস্ত্রমত থইলাম কুশের উপরে ॥
 চিত্রকূট গিরি সীতা ওই দেখা যায় ।
 ভরত আইল যথা লইতে আমায় ॥
 নারদ বশিষ্ঠ আইলা কুল-পুরোহিত ।
 ভরত বিনয় করিলেক যথোচিত ॥
 শুনিলে ভরত-বাক্য পিতৃ-সত্য নড়ে ।
 কার্য্য সিদ্ধ হইল, সকল মনে পড়ে ॥
 শৃঙ্গবের পুর ওই গাছের ময়াল (১০) ।
 যাতে মিত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল ॥
 নন্দিগ্রাম দেখ সীতা গাছের ময়ালি ।
 যেখানে ভরত ভাই আছে মহাবলী ॥
 নন্দিগ্রাম নাম শুনি বানর কোতুকী ।
 রথে চড়ি দেখে তারা দিয়া উকি-বুকি ॥
 নন্দিগ্রাম নামে সবে হরিষ বিশেষ ।
 সবে বলে, প্রভু, আজি বুঝি যাব দেশ ॥
 শ্রীরাম বলেন, হেথা মুনি ভরত্বাজ ।
 তাঁর সহ সম্ভাষিতে হইবেক ব্যাজ (১১) ॥
 বন্দিতে মুনির পদ শ্রীরামের মন ।
 বুঝিয়া আপনি রথ নামিল তখন ॥

(১) পম্প-সরোবর—ঋষ্যমুক পর্বতের পাদদেশে পম্পাসরোবর ও পম্পানদী প্রবাহিত ।
 সরোবরের জল ক্ষুদ্র নদীরূপে তুঙ্গভদ্রা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । (২) গলে—নষ্ট হয় ।
 (৩) কবন্ধ—১২২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য । (৪) অটায়ু পক্ষী—১৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।
 (৫) প্রমোদিয়া ঘর—প্রমোদ ভবন । (৬) হতাশ—আক্ষেপ ; খেদ ; শোক । (৭) অগস্ত্যমুনি—
 উর্ধ্বশীর্ষে মিত্রাবরুণের শক্তি স্থাপিত হইলে ঐ তেজঃ কুম্ভমধ্যে রক্ষিত হয় । সেই কুম্ভে ইহার জন্ম
 হইয়াছিল । ইনি বিদ্যা পর্বতের গুরু ছিলেন । (৮) অত্রিমুনি—ত্রাশ্বার নেত্র হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছিলেন । মনুস্বষ্ট প্রজাপতি-বিশেষ । সপ্তর্ষিগণের অস্ত্রতম ঋষি । ইনি ব্রহ্ম, চূর্কাসা ও চন্দ্রের
 পিতা । ইনি অনেক বেদমন্ত্র বচনা করিয়াছিলেন । (৯) কুস্তী-নদীতীর—গরার অপর পারে কুস্তীতীরে
 পর্বত-পাদস্থলে ই মুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় । (১০) ময়াল—শ্রেণী । (১১) ব্যাজ—বিলম্ব ; ঘেরি ।

মুনি-তপোবনে রাম করিয়া প্রবেশ ।
 দেখিলেন সর্বত্র সকল সন্ন্যাস (১) ॥
 মুনির চরণে রাম করি নমস্কার ।
 জিজ্ঞাসেন, কহ মুনি, শুভ সমাচার ॥
 বহুকাল বনবাসী, না জানি কুশল ।
 কহ আগে ভারতের রাজ্য-বলাবল ॥
 মাতা কি বিমাতা কি পিতার যত রাণী ।
 কে কেমন আছে তাহা কিছু নাহি জানি ॥
 মুনি বলে, রাম, তুমি না হও উত্তরোল ।
 সকলে আছেন ভাল, এসে দেহ কোল ॥
 মাতা কি বিমাতা তব কেহ নাহি মরে ।
 দেশে গিয়া সবারে দেখিবে ঘরে ঘরে ॥
 রাজকর্মে ভারতের অপূর্ব কাহিনী ।
 চারি যুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি ॥
 চতুর্দাল সিংহাসন ছাড়ে খাট পাট (২) ।
 হস্তী ঘোড়া আছে তবু ভূমে বাহে বাট (৩) ॥
 গাছের বাকল পরে স্রুটা ধরে শিরে ।
 অগুরু চন্দন চূয়া না মাখে শরীরে ॥
 ভারত হইয়া রাজা নহে রাজ-ভোগী ।
 মুনি-ব্যবহার করে যেন মহাযোগী ॥
 রত্ন-সিংহাসনেতে নেতের বস্ত্র পাতি ।
 তোমার পাদুকা খুয়ে ধরে দণ্ড-ছাতি ॥
 পাদুকার হেঁটে বৈসে কৃষ্ণসার-চর্ম্মে ।
 বশিষ্ঠ নারদে ল'য়ে থাকে রাজকর্মে ॥
 দেওয়ান (৪) সারিয়া যবে ভারত ঘরে যায় ।
 তব পাদুকার ঠাই মাগয়ে বিদায় ॥
 শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস ।
 আগ্রহ হইল তাঁর করিতে সম্ভাষ ॥

মুনি বলে, জীরাম আইলা নিকেতন ।
 তব দরশনে মম সকল জীবন ॥
 মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণুপ্রীতিকলে ।
 সেই বিষ্ণু আসিয়াছে কি তপের বলে ॥
 রামরূপে জীহরি আইলা মম পাশ ।
 কি করিব প্রার্থনা এখাই স্বর্গবাস ॥
 বত দুঃখ পেলে রাম দণ্ডক-কাননে ।
 ততোধিক দুঃখ রাম সীতার হরণে ॥
 পাইলা বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে ।
 সর্ব দুঃখ পাসরিলা মারিয়া রাবণে ॥
 তুমি রাম উদ্ধারিলা পৃথিবীর ভার ।
 যে কর্ম্মের কারণে তোমার অবতার ॥
 সে সকল জানিয়াছি রাম আমি ধ্যানে ।
 এক ভিক্ষা দেহ রাম চাহি তব স্থানে ॥
 যদি আসিয়াছ রাম আমার আগারে ।
 ভুঞ্জাইব সবাচারে অতিথি আচারে ॥
 তোমার প্রসাদে দুঃখী নহে এই মুনি ।
 আজ্ঞা কর ভুঞ্জাইব সস্তর অকৌহিনী ॥
 দিব্য আওয়াস দিব, দিব দিব্য বাসা ।
 ভালমতে করিব যে সৈন্যেরে সম্ভাষা ॥
 আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী ।
 রজনী প্রাতে দিব তোমারে মেলানি ॥
 জীরাম বলেন, তব অলঙ্ঘ্য বচন ।
 আজি হেথা থাকি, কালি করিব গমন ॥
 বানরের ভক্ষ্য বস্ত্র ফল সে কেবল ।
 তপোবনে তোমার কলয়ে নানা ফল ॥
 এই দেশে যত আছে কাঁটাল রসাল ।
 অকালে ধরুক ফল ফুল ডালে-ডাল ॥

(১) সন্ন্যাস—সংস্থান । (২) পাট—পট বস্ত্র ; বহুল্য বাহ-পোশাক । (৩) ভূমে বাহে বাট—হাঁটুরা চলে ; অর্থাৎ কোনো যান-বাহন ব্যবহার করে না । (৪) দেওয়ান—দরবার ; বাহকার্য ।

শুক বৃক্ষ মুঞ্জরুক ফল ফুল পাতে ।
লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে ॥
নন্দিগ্রাম ছাড়িয়া বাইতে অযোধ্যায় ।
পথে যেন বানরেরা ফল খেতে পায় ॥
যত বর চান রাম তত দেন ঋষি ॥
আলাপে উভয় মন উভয়ের তুষ্টি ॥

যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান ।
সর্ব-অগ্রে বিশ্বকর্মা হন আগুয়ান ॥
বিশ্বকর্মা নির্মাইল সোণার চউরি ।
স্বর্ণঘাট বান্ধিলেন দীঘল পুখরী ॥
আশী যোজনের পথ করি আয়তন ।
দ্বিতীয় অমরাবতী করিল গঠন ॥
সংসার আনিতে মুনি পারেন ধেয়ানে ।
দেবকন্যাগণে মুনি আনিল সেখানে ॥
ঠাই ঠাই বিরচিল স্বর্ণনাট্যশালা ।
দেবতা গন্ধর্ব বিছাধরাদির মেলা ॥
মুনির তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে ।
জাহ্নবী যমুনা নদী সেইখানে বহে ॥
আরবার ভরদ্বাজ জুড়িলেন ধ্যান ।
আপনি কমলা দেবী হন অধিষ্ঠান ।
লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞে গিয়া করেন রক্ষন ।
দেবকন্যাগণে করে সে পরিবেষণ ॥
স্বর্ণখাল সোণার ডাবর ঝারি পীড়ি ।
আশী যোজনের পথ বসে সারি সারি ॥
স্বর্ণখালে পরিবেষে সবে বসি খায় ।
কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায় ॥
অমের কি কব কথা কোথা কোমল মধুর ।
খাইলে মনেতে হয় কি রস মধুর ॥
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ ।
চর্ক চূষ্য লেহু পেষ ভক্ষ্য চতুর্বিধ ॥

যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর ।
যাহা নিরখিবা মাত্র হয় মতি চুর ॥
নিখুঁত নিখুঁত মণ্ডা আর রসকরা ।
দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা ॥
সরুচাকুলির রাশি লবণ-ঠিকরি ।
গুড়পিঠা রুটি লুচি খুরমা কচুরি ॥
ক্ষীর ক্ষীরসা ক্ষীরলাড়ু মুগের সাউলি ।
অমৃত চিতুই পুলি নারিকেল-পুলি ॥
কলাবড়া ভালবড়া আর ছানাবড়া ।
ছানাভাজা খাজা গজা জিলেপি পাপড়া ॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক ।
ভোজন করিল সুখে রামের কটক ॥
দেবভোগ্য ভক্ষ্য ভোগ রসাল সুমুহু ।
যত পায় তত খায় খাইতে সুস্বাদু ॥
আকণ্ঠ পুরিয়া খায় যত ধরে পেটে ।
নড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে ॥
উলটিয়া ডাবরে করিল আচমন ।
স্বর্ণখাটে শুয়ে করে তাগুণ ভক্ষণ ॥
উর্দ্ধদৃষ্টে রহে সবে নাহি চায় হেঁটে ।
কোনরূপে চিত হয়ে শুইলেক খাটে ॥
কোমল শস্যায় সবে নিদ্রা যায় সুখে ।
সুখে রাত্রি বধে সবে মনের কোঁতুকে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা করেন আহার ।
ভরদ্বাজ-মুনির যে ফল তপস্কার ॥
নানা সুখে হইল নিশার অবসান ।
শ্রীরাম শ্রীরাম বলি করে গাত্রোথান ॥

শ্রীরামের স্বপ্ন-গমন ও স্বপ্ন-
সম্ভাষণ ।

হনুমান শ্রীরাম করেন আশ্রয়-দান ।
ভরতের সমাচার দেহ হনুমান্ ॥
নন্দিগ্রামে যাহ হনু ভরত উদ্দেশে ।
কহিবে সকল কথা অশেষ-বিশেষে (১) ॥
শৃঙ্গবের-পুরে তুমি যাবে আশ্রয়ান ।
চণ্ডাল মিতারে মম জানাবে কল্যাণ ॥
চক্ষুর নিমিষে হনু উঠিল গগন ।
ভরত সম্ভাষিতে যায় স্বরিত গগন ॥
মনে মনে চিন্তে বীর পবন-নন্দন ।
কিরূপে গুহের আগে দিব দরশন ॥
স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল ।
বানর দেখিয়া মোরে করিবেক বল ॥
ভেটিব মনুষ্য-রূপে তার বিচ্যমান ।
এই যুক্তি মনে মনে করে হনুমান্ ॥
চক্ষুর নিমিষে গেল শৃঙ্গবের-পুরে ।
নিজ রূপ ত্যজিয়া মনুষ্য-রূপ ধ'রে ॥
গজমুখী (২) ঘর সে ছাউনি সব নাড়া (৩) ।
হনুমান বলে এই চণ্ডালের পাড়া ॥
বসিয়াছে গুহক সে আপন দেওয়ানে ।
নররূপে হনুমান্ গেল বিচ্যমানে ॥
গুহক চণ্ডাল তার গলে পুষ্পমাল ।
হনুমান্ বাস্তী কহে শোন হে চণ্ডাল ॥
শ্রীরাম তোমায় জানাইলেন কল্যাণ ।
মিত্র-সম্ভাষণে চল, ত্যজহ দেওয়ান ॥
হরিষে চণ্ডাল পুছে গদগদ ভাষে ।
শ্রীরাম লক্ষণ সীতা কত দূরে আসে ॥

নররূপী হনু বলে, গুহকে গুহক ।
স্বরিয়া শ্রীরামে মোর জাগিছে পুলক ॥
শ্রীরাম ছিলেন কল্যা ভরতাজ-পুরে ।
পথে দেখা পাবে তাঁর, চলহ সহরে ॥
শ্রীরাম আইসে দেশে প'ড়ে গেল সাড়া ।
ঝাংগুড়গুড় বাত বাজে নাচে চণ্ডাল-পাড়া ॥
উত্ত করি কুঁটি বাক্কে টানি পরে ধড়া ।
নানা অস্ত্রে সাজে জাতি শেল ঝকড়া ॥
চতুর্দিকে হাত তুলি বাজায় চামুচে (৪) ।
উফর ধাক্কা (৫) করি চণ্ডাল ফৌজ নাচে ॥
নাচয়ে চণ্ডাল সব আনন্দ করিয়ে ।
দেখিয়া আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে ॥
গুহ বলে, ধনা মনা দাসী যে সকল ।
মিত্র-সম্ভাষণে লবে শালুকের ফল (৬) ॥
ওড়া (৭) ভরা মৎস্য লবে কৈ আর উৎপল ।
পদ্মের মৃগাল লবে আর পানিফল ॥
চলিল গুহের ফৌজ দগড়ে দিয়া শাপ ।
সাত কোটি চণ্ডাল হইল আশ্রয়ান ॥
একেক চণ্ডাল যায় দেখিতে পর্বত ।
জুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ ॥
নানা ভব্য গুহক রামের কাছে এড়ে ।
রামের ইঞ্জিত পেয়ে বানরেরা নড়ে ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, আহ ত কুশলে ।
গুহ বলে, রাম তুই আইলি ভালে ভালে ॥
শুনিয়া গুহের কথা রামের সম্ভাষণ ।
ভক্তি-মাত্র লন রাম, নাহি লন দোষ ॥
শ্রীরাম গুহের মনস্তপ্তির কারণ ।
রথ হৈতে উলিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥

(১) অশেষ-বিশেষে—সবিস্তারে । (২) গজমুখী—যে ঘরের প্রবেশ-দ্বার প্রস্থের দিকে ; গজহরারী ।
(৩) নাড়া—খড় । (৪) চামুচে—বাতবল বিশেষ । (৫) উফর ধাক্কা—ক্রত ও বিপুলতা ভাবে ।
(৬) শালুকের ফল—ভেট । (৭) ওড়া—ঝাঁক ।

জগতে শ্রীরামের এমন ঠাকুরালি ।
 চণ্ডালে বানরে আর রাক্ষসে মিতালি ॥
 সাতকোটি চণ্ডালে দেখিল রাম-রূপ ।
 অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভব-কূপ ॥
 রাম-সম্ভাষণেতে হইল দিব্যজ্ঞান ।
 সর্ব লোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান ॥
 'রাম রাম' বলিয়া পরাগ যায় যার ।
 চরমে (১) সে স্বর্গে যায়, জন্ম নাহি আর ॥
 নিজ রূপে হনুমান্ উঠিল গগনে ।
 ভারতের কাছে যায় ত্বরিত-গমনে ॥
 নানা তীর্থ এড়াইল নদী নানাস্থানী (২) ।
 হইল গোমতী পার পরম-সন্ধানী (৩) ॥
 হেঁটে শালগাছ এড়ে ত্রিশত যোজন ।
 নন্দিগ্রামে উত্তরিল পবন-নন্দন ॥
 গগন-মণ্ডলে বীর রহে অস্তরীক্ষে ।
 তথায় থাকিয়া বীর নন্দিগ্রাম দেখে ॥
 গড়ের প্রাচীর দেখে পর্বতের সার ।
 হস্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্বত-আকার ॥
 সিংহাসনে পাছকা বেষ্টিত শুভ্র নেতে ।
 শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে চারিভিতে ॥
 ত্রিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর স্ননির্মাণ ।
 গড়ের দুয়ার শোভে বিচিত্র-বিধান ॥
 পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অমৃত নিযুত ।
 অষ্ট-আশী কোটি রাজা দ্বারেতে মজুত ॥
 বিচিত্র নির্মাণ ঘর বিচিত্র আওয়াল ।
 অত্যাচ্চ একেক ঘর লেপেছে আকাশ ॥
 মরকত-স্তম্ভে লাগে মাণিক রতন ।
 হস্তী ঘোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন ॥
 ঠাই ঠাই বিচিত্র সোনার নাট্য-শালা ।
 দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব্ব আদির যত মেলা ॥
 রত্ন-সিংহাসনোপরি নেতবন্ত পাতি ।
 তত্বপরে পাছকা রাখিয়া ধরে ছাতি ॥
 ভারত তাহার নীচে কৃষ্ণসার-চক্ষুে ।
 বশিষ্ঠ নারদ ল'য়ে থাকে রাজকক্ষুে ॥
 ভারত সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং অধিষ্ঠান ।
 অনুমানে ভারতে চিনিল হনুমান্ ॥
 উলিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম ।
 জোড়-হাত করি বলে আপনার নাম ॥
 হনুমান্ নাম মোর, জ্ঞাতিতে বানর ।
 সূত্রীবের পাত্র আমি পবন-কোঙর ॥
 স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ আমি তাঁর দাস ।
 এই পুণ্যে পাইলাম তোমায় সম্ভাষ ॥
 রঘুবংশে ভারত আপনি নারায়ণ ।
 তোমা দরশনে হয় পাপ-বিমোচন ॥
 কেকয়-রাজার কন্যা তোমার জননী ।
 দশরথ ভূপতির মধ্যমা গৃহিণী ॥
 রাজার মহিষী তিনি রাজার নন্দিনী ।
 সৌভাগ্যে তাঁহার সমা নহে অশ্রু রাণী ॥
 করিলা রাজার সেবা বরেন্যা (৪) মহিষী ।
 অন্নিলা বাঁহার গর্ভে তুমি পূর্ণশশী ॥
 বর মাগিলেন তিনি সে অতি অনাৰ্য্য ।
 শ্রীরামের বনবাস, ভারতের রাজ্য ॥
 সে দুর্নাম গেল তাঁর তোমা পুত্রপণে ।
 তোমার চরিত্রে চমৎকার ত্রিভুবনে ॥
 হস্তী ঘোড়া রথ এড়ি ভূমে বাট বাহ ।
 রাজা হৈয়া ভাত্তরক হেন নহে কেহ ॥

(১) চরমে—অস্ত্রমে । (২) নানাস্থানী—নানা স্থান দিগা প্রযাচিতা । (৩) পবন-সন্ধানী—সুর্কোশলী । (৪) বরেন্যা—পুণ্ডরীক ।

ভরত ভূপাল হ'য়ে নহে রাজ্যভোগী ।
মুনি-ব্যবহার কর যেন মহাযোগী ॥
যাঁহারে আনিতে গেলে ল'য়ে রাজ্যখণ্ড ।
যাঁহার পাতুকা' পরি ধর ছত্র-দণ্ড ॥
বহুকাল দুঃখী আছ যাঁহার আশ্রমে ।
সেই রাম পাঠাইলা তোমার উদ্দেশে ॥

শুভবার্তা কহে যদি পবন-নন্দন ।
উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন ॥
হনুমান্ কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে ।
মুক্তার গাঁধনি (১) যেন চক্ষু জল ঝরে ॥
ভরতের নেত্র-জলে হনুমান্ তিতে ।
ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে ॥
তিন শত পাশী দিল বাহি ভাল ভাল ।
দুই শত পাছ দিল রসাল কাঁটাল ॥
অগ্নিবর্ণ স্বর্ণ দিল আশী লক্ষ তোলা ।
মণিমুক্তা দিল কত মধ্যে গাঁধা পলা ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাধান ।
এমন এগার শত কন্যা দিল দান ॥
কন্যাগণে দেখি হাসে পবন-নন্দন ।
পশু আমি, কন্যায় কি মোর প্রয়োজন ॥
ভরত যে দান দেহ কিছুই না মানি ।
রামের মঙ্গল যাহে তাহে আমি গনি ॥

এত যদি হনুমান্ বলিল বচন ।
পুনশ্চ ভরত তারে দিলা আলিঙ্গন ॥
কহু দিনে শুনিলাম অপূর্ব কাহিনী ।
তুমি নহ বানর, দেবের মধ্যে গনি ॥
ভরত বলেন, বীর, জিজ্ঞাসি তোমায় ।
কি কার্য্যে বানরগণ রামের সহায় ॥
কোন কোন সেনাপতি কি তার বাধান ।
দেশে এলে সবাকার করিব সন্মান ॥

এত যদি পূর্বকথা জিজ্ঞাসে ভরত ।
বধাক্রমে হনুমান্ কহিছে তাবৎ ॥
রাজ্য ছাড়ি রাম যান পঞ্চবটী বন ।
সুপর্ণধার নাক কাণ কাটেন লক্ষ্মণ ॥
মারিলেন তথা ধর ত্রিশরা দূষণ ।
যায়াম্গ-চ্ছলে সীতা হরিল রাবণ ॥
সুগ্রীবের সহ সখ্য, সীতা-অন্বেষণ ।
বালিরে মারিয়া রাজ্য সুগ্রীবে অর্পণ ॥
সমস্ত বানর জড় সুগ্রীব-আদেশে ।
সীতা-অন্বেষিতে সবে যাই দেশে দেশে ॥
এক মাস কাল রাজ্য করিল নিশ্চয় ।
মাসের অধিক হৈল প্রাণের সংশয় ॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা-অন্ধকার ।
মরিব বানর-সৈন্য যুক্তি করি সার ॥
অন্ধকার পাতালেতে করিষু প্রবেশ ।
চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ ॥
বিদ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা ।
রাম-নাম বলিতে উঠিল তার পাখা ॥
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ পক্ষিশ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি ।
তার বাক্যে ভরত ডিঙ্গাই সরিৎপতি (২) ॥
সাগরের কূলে গেলাম সকল বানর ।
একাকী ভরত ডিঙ্গাইলাম সাগর ॥
একাকী লঙ্কার মধ্যে করিষু প্রবেশ ।
অন্তঃপুরে সীতার না পাইষু উদ্দেশ ॥
গৃহে গৃহে চাহি আমি সীতা নাই দেখি ।
প্রাচীরে বসিয়া কান্দি হৈয়া বড় দুঃখী ॥
দু-প্রহর রাত্রি গেল, তৃতীয় প্রহরে ।
সীতারে দেখিষু অশোক-কানন ভিতরে ॥
কোথা হৈতে আইলে জিজ্ঞাসেন বৈদেহী ।
রামের বৃত্তান্ত বত তাহা আমি কহি ॥

(১) মুক্তার গাঁধনি—মুক্তার মালা। (২) সরিৎপতি—সাগর।

রামের অঙ্গুরী যে দিলাম নিদর্শন (১) ।
 অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিলা ক্রন্দন ॥
 দিলেন রামের তরে মস্তকের মণি ।
 কহিলেন জানাইতে রামেরে কাহিনী ॥
 সে মণি আনিয়া দিশু রাম-বিচ্যুতানে ।
 মণি পাইয়া কান্দিলেন ভাই দুই জনে ॥
 বানরের সহকারে করি সেতু বন্ধ ।
 মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশস্কন্ধ ॥
 প্রহস্ত মরিল নীল-বানরের তেজে ।
 নাগ-পাশে মুক্ত করিলেন পক্ষিরাজে ॥
 ইন্দ্রজিতে অতিক্রমে মারেন লক্ষ্মণ ।
 শ্রীরামের হাতে হত হইল রাবণ ॥
 শক্রক্ষয় করিলেন রাম বাহুবলে ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আসেন কুশলে ॥
 আইলেন রাক্ষস সূত্রীব বিভীষণে ।
 পাত্র মিত্র লয়ে চল রাম-সন্তাষণে ॥
 ছিলেন শ্রীরাম কল্য ভরদ্বাজ-ঘরে ।
 পথেতে হইবে দেখা, চলহ সহরে ॥
 শুভবার্তা কহে যদি বীর হনুমান্ ।
 শক্রঘেরে ভরত করেন সংবিধান ॥
 সুদিন হৈল ভাই, দুঃখ হৈল শেষ ।
 বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ ॥
 প্রস্তর-প্রতিমা যত আছে স্থানে-স্থান ।
 সুগন্ধি চন্দনে সে-সবারে করাও স্নান ॥
 দেবতার স্থানে বাত বাজাক বাইতি (২) ।
 দেহ ধূপ নৈবেদ্য, স্নতের জাল বাতি ॥
 কল মূল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা ।
 সুগন্ধি চন্দন-কাঠে জালহ পাঁজালা (৩) ॥

উচ্চ নীচ স্থান কর একই সোসর ।
 পথ পরিষ্কার কর, বাছহ কঙ্কর ॥
 প্রতিপুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষ-কলা ।
 গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা ॥
 আলগোছে টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে (৪) ।
 পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে ॥
 রামের চরণ যে করিবে নিরীক্ষণ ।
 কোটি-কোটি-জন্ম-পাপ হইবে মোচন ॥
 যা বলিল ভরত করিল শক্রঘন ।
 নন্দিগ্রাম হৈল যেন অমর-ভুবন ॥
 রামের পাছুকা শিরে করিয়া ভরত ।
 চলিলেন সামন্ত (৫) সহিত শত শত ॥
 পাছুকার উপরে ধরিল ছত্র-দণ্ড ।
 চামর চুলায় তার আনন্দ অখণ্ড (৬) ॥
 প্রতি পদক্ষেপেতে করেন নমস্কার ।
 ভরত আনিতে রামে আনন্দ অপার ॥
 বশিষ্ঠ নারদ চলে কুল-পুরোহিত ।
 সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত ॥
 মুদ্রিত (৭) হইল দোলা নেতের উয়াড়ে ।
 সাত শত সতীনে কৌশল্যা দেবী নড়ে ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ ।
 শ্রীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য ॥
 উর্দ্ধ্বাসে খাইয়া চলিল গর্ভবতী ।
 লজ্জা ভয় ত্যজে যায় কুলের যুবতী ।
 কাণা ধোঁড়া শিশু বৃড়া ল'য়ে অগ্ন জনে ।
 অন্ধ-জন চক্ষু পায় শ্রীরাম-দর্শনে ॥
 অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী ।
 তাহাদের ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী ॥

(১) নিদর্শন—চিহ্ন । (২) বাইতি—বাড়কর । (৩) পাঁজালা—অগ্নি; অগ্নি জালাইয়া রাখিবার অস্ত্র খড়ের বিহুনি । এখানে অগ্নি অর্থে ব্যবহৃত । (৪) আলগোছে টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে—দূর হইতে রেশমী কাপড়ের চিহ্ন টাঙ্গাইয়া দাও । (৫) সামন্ত—অধীন রাণী । (৬) অখণ্ড—অসীম । (৭) মুদ্রিত—টাকা ।

অবধূত (১) সন্ন্যাসী চলিল উর্ধ্বমুখে ।
নপুংসক (২) চলিল, যে অস্ত্রঃপুর রাখে ॥
পাছে পক্ষী না রহে, না রহে পশু বনে ।
স্থাবর অঙ্গম কীট চলিল সঘনে (৩) ॥
ভূত প্রেত পিশাচ যে থাকে অস্তুরীক্ষে ।
রামেরে দেখিতে যায়, কেহ নাহি থাকে ॥
ভের শত বৃহন্দে বাহির হৈল পথে ।
ভরত স্ত্রীরামচন্দ্রে না পান দেখিতে ॥

ভরত বলেন, হে চঞ্চল (৪) হনুমান্ ।
যত কিছু বলিলে হইল সহ আন ॥

হনুমান্ বলিল, না হও উত্তরোল ।
গোমতীর (৫) পারে শুন কটকের রোল ॥
ভরতাজ মুনির বরেতে বিচ্যমান ।
শুক পাছে ফল মূল সহ এই দান ॥
ওই দেখ রথখান গিয়াছে আকাশে ।
ত্রক্ষার রচিত রথ বাহে (৬) রাজহংসে ॥
কি কব রথের কথা অপূর্ব কাহিনী ।
উহার উপরে সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিনী ॥
তিন কোটি রাক্ষস সহিত বিভীষণ ।
এক কোণে রথের রয়েছে তুষ্টি-মন ॥
রথখান দেখ সবে ঢাকিছে গগন ।
ঢাকিল সূর্যের তেজ রথের কিরণ ॥

এমত উভয়ে হয় কথোপকথন ।
হেনকালে রথ লৈয়া আইল পবন ॥
ভরতে দেখিয়া রাম হলেন কাতর ।
অগ্নি-চর্ম্ম-সার অতি ক্ষীণ-কলেবর ॥
চলিয়া আসিতে পদ উখড়িয়া পড়ে ।
হনুমান্ কোলে করি রথে গিয়া চড়ে ॥

রথোপরি চারি ভাই হৈল দরশন ।
চতুর্দশ বৎসরাস্তে দেন আলিঙ্গন ॥
প্রেমে পূর্ণ, আনন্দে বহিছে অশ্রুধার ।
ভরত করেন স্ত্রীরামেরে নমস্কার ।
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত ।
আশীর্বাদ জানকী করেন শত শত ॥
জ্যেষ্ঠ-জ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে ।
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে ॥
তিনের অনুর বটে বীর শত্রুঘন ।
চারি ভাই একেবারে কৈলা আলিঙ্গন ॥
এক বিষ্ণু চারি অংশ মায়ার কারণ ।
দেবগণ বলে, পাছে হয় বা মিলন ॥
একটাই চারি ভাই হইল মিলন ।
আনন্দে অমর করে পুষ্প বরিষণ ॥
স্ত্রীরাম বশিষ্ঠ-গুরু করেন বন্দন ।
সবারে বন্দন রাম কুলের ত্রাঙ্গণ ॥

পুত্র-শোকে কৌশল্যার অস্থিচর্ম্ম সার ।
রাম-নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আর ॥
সুমিত্রার নেত্রে বারি করে ঝর-ঝর ।
সর্ব্বদা কান্দিছে বলি রাম রঘুবর ॥
হেনকালে সীতা সহ স্ত্রীরাম লক্ষ্মণ ।
রথ হৈতে নামি এল জননী-সদন ॥
মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম ।
আশীর্বাদ করে, চিরজীবী হও রাম ॥
অন্ধের নয়ন যেন হয় পুনর্দার ।
সেইরূপ আনন্দ সতিনী দুজন্যার ॥

পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে কান্দে দুই রাণী ।
দুইজনে প্রণমিলা সীতা ঠাকুরাণী ॥

(১) অবধূত—সংসার-মায়ার-বৃত্ত পুরুষ । (২) নপুংসক—স্ত্রী ; স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্নহীন প্রাণী । (৩) সঘনে—
বলে বলে । (৪) চঞ্চল—চপল । (৫) গোমতী—গঙ্গার এক উপনদী । গো (বর্ষ) আছে বাতে,
অর্থাৎ ইহার জলে স্নান করিলে বর্ষ লাভ হয় । (৬) বাহে—চামে ।

কান্দেন সুমিত্রা রাণী সীতা ল'য়ে কোলে ।
 তিনজনে তিতিলেক নয়নের জলে ॥
 সুমিত্রার আগে রাম জোড়হাতে কন ।
 এই লহ মাতা, তব প্রাণের লক্ষণ ॥
 বনেতে গমন আমি কৈলু যেই কালে ।
 হাতে হাতে লক্ষ্মণেরে স'পে দিয়াছিলে ॥
 প্রাণের দোসর মম লক্ষণ যে ভাই ।
 লক্ষ্মণের গুণে বনে ছুঃখ জানি নাই ॥
 পিতৃসত্য পালিয়া আইলু দেশে ফিরে ।
 তোমার লক্ষ্মণে এনে দিলাম তোমারে ॥
 সুমিত্রা বলেন, রাম, কত কহ আর ।
 আমার লক্ষ্মণ নহে, জানিও তোমার ॥
 এক কথা রাম, আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে ।
 কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষ্মণের বৃকে ॥
 শ্রীরাম বলেন, মাতা, করি নিবেদন ।
 লঙ্কাপুরী মধ্যে হ'য়েছিল মহারণ ॥
 রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ নাম ধরে ।
 মহাধর্মুর্কর সেই ভুবন ভিতরে ॥
 তাহারে লক্ষ্মণ ভাই করে বিনাশন ।
 মহাক্রোধে সমরে আইল দশানন ॥
 মহারণে লক্ষ্মণেরে শক্তি প্রহারিল ।
 সেই শক্তি লক্ষ্মণের বৃকেতে বাজিল ॥
 অচেতন হ'য়ে ভাই পড়ে রণ-স্থলে ।
 হইয়া ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে ॥
 হনুমান্ ঔষধ আনিয়া তার পর ।
 লক্ষ্মণের প্রাণদান দিল বীরবর ॥
 অতএব এই চিহ্ন শক্তির প্রহার ।
 সে সব কহিতে ছুঃখ বাড়য়ে অপার ॥
 সুমিত্রা বলেন, রাম, শুনহ বচন ।
 শেল-চিহ্ন' পরে কেন না দিলে চরণ ॥

যে পদ-স্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠ-তরী ।
 কেন লক্ষ্মণের বৃকে নাহি দিলে হরি ॥
 লক্ষ্মণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন ।
 তবে শেল-চিহ্ন না থাকিত কদাচন ॥
 হেঁট মুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত ।
 ভরত পাছুকা আনি জোগায় হরিত ॥
 সম্মুখেতে রাখিল পাছুকা দুই পাট ।
 রথ ত্যজি রঘুনাথ ভূমে বাহে বাট ॥
 ভরত বলেন, গৌসাই, করি নিবেদন ।
 মহাব্রত ক'রেছিনু পাছুকা-সেবন ॥
 ব্রত সাক্ষ হৈল মম, তোমা-আগমনে ।
 বারেক পাছুকা দেহ ও রাজা চরণে ॥
 প্রজারা নোঙায় মাথা পাছুকা দেখিয়ে ।
 পাছুকা দিলেন পায়ে হরষিত হ'য়ে ॥
 রাজ্যখণ্ডে যান রাম পরম হরষে ।
 লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃষ্টিবাসে ॥

শ্রীবামের কৈকেয়ী-সম্ভাষণ ।

আইল দেশেতে রাম আনন্দ সবার ।
 শুনিলা কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার ॥
 অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আধি ।
 কথা কি কবেন রাম না বলিয়া ডাকি ॥
 যদি রাম পূর্বমত করে সম্ভাষণ ।
 রাখিব এ দেহ, নহে ত্যজিব জীবন ॥

এতেক ভাবিয়া রাণী হৈল অধোমুখ ।
 করেতে রাখিল এক বিষের লড্ডুক (১) ॥
 যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে ।
 তাজ্জিব এ পাপ প্রাণ বিষপান ক'রে ॥
 এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী ।
 অস্তুরে জানিলা তাহা রাম রঘুমণি ॥
 হইল ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে ।
 আগেতে চলিলা, রাম কৈকেয়ীর ঘরে ॥
 ধুলায় বসিয়া রাণী বিরস-বদন ।
 হেনকালে রাম গিয়া বন্দিলা চরণ ॥
 কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন জোড়-করে ।
 দেশেতে আইনু মাতা চৌদ্দবর্ষ পরে ॥
 অরণ্যে পড়িয়াছিনু অনেক প্রমাদে ।
 উদ্ধার হ'য়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে ॥
 লজ্জা পেয়ে কৈকেয়ী কহিছে রঘুনাথে ।
 কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে ॥
 বনে গেলে দেবতার কার্য্য-সিদ্ধি লাগি' ।
 আম'কে করিলে কেন নিমিস্তের ভাগী (২) ॥
 তুমি গোলোকের পতি জানে এ সংসার ।
 অবতার হ'য়েছ হরিতে ক্ষিত্তি-ভার ॥
 সংসারের সার তুমি, কে চিনিতে পারে ।
 সূর্য্যবংশ পবিত্র তোমার অবতারে ॥
 অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পুরাইলি ।
 আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি ॥

বাছা রাম, বলি তোরে আর এক কথা ।
 এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা ॥
 চিরকাল ভরত-অধিক স্নেহ করি ।
 কু-কথা বলিনু মুখে, তোমার চাতুরী ॥
 সর্ব্ব ঘটে স্থায়ী তুমি, স্থখ-দুঃখ-দাতা ।
 এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা ॥
 লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈলা মাথা ।
 জোড় হাত করি রাম কহিছেন কথা ॥
 কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয় বচনে ।
 তব দোষ নাহি মাতা, দৈব বিড়ম্বনে ॥
 কালেতে সকলি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ ।
 তোমার প্রসাদে বধিলাম দশস্কন্ধ ॥
 তোমা হৈতে পাইলাম স্ত্রী'ব স্মিত (৩) ।
 সঙ্কটেতে স্ত্রী'ব করিল বড় হিত ॥
 তোমার প্রসাদে করি সাগর-বন্ধন ।
 রাবণে মারিয়া তুষিলাম দেবগণ ॥
 জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক স্তকতি ।
 জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী ॥
 তোমা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা ।
 ছলবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা ॥
 সবার আনন্দ হৈল রাম-দরশনে ।
 আনন্দে রহিলা রাম মাতার ভবনে ॥
 কেহ নাচে, কেহ গায় মনের হরষে ।
 লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্টিবাসে ॥

(১) লড্ডুক—লাড়ু । (২) চন্দ্রাবিত বাজ-কর্তা হৈমবতী হাসীর সহিত হিমালয়ে তপস্তা করিতেম । নিকটে অগস্ত্য মুনি তপঃনিবৃত্ত ছিলেন । একদিন অগস্ত্য হারুণ শীত-বায়ুতে পীড়িত হইয়া হৈমবতীর নিকট বস্ত্র তিকা করেন । হৈমবতীর নিকট বস্ত্র না থাকায় তিনি নিজ পরিধের বস্ত্রের অর্ধাংশ অগস্ত্যকে দান করিবার ইচ্ছা করেন । কিন্তু তাঁহার হাসী হৈমবতীকে বস্ত্র দান করিতে ছিল না ; অধিকন্তু মুনিকে নানা কথা শুনাইয়া ছিল । এই অস্ত্র অগস্ত্য কুপিত হইয়া হৈমবতীকে অতিশয় প্রহমান করেন যে, পরজন্মে তুমি রাজকর্তা ও রাজরানী হইয়াও বিস্ময়বিধি হইয়া কলঙ্কভাগিনী হইবে ও এই হাসী কুল-বেহা ও কুংসিং প্রকৃতি হইবে—এবং এই হাসীর অস্ত্রই তোমার কলঙ্ক বটনা হইবে । অগস্ত্যের অতিশয়ে হৈমবতী পর-জন্মে কৈকেয়ী ও হাসী রুহা নামে জন্মগ্রহণ করে । (৩) স্মিত—বিস্ময়ে ।

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক ।

বাহির চৌতরায় (১) রাম করেন দেওয়ান (২) ।

ছত্রিশ কোটি সেনাপতি দাণ্ডায় প্রধান ॥

সবাকারে আসন জোগায় শীঘ্রগতি ।

বসিল ছত্রিশ কোটি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ॥

ভরতে করান রাম সৈন্য-পরিচয় ।

দেখহ সূত্রীব-রাজা সূর্যের তনয় ॥

যুবরাজ অঙ্গদ যে বালির কুমার ।

সূত্রীব দিলেন যারে সর্ব-অধিকার ॥

দেখ গয় গবাক এই গন্ধমাদন ।

মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ-নন্দন ॥

ঋষভ কুমুদ দেখ পনস সম্পাতি ।

নল নীল দেখ এই মুখ্য (৩) সেনাপতি ॥

ঐ দেখ সুষেণ আর মন্ত্রী জাম্ববান্ ।

ঔষধে ও মন্ত্রগাতে দৌহে সাবধান ॥

এই দেখ হনুমান্ পবন-নন্দন ।

যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন ॥

ইহার গুণের কথা কি কব বিশেষ ।

হনুমান্ করিয়াছে সীতার উদ্দেশ ॥

হনুমান্ আমার সকল কার্যে দড় (৪) ।

চারি ভাই হৈতে মম হনুমান্ বড় ॥

ওই দেখ লঙ্কেশ্বর মন্ত্রী বিভীষণ ।

বাহার মন্ত্রণা-গুণে মরিল রাবণ ॥

কহিলেন রঘুনাথ যার যত গুণ ।

সর্বলোক তাঁর পানে চাহে পুনঃপুনঃ ॥

রাক্ষস বানর সব নানা মায়া ধরে ।

রামের ইঙ্গিতে তারা নর-রূপ ধরে ॥

ভরত বলেন, সাক্ষী হও সর্বজন ।

প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন ॥

ভরত প্রণাম করি রামের চরণে ।

জোড়হাতে বলেন সবার বিছমানে ॥

স্থাপ্যধন মম ঠাই আছে পিতৃরাজ্য ।

তোমার অজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্য্য ॥

আজ্ঞা কর, রাজ্য লহ, বৈস সিংহাসনে ।

সেবা ক'রে থাকি রাম-সীতার চরণে ॥

মহারাজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে ।

কেশরীর বিক্রম শৃগালে কোথা বহে ॥

সবলের বোঝা কি দুর্বলে নিতে পারে ।

মম রাজ্য মহাবীর পারে রাখিবারে ॥

অত্ হৈতে রাজ্যভার আমাকে না লাগে ।

ক্রমাগত রাজ্য রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে ॥

ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া ।

ভরতে করেন কোলে বাহু পসারিয়া ॥

বলেন ভরত পুনঃ বিনয়-বচন ।

ভরতের প্রতি রাম কহেন তখন ॥

তব ব্যবহারে ভাই হইলাম বশ ।

পৃথিবী জুড়িয়া তব ঘৃষিবক যশ ॥

জানাইল গগকে উত্তম তিথি বার ।

কাটিতে মাথার জটা হইল সবার ॥

চারি ভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে ।

শুভক্ষণে নাপিত শিরের জটা কাটে ॥

জটাছুট মুগুন করিয়া সুবিধান ।

স্বাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান ॥

অতঃপর করিয়া বক্ষল বিসর্জন ।

পরিধান করিলেন বিচিত্র বসন ॥

জানকীরে স্নান করাইলা যত রাণী ।

বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী আইলা আপনি ॥

শ্রীরাম করিয়াছেন বেসন-আচার ।

কুল পরিয়া সব আছিল সংসার ॥

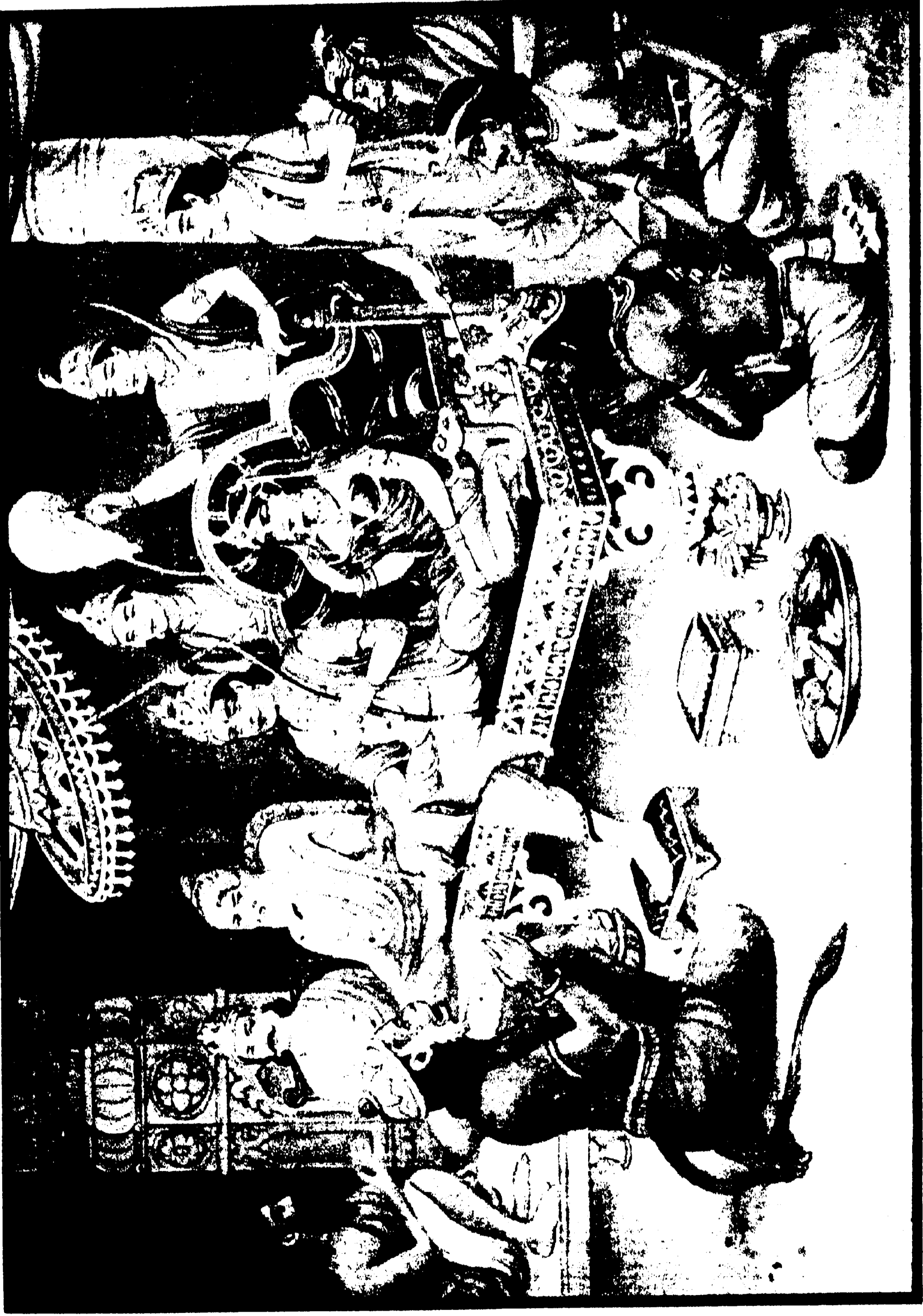
(১) চৌতরায়—চাতালে । (২) দেওয়ান—সভা । (৩) মুখ্য—প্রধান । (৪) দড়—নিপুণ ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



আকাশ পাগল অজুড়ে অগ্নিশিখা তলে।
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা লয়ে ফোলে।—৫৪০ পৃঃ

କୃତ୍ତିବାସୀ ରାମାୟଣ



କୃତ୍ତିବାସୀ ରାମାୟଣ

অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বি-বেশধারী ।
 পরিণ বসন সবে বকুল পরিহরি ॥
 শ্রীরামের দুঃখে লোক ছিল সব দুঃখী ।
 তাঁহার সুখেতে লোক হইলেক সুখী ॥
 আনন্দে কৌশল্যা দেবী করিলা রক্ষন ।
 চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন ॥
 যজ্ঞস্থানে সীতাদেবী গেলেন আপনি ।
 ভোজন করিল সৈন্য সত্তর-অকৌহিনী ॥
 সুখে গেল বিভাবরী, হইল প্রভাত ।
 আইল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ ॥
 শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায় ।
 বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায় ॥
 চলিল রামের সঙ্গে হস্তী ঘোড়া চড়ি ।
 দেখিবারে স্ত্রী-পুরুষ আইল রড়ারড়ি (১) ॥
 যে যেমন ভাবে ছিল, সেই ভাবে ধায় ।
 বৃদ্ধ কাণা খোঁড়া শিশু কেহ নাহি রয় ॥
 কাণা খোঁড়া ধরিয়া ত আনে অশ্রু জনে ।
 সর্ব দুঃখ ঘুচে তার রাম-দরশনে ॥
 উর্দ্ধ-খাসে ধাইয়া আইসে গর্ভবতী ।
 লক্ষ্মী-ভয় পরিহরি আইসে যুবতী ॥
 কি করিবে স্বামী, কি করিবে ধনে জনে ।
 সর্ব-পাপ ঘুচিবেক রাম-দরশনে ॥
 চল সবে দেখি গিয়া রামের বদন ।
 জুড়াইবে নয়ন, স্তম্ভ হবে মন ॥
 মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল দস্তাল (২) ।
 বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল ॥
 ঘোড়া হস্তী চড়ি সবে অযোধ্যায় যায় ।
 শুক পাছে কল ফুল ছিঁড়ি সবে ধায় ॥

স্তম্ভ জোগায় রথ জয় জয় নাদে ।
 রথোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদে ॥
 ধরেন ভারত যে ঘোড়ার কড়িয়ালী (৩) ।
 চামর তুলান শ্রীলক্ষ্মণ মহানলী ॥
 শক্রর রামের গাত্রে করেন ব্যজন ।
 বিরাজিত চারি অংশে রথে নারায়ণ ॥
 দুই দিকে সর্বলোক রাম পানে চাহে ।
 শ্রীরামের যত গুণ শত মুখে কহে ॥
 বহু পুণ্যে পাই প্রভু তোমা হেন রাজা ।
 জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা ॥
 সর্বলোক মুগ্ধ হয় করিয়া দর্শন ।
 সর্বক্ষণ দেখি যে তোমার চন্দ্রানন ॥
 দেখিয়া রামের রূপ ভুবনমোহন ।
 পুরবাসী সকলের তৃপ্তি হইল মন ॥
 শ্রীরামের মন নহে অগ্নের যেমন ।
 যে মন সীতার প্রতি, কে পায় সে মন ॥
 যথা রাম তথা সীতা শোভে দুই জন ।
 অশ্রু পানে শ্রীরাম না চান কদাচন ॥
 সীতার সৌভাগ্য তারা বলিয়া অন্তরে ।
 আপনা নিন্দিয়া সবে গেল ঘরে ঘরে ॥
 ঘরে গিয়া স্ত্রীলোকের প্রাণ নহে স্থির ।
 অযোধ্যায় প্রবেশ করেন রঘুবীর ॥
 ভারতের প্রতি রাম করেন আদেশ ।
 কটক রহিতে স্থান করহ উদ্দেশ (৪) ॥
 পাইয়া রামের আজ্ঞা ভারত সফর ।
 করিলেন নির্দিষ্ট ছত্রিশ কোটি ঘর ॥
 এক বৃন্দ আওয়াস সে দেখিতে রূপস ।
 চালে শোভা করিতেছে রত্নের কলস ॥

(১) বড়ারড়ি—ক্রতবেগে । (২) দস্তাল—বস্ত্রবিশিষ্ট । (৩) কড়িয়ালি—লাগাম । (৪) উদ্দেশ—স্থির ; নির্দিষ্ট ।

রত্নময় ঘরখান ধরে নানা জ্যোতি ।
 এই ঘরে রত্ন স্ত্রী মহামতি ॥
 আর যে আওয়াজ দেখে নিশ্চল কাণ ।
 তিন কোটি রাক্ষসে রত্ন বিভীষণ ॥
 দেখ এই ঘরে মণি মাণিক্য উজলে ।
 রত্ন অঙ্গদ বীর সহ সৈন্যদলে ॥
 আর যে আবাস দেখে মুকুতা-গঠনি ।
 এই খানে হনুমান্ থাকুন আপনি ॥
 সিঙ্কু-নদ-তীরে আর সরযু তীরে ।
 এত দূর চাপি বৈসে রাক্ষস-বানরে ॥
 সিঙ্কু-নদ সরযুতে চলিষ যোজন ।
 এত দূর ব্যাপিয়া রহিল সৈন্যগণ ॥
 স্বর্ণধাটে শুইল বানর শয্যাতে ।
 আমোদ-প্রমোদ কাল কাটে কুতূহলে ॥
 কহেন ভরত পিয়া স্ত্রীবেদের ঘর ।
 কালি ছত্র-দণ্ড ধরিবেন রঘুবর ॥
 পুনর্কক্ষ নক্ষত্র ও পূর্ণ চৈত্র-মাস ।
 শ্রীরাম হবেন রাজা, আজি অধিবাস ॥
 অশ্রু জব্য আনিব সে কোন্ কার্য পণি ।
 আনিতে নারিব চারি সাগরের পানি ॥
 দিলাম চারিটি রত্ন-নির্মিত কলসী ।
 চারি সাগরের জল আনি, নহে বাসী ॥ (১)
 সাত শত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে ।
 শ্রীরামের অভিষেক হবে সেই জলে ॥
 সাত শত স্বর্ণকুম্ভ দিলাম তব ঠাই ।
 সকল নদীর জল যেন কালি পাই ॥
 স্ত্রীবেদ বানর পানে চাহে কটাক্ষেতে ।
 খাইয়া বানর-সৈন্য কুম্ভ নিল হাতে ॥
 রাজা বলে, সাগরের জলে চিহ্ন আছে ।
 খালি-জুলির জল আনি ভাণ্ডাও হে পাছে ॥

পাঠাইলা স্ত্রীবেদ বানর চতুর্ভিত ।
 অধিবাস রামের করেন পুরোহিত ॥
 বশিষ্ঠ নারদ মুনি করে বেদধ্বনি ।
 অখিল ভুবনে শব্দ 'রাম-জয়' শুনি ॥
 রাম-সীতা উপবাসে রহেন দুজনে ।
 পুরী-শুদ্ধ সকলে রহিল আগরণে ॥
 রাম-সীতা দুইজনে কহেন কাহিনী ।
 আর একদিন প্রভু ছিলাম এমনি ॥
 শুনিয়া সীতার কথা শ্রীরামের হাস ।
 মধুর বচনে তাঁরে করেন সম্ভাষ ॥
 পূর্বদিনে রাম-সীতা ছিলেন সংযত ।
 পরদিন রাম রাজা হন শান্তমত ॥
 প্রভাত হইল পূর্ব-দিকের প্রকাশ ।
 বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ ॥
 অগ্নি হেন উড়ি যায় নীল যে বানর ।
 চকুর নিমিষে গেল সে পূর্ব-সাগর ॥
 অষোধ্যা পূর্ব-সাগর চারিণ যোজন ।
 রামের তেজে নীল বীর গেল ততক্ষণ ॥
 কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের ঘাটে ।
 চিহ্ন চাহি নীল বীর ভ্রমে তার তটে ॥
 রক্ত-চন্দনের ডাল দিলেক চাকনি ।
 স্ত্রীবেদের কাছে আনে প্রভাতা রজনী ॥
 আশ্ববান্ তার বাক্যে সাহসে করি ভর ।
 চকুর নিমিষে গেল পশ্চিম সাগর ॥
 অষোধ্যা পশ্চিম-সিঙ্কু অষ্টাশী যোজন ।
 শ্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ ॥
 রাখিল কলসী ভরি সাগরের পাড়ে ।
 চিহ্ন অষেধিয়া বুড়া ভ্রমে উত্তরড়ে (২) ॥
 দেবদারু-ডাল ভাজি আচ্ছাদিল পানী ।
 স্ত্রীবেদের কাছে আনে প্রভাতা রজনী ॥

(১) বাসী—পূর্বদিকের আনা । (২) উত্তরড়ে—খুব ভোরে ; ক্রম ।

দক্ষিণ-সাগরে গেল নল মহাবীর ।
 যেখানে সে বাঙ্কিয়াছে সমুদ্র গভীর ॥
 দক্ষিণ-সাগর পাঁচ শত যে যোজন ।
 শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ ॥
 নলে দেখে' সাগরের উড়িল জীবন ।
 আরবার নল বীর এলো কি কারণ ॥
 সাগরের ত্রাস দেখি নল হস্ত করে ।
 আশ্বাস করিয়া তবে কহিছে সাগরে ॥
 ছিলাম রামের সঙ্গে, তেঁই মম বল ।
 কার শক্তি বাঙ্কিবারে পারে তব জল ॥
 শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যা-নগরে ।
 জল লৈতে আসিয়াছি তোমার গোচরে ॥
 মনে তোলা পাড়া ক'রে নল মহাবল ।
 রত্নকুন্ডে ভরিলেন সাগরের জল ॥
 কলসী ভরিয়া রাখে সেতুর উপরে ।
 চিহ্ন চাহি নল-বীর ভ্রমে তীরে তীরে ॥
 সম্মুখে দেখিল গাছ খবল চন্দন ।
 ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন ॥
 খেতচন্দনের ডালে আচ্ছাদিল পানী ।
 স্ত্রীবের কাছে আনে প্রভাতা রজনী ॥
 উত্তর-সাগর পথ হাজার যোজন ।
 কোন্ বীর যাইবে ভাবিছে মনে-মন ॥
 শ্রীরাম স্ত্রীবে দৌহে করে অনুমান ।
 হাতে-কুন্ড আকাশে উঠিল হনুমান ॥
 হু হু শব্দে যায় বীর বায়ু করি ভর ।
 লেজের টানে উপাড়য়ে পাথর-পাথর ॥
 আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে ।
 বন্ধু অনুবর্জি যেন বাঙ্কব বাহড়ে (১) ॥

পবন-গমনে যায় পবন-নন্দন ।
 মূর্ত্তের মধ্যে গেল হাজার যোজন ॥
 কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের পাড়ে ।
 চিহ্ন চাহি হনুমান্ ভ্রমে উত্তরড়ে ॥
 চন্দনের ডাল তাহে দিলেক ঢাকনি ।
 স্ত্রীবের কাছে আনে প্রভাতা রজনী ॥
 সবাকার পাছে গেল বীর হনুমান্ ।
 আইল লইয়া জল সর্ব আশ্রয়ান ॥
 গয় গবাক শরভ ও গন্ধমাদন ।
 কেশরী কুমুদ আর সুষেণ-নন্দন ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র, আর বানর পনস ।
 আনিল তীরের জল হাজার কলস ॥
 সীতাসহ শ্রীরাম বসেন সিংহাসনে ।
 অভিষেক করিল স্ত্রীবে বিভীষণে ॥
 স্বর্গমর্ত্য পাতালেতে ছু-রাজা সঞ্চারে ।
 ছুই রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে ॥
 পৃথিবীতে বত রাজা আছে চতুর্ভিত ।
 শ্রীরামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত ॥
 স্বর্গলোক মর্ত্যলোক আইল পাতাল ।
 অযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল ॥
 রহিবার স্থান নাহি, সৈন্ত-কলকলি ।
 নানা শব্দে বাঁধ বাজে আর করতালি ॥
 চারিভিতে চামর ঢুলায় রাজগণ ।
 রামের সম্মুখে স্থিত ভাই তিন জন ॥
 বিরিকি বলেন, নাহি যাব রাম-স্থান ।
 দেবকন্যাগণে গিয়া করুক কল্যাণ ॥
 দেবতা তেত্রিশ কোটি রহে অন্তরীক্ষে ।
 দেবকন্যাগণ গেল রামের সম্মুখে ॥

(১) বন্ধু অনুবর্জি যেন বাঙ্কব বাহড়ে—বন্ধুকে বিদায় দিয়া যেমন বাঙ্কব সকল ফিরিয়া আসে ।
 হনুমান্ সমুদ্রের জল আনিবার জন্য বধন আকাশে উঠিল, তখন হনুমানের লেজের টানে জড়াইয়া অমেক
 গাছ-পাথর উপাড়িয়া তাহার সঙ্গে আকাশে উঠিল ; ক্রমে পথে সেই গাছ-পাথর জলে-স্থলে পড়িতে
 লাগিল । হনুমানের অঙ্গ-সংলগ্ন ছিল বলিয়া গাছ-পাথরকে হনুমানের বাঙ্কব-বন্ধন বলি হইয়াছে ।

কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুখাতাও ।
রাম-রাজা গাইলেন গীত লঙ্কাকাণ্ড ॥

বানরগণকে পুরস্কার প্রদান ।

দেবকল্পাগণের আশীর্ষচন ।

রতি সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভাসুমতী,
ইত্যাদি অনেক দেবরামা ।
আইলেন অযোধ্যায়, দাসদাসী সঙ্গে যায়,
বসন-ভূষণে নিরূপমা ॥
হাতে ল'য়ে দুর্বাধান, রামের সম্মুখে যান,
শ্রীরামেরে করিতে কল্যাণ ।
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর,
পৃথিবীতে তব গুণগান ॥
পৃথিবীতে জন্ম নিলা, নরলীলা প্রকাশিলা,
তুমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ।
কি করিব আশীর্ষবাদ, পুরিল মনের সাধ,
করিলাম তব দরশন ॥
আসিয়া কিম্বরীগণে, অভিষেক-নিমন্ত্রণে,
করিল রামের গুণগান ।
বিজ্ঞাধর বিজ্ঞাধরী, আসিয়া অযোধ্যাপুরী,
করে নৃত্য-গীতের বিধান ॥
যত রাজা প্রজাগণ, সকলে আনন্দ মন,
শ্রীরামের অভিষেক-দিনে ।
নানা অর্থ বিতরণে, সম্ভষ্ট ব্রাহ্মগণে,
অভিষেক কৃষ্ণিবাস গুণে ॥

ফেলিয়া দিলেন ব্রহ্মা স্বর্ণপদ্মমালা ।
অলঙ্ক্য করিল শোভা শ্রীরামের গলা ॥
স্বর্ণ-মণি-মাণিক্যে নিশ্চিত দিব্য হার ।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিলা আরো অলঙ্কার ॥
নানাবিধ মণি মুক্তা পরশ পাথর ।
কুবেরের হার শোভে কঠোর উপর ॥
দেব-দত্ত ভূষণেতে হয়ে বিভূষিত ।
রাম রাজা হইলেন জগতে পূজিত ॥
শ্রীরামের অভিষেক শুনে যেই নরে ।
ঐহিক সম্পদ বাড়ে, পরলোকে তরে ॥
কোটি কোটি দ্বিজ যায় শ্রীরামের স্থান ।
যাহার যে অভিলাষ তাহা পায় দান ॥
গ্রাম-ভূমি-স্বর্ণদান করেন শ্রীরাম ।
বিমুখ না হয় কেহ, সবে পূর্ণকাম ॥
পূর্ণ চৈত্রমাস পুনর্কর্ষু যে নক্ষত্র ।
শুভক্লেমে শ্রীরাম ধরেন দণ্ডহস্ত ॥
স্বর্ণ-পদ্মমালা গলে সূর্য্য হেন অলে ।
সে মালা দিলেন রাম স্ত্রীবেশের গলে ॥
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লঙ্কিত ।
অপূর্ব্ব ভূষণে তারে করেন ভূষিত ॥
ছত্রিশ কোটি সেনা পায় শ্রীরামের দান ।
অভিমাণে নীরব রহিল হনুমান ॥
শ্রীরামের দানেতে সকলে হৈল সুখী ।
হনুমান্ কেবল মুদিল দুই আঁধি ॥
অপরাধ কি করিছু প্রভুর চরণে ।
সবায় তোষেন, মোরে নী তোষেন কেনে ॥
বাছির করেন সীতা আপনার হার ।
কি কব তাহার মূল্য ভুবনের সার ॥

সে হার দেখিয়া সবে চাহে পরস্পর ।
 জড়িত বিবিধ মণি রতন পাথর ॥
 বড় বড় সেনাপতি পরস্পর চায় ।
 না জানি সীতার হার কোন জন পায় ॥
 হাতে হার করি সীতা রাম-পানে চান ।
 অভিপ্রায় মনে এই, কারে দেন দান ॥
 বুঝিয়া শ্রীরাম তার করেন বিধান ।
 যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান ॥
 অমুদ্দেশ সময়েতে উদ্দেশ যে করে ।
 মরিয়াছিলাম প্রাণ দিল বারে বারে ॥
 এমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান ।
 কোন জন না করিবে ইথে অভিমান ॥
 জানকী হনু পানে চান বারে বারে ।
 ধৈর্যে গিয়া হনুমান্ গলে হার পড়ে ॥
 মারুতির গলে শোভে জানকীর হার ।
 হনুমান্ প্রণমিল চরণে সীতার ॥
 সীতা বলে, যত কাল থাকিবে পৃথিবী ।
 রোগ-পীড়া-হীন বাপু, হও চিরজীবী ॥
 যাবৎ থাকিবে চন্দ্র-সূর্য্যের প্রচার ।
 যাবৎ রামের নাম সুধিবে সংসার ॥
 তত কাল হইও তুমি অক্ষয় অমর ।
 হনুমান্ পাইল অমর এই বর ॥
 রাম-নাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে ।
 যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে ॥

—

হনুমান্ কর্তৃক বন্ধ: বিদীর্ণ করণ ও অন্তর্গত
 রাম-নাম প্রদর্শন ।

হাসিতে হাসিতে হনু হার ল'য়ে হাতে ।
 ছিন্ন-ভিন্ন করে হার চিবাঁইয়া দাঁতে ॥

হনু দেখিয়া কর্ম হাসেন লক্ষ্মণ ।
 কুপিত রহস্ত-ভাবে বলেন তখন ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু করি নিবেদন ।
 মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ ॥
 সহজে বানর, গণ্য পশুর মিশালে ।
 রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ ।
 কি হেতু ছিঁড়িল হার পবন-নন্দন ॥
 ইহার বৃন্তাস্ত হনুমান্ ভাল জানে ।
 জিজ্ঞাসহ হনুমান্ সভা-বিভ্রমানে ॥
 হনুমান্ বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 বহুমূল্য বলি হার করিষু গ্রহণ ॥
 দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে ।
 রাম-নাম নাহি এই হারের ভিতরে ॥
 রাম-নাম-হীন যাহা, এমন যে ধন ।
 পরিত্যাগ করা ভাল, নাহি প্রয়োজন ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, শুন পবন-কুমার ।
 রাম-নাম চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার ॥
 তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ ।
 কলেবর ত্যাগ কর পবন-নন্দন ॥
 এতক শুনিয়া তবে পবন-কুমার ।
 চিরি নখে বক্ষঃস্থল করিল বিদার ॥
 সস্তামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ ।
 অস্থিময় রাম-নাম লিখা লক্ষ লক্ষ ॥
 দেখিয়া সস্তার লোক হৈল চমকিত ।
 অধোমুখ হইলেন লক্ষ্মণ লজ্জিত ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, শুন বীর হনুমান্ ।
 শ্রীরামের ভক্ত নাই তোমার সমান ॥
 তোমারে জানেন রাম, রামে জান তুমি ।
 তব মহিমার সীমা কি জানিব আমি ॥

হনুমান্ বলে, আমি বনের বানর ।
রামের দাসামুদাস, তোমার নফর ॥
হনুমানের কথা শুনি স্ত্রীরামের হাস ।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

বানর-ভোজন ও বিভীষণাধির
ব্বেষণ যাত্রা ।

বিভীষণে কন রাম করিয়া আদর ।
আজি হইতে তুমি মম ভাই সহোদর ॥
চারি ভাই ছিলাম হৈলাম পঞ্চজন ।
পঞ্চ-জন মিলি রাজ্য করিব পালন ॥
দান ভিক্ষা দিয়া সবে করি পরিহার ।
দানে শূণ্য কৈলা রাম ধনের ভাণ্ডার ॥
সীতা-ঠাকুরাণী গিয়া করিলা রক্ষন ।
চারি ভাই এক ঠাই করিলা ভোজন ॥
বানরেরে অন্ন দেন যতেক রমণী ।
অন্ন দেন হনুমানে সীতা-ঠাকুরাণী ॥
অন্ন দিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন ।
শুধু অন্ন খায় সব পবন-নন্দন ॥
শূণ্য পাত্রে ব্যঞ্জন কেমনে দিব পাতে ।
ব্যঞ্জন লইয়া ফিরে যান দেবী সীতে ॥
পুনর্বার দেন অন্ন আনিয়ে হনুকে ।
ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খেয়ে বসে থাকে ॥
এইরূপে যাতায়াত তিন চারিবার ।
দেখিয়া সীতার মনে লাগে চমৎকার ॥

সীতা বলে, আমি কিছু বৃথিতে না পারি ।
বিশ্বের পালনে অন্নপূর্ণা নাম ধরি ॥
দৃষ্টিমাত্রে সৃষ্টি পূর্ণ করি উপহারে ।
অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে ॥
বৃথিতে না পারি আমি এই কোন্ জন ।
স্বর্ণ-খাল ফেলি কৈলা হস্ত প্রক্ষালন ॥
ধ্যানযোগে মা জানকী দেখিলা সহর ।
বানর-রূপেতে অবতীর্ণ গন্ধাধর (১) ॥
কপি-রূপে বসেছেন কৈলাসের পতি ।
উদর পূরাতে পারে কাহার শক্তি ॥
উর্দ্ধমুখে অর্ঘ্য বিনা না পূরে উদর ।
এতেক ভাবিয়া সীতা চলিলা সহর ॥
গোপনেতে গিয়া মাতা হনুর পশ্চাতে ।
'নমঃ শিবায়' বলি অন্ন দিলা মাথে ॥
হাসিয়া সম্মুখে আসি কহেন বচন ।
কত অন্ন হনুমান্ করিলা ভোজন ॥
মস্তক ফুটিয়া অন্ন উপরে উঠিল ।
হনুমান্ বলে, মাতা, পরিপূর্ণ হৈল ॥
আচমন কৈল গিয়া পবন-কুমার ।
সীতার চরণে হনু কৈল পরিহার ॥
আমি কি জানিব মাতা তোমার মহিমা ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে দিতে নারে সীমা ॥
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি ।
বিষ্ণুর প্রকৃতি তুমি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরষিত মন ।
সবারে বিদায় রাম নিলেন তখন ॥
রাক্ষস-বানরে রাম দিলেন মেলানি ।
গাইয়া রামের গুণ চলিল তখনি ॥

(১) গন্ধাধর—শিব ।—ভগীরথের প্রার্থনার মহাদেব ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসিনী গন্ধার স্রোতধারা ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম গন্ধাধর ।

লতা পাতা খেতে কপি পরিত কাছুটি ।
 শ্রীরামের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটি ॥
 পাসরিব কেমনে শ্রীরাম গুণাধার ।
 আর কবে দেখিব রাম চরণ তোমার ॥
 এইরূপ সর্বত্র করিয়া সুবিহিত ।
 চারি ভাই রাজ্য করে জগতে পূজিত ॥
 করেন অযুত বর্ষ লোকের পালন ।
 জ্যেষ্ঠ-সবে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ ॥
 রাম-রাজ্যে কেহ করে নাহি করে হিংসা ।
 যত রাজগণ করে রামের প্রশংসা ॥
 রাম-রাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জনা ।
 রাম রাজ্য বলি লোকে হইল ঘোষণা ॥
 পাত্র মিত্র সহ রাম যুক্তি অনুমানি ।
 পুষ্পক রথেরে তবে দিলেন মেলানি ॥
 কুবেরের রথ তুমি জানে সর্বজন ।
 কুবেরে জিনিয়া তোমা নিলেক রাবণ ॥
 তাহাকে মারিয়া তোমা করিশু উদ্ধার ।
 কুবেরেরে জানাইও এই পরিহার ॥
 চলিল সে রথখান শ্রীরাম-আদেশে ।
 চক্ষুর নিমিষে গেল পর্বত কৈলাসে ॥

কুবের বলেন, রথ, কে দিল বিদায় ।
 রাবণ লইল তোরে জিনিয়া আমায় ॥
 শুন বলি রথ, তোরে নিল লঙ্কেশ্বর ।
 করিল কুকর্ষ কত তোমার উপর ॥
 রাম সহ একাদশ সহস্র বৎসর ।
 রামের সেবায় কর শুদ্ধ কলেবর ॥
 শ্রীরাম করিলে পরে বৈকুণ্ঠে গমন ।
 ফিরিয়া আমার কাছে আসিও তখন ॥
 রথখান চলিল যে কুবের-আদেশে ।
 আইল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে ॥
 রথ বলে, রঘুনাথ, কর অবধান ।
 কিছুকাল চরণ-নিকটে দেহ স্থান ॥
 রামের আজ্ঞায় রথ রহিল তথায় ।
 সর্বক্ষণ শ্রীরামের দর্শন সে পায় ॥
 যে দুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে ।
 প্রজালোক পাসরিল সদা দরশনে ॥
 এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত ।
 রাজ্য করেন তিন ভ্রাতার সহিত ॥
 কৃষ্ণিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাণ্ড ।
 এত দূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কা-কাণ্ড ॥

প্রাচীন বৃষ্টি-বঙ্গী রামায়ণ

উত্তরাকাণ্ড

—: ০ :—

শ্রীরাধবৎ দশবধাশ্রমপ্রমেয়ং সীতাপতিং রঘুকুলাধরত্নদ্বীপম্ ।
আজানুবাহুমবিন্দুহলায়তাক্ষং রামং নিশাচরবিনাশকং নমামি ॥
বৈদেহীসহিতং সুরক্রমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধো পুষ্পক-আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্ ।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসূতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রেঃ পরম্
ব্যাখ্যাতং ভবতাঈতিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্রামদম্ ॥

রাজ সত্য মুনিগণের আগমন ও শ্রীরাম-সম্ভাষণ ।

আজিকালিকার যেন বৈকুণ্ঠনগরী ।
শঙ্খ-চক্র-পদা-পদ্ম-দিব্য-শাস্ত্র-ধারী ॥
নীলোৎপল সমান শ্রামল কলেবর ।
পীতাম্বর সতড়িৎ যেন জলধর (১) ॥
বনমালা গলে দোলে আর হেম-হার ।
কপালে লম্বিত মণি শোভা কত তার ॥
মকর-কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে ।
তাহার উজ্জল আভা লেপেছে কপোলে ॥
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর ।
চন্দনে চর্চিত অতি সুঠাম শরীর ॥

শ্রীবৎস-শোভিত (২) বন্ধে অতি মনোহর ।
গগন-উপরে যেন শোভে শশধর ॥
চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু শূনি ।
নীল-পদ্ম-কোলে যেন হংস করে ধনি ॥
অঙ্গদ সহিত রাম মন্ত্রী বন্ধুজন ।
ভরত শক্রয় আর বত মুনিগণ ॥
নারদাদি গান করে সনক প্রভৃতি ।
বিভীষণ হনুমান্ সূগ্রীব সংহতি ॥
কি কব রামের গুণ কহিতে অপার ।
রাক্ষস বনের পশু গুণে বন্ধ ধীর ॥

(১) নীলপদ্মের মত শ্রামবেহ পীতবরে বিহ্যৎ-শোভিত নব মেঘের মত বোধ হইতেছে ।
(২) শ্রীবৎস-শোভিত—বন্ধঃস্থলের দক্ষিণাবর্ত লোমাবলি পরিশোভিত ।

ত্রিভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা ।
 চতুর্ভুজ (১) চতুর্ভুজে দিতে নারে সীমা ॥
 হেন রাম দেখি মুনি আনন্দিত-চিত ।
 স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পূজিত ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী সদা করে আরাধন ।
 অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন ॥
 চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ ।
 সনক সনাতন ও বান্দীকি নারদ ॥
 ব্রহ্মা আদি করিয়া যতক দেবগণ ।
 কুবের বরুণ উনপঞ্চাশ পবন ॥
 গরুড় উপরে যেন বসি নারায়ণ ।
 বিষ্ণু-রূপ রামেরে দেখিল মুনিগণ ॥
 মুনি সকলের ছিল যতক বাসনা ।
 সেইরূপ রামেরে দেখিল সর্বজন্য ॥
 বৈকুণ্ঠ-সম্পদ রাম দশরথ-বরে ।
 জন্মিলেন রাবণ-বধার্ঘ্য এ সংসারে ॥
 সেই রূপ সকল দেখিল চক্রপাণি ।
 বিশ্বরূপ (২) দেখি ত্রাস পায় সব মুনি ॥
 আপনার মূর্ত্তি রাম জানেন আপনি ।
 বিষ্ণু-অবতার রাম জানে সর্ব মুনি ॥
 মুনিগণে আগত (৩) দেখিয়া নিজ ধাম ।
 গাত্রোথান করিলেন তখনি জীরাণ ॥
 কৃতাজলি হইয়া দিলেন অর্ঘ্য-জল ।
 জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল ॥
 মুনিরা বলেন, রাম, সমস্ত কুশল ।
 আপনার অনাময় (৪) এবে তুমি বল ॥
 তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী-ঠাকুরাণী ।
 কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি ॥

রাক্ষস দুর্জয় বড় বিধাতার বরে ।
 রাক্ষস-মায়ায় রাম কোন্ জন তরে ॥
 ইন্দ্রজিৎ দুর্জয় সে ত্রিভুবনে জানি ।
 লক্ষ্মণ মারেন তারে অপূর্ব কাহিনী ॥
 মারিলে ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ ।
 মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ ॥
 দেবাস্তক নরাস্তক অতিকায় বীর ।
 মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ দুর্জয়-শরীর ॥
 কুম্ভকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিষম ।
 পালায় যাহার নামে আপনি শমন ॥
 রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে ।
 করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে ॥
 মারিলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি ।
 ইন্দ্রজিতে যে মারিল তাহারে বাখানি ॥
 ইন্দ্রজিৎ মায়াধারী যুঝে অন্তরীক্ষে ।
 না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষু ॥
 ইন্দ্রে বাকি লয়েছিল লঙ্কার ভিতরে ।
 আনিলেন মারিয়া বিরিকি পুরন্দরে ॥
 সেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংস করি এলে ঘর ।
 শুনিয়া এ সব কথা বিশ্বয় অন্তর ॥
 মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে বন্দুত ।
 মারিল লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতে সে অদুত ॥
 জীরাণ বলেন, কি রাক্ষসের বিক্রম ।
 এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ যেন যম ॥
 রাবণের সেনাপতি কেবা করে চেনে ।
 রণে প্রবেশিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে ॥
 রাবণের ভ্রাতা ডরে কেহ নহে স্থির ।
 ত্রিভুবন জিনে কুম্ভকর্ণের শরীর ॥

(১) চতুর্ভুজ—ব্রহ্মা । (২) বিশ্বরূপ—বিষাট মূর্ত্তি । (৩) আগত—উপস্থিত । (৪) অনাময়—মঙ্গল ; কুশল । কত্রিয় ও বহু সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হইলে অনাময় জিজ্ঞাসা করা বিধি ।
 “ব্রাহ্মণঃ কুশলং পৃচ্ছৎ, কত্রয়মনাময়ং ।”

কাটিলে না মরে সে, না ধরে কেহ টান ।
 কুম্ভকর্ণে এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান ॥
 দশ মুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর (১) ।
 তারে ছাড়ি বাখান কি তাঁহার কোত্তর ॥
 অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস ।
 রাক্ষসের সকল জানেন ইতিহাস ॥
 রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি ।
 শ্রীরাম কহেন, মুনি, কহ তাহা শুনি ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥

লক্ষ্মণের চতুর্দশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য, নিম্নাঙ্ক
 ও উপবাস-বিবরণ ।

মহামুনি অগস্ত্য যে বৈসেন দক্ষিণে ।
 রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে ॥
 রাক্ষসের কথা কহে সে অগস্ত্য মুনি ।
 সভাখণ্ডে শুনিছেন সহ রঘুমণি ॥
 অগস্ত্য বলেন, রাম, জিজ্ঞাসি তোমারে ।
 কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে ॥
 ধনুর্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 কোন্ কোন্ বীরে বধ কৈলে কোন্ জন ॥
 শ্রীরাম বলেন, মুনি, নিবেদি চরণে ।
 করিলাম বহু যুদ্ধ তাই দুই জনে ॥
 বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন ।
 শমন-সমান-পরাক্রম সর্বজন ॥
 রাবণ-কুম্ভকর্ণে আমি করেছি নিধন ।
 অতিকায়-ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষ্মণ ॥

মুনি বলে, শুন রাম, নিবেদি তোমারে ।
 ইন্দ্রজিৎ বড় বীর লঙ্কার ভিতরে ॥
 ইন্দ্রে বেঞ্চে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে (২) ।
 ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে ॥
 থাকিয়া মেঘের আড়ে যুঝে অস্তুরীক্ষে ।
 মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্কে ॥
 তাহারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষ্মণে ।
 লক্ষ্মণ-সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
 রাম কন, কি কহিলে মুনি মহাশয় ।
 মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুর্জয় ॥
 দেবতা গন্ধর্ভ রণে নাহি ধরে টান ।
 হেন রাবণ ছেড়ে ইন্দ্রজিতের বাখান ॥

মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব ঠাই ।
 ইন্দ্রজিৎ সম বীর ত্রিভুবনে নাই ॥
 চৌদ্দ-বর্ষ নিম্না নাহি যায় যেই জন ।
 চৌদ্দ-বর্ষ শ্রীমুখ না করে দরশন ॥
 চৌদ্দ-বর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে ।
 ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে ॥

শ্রীরাম বলেন, মুনি, কি কহিলে তুমি ।
 চৌদ্দবর্ষ লক্ষ্মণেরে ফল দিছি আমি ॥
 সীতা সঙ্গে চৌদ্দ-বর্ষ করেছে ভ্রমণ ।
 কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ ॥
 কুটীরেতে বসিতাম সীতার সহিতে ।
 থাকিত লক্ষ্মণ তাই ভিন্ন কুটীরেতে ॥
 চৌদ্দ-বর্ষ কিরূপেতে নিম্না নাহি যায় ।
 কেমনে এমন কথা করিব প্রত্যয় ॥

মুনি বলে, সন্তামধ্যে আনহ লক্ষ্মণ ।
 হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ নারায়ণ ॥

(১) রাবণ মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার অস্ত্র নিজেই দশমুণ্ড কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিল । (২) ইন্দ্র অহল্যার অপমান করিলে গৌতম ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন । এই অভিশাপে ইন্দ্র মেঘনাদ বর্ষক বন্দী হইয়াছিলেন ।

রাম বলে, শীঘ্র বাহ স্মরণ সারথি ।
 সভামধ্যে লক্ষ্মণেরে আন শীঘ্রগতি ॥
 চলিলা স্মরণ তবে স্ত্রীরামের বোলে ।
 লক্ষ্মণ বসিয়া আছে স্মিত্রীর কোলে ॥
 স্মরণ সারথি গিয়া নোঙাইল মাথা ।
 জোড় হাত করি বলে স্ত্রীরামের কথা ॥
 স্মরণের কথা শুনি কহেন লক্ষ্মণ ।
 বন-দুঃখ বুঝি স্থধাবেন নারায়ণ ॥
 আগেতে লক্ষ্মণ পিছে স্মরণ সারথি ।
 প্রণাম করিল গিয়া যথা রঘুপতি ॥

লক্ষ্মণে বলেন রাম মোর দিব্য লাগে ।
 যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কহ সভা-আগে ॥
 চৌদ্দবর্ষ একত্র ছিলাম তিন জন ।
 কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষ্মণ ॥
 তুমি কল আনিতে থাকিতাম আমি ধরে ।
 ফল দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে ॥
 বন মধ্যে তুমি ভিন্ন কুটীরেতে ছিলে ।
 চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি গেলে ॥

লক্ষ্মণ বলেন, শুন রাজীব-লোচন ।
 পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন ॥
 দুই জন আমি বনে করিয়া রোদন ।
 ঋষ্যমূকে মা সীতার পাই আভরণ ॥
 স্ত্রীবের অগ্রে তুমি স্থথালে যখন ।
 সীতার আভরণ কি না চিনহ লক্ষ্মণ ॥
 আমি না চিনিমু প্রভু হার কি কেহুর ।
 সবে মাত্র চিনিলাম চরণ-নূপুর ॥
 সত্য প্রভু একত্র ছিলাম তিন জন ।
 স্ত্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি বদন ॥
 চতুর্দশ বর্ষ নিদ্রা না ঘাই কেমনে ।
 শুন শুন রঘুনাথ কহি তব স্থানে ॥

তুমি আর মা জানকী কুটীরে থাকিতে ।
 আমি ঘর রাখিতাম ধনুঃশর হাতে ॥
 আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে ।
 ক্রোধ করি নিদ্রারে বিদ্ধিমু এক বাণে ॥
 কহি শুন নিদ্রা-দেবি, আমার উত্তর ।
 এসো না আমার কাছে এ চৌদ্দ-বৎসর ॥
 রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যা-পুরেতে ।
 বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে ॥
 হস্ত-দণ্ড ধ'রে আমি দাঁড়াব দক্ষিণে ।
 সেই কালে এস নিদ্রা আমার নয়নে ॥
 তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে ।
 তব বামে মা জানকী বৈসে সিংহাসনে ॥
 আমি দাণ্ডাইমু হস্ত করিয়া ধারণ ।
 হাত বৈতে ট'লে হস্ত পড়িল তখন ॥
 সে কালে আসিয়া নিদ্রা করিল ব্যাপিত ।
 ঐবৎ হাসিয়া আমি হইমু লজ্জিত ॥
 অনাহারে চতুর্দশ বর্ষ হিনু বনে ।
 তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে ॥
 আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম কল ।
 তুমি প্রভু তিন অংশ করিতে সকল ॥
 পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন ।
 আমারে কহিতে, ফল ধর রে লক্ষ্মণ ॥
 আমি ধ'রে রাখিতাম কুটীরেতে আনি ।
 খাইতে কখনো নাহি বল রঘুমণি ॥
 আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার ।
 চৌদ্দ বৎসরের ফল আছয়ে তোমার ॥
 স্ত্রীরাম বলেন, ফল রেখেছ কেমন ।
 সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষণ ॥
 হনুমান আদেশিল ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 বন হৈতে কল আন পবন-নন্দন ॥

হনুমান্ গিয়া তবে দেখিল কাননে ।
 চৌদ্দ বৎসরের ফল আছে পূর্ণ তুণে ॥
 দোখয়া ফলের তুণ হনুমান্ বলে ।
 এই কোন্ কার্য্য হেতু আমারে পাঠালে ॥
 ক্ষুদ্র এক বানরেতে ল'য়ে যেতে পারে ।
 আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার ক'রে ॥
 এত যদি হনুর হইল অহঙ্কার ।
 হইল ফলের তুণ লক্ষ-গুণ ভার ॥
 নাড়িতে নারিল তুণ পবন-নন্দন ।
 সভামধ্যে উত্তরিল বিরস-বদন ॥
 হনু বলে, প্রভু, আমি না পারি বৃষ্টিতে ।
 না পারি নাড়িতে তুণ আমার শক্তিতে ॥
 লক্ষণের পানে চাহে রাজীব-লোচন ।
 হাসিয়া বলেন, তুণ আনহ লক্ষণ ॥
 নিমিষে লক্ষণ গিয়া ধরি বাম হাতে ।
 আনিয়া রাখিল তুণ সবার সাক্ষাতে ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষণ ।
 চৌদ্দ বৎসরের ফল করহ গণন ॥
 প্রত্যেক লক্ষণ বীর দিলেন সকল ।
 সবে মাত্র না মিলিল সপ্ত দিনের ফল ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষণ ।
 সপ্তদিনের ফল তুমি করেছ ভক্ষণ ॥
 লক্ষণ বলেন, শুন দেব নারায়ণ ।
 সপ্তদিন কে ক'রেছে ফল আহরণ ॥
 যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচার ।
 বিশ্বামিত্র-আশ্রমে ছিলাম অনাহার ॥
 সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ ।
 আর ছ' দিনের কথা শুন নারায়ণ ॥

যেদিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ ।
 শোকেতে আকুল, ফল আনে কোন্ জন ॥
 ইন্দ্রজিৎ যেদিন বাঞ্চিল নাগপাশে ।
 অচৈতন্যে গেল দিবা, ফল না আইসে ।
 চতুর্থ দিনের কথা নিবেদি চরণে ।
 ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যেদিনে ॥
 সেই দিন শোকানলে দধু দুই ভাই ।
 মনে ক'রে দেখ প্রভু, ফল আনি নাই ॥
 আর দিন দেখ প্রভু পড়ে কি না মনে ।
 পাঠালে মহীর ঘরে বন্দী যেই দিনে ॥
 জিজ্ঞাসহ সাক্ষী তার পবন-নন্দন ।
 সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ ॥
 শক্তিশেল যেদিন মারিল দশানন ।
 অর্ধৈর্য্য হইলা মম শোকে নারায়ণ ॥
 নিত্য নিত্য আমি ফল আনিলাম গৌসাই ।
 নফর পড়িল, ফল আনা হ'লো নাই ॥
 সপ্ত দিনের কথা প্রভু কি কহিব আর ।
 যেদিন রাবণ-বধ, আনন্দ অপার ॥
 আনন্দ-উৎসবে সবে হইল চঞ্চল ।
 পুলকেতে পাসরিমু আনিবারে ফল ॥
 বিচার করিয়া দেখ জগৎ-গৌসাই ।
 চতুর্দশ বর্ষ আমি কিছু নাহি খাই ॥
 তব মনে, নিত্য ফল খাইত লক্ষণ ।
 পূর্বে কথা কেন প্রভু হ'লে বিশ্বরণ ॥
 বিশ্বামিত্র-স্থানে মন্ত্র পাই দুই জনে ।
 তুমি ভুলিয়াছ প্রভু আছে মোর মনে ॥
 উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র-ঋষি ।
 এ কারণ চতুর্দশ বর্ষ উপবাসী (১) ॥

(১) বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষণকে অধোধ্য হইতে লইয়া আসিবার সময় পশ্চিমদ্যে কুণ্ডলিকা নিবারক এবং সর্কসিদ্ধিকারী এক মহামন্ত্র (বলা ও অতিবলা মন্ত্র) দান করিয়াছিলেন ।

পালিয়া মূনির আশ্রা ভ্রমিতাম বনে ।
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মোর বাণে ॥
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি রামের রোদন ॥

—

লক্ষ্মণ-ভোজন

এইরূপে সবাচারে বিদায় করিয়া ।
অস্তঃপুরে গেলা রাম তিন ভাই লৈয়া ॥
রামের অন্তরে গিয়া চারি ভাই বসি ।
বনবাস-দুঃখ রাম কন হাসি হাসি ॥
জনক-নন্দিনী বৈসে প্রভু-মুখ হেরি ।
আসিলা কৌশল্যা শ্রীরামের অস্তঃপুরী ॥
কোথায় আমার বাছা কমল-লোচন ।
চাঁদ-মুখ হেরি বাছা, জুড়াক জীবন ॥
এই কথা বলি মাতা বসিলা আসনে ।
প্রণমিলা চারি ভাই মায়ের চরণে ॥
তখন জানকী দেবী বাহির হইয়া ।
প্রণাম করিলা আসি ক্ষিতি লোটাইয়া ॥
বিচির আসন আনি আঙ্গিনাতে দিল ।
চারি ভাই সঙ্গে সীতা কৌশল্যা বসিল ॥
চাহিয়া রামের পানে কৌশল্যা জননী ।
কি কথা कहিলে বাপু রাম রঘুমণি ॥

রাম কন, চৌদ্দ-বর্ষ বনবাস-কথা ।
ভরত শক্রয়ে कहিতেছিলাম মাতা ॥
কৌশল্যা বলেন, বাছা, এ কথা না শুনি ।
শুনিলে বনের নাম কাটয়ে পরাণী ॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, কর অবধান ।
ভক্ষণ-সামগ্রী যত কর সাবধান ॥
না তোম জননী মোর, ত্যজ অগ্র কথা ।
চৌদ্দ বৎসরের আজি অন্ন দেহ মাতা ॥
শুনেছ কি লক্ষ্মণের প্রতিজ্ঞা কাহিনী ।
অনাহারে চৌদ্দ-বর্ষ আছে গুণমণি ॥
ইন্দ্রজিৎ অতিকায় রাবণ-কোঙর ।
করিল কঠোর তপ, ব্রহ্মা দিলা বর ॥
যেই বীর চৌদ্দ-বর্ষ নিজা নাহি যাবে ।
অন্ন-জল ফল-মূল কিছুই না খাবে ॥
নিজাত্যাগী, নারীমুখ না দেখিবে যে ।
তোমা দোহাকারে রণে নিপাতিবে সে ॥
সে সব প্রতিজ্ঞা ভাই লক্ষ্মণ পুরিল ।
যমের সমান দোহে লক্ষ্মণ মারিল ॥
ফল-মূল খেয়ে আমি পোহাইশু নিশি ।
চৌদ্দ বর্ষ লক্ষ্মণ যে আছে উপবাসী ॥
জন্মে জন্মে তার ধার শোধিতে নারিব ।
পরজন্মে ব্যর্থ করি কনিষ্ঠ হইব ॥
কৌশল্যার চমৎকার শুনি রামের কথা ।
লক্ষ্মণে করিলা কোলে চুমি তার মাথা ॥
তোমার এমন গুণ বাছা রে লক্ষ্মণ ।
সাগরে কামনা করি পেয়েছি রতন ॥
চৌদ্দ-বর্ষ আছি আমি লোচন-বিহীন ।
পোহাইল কাল রাত্রি, হৈল শুভদিন ॥
আজি মোর সুপ্রভাত, সকল জীবন ।
লক্ষ্মী করিবেন পাক অন্ন ও ব্যঞ্জন ॥

এ কথা কহিয়া মাতা চলিল অন্দরে ।
 রামের বচন গিয়া জানান সবারে ॥
 শুনি যত রাণীগণ আনন্দ বিস্তর ।
 সবে মিলি আসিলেন রামের অন্দর ॥
 সাতশত-উনপঞ্চাশ দশরথের রাণী ।
 নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য নানা-মতে আনি ॥
 প্রজালোক আনে যত সংখ্যা কিবা তার ।
 অযোধ্যা নগরে দ্রব্য আনে ভারে-ভার ॥
 পাত্র মিত্র রড়ারড়ি কত দ্রব্য আনে ।
 পুঞ্জ পুঞ্জ রাশি রাশি ভুরি ভুরি মানে ॥
 রাণীগণ দিল নানা আয়োজন আনি ।
 লক্ষ্মী-বধু রাধিবেন জনক-নন্দিনী ॥
 বিশাখা রেবতী আর সীতার যত দাসী ।
 গন্ধ আমলকী আনি সীতার গায়ে ঘসি ॥
 সুবর্ণ পাটালি আনি দূর কৈল মলি ।
 রূপবতী সীতাদেবী হাসিলা বিজলী ॥
 দামিনী জিনিয়া সীতার হইল সুবেশ ।
 সোনার চিরুণী দিয়া অঁচড়িলা কেশ ॥
 সীতা-কুণ্ডে স্নান কৈলা সীতা ঠাকুরাণী ।
 পরিলা অমূল্য বস্ত্র মূল্য নাহি জানি ॥
 করিবর জিনি সীতা করিলা গমন ।
 হিজুল-জড়িত যেন দুখানি চরণ ॥
 কৌশল্যা বলেন, শুন যত রাণীগণ ।
 লক্ষ্মী-বধু সীতা মোর করিবে রক্ষন ॥
 শাস্ত্রীর পদে সীতা প্রণাম করিয়া ।
 রক্ষনের হেতু শীঘ্র বসিলেন গিয়া ॥
 বসিলেন বিধুমুখী রত্নইশালেতে ।
 শাক সূপ আদি যত লাগিলা রাধিতে ॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র ভরতেরে কন ।
 পাত্র মিত্র পুরজনে কর নিমন্ত্রণ ॥
 চৌদ্দ-বর্ষ আছে মোর ভাই অনাহারে ।
 প্রথমে ভোজন ভাই করাও বিপ্রেরে ॥
 অযোধ্যায় বাস করে যতেক ব্রাহ্মণ ।
 সবাকার বাসে বাসে (১) দেও আয়োজন ॥
 দেব দ্বিজে সন্তুষ্ট করাও আগে ভাই ।
 পশ্চাতে ভোজন মোরা করিব সবাই ॥
 আজ্ঞামাত্র ভরত চলিলা দ্রুতগতি ।
 বিলাইলা বহু ধন ব্রাহ্মণের প্রতি ॥
 ঘরে ঘরে বিস্তর সামগ্রী আনি দিল ।
 রাম নারায়ণ জানি সবাই লইল ॥
 ধ্যানে জানে মুনিগণ রাম নারায়ণ ।
 এ হেতু সামগ্রী সব করিলা গ্রহণ ॥
 অপর যতেক ছিল ক্ষত্রী আদি করি ।
 সবাকারে নিমন্ত্রণ দিলা ত্বরাতরি ॥
 সুগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণ আদি ক'রে ।
 সবাই প্রস্থান কৈলা রামের মন্দিরে ॥
 কটাক্কে (২) রাধেন লক্ষ্মী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ।
 ভাজা তেলা আদি যত না যায় গণন ॥
 পিষ্টক পায়ের রাঙ্কি সমাপন কৈলা ।
 রক্ষন প্রস্তুত বলি রামে জানাইলা ॥
 রাম কন, ভরত, ডাকহ সর্বজনে ।
 স্থান করি পঙ্কি মত বসায় অঙ্গনে ॥
 ভরত ভাষেন রামে জুড়ি দুই হাত ।
 আসিতে অপেক্ষা মাত্র প্রভু রঘুনাথ ॥
 বসিবারে আজ্ঞা তবে রাম করিলেন ।
 ভবনে থাকিয়া তাহা ব্রহ্মা জানিলেন ॥

(১) বাসে বাসে—গৃহে গৃহে । (২) কটাক্কে—ইন্ডিতে ; অতি অল্প সময়ের মধ্যে ।

মনে চিন্তি প্রজ্ঞাপতি শিব প্রতি কন ।
 রত্নই করেন সীতা গুন ত্রিলোচন (১) ॥
 তোমায় আমায় চল প্রসাদ পাইব ।
 লক্ষ্মীর রত্নই অন্ন পূর্ণ করি খাব ॥
 ইহা শুনি মহেশের আনন্দ হইল ।
 প্রেমভাব দেখি ব্রহ্মা শিবে কোল দিল ॥
 এত যুক্তি করি দৌহে করিলা দুইজন ।
 মূহূর্ত্তেকে অযোধ্যায় আইলা গমন ॥
 ছল করি দুই দেব হইলা ব্রাহ্মণ ।
 মহল নিকটে গিয়া দিলা দরশন ॥
 মহল নিকটে এক রম্য স্থান ছিল ।
 তাহার নিকটে গিয়া দুজনে বসিল ॥
 এখানে সকল লোক বৈসে সারি সারি ।
 রাক্ষস বানর বৈসে চণ্ডালাদি করি ॥
 দেখ ভাই শ্রীরামের লীলা অসম্ভব ।
 রাক্ষসে না করে শঙ্কা দেখিয়া মানব ॥
 হাসি হাসি হনুমানে বলেন শ্রীরাম ।
 দ্বারী হয়ে ছার রাখ বাপু হনুমান্ ॥
 পশ্চাতে প্রসাদ পাবে ভোজনাস্তে মোর ।
 সরম ভরম হনু, সব বাছা তোয় ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া ছারে রহে হনুমান্ ।
 অহো ভাগ্য, প্রসাদ দিলেন প্রভু রাম ॥
 অস্তুর্য্যামী রামচন্দ্র জানেন সকল ।
 শিব ব্রহ্মা দুইজনে আইলা মহীতল ॥

আপনি অনন্তদেব স্মিত্রা-নন্দন (২) ।
 ব্রহ্মা শিব বসি ছারে জানিলা তখন ॥
 কৃতান্তলি হয়ে তবে রাম-প্রতি কন ।
 অতিথি থাকিতে মোর না হবে ভোজন ॥
 অপূর্ব্ব অতিথি যদি পার আনিবারে ।
 তবে ত খাইব অন্ন কহিনু তোমারে ॥
 তখন ডাকিলা রাম পবনের সূতে ।
 অপূর্ব্ব অতিথি এক আনহ বরিতে ॥
 অতিথি বিনা লক্ষ্মণের ভোজন নাহি হয় ।
 ফরায় আনহ বাপু পবন-তনয় ॥
 এত শুনি হনুমান্ করিল গমন ।
 চৌতরায় আসি দেখে দুইটি ব্রাহ্মণ ॥
 হনুমান্ বলে, তোমরা কোন্ দুইজন ।
 ব্রহ্মা বলিলেন, মোরা অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
 হনু বলে, একজন চল মোর সাথে ।
 ভোজন করিবা গিয়া রামের অতিথে ॥
 বিপ্র বলেন, হনুমান্ একা নাহি যাব ।
 দু-জনে যাইয়া মোরা, প্রসাদ পাইব ॥
 হনু বলে, আজ্ঞা নাই যেতে দুইজনে ।
 একজন চল গিয়া জানাব শ্রীবামে ॥
 শ্রীরাম কহিলে পুনঃ অণু জন যাবে ।
 আজ্ঞা ল'য়ে আসি আমি ল'য়ে যাব তবে ॥
 এত বলি হনুমান্ ধরে দ্বিজ-হাতে ।
 উঠ উঠ দ্বিজবর, ডাকে বিধিমতে ॥

(১) ত্রিলোচন—মহাশিব বলদগুণ কাশীরাজকে অন্ন বর দিলে কাশীরাজ বিষ্ণু সহিত যুদ্ধার্থী হইল ।
 তখন বিষ্ণু ক্রোধাক্ত হইয়া মহাশিবের উপর সূৰ্শ্বন অন্ন ত্যাগ করিলেন । যন্ত্রপূত সূৰ্শ্বন শিবসংহাবে
 অসমর্থ বিবেচনা করিয়া নিজের গৌরব বন্ধার অন্ন শিবের উর্দ্ধযুগ্মাত্র ছেদন করিল । এক্ষণ মহাশিব ক্রুদ্ধ
 হইয়া নারায়ণের প্রতি শূল নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন । সেই সময়ে ভগবান, শূলধারী মহাশিবের
 ভক্তি করিতে লাগিলেন ও এক সহস্র পদদ্বানের সংকল্প করিলেন । মহাশিব কৌতূহল ক্রমে নারায়ণের
 সংকল্পিত সহস্র পদের একটি হরণ করিয়া লইলেন । এক্ষণ বিষ্ণু সংকল্প নাশের আশঙ্কার স্বীয় কপালের
 চক্কু দিয়া শিবের পূজা করিলেন । সেই সময় হইতে শিব বিষ্ণু-প্রদত্ত ঐ চক্কু পাইয়া ত্রিলোচন নামে
 অভিযুক্ত হইতে লাগিলেন ।—বৃহৎ নারায়ণি । (২) শ্রীবামচন্দ্রের সেবা করিবার অন্ন অনন্তদেব লক্ষণরূপে
 অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

শিব-হস্ত ধরি টানে সে হনু বানর ।
 উঠাতে না পারে হনু কাঁপে থর থর ॥
 ক্রোধ করি হনুমান্ ধরিল ত্রাঙ্কণে ।
 টানাটানি ছড়াছড়ি করে দুই জনে ॥
 ঠেলাঠেলি পেলাপেলি (১) করে দুই বীর ।
 শেষে দুজনের ধূলি-ভূষিত শরীর ॥
 ত্রাঙ্কা কন, হনুমান্, দম্ব কর কেনে ।
 দুইজনে যাব মোরা জানাও শ্রীরামে ॥
 একজনে ল'য়ে যেতে নারিবে নিশ্চয় ।
 শ্রীরামে জানাও গিয়া এই সমুদয় ॥
 বলিলে যাইব, নহে যাব ঘরে ফিরে ।
 এত শুনি হনুমান্ চলে ধীরে ধীরে ॥
 ত্রাঙ্কণের বিবরণ রাঘবে কহিলা ।
 শুনিয়া হরির (২) সঙ্গে হরি (৩) গা তুলিলা ॥
 ত্রাঙ্কণেরা যথা রন, তথা গেলা রাম ।
 বিপ্র-প্রিয় (৪) বিপ্রে দেখি করিলা প্রণাম ॥
 মনে মনে শিব ত্রাঙ্কা প্রণমিলা রামে ।
 দুর্বাদল-শ্যাম দেখি তুষ্ট হৈলা মনে ॥
 রাম কন, দুইজন গা ভোল সহরে ।
 আমার অতিথি হৈয়া চল মোর ঘরে ॥
 শুনিয়া রামের কথা উঠে দুইজন ।
 দুই বিপ্রে ল'য়ে রাম করিলা পমন ॥
 হনুমান্ অনুমান করে মনে মনে ।
 বিষম দরিত্র এই দ্বিজ দুইজনে ॥
 খাইবে সকল অন্ন অনুমানে পাই ।
 শেষ কালে মোর ভাগ্যে দেখি অন্ন নাই ॥
 ত্রাঙ্কণে লইয়া রাম স্নান করাইলা ।
 সুবর্ণের পিঁড়ি আনি দৌহে বসাইলা ॥

বসিল যতেক লোক যথাযে যাগ্য স্থানে ।
 অপূর্ব অতিথি দেখি ভাবে মনে মনে ॥
 রত্নইশালায় রাম গিয়া দাণ্ডাইলা ।
 ভরত শক্রর ভাইয়ে কহিতে লাগিলা ॥
 সবাকারে অন্ন দেহ কহিলেন হরি ।
 জানকী কহেন, রামে জোড়-হাত করি ॥
 অনুমতি দেহ যদি অনাথ-বান্ধব ।
 অন্ন-আদি সবাকারে দিই আমি সব ॥
 'ভাল ভাল' বলি রাম দিয়া গেলা সায় ।
 সবে ল'য়ে ভোজনে বসিলা রঘুরায় ॥
 দুই দ্বিজ বসাইলা মহা সমাদরে ।
 তিন ভা'য়ে বসিলেন রামের গোচরে ॥
 হাতে অন্ন-খালা ল'য়ে আসিলেন সীতা ।
 আগে দুই দ্বিজ দেন জনক-দুহিতা ॥
 শ্রীরাম প্রভৃতি দিলা ভাই চারি জনে ।
 তখন অপরে অন্ন দেন ক্রমে ক্রমে ॥
 লক্ষ্মণাত্রে সবাকারে অন্ন দিলা মাতা ।
 সবে কন, মানুষ নয়, স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা ॥
 ব'সেছে অনেক লোক পাত্র মিত্র যতী (৫) ।
 বানর, রাক্ষস বিভীষণ মহামতি ॥
 সবাকারে অন্ন দেন শাক সূপ আদি ।
 শিব ত্রাঙ্কা বসিলেন লক্ষ্মণ অবধি ॥
 লক্ষ্মণে কহেন রাম, অন্ন খাও ভাই ।
 মোর দিব্য আছে, অন্ন ধ'রে রেখ নাই ॥
 লক্ষ্মণ যে-আজ্ঞা বলি পাতিলেন হাত ।
 প্রসাদান্ন তাহারে দিলেন রঘুনাথ ॥
 এ চৌদ্দ বৎসর পরে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 রাম-প্রসাদান্ন পেয়ে করিলা ভক্ষণ ॥

(১) পেলাপেলি—ধস্তাধস্তি । (২) হরি—বানর ; এখানে হনুমান্ । (৩) হরি—রামচন্দ্র ।
 (৪) বিপ্র-প্রিয়—রামচন্দ্র । (৫) যতী—সন্ন্যাসী ।

‘জয় জয় প্রসাদ’ বলি সকলে বসিল ।
 ‘আন আন দাও দাও’ এই শব্দ হৈল ॥
 প্রথমেতে শাক দিয়া আরম্ভ ভোজন ।
 তার পর সুপ আদি দিলেন তখন ॥
 ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ।
 ক্রমে ক্রমে সবাকারে কৈলা বিতরণ ॥
 শেষে অম্বলান্ত হ’লে ব্যঞ্জন সমাপ্ত ।
 দধি পরে পরমাম পিষ্টকাদি যত ॥
 লক্ষ্মীর হাতের অন্ন সুধার সমাস ।
 এ হেন অমৃত তাঁরা কভু নাহি খান ॥
 সবেকয়, এ আশ্চর্য্য কভু দেখি নাই ।
 একা সীতা সবাকারে অন্ন দিলা ভাই ॥
 এত জনে পরোষিতে (১) একা কেবা পারে ।
 কমলা কৃতার্থ কৈলা আমা সবাকারে ॥
 রাম নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী চন্দ্রমুখী ।
 মোরা অতি ভাগ্যবান, রাম-সীতা দেখি ॥
 শিব ব্রহ্মা আপনাকে মেনেছেন ধন্য ।
 পবিত্র হইলু মোরা, বাজা হৈল পূর্ব ॥
 একুপে ভোজন যেই সমাপ্ত হইল ।
 হেন কালে হনুমান্ তথায় আসিল ॥
 হনুমাণে কন রাম বৈস মোর খালে ।
 রেখেছি প্রসাদ বাপু, খাও যথাকালে ॥
 ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া হনু পেতে দিল হাত ।
 ‘হাতে কেন’ বলি জিজ্ঞাসিলা রঘুনাথ ॥
 হনু কয়, অন্ন প্রসাদ আছে প্রভু পাতে ।
 হাতে দাও, খেয়ে হাত মুছিব মাথাতে ॥
 কাজ নাই সীতানাথ কাকন-খালাতে ।
 তোমার প্রসাদ সুধা দেহ মোর হাতে ॥
 হনু কথায় রাম কহিলেন হাসি ।
 যত খাবে তত দিব, খাও তুমি বসি ॥

জানকী দিবেন অন্ন অভাব কিসের ।
 বসিয়া প্রসাদ খাও পাবে বাপু ঢের ॥
 হনু কয় খান কত পত্র আনি তবে ।
 সুবর্ণে (২) ভোজন মোর কদাপি না হবে ॥
 এত বলি চলে হনু হাতে ল’য়ে ছুরি ।
 কদলী বাগানে বীর গেল শীঘ্র করি ॥
 ভাল ভাল পত্র লয় দীঘল দীঘল ।
 শ দুই আকৃটের বোঝা বাক্কে মহাবল ॥
 পত্র বোঝা হাতে করি হনুমান্ এল ।
 পাকশালার নিকটে উঠানে বসে গেল ॥
 সারি সারি সকল বিছাল আড়ে আড়ে ।
 একেক আকৃট মেলে, কাঠা জুড়ে পড়ে ॥
 একুনেতে বিধা পাঁচ জুড়ি গেল পাতে ।
 বলে, মাতা, অন্ন দেহ ঢালিয়া ইহাতে ॥
 পূর্ব ক’রে পত্র পূরে অন্ন দেহ মাতা ।
 শুনি অন্ন অন্ন হাসি গা তুলিলা সীতা ॥
 খালে খালে অন্ন সীতা বহিলা বিস্তর ।
 প্রফুল্ল হইয়া গেল হনুর অন্তর ॥
 দৃষ্টমাত্র পূরে পত্র, অন্ন হৈল রাশি ।
 তাহা দেখি হনুমান্ মনে বড় খুসি ॥
 ভাজা ভোলা আদি যত ব্যঞ্জন আছিল ।
 চৌদিকে বেঁঠন করি সীতা মাতা দিল ॥
 শ্রীরামে চাহিয়া তবে কহে হনুমান্ ।
 আজ্ঞা পেলে ভোজনে বসিব ভগবান্ ॥
 ‘ব স ব’স’ বলি রাম বলেন হনুরে ।
 লক্ষ্মণ ভরত আজ্ঞা দিলেন তাহারে ॥
 প্রসাদের খালা হনু মাথে করি নিল ।
 অন্নরাশি উপরেতে প্রসাদে ঢালিল ॥
 ‘জয় জয় প্রসাদ’ বলি তুলে নিল হাতে ।
 গ্রাস দুই খেয়ে ভাত, হাত তুলে মাথে ॥

(১) পরিবেষিতে—পরিবেষণ করিতে । (২) সুবর্ণে—সোনার খালার ।

গ্রাস দুই খাইতেই অন্ন ফুরাইল ।
 দেখি এক দৃষ্টে সবে চাহিয়া রছিল ॥
 একরাশি অন্ন দেখ পর্বতের প্রায় ।
 দণ্ডকের মধ্যে হনু সারা কৈল তায় ॥
 আনিয়া প্রচুর অন্ন পুনঃ দেন মাতা ।
 খাও বাছা হনুমান, কহিলেন সীতা ॥
 ডাকিয়া কহেন রাম হনুমাণে চেয়ে ।
 লজ্জা ত্যজি খাও বাপু উদর ভুরিয়ে ॥
 হনু কহে, হেন আজ্ঞা না কর গৌসাই ।
 পূরিতে উদর মোর বহু অন্ন চাই ॥
 হেঁট মাথা কৈলা সীতা হেন বাক্য শুনি ।
 আন তবে জননী গো, দেহ কত গুণি ॥
 আশ্লাদ মানিয়া সীতা অন্ন দেন আনি ।
 হেঁট মাথে খায় বীর রাম-বাক্য শুনি ॥
 পুনঃপুনঃ দেন সীতা অন্ন ও ব্যঞ্জন ।
 যত দেন তত খায় পবন-নন্দন ॥
 পুনঃ পরোষেণ সীতা কটি করে ব্যথা ।
 ভোজন সংবর (১) হনু, সীতার মন-কথা ॥
 চিনি নবাত দধি দুগ্ধ ভুঞ্জি সুধাখণ্ডে ।
 ছলে ভাত দিল সীতা হনুমানের মুখে ॥
 সীতা বলে, দধি দুগ্ধ খাও চিনি নবাত ।
 অন্ন না খাইয়ো, মাথা কুটে এল ভাত ॥
 সীতা বলে, হনুমান, মাথে বুলাও হাত ।
 লঙ্কিত হইল হনু মাথে দেখি ভাত ॥
 দেখিয়া মাথায় ভাত পবন-নন্দন ।
 ভোজন সংবরি বীর কৈল আচমন ॥
 আচমন করি সবে বসিয়া আসনে ।
 কর্পূর তাম্বুল নিল মুখের শোধনে ॥
 প্রসাদ পাইয়া মহানন্দ হৈলা হর ।
 প্রেমভরে সঙ্গাশিব হৈলা দ্বিগম্বর ॥

প্রসাদ পাইয়া ত্রকা মনে আনন্দিত ।
 শিবের ডম্বুরে গায় রাম-নাম গীত ॥
 সম্মুখে দেখেন রাম ত্রকা ত্রিলোচন ।
 দুই হাতে আলিঙ্গিলা কমল-লোচন ॥
 ত্রকা বলে, বিষ্ণু-প্রসাদ পরম পবিত্র ।
 দর্শন করিয়া রামে পূত হইল নেত্র ॥
 প্রেমভরে তিন ভাই কৈলা আলিঙ্গন ।
 বিদায় হইয়া গেল ত্রকা-ত্রিলোচন ॥
 বানর রাক্ষস বাসে গেল সর্বজন ।
 পাত্র-মিত্র প্রজাগণ, আপন ভবন ॥
 লক্ষ্মণ-ভোজনে চৌদ্দ ভুবনে উল্লাস ।
 লক্ষ্মণ-ভোজন বিরচিল কৃষ্ণিবাস ॥

শঙ্করের বিবাহ-সংক

সীরাম বলেন, তুমি মহা তপোধন ।
 কার তরে কৈল ত্রকা লঙ্কার স্বজন ॥
 মুনি বলিলেন, শুন পুরান উত্তর ।
 লঙ্কার স্বজন-হেতু কন মুনিবর ॥
 স্মেরু পবনে বাদ অযুত বৎসর ।
 পবন লঙ্কিতে নারে স্মেরু-শিখর ॥
 তিন শৃঙ্গে পর্বত যে জুড়িল গগন ।
 স্মেরুতে চন্দ্র-সূর্যের নাহিক গমন ॥
 সকল পর্বত জিনি উভে ত প্রবীণ (২) ।
 নিত্য নিত্য সূর্য যান করি প্রদক্ষিণ ॥
 হিমালয়-নন্দিনী সে জগ্গিলা পার্বতী ।
 তাঁহাকে করিতে বিতা গেল পশুপতি ॥

(১) সংবর—সংরক্ষণ কর । (২) উভে ত প্রবীণ—সর্বাপেক্ষা উচ্চ ।

শঙ্কর আরাধি তপ কৈল তপোবনে ।
 হর-পার্কীতীর হৈল শুভ দরশনে ॥
 কাহার দুহিতা তুমি কাহার বা নারী ।
 এ বিবম স্থানে তুমি কেন একেশ্বরী (১) ॥
 হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র আর মহিব শূকর ।
 হেন স্থানে কেন তুমি এলে একেশ্বর ॥
 মহেশের কথা শুনি কন ততক্ষণ ।
 নিবেদন করি, কথা শুন দিয়া মন ॥
 হেমন্ত-নন্দিনী (২) আমি শুন মহাশয় ।
 হর তরে তপ করি, কারে মোর ভয় ॥
 এ বচন শুনি হাসে দেব শূল পাণি ।
 মিলিল শঙ্কর বর শুনহ ভবানি ॥
 অধিষ্ঠান হয়ে বর আপনি দিলা হর ।
 শিব গেলা নিজ পুরে, দেবী আইলা ঘর ॥
 ব্রহ্মাকে কহিলা শিব এ-সব উত্তর (৩) ।
 মোর কাজে বাহ তুমি হেমন্তের ঘর ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু চলে আর কুবের বরুণ ।
 অষ্ট ঋষি চলে আর যত দেবগণ ॥
 একত্র হইয়া গেলা হিমালয়-ঘর ।
 বাহিরিলা হিমালয় হরিষ অন্তর ॥
 বসিতে আসন দিলা পাচু অর্ঘ্য জল ।
 জোড়হাতে দেবগণে পুছেন কুশল ॥
 বলেন, কি হেতু তোমা-সবা আগমন ।
 বড় ভাগ্য মানি, আজি সফল জীবন ॥
 ব্রহ্মাকে বলেন গিরি এতেক উত্তর ।
 শুনিয়া হইলা বড় সানন্দ অন্তর ॥
 ব্রহ্মা বলে, শুন মোর কথার প্রবন্ধ (৪) ।
 শিবে কর গিরি তব কণ্ঠার সন্দ্বন্ধ ॥

বিলাস না কর, দেখ বেলা শুভক্ষণ ।
 অঙ্গীকার করি তুট্ট কর দেবগণ ॥
 হেমন্ত বলেন, মোর জীবন সফল ।
 মহাদেবে কণ্ঠা দিব বড়ই মঙ্গল ॥
 বিনয় বচনে গিরি করে পরিহার (৫) ।
 শিবে কণ্ঠা দিব আমি কইনু অঙ্গীকার ॥
 রবি সোম মঙ্গল আর বুধ বৃহস্পতি ।
 শুক্র শনি রাহু কেতু নবগ্রহ-পতি ।
 যবে গৌরী কৈল তপ ঘোর তপোবনে ।
 শুভক্ষণে গ্রহগণ হয়ে সমবায় (৬) ।
 কেহ বিয় না হইব গৌরীর বিতায় ॥
 এত বাক্য হিমালয় কহে দেব-পাশে ।
 বর আইলে বিভা দিব লগ্ন তার কিসে ॥
 অঙ্গীকার কৈলা গিরি আপনার মুখে ।
 দেবগণ গেলা ঘর তবে মনোহুখে ॥
 কণ্ঠা দেখি দেবগণ হৈলা আশুগার ।
 ত্রিভুবনে হরিশ্বনি জয়-জয়-কার ॥
 সব কথা কহে গিয়া মহেশ্বর ঠাই ।
 বিবাহের কার্যে তুমি থাকহ শিবাই (৭) ॥
 কালি বিভা হবে তব আজি অধিবাস ।
 শঙ্করের অধিবাস গাহে কৃষ্ণিবাস ॥

পার্কীতীর অধিবাস ।

অধিবাস-ক্রব্য সব পাঠাইল শঙ্কর ।
 নারদের সঙ্গে দিলা ভীমা যে নকর (৮) ॥
 অধিবাস-ক্রব্য দিলা মহেশ্বের ভার ।
 রসাল কাঁঠাল গুড় নারিকেল আর ॥

(১) একেশ্বরী—একাকিনী । (২) হেমন্ত-নন্দিনী—হিমালয়-কন্যা । (৩) উত্তর—কথা ।
 (৪) কথার প্রবন্ধ—বক্তব্য । (৫) পরিহার—প্রার্থনা । (৬) সমবায়—মিলিত । (৭) শিবাই—শিব ।
 (৮) নকর—দাস ।

যদি (১) দধি কলা দিলা পাট পাটাস্বর (২) ।
 লেখা-জোখা নাই, দ্রব্য চলিল বিস্তর ॥
 পাঠাইল অধিবাস নারদেরে দিয়া ।
 সব দ্রব্য নিয়োজিল ভীমে আঞ্জা দিয়া ॥
 গেলেন নারদ আগে হিমালয়-ঘরে ।
 সব দ্রব্য ল'য়ে ভীমা যায় তার পরে ॥
 পৌছিল নারদ তবে হিমালয়-ঘর ।
 হেমন্ত বাহির হৈলা সানন্দ অস্তর ॥
 ভারির সঙ্গেতে যায় শিবের নকর ।
 ভীমার পশ্চাতে যায় যত অনুচর ॥
 সন্দেশ দেখিয়া ভীমা ধরিতে নারে মন ।
 মুদ্রা (৩) ভেঙ্গে ভাল দ্রব্য করিল ভক্ষণ ॥
 অনেক সন্দেশ কলা করিল আহার ।
 খাইল কাঁঠাল আত্র সহস্রেক ভার ॥
 যাইতে যাইতে পথে খায় হৃষ্ট হৈয়া ।
 অর্ধেক খাইয়া হাড়ী পুরে বালি দিয়া ॥
 নদীতে দেখয়ে যত নিরমল বালী ।
 শুখানা (৪) বালীতে সব পুরিল পাতিলী (৫) ॥
 শুখানা বালীতে সব পাতিলী পুরিয়া ।
 ভারিদের পাছু ভীমা আইল খাইয়া ॥
 নারদ বলেন, কেন বিলম্ব এমন ।
 ভীমা বলে, মাঠে পেমু ঝড় বরিষণ ॥
 বহুহুঃখ পেমু আমি ঝড় বরিষণে ।
 পলাল আমাকে ফেলি যত ভারীগণে ॥
 তপোবন মধ্যে আমি প্রবেশিনু খেয়ে ।
 সব ভারী পলাইল ভার ফেলি দিয়ে ॥
 নারদ বলেন, কার্যে উপেক্ষা না কর ।
 শিব-কার্য সুসম্পন্ন করহ সত্বর ॥

নারদের বাক্যে হেমন্তের নাই হেলা ।
 আঙ্গিনাতে টাঙাইল পাটের ছাঁওলা (৬) ॥
 চাঁদোয়া টাঙাল তাহে মুকুতা-ঝালর ।
 আঙ্গিনার খামে বান্ধা সোনার চাদর ॥
 মধ্যখানে ঘট তার করিল স্থাপন ।
 অধিবাস-দ্রব্য সব আনাল তখন ॥
 শুরু ধুতি শুরু পাটা অতি পরিপাটা ।
 হাতে-কুশ বৈসে গিরি ল'য়ে তাম্রবাটা ॥
 হেমন্ত সঙ্কল্প করে বেলা শুভক্ষণ ।
 বেদধ্বনি করে তবে যত মুনিগণ ॥
 ততক্ষণে বাহির হইলা চন্দ্রমুখী ।
 দেবীকে দেখিয়া সব দেব হৈলা সুখী ॥
 হাতে পুষ্প কৈলা দেবী পূজা দেবতার ।
 গন্ধ দিয়া কৈলা মুনি জয়-জয়-কার ॥
 মঙ্গল উচ্চারি গন্ধ দিলেন কণ্ঠাতে ।
 মঙ্গলবিহিত কর্ম সূত্র বাক্কে হাতে ॥
 তবে শঙ্খ পরাইলা চারু রূপ দেখি ।
 কণ্ঠাকে উঠাতে তবে এল যত সখী ॥
 অধিবাস-দ্রব্য আনে সখীগণ মেলি ।
 কণ্ঠা-অধিবাস করে দিয়া-হলাহলি ॥
 অধিবাস সঙ্গে হৈল সিদ্ধ সব কাজ ।
 হেমন্তে মেলানি করি চলে মুনিরাজ ॥
 এয়োগণে মিষ্ট দিতে ভাজিল পাতিলা ।
 পাতিলী ভিতরে তবে দেখে সব বালী ॥
 পাতিলীতে বালী দেখি সকলের হাস ।
 পার্শ্বতীর অধিবাস গায় কৃষ্ণিবাস ॥

(১) যদি—খই । (২) পাটাস্বর—পাটের কাপড় । (৩) মুদ্রা—টাকনি । (৪) শুখানা—তক ।
 (৫) পাতিলী—তিবেল হাড়ি । (৬) ছাঁওলা—ছায়ামণ্ডপ ।

শক্বেব বিবাহার্ঘ যাত্রা ।

প্রভাত হইল রাত্রি প্রত্যুষ বিহানে (১) ।
 দেশে দেশ কুটুম্বাদি পাঠাল জানানে (২) ॥
 চারিদিকে গিরিগণে দিল আমন্ত্রণ ।
 আনন্দিত দেবগণ এ তিন ভুবন ॥
 আজি পিয়া কালি এস, না কর বিলম্ব ।
 চারিদিকে খেয়ে আন সকল কুটুম্ব ॥
 সবাকৈ জানান দেহ গৃহ-ব্যবহার (৩) ।
 আমন্ত্রণ পেলে সবে হবে আগুসার ॥
 উদয়-গিরি অস্তগিরি এল দুইজন ।
 নীলগরী ময়ভঙ্গ আইল নারায়ণ ॥
 অজয়মুখ গিরি এল কলিঙ্গ কেশরী ।
 রুইদাস ধর্মদাস মহীদাস গিরি ॥
 বিন্দুমেধ এল আর কৈলাস শিখর ।
 শরাসন অঞ্জন ও পর্বত শ্রীধর ॥
 বর্কমান কুমুদান ও গন্ধমাদন ।
 ঋশ্যমুক গিরি আর মলয় চন্দন ॥
 ত্রিকূট পর্বত আর আইল হেমকূট ।
 চন্দ্রকূট সূর্যকূট আইল বজ্রকূট ॥
 ধবল গিরি গোবর্দ্ধন বরাহ বাসত ।
 বসন্ত শ্রীমন্ত আইল মৈনাক পর্বত ॥
 পৃথিবীর পর্বতের হৈল আগুসার ।
 পর্বত চলিতে হৈল সংসার আধার ॥
 আইল পর্বত যত পরম হরিষে ।
 আপনার কার্য্য বুঝি স্মেরু না আসে ॥
 আপনি মেনকা আর হেমন্ত-নন্দন ।
 স্মেরুকে আনে গিয়া করিয়া যতন ॥

স্মেরু হেমন্ত-পদে কৈল নমস্কার ।
 বসিতে আসন দিল কৈল পুরস্কার ॥
 মনোগামী পর্বত মুনির ধরে বেশ ।
 করিল নগরে ধরে বিচিত্র স্বেশ ॥
 বসিতে আসন দিল পাণ্ড অর্ঘ্য জল ।
 স্নানাহার করি সবে হৈল স্মীতল ॥
 নৃত্য-গীত দেখি শুনি অতি কুতূহল ।
 কেহ পড়ে বেদ, কেহ পড়য়ে মঙ্গল ॥
 নানাবিধ নৃত্য-গীত হিমালয়-ঘরে ।
 পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে ॥

ঋষিরাজ-ঘরে (৪) বাজ বাজয়ে বাজন ।

তথা মহা রঙ্গ আছে যত দেবগণ ॥
 গঙ্গায় আনিতে গেলা-স্মমন্তুর ঘরে ।
 গঙ্গার রন্ধন সব দেবে ভোগ করে ॥
 গঙ্গাকে লইয়া আসে যতন করিয়া ।
 রন্ধন করিলে গঙ্গা রাখিহ আসিয়া ॥
 দেবের বচন আমি করিতে নারি আন ।
 বেলাবেলি গঙ্গাদেবী আন মোর স্থান ॥
 এতক শুনিয়া হর বলেন বচন ।
 গঙ্গা রন্ধন কৈলে সব দেবের ভোজন ॥
 রন্ধনে বিপুল বেলা, হৈল অন্ধকার ।
 গঙ্গা নিয়া যান হর করুণা-আধার ॥
 গঙ্গা নিয়া গেল হর স্মমন্তুর স্থান ।
 স্মমন্ত বলেন, কেন বেলা অবসান ॥
 স্মমন্ত গঙ্গাকে দেখি রহে কোপমনে ।
 এতক বিলম্ব হৈল বল কি কারণে ॥
 তোর রূপ দেখে যত দেবের সমাজ ।
 দেবের রাক্ষুনি হৈতে না করিলি লাজ ॥

(১) বিহানে - সকাল বেলা। (২) জানানে—জানাইবার অর্থ। (৩) গৃহ-ব্যবহার—কোনো
 শুভকর্মে আত্মীয়-কুটুম্ব বাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেই হয়। (৪) ঋষিরাজ-ঘরে—শিবের ঘরে; যিনি
 স্বয়ং উৎপন্ন হন তিনি ঋষি; স্মৃতবাং মহাশেব স্বয়ং বলিয়া ঋষি।

কেমনে দেবের যত করিলি রক্ষন ।
 দেখিল যে তোর রূপ যত দেবগণ ॥
 কেহ বা দেখিল তোর সুন্দর বদন ।
 কেহ বা দেখিল তোর যুগল নয়ন ॥
 অন্ন দিতে গেলি তুই যার যার পাশ ।
 সকলে যে তোরে দেখি করে অভিশাস ॥
 অপবিত্রা তুই কেন এলি মোর স্থান ।
 আমার গৌরবে কেন দিলি অপমান ॥
 কোপে মুনি করিলা যে গঙ্গায় বর্জন ।
 হাসিয়া গঙ্গাকে শিরে ধরে ত্রিলোচন ॥
 মহাদেব-শিরে রহে গঙ্গা সুরধুনি ।
 গঙ্গা শিরে ধরিয়া হাসেন শূলপাণি ॥
 সর্বাঙ্গে বিভূতি শোভে, শিরে গঙ্গা ধরে ।
 গলাতে বাসুকি নাগ ভাল শশধরে ॥
 গঙ্গা মহাদেব-শিরে কখনো বিরাজে ।
 কখনো থাকেন ব্রহ্মা-কমণ্ডলু মাঝে ॥
 স্বর্গ হতে আইলা যে গঙ্গা মর্ত্যলোকে ।
 গঙ্গার মহিমা জানে লোক দুঃখশোকে ॥
 বখা ভখা পাপ লোক করে মহীতলে ।
 সর্ব পাপ হ'রে যায় স্নানে গঙ্গাজলে ॥
 মহাদেবে অধিবাস করায় দেবগণ ।
 ব্রহ্মার বচনে কৈসে দেব নারায়ণ ॥
 প্রাতে সব দেবলোকে আমন্ত্রণ করি ।
 স্নান সন্ধ্যা নান্দীমুখ (১) কৈলা ত্রিপুরারি ॥
 স্নান করি প্রবেশিলা রক্ষন-শালেতে ।
 দেবগণ একটাই বসে ভোজনেন্তে ॥
 মধুর অমৃতোপম গঙ্গার রক্ষন ।
 মহাসুখে দেবলোক করিলা ভোজন ॥

সেই পুণ্য স্থানে বাজে বিবিধ বাজন ।
 নানা বেশে নৃত্য করে সর্ব দেবগণ ॥
 করেন শিবের বেশ স্বয়ং নারায়ণ ।
 কৌতুকে দিলেন তবে কপালে চন্দন ॥
 অপরূপ ধরে রূপ বৃষভ-বাহন ।
 সুবর্ণ মুকুট শিরে বাহুতে কঙ্কণ ॥
 ললাটে শশাঙ্ক শোভে শিরে সুরেশ্বরী ।
 বুবে চাপি চলিলেন দেব ত্রিপুরারি ॥
 রাজহংস-রথে চাপি চলে প্রজ্ঞাপতি ।
 ঐরাবতে চাপি গেলা দেব সুরপতি ॥
 মকরে বক্রণ চড়ে মহিষে শমন ।
 ছাগলে চড়েন অগ্নি হরিণে পবন ॥
 গরুড়ে চড়িয়া চলে দেব নারায়ণ ।
 যার যে বাহনে চড়ি যান দেবগণ ॥
 সন্ন্যাসী তাপসী যারা সিদ্ধ যোগবলে ।
 ব্রহ্মচারী নিরাহারী চলিলা সকলে ॥
 সর্বাঙ্গে নারদ যান কলহ লইয়া ।
 খোকড়ি (২) কম্বল যত কাঁখেতে করিয়া ॥
 নারদে দেখিয়া হুঁষ্ট হৈলা হিমাচল ।
 হরিষ বচনে পুছে তাঁহার কুশল ॥
 আইলা নারদ আগে কোন্দল খোকড়ি ।
 শঙ্করের যথা আছে শশুর-শাশুড়ী ॥
 দেখিয়া তোমার কন্ঠা লাগে মনে ব্যথা ।
 অবধান হ'য়ে শোন জামাতার কথা ॥
 ঘরে ভাত নাহি তার চালে নাহি খড় ।
 শুইতে নাহিক শয্যা পরিতে কাপড় ॥
 অমঙ্গল চিতা-ভস্ম লেপে সর্ব গায় ।
 গলেতে হাড়ের মালা সাপিনী কোঁপায় ॥

(১) নান্দীমুখ—বিবাহাদি শুভকর্মের আরম্ভে পরলোকগত পূর্বপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য স্নানাদি করিবার নাম । (২) খোকড়ি—হিঙ্গু বস্ত্রখণ্ডের পুটুলি ।

তিন নেত্রে অগ্নি জ্বলে শিরে শোভে গঙ্গা ।
 ভাঙ্গড় (১) উন্নত বেষ খায় ধুতুরা ভাঙ্গ ॥
 ঘরের নক্ষর নন্দী, কাল ভীমা ভায়া ।
 ঘরে ঘরে বুলে তারা ভাতের লাগিয়া ॥
 ঘরে ঘরে মাগি আনে চাল আর ডাল ।
 রন্ধনের কালে ভাবে হাতে দিয়া গাল ॥
 বলদ রাখিয়া যবে ভীমা আসে ঘর ।
 আধেক তুল দেয় পেটের ভিতর ॥
 এতক শুনিয়া রাণী স্বামীরে পাড়ে গালি ।
 কোপেতে হেমন্ত ধরে মেনকার চুলি ॥
 সাত পাঁচ দশ বিশ করে মারামারি ।
 কাহাকে কে মারে, নারদে দেয় টিটকারী ॥
 নারদ বলে, তোমরা কেন কর মারামারি ।
 এ তিন ভুবনে রাজা দেব ত্রিপুরারি ॥
 কোন্ জনে বোঝে বল মহাদেবের কাজে ।
 মহাধনী মহাদেব দেবের সমাজে ।
 কোন্দল ঘুচায়ে নারদ গেলা দেব-পাল ॥
 রচিলা উত্তরাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

শিব-বিবাহ ।

দেবগণে আইলা যদি হিমালয়-ঘর ।
 বাহিরিলা রাজা, দেখি যতক অমর ॥
 বর বেড়ি রহিলা সকল দেবগণ ।
 বসিতে আসন দিলা করিতে বরণ ॥
 দ্বিধি ছুই গঙ্গাজল অগুরু চন্দন ।
 গুয়া নারকেল দিলা উত্তম বসন ॥

বরের বরণ কৈলা বেলা শুভকণে ।
 চারিদিকে বেদধ্বনি হয় ঘনে-ঘনে ॥
 বর বরি হিমালয় প্রবেশিলা ঘর ।
 মেনকা আইলা তবে দেখিবারে বর ॥
 বর-পাশে গেলা রাণী বরণডালা লৈয়া ।
 মোহিত হইলা রাণী বরেরে দেখিয়া ॥
 পদ যুগে দ্বি দিলা শিরে দুর্বা-ধান ।
 মাথায় নিছিয়া রাণী কেলিলেন পান ॥
 দুই চক্ষু ঢাকি রাণী হেঁট মাথা করি ।
 নারদ মুনি তবে দিলা তাঁরে টিটকারী ॥
 লজ্জায় পালায় যত লহরী ঝিয়ারী ॥
 হুড়াহুড়ি করি বায় হাতে করি ঝারি (২) ॥
 এতক দেখিয়া তবে ক্রুদ্ধ নারায়ণ ।
 ঝাট কণ্ঠা আনহ, বায় যে শুভকণ ॥
 মনোহর বেষধারী উঠে দেবগণ ।
 ধরিলো মোহন মূর্তি দেব ত্রিলোচন ॥
 ত্রিভুবন মোহিলেন দেব ত্রিপুরারী ।
 মোহিনী মুরতী ধরে পার্শ্বতী-সুন্দরী ॥
 ত্রিভুবন মুগ্ধ করে, রূপে বিছাধরী ।
 রূপ দেখি লজ্জা পেল যতক অপরী ॥
 বদন জ্বিলি তার পূর্ণচন্দ্রকলা ।
 বাহিরিলা পার্শ্বতী যে হাতে পুষ্পমালা ॥
 জটাতে লুকাল দেবী গঙ্গা সুরধুনী ।
 মুকুট উপরে শোভে কাল-ভুজঙ্গিনী ॥
 ভালে চন্দ্রকলা শোভে ভস্ম সর্ব পায় ।
 হৃদয়েতে হাড়মালা নাগিনী কোঁপায় ॥
 ত্রাসে লুকাইল সাপ নিভিল আগুনি ।
 বরের নিকটে গেলা আপনি ভবানি ॥
 শিরে পারিজাত-মালা ঘোরে শত অলি ।
 বিশ্বকর্মা জোগালেন অশোকের ডালি ॥

(১) ভাঙ্গড়—নিষ্কোথ । (২) ঝারি—ভুজঙ্গ ; গাড়া ।

সপ্ত সাগরের জল জোগাইল আনি ।
 শুভকণে হরগৌরীর হইল মেলানি ॥
 ছন্দুভির বাণ্ড বাজে যুহু তাল শুনি ।
 সুবেশে নাচয়ে তথা ইস্তের নাচুনী ॥
 কন্যা লুকাইল ল'য়ে অক্ষকার ঘরে ।
 কন্যায় আনিতে হর দাঁড়াল দুয়ারে ॥
 পার্শ্বতীর করে করে কঙ্কণ-রণন (১) ।
 হাতে ধরি কন্যা আনে দেব ত্রিলোচন ॥
 কন্যা ল'য়ে হর বৈসে মণ্ডপেতে আসি ।
 চৌদিক্ বেড়িল যত দেব মুনি ঋষি ॥
 চৌদিকে বসিলা দেব ছাড়িয়া বিমান (২) ।
 নানা দান দিয়া ঋষি করে কন্যাদান ॥
 মুনিগণ বেদ পড়ে প্রফুল্ল-বদন ।
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ অর্ঘ্য ও চন্দন ॥
 সম্প্রদান করে ঋষি হরষিত-মন ।
 সর্বকাল কোরো কন্যার ভরণ-পোষণ ॥
 জোড়হাতে বলি শুন যত দেবগণ ।
 আমার কন্যায় রক্ষা কোরো সর্বক্ষণ ॥
 এ বোল শুনিয়া হাসে জ্ঞানী নারায়ণ ।
 তব কন্যা দেবগণে করিবে রক্ষণ ॥
 কুশলিকা লাজ হোম কৈলা সাবধানে ।
 নানা দান করে সব দেব-সন্নিধানে ॥
 শশুর শাশুড়ী সব করি অনুমান ।
 বিবিধ পকায় দিল আর গুয়া পাণ ॥
 নানা রন্ধে ভাসি করে সবে নৃত্য-গীত ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ড ফুলিয়া-পণ্ডিত ॥

হরগৌরীর ভোজন ও ফুলশয্যা ।

মহাদেবী (৩) বলে, রাজা তুমি অপেয়ান (৪) ।
 কন্যা-জামাতায় এবে দাও ভোজ্য পান (৫) ॥
 জামাতা লজ্জিত হয় শাশুড়ী দেখিয়া ।
 একবারে দেহ ভাত ব্যঞ্জন আনিয়া ॥
 স্বর্ণ থাল ঘুচাইয়া পাত বড় পাত ।
 পিষ্টক পায়স সহ দেহ তাতে ভাত ॥
 দধি দুগ্ধ ঘৃত দিতে না করিও হেলা ।
 ঘনাবর্ত (৬) দুগ্ধ দিও মর্তমান কলা ॥
 জল ল'য়ে দুইজনে করে পঞ্চগ্রাসী (৭) ।
 হরের নিকটে বৈসে দেবরাজ ঋষি ॥
 ভোজন করেন মহাদেব ত্রিপুরারি (৮) ।
 হরের নিকটে বৈসে বধুবেশে গৌরী ॥
 গোময়-প্রলিপ্ত ঘরে তাহাতে আলিপনা ।
 দুই পাশে করিল যে সূতার মেলনা ॥
 কতক ভোজন কৈল দেব ত্রিলোচন ।
 নারদ বলে, ছোঁওয়া গেছে, না কর ভোজন ॥
 আলিপনা দেখি ভীমা দিল নখ-রেখ (৯) ।
 সূতাটি দেখায়ে বলে দেখ পরতেক ॥
 উভয়ে ছোঁয়াছি পড়ি কৈলা আচমন ।
 দৌহার প্রসাদ ভীমা করিল ভোজন ॥
 সমস্ত খাইয়া ভীমা পেটে বুলায় হাত ।
 হাসিয়া বলিছে ভীমা আন পিঠা ভাত ॥
 রাণী বলে, তোর পেটে লাগিল আগুনি ।
 ভীমার পাতে রাণী দিল হাঁড়ীর কেলানি (১০) ॥
 ভীমার কথা শুনি যত দেবতার হাস ।
 অধিক কি হাসিলেন স্বয়ং কৃষ্ণিবাস ॥

(১) কঙ্কণ-রণন—কঙ্কণের শব্দ । (২) বিমান—শূভমার্গগামী বধ । (৩) মহাদেবী—মেনকা ।
 (৪) অপেয়ান—অজ্ঞান । (৫) ভোজ্য পান—ভোজন ও পানীয় । (৬) ঘনাবর্ত—ঘন ; বেশি জাল
 দেওয়া । (৭) পঞ্চগ্রাসী—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,—হেহু এই পঞ্চ বায়ুর তৃষ্ণার জন্য খাত
 দান । (৮) ত্রিপুরারি—ত্রিপুর অস্থরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেবের এই নাম । (৯) নখ-
 রেখ—নখের দাগ । (১০) কেলানি হাঁড়ি-ধোরা জল ।

করিল কুম্ভ-শয্যা গন্ধে মনোহর ।
সোনার চৌখণ্ডী (১) তাতে নির্মাণ বাসর ॥
পাড়িল সোনার খাটে নেত-পাট-তুলী ।
এয়োগণে মিলি সব দিল হলাহলি ॥
চারিদিকে রত্নদীপ নারীগণ-মেলা ।
বরের মোহনরূপ রাণী নেহারিলা ॥
শুইলা সোনার খাটে দেব পশুপতি ।
স্বতের প্রদীপ জ্বলে মধুগন্ধী (২) বাতি ॥
হরপাশে পার্শ্বতীর রূপের বিকাশ ।
হরগৌরী-ফুল-শয্যা গাহে কৃষ্ণিবাস ॥

পরম হরিষে চলে যত দেবগণ ।
যে যার বাহনে চড়ি করিলা গমন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু চলিলেন দেব পুরন্দর ।
মহেশ মেলানি করি সবে গেলা ঘর ॥
স্বগণ লইয়া হর গেলা নিজ পুরী ।
নানা রঙ্গে গেলা হর কৈলাস-নগরী ॥
যত লোক তাঁকে দিল বিবিধ মেলানি ।
ঘরের সেবক ভীমা ডাক দিয়া আনি ॥
হরের বচনে ভীমা আইল খাইয়া ।
ক্ষুধায় শরীর দহে খাত্ত আন গিয়া ॥
গৌরীর সহিত হর সুখে করে বাস ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

হরগৌরীর বিদায় ।

স্নান সক্ষ্যা করে হর প্রতুষ বিহানে ।
দেবগণ ল'য়ে হর বসিলা দেয়ানে ॥
ব্রহ্মা বলে, গিরিরাজ, দেহ ত মেলানি ।
বসিলা ছায়ামণ্ডপে (৩) দেব শূলপাণি ॥
নানারত্ন নানাধন দিলা ব্যবহার ।
দেবগণ-আগে গিরি মাগে পরিহার ॥
চলিলা দেবতাগণ পরম আনন্দে ।
গৌরীকে করিয়া কোলে রাজা-রাণী কান্দে ॥
বৃষেতে চাপিয়া তবে চলে শূলপাণি ।
সিংহে চড়ি চলিলেন আপনি ভবানী ॥

সক্কার উৎপত্তি ।

অগস্ত্য বলেন, রাম, শুন দিয়া মন ।
তবে যে রহিল ঘরে দেব পঞ্চানন ॥
সকলে বিদায় দিলা দেব ত্রিলোচন ।
ঘরেতে রহিলা তবে দেব পঞ্চানন ॥
হেথায় হেমন্ত ঋষি কহিলা কাহিনী ।
বসিলা হেমন্ত ঋষি ও মেনকা রাণী ॥
হেন কালে গিরিগণ মাগিল মেলানি ।
রহিতে পর্ত্তগণে বলে প্রিয় বাণী ॥

(১) চৌখণ্ডী—চার চালা । (২) মধুগন্ধী—বৃহৎ স্নগন্ধ বাহা হইতে বাহির হইতেছে । (৩) ছায়ামণ্ডপে—
ছান্দামণ্ডপ ।

স্নান সন্ধ্যা করি সবে করিয়া ভোজন ।
 তবে ত তোমরা সব করিহ গমন ॥
 গিরিগণ স্নান করে ভাগীরথী-জলে ।
 এক ঠাই হৈল সবে ভোজনের কালে ॥
 স্বর্গের থালে অন্ন দিল পরিপাটী ।
 সারি দিয়া বসিলেক গিরি তিন কোটী ॥
 মধ্যোতে সুমেরু বসে করিতে ভোজন ।
 অদূরে থাকিয়া তাহা দেখিল পবন ॥
 সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত দ্রোণ মেঘ ও পুঙ্কর ।
 চারি মেঘ হাঁকারিয়া আনে পুরন্দর ॥
 আগে বায়ু মাঝে ইস্ত্র পশ্চাতে বরুণ ।
 সুমেরুর শৃঙ্গ দেখি করিল বর্ষণ ॥
 সুমেরু কাঞ্চনশৃঙ্গ শতেক যোজন ।
 সে শৃঙ্গ ভাগিয়া ফেলে দেবতা পবন ॥
 শৃঙ্গ ল'য়ে ধাইল যে পবন-কুমার ।
 মাথায় কাঞ্চনশৃঙ্গ সিদ্ধ হৈল পার ॥
 সুমেরু চড়িল তবে ত্রিকূটের চূড়ে ।
 উভয় পর্বত-চূড়া সাগরেতে এড়ে ॥
 বিশ্বকর্মা ল'য়ে গেল দেব পুরন্দর ।
 মধ্যে পুরী নির্মাইল চৌদিকে সাগর ॥
 সাতটা প্রাচীর তাতে করিল সজ্জন ।
 লোহাতে প্রাচীর গড়ে, উপরে কাঞ্চন ॥
 শত যোজন পরিখা যে লজ্জিতে না পারি ।
 দশ যোজন প্রসর হৈল বিশাল চউরী ॥
 স্বর্গে গড়িল আর অষ্টাদশ পুরী ।
 নাটশাল পাঠশাল বিচিত্র চউরী ॥
 খাট পাট নির্মাইল সোনার আওয়াল ।
 স্বর্গ-পুরী নির্মাইল, ব্রহ্মার উঠে হাস ॥

স্বর্গে বাঁধিল ঘাট দীঘী ও পোখরী ।
 রাজার ঘর প্রজার ঘর গড়ে সারি সারি ॥
 যতন করিয়া গড়ে রাজ-অস্ত্র-পুর ।
 সোনার বিভায় করে অঙ্ককার দূর ॥
 চিত্রে নির্মাইল ঘর বিহ্যতের ছটা ।
 অস্ত্র-পুর নির্মাইল দশ হাজার কোঠা ॥
 শত স্তম্ভে নির্মাইল দেয়ান চৌতারা ।
 নানা রত্ন লাগে তখি মণি রত্ন হীরা ॥
 ঘরের উপর শোভে সোনার বাহারা (১) ।
 চারিভিতে নামে গজ মুকুতার ঝারা ॥
 স্বর্গের আয়তন (৩) গড়ে সিংহাসন ।
 চতুর্দোল যেন হেরি রবির কিরণ ॥
 রত্নে নির্মাইল ঘর করে ঝলমলি ।
 নির্মাইল স্বর্গের পাখী-পাখীয়ালা (৪) ॥
 বড় বড় বৃক্ষ-কাণ্ড স্বর্গে বাঁধিল ।
 অযুত প্রশস্ত ঘর স্বর্গে নির্মাইল ॥
 সোনার পতাকা উড়ে দেখিতে রূপস ।
 ঘরের উপরে শোভে স্বর্গ কলস ॥
 সোনায়ে বাঁধিল তবে পুঙ্করিণীর ঘাট ।
 স্বর্গের নির্মাইল ঘরের কপাট ॥
 স্বর্গ দিয়া নির্মাইল স্বর্গ লঙ্কাপুরী ।
 সোনায়ে সজ্জিল যত দীঘী ও পোখরী ॥
 অস্তুত সে পুরীখানি দেখিতে সুন্দর ।
 সপ্তকোটি আছে তাহে ইষ্টকের ঘর ॥
 নব কোটি কৈল তাতে আশ্রয় আশ্রয় ।
 চারি লক্ষ কৈল তাতে পর্বত দুর্জয় ॥
 ছেন মতে নির্মাইল স্বর্গ লঙ্কাপুরী ।
 গন্ধর্ব্ব দানব দেব লজ্জিতে না পারি ॥

(১) বাহারা—মৌল্যবর্জক ঝালর ইত্যাদি ; অথবা মটকার স্বর্ণ-নির্মিত কারুকার্য বিশেষ ।
 (২) ঝারা—ঝালর । (৩) আয়তন—হেবমন্দির । (৪) পাখী-পাখীয়ালা—রেলিংএর মধ্যস্থ স্তম্ভ স্তম্ভ
 কাঠ ও তাহাদের আধারবস্তু কাঠ ।

সমুদ্রের মাঝে পুরী করিল নির্মাণ ।
জিনিয়া অমরাবতী তাহার বাধান ॥
স্বর্ণময় পুরীখান দিব্য পরকাশ ।
গাইল উত্তরাধিকারে কবি কৃষ্ণিবাস ॥

রাক্ষসগণের জন্ম-বৃত্তান্ত কথন ।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, তুমি অস্তুর্যামী ।
সংসারের বিবরণ সব জান তুমি ॥
রাবণের জন্ম-কথা কহ দেখি শুনি ।
পরম আনন্দ তবে হয় মহামুনি (১) ॥
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম তার সর্বলোকে জানে ।
রাক্ষস হইল তবে কিসের কারণে ॥

মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব স্থানে ।
রাক্ষসের জন্ম-কথা শুনহ একগনে ॥
বেমতে রাবণ জন্মে শুন রঘুমণি ।
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আগে সৃজিলেন প্রাণী ॥
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, করি নিবেদন ।
কোন্ কার্যে আমা সবে করিলা সৃজন ॥
ব্রহ্মা বলে, যত প্রাণী করিব উৎপত্তি ।
তোমরা করিবে রক্ষা, প্রাণের শক্তি ॥
যে যে প্রাণী সৃষ্টি আমি করিব সংসারে ।
তোমরা প্রধান হ'য়ে পালিবে সবারে ॥
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, সে বড় ছুঁকর ।
না চাহি প্রভু হ' মোরা সবার উপর ॥
ব্রহ্মা শাপ দিলা বেটা হওরে রাক্ষস ।
হেতি নামে রাক্ষস সে হইল কর্কশ (২) ॥

বিদ্যাৎ-কেশরী নামে ব্রহ্মর কুমারী ।
তারে বিভা করিল রাক্ষস ছুরাচারী ॥
মন্দর পর্বতে ছুইজনে কেলি করে ।
অশ্লিল সন্তান এক কত দিন পরে ॥
পর্বতের উপরেতে ফেলিয়া সন্তানে ।
মনের আনন্দে কেলি করে ছুইজনে ॥
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ নাই সন্তান-উপর ।
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর ॥
অশ্রুজলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে ।
কুখাতে আকুল প্রাণ ঘন বহে আসে ॥
বৃষভ বাহনে যান পার্বতী-শঙ্কর ।
শূন্য হৈতে দেখিতে পাইলা গঙ্গাধর ॥
শিব কন, পার্বতী, দেখহ অতি দূরে ।
একাকী কান্দিছে শিশু পর্বত-উপরে ॥
মহেশের দয়া হৈল সন্তান-উপর ।
প্রসন্ন হইয়া শিব তারে দিলা বর ॥
শিব কন, শুন ওহে অনাথ-সন্তান ।
যম বরে পিতৃ-তুল্য হও বলবান ॥
সর্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ হও, সর্বান্ন-সুন্দর ।
আজ্ঞামাত্র হৈল শিশু বাপের সোসর (৩) ॥
বিদ্যাৎ-কেশরী-পুত্র স্কেশ নাম ধরে ।
মহা-বলবান্ হৈল ধূর্জটির বরে ॥

তবে স্কেশেরে বর দিলেন পার্বতী ।
তাঁহা হৈতে হৈল যত রাক্ষস-উৎপত্তি ॥
পার্বতীর বরে তার বাড়িল সম্মান ॥
তাঁহারে গন্ধর্ব্ব এক কন্যা দিল দান ॥
শ্রী-পুরুষে রহিলেক পৃথিবী ভিতরে ।
তিন পুত্র হৈল তার কত দিন পরে ॥
পুত্র দেখি স্কেশ পরম কুতূহলী ।
নাম রাখে মাল্যবান্ মালী ও সুমালী ॥

(১) মহামুনি—এখানে অগস্ত্য মুনি । (২) কর্কশ—নিচুঁর । (৩) সোসর—সমান ।

তিন ভাই মিলি তপ করিল বিস্তর ।
 ত্রকা বলে, কিবা বর চাহ নিশাচর ॥
 মন্ত্রণা করিয়া বর মাগে তিন জন ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন ॥
 সংগ্রামেতে কোথাও না হই অপমান ।
 এই বর দিতে ত্রকা, করহ বিধান ॥
 ত্রকা বলে, ত্রিভুবন-অয়ী হবে সবে ।
 সংগ্রামে বিঘ্ন ঠাই পরাভব হবে ॥
 ত্রকার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে ।
 দেবতা গন্ধর্ব্ব ধরি বেঁধে বেঁধে আনে ॥
 আছিল গন্ধর্ব্ব রাজা শৈব সদাচারী ।
 তিন কন্যা ভূপতির পরম-সুন্দরী ॥
 বিত্তা কৈল মালী ও সুমালী মাল্যবান ।
 দুই নারীর গর্ভে জন্মে এগার সন্তান ॥
 বীরবনু সূচিক আর যজ্ঞ ও কোপন ।
 তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধব নন্দন ॥
 প্রহস্ত অকম্পন হয় ধর্ম্মেতে বিকট ।
 শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট (১) ॥
 সত্রাজিত নামে পুত্র প্রবল প্রধর ।
 দু-জন্য পুত্র হৈল বিবম দুষ্কর ॥
 অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা (২) ।
 সেই রাবণের মাতা নামটি নিকষা ॥
 সুমালী-রাক্ষস-নারী পরম যুবতী ।
 চারি পুত্র হৈল তার ধর্ম্মশীল অতি ॥
 বীর ও অনল ভীম রাক্ষস সম্পাতি ।
 রহিয়াছে আসি বিভীষণের সংহতি ॥
 তিন ভায়ের পরিবার বাড়িল বিস্তর ।
 সেই সব নিশাচর অবনীভিতর ॥
 সকল রাক্ষস মিলি করিল যুক্তি ।
 এত রাক্ষস হৈল কোথা করিব বসতি ॥

ত্রকার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে ।
 হাতে গলে বান্ধিয়া যে বিশ্বকর্মা আনে ॥
 নিশাচর বলে, বিশ্বকর্মা লহ পাণ ।
 রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্মাণ ॥
 এত শুনি বিশ্বকর্মা হইলা চিন্তিত ।
 পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত ॥
 গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যেই কালে ।
 স্ত্রমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে ॥
 ত্রিকূট পর্ব্বতের প্রধান দুই চূড়া ।
 সস্তারি যোজন পরিমাণ তার গোড়া ॥
 সস্তরি যোজন উর্দ্ধে লেগেছে আকাশে ।
 সোনার প্রাচীর বেড়া ভিতর আওয়াসে ॥
 বাহিরে চৌয়ারি তার মনোহর অতি ।
 অতি ভয়ঙ্কর, নাহি পবনের গতি ॥
 দেব দৈত্য যেতে নারে লঙ্কার ভিতর ।
 বিশ্বকর্মা নির্মাইলা পুরী মনোহর ॥
 কত শত পুষ্পবন কত সরোবর ।
 কত শত বৃন্দ মহাপদ্ম কোটা ঘর ॥
 সোনার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে ।
 ভয়ঙ্কর পুরী, হেন নাহিক সংসারে ॥
 চারিদিকে বেষ্টিত সমুদ্র আছে ঘিরে ।
 ভুবনের (৩) শক্তিতে তা লজ্বিতে না পারে ॥
 যাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস ।
 নেতের পতাকা উড়ে সোনার কলস ॥
 স্বর্গ-মর্ত্য পাতালে এমন নাহি স্থান ॥
 এক মাসে বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ ॥
 পুরী দেখে রাক্ষসের হর্ষ হৈল অতি ।
 লঙ্কাতে রাক্ষসগণ করিল বসতি ॥
 আগেতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী ।
 তার পরে ভূপতি কুবের মহাবলী ॥

(১) উৎকট—ভয়ানক । (২) দুষ্কর কর্কশা—অতি নিষ্ঠুর । (৩) ভুবনের—অগতের সকল প্রাণীর ।

তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ ।
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস ।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥

গজ-কচ্ছপের বিবরণ ও গরুড়-
পবনের যুদ্ধ ।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, কহ বিবরণ ।
ভাঙ্গিল সুমেরু-শৃঙ্গ কিসের কারণ ॥
কি লাগিয়া বিসংবাদ গরুড়-পবনে ।
বিস্তারিয়া কহ মুনি, শুনি তব স্থানে ॥
মুনি বলে, শুন রাম, অপূর্ব কথন ।
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যে কারণ ॥
সস্তাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্বকালে ।
তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে ॥
সস্তাপনের দুই পুত্র পরম সুন্দর ।
সুপ্রতাপ বিভাস এ দুই সহোদর ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র-স্থানে ধন ধুয়ে গেল বাপে ।
কনিষ্ঠ করেন দ্বন্দ্ব ধনের সস্তাপে ॥
ধন-শোকে কনিষ্ঠ যে হইল চুঃখিত ।
জ্যেষ্ঠেরে কহেন, ভাগ দেহ সমুচিত ॥
জ্যেষ্ঠ বলে, পিতা ভাগ না করিল ধন ।
মম স্থানে ভাগ তুমি চাহ কি কারণ ॥
ধন না পাইয়া কহে বশিষ্ঠের ঠাই ।
পিতৃ-ধন-অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
কত অংশ পাই আমি বলহ এখন ।
সেই দাওয়া করিলা লইব পিতৃ-ধন ॥

বশিষ্ঠ বলেন, আছে বেদের বিহিত ।
পক্ষ অংশের দুই অংশ তোমার উচিত ॥
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জ্যেষ্ঠ-বিচ্যমান ।
পিতৃ-ধন দুই অংশ মোরে দেহ দান ॥
আমি গিয়াছি শু ভাই, বশিষ্ঠের স্থানে ।
বশিষ্ঠ বলিলা, ভাগ নাহি দেয় কেনে ॥
জ্যেষ্ঠ বলে, কনিষ্ঠ, করিলে হেন কেম ।
জাতি নাশ করিলে, কহিয়া অন্ত স্থানে ॥
হীনজন জ্ঞান বুঝি কৈলা মুনিবর ।
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর ॥
বারে বারে নিবেধিগু, না শুনিলে কাণে ।
গজ হয়ে পাপিষ্ঠ, প্রবেশ কর বনে ॥
কনিষ্ঠ দিলেন শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে ।
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে ॥
দুয়ের শাপেতে জন্তু হয় দুই-জন ।
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ ॥
দশ যোজন গজ-দেহ কনিষ্ঠ ধরিল ।
গর্জন করিয়া গজ বনে প্রবেশিল ॥
কচ্ছপ সলিলে গেল, গজ গেল বন ।
শুণ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন ॥
যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে ।
ধাইতে না পায় ধন, যায় ত বিপাকে ॥
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ ।
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ ॥
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয় ।
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয় ॥
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা ।
গজ-কচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা ॥
কহিলাম ধনের বৃত্তান্ত তব স্থানে ।
গজ-কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে ॥

জলেতে কচ্ছপ আছে যেই সরোবরে ।
 দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে ॥
 প্রথর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল ।
 সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল ॥
 গজ দেখে' কচ্ছপের প'ড়ে গেল মনে ।
 পূর্বশোকে কচ্ছপ সে শুণ্ডে ধ'রে টানে ॥
 গজ টানে বনেতে, কচ্ছপ টানে জলে ।
 গজ আর কচ্ছপ উভয়ে তুল্য বলে ॥
 কেহ করে নাহি পারে উভয়ে সোসর ।
 দুই জনে টানাটানি একই বৎসর ॥
 বিনতা-নন্দন গরুড় উড়ে অস্তুরীক্ষে ।
 অস্তুরীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখে ॥
 এক বর্ষ যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর ।
 কেহ করে নাহি পারে উভয়ে সোসর ॥
 কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ ।
 পাপ-দেহ নারায়ণ, কর বিমোচন ॥
 গজেরে কাতর দেখি গরুড়ে দয়া হৈল ।
 বাম পায়ের নখ দিয়া দৌহারে তুলিল ॥
 গজ-কুর্শ ল'য়ে পক্ষী উড়িল তখন ।
 মনে করে কোথা ল'য়ে করিব ভক্ষণ ॥
 শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শত যোজন ডাল ।
 অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল ॥
 চারিগোটা ডাল তার পর্বতের চূড়া ।
 সত্তর যোজন জুড়ি আছে তার গোড়া ॥
 গজ-কচ্ছপ ল'য়ে বৈসে গাছের উপর ।
 সহিতে না পারে বৃক্ষ এ তিনের ভর ॥
 ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে ।
 ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে ॥
 দক্ষিণ পায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে ।
 মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে ॥

ফেলিল সে ডাল ল'য়ে চণ্ডালের দেশে ।
 ডালের চাপনে মরে স্ত্রী ও পুরুষে ॥
 বহু পাপে হয়েছিল চণ্ডাল-জনম ।
 গরুড়ের হাতে পাপ হইল মোচন ॥
 গজ-কচ্ছপ ল'য়ে গেল ব্রহ্মার স্দন ।
 বল ব্রহ্মা, কোথা ল'য়ে করিব ভক্ষণ ॥
 ব্রহ্মা বলে, কোথা সহিবেক এত ভর ।
 গজ-কচ্ছপ ল'য়ে যাহ সুমেরু-শিখর ॥
 তথা গজ-কচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ ।
 ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ভতক্ষণ ॥
 পর্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ ।
 হেন কালে এল তথা দেবতা পবন ॥
 পবন বলেন, পক্ষি, তুমি কেন হেথা ।
 মোর ঠাঁই পুড়িলে ছিণ্ডিব তব মাথা ॥
 যাবৎ তোমার নাহি করি অপমান ।
 আপনা জানিয়া বেটা, যাহ নিজ স্থান ॥
 গরুড় কহেন, তুমি গালি কেন পাড় ।
 উপযুক্ত শাস্তি দিব, অহঙ্কার ছাড় ॥
 গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে ।
 ফেলিব পর্বত ঠেলি সমুদ্রের জলে ॥
 গরুড় বলেন, বায়ু, বড়াই না কর ।
 সুমেরু পর্বত তুমি নাড়িতে কি পার ॥
 গরুড়ের বচনে পবনে ক্রোধ বাড়ে ।
 পর্বত সমেত চাহে উড়াইতে বড়ে ॥
 প্রলয় হইল যেন পর্বত-উপরে ।
 দুই পাখে গিরি চাকে বিনতা-কুমারে ॥
 বাড়াইয়া ফেল পাখা সহস্র যোজন ।
 পাখা দেখি পবন ভাবেন মনে-মন ॥
 গরুড়ের পাখা যেন বজ্রের সোসর ।
 সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর ॥

মেঘের গর্জন আর পড়িছে বন্ধনা ।
 পর্বতের তবু নাহি নড়ে এক কণা ॥
 প্রলয় কালেতে যেন সৃষ্টি হয় নাশ ।
 দেখি যত দেবগণ গণিলা তরাস ॥
 ত্রাক্ষরে জিজ্ঞাসা করে যত দেবগণ ।
 আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ ॥
 দেবতার এই বাক্য শুনি প্রজ্ঞাপতি ।
 দেবগণে ল'য়ে তবে যান শীঘ্রগতি ॥
 ত্রাক্ষা বলিলেন, শুন দেবতা পবন ।
 আচম্বিতে প্রলয় করহ কি কারণ ॥
 সৃষ্টি সৃষ্টিলাম আমি অতিশয় ক্রেশে ।
 হেন সৃষ্টি নষ্ট কর, যুক্তি না আইসে ॥
 না শুনি ত্রাক্ষার বাক্য কহিছে পবন ।
 প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ ॥
 পবনের কাছে ত্রাক্ষা শুনি সে উত্তর ।
 বিরস হইয়া তবে চলিলা সত্বর ॥
 পবনে এড়িয়া যায় গরুড়-গোচরে ।
 বিরিক্তি বলেন, পক্ষি, বলি হে তোমারে ॥
 আমি সৃষ্টি করিলাম, তুমি কর রক্ষা ।
 এক দিক্ হৈতে তুমি তুলি লহ পাখা ॥
 ত্রাক্ষার বচনে গরুড়ে হইল হাস ।
 তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ ॥
 ত্রাক্ষা বলে, তোমারে যে আমি ভাল জানি ।
 শত যুগে পবন তোমারে নাহি জিনি ॥
 ত্রাক্ষার বচনেতে গরুড় পক্ষী হাসে ।
 তবে ত গরুড় পাখা করিল প্রকাশে ॥
 গরুড় তুলিলে পাখা গিরিবর নড়ে ।
 ঝড়েতে সে পর্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে ॥
 ত্রিকূট পর্বত আছে সাগর ভিতরে ।
 হুমেকর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে ॥

লঙ্কা নামে পুরী, তাহে কৈল বিশ্বকর্ষ ।
 এইরূপে জীরাম, লঙ্কার শুন জন্ম ॥

মালীর মৃত্যু এবং সূমালী ও মাল্যবানের-
 পাতালে প্রবেশ ।

মাল্যবান্ রাক্ষস লঙ্কায় রাজ্য করে ।
 ত্রিভুবন জিনিল সে পিতামহ-বরে ॥
 মনে করে আমি ত্রাক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বর ।
 সকল দেবতা মেরে ঘুচাইব ডর ॥

তবে দেবগণ গেল শিবের গোচর ।
 কহিল বৃস্তাস্ত যত শিব-বরাবর (১) ॥
 সূকেশের সম্ভান ছরস্ত নিশাচর ।
 বড়ই দৌরাশ্ব করে স্বর্গের উপর ॥

বিশনাথ বলেন, শুনহ দেবগণ ।
 মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন ॥
 হইয়াছে চূর্ণয় ত্রাক্ষার পেয়ে বর ।
 মরিবে আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর ॥
 দেব-দেবী-বিপ্র-হিংসা করে যেই জন ।
 আপনার দোষে মরে বেদের লিখন ।
 এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ ।
 রাক্ষস মারিতে পারে দেব নারায়ণ ॥
 রাক্ষসের কথা গিয়া কহ নারায়ণে ।
 অবশ্য বিহিত হবে, শুন দেবগণে ॥

মহেশের আঙ্কা পেয়ে যতোক অমর ।
 উপনীত হৈল গিয়া বৈকুণ্ঠ-নগর ॥
 সম্মুখে দেবতাগণ করি প্রণিপাত ।
 রাক্ষসের কথা কহে, করি জোড়হাত ॥

(১) শিব-বরাবর—শিবের নিকটে ।

সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে ।
তিন পুত্র হৈল তার বৃদ্ধি বিপরীতে ॥
দেব-দ্বিজ-হিংসা করি ফিরে অমুক্ণ ।
স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ ॥
মারে শেল শূল জাঠা, লুঠে সব নারী ।
ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে অমর-নগরী ॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে ।
যক্ষ রক্ষ কিম্বাদি (১) নাহি আঁটে রণে ॥
সংসারের কর্তা তুমি দেব গদাধর ।
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর ॥

দেবতার ত্রাস দেখি শ্রীহরির হাস ।
সুখেতে অমর-পুরে কর গিয়া বাস ॥
তোমা সবে হিংসে যদি ছুঁই নিশাচর ।
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যম-ধর ॥
আশ্বাস করিল যদি দেব নারায়ণ ।
নির্ভয়ে অমর-পুরে গেলা দেবগণ ॥

জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদে ।
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আছ্লাদে ॥
বসিয়াছে তিন ভাই রত্ন-সিংহাসনে ।
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিনজনে ॥
প্রণাম করিয়া দিল রত্ন-সিংহাসন ।
জিজ্ঞাসিল, কহ মুনি, শুন বিবরণ ॥
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ ।
বলহ হেথায় তব কোন্ প্রয়োজন ॥

মুনি বলে, তোমার যে হিত চিন্তা করি ।
অমঙ্গল শুনিয়া আইসু লঙ্কাপুরী ॥
এক ঠাই মিলিয়াছে যত দেবগণ ।
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন ॥
তোমাদের কথা কহিয়াছে নারায়ণে ।
শ্রীহরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে ॥

হ'য়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ।
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে ॥
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর ।
বিশেষ অধিক স্নেহ তোমার উপর ॥
এ কারণে আইলাম দিতে সমাচার ।
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার ॥

এত বলি মুনিবর হইল বিদায় ।
নিশাচরগণ ভাবে কি হবে উপায় ॥
একত্র বসিয়া যুক্তি করে তিন জন ।
হেনকালে ব্রহ্মা আইলা রাক্ষস-সদন ॥

রাক্ষস-পুরেতে এই শুনি সমাচার ।
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার ॥
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত ।
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত ॥
শুনি অমঙ্গল-বাক্য বুঝাইতে হিত ।
ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে হৈলা উপনীত ॥

ব্রহ্মা দেখি সম্মুখে উঠিল তিনজন ।
প্রণাম করিয়া করে চরণ-বন্দন ॥
ভক্তিভাবে বসাইল রত্ন-সিংহাসনে ।
পাশ্চ-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণে ॥
জোড়-হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিন জন ।
আজ্ঞা কর কি হেতু লঙ্কাতে আগমন ॥
এত দিনে পবিত্র হইল লঙ্কাপুরী ।
যা মনে বাসনা কর, সেই কর্ম করি ॥

ব্রহ্মা বলে, সর্বদা বাসনা করি মনে ।
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরম-কল্যাণে ॥
থাকিলে আমার বাহা হইবে কি কর্ম ।
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীর ধর্ম ॥
দেব-দ্বিজ হিংসা কর পাপ-কর্মের মতি ।
হুরাচার স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি ॥

(১) কিম্বদ—অনুযুক্তি গুরুভ্রাতৃবিশেষ । ইহারা সর্দীতে বিশেষ পটু ।

তিন লোক উপরেতে অমরের পুরী ।
 দেবতাগণের বাস তাহার উপরি ॥
 হোম-যজ্ঞ-ভাগ দিয়া যে অর্চনা করে ।
 লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে ॥
 কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত ।
 ভক্তিভাবে বেই ডাকে তার অমুগত ॥
 মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্বীতে ।
 দেখ মন্দকারী কেহ নহে কোনমতে ॥
 দেব দ্বিজ দুই তুলা, ধর্মপথে মন ।
 তার হিংসা যে করে সে দুর্ন্যতি দুর্জন ॥
 অতি অন্ন-আমু তোরা, ধর্মেতে বিহীন ।
 দেব-হিংসা করিয়া বাঁচিবি কত দিন ॥
 হইয়াছে এক যুক্তি যত দেবগণ ।
 দেবতার সহায় হ'য়েছে নারায়ণ ॥
 বিষ্ণু সনে যুক্তিবাক্য কাহার সক্তি ।
 একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥
 এত বলি কোপ-মনে ত্রকার গমন ।
 বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন ॥
 মাল্যবান্ বলে, ভাই, শঙ্ক্য ত্যজ মনে ।
 তিন জনে যুক্ত করি যার নারায়ণে ।
 মাল্যবান্-কথা শুনি কহিছে সুমালী ।
 শুনিয়াছি নারায়ণ বলে মহাবলী ॥
 হিরণ্যকশিপু আদি ক'রেছে সংহার ।
 হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার ॥
 মালী বলে, সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে ।
 আর যেন দেবগণ যুক্ত নাহি করে ॥
 বিষ্ণু বড় কুচক্রী, কুযুক্তি যত তার ।
 সে মরিলে দেবগণের টুটে অহকার ॥
 তিন ভাই মিলে আগে মারি নারায়ণ ।
 পশ্চাতে মারিব, আছে যত দেবগণ ॥

মুনি ঋষি মারিব, মারিব সিদ্ধ যতী ।
 ঘুচাইব দেবতার স্বর্গের বসতি ॥
 এত বলি তিন জনে যুক্তি কৈল সার ।
 ঘোড়া হাতী রথ রথী সাজিল অপার ॥
 তুলিল কটক-ঠাট রথের উপরে ।
 বৈকুণ্ঠে চলিল তারা বিষ্ণু জিনিবারে ॥
 সিংহনাদে ঘোর শব্দ করে যেন-ঘন ।
 বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া দিল দরশন ॥
 গরুড়-বাহনে চড়ি আইলা নারায়ণ ।
 নারায়ণ-সম্মুখেতে বাজে মহারণ ॥
 মহাকোপে নানা অস্ত্র মারে নিশাচর ।
 বাণবৃষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর ॥
 ছাইল গগন-পথ দিগ-দিগন্তর ।
 পড়িছে অসংখ্য বাণ পড়িগ তোমর ॥
 আঠা আঠি শেল শূল মুষল মুদগর ।
 লেখাজোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর ॥
 নারায়ণ বীরদাপে ত্রিভুবন নড়ে ।
 রাক্ষসের সৈন্য সব মূচ্ছা হৈয়ে পড়ে ॥
 কুপিল সুমালী মালী রণে আগুসরে ।
 দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে ॥
 ঋকনা চিকুর সম গদা-বাড়ি পড়ে ।
 বিষ্ণু ল'য়ে গরুড় পলায় উভরড়ে ॥
 গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান্ হাসে ।
 শ্রীহরি ফিরান তারে করিয়া আশ্বাসে ॥
 বিষ্ণু বলেন, গরুড়, তিলেক থাক রণে ।
 পাঠাব রাক্ষসগণে যমের সদনে ॥
 তোমার সংগ্রামে ত্রিভুবনে লাগে ভয় ।
 রাক্ষসের রণে পলাও উচিত না হয় ॥
 উলটিয়া গরুড় আইল মহারণে ।
 চক্রবাণ (১) বিষ্ণু এড়িলেন ততরণে ॥

(১) চক্রবাণ—সুদর্শন চক্র । বিশ্বকর্মা-পুত্রী সংজ্ঞার সহিত সর্বোত্তম পরিণয় হয় । কিছুদিন পরে

চক্রবাণে মালীর মস্তক কাটি পাড়ে ।
 মাল্যবান্ সুমালী পলায় উভরড়ে ॥
 পুনঃ ফিরে নিশাচর, নাহি দেয় ভঙ্গ ।
 লোহার মুদগর হানে, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ॥
 মাল্যবান্ বলে, তুমি থাকহ শ্রীহরি ।
 আজি রণে তোমারে পাঠাব যম-পুরী ॥
 শ্রীহরি বলেন, বেটা, শুন মাল্যবান্ ।
 প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি দেবতার স্থান ॥
 অভয় লভিয়া গেছে যতোক অমর ।
 তোরে মেরে ঘুচাইব দেবতার ডর ॥
 অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে ।
 প্রাণ লয়ে, যাহ বেটা, পাতাল ভিতরে ॥
 মাল্যবান্ বলে, বিষ্ণু, কথা বড় টান ।
 রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ—হারাইবি প্রাণ ॥
 মালসটি দিয়া তবে গেল মাল্যবান্ ।
 যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান্ ॥
 বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে ।
 অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বৃকে ॥
 অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে ।
 সহিতে না পারে বীর খায় উভরড়ে ॥

শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর ।
 পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল ভিতর ॥
 হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতাল ।
 কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরাল ॥
 প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী ।
 পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ॥
 চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কার রাবণ ।
 তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ ॥
 রাবণে বধিলা তুমি শক্তি অতিশয় ।
 রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জয় ॥
 অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস ।
 কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥

কুবেরের জন্ম, তপস্যা, বরলাভ ও
 লঙ্কায় রাজত্ব ।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, করি নিবেদন ।
 ব্রহ্ম-অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ ॥
 যেমন জনক হয় সন্তান তেমন ।
 ব্রহ্ম-তেজে কেন তার রাক্ষস-জন্ম ॥

সংজ্ঞার গর্ভে শমন নামে এক পুত্র জন্মে । কিন্তু সংজ্ঞা সূর্য্যতেজ সহ করিতে না পারিয়া অশক্তিতে ছায়া নামী কন্যা সৃষ্টি করিয়া স্বস্থানে নিয়োগ করতঃ সূর্য্যের অগোচরে পিতা বিশ্বকর্মার আরাগে গমন করেন । কিছুদিনের পর ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম হয় । এক দিন ছায়া সপত্নী-পুত্র শমনকে অনাচার করায় শমন বিমাতা ছায়াকে পদাঘাত করেন । এই জন্ত ছায়ার অভিশাপে শমনের পায়ে গোড় হয় । সূর্য্য তখন ভাবিলেন, মাতার অভিশাপ ত পুত্রকে লাগে না, তবে কি এই রমণী সংজ্ঞা নয় । তখন তিনি যোগ প্রভাবে সকলি অবগত হইয়া সংজ্ঞাকে বিশ্বকর্মার গৃহ হইতে আনিতে গেলেন । বিশ্বকর্মা কন্যার মুখে সমস্ত কথা অবগত হইয়াছিলেন । একান্ত সূর্য্যকে বলিলেন, আপনার তেজঃ সহ করিতে না পারিয়া আমার কন্যা এই ব্যাপার করিয়াছে । অতএব আপনি কিছু তেজঃ সংবরণ করুন । এই বলিয়া বিশ্বকর্মা সূর্য্যকে কুঁহে বসাইয়া বাব অংশে বিভূক্ত করিলেন । (১২৬ পৃষ্ঠার পাঠটীকা দ্রষ্টব্য) এই কুঁহে সূর্য্য-অঙ্গ-বর্ষণে যে চূর্ণ নিঃসৃত হইয়াছিল তাহা একত্র করিয়া বিশ্বকর্মা এক চক্র নির্মাণ করেন, তাহারই নাম সূর্য্যর্শন চক্র । ইহা সূর্য্য অধিকার করেন । কিছু দিন পরে সংজ্ঞা-গর্ভে সূর্য্যদেবের এক কন্যা জন্মে । তাঁহার নাম হয় যমুনা । সূর্য্য কন্যা যমুনাকে নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করেন । এই সময় নারায়ণ ঐ সূর্য্যর্শন চক্র ষোড়শরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।—বৃহৎ সারণি ।

বিশ্রবার পুত্র যে কুবের দশানন ।
 ছই ভাই ছই জাতি হৈল কি কারণ ॥
 কুবের হইল যক্ষ, রাক্ষস রাবণ ।
 পিতা এক, তবু হেন হ'ল কি কারণ ॥
 বিশ্রবার ছই পুত্র সর্বলোকে জানি ।
 রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহামুনি ॥
 অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান ।
 রাবণের জন্ম-কথা কহি তব স্থান ॥
 মহামুনি পুলস্ত্য যে ব্রহ্মার নন্দন ।
 ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন ॥
 স্মেরু পর্বতে থাকি যোগাসন করি ।
 কেলি করিবারে আইল অনেক সুন্দরী ॥
 দেবতা-গন্ধর্ব-কন্যা আইল বিস্তর ।
 সখী সখী মিলি কেলি করে নিরন্তর ॥
 তৃণবিন্দু-মুনিকন্যা রূপেতে অপ্সরা ।
 ত্রৈলোক্যমোহিনী সে যে নাম স্বয়ংবরা ॥
 মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি ছই আঁধি ।
 সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী ॥
 নাচে গায় মূনির নিকটে করে রঙ্গ ।
 প্রতিদিন মূনির তপস্যা করে ভঙ্গ ॥
 কোপেতে পুলস্ত্য মুনি শাপ দিলা তায় ।
 তবু নাহি শুনে কন্যা, সুখে নাচে গায় ॥
 কোপেতে পুলস্ত্য মুনি পুনঃ দেন শাপ ।
 না শুন আমার কথা, কিসের প্রতাপ ॥
 হেন কদাচার তোর বাপের আদরে ।
 সস্তানের মাতা তুই হইবি অচিরে ॥
 মুনি-শাপে কন্যার যে যৌবন-সঞ্চার ।
 তা দেখি চিস্তিত প্রাণ হইল তাঁহার ॥
 অপমান পেয়ে গেল বাপের আলয় ।
 অকপটে (১) সব কথা বিবরিয়া কয় ॥

তৃণবিন্দু গুনিয়া সকল বিবরণ ।
 পুলস্ত্য নিকটে গেল মলিন বদন ॥
 প্রণাম করিল গিয়া পুলস্ত্যের শায় ।
 জিজ্ঞাসা করিলা মুনি, বসতি কোথায় ॥
 তৃণবিন্দু বলে, থাকি এই গিরিপূরে ।
 দিয়াছ দারুণ শাপ আমার কন্যারে ॥
 অনুচা (২) তনয়া মোর সস্তান-জননী ।
 তব শাপে বিঘোষিত হইবে অবনী ॥
 মুনি বলে, তব কন্যা বড়ই চঞ্চল ।
 ভাজিল তপস্যা মোর করি অবহেলা ॥
 রূপের গরবে সে যে অতীব চঞ্চল ।
 দিয়াছি তাহারে তার মত প্রতিফল ॥
 তৃণবিন্দু বলে, দোষ ক্ষম মহাশয় ।
 তুমি না করিলে দয়া জাতি-নাশ হয় ॥
 মুনি বলিলেন, আর কি আছে উপায় ।
 বলেছি যে কথা, তাহা খণ্ডন না যায় ॥
 তৃণবিন্দু বলে, মুনি, কর অবধান ।
 পরম তপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান ॥
 তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে ।
 ইহাতে সকল তুমি পার করিবারে ॥
 বালিকা আমার কন্যা, বিবাহ না হয় ।
 সস্তান-সন্তবা সে যে, শুনে লাগে ভয় ॥
 শাপেতে হইল হেন, কেহ না বুঝিবে ।
 বলহ কেমনে মুনি সন্তম বাঁচিবে ॥
 মুনি বলে, তৃণবিন্দু, কি আছে যুক্তি ।
 কেমনে হইবে তব কন্যার নিষ্কৃতি ॥
 তৃণবিন্দু বলে, যদি হইলে সদয় ।
 সেই কন্যা বিস্তা (৩) তুমি কর মহাশয় ॥
 মূনির হইল মন বিস্তা করিবারে ।
 তৃণবিন্দু কন্যাদান করিল মূনিরে ॥

(১) অকপটে—সবলভাবে । (২) অনুচা—অবিবাহিতা ; কুমারী । (৩) বিস্তা—বিবাহ ।

করিল মূনির সেবা কন্যা গুণবতী ।
 মূনি তারে দিলা বর হ'য়ে হৃষ্টমতি ॥
 মম শাপে হয় তব হেন অপমান ।
 মম বরে প্রসবিলে উত্তম সন্তান ॥
 সেই গর্ভে জন্মেন বিশ্রবা মহামুনি ।
 ভরদ্বাজ-কন্যা বিভা করিলেন তিনি ॥
 ভরদ্বাজ-মুনিকন্যা নাম তার লতা ।
 তার গর্ভে জন্মিলা কুবের মহারথী ॥
 বিশ্রবার ঔরসেতে কুবেরের জন্ম ।
 কুবের করিল তপ আরাধিয়া ধর্ম ॥
 কুবের করিল তপ সহস্র-বৎসর ।
 তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর ॥
 কুবের ব্রহ্মার বরে হইল অমর ।
 অমর হইল, আর হৈল ধনেশ্বর ॥
 পবন বরণ যম অগ্নি পুরন্দর ।
 সবে মিলি কুবেরেরে দিলা বহু বর ॥
 পাইল পুষ্পক রথ, কি কব বাধান ।
 আপনার হাতে ব্রহ্মা করিলা নিশ্চয় ॥
 রথসজ্জা করি দিল রথের সারথি ।
 রাজহংস বাহে রথ পবনের গতি ॥
 দশ যোজন রথখান অতি সূচিকণ ।
 পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যদি করে মন ॥
 বর পেয়ে কুবের প্রফুল্ল হৈল মনে ।
 প্রণাম করিল গিয়া বাপের চরণে ॥
 অতুল ঐশ্বর্য ব্রহ্মা দিল বর দান ।
 সবে মাত্র নাহি দিল থাকিবার স্থান ॥
 পিতার নিকটে বস করিল মিনতি ।
 আজ্ঞা কর কোথা পিতা করিব বসতি ॥
 বিশ্রবা বলেন, তুমি ধন-অধিকারী ।
 তোমার বসতি-যোগ্য স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ॥

রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর ।
 রাক্ষস পলায়ে গেছে পাতাল ভিতর ॥
 কুবের বলেন, পিতা, করি নিবেদন ।
 রাক্ষস পলায়ে গেছে কিসের কারণ ॥
 বিশ্রবা বলেন, হুষ্ট নিশাচরগণ ।
 হুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ ॥
 বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর ।
 বিষ্ণুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর ॥
 কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস ।
 পৃথিবীতে থাকিলে করিব সর্বনাশ ॥
 বিষ্ণু-ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর ।
 লুকাইয়া রহে গিয়া পাতাল ভিতর ॥
 সে অবধি শূন্য প'ড়ে আছে লঙ্কাপুরী ।
 তথা গিয়া থাক পুত্র ধন-অধিকারী ॥
 পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হৃষ্টমতি ।
 লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি ॥

— —
 বাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিষ্ঠীষণের জন্ম,
 তপস্যা ও বরলাভ ।

পুষ্পক বিমানে কুবের বেড়ায় অস্তরীক্ষে ।
 পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসেরা দেখে ॥
 দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অস্তরে ।
 রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা লইল কুবেরে ॥
 বসিয়া মন্ত্রণা করে ল'য়ে মন্ত্রিগণে ।
 কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে ॥
 বিশ্রবার অধিকার হ'য়েছে লঙ্কার ।
 পিতৃধন কুবের ক'রেছে অধিকার ॥
 পুনঃ যদি বিশ্রবার পুত্র এক হয় ।
 পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয় ॥

যত্নপি দৌহিত্র হয় বিশ্রবা-নন্দন (১) ।
 দুই দিকে অধিকারী হবে হেন জন ॥
 এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে ।
 বিশ্রবারে দান দিব আপন দুহিতে ॥
 খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে ।
 কোপে ডাকে মালাবান্ আপন কণ্ডারে ॥
 নিকষা তাহার নাম নবীন-যৌবনী ।
 অকলঙ্ক-শশিমুখি মরাল-গামিনী ॥ (২)
 মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি (৩) রামরম্ভা উরু ।
 হরিগাঙ্কী কামের সমান যুগা ডুরু ॥
 জিনি রম্ভা তিলোত্তমা নিরূপমা নারী ।
 তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী ॥
 যৌবন-তরঙ্গ বন্ধে ভঙ্গিমা (৪) স্তম্ভাম ।
 পিতার চরণে আসি করিল প্রণাম ॥
 মালাবান্ বলে, এস প্রাণের কুমারী ।
 সাবিত্রী সমান হও আশীর্বাদ করি ॥
 মালাবান্ বলে কণ্ডা রূপেতে রূপসী ।
 তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষসী ॥
 এই উপরোধ করি তোমার গোচর ।
 বিশ্রবার কাছে গিয়া মাপ পুত্র-বর ॥
 তাহার রমণী হ'য়ে থাক তার ঘরে ।
 অচিরে জন্মিবে পুত্র তোমার উদরে ॥
 পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জিত ।
 'যে আশ্রয়' বলিয়া চলে হইয়া স্বরিত ॥
 এতেক রূপসী শশী ভুবনমোহিনী ।
 করিয়া বিচিত্র সাজ চলে সুবদনী ॥
 মহামুনি বিশ্রবা আছেন তপস্তায় ।
 নিকষা বিচিত্র বেশে সম্মুখে দাঁড়ায় ॥

বিশ্রবা জিজ্ঞাসে তারে কে তুমি রূপসী ।
 নিকষা কহিল, আমি পুত্র-অভিলাষী ॥
 পত্নীভাবে আলয়েতে থাকিব তোমার ।
 মুনি বলে, থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার ॥
 সর্বমতে আদরিণী হবে মম বরে ।
 এক কণ্ডা তিন পুত্র ধরিবে উদরে ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে অতি বিকৃত-আকার ।
 বাহুবলে শাসিবেক এ তিন সংসার ॥
 হইবে মধ্যম পুত্র সে অতি দুর্জন ।
 অদ্বুত ধরিবে বল অদ্বুত ভঙ্গণ ॥
 করিবেক অনাচার দেব-দ্বিজ-হিংসে (৫) ।
 আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে ॥
 কণ্ডা হবে দুঃস্থ দুঃশীলা অতি-লোভা ।
 সে-ই মজাইবে সৃষ্টি হইয়া বিশ্বা ॥
 কুলের উচিত পুত্র হইবে কনিষ্ঠ ।
 দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত ধর্মশীল শ্রেষ্ঠ ॥
 এতেক কহিলো যদি মুনি মহাশয় ।
 নিকষার দুই চক্ষু বারিধারা বয় ॥
 জোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর ।
 আমারে কেমন আশ্রয় কৈলে মুনিবর ॥
 তোমার বরেতে পুত্র জন্মিবে যে জন ।
 ধর্মশীল না হইবে একথা কেমন ॥
 মুনি বলে, বিষাদিত না হও সুন্দরি ।
 দৈবের ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি ॥
 অগ্নির পতন-কালে (৬) চাহিয়াছ বর ।
 অগ্নি হেন দুই পুত্র হইবে দুর্জন ॥
 বিশ্রবা এতেক বলি, তপস্তাতে যান ।
 নিকষা প্রসব কৈল চারিটি সন্তান ॥

(১) বিশ্রবার পুত্র যদি রাক্ষসের দৌহিত্র হয় । (২) মরালগামিনী—বাহুহংসের মত চলন যে স্ত্রী ।
 (৩) কটি—কোমর । (৪) ভঙ্গিমা—সৌন্দর্য্য, শোভা । (৫) অনাচার দেব-দ্বিজ-হিংসে—
 অশাস্তি ও দেব-দ্বিজের প্রতি হিংসা । (৬) অগ্নির পতন কাল—অল, বায়ু হইতে
 উৎপন্ন বিদ্যুৎ, ঝড়, বজ্র প্রভৃতিকে দ্বিবি অগ্নি বলে । যে-সময়ে নিকষা বিশ্রবা মুনির

প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব গঠন ।
 দশ মুণ্ড কুড়ি বাছ বিংশতি লোচন ॥
 সর্বজ্যোষ্ঠ রাবণ ভুবন কাঁপে ডরে ।
 কুম্ভকর্ণ প্রসব করিল তার পরে ॥
 বিকট আকার দেহ বিষম লক্ষণ ।
 তারে দেখে অন্তরে কাঁপিল দেবগণ ॥
 স্মৃতিকা-গৃহেতে এসেছিল যত নারী ।
 মুখে পূরে একেবারে সাপটিয়া ধরি ॥
 কঙ্কারত্ব ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে ।
 মুখের গঠন দেখি সবে কাঁপে ডরে ॥
 লিহ লিহ করে জিহ্বা, বিপরীত মাথা ।
 নাকের নিখাস তার কামারের জাঁতা ॥
 অঙ্গুলিতে নখ যেন কুলার আকার ।
 সূৰ্ণগণা নাম তার বিখ্যাত সংসার ॥

কণ্ঠা দেখি নিকষার পুণকিত মন ।
 অবশেষে ভূমিষ্ঠ ধান্মিক বিভীষণ ॥
 তিন পুত্র এক কণ্ঠা হইল প্রসব ।
 শুভ সমাচার পায় রাক্ষসেরা সব ॥
 অনেক রাক্ষস সঙ্গে আইল মাল্যবান্ ।
 বহু ধন-রত্ন দিয়া করিল কল্যাণ ॥
 লক্ষ্যমাত্র দেখিয়া স্তম্ভির কৈল মন ।
 বিষ্ণুর ভয়েতে করে পাতালে গমন (১) ॥
 বিশ্রবার আশ্রমেতে নিকষা রহিল ।
 মনুষ্য আচারে তথা কতদিন গেল ॥
 দশানন বসিয়াছে নিকষার কোলে ।
 পিতা সন্তাষিতে কুবের(২) আইল হেনকালে ॥
 কুবের প্রণাম করে পিতার চরণে ।
 সঙ্কেতে নিকষা তারে দেখায় রাবণে ॥

নিকট পুত্রবর প্রার্থনা করে, সেই সময়ে বিশ্ববা মুনি যজ্ঞানলে ঘৃতাছতি দ্বিতেছিলেন ও সম্ভবতঃ আকাশে বিদ্যুৎ স্মরণ ও বজ্রনাদ হইতেছিল। একত্র পুত্রবর প্রার্থনার সময়কে 'অগ্নির পতন-কাল' বলা হইয়াছে।

(১) ব্রহ্মা প্রাণী সৃষ্টি করিয়া প্রাণীকে জল রক্ষা করিতে বলেন। প্রাণী জল রক্ষা করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলে ব্রহ্মা প্রাণীকে 'রাক্ষস হও' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। এই রাক্ষসের নাম হয় হেতি। হেতির পুত্র বিদ্যুৎকেশ। বিদ্যুৎকেশ অসঙ্গটা নারী গন্ধর্ষ-কণ্ঠাকে বিবাহ করে। ঐ কণ্ঠার গর্ভে স্নকেশ জন্মগ্রহণ করে। এই স্নকেশের ঔরসে এক গন্ধর্ষ-কণ্ঠার গর্ভে মাল্যবান, স্মালী ও মালী নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই তিন ভ্রাতা স্নকেশের পক্ষিতে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে "ত্রিভুবন জয়ী" হওয়ার বর প্রাপ্ত হয়। মাল্যবান্ এক গন্ধর্ষ-কণ্ঠাকে বিবাহ করে। তাহার গর্ভে মাল্যবানের সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। স্মালীর মহাক্রোধবতী পত্নীর গর্ভে দশটা পুত্র ও নিকষা নামী কণ্ঠার জন্ম হয়। তার পর মালীর চারি পুত্র হয়। তিন ভ্রাতার এই একুশ পুত্র ও এক কণ্ঠার বসতিযোগ্য স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে তাহারা একদিন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ষাকে ধরিয়া আনিয়া পুরী নির্মাণ করিতে বলে। বিশ্বকর্ষা সমুদ্রমধ্যে লঙ্কাদ্বীপ তৈরী করেন। এই মাল্যবান্, স্মালী ও মালী লঙ্কায় রাজ্য করিতে করিতে পুত্রগণসহ বিষ্ণুদেবী হইয়া পড়ে। বিষ্ণু চক্রবাণে মালীকে বধ করিলে মাল্যবান্ ও স্মালী পুত্রকণ্ঠা সহ পাতালে পলাইয়া যায়।

(২) কুবের—ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য—পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্ববা (মতান্তরে বিশ্বপ্রবা)। বিশ্বপ্রবা মুনির ঔরসে ভরদ্বাজ মুনির কণ্ঠা লতার (মতান্তরে লোতার) গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়। কুবের পঁচিশ হাজার বর্ষ তপ করেন। এই জন্ত ব্রহ্মা কুবেরের উপর সন্তুষ্ট হইয়া অষ্টলোকপালের মধ্যে অশ্বতম ও ধনাবিপতি করিয়া দেন। ব্রহ্মা কুবেরকে অমর বর ও পুষ্পক নামক বধ দান করিয়াছিলেন এবং পিতা বিশ্বপ্রবার নির্দেশে কুবের সমুদ্র মধ্যবর্তী লঙ্কাপুরে বাস করিতে থাকেন।

আসিয়াছে কুবের দেখহ বিচ্যমান ।
 বৈমাত্রেয় ভাই (১) তোর বন্ধের প্রধান ॥
 বিধাতা দিয়াছে করি ধন-অধিকারী ।
 সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী ॥
 তোর মাতামহ-সৃষ্ট এই স্বর্ণ লঙ্কা ।
 পেয়ে রাক্ষসের রাজ্য নাহি করে লঙ্কা ॥
 উহারে জিনিয়া লঙ্কা পার যদি নিতে ।
 তবে ত আমার ব্যথা ঘুচিবে মনেতে ॥
 দশানন বলে, মাতা, না ভাব বিষাদে ।
 কেড়ে লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে ॥
 কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি ।
 কুবেরে জিনিয়া তবে লব লঙ্কাপুরী ॥
 শুনিয়া মায়ের খেদ হইল কাতর ।
 তপস্যা করিতে যায় হিমালয়শিখর ॥
 কুম্ভকর্ণ দশানন আর বিভীষণ ।
 গোকর্ণ-বনেতে তপ করে তিন জন ॥
 কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই চুক্ষর ।
 উর্ধ্বপদে হেঁট মাখে থাকে নিরস্তর ॥
 গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে ।
 সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগিল আকাশে ॥
 শীতকালে জলে থাকে দিবস-রজনী ।
 নাহিক আহার নিদ্রা খাসগত প্রাণী ॥
 কতদিন ফল-মূল করিল আহার ।
 রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার ॥
 কঠোর তপস্যা তারা করে তিন জন ।
 বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥
 অনাহারে নিরস্তর বায়ু আহারেতে ।
 তিন ভাই তপস্যা করিল হেনমতে ॥

নাহিক শিশির উষ্ণ (২) নাহিক বরিষে (৩) ।
 করয়ে কঠোর তপ রাজ্য-অভিলাষে ॥
 মাথায় পিঙ্গল (৪) জটা বাকল পরিধান ।
 আচরিল তপস্যার যেমত বিধান ॥
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ছাড়ি ছয় রিপু ।
 অস্থিচর্ম্মসার মাত্র জীর্ণতম বপু (৫) ॥
 তপস্যা করিল পাঁচ সহস্র বৎসর ।
 রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবনে ডর ॥
 যতেক দেবতাগণ চিস্তিত-অস্তর ।
 কাহার সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচর ॥
 ইন্দ্র বলে, আমার ইন্দ্রহ পাছে লয় ।
 চন্দ্র সূর্য্য ভাবে সদা, কি জানি কি হয় ॥
 যম বলে, লইবেক মম অধিকার ।
 পাতালে বাসুকি ভাবে কি হবে আমার ॥
 না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর ।
 সকল দেবতা গেলা ত্রক্ষার গোচর ॥
 ত্রক্ষার নিকটে গিয়া কহিলা তখন ।
 রাক্ষস তপস্যা করে অতীব ভীষণ ॥
 কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া ।
 নিশাচরে সাস্তনা করহ তুমি গিয়া ॥
 এতেক শুনিয়া ত্রক্ষা গেলেন সধর ।
 ত্রক্ষা বলিলেন, বর মাগ নিশাচর ॥
 রাবণ বলে, বর যদি দিবে মহাশয় ।
 আমারে অমর বর দিতে আশ্রয় ॥
 ত্রক্ষা বলিলেন, তুমি চাহ অশ্র বর ।
 আমি না পারিব তোমা করিতে অমর ॥
 নহ বে ধর্ম্মিষ্ঠ জাতি, দুষ্ট নিশাচর ।
 সৃষ্টি মজাইবে, হৈলে তোমরা অমর ॥

(১) ভরদ্বাজ-মুনিকর্তা লতার (লোতার) গর্ভে কুবের অন্তর্গত করেন । এজন্য কুবেরকে রাবণের
 বৈমাত্রেয় ভাই বলা হইয়াছে । (২) শিশির উষ্ণ—শীত গ্রীষ্ম । (৩) বরিষে—বর্ষা ঋতু ।
 (৪) পিঙ্গল—শীতবর্ণের আভাযুক্ত গাঢ় নীলবর্ণ । (৫) বপু—শরীর ।

রাবণ বলিল, যদি না কর অমর ।
 তব স্থানে আমি নাহি চাই অমর বর ॥
 যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন ।
 এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ ॥
 রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন ।
 বিষম উৎকট (১) তপ করে তিন জন ॥
 কুম্ভকর্ণ করে তপ দেখিতে দুষ্কর ।
 হেঁটমাথা করি রহে দুই পা উপর ॥
 গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে ।
 উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে ॥
 বরিষাতে চারি মাস থাকে পদ্মাসনে (২) ।
 শিলা বরিষণ ধারা বহে রাত্রি-দিনে ॥
 শীতকালে স্নিগ্ধজলে থাকে নিরন্তর ।
 এইরূপ তপ করে অযুত বৎসর ॥
 অযুত বৎসর তপ তপনের স্থানে ।
 উর্দ্ধ করে দুই বাহু ঠেকেছে গগনে ॥
 অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ ।
 স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
 অযুত বৎসর তপ করিল রাবণ ।
 অনেক কঠোর তপ করে দশানন ॥
 এক মাথা কাটে এক হাজার বৎসরে ।
 ব্রহ্মারে আছতি দেয় আগুন উপরে ॥
 নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে ।
 শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে ॥
 খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন ।
 ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ-সদন ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, তপ না করিহ আর ।
 যত চাহ তত দিব ধন-অধিকার ॥

দশানন বলে, যদি মোরে দিবে বর ।
 তব বরে সংসারেতে হইব অমর ॥
 ব্রহ্মা বলেন, অমর বর বড়ই দুষ্কর ।
 ছাড়িয়া অমর বর চাহ অমর বর ॥
 রাবণ বলিল, যদি না কর অমর ।
 সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর ॥
 যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্বা অঙ্গর (৩) ।
 চরাচর খেচর পিশাচ (৪) বিষধর ॥
 কারো রণে না মরিব এই বর দেহ ।
 সকলে জিনিব আমি, না পারিবে কেহ ॥
 ব্রহ্মা বলেন, যে বর চাহিলে নিজ মুখে ।
 তুষ্ট হ'য়ে সেই বর দিলাম তোমাকে ॥
 যত যত জাতি বীর আছয়ে সংসারে ।
 নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে ॥
 বাকী আছে দুই জাতি নর ও বানর ।
 দশানন বলে, মোর তাহে নাহি ডর ॥
 বাকী যে বানর-নর ধরি ভক্ষ্য মধ্যে ।
 নর আর বানরে কি জিনিবেক যুদ্ধে ॥
 রাবণ বলিছে পুনঃ করি জোড়কর ।
 কাটা মুণ্ড জোড়া যাবে দেহ এই বর ॥
 ব্রহ্মা কন, দিই বর শুন হে রাবণ ।
 মুণ্ড কাটা গেলে তবে না হবে মরণ ॥
 কাটামুণ্ড জোড়া তব লাগিবেক স্বন্ধে ।
 রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে ॥
 তবে ব্রহ্মা উপনীত বিভীষণ-স্থানে ।
 বর মাগ বিভীষণ, যাহা লয় মনে ॥
 বিভীষণ প্রণমিল জুড়ি দুই কর ।
 ধর্ম্মেতে হউক মতি মাগি এই বর ॥

(১) উৎকট—উগ্র ; ভয়ানক । (২) পদ্মাসন—বোম্বাসন বিশেষ । ... ১০ পৃষ্ঠায় পাণ্ডটিকা ত্রৈব্য ।
 (৩) অঙ্গর—অলবিহারপ্রিয় দেবদেবী বিশেষ । (৪) পিশাচ—সকল বস্তুমাংসাহারী দেবদেবী বিশেষ ।

ত্রক্ষা বলিলেন, তুষ্ট হইলাম মনে ।
 অক্ষয় অমর হও আমার বচনে ॥
 বিনা শ্রমে সর্বশাস্ত্রে হইবে নিপুণ ।
 ত্রিভুবনে সকলে ঘৃষিবে তব গুণ ॥
 তার পরে কুম্ভকর্মে গেলা বর দিতে ।
 দেখিয়া ত দেবগণ লাগিলা কাঁপিতে ॥
 দেবগণ বলে, ভাগ্যে না জানি কি হয় ।
 বিনা বরে কুম্ভকর্মে দেখে লাগে ভয় ॥
 বিধির নিকটে বর পেলে কুম্ভকর্ণ ।
 ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ ॥
 এত ভাবি দেবগণ করিয়া যুক্তি ।
 ডাক দিয়া আনাইলা দেবী সরস্বতী ॥
 দেবীরে কহিলা তবে যত দেবগণে ।
 এই নিবেদন মাতা তোমার চরণে ॥
 বিধি গিয়াছেন কুম্ভকর্মে দিতে বর ।
 বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের উপর ॥
 বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন ।
 তুমি ব'লো নিজে আমি যাব অমুকুণ ॥
 পাঠাইলা যুক্তি করি যতেক অমর ।
 দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর ॥

বিধি কন, কি বর মাগহ নিশাচর ।
 কুম্ভকর্ণ বলে, নিজা যাব নিরন্তর ॥
 বিরিকি বলেন, বর চাহিলে যেমন ।
 দিবা-নিশি নিজা যাও হ'য়ে অচেতন ॥
 সরস্বতী চলিলেন আপন ভবন ।
 নিজা যার কুম্ভকর্ণ হয়ে অচেতন ॥

বর শুনি দশানন আইল শীঘ্রগতি ।
 ত্রক্ষার চরণে ধরি করয়ে মিনতি ॥
 দশানন বলে, সৃষ্টি আপনি সৃজিলে ।
 কল সহ বৃক কেন কাট ডালে-মূলে ॥

কুম্ভকর্ণ তোমার সশব্দে পর-নাতি (১) ।
 এমন দারুণ শাপ না হয় যুক্তি ॥
 নিজা যাবে, তব বাক্যে না হইবে আন ।
 নিজা-জাগরণ প্রভু, করহ বিধান ॥
 কাতর হইয়া ধরে ত্রক্ষার চরণে ।
 কুম্ভকর্ণ-বর শুনি হাসে দেবগণে ॥
 সদয় হইয়া ত্রক্ষা বলিলা বচন ।
 ছয় মাস নিজা, এক দিন জাগরণ ॥
 অদ্বুত ধরিবে বল অদ্বুত ভক্ষণ ।
 একেশ্বর (২) সমরে জিনিবে ত্রিভুবন ॥
 যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকর্ণ বীরে ।
 কাঁচা নিজা ভাজিলে যাইবে যম-ঘরে ॥
 এতক বলিয়া ত্রক্ষা গেলা নিজ স্থানে ।
 দুই ভাই কুম্ভকর্মে স্কন্ধে করি আনে ॥
 বিশ্বাস ধরেতে আইলা তিন জন ।
 রাবণ পাইল বর কাঁপে ত্রিভুবন ॥

বাবল কর্তৃক লঙ্কারাজ্য গ্রহণ ।

সুমালী শুনিয়া তাহা অতি হরষিত ।
 পাতাল হইতে তারা উঠিল ধরিত ॥
 সুমালী রাক্ষস উঠে লয়ে পরিজন ।
 মহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন ॥
 নিজ পরিবার লয়ে উঠে মালাবান্ ।
 বজ্রমুষ্টি বিরূপাক ধূজ ধরশাপ ॥
 ছিল মালাবানের তনয় চারিজন ।
 ধার্মিক সে চারিজনে নিলা বিভীষণ ॥

মাল্যবান্ কোল দিয়া কহে দশাননে ।
 পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে (১) ॥
 যে কালে তোমার বাপে দিমু কন্যাদান (২) ।
 সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ ॥
 বিষ্ণুভয়ে হ'য়েছিমু পাতাল নিবাসী (৩) ।
 তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি ॥
 রাক্ষসের রাজ্য সে কনক লঙ্কাপুরী ।
 হ'য়েছে সে লঙ্কার কুবের অধিকারী ॥
 কুবের নিকটে দূত পাঠাও একজন ।
 লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাক, নহে দিক্ রণ ॥
 অনাবাসে (৪) এরূপ রহিব কতকাল ।
 লঙ্কাপুরী কেড়ে ল'য়ে কর ঠাকুরাল ॥

রাবণ বলে, মাতামহ, কি বল আপনি ।
 জ্যেষ্ঠ ভাই মহাগুরু পিতৃতুল্য জানি ॥
 জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিসংবাদ কোন্ জন করে ।
 হেন বাক্য না বলিহ সস্তার ভিতরে ॥

রাবণ এতেক যদি বলে মাল্যবানে ।
 প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সবাবিছমানে ॥
 কুবেরের মাগ্ন রাখ, জ্ঞাতিগণ দুঃখী ।
 ত্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার স্মৃখে স্মৃখী ॥
 দেখ দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্যগণ ।
 ভ্রাতারে মারিয়া রাজ্য লয় কত জন ॥

তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান ।
 মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান ॥
 বৈমাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর (৫) ।
 ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর ॥
 গরুড়ের ভাই নাগ সর্বলোকে জানে ।
 গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে (৬) ॥
 সর্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল ।
 ভাইয়ের গৌরব কে রেখেছে কতকাল ॥
 গুরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি-মনোদুঃখ (৭) ।
 কুবের প্রভু কর তোমার কি সুখ ॥
 পূর্বে জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস ।
 জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ ॥
 ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ ।
 ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ॥
 তখনি ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ ।
 দূত তুমি যাহ শীঘ্র কহ বিবরণ ॥

রাবণের দূত গিয়া নোঙাইল মাথা ।
 জোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা ॥
 রাক্ষসের রাজ্য এই কনক লঙ্কাপুরী ।
 এ স্থানে কেমনে র'বে ধন-অধিকারী ॥
 আপন গৌরব রাখ রাবণ-সম্মান ।
 ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ অশ্র স্থান ॥

(১) রাবণ অতিশয় বলবর্ধী হইলে মাল্যবান্ (রাবণের জ্যেষ্ঠ মাতামহ) দৌহিত্রের সহায়তায় পাতাল হইতে বহির্গত হয়। (২) রাবণের মাতা মিকবা সুমালীর কন্যা। (৩) ৫৮৬ পৃষ্ঠার পাঠটীকা দ্রষ্টব্য। (৪) অনাবাসে—ধাকিবার স্থানের অভাবে। (৫) কল্পপের ঔবসে অদ্বিতীয় গর্ভে ইন্দ্রের জন্ম হয়। অদ্বিতীয়, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সপত্নী ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভে বৈতন্য ও দানবগণ জন্মগ্রহণ করে। দেবতাগণের চিরশত্রু অশুরগণ ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিলে এবং বাহুবলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে ইন্দ্র তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া অশুরসকল বিনাশ করিয়া স্বর্গে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ইন্দ্র বাহুবলে যুদ্ধ, নমুচি প্রভৃতি বৈতন্যকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। (৬)—মাতার দাসীকে মোচন জন্য সুখা আমিতে গিয়া গরুড়ের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়। গরুড়ের শক্তি দর্শনে স্তম্ভ হইয়া ইন্দ্র গরুড়ের প্রাৰ্থনামুসারে মাগগণ গরুড়ের তক্ষ হইবে এই বর দেন—মহাতারত। (৭) জ্ঞাতি মনোদুঃখ—জ্ঞাতিদের মনের কষ্ট।

ছরস্ত রাক্ষসজাতি বুদ্ধি বিপরীত ।
 লঙ্কা দিয়া রাবণেরে করহ পিরীত ॥
 মাতামহ রাজ্য (১) তাই অধিকার করে ।
 কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে ॥
 রাবণ-গৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর ।
 ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা যাহ স্থানান্তর ॥
 রাবণের দূত যদি এতেক কহিল ।
 কুবের পিতার কাছে সব জানাইল ॥
 বিশ্ববা বলেন, শুন ধন-অধিকারী ।
 ছরস্ত রাক্ষস আমি কি করিতে পারি ॥
 ত্রক্ষার বরেতে নাহি মানে বাপ-ভাই ।
 থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্ব কাঙ্ক্ষাই ॥
 কৈলাস পর্বতে যাহ যথা ভাগীরথী ।
 সেইখানে গিয়া তুমি করহ বসতি ॥
 বিশ্ববার বচনে কুবের পুলকিত ।
 রাবণের দূত গেল কিরিয়া ত্বরিত ॥
 কুবের পাঠায় দূত করিয়া মিনতি ।
 মম আশীর্ব্বাদ বল রাবণের প্রতি ॥
 ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাব স্থানান্তর ।
 কিন্তু নাই অংশাংশি ধনের উপর ॥
 ত্রিশ কোটি যক্ষ বহে কুবেরের ধন ।
 লঙ্কা ছাড়ি কৈলাসেতে করিল গমন ॥
 লঙ্কা পেয়ে রাক্ষসের পরম পিরীতি ।
 লঙ্কাতে করিল রাজ্য রাক্ষস দুর্মতি ॥

স্মরণ করিয়া সকল নিশাচরে ।
 রাবণে করিল রাজ্য লঙ্কার ভিতরে ॥

রাবণাধির বিবাহ

যুগয়া করিতে গেল ভাই তিন জন ।
 ময়-দানবের সনে হৈল দরশন ॥
 কণ্ডারত্ন আছে তার সর্ব্বলোকে জানি ।
 ত্রিভুবন জিনি কণ্ডা রূপেতে মোহিনী ॥
 কণ্ডা দেখি পিতা-মাতা বড়ই ভাবিত ।
 কারে কণ্ডা বিত্তা দিব না জানি বিহিত ॥
 রাবণ বলে, কণ্ডা ল'য়ে কেন আছ বনে ।
 দানব আপন কথা কহে রাজা শুনে ॥
 দানব বলিল, অবধান মহাশয় ।
 কোন্ কুলে জন্ম তব দেহ পরিচয় ॥
 দশানন বলে, আমি বিশ্ববানন্দন ।
 রাক্ষসের রাজ্য আমি, নাম দশানন ॥
 ময় বলে, আমি বিশ্ববারে ভাল জানি ।
 বিবাহ করহ কণ্ডা আমার আপনি ॥
 কণ্ডাদান করে ময় পাইয়া কৌতুক ।
 শক্তি নামে শেলপাট দিলেন যৌতুক ॥
 শমনের ভগ্নী শেল জগতে বিদিত (২) ।
 সেই শেল হইলেন লক্ষ্মণ মুর্ছিত ॥
 রাবণের ত্রক্ষাপ দানব না জানে (৩) ।
 কণ্ডাদান করিয়া বিস্ময় হৈল মনে (৪) ॥

(১) লঙ্কাতে পূর্বে মাল্যবান, সুমালী ও মালী রাজ্য করিত বলিয়া লঙ্কাকে রাবণের মাতামহ-রাজ্য বলা হইয়াছে। (২) ৪৬৩ পৃষ্ঠার পাঠটীকা দ্রষ্টব্য। (৩) সত্যযুগে সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার নামক চারিজন মুনি ত্রিভুবানের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বারে উপস্থিত হন। সেই সময় জয় বিজয় তাহাদিগকে বাণা দিলে মুনিগণ ক্রোধাক্ত হইয়া তাহাদিগকে বাববার মর্ত্যে অগ্নিবায় অতিশাপ প্রদান করেন। ঐ অতিশাপে তাহারা ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুন্তকর্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করে। (৪) নিজ দুর্হিতার প্রতি অসন্তোষ পোষণ করিলেই রাবণের মৃত্যু হইবে কণ্ডাদানের পর ময়দানব ইহা অবগত হয়। এইজন্য তাহার বিষয়।

বিরোচন-রাজকন্যা রূপেতে উজ্জ্বলা ।

কুন্তকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা ॥

সাত যোজন দীর্ঘ অঙ্গ কুন্তকর্ণ বীর ।

তিন যোজন দীর্ঘাকার কণ্ঠার শরীর ॥

বর কন্যা উভয়ে হইল সুশোভন ।

কি রাজযোটক (১) ব্রহ্মা করিল সৃজন (২) ॥

সরমা (৩) নামেতে ছিল গন্ধর্বকুমারী ।

বিভীষণ বিভা কৈলা পরমা সুন্দরী ॥

স্বপ্নগাতে গিয়া বিভা কৈল তপোবনে ।

বিবাহ করিয়া ঘরে আইল তিনজনে ॥

মন্দোদরী-গর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ ।

তারে দেখি দেবগণে গণয়ে প্রমাদ ।

মেঘের গর্জন গর্জে লঙ্কার ভিতরে ।

দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে ॥

কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে ।

দেব-দানবের কন্যা ল'য়ে আসে ঘরে ॥

লঙ্কাপুরে কুন্তকর্ণ ঘুমে অচেতন ।

ত্রিশং যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ ॥

পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর ।

কুন্তকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর ॥

ত্রিশকোটি রাক্ষসে নিজার দ্বার রাখে (৪) ।

কুন্তকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার স্নেহে ॥

চারি চারি ক্রোশ জুড়ে ঘরের ছয়ার ।

রতন পালকে শুয়ে বীর অবতার ॥

শৃগ হৈতে দৃষ্ট হয় অর্ধ কলেবর ।

কুন্তকর্ণে দেখে কাঁপে যতেক অমর ॥

কুন্তকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যেদিনে ।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে সকলে তাহা জানে ॥

সেই দিন সকলেতে সাবধানে ফিরে ।

দেবগণ কম্পমান অমর-নগরে ॥

কুন্তকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে ।

দেখি সদা পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে ॥

বিধির বরেতে রাবণ কারে নাহি মানে ।

দেব-দানবের কন্যা ধ'রে ধ'রে আনে ॥

ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়া ।

কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া ॥

মুনি ঋষি দেবতার হিংসা ক'রে ফিরে ।

যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ডরে ॥

রাবণের দ্বিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা ।

কুবের শুনিল যত রাবণের কথ্য ।

দূত পাঠাইয়া দিল জানাইতে ধর্ম ॥

রাবণে নোডায় মাথা কুবেরের চর ।

কুবেরের কথা কহে করি জোড়কর ॥

দূত বলে, মহারাজ, তব হিত চাই ।

তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই ॥

বিশ্বাবর পুত্র তুমি কুলে অবতার ।

তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার ॥

দেবতার হিংসা কর দুঃখী দেবগণ ।

ঋষি-মুনির হিংসা কোন্ শাস্ত্রের লিখন ॥

দেবতা-ঋষির কোপে বিপরীত ঘটে ।

সাধুজনে হিংসা করি পড়ে ত সঙ্কটে ॥

দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর ।

আমার ঠাকুর বন্ধরাজ ধনেশ্বর ॥

(১) বর ও কণ্ঠার একরাশি বা সম-সপ্তম বা চতুর্ধ-দশম কিংবা তৃতীয়-একাদশ হইলে তাহাকে রাজযোটক বলে। (২) বিরোচন-রাজকন্যা (মতান্তরে বলিরাণ-দৌহিত্রী) বজ্রবাল্য (মতান্তরে বৃত্রিমালা) সহিত কুন্তকর্ণের বিবাহ হয়। (৩) গন্ধর্বরাজ 'শৈলুব'-এর ধর্মশীলা কন্যা সরমা। (৪) নিজার দ্বার রাখে—কুন্তকর্ণ বে ঘরে ঘুমায়, সেই ঘরের দ্বার বন্ধ করে।

করিলেন উগ্র তপ মলয়-শিখরে ।
 সর্বদা বিরাজে তথা পার্বতী-শঙ্করে ॥
 ছলরূপে অমেন চিনিতে কেহ নারে ।
 হুজনে রহেন স্মৃথে মলয়-শিখরে ॥
 ক্রীড়া-রসে কোতুকে ছিলেন হুইজনে ।
 কুবের চাহিয়াছিল বাম চক্ষু-কোণে ॥
 কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে ।
 কুবেরের বাম চক্ষু পুড়ে সেই ক্ষণে ॥
 এক চক্ষু পুড়ে গেল শুন লঙ্কেশ্বর ।
 এক চক্ষু তপ করে সহস্র বৎসর ॥
 তথাপি না ঘুচিল দেবীর কোপানল ।
 কুবেরের অঁধি আছে হইয়া পিঙ্গল ॥
 দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন ।
 দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ ॥
 তব অমঙ্গল দেব চিস্তিবে সদাই ।
 তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই ॥

এত যদি কহে দূত রাবণ-গোচরে ।
 শুনিয়া রাবণ রাজা কুপিল অন্তরে ॥
 আমারে পাঠায় দূত আপনা না জানে ।
 তোরে কাটি আজি তার বধিব জীবনে ॥
 জ্যেষ্ঠ ভাই বলি তাই এতদিন সহি ।
 নিকট মরণ তার, শুন তোরে কহি ॥
 কোন্ অহঙ্কারে এত কহিলি কুকথা ।
 হাতে খাণ্ডা করিয়া দূতের কাটে মাথা ॥
 দূতে কাটি সাজিল কুবেরে কাটিবারে ।
 দিখিলয় করিতে সাজিল লঙ্কেশ্বরে ॥
 ত্রিভুবন জ্বিনিতে সাজিল দশানন ।
 রাবণের সাজনে কাঁপিল দেবগণ ॥
 শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি ।
 সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে পীঙ্গপতি ॥

শত অক্ষৌহিণী নিল জাঠি আর কাড়া ।
 তিন কোটি সাজিয়া চলিল তাজা বোড়া ॥
 তিন কোটি বৃন্দ রথ করিল সাজন ।
 মাণিক্যের চাকা, রথ সোনার গঠন ॥
 রাহুত (১) মাহুত হস্তী সাজিল অপার ।
 আছুক অগ্নের কাজ—দেবে চমৎকার ॥
 সেনাপতিগণ নড়ে, বড় বড় বীর ।
 যার বাণ-আঘাতে পর্বত হয় চির (২) ॥
 অকম্পন প্রহস্ত চলে শঠ ও নিশঠ ।
 শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উৎকট ॥
 ধূত্রাক্ষ ভাস্কর আদি তপন পনস ।
 বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস ॥
 মারীচ রাক্ষস চলে নানা-মায়া ধরে ।
 যত যত বীর ছিল লঙ্কার ভিতরে ॥
 রাক্ষস মহাপাত্র চলে খর ও দুষণ ।
 বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র ঘোর দরশন ॥
 শুক সারণ শার্দূল চলিল জম্বুমালী ।
 বজ্রদন্ত বিদ্যুত্তিঙ্কর বলে মহাবলী ॥
 মহাপাশ মহোদর হুই সহোদর ।
 মকরাক্ষ চলিল যে মহা ধমুর্ধর ॥

ত্রিভুবন জ্বিনিতে রাবণ রাজা সাজে ।
 ঢাক ঢোল আদি করি নানা বাজ্য বাজে ॥
 লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ ।
 কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন ॥
 খাণ্ডা খরশাপ ঠাঁঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর ।
 নানা অস্ত্রে সাজিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর ॥
 নানা আস্তরণ প'রে দশানন সাজে ।
 নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবন মাঝে ॥

(১) রাহুত—অখাবোহী সৈন্য ; বোড়-সওয়ার। (২) চির—বিদীর্ণ।

বাবণ ও কুবেরের মহাসমর ।

সসৈন্তেতে বাবণ সাগর হৈল পার ।
 কৈলাস পর্বতে উঠি করে মার মার ॥
 দূত গিয়া কহিল কুবের-বরাবর ।
 যুঝিবারে আইল বাবণ নিশাচর ॥
 ত্রিশ কোটি যুদ্ধে কুবের পাঠাইল রোষে ।
 লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষসে ॥
 রাক্ষস বরিষে বাণ যক্ষের উপর ।
 আঠা আঠি শেল শূল মুষল মুদগর ॥
 পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে ।
 বাবণের যুদ্ধ কেহ সহিতে না পারে ॥
 যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ ।
 পলায় সকল যক্ষ নাহি সহে রণ ॥
 যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি ।
 যুঝিতে কুবের তারে দিলা অনুমতি ॥
 বিষ্ণুচক্র সমান তাহার চক্রে ধার ।
 রাক্ষস উপরে করে বাণ অবতার ॥
 চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর ।
 কুবিল বাবণ রাজা লঙ্কার ঈশ্বর ॥
 কোপেতে বাবণ করে বাণ বরিষণ ।
 ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ ॥
 পলাইয়া যায় তবে আওয়াসের গড়ে ।
 দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে ॥
 রথ হৈতে বাবণ পড়িল দিয়া লক্ষ ।
 সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প ॥
 দ্বারপালস্বরূপে সূর্য্য আছেন ছুরারে ।
 রাখিল কপাট দিয়া বাবণের ডরে ॥

কুপিল বাবণ রাজা বলে মহাবলী ।
 বাড়ীর ভিতরে যায় করে ঠেলাঠেলি ॥
 পাথরের কপাট তুলিয়া এক টানে ।
 কোপে দ্বারপাল বাবণের শিরে হানে ॥
 রক্তে রাজা হ'য়ে পড়ে রাজা দশানন ।
 ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হ'ল মরণ ॥
 সে পাথর তুলে বাবণ দ্বারপালে হানে ।
 পড়িল সে দ্বারপাল পাথর চাপানে ॥
 দ্বারপাল অচেতন, কুবের চিস্তিত ।
 মণিভদ্র সেনাপতি ডাকিল দ্বরিত ॥
 মণিভদ্র শুনহ প্রধান সেনাপতি ।
 আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া ব্রতী ॥
 বাছিয়া কটক কর সত্বরে সাজন ।
 হাতে পলে বাকি আন লঙ্কার বাবণ ॥
 দিলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি ।
 চব্বিশ কোটি সেনা দিল তাহার সংহতি ॥
 লইয়া বিকট সৈন্য মণিভদ্র নড়ে ।
 গর্জিয়া কটক চলে, মহাশব্দ পড়ে ॥
 মণিভদ্র এসে করে বাণ বরিষণ ।
 চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরণ ॥
 বাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান ।
 যক্ষ কটক বিক্রিয়া করে খান খান ॥
 নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে ।
 ভঙ্গদিল যক্ষগণ না পারে সহিতে ॥
 উত্তরড়ে পলাইল আউদ চুলী ।
 দেখিয়া কুবিল মণিভদ্র মহাবলী ॥
 মণিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে ।
 দেখিয়া কুবিল বাবণ লঙ্কার ঈশ্বরে ॥
 মণিভদ্র দশানন ছুই জনে রণ ।
 গদা হাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ ॥

দশ যোজন পর্বত আনিল বায়ু ভরে ।
 গর্জিয়া পর্বত হানে রাবণ উপরে ॥
 রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে ।
 সেই বাণ মণিভদ্র নিলিলেক গ্রাসে ॥
 মণিভদ্র-মুখ দেখি রুধিল রাবণ ।
 কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন ॥
 মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে ।
 কুবেরের ভগ্নদূত (১) কহে উর্দ্ধ্বাশে ॥
 মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত ।
 আপনি আইল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥
 ডাক দিয়া বলে, শুন ভাইরে রাবণ ।
 আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ ॥
 মণিভদ্রে পাঠালাম যুঝিবার তরে ।
 কুড়ি হাতে চাপি তুমি বধিলে তাহারে ॥
 অপার্যাপক্ষেতে (২) আমি এসেছি যুদ্ধেতে ।
 বধিতে নারিবে আর চেপে কুড়ি হাতে ॥
 করেছ অনেক তপ অস্থিচর্মসার ।
 নারিলে অমর হৈতে কেন অহঙ্কার ॥
 অমর হইশু আমি তপের প্রসাদে ।
 কুকর্ম করিয়া ভাই পড়িবে প্রমাদে ॥
 যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরণ ।
 মৃত্যুকালে মনে ক'রো আমার বচন ॥
 অমর হ'য়েছি কিসে লইবে পরাণ ।
 হারি যদি রণেতে করিবে অপমান ॥
 এত যদি কহিল কুবের বন্ধরাজে (৩) ।
 রাবণের পাত্র মিত্র সবে পড়ে লাঞ্জে ॥
 কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা ছুট নিশাচরে ।
 দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবের উপরে ॥

ছি ছি বলি কুবের দিলেক টিটকারী ।
 এই মুখে যাবে ভাই স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥
 ছুই কটকিতে যুদ্ধ হইল বিস্তর ।
 কুবেরের বাণে রাজা হইল জর্জর ॥
 জর্জর রাবণ রাজা কুবেরের বাণে ।
 কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে ॥
 সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ ।
 মায়া রূপে করে কুবেরের সনে রণ ॥
 শার্দূল হইয়া কেহ কামড়াইয়া মারে ।
 বরাহ হইয়া কেহ দস্ত দিয়া চিরে ॥
 মেঘ হইয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপরে ।
 ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গদার প্রহারে ॥
 শেল শূল মারে কেহ গজের গর্জনে ।
 কুনেরে প্রহার করে রাজা দশাননে ॥
 রক্তারক্তি কুবের পড়িল ভূমিতলে ।
 উপড়িয়ে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে ॥
 কুবেরে ধরিয়া লয় যত অশুচরে ।
 ধরিয়া রাখিল ল'য়ে পুরীর ভিতরে ॥
 কুবেরের ভাগ্য লুটিল দশানন ।
 বিশেষ পুষ্পক রথ আর অশ্ব ধন ॥
 প্রবেশিল রাবণ তাহার অন্তঃপুরী ।
 দেখিয়া পলায় সবে ছিল যত নারী ॥
 কুবেরের অন্তঃপুরে হৈল হাহাকার ।
 রাবণ লুটিয়া সব করে হারখার ॥

(১) ভগ্নদূত—যে দূত যুদ্ধের সংবাদ প্রভুকে আনিয়া বলে। (২) অপার্যাপক্ষেতে—নিরুপায় হইয়া। (৩) বন্ধরাজে—বন্ধ-শ্রেষ্ঠ।

রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ ও রাবণের
 কৈলাস পর্বত উত্তোলনের প্রয়াস ।
 কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করের পুরী ।
 মহাদেব সহ সম্ভাষিতে ফরা করি ॥
 কার্তিকের জন্মস্থান স্বর্ণ শরবন ।
 ঠেকিয়া তাহাতে রথ রছিল রাবণ ॥
 বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার ।
 রাবণ পাত্রেয় সহ যুক্তি করে সার ॥
 মারীচ রাক্ষস কহে রাবণের কানে ।
 কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে ॥
 সারথি চালায় রথ, রথ নাহি নড়ে ।
 দেখিতে দেখিতে শিব-দূত আসি পড়ে ॥
 না চালাও রথ এই কৈলাস-শিখর ।
 গৌরী সহ বাস করিছেন মহেশ্বর ॥
 হেথা দেব দানব গন্ধর্ভ নাহি আইসে ।
 এ পর্বতে আসিতেছ কাহার সাহসে ॥
 কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে ।
 রথ হৈতে নামিয়া আইল শিবস্থানে ॥
 নন্দী নামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে ।
 হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে ॥
 বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর ।
 উপহাস করিল রাবণ মহাবীর ॥
 নন্দী বলে, আমি শঙ্করের দ্বারপাল ।
 আমার সম্মুখে কেন কর ঠাকুরাল ॥
 দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস ।
 এ বানর তোমার করিবে সর্বনাশ ॥
 ছুরাচার, তোরে মারি কোন্ প্রয়োজন ।
 নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন ॥
 রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কানে ।
 কুড়িহাত সাপটিয়া সে কৈলাস টানে ॥

কৈলাস ধরিয়া দশানন দিল নাড়া ।
 সস্তরি যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া ॥
 টলমল করে গিরি, দেব কাঁপে ডরে ।
 পর্বতনিবাসী গেল ধূর্জটির আড়ে ॥
 সবে বলে, মহাদেব, কর পরিত্রাণ ।
 কোন্ বীর আসিয়া পর্বতে দিল টান ॥
 রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসে কৃত্তিবাস ।
 বাম চরণের নখে চাপেন কৈলাস ॥
 ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহা চীৎকার ।
 শিবের নিকটে কি তাহার অহঙ্কার ॥
 হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জটির বরে ।
 সেই রথ চড়িয়া রাবণ জয় করে ॥
 কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণে ॥

দেববতী-উপাখ্যান ।

অগস্ত্যের কথা শুনি ঐরামের হাস ।
 কহ কহ মুনিবর করিয়া প্রকাশ ॥
 কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন ।
 কহ দেখি শুনি মুনি পুরান-কথন ॥
 অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান ।
 কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান ॥
 বেদবতী নামে কন্তা পরম শোভনা ।
 তপস্বী করেন বনে হিমাংশুবন (১) ॥
 পবিত্র আকৃতি তাঁর পবিত্র প্রকৃতি ।
 শুদ্ধস্বা (২) শুদ্ধমতি সূর্যাসম চ্যুতি ॥
 দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত ।
 কন্তাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত ॥

(১) হিমাংশুবন—চন্দ্রমুখী । (২) শুদ্ধস্বা—পবিত্র-আত্মা ।



Figure 1. Rock relief carving.

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



হাতে খাড়া ধরে সাতটা দৈবের নিৰ্বন্ধ ।

দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত লেখে দশস্কন্ধ ॥ ৬৬০ ॥

অতিথি আচারে কন্যা দিলেন আসন ।
 রূপে মুগ্ধ দর্শানন জিজ্ঞাসে তখন ॥
 কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী ।
 কি জন্মে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী ॥
 এ রূপ-যৌবন খন, না কর বিলাস ।
 কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস ॥
 কন্যা বলে, মোর কথা কহিতে বিস্তর ।
 যেহেতু তপস্যা করি শুন লক্ষ্মণর ॥
 কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি ।
 সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী ॥
 পিতা বেদ পড়িতেছিলেন যেই ক্ষণে ।
 জন্মিলাম সেই ক্ষণে তাঁহার বদনে ॥
 এই হেতু পিতা নাম রাখে বেদবতী ।
 পিতার পরম স্নেহ হৈল আমা প্রতি ॥
 দিবেন উত্তম পাত্রে এই তাঁর পণ ।
 কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ ॥
 অতএব বিষ্ণু সহ বিবাহ আমার ।
 দিবেন এ বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার ॥
 ইতিমধ্যে শুভ নামে দৈত্য-হস্তে পিতা ।
 মরিলেন, মাতা হইলেন অনুমৃত (১) ॥
 আশ্রয় তপস্যা করি এই অভিজ্ঞাষে ।
 কত দিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে ॥
 শুনিয়া কন্যার কথা দর্শানন হাসে ।
 রথ হইতে নামিয়া কহিছে মুগ্ধভাবে ॥
 ত্রৈলোক্যে জিনিয়া রূপ-গুণ তুমি ধর ।
 সুন্দরি, কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর ॥
 কুটিল সে কালো রূপ কোথা নারায়ণ ।
 নাগাল (২) পাইলে তার ষথিব জীবন ॥

কন্যা বলে, হেন বাক্য না আন বদনে ।
 নারায়ণ বিনা কেবা আছে এ ভুবনে ॥
 শুনিয়া কন্যার কথা চুপে বাতুধান (৩) ।
 ধরিয়া কন্যার কেশ করে অপমান ॥
 দৌরাভ্য করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ ।
 কন্যা বলে, অপমান কর কি কারণ ॥
 প্রবেশ করিব আমি জলন্ত আগুনে ।
 অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে ॥
 পাইয়া ত্রজার বর হৈলি পাপকারী ।
 অন্নপ্রাণী নারী হই, কি করিতে পারি ॥
 তপস্যার ফলে যদি তোকে নষ্ট করি ।
 বিফল হইল এত তপস্যা আমারি ॥
 অগ্নিকুণ্ড জ্বালিল আনিয়া কাষ্ঠরাশি ।
 প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী ॥
 অগ্নিকে প্রার্থনা করে করি বহু সেবা ।
 শ্রেষ্ঠ কুলে জন্মি যেন অনারীসম্ববা ॥
 নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম-জন্মান্তরে ।
 মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে ॥
 রাবণ লাগিয়া মরি সর্বলোকে দুঃখী ।
 মোর লাগি রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী ॥
 প্রবেশ করিল কন্যা মহা বৈশ্বানরে (৪) ।
 পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে ॥
 জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা ।
 পতিব্রতা অবতীর্ণা সেই শুভাধিতা (৫) ॥
 পতিব্রতা-শাপ কভু নহে অশ্রমত ।
 সীতা লাগি মরিল রাবণ-আদি যত ॥
 ত্রেতাযুগে রঘুনাথ তুমি তাঁর পতি ।
 অনারীসম্ববা-সীতা সেই বেদবতী ॥

(১) অনুমৃত—সহমৃত; যে রমণী স্বামীর সহিত জলন্ত চিত্তানলে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন ।

(২) নাগাল—ধরা । (৩) বাতুধান—রাক্ষস । (৪) বৈশ্বানরে—অগ্নিতে । (৫) শুভাধিতা—
 শুভশালিনী; মঙ্গলময়ী ।

অহঙ্কারে দশানন সবংশেতে মজে ।
অধর্মী হইলে স্মৃতি নাহি কোন কাজে ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস ।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

মরুত-পরাভব

শ্রীরাম বলেন, মুনি কহ বিবরণ ।
কোথা গেল বেদবতী লাঞ্ছিয়া রাবণ ॥
কি কর্ম করিল রক্ষ বীর মহাবল ।
কহ শুনি মুনিবর পুরাণ সকল ॥
অগস্ত্য বলেন, কারে রাবণ না মানেন ।
শাপ গালি দেয় যত কিছু নাহি শুনে ॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে ।
সবারে জিনিগ দশানন বাহুবলে ॥
যজ্ঞ করে মরুত ভূপতি মহাধনী ।
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি ॥
যজ্ঞভাগ লইতে আইলা দেবগণ ।
রথে চড়ি সেইখানে চলিল রাবণ ॥
ত্রাস পাইলা দেবগণ রাবণেরে দেখি ।
সর্প যেন মাথা নোয়ায় দেখে তাক্যপাখী (১) ॥
না দেখিয়া উপায় সকল দেবগণ ।
পক্ষীরূপ হইয়া হইলা অদর্শন ॥
ইন্দ্র হন ময়ূর কুবের কাকলাস ।
ষম কাকরূপ হন বরুণ সে হাঁস ॥

যজ্ঞ করে মরুত ভূপতি মহাস্বখে ।
'রুগ দেহ' বলিয়া রাবণ তারে ডাকে ॥
মরুত বলেন, আমি তোমারে না চিনি ।
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি ॥
দশানন বলে, আমি ভুবনে বিদিত ।
রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত ॥

কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী ।
লইলাম তাহার কনক লঙ্কাপুরী ॥
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে ।
শুনিয়া মরুত রাজা অগ্নি হেন জলে ॥
জ্যেষ্ঠের হরিলে মান কহিছ আপনি ।
হেন কথা লোক-মুখে কখনো না শুনি ॥
ধার্মিকের অপমান অধার্মিকে করে ।
ধার্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে ॥
পাইয়া ব্রাহ্মণ বর কারে নাহি ডর ।
মানুষের হাতে আজি যাবি যম-ঘর ॥

অস্ত্র ল'য়ে রাজা যায় যুদ্ধিবার মনে ।
হাত পসারিয়া (২) রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে ॥
মহেশের যজ্ঞে রাজা অশুচিত কোপ ।
আপনি হইবে দুষ্ট সবংশেতে লোপ ॥
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে অতি-বড় দোষ ।
পরাজয় মান, রাজা, হউক সন্তোষ ॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর ।
কহিল পাপিষ্ঠ বেটা বড়াই নির্ভুর ॥
পরাজয় মানিল মরুত যজ্ঞস্থানে ।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে ॥
দশ বিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে ।
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দূরে ॥
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল ।
দেবগণ পক্ষী হ'তে বাহির হইল ॥

পক্ষী হ'তে দেবতা পাইলা পরিত্রাণ ।
পক্ষিগণে দেবগণ করিলা কল্যাণ ॥
ইন্দ্র বলে, ময়ূর, তোমারে দিলাম বর ।
হউক সহস্র চক্ষু লেজের উপর ॥
পূর্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার ।
ইন্দ্র-বরে সহস্র লোচন হইল তার ॥

(১) তাক্যপাখী—গরুড়-পাখী ।

(২) পসারিয়া—বিছড়ত করিয়া ।

বধন আকাশে মেঘ করিবে গর্জন ।

পেখম ধরিয়া ভূমি করিবে নর্জন ॥

বর কাঁকলাসেরে দিলেন ধনেশ্বর (১) ।

স্বর্ণবর্ণ তোমার হউক কলেবর ॥

কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে ।

স্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে ॥

বরুণ বলেন, হংস, দিলাম এ বর ।

চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর ॥

আমি এক লোকপাল (২) সলিলের পতি ।

তোমার চরিতে জলে হইবে পিরীতি ॥

যম বলে, কাক, আমি দিলাম এ বর ।

তোমার নাহিক র'বে মরণের ডর ॥

রোগ-পীড়া তোমার না হইবে সংসারে ।

তব মৃত্যু হয় যদি মানুষেতে মারে ॥

যেই জন জোগাইবে তোমার আহার ।

যমলোকে তুষ্টি তার হইবে অপার ॥

পক্ষীরা আপন স্থানে চলি য-যার ।

বর দিয়া দেবগণ গেলা স্বর্গদ্বার ॥

মরুস্তের যজ্ঞ-কথা অতি চমৎকার ।

তাহাতে সোনার পাত্র পর্কত আকার ॥

স্বর্ণ পাত্রে ভূষ্টি নিত্য করেন বর্জন ।

সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলোক যোজন ॥

কুবেরের ধন জিনি মরুস্তের ধন ।

মরুস্ত সমান আর নাহি কোম জন ॥

মরুস্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে ।

এমন ভূপাল ছিল চন্দ্রমার বংশে ॥

মরুস্ত রাজার যজ্ঞ সংসার-বিদিত ।

রচিত উত্তরাকাণ্ড কুলিয়া-পণ্ডিত ॥

—

অনরণ্য-বধ ।

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাঘের হাস ।

কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

মরুস্তে জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ ।

কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কখন ॥

মুনি বলে, যদি শুনে বীর তথা আছে ।

তখনি রাক্ষা যায় ক্রত তার কাছে ॥

কহে গিয়া আমারে সবরে দেহ রণ ।

পরাজয় মানিলে না মারে দশানন ॥

পরাজয় যে না মানে, করে অহঙ্কার ।

রাবণের ঠাই তার নাহিক নিস্তার ॥

পুরন্দর নিজ মুখে মাগে পরাজয় ।

পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয় ॥

এরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবীমণ্ডলে ।

অযোধ্যা জিনিতে যায় জয় জয় বলে ॥

অনরণ্য নামে রাজা ছিল অযোধ্যায় ।

বার্তা পেয়ে দশানন তাঁর কাছে যায় ॥

তব পূর্ব-পুরুষ সে অনরণ্য নাম ।

রাবণ তাঁহার কাছে চাহিল সংগ্রাম ॥

লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য ।

রণ দেহ আমারে, না চাহি কিছু অস্ত ॥

শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার ।

কটকেতে মিলামিলি হৈল মার মার ॥

প্রাচীন বয়সে রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে ।

ক্রোধ তুলিয়া বাড়ি রাজা সব দেখে ॥

বহুকালজীবী রাজা পৃথিবী ভিতর ।

রাজার বয়স বাইশ হাজার বৎসর ॥

আইল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া বত ।

অস্ত্র শস্ত্র আনিল বাহার ছিল যত ॥

(১) ধনেশ্বর—কুবের । (২) লোকপাল—লোক (স্থান) পালনকারী ।

সৈন্য দুই কটক রাজার মহাবল ।
 রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল ॥
 অনরণ্য রাজা করে বাণ বরিষণ ।
 রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন ॥
 সেনাপতি ভঙ্গ দেখি রাবণ কাঁফর ।
 অনরণ্য সহ যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্বর ॥
 রাবণ অসখ্য বাণ করে বরিষণ ।
 বুড়া রাজা সমরে হইল অচেতন ॥
 আপনা সারিয়া (১) করে বাণ বরিষণ ।
 বাণেতে অর্জু-দেহ হইল রাবণ ॥
 রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে ।
 যেমন গঙ্গার ধারা পর্বত-শিখরে ॥
 কেহ না জিনিতে পারে নাহি পায় আশ ।
 উভয়ে বরিষে বাণ নাহি ফেলে খাস ॥
 দশানন বাণ এড়ে শূন্য হৈল তুণ ।
 তখন বুড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ ॥
 আর বাণ যাবৎ না যোগায় সারিণি ।
 তাবৎ রাবণ মনে করিল যুক্তি ॥
 রাবণ রাজার বৃকে মারিল চাপড় ।
 ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে খড়ফড় ॥
 মৃত্যুকালে বুড়া রাজা করে ছটফট ।
 ধাইয়া রাবণ গেল বুড়ার নিকট ॥
 রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জান রণ ।
 আমার সহিত যুদ্ধ অবশ্য মরণ ॥
 জগৎ জিনিয়া আমি আপনার ভেজে ।
 অবশ্য মরণ যে আমার সনে যুঝে ॥
 পর্ব্ব ক'রে বলে রাজা মরণের কালে ।
 শাপ বর দিব যারে ততক্ষণ ফলে ॥

অনরণ্য বলে, কিবা কর অহঙ্কার ।
 কভু হারি কভু জিনি রণ-ব্যবহার (২) ॥
 বহু যুদ্ধ করি তুঘিলাম দেবগণে ।
 নানারত্ন দানে তুঘিলাম দ্বিজগণে ॥
 রাজা হ'য়ে করিলাম প্রজার পালন ।
 তিন লক্ষ দ্বিজে নিত্য করাই ভোজন ॥
 এ সব আমার পুণ্য জ্ঞান সব ভালে (৩) ।
 তোরে যে বধিবে সে জন্মিবে মোর কুলে ॥
 সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুর ।
 দিগ্বিজয় ক'রে ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর ॥
 তব পূর্ব্বপুরুষেরে জিনিল যে রণে ।
 সে রাবণ পড়িল শ্রীরাম তব বাণে ॥
 শ্রীরাম বলেন, বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ব্বল ।
 তে কারণে হ'য়েছিল রাবণ প্রবল ॥
 বীরশূন্য পৃথিবী ছিলেন সে সময় ।
 তেই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয় ॥
 সেকালের রাজা ব্রহ্ম-অস্ত্র নাহি জানে ।
 রাবণের পরাজয় নহে তে কারণে ॥
 পূর্ব্ব-কথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত কৃষ্ণিবাস ॥

কার্তবীৰ্য্যার্জুনের জল-বিহার ও রাবণের
 সহিত যুদ্ধ ।

মুনি বলে দশানন নানা মায়া ধরে ।
 রাক্ষসে করিলে মায়া কোন্ জন ভরে ॥
 মায়া-রণে (৪) দেখা-রণে (৫) অনেক অন্তর ।
 তে কারণে পরাজিত নহে লঙ্কেশ্বর ॥

(১) সারিয়া—সাম্বলাইয়া লইয়া । (২) রণ-ব্যবহার—যুদ্ধ-নীতি । (৩) ভালে—ভালরূপে ।
 (৪) মায়া-রণ—ওপ যুদ্ধ । (৫) দেখা-রণ—সম্মুখ যুদ্ধ ।

মানুষ হইয়া যিনি বিষ্ণু অধিষ্ঠান ।
 তাঁর ঠাই রাবণ যে পায় অপমান ॥
 কার্শ্যবীৰ্য্যার্জুন রাজা ছিল চন্দ্রবংশে ।
 সে সহস্র হাত ধরে, জন্ম বিষ্ণু-অংশে ॥
 নানা বৃদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজ্য রাখে ।
 যার নামে হারা ধন (১) আসিত সম্মুখে ॥
 শত শত কামিনী লইয়া কুতূহলে ।
 অর্জুন করিত খেলা নর্শদার জলে ॥
 মাহিষ্মতী নগরে তাঁহার ছিল ঘর ।
 তথা গিয়া বার্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
 লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজি রণ ।
 কার্শ্যবীৰ্য্যার্জুন কি করিল পলায়ন ॥
 রাক্ষস কটক চাপ অতি ভয়ঙ্কর ।
 অর্জুন রাজার কাছে কারো নাহি ডর ॥
 লোক বলে, কিবা চাহ তুমি এই স্থলে ।
 করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্শদার জলে ॥
 নর্শদায় যায় বীর অর্জুন-উদ্দেশে ।
 পথে যেতে বিদ্যাপিরি দেখিল হরিষে ॥
 নানা ফুল ফল দেখে অতি মনোহর ।
 নানা পক্ষী ফেলী করে, শোভে সরোবর ॥
 নৃত্য করে ময়ূর ঝঙ্কারে মধুকর ।
 নানা হংস কেলি করে দেখিতে সুন্দর ॥
 দানব গন্ধর্ভ দেব যক্ষ বিছাধর ।
 কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥
 রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে ।
 পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্বত-উপরে ॥
 উভয়দে দেবগণ পলাইলা আসে ।
 দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে ॥

নির্মল নদীর জল পর্বতেতে বয় ।
 নানাবিধ লোক তথা করয়ে আনয় ॥
 বিদ্যাপিরি এড়ি গেল নর্শদার কূলে ।
 জলকেলি করে তথা কেশরী-শার্দূলে ॥
 সহ শুক সারণ প্রভৃতি পরিজন ।
 রথ হৈতে সেইখানে উলিল (২) রাবণ ॥
 মধ্যাহ্নকালের রোজে তাপিত পৃথিবী ।
 রাবণে দেখিয়া মন্দভেজ হৈল রবি ॥
 দুই কূলে বালি সে ফটিক হেন দেখি ।
 বহু অন্ত কেলি করে নানাবিধ পাখী ॥
 নর্শদার জল সেই অতি সুশীতল ।
 ধীরে ধীরে বায়ু বহে অতি সুকোমল ॥
 সৈন্য সঙ্গে উলিয়া রাবণ যায় জলে ।
 ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে ॥
 সাতারে রাবণ রাজা নর্শদার জলে ।
 আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেক কূলে ॥
 দেবদেব মহাদেব অগতের রাজা ।
 নানা উপহারেতে রাবণ করে পূজা ॥
 স্বর্ণ-শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চন-মেথলা (৩) ।
 ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চন-বেলা ॥
 শত সুবর্ণের পাত্র, লাগে পূজা সাজে ।
 শঙ্খ ঘণ্টা চুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে ॥
 করাইল শিবলিঙ্গ স্নান সেই জলে ।
 কলস করিয়া গন্ধ তহুপরি ঢালে ॥
 মন্ত্রজপ করিল লইয়া জপ-মালা ।
 মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চন-বেলা ॥
 কুড়ি হাত পসারিয়া নাচে রঙ্গে ভাঙ্গে ।
 রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে ॥

(১) হারা ধন—যে ভিনিষ হারাইয়া গিয়াছে । (২) উলিল—মামিল । (৩) কাঞ্চন-মেথলা—সোনার
 চন্দ্রহার পরিহিত ।

এদিকে অর্জুন রাজা অতি হৃষ্ট মনে ।
 জলক্রীড়া করে সঙ্গে লয়ে রাণীগণে ॥
 প্রসারি নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল (১) ।
 হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল ॥
 ছিল সে কাঁকালি জল হইল পাথার ।
 শত শত কন্ঠা দিতে লাগিল সঁতার ॥
 হাত সম্বরিয়া রাজা এড়ি দিল পানি ।
 আকুল হইয়া থাকে যতেক রমণী ॥
 হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধে, রাণী সব ভাসে ।
 দেখিয়া অর্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে ॥
 তাহার উপরে হাত দেয় কাতে-কাতে (২) ।
 সে জল উজান বহে, কুল ভাঙ্গে শ্রোতে ॥

শিব-পূজা করিছে রাবণ সেই কুলে ।
 শ্রোতে তার ফল-ফুল ভাসাইল জলে ॥
 রাবণ আপনি গায় আপনি সে নাচে ।
 বার্তা জানিবারে শুক-সারণেরে পুছে ॥
 না ডাকে রাবণ মৌন হাতে তুড়ি (৩) দিল ।
 বৃত্তান্ত জানিতে শুক-সারণ চলিল ॥
 নির্ধা বার্তা (৪) জানিয়া যে তাহারা জানায় ।
 তোমারে ভেটিতে কার্ত্যবীর্য্যর্জুন চায় ॥
 সুন্দর অর্জুন রাজা যেন দেব পতি ।
 জলক্রীড়া করে সব লইয়া সুবতী ॥
 নদীতে সহস্র হস্ত পসারে দীঘল ।
 সহস্র হাতেতে তার বন্ধ রাখে জল ॥
 সহস্র হাতেতে সেতু বান্ধি রাখে জল ।
 ভাটা জল উজান বয় সে অপূর্ব্ব কল (৫) ॥
 জাঙ্গাল সহস্র হাতে বান্ধি রাখে নদী ।
 তে কারণে ভাসিভেছে কল ফুল আদি ॥

যে কার্ত্যবীর্য্যের হেতু হেথা আগমন ।
 নন্দ্যদার জলে তাঁরে কর দরশন ॥

অর্জুনের বার্তা পেয়ে চলে দশানন ।
 তুই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ ॥
 অর্জুন সহস্র করে করে জল-খেলা ।
 চৌদিকে বেষ্টিত তাঁর সহস্র মহিলা ॥
 তাঁহার পাত্রে স্থানে কহিছে রাবণ ।
 অর্জুনেরে কহ গিয়া মম আগমন ॥
 ত্রী লইয়া তোর রাজা সুখে করে স্নান ।
 বল গিয়া রাজারে, রাবণ রণ চান ॥

এত যদি রাবণ পাত্রে প্রতি বলে ।
 কুপিল সে রাজ-পাত্র রাবণের বোলে ॥
 রাণীগণ সহ রাজা জল-ক্রীড়া করে ।
 এ সময় কোন্ জন বলে যুক্তিবারে ॥
 রণের সময় না জানিস্ নিশাচর ।
 অর্জুনের হাতে আজি বাবি যম-ঘর ॥
 রাণী সহ রাজা করে হাস্য-পরিহাস ।
 তোর বাক্যে কেন আমি যাব তাঁর পাশ ॥
 কুড়িখান হাতে তোর এত অহঙ্কার ।
 সহস্র হস্তেতে কার্ত্যবীর্য্য অবতার ॥
 বীর হেন দেখিস্ কি তুই আপনারে ।
 করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে ॥
 অর্জুন পাইলে তোরে মারিবে আছাড় ।
 দশমুণ্ড ভাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড় ॥
 দেব দৈত্য জিনিয়া বেড়াস্ যেন সর্প ।
 তেঁই সে কারণ তোর বাড়িয়াছে মর্প ॥
 অর্জুন রাজার কছে কর অহঙ্কার ।
 মানুষ হইয়া তিনি দেব-অবতার ॥

(১) দীঘল—দীর্ঘ। (২) কাতে-কাতে—হলে, যদে অথবা সারি সারি। (৩) তুড়ি—হটিকা; অকূর্টব
 সহিত মধ্যমা অথবা তর্জনীর সংযোগে শব্দ করা। (৪) নির্ধাবার্তা—সঠিক সংবাদ। (৫) কল—শব্দ।

জন্মিলি রাক্ষস-কুলে নানা মায়া-ধর ।
 হের দেখ রাজা মম মায়ার সাগর ॥
 আকাশে থাকিয়া যুখে কভু নাহি দেখি ।
 মেঘরূপে জল বর্ষে উড়িলে সে পাখী ॥
 সরলে সরল তিনি, বাঁকা প্রতি বাঁকা ।
 পড়িলে তাঁহার ঠাই তবে যায় দেখা ॥
 অর্জুনেরে না পারিবি, এলি মরিবারে ।
 প্রাণরক্ষা কর গিয়া, ঝাট যাহ ঘরে ॥
 আমার সমরে যদি পাইস্ অব্যাহতি ।
 তবে গিয়া ঘাঁটাইস্ অর্জুন নৃপতি ॥

কুপিল রাবণ রাজা মহা ভয়ঙ্কর ।
 রাক্ষস-মানুষে যুদ্ধ বাধিল বিস্তর ॥
 শুক সারণ মারিচ রাক্ষস মহাবীর ।
 রাক্ষসের মায়া-রণে নর নহে স্থির ॥
 রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষ-সৈন্য নড়ে ।
 অর্জুনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে ॥
 মারিয়া তোমার সৈন্য ফেলিল রাবণ ।
 অগ্নি হেন কোপে জলে শুনিয়া অর্জুন ॥
 যুদ্ধিবারে অর্জুন চলিল মহাবীর ।
 ভয়ে রাজ-নিতম্বিনী (১) কহে নহে স্থির ॥
 ক্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর ।
 সবাকৈ অভয়দানে রাজা করে স্থির ॥
 পাত্ৰসহ অন্তঃপুরে ক্রীগণ পাঠায় ।
 স্বর্ণ গদা হাতে করি যুদ্ধক্ষেত্রে ধায় ॥
 গভীর গর্জনে আইসে পর্বত-আকার ।
 গদা হাতে রাক্ষসেরে করে মার মার ॥
 দুর্জয় শরীর রাজা অতি ভয়ঙ্কর ।
 তিন শত যোজন জুড়িয়া পরিসর ॥
 ছয় শত যোজন শরীর দীর্ঘতর ।
 সহস্র হস্তেতে ধরে সহস্র ভূধর ॥

দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্তু মহাবল ।
 অর্জুনের শিরে মারে লোহার মুবল ॥
 পড়িল মুবল যেন ঝঞ্ঝা চিকুর (২) ।
 অর্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চূর ॥
 অর্জুন সহস্র হাতে গদা এক চাপে ।
 প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে ॥
 মোহ গেল প্রহস্তু সে অত্যন্ত কাতর ।
 দেখিয়া কাতর তারে রোষে লঙ্কেশ্বর ॥
 কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ ।
 সহস্র হস্তেতে লোকে অর্জুন রাজন ॥
 দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্ঠনি ।
 ত্রিভুবনে জল স্থল কল্পিত মেদিনী ॥
 উভয় হস্তীর যুদ্ধ দস্তে হানাহানি ।
 দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি ॥
 বনে দুই সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ ।
 দুই বীর রণে তেন করে সিংহনাদ ॥
 উভয়ে বরিষে বাণ দৌহে ধমুর্ধর ।
 দৌহে দৌহা বিক্রিয়া করিল অরজর ॥
 কেহ করে নাহি পারে তুল্য দুই জন ।
 দেবতা অস্তুরে যেন পূর্বে হৈল রণ ॥
 রাবণ মুবলাঘাত করিল নিষ্ঠুর ।
 অর্জুনের বৃকেতে ঠেকিয়া হৈল চূর ॥
 ধরিল দুর্জয় গদা অর্জুন নৃপতি ।
 রাবণের বৃকেতে মারিল শীঘ্রগতি ॥
 মোহ গেল রাবণ সে গদার আঘাতে ॥
 এড়িয়া ধমুক-বাণ লাগিল কাঁপিতে ॥
 লাক দিয়া অর্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে ।
 গরুড় ধরিতা যেন নিল অজগরে ॥
 ধরিতা সহস্র হাতে থইল কল-তলি ।
 পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি (৩) ॥

(১) রাজ-নিতম্বিনী—রাজার স্ত্রী । (২) চিকুর—বিছাং । (৩) বলি—প্রহাস্তের পৌত্র ও

বান্ধিল সহস্র হস্তে তার কুড়ি হাত ।
 রাবণ ভাবিছে, একি হইল উপাত ॥
 সাধু সাধু আকাশে ডাকিছে দেবগণ ।
 অর্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
 হস্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ ।
 মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ (১) ॥
 নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলিল চারিভিতে ।
 রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোকে হাতে ॥
 কত হাতে ধরিয়াছে দুষ্ট দশাননে ।
 কত হাতে খেদাড়ে (২) সে নিশাচরগণে ॥
 মারীচ খর দূষণ প্রহস্ত মহাবল ।
 অর্জুনেরে স্তুতি করে রাক্ষস সকল ॥
 রাক্ষসের স্তুতিতে অর্জুন রাজা হাসে ।
 কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে ॥

রাবণে লইয়া রাজা পদব্রজে যায় ।

রাবণের দুর্দশা দেখিতে সবে পায় ॥
 অর্জুনেরে ডাক দিয়া বলে দেবগণে ।
 চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে ॥
 অর্জুনেরে দেবগণ করেন বাখান ।
 তোমার প্রসাদে আজি পাইলাম ত্রাণ ॥
 কুতূহলে দেবগণ করে হলাহলি (৩) ।
 রাবণেরে ল'য়ে পুরে সাক্কাইল (৪) বলী ॥
 বন্ধিশালে নিয়ে ফেলে মড়ার আকার ।
 রাবণের টুটিল যে সব অহঙ্কার ॥

কুড়ি হাতে কুঁড়িলেন তার দশ গলা ।
 দৃঢ় বান্ধিলেন দিয়া লোহার শৃঙ্খলা (৫) ॥
 বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর ।
 বৃকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর ॥
 পাথর তুলিয়া দিল সস্তরি যোজন ।
 পাশ উলটিতে নারে ছরন্ত রাবণ ॥

রাবণেরে বন্ধ করি রাখি কারাগারে ।

অর্জুন সানন্দ চিন্তে গেল অস্তঃপুরে ॥
 রাণীগণ হৃষ্টচিত্তে করিল আরতি ।
 মনঃস্থখে কেলি করে অর্জুন নৃপতি ॥
 অর্জুনের নামে হয় পাপ-বিমোচন ।
 অর্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন ॥
 বিষ্ণু-অবতার রাজা বলে মহাবলী ।
 কৃষ্ণিবাস রচে অর্জুনের জলকেলি (৬) ॥

কান্তবীৰ্য্যার্জুনের সহিত রাবণের
 সখা-স্থাপন ।

অর্জুন করিল বন্দী রাজা দশাননে ।
 ঘরে ঘরে বাঁধা কহে যত দেবগণে ॥
 পুলস্ত্য সে মহামুনি স্বর্গলোকে বৈসে ।
 শুনিয়া নাতির বাঁধা মর্ত্যলোকে আইসে ॥
 দশ দিক আলো করে মুনির কিরণ ।
 অর্জুনের ঘরে আসি দিলা দরশন ॥

বিবোচনের পুত্র । বলি অশ্বমেধ যজ্ঞকালে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হন । একত্র ভগবান
 হরি বামন রূপ ধারণ করিয়া বলির নিকট ত্রিপাছ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন । বলি স্বীকার করিলে
 ভগবান দুই পদে বলি অধিকৃত সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন । তৃতীয় পাদে স্থান নাই এবং
 বলি তাহা দিতে অসমর্থ আনিয়া ভগবানের আদেশে গরুড় বরুণ পাশে বলিকে বন্ধন করেন । এই
 সময়ে বলির জ্ঞান-চকু খুলিয়া যায় । তখন বলি ভগবানের তৃতীয় চরণ বন্ধার অস্ত্র মাথা পাতিয়া দেন ।
 ইহা দেখিয়া ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া বলিকে পাতাল প্রবেশস্থ 'নুতল' নামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন
 —ভাগবত ।

(১) মৃগ বধের আনন্দে ব্যাধ শিকার-শ্রম তুলিয়া যায় । (২) খেদাড়ে—তাড়ায় । (৩) হলাহলি—
 আনন্দধনি । (৪) সাক্কাইল—প্রবেশ করিল । (৫) শৃঙ্খলা—দিকল । (৬) জলকেলি—জল-বিহার ।

পাত্র-মিত্র সহ রাজা আইল সখরে ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া সে মূনির পূজা করে ॥
 সহস্র হস্তেতে পঞ্চ-শত পুটাঞ্জলি (১) ।
 ভূমে পড়ি নতি করে রাজা কুতূহলী ॥
 ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন ।
 কি আছে আমার কাছে প্রভু প্রয়োজন ॥
 আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্মল ।
 আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল উজ্জল (২) ॥
 দেবগণ বন্দে সদা যঁহার চরণ ।
 আমার আশ্রয়ে আজি তাঁর আগমন ॥
 পুত্র পৌত্র আছে প্রভু, তোমা বিচ্যমান ।
 কি কার্য করিব, মূনি, কর সংবিধান (৩) ॥

মূনি বলে, বংশ, তব সফল জীবন ।
 তোমার সদৃশ প্রিয় আছে কোন্ জন ॥
 সুবিবে তোমার বশ এ তিন ভুবনে ।
 আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে ॥
 রাবণ আমার হয় সম্বন্ধেতে নাতি ।
 নাতি দান দিলে তবে পাই অব্যাহতি (৪) ॥
 রাখিয়াছ বন্দী করি শুনি বন্দিশালে ।
 হস্তপদ বন্ধ নাকি লোহার শিকলে ॥
 আমার গৌরব রাখ, করহ সম্মান ।
 তাহারে করিয়া কমা, দেহ নাতি দান ॥

এতক শুনিয়া রাজা মূনির বচন ।
 পাত্রেতে বলিল, ঝাট আনহ রাবণ ॥
 ছুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া বড় (৫) ।
 খসাইল রাবণের পলার নিগড় (৬) ॥
 কুড়ি হাত রাবণের বন্ধ জোড়ে জোড়ে ।
 রাজার আজ্ঞায় সে সমস্ত বন্ধ কাড়ে (৭) ॥

খসাইল পায়ের দাঁড়াকু (৮) দৃঢ়তর ।
 সুচাইল রাবণের বৃকের পাথর ॥
 কুড়ি হাত জুড়িয়া বাঁধিয়াছিল চামে ।
 করিল বন্ধন মুক্ত সে সকল ক্রমে ॥
 রাবণে আনিয়া দিল মূনি-বিচ্যমানে ।
 মাথা তুলি না চাহে রাবণ অপমানে ॥
 স্নান করাইয়া পরাইল দিব্য বাস ।
 দিব্য অলঙ্কার দিল মাণিক-প্রকাশ ॥
 সুগন্ধি চন্দন পুষ্প দিল বিভূষণ ।
 পুলস্ত্য মূনির করে করে সমর্পণ ॥
 মূনির বচনে তথা ধর্ম-অগ্নি জ্বলি ।
 অর্জুন রাবণ সনে করেন মিতালি ॥
 পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে, দশানন লড়া ।
 মূনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা ॥

অগস্ত্য বলেন, পুনঃ শুন রঘুবর ।
 অর্জুনের পিতা তপ করিল বিস্তর ॥
 আপনি দিলেন বর তাঁরে নারায়ণ ।
 অর্জুন-স্বরূপ আমি তোমার নন্দন ॥
 তোমার অর্জুন যে সহস্র হাত ধরে ।
 হেন অর্জুনেরে কেহ জিনিতে না পারে ॥
 বলাবল নাহি তথা, নাহি ডাকা চুরি ।
 রাজ্যেতে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী ॥
 হারাইলে ধন পায় অর্জুন-স্বরূপে ।
 চন্দ্রবংশে রাজা নাই সম তাঁর গুণে ॥
 চরাচরে মহাবীর বিষ্ণু-অংশধর ।
 সে অর্জুন রাজ্যেরে মারেন ভৃগুবর (৯) ॥
 অনিত্য শরীর নিত্য বলি মান বৃথা ।
 অর্জুনের এই দশা, অশেষ কিবা কথা ॥

(১) পুটাঞ্জলি—ছোড়কর । (২) উজ্জল—(এখানে) পবিত্র । (৩) সংবিধান—আদেশ ।
 (৪) অব্যাহতি—মিছার (৫) বড়—দোড় ; ছুট । (৬) নিগড়—শিকল । (৭) বন্ধ কাড়ে—
 বাঁধন কাটিয়া দেয় । (৮) দাঁড়াকু—বেড়ি । (৯) ভৃগুবর—পরশুরাম ।

অর্জুনের কীৰ্ত্তিগানে পূরিত সংসার ।
কৃতিবাস রচিল অর্জুন অবতার ॥

বালির সহিত রাবণের যুদ্ধ ।

শুনিয়া মূনির বাক্য রামের উল্লাস ।
কহ কহ বালি রাম করেন প্রকাশ ॥
সেখা হৈতে আর কোথা গেল দশানন ।
কহ কহ শূনি প্রভু অপূর্ব কখন ॥

মূনি বলে, সদা ছুট যুদ্ধ চিন্তা করে ।
বালির নিকটে গেল কিক্কিয়া নগরে ॥
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে নাহি অবসাদ (১) ।
বালির ছয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ ॥
বালির ছয়ারে দেখে অনেক বানর ।
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি ।
বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি ॥

বালি বানরগণ ওরে ছরাচার ।
এমন বচন মুখে না আনিস্ আর ॥
হইলে বালির সনে তোর দরশন ।
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন ॥
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি ।
হেথা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি ॥
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণ-সাগরে ।
কিছুকাল থাক যদি, যাবি যম-ঘরে ॥
মহাপরাক্রম বালি খ্যাত ত্রিভুবনে ।
ভৃগু-জ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণে ॥
বালির বিক্রম-কথা শুন নিশাচর ।
হৃদয় শরীর বালি, বলের সাগর ॥

প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ-উদয় ।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্বত-শিখর ।
পুনঃ হাত পাসরিয়া লুফে সে সখর ॥
সপ্ত-দ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমেষেতে ।
কি কব অশ্বেরে বায়ু না পারে ছুঁইতে ॥
অমর হয়েছ, কেন কর অহঙ্কার ।
পড়িলে বালির হাতে বাবে যমাগার ॥

কুপিল রাবণ রাজা ছয়ারীর পরে ।
উত্তরিল শীঘ্র গিয়া দক্ষিণ-সাগরে ॥
হুমেরু পর্বত হেন সাগরের কূলে ।
সূর্য্যের কিরণ যেন রাজ্য মুখে জলে ॥
সস্তরি যোজন দেহ উত্তেতে দীঘল ।
উত্ত লেজ স্পর্শ করে গগনমণ্ডল ॥
দূরে থাকি রাবণ নেহালে আছে বালি ।
সজ্জার দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী ॥
নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ ।
সিংহের নিকটে যায় শূণাল যেমন ॥

অকস্মাৎ বালি রাজ্য মেলিল নয়ন ।
দেখিল নিকটে আসে ছুট দশানন ॥
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া অভিপ্ৰায় ।
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমার ॥
বালি বলে, দশানন, মরিবি নিশ্চয় ।
মরিবার আশে এস প্রাণে নাহি ভয় ॥
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার ।
আজি যে রাবণ তোরে করিব সংহার ॥
কেমনে কিরিয়া যাবি ঘরে আপনার ।
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাহি আর ॥
মারিতে আইসে যেই তাঁরে আমি মারি ।
যে জন সমর চাহে সেই জন অরি ॥

আমায় জিনিতে আইস মরিবার আশে ।
 হেন সাধ কর বেটা, পুনঃ বাবি দেশে ॥
 নির্জীব (১) করিব আজি পাপী লঙ্কেশ্বরে ।
 লেজে বাকি ডুবাইব চারিটা সাগরে ॥
 লেজেতে বাকিব আজি ছুট দশাননে ।
 কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ডুবনে ॥
 সর্প-দরশনে যেন বিনতা-নন্দন (২) ।
 রাবণেরে দেখে বালি করিল গর্জন ॥
 পাছু দিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি ।
 লেজে বাকি রাবণে গগনে উঠে বালি ।
 দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড় ।
 ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড় ॥
 কাঁকর রাক্ষসগণ চায় চারিভিতে ।
 মেঘ যেন খেয়ে যায় সূর্য আচ্ছাদিতে ॥
 অতি শীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে ।
 রাক্ষস না পায় ভাগ, অবসাদে ভাগে (৩) ॥
 পূর্বদিকে সাগর যোজন চারি শত ।
 তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত ॥
 সেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে ।
 লেজেতে রাবণ নড়ে, সর্বলোকে হাসে ॥
 লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মুচ্ছিত ।
 ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত ॥
 লেজের সহিত তারে খুয়ে কক্ষতলি ।
 উত্তর-সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি ॥
 তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগনে ।
 লেজে-বাকি রাবণেরে দেখে সর্বজনে ॥

রাবণের দুর্গতিতে সবে হস্ত করে ।
 পশ্চিম-সাগরে বালি গেল তার পরে ॥
 ডুবায় বাকিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে ।
 এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে ॥
 আকট-বিকট (৪) করে পড়িয়া তরাসে ।
 রাবণ জলের মধ্যে বালি ও আকাশে ॥
 চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মস্ত পড়ে ।
 রাবণে লইয়া বালি কিক্কায় নড়ে ॥
 দেশে গিয়া বালি রাজা রাবণেরে এড়ে (৫) ।
 বালি বলে, কোথা হতে আইলে এখানে ॥
 রাবণ বলিছে আমি বীরকে পরধি (৬) ।
 তোমা হেন বীর আমি কোথাও না দেখি ॥
 অর্জুন বরুণ বায়ু তুমি যে বানর ।
 চারিজনে দেখিলাম একই সোসর ॥
 দেখাইলা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অস্ত ।
 তোমায় আমায় সিংহ-শৃগাল-বৃতাস্ত (৭) ॥
 আমি হেন বীর তুমি বাকিলে লেজুড়ে ।
 চারি সাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নড়ে ॥
 বলে টুটা পাই যদি আছাড়িয়া মারি ।
 আমি হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি ॥
 আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর ।
 মোর লক্ষা তোমার সে ভাগের ভিতর ॥
 উভয়ে মিতালি করে অগ্নি সাক্ষী করি ।
 উভয় হইল স্ত্রী উভয় উপরি ॥
 শ্রীরাম ! সে দুই বীর পড়ে তব বাণে ।
 যে জানে তোমার তব সেই সব জানে ॥

(১) নির্জীব—মৃত । (২) বিনতা-নন্দন—গরুড় । (৩) অবসাদে ভাগে—বণক্রান্ত হইয়া পলায়ন করে । (৪) আকট-বিকট—হাঁস কাঁস করা । ছট কট করা । (৫) এড়ে—ছাড়িয়া দেয় । (৬) পরধি—পরধ করি; পরীক্ষা করি । (৭) সিংহ-শৃগাল-বৃতাস্ত—সিংহ ও শৃগালের বিবরণ । অর্থাৎ সিংহের নিকট শৃগালের মত—বালির নিকট রাবণের স্থান; বালি বিক্রমে সিংহের স্থান, রাবণ বালির তুলনায় শৃগালবৎ অর্থাৎ অতি দুহ ।

শুনিয়া মূনির কথা শ্রীরামের হাস ।
পাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

যমের সহিত বাবণের যুদ্ধ

কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ।
আর কিছু কহ ত পুরান ইতিহাস ॥
সেখানে ছাড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ ।
কহ কহ শূনি মূনি অপূর্ব কথন ॥
মূনি বলে, যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ ।
নারদের সনে পথে হৈল দরশন ॥
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন তপোধন ॥
রাবণ ত্রক্ষার বর পাইলা বহু তপে ।
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে ॥
রোগে শোকে লোক সব অরায় পীড়িত ।
কেহ হাসে, কেহ কান্দে, কেহ আনন্দিত ॥
অবশ্য মরণ-পথ কেহ নাহি দেখি ।
বহু বাক্যবের শোকে সর্বলোকে দুঃখী ॥
যম-মুখে পড়িয়াছে সকল সংসার ।
যমেরে এড়িয়া অন্বে মার কি আচার ॥
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয় ।
যমেরে মারিয়া লোকে করহ নির্ভয় ॥
বিষ্ণু দৈত্য মারি লোকে করিলেন সুখী ।
লোকের হিতার্থে সর্প খায় গরুড় পাখী ॥
পাইয়া ত্রক্ষার বর জিনিলে ভুবন ।
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ ॥

যমেরে মারিয়া নাশ' (১) লোকের তরাস ।
যম হেতু লোক মরে, লোকে উপহাস ॥
যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার ।
চিরকাল তব কীর্ত্তি ঘুষিবে সংসার ॥
রাখ এই উপরোধ কি কহিব আর ।
রাবণ তাহার কথা করিল স্বীকার ॥

শুনিয়া মূনির কথা কহিছে রাবণ ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন ॥
প্রথমে জিনিব মর্ত্য তৎপরে পাতাল ।
তবে সে জিনিব পিয়া অষ্ট লোকপাল ॥
ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটী । (২) ॥
বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুষে যে ঘাটী (৩) ॥
মূনি বলে, যমে যদি না কর দমন ।
তবে ত রহিবে সর্বলোকের মরণ ॥
কুড়ি পাটি দশনে সে দশমুখে হাসে ।
চতুর্দিকে কেয়া যেন ফুটে সাদ্র মাসে ॥
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে ।
তোমার আজ্ঞায় যাব যমে জিনিবারে ॥
মূনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে ।
সে গেলে নারদ-মূনি ভাবে মনে মনে ॥
হেন জন নাহি যে যমের নাহি বশ ।
যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস ॥
যত প্রাণী আছে, যম সবার ঈশ্বর ।
ভুবন-বৃন্দাস্ত যত তাহার গোচর ॥
পাইয়া ত্রক্ষার বর দুর্জয় রাবণ ।
শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্ জন ॥
উত্তয়ের কে জিনিবে জানিতে না পারি ।
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যমপুরী ॥

(১) নাশ'—নাশ কর । (২) পরিপাটী—বীতি । (৩) ঘাটী—কম ; ন্যূন ।

অবিবাহে বিসংবাদ ঘটায় নারদ (১) ।
নারদ যাহাতে যায় ঘটায় আপদ ॥
হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্বলোকে ।
রাবণে ঠেকায় গেল যমের সম্মুখে ॥

না যাইতে রাবণ মুনির আশুসার (২) ।
যেখানে করেন যম ধর্মের বিচার ॥
নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সম্মুখে ।
জিজ্ঞাসেন প্রণাম করিয়া ভক্তি-ক্রমে (৩) ॥
ত্রিদিব ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন ।
আমার নিকটে তব কোন্ প্রয়োজন ॥
নারদ বলেন, যম, ছিলা নিরুদ্ধেগে ।
তোমা সহ যুক্তিতে রাবণ আসে বেগে ॥
দণ্ড হস্তে সমর করিও দণ্ডধর ।
দেখিবারে আইলাম দৌহার সমর ।
নারদের বাক্যে যম চাহে বহু দূর ।
রাক্ষস-কটক-চাপ দেখিল প্রচুর ॥
কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
দশানন যমলোকে প্রবেশে তখন ॥

রাবণের যমলোক পরিদর্শন ।

চড়িয়া পুষ্পক-রথে আইসে রাবণ ।
বহু সৈন্য সাক্ষাইল যমের ভুবন ॥
আগে থানা সাক্ষাইল তার পূর্বদ্বার ।
দেখে তথা সর্বলোকে ধর্ম-অবতার ॥
দেব পিতৃভক্ত সত্যবাদী যেই জন ।
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ ॥

গোদান করিয়া যেই তুবেছে ত্রাঙ্গণ ।
সুভ-দুখে দেখি তার অপূর্ব ভোজন ॥
দুঃখীকে দেখিয়া যে করয়ে অন্নদান ।
স্বর্ণের ঝালেতে সে করে স্থাপান ॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল ।
রাবণ তাহার দেখে সম্পদ সকল ॥
ত্রাঙ্গণেরে ভূমিদান করে যেই জন ।
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভোজন ॥
অশ্রুকে তুষিল যে বলিয়া প্রিয়বাণী ।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী ॥
যে করে-অতিথি সেবা দিয়া বাস-ঘর ।
সোনার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর ॥
স্বর্ণ দান করিয়া যে তুবেছে ত্রাঙ্গণ ।
স্বর্ণখাটে শুয়ে আছে, দেখিল রাবণ ॥
ত্রাঙ্গণের সেবা যে করেছে একমনে ।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে ॥
যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কণ্ঠাদান ।
সবা হইতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান ॥
যে বিষ্ণু কীর্তন করিয়াছে নিরন্তর ।
তাহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন ।
পাশু অর্ঘ্য দিয়া তারে দিলেন আসন ॥
বৈকুণ্ঠে না যায় সেই যায় স্বর্ণবাস ।
দ্বিব্য দেহ ধরি তারে দিলেন প্রকাশ ॥
চতুর্ভুজ-রূপে তারে সন্তোষ করিল ।
নানাবিধ সমাদরে তাহারে তুষিল ॥
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে ।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ে মরে ॥

(১) নারদ অত্যন্তকলহ প্রিয় ছিলেন । যেখানে কোনো ঝগড়া বিবাহ নাই, সেইখানে ঝগড়া বাধাইয়া আমোদ উপভোগ করা তাহার স্বভাব ছিল । (২) মুনির আশুসার—মুনির অগ্রগমন ; অর্থাৎ রাবণ যাইতে না যাইতে মুনি তথায় পৌঁছিলেন । (৩) ভক্তি-ক্রমে—ভক্তির সহিত ।

দেখিয়া লোকের সুখ দৃষ্ট লঙ্কেশ্বর ।
 পূর্ব-দ্বার এড়ি গেল পশ্চিম দুয়ার ॥
 বহু তপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন ।
 তাহার সম্পদ দেখি হরিষ রাবণ ॥
 রাবণ উত্তর-দ্বারে করিল গমন ।
 তথা পুণ্যবান্ লোক করে দরশন ॥
 আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজা ।
 পুত্র হেন পালিয়াছে যেন নিজ প্রজা ॥
 পরহিংসা পরদার না করে যে জন ।
 মহা-মহৈশ্বর্য তার দেখিল রাবণ ॥
 পূর্ব আর পশ্চিম দুয়ার যে উত্তর ।
 তিন দ্বারে ধার্মিক সে দেখিল বিস্তর ॥
 যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার ।
 রাত্রি দিন নাহি তথা সব একাকার ॥
 যত যত পাপি-লোক সেই দ্বারে থাকে ।
 একত্র থাকিয়া কেহ করে নাহি দেখে ॥
 চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে ।
 নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে ॥
 যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর ।
 কলরব শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর ॥
 প্রবেশিল দক্ষিণ দ্বারেতে দশানন ।
 প্রথম প্রহারে তথা দেখিছে তখন ॥
 যত যত পাপ করিয়াছে যত জন ।
 যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন ॥
 পরনারী হরিয়াছে যেই দৃষ্ট জন ।
 ডুবিতেছে কুন্তীপাক (১) নরকে সে জন ॥
 সূতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উখাল (২) ।
 তাহাতে খরিয়া ফেলে, যায় পাত্র-ছাল (৩) ॥

অসংসর্গ করে, যে হরে ত্রাঙ্গী ।
 তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী ॥
 লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা ।
 রুশিয়া ডাঙ্গস মারে, যাহে লৌহ-কাঁটা ॥
 সর্বাস্ত্র ছেদনে তার মাংস পচে' যায় ।
 অর্ক্বুদ অর্ক্বুদ পোকা পচা মাংস খায় ॥
 হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্ম-দড়ি ।
 মাথার উপরে তুলি মারে লৌহ-বাড়ি ॥
 মস্তক ফাটিয়া যায়, রক্ত পড়ে ধারে ।
 'পরিত্রাহি' ডাকে তারা দারুণ প্রহারে ॥
 গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে শ্রোতে ।
 বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে ॥
 নরকে খরিয়া ফেলে পাপী সকলারে ।
 বিষ্ঠা খেয়ে পাপী লোক কাঁকরিয়া (৪) মরে ॥
 গৃধিনী শকুনি মাংস টানে চারিভিতে ।
 উপাড়ে সাঁড়াসি দিয়া চক্ষু যমদূতে ॥
 হস্ত পদ নাসা কর্ব নয়ন জিহ্বায় ।
 লোহার মুদগর মারে, অসহ্য সে দায় ॥
 পাপ-পুণ্য-ভাগী হয় যে ইন্দ্রিয়গণ ।
 বিষম প্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন ॥
 পর-নারী যেই জন করেছে হরণ ।
 তাহার উপরে শুন যমের তাড়ন ॥
 লৌহময়ী এক নারী আনে যমদূতে ।
 অগ্নিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে ॥
 সেই লোহা অগ্নিসম জলন্ত ভীষণ ।
 বাধ্য করে পালিগণে দিতে আলিঙ্গন ॥
 পাত্র-মাংস জলে, পরিত্রাহি ডাকে পাপী ।
 তাহা দেখি রাবণ হইল অতি ভাপী ॥

(১) কুন্তীপাক—নরকবিশেষ, এখানে পাপীকে তপ্ত তৈলে ভাজা বা পাক করা হয় । (২) উখাল—
 লিখা । (৩) পাত্র-ছাল—পায়ের চামড়া । (৪) কাঁকরিয়া—কাঁকর হইয়া ; অতিশয় কাঁকর হইয়া ।

পরিত্রাহি ডাকে পাপী সক্রমণ স্বরে ।
 আলায় আলায় পাপী খড়্‌খড় করে ॥
 পরদার হরিয়্যাছে রাবণ বিস্তর ।
 বিষম প্রহার দেখি আকুল অস্তর ॥
 পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে ।
 দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে ॥
 বিষম যমের দূত করিছে তাড়না ।
 হরিলে পরের নারী এতেক যন্ত্রণা ॥
 যেই দুষ্ট জন করে পর-স্ত্রী হরণ ।
 চিরকালাবধি ভোগে নরক সে জন ॥
 তাহাতে সম্ভূতি হয়, বাড়ে পরিবার ।
 কোটিকল্পে না হয় সে নরকে উদ্ধার ॥
 তথাপি নরের মনে নাহি জ্ঞানোদয় ।
 পরধন পরদারে সদা মন রয় ॥
 শরণ লইলে তার, যে হরে পরাণ ।
 করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান ॥
 নিদারুণ পিপাসায় তালু তার শোষে ।
 পানীয় চাহিলে যমদূত মারে রোষে ॥
 ব্রাহ্মণ দেবের বস্তু হরে যেই জন ।
 তার প্রহারের কথা করি নিবেদন ॥
 হস্ত পদ বাক্কে তার দিয়া চর্ম-দড়ি ।
 মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি ॥
 বৃকে শূল মারে, কেহ চক্ষু টানি ধরে ।
 পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ-প্রহারে ॥
 দেবতা স্থাপিয়া যেন না করে পূজন ।
 তাহার উপরে শুন যমের তাড়ন ॥
 হাত পা বাক্কে ফেলে দিয়া চাম-দড়ি ।
 তাহার উপরে মাঝে দোহাতিয়া বাড়ি ॥

ঘাড়ে মুড়ে বাক্কে ফেলে অগ্নির ভিতর ।
 বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বৎসর ॥
 পরধন যেই জন করে ডাকা-চুরি ।
 ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি ॥
 পরহিংসা পরদেষ করেছে যে জন ।
 তার প্রহারের কথা অকথ্য কখন ॥
 মিথ্যা শাপ দেয়, আর বলে মিথ্যা বাণী ।
 তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী ॥
 প্রতপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি ।
 মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি ॥
 যে হরে পচ্ছিত আর হরে স্থাপ্য-ধন ।
 নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ ॥
 ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে, মারে জ্যোষ্ঠ ভাই ।
 মুঘলে তাহারে মারে কারো রক্ষা নাই ॥
 পরহিংসা করে, বলে অসত্য বচন ।
 বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন ॥
 অপাত্রেতে কন্যা দেয় আর লয় কাড়ি ।
 তাহার মাথায় দেয় মাংসের চূপড়ি ॥
 মাংস লহ লহ বলি সদা ডাক ছাড়ে ।
 মাংসের রসান (১) তার বৃক ব'য়ে পড়ে ॥
 মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সম্ভামধ্যে বসি ।
 তার জিহ্বা টানে দিয়া অলস্তু সাঁড়াসি ॥
 তার পূর্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ ।
 চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ ॥
 অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞাসা ।
 অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা ॥
 একজন দান করে অশ্বে হয় হাঁতা (২) ।
 তার বৃকে দেয় বম জগদল (৩) জাঁতা ॥

(১) রসান বল। (২) হাঁতা—হস্তারক ; বাণাদানকারী। (৩) জগদল—জগৎ হননকারী অর্থাৎ ধুব গুরুতাব।

সীমা হরে যে জন, পোড়ায় পর-ঘর ।
 বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর ॥
 উভয়ের গায়ে (১) যেই করে পক্ষপাত ।
 কুস্তীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাত ॥
 হারানে (২) জিনায় (৩) যেই হইয়া সাপক্ষ ।
 যমদূতে মারে তারে কহিতে অশক্য ॥
 চুরি ডাকা করে যে, না করে লোকহিত ।
 যমদূতে তাহারে প্রহারে বিপরীত ॥
 লোকপীড়া দিয়া যেই তুষেছে ঈশ্বর ।
 পায় সে কুকুর-জন্ম সহস্র বৎসর ॥
 লোক রক্ষা না করি যে রাজা করে নাশ ।
 হইয়া শৃগাল-জন্ম খায় বৃত-মাস ॥
 না চিন্তিয়া রাজ-হিত চিন্তে প্রজা-হিত ।
 বিষম প্রহার তার হয় সমুচিত ॥
 ব্রাহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন ।
 বিষম যাতনা ভোগ করে অনুক্ষণ ॥
 গুরুপত্নী-হরণেতে যত পাপ হয় ।
 তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয় ॥
 মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার ।
 কৰ্ম-ভোগে ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার ॥
 ব্রাহ্মণ হইয়া করে শূদ্রাণী গমন ।
 সে সবার পাপে হয় স্বধর্ম পতন ॥
 চণ্ডাল-জন্ম হয় তার পাপাচারে ।
 সর্বকর্ম নষ্ট হয় দরশনে তারে ॥

দেবকার্য পিতৃকার্য সব পণ্ড হয় ।
 শূদ্রাণী-সংসর্গী (৪) বিপ্র যেই নেহারয় ॥
 সেই পাপিজন সহ যে জন সম্ভাষে ।
 তার যত ধর্ম লোপ হয় সেই দোষে ॥
 রাজা হ'য়ে প্রজা যেই না করে পালন ।
 পরলোকে নরক তাহার অখণ্ডন ॥
 পুত্র-পালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা ।
 কোটিকল্প (৫) স্বর্গ-সুখ ভুঞ্জে সেই রাজা ॥
 অর্থের লোভেতে হয় দেবল (৬) ব্রাহ্মণ ।
 শুকমতি যে জন সে না করে পূজন ॥
 যেবা হরে দেবস্ব (৭) বা করে চুরাচার ।
 দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার ॥
 হাতে করি স্নত দেয় নৈবেদ্য উপরে ।
 সেই স্নত উঠে তার নখের ভিতরে ॥
 সে স্নত অন্নের তাপে উনাইয়া (৮) পড়ে ।
 অন্ন সহ স্নত যায় শরীর ভিতরে ॥
 শাস্ত্রে আছে স্নত নৈবেদ্যে করে পূজা ।
 সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঙ্গরের (৯) রাজা ॥
 এ সকল কথা শুনি হৈল চমৎকার ।
 দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার ॥
 শূদ্র হয়ে যেই জন হরেছে ব্রাহ্মণী ।
 তাহার বিষম রোল বড় ডাক শুনি ॥
 দারুণ সাঁড়াসি দিয়া গাত্র-মাংস টানে ।
 ছিড়ে খায় গাত্র-মাংস সহস্র সন্ধানে (১০) ॥

(১) গায়ে—বিচারে । (২) হারানে—পরাজিতকে । (৩) জিনায়—জয় লাভ করার ।
 (৪) শূদ্রাণী-সংসর্গী—যে শূদ্র-পত্নীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত । (৫) কোটিকল্প—ব্রাহ্মণ এক
 অহোবাত্র—অর্থাৎ ৪৩২০,০০০০০০ বৎসরের কোটিগুণ সময়—অর্থাৎ অনন্তকাল । (৬) দেবল—
 গাঙ্গুনে বায়ুন ; যে ব্রাহ্মণে সর্বজাতির পৌরহিত্য করে । (৭) দেবস্ব—দেব-সেবার কৃত প্রদত্ত
 অর্থ বা সম্পত্তি । (৮) উনাইয়া—গলিয়া বা চুরাইয়া পড়া । (৯) কালিঙ্গর—বুঁদেলখণ্ড এক গুরুত
 ও তৎসম্বন্ধিত প্রদেশ । (১০) সন্ধানে—স্বেন পাখী ; শিকরে পাখী ।

ডাঙ্গের বাড়ি মারে, হয় খান খান ।
 কোটিকর পাপ ভুঞ্জে, নাহিক এড়ান ॥
 যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন ।
 তার পিতৃ-লোকের যে যমের তাড়ন ॥
 বিঘত-প্রমাণ পোকা পুরীষের কুণ্ডে ।
 তখির উপরি ফেলে খরি তার মুণ্ডে ॥
 প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উখাল ।
 তখির উপরে ফেলে, যায় গাত্র ছাল ॥
 অগ্নি-মধ্যে সাঁড়াসি তাতায় ভালমতে ।
 তাহা দিয়া গাত্র-মাংস কাটে যম-দূতে ॥
 ইত্যাদি অনেক ভোগ করে বহুবার ।
 ব্রহ্মস্ব (১) হরণ-পাপে নাহিক নিস্তার ॥
 পর-হিংসা করে যেবা সৃজনেরে নিন্দে ।
 চাম-দড়ি (২) দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে ॥
 গলায় বঁড়শী দিয়া করে টানাটানি ।
 খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি ॥
 ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কাঁটায় লয় ।
 গলায় গলপণ্ড তার বড়ই সংশয় ॥
 দেখিল রাবণ পুরুষের যে যজ্ঞগা ।
 ইহা হইতে বাইশ গুণ নারীর যাতনা ॥
 ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ ।
 পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ ॥
 পাপীর যাতনা দেখি চুঃখী দশানন ।
 কেমনে করিব মুক্ত ভাবে মনে-মন ॥

রাবণের নিকট যমের পবাক্ষয় ।
 লোকের যাতনা ভাবি দশানন চিতে ।
 বন্দিমুক্ত করিল সে মারি যমদূতে ॥
 শরাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার ।
 যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার ॥
 যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সে তারি ।
 পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলে দিয়া দড়ি ॥
 পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে ।
 পাপ-দোষে আরবার পড়িল নরকে ॥
 দশানন বলে, বন্দী করিশু উদ্ধার ।
 আরবার কেন তারে করিছ প্রহার ॥
 দূত বলে, রাবণ, আমারে কেন গঞ্জে (৩) ।
 আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে ॥
 ইহলোকে রাবণ তুমি যত কর পাপ ।
 পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ ॥
 পরলোকে তব সনে হেথা হবে দেখা ।
 তখন তোমার সহ হবে লেখাজোখা (৪) ॥
 কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে ।
 সন্ধান পুরিয়া বাণ যমদূতে হানে ॥
 যমের কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে ।
 শেল জাঁঠি মুদগর ফেলিছে তদুপরে ॥
 যমদূত সকল সহজে ভয়ঙ্কর ।
 রাবণের সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর ॥
 বড় বড় শালগাছ ফেলিছে পাথর ।
 ভাঙ্গিল রথের চাকা রাবণ কাঁকর ॥
 ব্রহ্মার বরেতে রথ অক্ষয় অবায় ।
 যত ভাঙ্গে তত হয়, নাহি অপচয় ॥

(১) ব্রহ্মস্ব—ব্রহ্মণের অর্ধ বা সম্পত্তি । (২) চাম-দড়ি—চামড়ার তৈরি দড়ি । (৩) গঞ্জে—গণনা দাঁড় ।

(৪) লেখাজোখা—পরিচয় ।

নানা শিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ ।
 বিচক্ষণ শেলে (১) রাবণ করিছে তাড়ন ॥
 তিতিল রাবণ-অঙ্গ আপন শোণিতে ।
 রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে ॥
 যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর ।
 রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর ॥
 নীল হরিতাল বাণ যমদূতে মারে ।
 মূচ্ছিত হইয়া রাবণ রথ হইতে পড়ে ॥
 ছটফট করিতেছে বাণের আলায় ।
 কুড়ি চক্ষু রাজা করি দূত-পানে চায় ॥
 থাক্ থাক্ করি তারে গর্জিছে রাবণ ।
 পাশুপাত বাণ এড়ে রুঘিয়া তখন ॥
 আলো করি আসে বাণ অগ্নি-অবতার ।
 যমদূত পুড়ি সব হইল সংহার ॥
 পুড়িয়া মরিল যমদূত অগ্নি-তেজে ।
 রাবণের রথোপরি জয়ঢাক বাজে ॥
 রথোপরি সিংহনাদ ছাড়িছে রাবণ ।
 বাহির হইল রথে রবির নন্দন (২) ॥
 রাজা-মুখ রথখান অষ্ট-ঘোড়া বহে ।
 হরিতে আসিয়া রাবণের আগে রহে ॥
 যে মূর্তিতে যমরাজ পৃথিবী সংহারে ।
 সে মূর্তিতে মহারাজ আইল সমরে ॥
 কালদণ্ড মহা অস্ত্র যমের প্রধান ।
 যুঝিবার বেলা আসি হৈল অধিষ্ঠান ॥
 যমেরে কহিছে, প্রভু, কর আজ্ঞাধান ।
 পরশিয়া রাবণেরে করি খান খান ॥
 পরশনে কিবা কাজ দরশনে মরে ।
 আজ্ঞা কর আমি গিয়া মারি লঙ্কেশ্বরে ॥

যম বলে, মৃত্যু, দেই সংগ্রাম সরস (৩) ।
 দণ্ড হাতে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস ॥
 তোমার সংগ্রাম আজি কণেক থাকুক ।
 মারি পাড়ি রাবণেরে, দেখহ কৌতুক ॥
 কালদণ্ড-মুখে উঠে অগ্নি ধরশাণ ।
 যার দরশনে লোক হারায় পরাণ ॥
 চারি ভীতে অস্ত্র যায় সর্পের আকার ।
 কালদণ্ড-অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার ॥
 হেন কালদণ্ড যম তুলে নিল হাতে ।
 তাহা হতে সর্প বাহিরায় চারিভিতে ॥
 অঙ্গুর কালসর্প শঙ্খিনী চিত্রাণী ।
 মুখে বিষ-অগ্নি তার, শিরে জলে মণি ॥
 সর্পের বিকট দস্ত স্পর্শমাত্র মরি ।
 দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে ধরহরি ॥
 সর্বলোকে দেখে দশাননের বিনাশ ।
 বাণ-মুখে অগ্নি জলে লোকের তরাস ॥
 ডাক দিয়া যমে সবে করিছে বাখান ।
 রাবণ মরিলে দেবগণ পাবে ত্রাণ ॥
 আজি যদি যম তুমি মারহ রাবণে ।
 তোমার প্রসাদে এড়াইব (৪) দেবগণে ॥
 দেবতা সহিত ব্রহ্মা আছে অস্তুরীকে ।
 যম-হাতে দণ্ড দেখে আইল সমকে ॥
 শমনেরে চতুর্মুখ কহেন বচন ।
 কাস্ত হও যমরাজা, না করিও রণ ॥
 রাবণ পাইল বর, নাহি তব মনে ।
 রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে ॥
 দণ্ড স্বজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ ।
 বাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন ॥

(১) বিচক্ষণ শেলে—শেল অস্ত্র প্রয়োগে বিচক্ষণ, অথবা বিচক্ষণ নামক শেল দ্বারা।

(২) রবির নন্দন—যম। (৩) সরস—শ্রেষ্ঠ; অতি ভীষণ। (৪) এড়াইব—পরিভ্রাণ পাইব; নিশ্চিন্ত হইব।

যাহার দর্শনে মরে, স্পর্শে কিবা কথা ।

হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বৃথা ॥

দণ্ড ব্যর্থ যাবে, নাহি মরিবে রাবণ ।

আমার বচন শুন, না করিহ রণ ॥

দণ্ড রাখ, দণ্ড রাখ, শুন দণ্ডধর ।

রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর ॥

যম বলে, তব বরে সবার ঠাকুরান ।

লজিয়া তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল ॥

যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিন জন ।

এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন ॥

যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের পক্ষে ।

পলায় রাক্ষস-সৈন্য চুল নাহি বাক্কে (১) ॥

প্রসিদ্ধ রাক্ষস যত রাবণ-সোসর ।

এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল কাঁকর ॥

এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে ।

পলায় রাক্ষস সব এড়িয়া রাবণে ॥

অমাত্য পলায় সব ফেলিয়া রাবণে ।

একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে ॥

যুঝিবার কাজ থাক্, দেখি যমরাজে ।

হেন বীর নাহি যে সন্মুখ হ'য়ে যুঝে ॥

নির্ভয় রাবণ রাজ্য বিধাতার বরে ।

যমের সন্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে ॥

দশদিক দশানন ছাইলেক বাণে ।

রাবণের বাণ যম কিছুই না জানে ॥

এড়িল ঝকড়া শেল রবির নন্দন ।

রাবণ অর্জর হয়, তবু করে রণ ॥

ছাইল যমের রথ রাবণের বাণে ।

দশ বাণে সারথি বিচ্ছিন্ন দশাননে ॥

সকান পুরিয়া সে ধনুকে জোড়ে শর ।

সহস্রেক বাণ এড়ে যমের উপর ॥

মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরিষণ ।

বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিস্তিত রাবণ ॥

অভিমন্ত রাবণ সে বিধাতার বরে ।

মৃত্যুর উপরে বাণ বরিষণ করে ॥

মৃত্যুর যে নাহি মৃত্যু, কি করিবে বাণে ।

অবোধ রাবণ তবু যুঝে তার সনে ॥

বাণ খেয়ে তবে মৃত্যু অধিক কোপে জলে ।

জোড়-হাত করিয়া যমের আগে বলে ॥

নিবেদন করি, প্রভু, কর অবধান ।

তোমার অন্তের মধ্যে আমি সে প্রধান ॥

মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত্যগণ ।

বালি বলি মাছাতা করিয়াছিল রণ ॥

পাইয়া ত্রক্ষার বর রাবণ চূর্ণয় ।

তার সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয় ॥

তোমার বচন প্রভু, করি আমি বড় ।

রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড় ॥

রথ হৈতে যমরাজ হৈল অদর্শন ।

ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন ॥

মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণ রাজ্য ভাবে ।

যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে ॥

যম যদি পলাইল, দেখিল রাবণ ।

আমি যমজয়ী বলি ভাবে দশানন ॥

কৃষ্টিবাসের কবিয় শুনিত্তে চমৎকার ।

সর্ব-লোকে রামায়ণ হইল প্রচার ॥

(১) চুল নাহি বাক্কে—এই বর্ণনা হইতে মনে হয়, প্রাচীন কালে দীর্ঘকেশ রাখা পুরুষদের মধ্যে প্রথা ছিল ।

রাবণের পাতাল-পুরী গমন ও বাসুকি
প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ ।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ ।
বিষম শুনিলু আমি যমের তাড়ন ॥
পাপীর প্রহার শূনি লাগে চমৎকার ।
পাতক করিলে কি না হয় প্রতিকার ॥

মুনি বলে, রাম, তুমি কর অবধান ।
তব অবতারেতে পাপীর পরিত্রাণ ॥
যেই জন শুনিলেক শুদ্ধ রামায়ণ ।
যমের সহিত তার নাহি দরশন ॥
ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ ।
রাম-নাম শুনিলেক পাপী সাবধান ॥
চারি বেদ অধ্যয়নে যত পুণ্য হয় ।
একবার রাম-নামে যত ফলোদয় ॥

শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস ।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
এখা হৈতে কোথা গেল চুষ্ট দশানন ।
কহ কহ শূনি মুনি অপূর্ব কথন ॥

মুনি বলে, রাক্ষ জিনিল সর্ব দেশ ।
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ ॥
বাসুকির বিষে দক্ষ হয় ত্রিভুবন ।
তাহাকে জিনিতে যায় পাতাল-ভুবন ॥
চলিল রাবণ রাজা অদ্বুত সাজনি ।
আইল তিরাশী কোটি কাল-ভুজঙ্গিনী ॥
এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে ।
নাগিনী তিরাশী কোটি রাবণেরে বেড়ে ॥
চারিভিতে বেড়ে সর্প, রাবণ কাঁপর ।
রাবণে এড়িয়া সেনাপতি দিল রড় ॥
রাবণ মূঢ়ের ঘোর কেলি চারিভিতে ।
পলায় নাগিনী সব না পারে সহিতে ॥

বাসুকিরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে ।
আসিয়া রাবণ রাজা বাসুকিরে বেড়ে ॥
বাসুকি করিল বিষবাণ অবতার ।
ব্রহ্মজাল-বাণে করে রাবণ সংহার ॥
বিষজাল মহাবিষ বাসুকি যে এড়ে ।
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে ॥
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানা সন্ধি ।
বাসুকিরে মহাজাল-বাণে করে বন্দী ॥
বাসুকিরে বন্দী করি তার পুরী লোটে ।
বিচিত্র আবাস ঘর নাগ-পুরে বটে ॥
বন্দী হ'য়ে বাসুকি মানিল পরাজয় ।
রাবণ তাহার প্রতি দিলেক অভয় ॥

সহস্র মস্তক শত মুণ্ড যেই ধরে ।
যার বিষাগ্নিতে সর্ব চরাচর পুড়ে ॥
মুখে জলে অগ্নি, যার শিরে জলে মণি ।
হেন সব সর্পেরে পাতালে গিয়া জিনি ॥

জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী ।
নিপাতের রাজ্যেতে চলিল শীঘ্রগতি ॥
নিপাতের রাজ্যে তার নাহি কোন ডর ।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্ধর ॥
রাবণ ডাকিয়া বলে, নিপাতের ঠাই ।
লঙ্কার রাবণ আমি আজি যুদ্ধ চাই ॥

নিপাতক রাজা সেই বম-দরশন ।
খাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ ॥
শেল জাঠি বকড়া সে অস্ত্র খরশাণ ।
বাঁড়া আর ডাঙ্গস বিচিত্র ধনুর্কাণ ॥
নানা অস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ ।
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গমন ॥
দুই হস্তী রণে যেন দস্ত হানাহানি ।
দুই সূর্য্য ভেঙ্গে যেন ছাইল মেদিনী ॥

দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে ঘোরনাদ ।
 দুই জনে যুদ্ধ করে, নাহি অবসাদ ॥
 উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার ।
 সকল পাতাল-পুরী হৈল অন্ধকার ॥
 কেহ করে নাহি পারে, দুজনে সোসর ।
 দুজনে মাসেক যুদ্ধ করে নিরন্তর ॥
 এত দিন যুদ্ধ করে কেহ করে নারে ।
 দেবগণে ল'য়ে ব্রহ্মা আইল সহরে ॥
 ব্রহ্মা বলে, নিপাতক, শুনহ বচন ।
 তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ ॥
 নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিকি তখন ।
 রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥
 রাবণ, তোমারে বলি শুনহ বচন ।
 নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন ॥
 মম বরে দুই জন হ'য়েছ দুর্জয় ।
 দুই জনে শ্রীতি করি থাকহ নির্ভয় ॥
 কেবা লজ্জিবারে পারে ব্রহ্মার বচন ।
 দুই জনে শ্রীতি করে ছাড়ি অস্ত্রগণ ।
 নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সন্মানে ।
 এক বর্ষ রাবণ রছিল সেই স্থানে ॥
 লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জি তার ঘর ।
 বরুণেরে জিনিবারে চলে লঙ্কেশ্বর ॥
 রত্নেতে নির্মিত পুরী দিক্ আলো করে ।
 সুশ্রুতি (১) আছেন সেই বরুণ নগরে ॥
 রাবণ করিল সুশ্রুতির দরশন ।
 কীরখারা বার স্তনে করে অশ্রুক্ষণ ॥
 বার কীরে ভাসিরাছে কীরোদ সাগর ।
 হেন খেনু প্রদক্ষিণ (২) করে লঙ্কেশ্বর ॥

সুশ্রুতিকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে ।
 যে বা চায় তাই পায়, আমি চাই তবে ॥
 বরুণে জিনিয়া যেন আসি শীত্ৰগতি ।
 গমন সময়ে তোমা লইব সংহতি ॥
 বরুণ জিনিতে করে রাবণ পরাণ ।
 হেন কালে সুশ্রুতি হৈল অন্তর্ধান ॥
 বরুণের ঘারে গিয়া ডাকিল রাবণ ।
 কোথা গেলে বরুণ, আসিয়া দেহ রণ ॥
 বরুণের পাত্র বলে, তিনি নাই ঘরে ।
 কার ঠাই যুদ্ধ চাও এ শূন্য নগরে ॥
 বরুণ গিয়াছে কোথা, জিজ্ঞাসে রাবণ ।
 তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ ॥
 বরুণের পুত্রগণ সবে সম্ভাবীর ।
 লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির ॥
 তা-সবারে রাবণ যে আকাশে নিরখে ।
 রাবণ চড়িয়া রথে বায় অস্তুরীকে ॥
 বরুণের পুত্র করে বাণ বরিষণ ।
 বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন ॥
 দারুণ বাণের ঘায়ে রাবণ কাতর ।
 তাহা দেখি রুঘিল রাক্ষস মহোদর ॥
 মহোদর বীর যেন মদমস্ত হাতী ।
 বাণেতে বিদ্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি ॥
 পড়িল সারথি তার বাণ বিদ্ধে বৃকে ।
 তিন ভাই পলাইয়া বায় অস্তুরীকে ॥
 অস্তুরীকে থাকি করে বাণ বরিষণ ।
 বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেতন ॥
 অচেতন মহোদরে দেখি লঙ্কেশ্বর ।
 সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর ॥

(১) সুশ্রুতি—দেব-মাতা; কামধেনু । (২) প্রদক্ষিণ—মাত্ৰ বা পূজনীয়কে ঘনিক দিকে ঘাটিয়া
 তাঁহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ ।

আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর ।
 ভূমিতে পড়িল দৌছে ধূলায় ধূসর ॥
 ছুই ভায়ে ধরিল রাবণ-অনুচর ।
 ধরিয়া আনিল তারে পুরীর ভিতর ॥
 রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর ।
 বরুণের অবেষণ করে লঙ্কেশ্বর ॥
 বরুণের পুত্র জিনি বরুণেরে চাহে ।
 প্রভাস-নাথেরে পাত্র রাবণেরে কহে ॥
 ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর ।
 গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর ॥
 এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাস ।
 পালঙ্কে পাইল বরুণের নাগপাশ ॥
 নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে ।
 বিদায় হইয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে ॥

বলি কর্তৃক রাবণের সাহস ।

অগস্ত্যের কথা শুনি ঐরামের হাস ।
 কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
 হেথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ ।
 কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ-কথন ॥
 মুনি বলে, বলি রাজা পাতালেতে বৈসে ।
 দশানন গেল তথা জিনিবার আশে ॥
 পাতালে আবাস-ঘর অতি সুনির্মিত ।
 দেখিয়া রাবণ রাজা হৈল চমকিত ॥

সোনার প্রাচীর, ঘর পর্বত-প্রমাণ ।
 বিষ্ণুর আঙ্কায় বিশ্বকর্ষার নির্মাণ ॥
 প্রহস্তকে পাঠায় রাবণ জানিবারে ।
 রাজ-আঙ্কায় পাইয়া প্রহস্ত গেল ঘারে ॥
 বলির ছয়ারে দ্বারী স্বয়ং নারায়ণ (১) ।
 শরীরের জ্যোতিঃ কোটি সূর্য্যের কিরণ ॥
 আছেন বসিয়া ঘারে রত্ন-সিংহাসনে ।
 খেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে ॥
 প্রহস্ত বিস্মিত হ'য়ে আসিয়ে সত্বর ।
 নিবেদন করিছে, শুন হে লঙ্কেশ্বর ॥
 দেখিতেছি মহারাজ ছয়ারে বলির ।
 পরম পুরুষ এক সুন্দর শরীর ॥
 আঁজামুলম্বিত তাঁর ভুজ চতুষ্ঠয় ।
 শঙ্খ চক্র গদা শাঙ্গ তথি শোভা পায় ॥
 শ্যামল কোমল তনু সুপীত বসন ।
 তড়িৎ জড়িত যেন দেখি নবঘন ॥
 বকঃস্থল কোঁস্তুভে শোভিত অতিশয় ।
 বনমালা (২) তত্বপরি করেছে আশ্রয় ॥
 শুনিয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে ।
 রাবণেরে দেখিয়া পুরুষ যুহু হাসে ॥
 রূপে আলো করিয়াছে বলির ছয়ার ।
 নিরখিয়া রাবণের লাগে চমৎকার ॥
 রাবণ বলিছে দ্বারী পালাবে কোথায় ।
 লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ দে' আমার ॥
 শুনিয়া পুরুষ যুহু হাসিয়া সস্তাবে ।
 বলি সহ যুব গিয়া ভিতর-আবাসে ॥
 বীর মধ্যে বীর আমি, মুনি মধ্যে মুনি ।
 ত্রিভুবন সব আমি, দিবস রজনী ॥

(১) বামনরূপী নারায়ণ বলিকে স্তম্ভ পাতালে পাঠাইয়া দ্বাবে দ্বারী হইয়া থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ।—ভাগবত । (২) বনমালা—পত্রপুষ্পচিত্ত মালা ।

আমা সহ যুঝিবে শুনিতে উপহাস ।
 কারো সনে যুঝিতে না করি অভিলাষ ॥
 সমানে সমান যুদ্ধ হয় ত উচিত ।
 তোমার আমার সনে যুদ্ধ অশুচিত ॥
 আমি বলি তোমারে শুনহ দশানন ।
 বলিকে জিজ্ঞাসা কর আমি কোন্ জন ॥
 এতক শুনিয়া দশানন রাজা হাসে ।
 বলির নিকটে গেল ভিতর-আবাসে ॥
 পাণ্ড-অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন ।
 জিজ্ঞাসিল পাতালেতে এলে কি কারণ ॥
 সে বলে, পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে ।
 সাজিয়া আইলু আমি বিষ্ণু জিনিবারে ॥
 বলি বলে, হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে ।
 ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি ধণ্ডে ॥
 ছয়ারে যাঁহার সনে হৈল দরশন ।
 সেপুরুষ স্বজিনেন এই ত্রিভুবন ॥
 যাঁহার উপরে কারো নাহি অধিকার ।
 সকল স্বজিয়া তিনি করেন সংহার ॥
 রাবণ বলিছে, যম মৃত্যু কালদণ্ড ।
 ইহা হৈতে কোন্ জন আছে হে প্রচণ্ড ॥
 বলি বলে, ভাই, কি করিবে যমরাজ ।
 ত্রিভুবনে কেহ নাহি পুরুষ-সমাজ ॥
 যম ইন্দ্র বরুণ যতক লোকপাল (১) ।
 পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল (২) ॥
 ইহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর ।
 তাঁর বড় বীর নাই ত্রৈলোক্য-ভিতর ॥
 দানব রাক্ষস আদি বড় বড় বীর ।
 পুরুষ-দর্শনে ভাই কেহ নহে স্থির ॥

সেই সে পুরুষবর স্বয়ং নারায়ণ ।
 তোমায় কিঞ্চিৎ কহি শুনহে রাবণ ॥
 সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি (৩) ।
 চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ॥
 রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির ।
 পুরুষের দেখা নাই অদৃশ্য শরীর ॥
 রাবণ বলিছে, ত্রাসে হৈল অদর্শন ।
 পাইলে চাপড়ে তার বধিতাম জীবন ॥
 রাবণ আবার গেল পুরুষ-উদ্দেশে ।
 উপস্থিত হইল সে ভিতর-আবাসে ॥
 বলি বলে, রাবণের নাহি পাই মন ।
 পুনঃপুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ ॥
 পাত্র ল'য়ে বলি তবে করে অশুমান ।
 বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান ॥
 বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে ।
 আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে ॥
 বন্ধনে পড়িল ছুট আপনার দোষে ।
 রাবণ পড়িল বন্দী, বলিরাজ হাসে ॥
 রাবণেরে বন্দী দেখি ছুট দেবগণ ।
 স্বর্গেতে ছন্দুভি বাজে পুষ্প-বরিষণ ॥
 যত দেবকন্যা তারা করে হলাহলি ।
 বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি ॥
 ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেব-ঋষি ।
 স্বর্গেতে বেড়ায় নাচি যত স্বর্গবাসী ॥
 আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার ।
 দেখিয়া রাক্ষস সব করে হাহাকার ॥
 এই মত বন্দিশালে আছে ত রাবণ ।
 কৌতুকে বেড়ায় নাচি যত দেবগণ ॥

(১) লোকপাল—শিব, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, যম ও মৈত্রবর্ত্তন । (২) বিশাল—উচ্চ ; শ্রেষ্ঠ ।
 (৩) মধুকৈটভারি নামক অশুরবীর বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হয় । বিষ্ণু ইহাদিগকে বধ করেন । এই
 বৃষ্ণ ভগবানের নাম মধুহনন ; মধুকৈটভারি । এই মধুকৈটভের মেঘে পৃথিবীর উৎপত্তি হয় ।

বলি ভূপতির কাছে সাত শত দাসী ।
 দেখিলে মোহিত অম্ব পরম রূপসী ॥
 উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জন-অন্ন-পূর্ণ স্বর্ণ-ধালে ।
 পাখালিতে (১) যায় তারা সাগরের জলে ॥
 রাবণ বলে, কন্যাগণ, শুনহ বচন ।
 একমুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন ॥
 চেড়ী সব বলে, শুন, রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 দিতেছি তুলিয়া অন্ন, মেল ত অধর ॥
 দয়া করি চেড়ী অন্ন দিল ততক্ষণ ।
 মুখ প্রসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ ॥
 রাবণ বলিল, চেড়ী শুনহ বচন ।
 বন্ধন খুলিয়া দিয়া বাঁচাও জীবন ॥
 এতেক বলিল যদি রাজা দশানন ।
 হাসিয়া পলায়ে যায় যত চেড়ীগণ ॥
 কুঁজি বলে, রাবণ, তুমি হে মহারাজ ।
 উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ ॥

দশাননে লজ্জা দিয়া চিন্তে মনে মনে ।
 আপন বন্ধন বলি লন ততক্ষণ ॥
 লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁট মাথা ।
 রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা ॥
 যথায় যথায় আছে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান ।
 তথা তথা রাবণ পাইল অপমান ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি জীরাম কৌতুকী ।
 পুনর্বীর জিজ্ঞাসা করেন হ'য়ে সুধী ॥
 সেথা হতে আর কোথা গেল ত রাবণ ।
 কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥

মাকাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ ।
 মুনি বলে, রাবণ আছয়ে রথোপর ।
 দিব্য রথে চড়ি যায় এক নরবর ॥
 সুবর্ণের রথখান কহে রাজহংসে ।
 শত দেবকন্যা সেই পুরুষের পাশে ॥
 কেহ হাসে; কেহ নাচে, কারো মুখে বাঁশী ।
 সে পুরুষ ত্রীগণ-বেষ্টিত স্বর্গবাসী ॥
 রথের উপরে যায় পরম কৌতুকে ।
 আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে ॥

রাবণ কহিছে, কোথা পুরুষ পলাও ।
 লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ মোরে দাও ॥
 দেখিয়া তোমার সুখ ব্যাকুলিত প্রাণ ।
 কতগুলি দাসী মোরে দিয়া যাও দান ॥
 পুরুষ ডাকিয়া বলে, শুন লঙ্কেশ্বর ।
 বছদিন করিলাম তপস্শা বিস্তর ॥
 পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান ।
 তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ ॥
 না করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয় ।
 স্বর্গবাসে বাই আমি একথা নিশ্চয় ॥
 আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে ।
 পূর্বেতে ছিলাম আমি পূর্বমুনি নামে ॥
 ত্রী-গণ-বেষ্টিত আমি যাই স্বর্গ-বাসে ।
 এমন সময় যুদ্ধ যুক্তি না আইসে ॥

রাবণ বলিল, তুমি মোর ধর্ম-বাপ ।
 পূর্বে মোর পিতৃ সহ তোমার আলাপ ॥
 দিখিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি ।
 কার সনে যুদ্ধ করি মনে অসুখানি ॥

দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে ।
 তুমি যুক্তি বল, আমি যুক্তি কার সনে ॥
 পূর্বমুনি বলে, আছে মাকাতা নৃপতি ।
 তার সনে যুঝহ, সে সপ্তদ্বীপপতি (১)
 উত্তর দিকেতে গেল সে দেশ ত্রিমিতে ।
 থাক আজি বাসা করি রমা এ পর্বতে ॥
 এ পর্বতে তার সনে হবে দরশন ।
 মাকাতা আইলে যুদ্ধ করিও তখন ॥
 এত বলি পূর্বমুনি গেল স্বর্গবাসে ।
 হেনকালে মাকাতা কটক লুকু আইসে ॥
 মাকাতাকে দেখিয়া যে রুবিল রাবণ ।
 মাকাতা রাবণে দৌহে বাজে ঘোর রণ ॥
 দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন ।
 নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ ॥
 দুই রাজা নানা অস্ত্র করে অবতার ।
 উভয় রাজার সেনা পলায় অপার ॥
 মাকাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে ।
 রাবণ খাইয়া টাঙ্গী রথ হৈতে পড়ে ॥
 পড়িল রাবণ-রাজা বেড়ে সেনাপতি ।
 হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মাকাতা নৃপতি ॥
 চক্রুর নিমিষে পায় রাবণ সংবিৎ (২) ।
 ধনুক পাতিয়া যুঝে, মাকাতা চিন্তিত ॥
 অগ্নিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ ।
 জলিয়া আগ্নেয় বাণ উঠিল গগন ॥
 দেখিয়া ত্রিদশগণে (৩) লাগে চমৎকার ।
 মাকাতা পড়িল, সৈন্ত করে হাহাকার ॥

সংবিৎ পাইয়া উঠে চক্রুর নিমিষে ।
 উঠি সিংহনাদ করে মাকাতা হরিষে ॥
 উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে ।
 দুই রাজা বাণ এড়ে, দুই রাজা কাটে ॥
 দুই রাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর ।
 মহাশক করে বাণ তুণের ভিতর ॥
 কেহ করে জিনিবারে নাহি পায় আশ ।
 উভয়ে সমান, যুদ্ধ করে দশমাস ॥
 মাকাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত ।
 স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্বত ॥
 সপ্ত স্বর্গ (৪) কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর (৫) ।
 শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর ॥
 ত্রাণা পাঠাইয়া দিল ভার্গব মহর্ষি (৬) ।
 অবিলম্বে কহিছেন সেইখানে আসি ॥
 সমর সংবর, ক্রোধ না কর মাকাতা ।
 পাঠায়ে দিলেন ত্রাণা শুন তাঁর কথা ॥
 আছে যে ত্রাণার বর রাবণ না মরে ।
 তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ॥
 তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে ।
 তাঁর ঠাই দশানন মরিবে সবংশে ॥
 তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ ।
 অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুই জন ॥
 মুনির বচন রাজা না করিল আন ।
 সম্প্রীতি করিয়া দৌহে গেল নিজ স্থান ॥
 মাকাতা রাবণ সম দুই জন রণে ।
 জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে ॥

(১) সপ্তদ্বীপপতি—সপ্তদ্বীপের রাজা। সমাগরা পৃথিবীকে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ সাতভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। তাহারাই সপ্তদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ বধা:—অনু, কুশ, মক, শাকদ্বী, ক্রৌঞ্চ, শাকও পুঙ্কর।
 (২) সংবিৎ—চেতনা। (৩) ত্রিদশগণে—দেবতাগণে। ঋষিগণা জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিতোক্তিক ভাগ নষ্ট করেন, অথবা ঋষিগণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অবস্থা পর্য্যন্ত আছে—বার্দ্ধক্য অবস্থা নাই। (৪) সপ্তস্বর্গ—স্বঃ, কুবঃ, স্বঃ, মহঃ, অনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্তস্বর্গ। (৫) সপ্তসাগর—সবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ (স্বত) হৃদি, কুঙ্ক, জল—এই সপ্তসাগর। (৬) ভার্গব মহর্ষি—বাস্তবিক রামায়ণে পুলহ্য ও গালব নামক ঋষিগণ মাকাতা ও রাবণকে যুদ্ধ-কাত্ত করে।

অগস্ত্যর কথা শুনি রাম উল্লসিত ।
কহ বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত ॥
মাকাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন ।
কহ দেখি শুনি মুনি অগূর্ব্ব কখন ॥

রাবণের চন্দ্রলোক যাত্রা ।

মুনি বলে, একদিন ঘটিল এমন ।
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন ॥
হেন কালে গগনে হইল চন্দ্রোদয় ।
দেখিয়া হইল রুষ্ট, দুষ্ট স্পষ্ট কয় ॥
আমার বাণেতে মেরু (১) নাহি ধরে টান ।
আমার উপর দিয়া করিছে পয়াণ (২) ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কম্পিত যার ডরে ।
লঙ্কার রাবণ আমি, গ্রাহ্য নাহি করে ॥
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল ।
তাহারে জিনিব আর হরিব সকল ॥
এই মত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে ।
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে ।
চন্দ্রলোক দুই লক্ষ যোজন পথ ।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ ॥
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন ।
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন ॥
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে ।
সহস্র যোজন উঠে পর্ব্বত হইতে ॥
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারণী ।
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী ॥

রাজহংস-আদি পক্ষী চরে গঙ্গা-নীরে ।
রাবণ কটক সহ গঙ্গান্নান করে ॥
গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপন ।
সকল কটক রথে করিল গমন ॥
আছেন শঙ্কর-গৌরী তাহার উপর ।
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর ॥
গৌরীভক্ত সেই জন পূজেছে পার্ব্বতী ।
সে স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি ॥
তুহপরি শিবলোকে উঠিল রাবণ ।
দেখে যক্ষ শিশাচ সে শঙ্করের গণ (৩) ॥
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জটির পাশে ।
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে ॥
তুহপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ ।
পুরী-প্রদক্ষিণ করি করিল গমন ॥
ব্রহ্মলোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান ।
আড়ে দীঘে তার দশ সহস্র প্রমাণ ॥
তাহাতে সহস্র স্বর্গ দেখিল নির্মাণ ।
বিশ্বকর্্ম্মকৃত পুরী অদ্ভুত-বিধান ॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ ।
চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন ॥
রাবণে দেখিয়া চন্দ্রদেব বড় রোষে ।
সহস্র সহস্র গুণ তুষার বরষে ॥
হিম-বরষণে কটকের হৈল জাড় ।
কটকের হস্তপদ হিমেতে অসাড় ॥
হস্তপদ নাহি সরে বন্ধ হৈয়ে জাড়ে (৪) ।
তথাপি রাবণ রাজা রণ নাহি ছাড়ে ॥
প্রহস্ত বলিছে জাড়ে জোর নাহি ছাড়ে ।
পলাইয়া চল যাই বাঁচি কোনমতে ॥

(১) মেরু—পৃথিবী-প্রান্ত । (২) পয়াণ—গমন । (৩) শঙ্করের গণ—শিবাহুচর সকল ; প্রমথগণ, ভূতগণ, ঠেতবগণ । (৪) জাড়ে—বৈকুণ্ঠ ; ঠাঁড়ার ।

রাবণ কাতর হৈল যুক্তিতে না পারে ।
 প্রাণ যায়, তথাপি সংগ্রাম নাহি ছাড়ে ॥
 রাবণ করিল তবে উপায় প্রধান ।
 বাহির করিল অগ্নিময় মহাবাণ ॥
 ব্রহ্ম-অগ্নি অলে সে বাণের অগ্রভাগে ।
 সে বাণের প্রতাপে সবার জাড় ভাস্ত্রে ॥
 অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 বাণে বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল অরজর ॥
 বাণাঘাতে চন্দ্রমা হইল অচেতন ।
 পাইয়া চেতন পুনঃ উঠে ততক্ষণ ॥
 উত্তরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ ।
 পলায় চীৎকার ছাড়ি যত তারাগণ ॥
 প্রাণ ল'য়ে গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ ।
 ব্রহ্মলোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিবাদ ॥
 ক্রন্দন করেন চন্দ্র, ব্রহ্মা পান ছুঃখ ।
 ষ্মরিতে গেলেন ব্রহ্মা রাবণ-সম্মুখ ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, শুন অবোধ রাবণ ।
 চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ॥
 সর্বলোকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র ।
 পূর্ণিমার চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ ॥
 সর্বলোকে তৃপ্ত, দেখি খবল রজনী ।
 চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি ॥
 কারো মন্দ না করে, সবার করে হিত ।
 হেন চন্দ্রে ষ্মরিতে তোমার অশুচিত ॥
 শুন রে রাবণ, মজ্ব করি তোম কাণে ।
 পরেরে ষ্মরিতে পাছে নিজে মর প্রাণে ॥
 হুই জনে যুদ্ধ হৈলে মরে এক জন ।
 অতঃপর কমা দেহ অবোধ রাবণ ॥
 বিধাতার বচন লজ্জিবে কোন্ জন ।
 রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি ছুই রঘুমণি ।
 পুনর্বার জিজ্ঞাসা করেন কহ মুনি ॥
 চন্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন ।
 কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥

রাবণের কুশ-দ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের
 সহিত যুদ্ধ ।

অগস্ত্য বলেন, শুন জানকীবল্লভ ।
 রাবণের দিগ্বিজয় আমি কহি সব ॥
 জম্বুদ্বীপ-পারে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 কুশদ্বীপে দেখে এক পুরুষ-প্রবর ॥
 হুমেরু-পর্বত যেন দেহের আকার ।
 দেবের দেবতা যেন দেবতার সার ॥
 বারো যোজনের পথ আড়ে পরিসর ।
 বারো শত যোজন শরীর দীর্ঘতর ॥
 রাবণ বলিছে, হে পুরুষ, কেবা তুমি ।
 দেহ রণ, সংগ্রাম চাহিয়া আমি আমি ॥
 পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তর্কে ।
 অজগর-সর্প যেন সে পুরুষ গর্কে ॥
 পুরুষ বলেন, আজি ঘুচাই বিবাদ ।
 কত দিন আর তোম স'ব অপরাধ ॥
 কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে ।
 পুরুষের গায়ে ঠেকি উখাড়িয়া (১) পড়ে ॥
 নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ ।
 বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ ।
 পর্বত যুগল কেন উরু হুই খণ্ড ।
 আজানু-লম্বিত হুই মহা-বাহদও ॥

(১) উখাড়িয়া—টিক্কাইয়া ।

অষ্টবসু (১) আছে সেই পুরুষ-শরীরে ।
 বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ-উদরে ॥
 দশদিকপাল (২) আছে পুরুষের পাশে ।
 উনপঞ্চাশৎ বায়ু সহ বায়ু বৈসে ॥
 জুৎপদ্যে পুরুষের ত্র্যক্ষর বসতি ।
 নাভিপদ্য-আসনে বৈসেন হৈমবতী ॥
 তাঁহার ললাটে সক্ষা গায়ত্রী লিখন ।
 অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পতন ॥
 দেব দৈত্য গন্ধর্ষ দানব বিছাধর ।
 তিন কোটি দেব-কণ্ডা তাঁহার দোসর ॥
 করুণ (৩) নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার ।
 গাত্রে লোমাবলীরূপে আছে অবতার ॥
 বাসুকির বিষজালে বিশ্ব দক্ষ করে ।
 সে বাসুকি পুরুষের মস্তক উপরে ॥
 রসনায় সরস্বতী সদা স্ফুর্ষিমতী ।
 চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে ছাতি (৪) ॥
 রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তৎক্ষণ ।
 বিশ-হাত রাবণ হইল অচেতন (৫) ॥
 অচেতন হৈয়ে ভূমে লোটার রাবণ ।
 পুরুষ গেলেন পরে পাতাল ভুবন ॥

উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর ।
 দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর ॥
 শরীর ঝাড়িয়া শুক-সারণেরে পুছে ।
 পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে ॥
 বলে শুক-সারণ শুনহ লঙ্কেশ্বর ।
 তোমারে মারিয়া গেল পাতাল ভিতর ॥
 রাবণ পাতালে গেল পুরুষ-উদ্দেশে ।
 কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে ॥
 সকল পাতাল-পুরী করে নিরীক্ষণ ।
 মায়ারূপী তিনি, তাঁরে না চিনে রাবণ ॥
 ত্রাস পেয়ে মনে মনে চিন্তিত রাবণ ।
 পুরুষ রাবণে দেখা দেন তৎক্ষণ ॥
 পুরুষ সুবর্ণ-খাটে হরিষ-অস্তরে ।
 তিন কোটি দেবকণ্ডা পরিচর্যা করে ॥
 বসিয়াছে দেবকণ্ডাগণ কুতূহলে ।
 পাপিষ্ঠ রাবণ ধরিবারে যায় বলে ॥
 কোপদৃষ্টে পুরুষ রাবণ পানে চায় ।
 অগ্নিতে পড়িয়া ভূমে রাবণ লোটার ॥
 উঠ উঠ বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে ।
 উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে ॥

(১) অষ্টবসু—ধর, ঋব, সোম, সাবিজ, অমল, অনিল, প্রত্বাষ ও প্রভাস। মতান্তরে সাবিজ ও প্রভাস স্থলে আপ ও প্রভব (প্রভাব), মতান্তরে ভব, ঋব, সোম, বিক্ষু, অনিল, অমল, প্রত্বাষ ও প্রভব। (২) দশদিকপাল—৩১৭ পৃষ্ঠার পাদকূকা অষ্টব্য। (৩) করুণ—বব, বালব, কোলব, তৈত্তিল, গব, বণিজ, বিষ্টি এই সাতটি বসুকরণ এবং শকুনি, চতুলাহ, মাপ ও কিস্কর এই চারিটি ঋব করণ। এক একটি ভিধির অর্ধ পরিমাণে এক এক করণ হয়। (৪) মূল বাসুকি রামায়ণে এই মহাপুরুষের নিরলিখিত রূপ-বর্ণনা আছে :—স গন্ধর্ষবিধৈর্নান্যৈঃ-লবহস্তং ত্র্যামকং । হংষ্ট্রালং বিকটং চৈব কক্ষুগ্রীবং মহোরসম্ ॥ মণ্ডুককৃষ্ণিং সিংহাস্তং কৈলাস-শিখরোপমম্ । পদ্মপাদতলং ভীমং বক্তৃত্বাকুবাধুৎ ॥ মহামাহং মহাকায়ং মনোনিলসমং জবে । ভীমমাবলুভূনীং লবণ্টাবজ্জামবম্ ॥ জালামালাপরিষ্কিণ্ডং কিঙ্করীজালনিঃসনম্ ॥ মালয়া স্বর্ণগজানাং কণ্ঠদেশেহবলযয়া ॥ ঋষেহমিব শোভস্তং পদ্মমালাবিভূষিতং । সোহজনাচলসঙ্কাপং কাকনাচলসন্নিভম্ । (৫) চতুর্ভুজ মহাপুরুষ তাঁর চারিটি হাত দিয়া রাবণকে ধরিলেন ; কিন্তু কুড়ি হস্ত যুক্ত রাবণ তাহাতে অচেতন হইয়া পড়িল। অর্থাৎ কুড়ি হাত হইলেও রাবণ চতুর্ভুজ মহাপুরুষ হইতে অতিশয় দুর্বল।

রাবণ বলিছে, তুমি কোন্ অবতার ।
 পরিচয় দেহ তুমি, ভুবনের সার ॥
 পুরুষ ডাকিয়া বলে, শুনরে রাবণ ।
 তোরে পরিচয় দিয়া কোন্ প্রয়োজন ॥
 জোড়-হাত করিয়া বলিছে লঙ্কেশ্বর ।
 ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর ॥
 তুমি হে আমারে মার, তবে সে মরণ ।
 তোমা বিনা অস্ত্র হাতে না মরে রাবণ ॥
 রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস ।
 নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ ॥
 পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে ।
 রাবণ বিদায় হৈয়া তথা হৈতে সরে ॥
 অীরাম বলেন, কহ মুনি মহাশয় ।
 সে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয় ॥
 অগস্ত্য বলেন, তিনি ভুবনের সার ।
 চতুর্ভুজ, তিন কোটি তাঁর পরিবার ॥
 জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন ।
 তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ ॥

সুশীতল রাত্রি, বহে বায়ু মনোহর ।
 খবল রজনী শোভা করে সুখাকর ॥
 হুম্মি কুম্ভগুচ্ছ কোটে চারি পাশে ।
 হেন কালে রস্তা যায় উপর আকাশে ॥
 রস্তা-নামে অঙ্গরা সে পরম-সুন্দরী ।
 কপালে তিলক তার কিবা শোভা মরি ॥
 রূপেতে করিল আলো যেন চন্দ্র-কলা ।
 দেখিয়া রাবণ রাজ্য হইল বিভোলা ॥
 রস্তা রস্তা বলিয়া রাবণ ধরে হাতে ।
 কোথা বাও, সত্য বল, তুমি এত রাতে ॥
 কোন্ সে প্রণয়ি-পাশে করিছ গমন ।
 তাহারে এড়িয়া মোরে করহ বরণ ॥
 সপ্তদ্বীপা ধরণীর আমি অধিকারী ।
 সর্বোপায়ে সুখী তোমা করিবারে পারি ॥
 লাজে হেঁট মাথা রস্তা, বলে জোড়-হাত ।
 আমার খসুর তুমি, রাক্ষসের নাথ ॥
 খসুর হইয়া কর হেন অবিচার ।
 অগৎ করিবে নিন্দা নিশ্চয় তোমার ॥
 রাবণ বলিল, তুমি কাহার সুন্দরী ।
 কি সম্বন্ধে তুমি সে আমার বহয়ারী ॥
 রস্তা বলে, যদি কর সম্বন্ধ-বিচার ।
 আমাকে-ছাড়িয়া দেহ করি পরিহার ॥
 ঈনলকুবর নামে কুবের-কুমার ।
 পত্নিত্ব হই আমি রমণী তাঁহার ॥
 কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ ধন অধিকারী ।
 তাঁর পুত্রবধু আজি, তব বহয়ারী ॥
 খসুর হইয়া বল হেন কুবচন ।
 আমার অপেক্ষি আছে কুবের-নন্দন ॥
 ধর্ম্যে মতি দেহ রাজ্য, ছাড় পরিহার ।
 হাত ছাড়ি দেহ, বাই পতির সকাশ ॥

রাবণ-কর্তৃক রস্তাবতীর অপমান ও রাবণের
 প্রতি নলকুবেরের অভিশাপ ।

অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান ।
 রাবণের পূর্ব-কথা কহি তব স্থান ॥
 কৈলাস-পর্বতে গেল বেলা-অবসানে ।
 বাসা করি রাবণ রছিল সেই স্থানে ॥
 দ্বিতীয়-প্রহর রাতে আগে দশানন ।
 চন্দ্রের উদয় হেতু নির্মল গগন ॥

আজিকার মত মোরে ছাড়হ রাবণ ।
 কালি মোর তব সঙ্গে হবে দর্শন ॥
 শুনিয়া রক্তার কথা কহিল রাবণ ।
 পুরুষ রমণী দুটি বিধির স্বজন ॥
 পুরুষ রমণী সনে হয়ে তৃপ্ত-প্রাণ ।
 এ পৃথিবী প্রেমে ধন্য বিধির বিধান ॥
 মনেতে ভাবিয়া রক্তা দেখহ আপন ।
 দেবরাজ অহল্যার হইল মিলন ॥
 এতক কহিল যদি রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 মনে মনে ডাকে রক্তা, তরাও ঈশ্বর ॥
 দশানন বলে, তুমি কি ভাবিছ আর ।
 কালি হতে ভ্রাতৃ-বধু হইও আমার ॥
 রক্তা বলে, পাপ-কথা ছাড় দশানন ।
 কালি মোর তব সঙ্গে হইবে দর্শন ॥
 রক্তার বচন শুনি দশানন হাসে ।
 আজি বলহারী, কালি ঘুচিবেক কিসে ॥
 রক্তা বলে, আমার নিয়ম বলি শুন ।
 যে দিন যাহার পাশে করিব গমন ॥
 সেই দিন পতি সেই জানিহ নিশ্চয় ।
 এ কথা অশ্রুধা নাহি কদাচিত্ হয় ॥
 বিধির নির্বন্ধ শুন রাক্ষসের পতি ।
 চিরদিন ধর্ম রাখি এইরূপে সতী ॥
 নলকুবরের লাগি চলিয়াছি আমি ।
 আজি ছাড়ি দেহ মোরে ওগো লঙ্কাস্বামী ॥
 ধর্ম রাখ, করি প্রভু, এই অনুরোধ ।
 বিলম্ব দেখিলে স্বামী করিবেন ক্রোধ ॥
 আজি রাজা ছাড়ি দেহ তুমি মোর আশ ।
 দশ দিন থাকিব আসিয়া তব পাশ ॥
 বিশ্ববার পুত্র তুমি, হুবুজি হুধীর ।
 পণ্ডিত হইয়া কেন এতই অস্থির ॥

রাবণ বলে, ও কথা আমারে নাহি লাগে ।
 আর দিন তব দয়া বল কেবা মাগে ॥
 তোমার সহিত দেখা দৈবের ঘটন ।
 পুরাও বাসনা, মোরে করিয়া বরণ ॥
 ভোগ-সুখ হেতু হয় নারীর স্বজন ।
 পাইলে না ছাড়ি আমি তার এক-জন ॥
 এত যদি বলিলেক রাজা দশানন ।
 নাকে হাত দিয়া রক্তা ভাবে মনে-মন ॥
 বুঝি রাবণের হাতে পরিত্রাণ নাই ।
 রাখ মোর জাতি-ধর্ম জগৎ-গৌসাই ॥
 এত ভাবি মৌন-ভাবে থাকে রক্তাবতী ।
 রাবণ বুঝিল ইথে রক্তার সঙ্গতি ॥
 অনুমানে রাবণ বুঝিয়া তার মন ।
 পরম প্রফুল্লচিত্ত হইল তখন ॥
 একে ত রাবণ, তাহে রক্তা সুদর্শনা ।
 নিকটে রক্তারে দেখি অতি ফুলমনা ॥
 রক্তা পেয়ে দশানন প্রেম-ফুল প্রাণ ।
 সাত দিন রহে সুখে রক্তা-বিজ্ঞমান ॥
 চতুর রাবণ রাজা শাস্ত্রে বিচক্ষণ ।
 মন্দোদরী আর রক্তা তুল্য দুইজন ॥
 পুরুষ রমণী দুটি বিধির স্বজন ।
 রমণীর বন্ধে পাতা প্রেম সিংহাসন ॥
 রমণী পুরুষ হ'তে স্নেহ-পরায়ণা ।
 রমণীর প্রাণে বহে প্রেমের স্বরণা ॥
 যতক বেদনা রাখে হৃদয়ে গোপন ।
 তিন লোকে নারীর বুঝিতে নারে মন ॥
 প্রকাশ না করে মুখে হৃদয়-বেদনা ।
 নির্বিকারে সহে প্রাণে স্তবীত্র বাতনা ॥
 কঠিন রমণীজাতি স্বজিলেন খাতা ।
 অন্তরে পুড়িয়া মরে, নাহি কহে কথা ॥

পুরুষ অধিক নারী প্রেমময় প্রাণ ।
 তখাচ পুরুষ মন্দ ভাগ্যের বিধান ॥
 রমণী চঞ্চল হয় কদাচ না শুনি ।
 রমণীরে নেহারিয়া ভুলে যায় মুনি ॥
 লোভ মোহ ক্রোধ আশা ছেড়েছে সকল ।
 হেন মুনি নারী হেরি হয়েন পাগল ॥
 কেহ না বৃষ্টিতে পারে স্ত্রীলোকের হল ।
 পুরুষ নারীর তরে সতত চঞ্চল ॥
 শাস্ত্রমুখে জানি রাম সর্ব বিবরণ ।
 নারীতে মজিলে বশঃ-গৌরব নিধন ॥
 রাম বলেন, যত বল সকলি স্বরূপ ।
 বিশেষ পুরুষ নহে নারী-অমুরূপ ॥
 মুনি বলিলেন, যার বড় ভাগ্যোদয় ।
 সাক্ষাৎ কমলা সম তার নারী হয় ॥
 পুরুষ সংসার-প্রেমে করে অভিলাষ ।
 জনম অবধি তার নাহি পূরে আশ ॥
 দিনে দিনে বাড়ে লোভ, নহে সংবরণ ।
 সম্বরিতে পারে যদি নারী করে মন ॥
 যে রমণী পাপ কর্মে নাহি করে মতি ।
 উত্তমা রমণী জান নেই গুণবতী ॥
 সতীর অনেক গুণ শুন রঘুপতি ।
 অনেক খুঁজিলে নাহি মিলে এক সতী ॥
 এক গুণ নহে সতী অনেক লক্ষণ ।
 সর্বগুণ ধরে দেহে সতী যেই জন ॥
 সতীর দেহেতে মহালক্ষ্মী মূর্তিমতী ।
 পূজা কৈলে খণ্ডে তার অশেষ দুর্গতি ॥
 এক সহস্রেতে নারী মিলয়ে একটি ।
 সতী পাওয়া দুর্লভ, অসতী কোটি কোটি ॥

আপনা উদ্ধার করে কুলের প্রতিকার ।
 অসতী হইলে কড় নাহিক নিস্তার ॥
 সতীর প্রশংসা রাম সকল পুরাণে ।
 অসতীর অপমান দেখ ত্রিভুবনে ॥
 অসতী অসত্যবাদী, শুনহ লক্ষণ ।
 এক বড় দোষ তার অধিক ভোজন ॥
 বাহা দেখে তাহা খেতে মনে করে সাধ ।
 রাত্রি দিন খায়, তবু করয়ে বিবাদ ॥
 বত খায় ক্রমে ক্রমে তত বাড়ে আশ ।
 যার ঘরে হেন নারী তার সর্বনাশ ।
 তাহার উদরে বত সস্তান সন্ততি ।
 মাতৃ-দোষে তারা সব হয় ত কুমতি ॥
 যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় করে অনাচার (১) ।
 অনাচার ব্রহ্মশাপে বংশের সংহার ॥
 বিপরীত (২) ব্রহ্ম-শাপ হয় তার কুলে ।
 ব্রহ্ম-শাপে সবংশেতে পড়ে ডালে-মূলে (৩) ॥
 পাপমতি স্ত্রী-পুরুষ যেই কুলে থাকে ।
 পাপে মজি তার বংশ যায় ত নরকে ॥
 অপকীর্তি গায় তার সকল সংসার ।
 মরিলে নরকে যায়, নাহিক নিস্তার ॥
 অসতী দেখিলে পাপ বাড়য়ে বিস্তর ।
 সতীরে দেখিলে পাপ পলায় সম্বর ॥
 সত্যের পালন করে, মিথ্যা পরিত্যাগ (৪) ।
 দিনে দিনে ধর্মপথে বাড়ে অমুরাগ ॥
 ধর্মিকের বংশে জন্মি করে অনাচার ।
 আপনার দোষে হয় সবংশে সংহার ॥
 মুনি-পুত্র দশানন জন্ম ব্রহ্ম-অংশে ।
 অনাচার অপকর্মে সর্বলোকে হিংসে ॥

(১) অনাচার—অসৎ ব্যবহার । (২) বিপরীত—ভয়ানক । (৩) ডালে-মূলে—(এখানে) সপরিবারে ।
 (৪) পরিত্যাগ—বর্জন ।

সৃষ্টিরে সৃষ্টিয়া ব্রহ্মা করেন পালন ।
 বিশ্ববা করেন দেখ ধর্ম-উপাসন (১) ॥
 হেন বংশে জন্মি রাবণ করে কোন্ কর্ম ।
 ধর্মের নাহিক লেশ, সকলি অধর্ম ॥
 শ্রীরাম বলেন, তব নাহি অপোচর ।
 রক্তার বৃত্তান্ত কিছু কহ তার পর ॥
 মুনি বলিলেন, শুন পুরাণ-কথন ।
 তদন্তরে রক্তাবতী করিল গমন ॥
 ধীরে ধীরে পতি-পাশে উপনীত হৈল ।
 স্বামীর চরণ ধরি অনেক কান্দিল ॥
 বলয়ে নলকুবর বেশ কেন আন (২)।
 কার ঠাই পাইয়াছ এত অপমান ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রক্তা তার পায়ে পড়ে ।
 তব কোপানলে প্রভু ত্রিভুবন পুড়ে ॥
 এত দিন আমি আমি ত্রিভুবনময় ।
 হেন অপমান মম কভু নাহি হয় ॥
 কোথাকার কার্য্য কোথা বিধাতা ঘটায় ।
 আচম্বিতে রাবণ আমার দেখা পায় ॥
 যেদিন যা হইবে বিধাতা সব জানে ।
 দৈবের ঘটন হেন, বুঝি অনুমানে ॥
 এমন বিপত্তি নাহি দেখি কোন কালে ।
 একাকিনী অবলারে ফেলে মারাজালে ॥
 শক্তিহীনা নারী আমি, তার কাছে হারি ।
 অসহায়া তাহে, আমি কি করিতে পারি ॥
 দেবতা না পারে তারে আমি নারী-জাতি ।
 রাবণের হাতে কিসে পাব অব্যাহতি ॥
 যতেক মিনতি করি তত কোপ বাড়ে ।
 সপ্তদিন বন্দী রাখি তবে মোরে ছাড়ে ॥
 শ্রীনলকুবর বলে, জানি তুমি সতী ।
 তব দোষ নাহি, রাবণ রাক্ষস চূর্ণতি ॥

বিবরণ শুনি নলকুবরের রোষ ।
 ধ্যানেন্তে সে জানিল রক্তার নাহি দোষ ।
 ক্রোধে নলকুবর সে জলিতে লাগিল ।
 রাবণেরে শাপ দিতে জল হাতে নিল ॥
 আজি হৈতে শাপ দিই আমি সে পাপীরে ।
 উৎপীড়ন করিবেক যবে রমণীরে ॥
 সেই ক্ষণে খসিবেক তার দশমাখা ।
 নলকুবরের শাপ না হবে অক্ষা ॥
 রাবণের শাপ হৈল, হৃষ্ট দেবগণ ।
 সীতার সতীত্ব রক্ষা এই সে কারণ ॥
 নিদ্রাভঙ্গে রাবণের বাড়ে অবসাদ (৩) ।
 শাপ শুনি অমনি সে গণিল প্রমাদ ॥
 শুনিয়া রাবণ-রাজা দুঃখ ভাবে চিতে ।
 কেন আইলাম আমি হেন ছার পথে ॥
 ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন ।
 নারীরে বেদনা দিতে নারিব কখন ॥
 আর যদি শাপ দিত তাহা প্রাণে নয় ।
 ঘোর শাপ দিল মোরে, পুড়িছে হৃদয় ॥
 এই সে রহিল মোর মনে অনুতাপ ।
 ভাইপো হইয়া মোরে দিল হেন শাপ ॥
 অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস ।
 মুনি, আর কিছু তার কহ ইতিহাস ॥
 রক্তারে পীড়িয়া কোথা গেল সে রাক্ষ ।
 কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥

শূর্ণপথার বৈধব্য-বিবরণ ।

মুনি বলে, দশানন দেশে দেশে চলে ।
 একদিন উঠিল সে গগন-মণ্ডলে ॥

(১) ধর্ম-উপাসন—ধর্ম-চর্চা । (২) আন—বিপর্য্যয় ; এলোমেলো । (৩) অবসাদ—উৎসাহ-হীনতা ।

তিন কোটি দৈত্য ভাষা কালকুল-পতি (১) ।
 রাবণেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি ॥
 তিন কোটি দৈত্য তারা যমের দোসর ।
 রাবণেরে বাণ বিক্রি করিল জর্জর ॥
 জিনিতে না পারি দৈত্য চিস্তিত রাবণ ।
 অগ্নিবাণ ধনুকেতে জুড়িল তখন ॥
 অগ্নিবাণ জুড়িলেক অগ্নি-অবতার (২) ।
 অগ্নিবাণে দৈত্য সব হইল সংহার ॥
 এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার ।
 রাবণ বলিল লুঠ' দৈত্যের ভাণ্ডার (৩) ॥
 পাইয়া রাজার আঞ্জা ভাণ্ডার দাঁড়ি (৪) ।
 বাছিয়া বাছিয়া লুঠে পরমা সুন্দরী ॥
 সে সবার রূপ দেখি কাতর রাবণ ।
 শাপ-ভয়ে নারীগণে করিল বন্ধন ॥
 রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতূহলে ।
 লুঠিয়া সুন্দরীগণে রখে নিল তুলে ॥
 সে সবার নেত্র-জলে রথখান তিতে ।
 শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন শ্রোতে ॥
 কন্যাগণে প্রবোধে, প্রবোধ নাহি মানে ।
 কান্ডিতেছে কেবল রাবণ-বিভ্রমানে ॥
 সাস্ত্রনা প্রদান করে রাজা দশানন ।
 কন্যাগণ পিতৃ-মাতৃ-শোকে অচেতন ॥
 রাবণ ভাবিছে, যদি না হইত শাপ ।
 তবে এতরূপ কেবা সহে এত তাপ ॥
 ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন ।
 অত্যাচার নাহি করি আমি সে কারণ ॥
 কঠিনা কামিনীজাতি সজিলা বিধাতা ।
 অন্তরে পুড়িয়া মরে, তবু নাহি কথা ॥

মহোদর বলে, রাজা, করহ শ্রবণ ।
 লজ্জা-ভয়ে তোমারে না ভজে কন্যাগণ ॥
 একে কুল-বালা, (৫) তাহে মনে ভয় বাসে ।
 সব কন্যা ভজিবেক তোমার আবাসে ॥
 লঙ্কায় তোমার দশ সহস্র যে রাণী ।
 রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিভুবন জিনি ॥
 এত স্ত্রী থাকিতে তবু না পুরিল সাধ ।
 রম্যারে পীড়িয়া কেন পাড়িলে প্রমাদ ॥
 মহোদর কহে যত রাবণ লজ্জিত ।
 দেশেতে প্রস্থান করে হ'য়ে সরাধিত ॥
 দিদিজয় করিলেক শতেক বৎসর ।
 উপস্থিত হইল লঙ্কাতে লঙ্কেশ্বর ॥
 সঙ্গে ছিল দৈত্য-কন্যা পরমা সুন্দরী ।
 লইয়া সে সব কন্যা গেল অস্তঃপুরে ॥
 রাবণ যাহার পায় অঙ্গীকার-বাণী ।
 অস্তঃপুরে ল'য়ে তারে করে মুখ্যরাণী (৬) ॥
 যে কন্যার রাবণ না পায় অঙ্গীকার ।
 খুঁইয়া অশোক বনে করয়ে প্রহার ॥
 রাবণ প্রতাপী (৭) অতি স্বর্ণলঙ্কাপুরে ।
 দশ হাজার পত্নী সহ স্থখে বাস করে ॥
 শূর্ণগন্ধা নামে ছিল রাবণ-ভগিনী ।
 রাবণের কাছে কান্দে, চক্ষে পড়ে পানী ॥
 শূর্ণগন্ধা বলে, ভাই, তুমি মোর অরি ।
 বিধবা করিলে মোরে, মোর পতি মারি ॥
 তিন কোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে ।
 মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে (৮) ॥
 পাত্র মিত্র আদি করি বিস্তীর্ণ ভাই ।
 সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাই (৯) ॥

(১) কালকুল-পতি—কালকের পতি । (২) অগ্নি-অবতার—সাক্ষাৎ অগ্নিরূপ । (৩) লুঠ—লুণ্ঠন কর । (৪) ভাণ্ডার দাঁড়ি—ভাণ্ডার খুলি তুলি করিয়া খুঁড়িয়া । (৫) কুল-বালা—কুল-কামিনী । (৬) মুখ্যরাণী—প্রধানা রাণী, পাটবাণী, মহিষী । (৭) প্রতাপী—বিক্রমশালী । (৮) মিশালে—সঙ্গে । (৯) দানবের ঠাই—দানবের সহিত ।

যে দিন বিবাহ সেই দিন হৈলু রাঁড়ী ।
 সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি ॥
 শূর্ণগধার হাতে ধরি বলে মহারাজ ।
 অজ্ঞাতে হইল কর্ম কত দেহ লাজ ॥
 দুই ভাই আছে খর আর যে দূষণ ।
 তাহারী তোমারে সদা করিবে পালন ॥
 স্বতন্ত্রা (১) হইয়া তুমি থাক জন স্থানে ।
 স্বতন্ত্রের নামে রাঁড়ী হুঁষ্ট হয় মনে ॥
 আর যত রাণী ঘরে রহে ক্ষুণ্ণ মনে ।
 স্বতন্ত্রা করিল তারে কুবুদ্ধি রাবণে ॥
 শূর্ণগধা চলিল যে রারণ-আদেশে ।
 সবংশে রাবণ মরে সে রাণীর দোষে ॥
 সে রাণীর নাক-কাণ কাটিলা লক্ষণ ।
 তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ ॥
 অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস ।
 কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥

রাবণের বর্গ বিজয়ার্ধ যাত্রা ।

অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান ।
 ইন্দ্র-রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান ॥
 কোতুকে রাবণ-রাজা আছে লঙ্কাপুরে ।
 দেব-দানবের কণ্ঠা ল'য়ে বাস করে ॥
 পরনারী ল'য়ে বাস করে দশানন ।
 হেনকালে রাবণেরে বলে বিভীষণ ॥
 তুমি বলে হ'রে আন পরের স্তম্ভরী ।
 মধুদৈত্য আসি তব ভগ্নী কৈল চুরি ॥
 যত পাপ কর তুমি তোমারে সে কলে ।
 কুস্তনসী ভগ্নী দৈত্য হ'রে নিল বলে ॥

প্রহস্ত আমার কণ্ঠা নামে কুস্তনসী ।
 রাত্রিতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি ॥
 অপমান শুনি রাজা কহিছে বিষাদে ।
 লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদে ॥
 হুমেরু কাটিয়া পড়ে মেঘনাদ-বাণে ।
 এত অপমান করে তার বিচুমাণে !
 তুমি আছ বিভীষণ ভাই সহোদর ।
 এত বীর সবে আছে লঙ্কার ভিতর ॥
 কারো শক্তি নাহি যুদ্ধ করে দৈত্য সনে ।
 তোমা সবাকারে ধিক্ কি ফল জীবনে ॥
 কুস্তকর্ণ বীর যদি লঙ্কাপুরে জাগে ।
 ভুবনের শক্র নাহি আইসে তার আগে ॥
 দিখিঞ্জয় ক'রে আইলাম ত্রিভুবন ।
 থাকুক দৈত্যের কাজ, ভীত দেবগণ ॥
 ত্রিভুবন জিনিয়া আইলু একেশ্বর ।
 ভগ্নিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর ॥
 কুস্তকর্ণ আর আমি আছি দুইজন ।
 মেঘনাদ প্রভৃতির শক্তি অকারণ ॥
 লক্ষা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ ।
 কারো দোষ নাহি, দোষ দেহ অকারণ ॥
 মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী ।
 কল-মূল খাই আমি থাকি উপবাসী ॥
 কুস্তকর্ণ নিজে যায় হৈয়া অচেতন ।
 সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈত্যগণ ॥
 রাবণ বলে, যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ ।
 যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ ॥
 মেঘনাদ-কথা যত কহে বিভীষণ ।
 বিচিত্র যজ্ঞের কথা শুনিছে রাবণ ॥
 বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বট-বৃক্ষ-তলা ।
 মেঘনাদ যজ্ঞ করে নামে নিকুণ্ডিলা (২) ॥

(১) স্বতন্ত্রা—বেড়াচারিণী । (২) নিকুণ্ডিলা—নহস্য যুগকার্ত্ত-শোভিত লক্ষ্যমধ্যস্থ যজ্ঞক্ষেত্র ও দেবালয় ।

অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রিদিন থাকে ।
 দ্বাদশ বৎসর ত্রীর মুখ নাহি দেখে ॥
 স্বর্ণ-নামে আছিল প্রধান পুরোহিত ।
 তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ঝরিত ॥
 শ্রাস (১) করি পুরোহিত অগ্নি-কুণ্ড পূজে ।
 অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হন মন্ত্র-তেজে ॥
 অধিষ্ঠান হৈয়ে অগ্নি রহিলা সম্মুখে ।
 মেঘনাদ পূজা দেয়, দশানন দেখে ॥
 যজ্ঞের আহুতি (২) খেয়ে অগ্নির সন্তোষ ।
 মেঘনাদে বর দেন হয়ে পরিতোষ ॥
 অগ্নি বলে, মেঘনাদ, বর দিগু তোরে ।
 যজ্ঞ করি যথা তথা যাহ যুঝিবারে ॥
 পরাজয় না হইবে, আমি দিগু বর ।
 অস্তুরীকে যুঝিবে হে রিপূর (৩) অগোচর ॥
 যজ্ঞে আসি বর দিগু তব বিত্তমানে ।
 এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজস্থানে ॥
 চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া রাবণে ।
 রাবণ বলে, মেঘনাদ, চল মোর সনে ॥
 ত্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর ।
 তোমারে লইয়া আজি জিনি পুরন্দর ॥
 ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হন রাজা ।
 ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা ॥
 সাক্ষাতে দেখিব তোর যজ্ঞের পরীক্ষা ।
 ইন্দ্র সনে কেমনেতে যুঝ অস্তুরীকে ॥
 আপন কটক ল'য়ে চলহ সত্বর ।
 শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর ॥
 চৌদ্দবর্ষ অনাহারে আছে মেঘনাদ ।
 মধুপান করিয়া শুচিল অবসাদ ॥

নয় হাজার নারী তার পরমা হুম্মরী ।
 দেব-দানবের কন্যা রূপে বিজ্ঞাধরী ॥
 অস্তুরীপুত্র নাহি যায় সে চৌদ্দবৎসর ।
 প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর ॥
 নারী-সন্তোষণে পুত্র নাহি গেল লাজে ।
 যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে ॥
 শতকোটি হস্তী নড়ে, লক্ষকোটি ঘোড়া ।
 তের অক্ষৌহিনী সাজে জাঠি ও ঝকড়া ॥
 সারথি আনিল আজি সংগ্রামে গমন ।
 সংগ্রামের রথখান করিল সাজন ॥
 সাজায়ে আনিল রথ অতি মনোহর ।
 রাশি রাশি অস্ত্র তুলে রথের উপর ॥
 বীর-দাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে ।
 হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে মুড়ে মুড়ে (৪) ॥
 নিজ ঠাটে মেঘনাদ করিছে সাজনি ।
 মেঘনাদের বাহুভাগু তিন অক্ষৌহিনী ॥
 রাজার ছত্রিশকোটি মুখ্য সেনাপতি ।
 সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি ॥
 মহোদর মহাপাশ খর ও দুষণ ।
 তালভঙ্গ সিংহবর ঘোর-দরশন ॥
 মহাবাহু শুকবাহু আর যজ্ঞ-ধুম ।
 বাঁকা-মুখ মেঘমালী দুর্জয় বিক্রম ॥
 শুক সারণ শাদ্দীল চলিল বিদ্যামালী ।
 শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী ॥
 চলে শঠ নিশঠ সে বিক্রমকেশরী (৫) ।
 রাবণের সৈন্য যত কহিতে না পারি ॥
 রথে গজে অশ্বতে কুমারভাগে নড়ে ।
 লিঙ্কামত যে বাহার বাহনেতে চড়ে ॥

(১) শ্রাস—খাস পূরণ, ধারণ ও রেচন পূর্বক মন্ত্র জপ করা । (২) আহুতি—দেবলোকের তৃপ্তির কৃত
 অগ্নিমধ্যে যত-খাবা ও হবনযোগ্য সামগ্রী প্রদান করা । (৩) রিপূ—শত্রু । (৪) নড়ে বৃড়ে বৃড়ে—
 মাথার মাথার চলে । (৫) বিক্রমকেশরী—বিক্রমে কেশরী (সিংহ) ভুল্য ।

অক্ষয়কুমার আদি চলে দেবাস্তক ।
 ত্রিশিরা ও অতিকায় চলে নরাস্তক ॥
 নানা অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা ।
 রথের সাজন কত মাণিক্যাদি হীরা ॥
 কুম্ভকর্ণ-পুত্র কুম্ভ-নিকুম্ভ দুজন ।
 বাহাদের ভয়েতে কম্পিত ত্রিভুবন ॥
 কনক-রচিত রথ প্রভাকর-জ্যোতি (৩) ।
 চড়ে তাহে প্রধান যতেক সেনাপতি ॥
 তিন কোটি সাজায়ে চলিল তেজী ঘোড়া ।
 শত অক্ষৌহিণী ঠাট আঠি ও ঝকড়া ॥
 মুদগর মুষল টাজি খাণ্ডা খরশাণ ।
 বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ ॥
 মকরাক চলিল দুর্জয় ধনুর্ধর ।
 তার সম বীর নাই লঙ্কার ভিতর ॥
 কুম্ভকর্ণ নিজ্রাভঙ্গ হইল সেই দিনে ।
 ইন্দ্রে জিনিবারে চলে রাবণের সনে ॥
 একদিন জাগে ছয় মাসের অন্তর ।
 নিজ্রাভঙ্গ হ'য়ে উঠে ক্ষুধায় কাতর ॥
 ছয়মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্ন-জল ।
 নিজ্রাভাজি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল ॥
 সাত শত খাইলেক মদের কলসী ।
 পর্বত-প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥
 অর্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ ।
 সাজিল যে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ ॥
 ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয় করে ।
 টলমল করে লঙ্কা কটকের ভরে ॥
 রাবণের রথ ল'য়ে জোগায় সারথি ।
 রাজহংস বহে রথ পবনের গতি ॥

হস্তী ঘোড়া নড়ে ঠাট কটক অপার ।
 সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে লাগে চমৎকার ॥
 ইন্দ্রে জিনিবারে করে এতেক সাজনী ।
 নিজ ঠাট রাবণের শত অক্ষৌহিণী ॥
 ইন্দ্রে জিনিবারে সবে করিল গমন ।
 চারি দিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন ॥
 শত লক্ষ কাঁসী তিন লক্ষ করতাল ।
 সহস্রেক ঘণ্টা বাজে শুনিতে রসাল (৪) ॥
 ভেরী ও ঝাঁঝরী বাজে তিন কোটি কাড়া ।
 আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া ॥
 খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা ।
 অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা ॥
 ঢেমচা খেমচা বাজে ঝম্প কোটি কোটি ।
 সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥
 বিরানববই লক্ষ বীণা তিন কোটি শঙ্খ ।
 দোহারী মোহারী শাণী পণিতে অসংখ ॥
 পাখোয়াজ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাঁসী ।
 খঞ্জনীতে মিলাইতে দুই লক্ষ বাঁশী ॥
 গভীর শব্দেতে বাজে অসংখ্য মাদল ।
 প্রলয়-কালেতে (১) যেন হয় গণ্ডগোল ॥
 রাবণের সাজনে দেবতা চমৎকার ।
 মহাশব্দে রথেরে সাগর হৈল পার ॥

মধুদৈত্যের সহিত রাবণের মিত্রতা ।
 মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লঙ্কেশ্বর ।
 আগে মধুদৈত্য জিনি, পিছে পুরন্দর ॥
 সাগর হইয়া পার সৈন্ত দিল বরা ।
 চক্র নিমিষে গেল নগর মথুরা ॥

(৩) প্রভাকর-জ্যোতি—সূর্যের মত দীপ্তিমান । (৪) রসাল—সুপ্রসাদ ; শুনিতে মিষ্ট । (১) প্রলয়
 কালেতে—প্রলয়ের সময়ে । পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ
 প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতি স্মরণরূপে ব্রহ্মে লীন হওয়ার নাম প্রলয় ।

ঘেরিল মথুরা-পুরী রাক্ষস সকল ।
 মুখে নিজা যায় মধু-দৈত্য মহাবল ॥
 নিজায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি ।
 কুম্বনসী বাহির হইল একেশ্বরী (১) ॥
 রাবণ বলে, কহ ভগ্নি দৈত্য গেল কোথা ।
 আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা ॥
 আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর ।
 সেই দিন পাঠাতাম তারে যম-ঘর ॥
 রাবণের কথা শুনি কুম্বনসী ভাবে ।
 পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে ॥
 তোমার বাণেতে ভাই কারো নাহি রক্ষা ।
 সহোদরা ভগ্নি রাঁড়ী কৈলে শূর্ণগথা ॥
 তার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ ।
 মোরে রাঁড়ী করি ভাই সাধিবে কি কাজ ॥
 ধর্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার ।
 সম্মুখে দাঁড়ায়ে এই ভাগিনা তোমার ॥
 আপনার কথা ভাই আপনি বাখানি ।
 চৌদ্দ হাজার জায়া তব, বিভা (২) কয় রাণী ॥
 তুমি বলে ধ'রে আন পরের সুন্দরী ।
 সবে মাত্র বিভা তব রাণী মন্দোদরী ॥
 হইলে তোমার ক্রোধ কম্পে দেবগণ ।
 অনন্ত বাহুকি পলায় দৈত্য কোন্ জন ॥
 কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী দেহ দান ।
 লবণ নামেতে পুত্র দেখে বিচ্যমান ॥
 কুড়ি-পাটি দস্ত মেলি দশানন হাসে ।
 কেতকী কুম্বন যেন ফুটে ভাজ্যমাসে ॥
 দশানন বলে, আমি না মারিব প্রাণে ।
 ইন্দ্রে জিনিবারে যাব, আসুক মোর সনে ॥

কুম্বনসী চলিল রাবণ-আজ্ঞা পেয়ে ।
 শুয়েছিল মধুদৈত্য তথা গেল খেয়ে ॥
 কুম্বনসী খেয়ে যায় আলুণ্ডিত কেশ ।
 নিজা ভাজি উঠে মধুদৈত্য মথুরেশ ॥
 ঘূর্ণিত লোচনে দৈত্য শয্যাপরি বসে ।
 কুম্বনসী ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে ॥
 আচম্বিতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল ।
 গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল ॥
 কুম্বনসী বলে, তুমি না জান কারণ ।
 তোমায় বধিতে আইল লঙ্কার রাবণ ॥
 লঙ্কা হৈতে তুমি বলে আনিলে আমারে ।
 সেই কোপে আইল তোমায় কাটিবারে ॥
 দৈত্য বলে, শীঘ্র আন শঙ্করের শূল ।
 সবংশে রাবণে আজি করিব নিশূর্ল ॥
 শুনিয়া দৈত্যের কথা কুম্বনসী কয় ।
 রাবণের সনে বাদ মরণ নিশ্চয় ॥
 থাকুক তোমার কার্য্য না পারে বিধাতা ।
 রাবণের সঙ্গে বাদ, ভয়ানক কথা ॥
 রাবণের দোষ নাই, তুমি সর্ব-দোষী ।
 আমারে আনিলে হ'রে তিন প্রহর নিশি ॥
 অবিচার কর্ম কেন করিলে আপনে ।
 আপনি করহ কোপ কিসের কারণে ॥
 রাবণের কাছে আমি গিয়াছিষু আগে ।
 তুষ্ট করে আসিয়াছি মিষ্ট অনুষোপে (৩) ॥
 তুষ্ট হ'য়ে কহিল আমার বিচ্যমানে ।
 সম্ভাব (৪) করুক দৈত্য আগে মোর সনে ॥
 প্রধান কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা ।
 আদরে বাটাতে আন ক'রে মিষ্ট কথা ॥

(১) একেশ্বরী—একাকিনী (২) বিভা—বিবাহিতা। (৩) অনুষোপে—দোষাবোপে ; ভিরঙ্কাবে ।
 (৪) সম্ভাব—আলাপ ।

পূর্ব-কোপে যদি কিছু কহে মোর ভাই ।
 সহ সমাবেশ (১) কর, তাহে ক্ষতি নাই ॥
 কুন্তনসীর কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে ।
 জোড়হাত করি গেল রাবণের পাশে ॥
 রাবণ বলে, করেছিলে বড়ই প্রমাদ ।
 আমার ভগিনী আন এত বড় সাধ ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আমারে করে ডর ।
 যম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর ॥
 কত বল ধর তুমি, কত আছে সেনা ।
 কোন্ সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা (২) ॥
 তোমা বাকি লইতাম সাগরের পার ।
 ভয়রাশি করিতাম মথুরা তোমার ॥
 ভয়ী আসি বিস্তর কাঁদিল পায়ে ধরে ।
 ভয়ীরে কাতর দেখি ক্ষমিলাম তোরে ॥
 মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ ।
 জোড়-হাত করি বলে, শুনহ রাবণ ॥
 সংগ্রামে তোমাতে হরি-হর (৩) করে ভয় ।
 আমারে করহ কোপে উপযুক্ত নয় ॥
 হীনবীৰ্য্য (৪) দৈত্য আমি, তুমি মহাবল ।
 অপরাধ ক্ষমা কর আমার সকল ॥
 পরম-পণ্ডিত তুমি, লঙ্কার ঈশ্বর ।
 আমার মথুরা তব ভোগের (৫) ভিতর ॥
 অবোধ জনার দোষ মার্জনা করহ ।
 আমার আশ্রমে আসি পদ-ধূলি দেহ ॥
 হাসি হাসি রথ হৈতে নামিয়া রাবণ ।
 মধুদৈত্য-আশ্রমেতে করিল গমন ॥
 আগে আগে মধুদৈত্য, পশ্চাতে রাবণ ।
 অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল দুইজন ॥

সিংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে ।
 ষথাযোগ্য স্থানে বসায় অশুচরণে ॥
 দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর ।
 দশানন বলে, তব চরিত সুন্দর ॥
 মধুদৈত্য বলে, আজি থাক এইখানে ।
 কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর সনে ॥
 রাবণ বলে, কালি কুন্তকর্ণের শয়ন ।
 কুন্তকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন্ জন ॥
 নানা ভোগে রাবণেরে ভুঞ্জায় দানব ।
 তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরব ॥
 রাবণ বলিছে, দৈত্য শুন মোর বাণী ।
 আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী ॥
 কত অস্ত্র আছে তব জাঠি ও ঝকড়া ।
 কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া ॥
 আপন কটক ল'য়ে চলহ সত্বর ।
 লুঠিব অমরাবতী রাত্রির ভিতর ॥
 রাত্রির ভিতর স্বর্গে করিব সংগ্রাম ।
 আসিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম ॥
 মধুদৈত্যের হাতী ঘোড়া কটক বিস্তর ।
 সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের অপূর্ব ভারতী (৬) ।
 রাবণের সঙ্গে চলে মধু দৈত্যপতি ॥

রাবণ কর্তৃক অমরাবতী আক্রমণ ।
 অস্তরীক্ষে বত ঠাট চলে মুড়ে মুড়ে ।
 রাত্রি দুই প্রহরে অমরাবতী বেড়ে ॥
 বিষম অমরাবতী না পারে লজ্জিতে ।
 অসংখ্য বেড়িয়া ঠাট রহে চারিভিতে ॥

(১) সহ সমাবেশ—স্বীকারও মনঃসংযোগ করা । (২) হানা—আক্রমণ । (৩) হরি-হর—বিষ্ণু ও শিব । (৪) হীনবীৰ্য্য—হুঁসল ; বলহীন । (৫) ভোগের—অধিকারের । (৬) ভারতী—কথা ।

ত্রিভুবন জিনি স্থান অমর-নগরী ।
 প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি ॥
 সুবর্ণ নিৰ্ম্মিত পুরী বিচিত্র গঠন ।
 উত্তেতে (১) প্রাচীর তিন শতক যোজন ॥
 শত যোজন সুরপুর আড়ে পরিসর ।
 দীর্ঘ ওর (২) নাহি তার, বায়ু-অগোচর ॥
 একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন ।
 বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ ॥
 সোনার কপাট খিল পর্বত চূড়া ।
 সোনার হুড়কা তায় নবরত্ন বেড়া ॥
 শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা ।
 চারি-অংশ করি সেনা চারি-দ্বারে খানা ॥
 ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা (৩) থাকে চারি দ্বারে ।
 কাহার নাহিক শক্তি পথ লজ্জিবারে ॥
 শত বৃন্দে ভিতরেতে আছে অস্তঃপুরী ।
 শচী দেবকণ্ঠা তথা পরমা সুন্দরী ॥
 পরমা সুন্দরী শচী তিনি মুখ্যরাণী ।
 ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহিণী ॥
 পদ্ম কোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর ।
 নানারত্নে পরিপূর্ণ পরম সুন্দর ।
 রত্নেতে নিৰ্ম্মিত ঘর সেনার চৌতারা ।
 দেবকণ্ঠাগণ তাহে রূপে মনোহরা ॥
 স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা ।
 দেবগণে ল'য়ে ইন্দ্র করে তাতে খেলা ॥
 নাহি শোক-দুঃখ, নাহি অকাল-মরণ ।
 ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনমোহন ॥
 সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম ।
 বত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম ॥

নানা রঙ্গে নৃত্য করে পশু-পক্ষিগণ ।
 কুম্ভ-সুগন্ধে সবে আনন্দে মগন ॥
 প্রমাদ পড়িল, তাহা ইন্দ্র নাহি জানে ।
 অমর-নগরী গিয়া বেড়িল রাবণে ॥
 রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর ।
 দেবগণ ল'য়ে গেল বিষ্ণুর গোচর ॥
 বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন ।
 রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ ॥
 দেখিয়া ইন্দ্রের ত্রাস হাশে নারায়ণ ।
 দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন ॥
 নারায়ণ বলেন, শুনহ পুরন্দর ।
 এ শরীরে আমি না মারিব লঙ্কেশ্বর ॥
 তোমারে কহি যে ইন্দ্র, শুনহ কারণ ।
 আমি বিনা কারো হাতে না মরে রাবণ ॥
 লক্ষ্মী বর দিয়াছেন তপে হ'য়ে তুষ্ট ।
 বিনা নর-বানরেতে না মরিবে তুষ্ট ॥
 পৃথিবী-মণ্ডলে আমি হব অবতার ।
 সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার ॥
 দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ ।
 যুদ্ধ করি খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ ॥
 বিষ্ণুর আশ্রয় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগতি ।
 যুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি ॥
 ত্রিভুবন-উপরেতে ইন্দ্র-অধিকার ।
 দশদিক-পাল আসি হৈল আগুসার ॥
 দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে ।
 বক্র রক্ষ ল'য়ে আইলা যুঝিবার তরে ॥
 বারেক রাবণ সহ যুদ্ধে পাইল লাজ ।
 আরবার আইল কুবের যক্ষরাজ ॥

(১) উত্তেতে—উচ্চে । (২) ওর—সীমা । (৩) সমুদ্র-মন্ডনে সমুদ্র-পর্ভ হইতে বস্তু ঐরাবত
 ও বোচক উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি হয় । দেবরাজ ইন্দ্র ইহা অধিকার করেন ।

যম মৃত্যু সংগ্রামে আইল দুই জন ।
 একবার যুদ্ধে দৌড়ে জিনিল রাবণ ॥
 রাবণের যুদ্ধে ভাগে তারা দুই যোধে ।
 আরবার আইল ইন্দ্রের অমুরোধে ॥
 পাতালেতে বাহুফিরে জিনিল রাবণ ।
 সেই কোপে যুদ্ধিতে আইল নাপগণ ॥
 আইল তিরানী কোটি চিত্রিণী শঙ্খিনী ।
 যাহার বিষের আলো কাঁপয়ে মেদিনী ॥
 একবার বরুণেরে জিনেছে রাবণ ।
 সে কোপে বরুণ যুদ্ধে আইল তখন ॥
 মরুৎ অমুর আর আইল বিছাধর ।
 ভূত প্রেত পিশাচাদি আইল বিস্তর ॥
 চন্দ্র সূর্য আইল, নক্ষত্র আর বার ।
 রাবণের রণেতে হইল আগুসার ॥
 শনি রাহু কেতু-আদি যত গ্রহগণ ।
 রাত্রি-দিবা ঝড়-বৃষ্টি আইল তখন ॥
 সমর দেখিতে আইলেন মহেশ্বরী ।
 চৌষটি যোগিনী তাঁর সঙ্গে সহচরী ॥
 দেবীর অসীম মূর্ত্তি ষোড়শী (১) বগলা (২) ।
 ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী দেবী ব্রহ্মাণী কমলা ॥
 নারসিংহী(৩) বারাহী(৪) ধরেন নানা কলা(৫) ।
 কাত্যায়নী চামুণ্ডা (৬) গলেতে মুণ্ডমালা ॥
 রণে আইলেন দেবী বেশ ভয়ঙ্কর ।
 আছুক অশ্বের কাজ দেবে লাগে ডর ॥
 রক্তবীজ আদি করি মারিলা কটাক্ষে ।
 রাবণের তরে রহিলেন অন্তরীক্ষে ॥

স্বর্গলোক মর্ত্যালোক আইল পাতাল ।
 চারিদিকে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উখাল ॥
 নানা অস্ত্র পড়ে, নাহি যায় সংখ্যা করা ।
 অমরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধারা ॥
 নানা অস্ত্র রাক্ষস করিছে অবতার ।
 সুরপুরী বাণেতে হইল অঙ্ককার ॥
 জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদগর ।
 খাণ্ডা ধরশাগ বাণ অতি ভয়ঙ্কর ॥
 পড়ে গদা শাবল নাহিক লেখা-জোখা ।
 চারি দিকে ফেলে বাণ, যার যত শিকা ॥
 রথে রথে ঠেকাঠেকি ভাঙ্গি পড়ে কত ।
 হস্তী ঘোড়া চাপনেতে হস্তী ঘোড়া হত ॥
 নড়ে দেব দানব গজকর্ক বিছাধর ।
 লেখা-জোখা নাহি, বাণ পড়িছে বিস্তর ॥
 দেব-অস্ত্র রাক্ষসাস্ত্র করে অবতার ।
 সকল অমরাবতী বাণে অঙ্ককার ॥
 দুই সৈন্য যুদ্ধে পড়ে রক্তে হৈয়া রাসা ।
 রক্তে নদী বহে, যেন ভাদ্রমাসের গঙ্গা ॥
 হস্তী ঘোড়া ঠাট কত রক্তোপরি ভাসে ।
 হরিষে পিশাচগুলা মনে মনে হাসে ॥
 বিশ্বকে বিশ্বকে (৭) রক্ত বান্ধি উঠে ফেনা ।
 শকুনি গৃধিনী তাহে করিছে পারণা ॥
 ইন্দ্র বলে, রাবণ, কি করিস্ যুদ্ধ-হল ।
 জনে জনে যুঝ দেখি কার কত বল ॥
 শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হাসিল রাবণ (৮) ।
 মোর সনে যুদ্ধেছে সকল দেবগণ ॥

(১) ষোড়শী—বশমহাবিষ্ণুর অন্তর্গত তৃতীয় মহাবিষ্ণু। (২) বগলা—বশমহাবিষ্ণুর অন্তর্গত অষ্টম মহাবিষ্ণু। (৩) নারসিংহী—অর্ধ-নারী অর্ধ সিংহরূপা শক্তি। (৪) বারাহী—বরাহরূপিণী শক্তি। (৫) কলা—বিভূতি। (৬) চামুণ্ডা—চণ্ড ও মুক্ত নামক অমুরদ্বয়কে বধাকরেন বলিয়া চূর্ণীর এই নাম। (৭) বিশ্বকে বিশ্বকে—বুধদে বুধদে; অর্থাৎ বক্তব্য শ্রোতব্য মধ্যে বুধদে উঠিয়া তাহা কেনরূপে পরিণত হইতেছে। (৮) পারণা—উপবাসের পর ভোজন।

বরুণ কুবের যম জিনেছি মাকাতা ।
 যুঝিবে আমার সনে কে আছে দেবতা ॥
 হেনকালে শনি গেল রাবণের পাশে ।
 দশ মাথা খসে' পড়ে, দেবগণ হাসে ॥
 বিকৃত-আকার রাবণ সংগ্রাম-ভিতরে ।
 দেখি যত দেবগণ উপহাস করে ॥
 দশমাথা খসে' পড়ে বল নাহি টুটে ।
 ব্রহ্মার বরেতে তার দশ মাথা উঠে ॥
 একবার ভিন্ন শনির আর নাহি রণ ।
 উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ ॥
 ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে না মরে ।
 শনি পলাইয়া গেল রাবণের ডরে ॥
 শনি পলাইল সে রাক্ষস-গণ হাসে ।
 হেনকালে যম গেল রাবণের পাশে ॥
 যমেরে দেখিয়া তবে হাসে দশানন ।
 মোর সহ যম তুই কি করিবি রণ ॥
 যম বলে, রাক্ষস, কি করিস্ অহঙ্কার ।
 সেই দিন আমি তোরে করিতাম সংহার ॥
 ভাগ্যেতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ ।
 ব্রহ্মা আজি নাহি হেথা, জীবে (১) কতক্ষণ ॥
 আছয়ে চৌবট্টি রোগ যমের সংহতি ।
 রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীঘ্রগতি ॥
 ত্রিভুবনের মায়া জানে রাজা দশানন ।
 ব্রহ্ম-অগ্নি সলিলেতে জালিল তখন ॥
 পরিত্রাহি ডাকি, সব রোগ পুড়ে মরে ।
 সহিতে না পারি গেল যমের গৌচরে ॥
 রোগ পীড়া পলাইল, রক্ষোরাজ হাসে ।
 মোর কাছে যম, তুমি দর্প কর কিসে ॥
 যম বলে, রাবণ, কি করিস্ অহঙ্কার ।
 আমার হাতেতে তোম সঙ্কশে সংহার ॥

রোগ পীড়া পলাইল মনে পাইলি আশ ।
 আমার দণ্ডেতে তোম সবংশে বিনাশ ॥
 করিলি বিস্তর তপ হইতে অমর ।
 অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর ॥
 অবশ্য মরণ হবে—বাঘি মোর ঘর ।
 চক্ষু পাকাইয়া গর্জে যমের কিঙ্কর ॥
 যমরাজ রাবণ ছুঁজনে গালাগালি ।
 দূর হৈতে শুনে কুম্ভকর্ণ মহাবলী ॥
 ধেয়ে যায় কুম্ভকর্ণ যমে গিলিবারে ।
 কুম্ভকর্ণে দেখি যায় পলাইয়া ডরে ॥
 পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর ।
 দেখিয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর ॥
 সর্বজন মরে যম তোমা-দরশনে ।
 যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্ জনে ॥
 হেনকালে পবন বহিল মহা-ঝড় ।
 উড়াইয়া রাক্ষসে একত্র কৈল জড় ॥
 রাবণের যত ঠাঠ ঝড়ে উড়াইল ।
 ভয়েতে রাবণ রাজা চিন্তিত হইল ॥
 কুম্ভকর্ণ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে ।
 কুম্ভকর্ণ চলিল পবনে গিলিবারে ॥
 কুম্ভকর্ণে দেখিয়া পবন দিল রড় ।
 পলাইল পবন, যুঁচিল সব ঝড় ॥
 পবন পলায়ে গেল মনে পেয়ে ডর ।
 বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর ॥
 বরুণের মায়াতে সকল জলময় ।
 জল দেখি রাবণের বড় লাগে ভয় ॥
 কুম্ভকর্ণের নাহি ভয় দুর্জয় শরীর ।
 আর যত সেনা সব হইল অস্থির ॥
 বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ ।
 অগ্নিবাণ ধমুকেতে জুড়িল তখন ॥

অগ্নিবাণ রাবণের অগ্নি-অবতার ।
 অগ্নিবাণে সব জল করিল সংহার ॥
 বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাবণ ।
 রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহণ ॥
 একাদশ রুদ্র আইল দ্বাদশ ভাস্কর ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল হইল দীপ্তিকর ॥
 একেবারে হইল দ্বাদশ সুর্য্যোদয় ।
 ভয়েতে রাক্ষসগণ গণিল সংশয় ॥
 ধনুকেতে রাজা জোড়ে বাণ ব্রহ্ম-জাল ।
 বাণ হতে বরিষয়ে অগ্নির উখাল ॥
 রাবণের বাণে দেবগণ ডরে কাঁপে ।
 সূর্য্য-তেজ নিভাইল রাবণ প্রতাপে ॥
 সকল দেবতাগণে জ্বিলিল রাবণ ।
 মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ ॥
 দুই রাজ-পুত্র যুঝে, দু-জনে প্রধান ।
 কেহ করে নাহি জিনে দুজনে সমান ॥
 মেঘনাদ-বাণেতে জয়ন্ত পায় ডর ।
 জয়ন্ত পলায়ে গেল পাতাল ভিতর ॥
 পুলোম দানব তার মাতামহ হয় ।
 পাতালে লুকায়ে রহে তাহার আশয় ॥
 ইন্দ্রস্থানে বার্তা কহে যত দেবগণ ।
 আচম্বিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ ॥
 মেঘনাদের বাণ বুঝি না পারি সহিতে ।
 আছে কি না আছে বেঁচে, না পারি বলিতে ॥
 অস্তঃপুরে নারীগণ জুড়িল ক্রন্দন ।
 যম গিয়া ইন্দ্রে কহে প্রবোধ বচন ॥
 পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হ'ত দেখা ।
 মরে নাই জয়ন্ত সে পাইয়াছে রক্ষা ॥
 পুলোম দানব তার পাতালে নিবাস ।
 লুকাইয়া জয়ন্ত র'য়েছে তার পাশ ॥

যমের প্রবোধে ইন্দ্র সংবরে ক্রন্দন ।
 তবে ইন্দ্ররাজা গেল চণ্ডীর সদন ॥
 তোমা বিচ্যুতানে দেব-গণের সংহার ।
 রাবণে মারিয়া, মাতা, কর প্রতিকার ॥
 চৌষটি যোগিনী ছিল দেবীর সংহতি ।
 যুঝিতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগতি ॥
 যুঝিতে যোগিনীগণ চলে নেচে নেচে ।
 রক্ত মাংস খাইয়া যোগিনী সব নাচে ॥
 দেখিতে যোগিনী সব মহা ভয়ঙ্করে ।
 এক এক যোগিনী শত রাক্ষসে সংহারে ॥
 দশানন বলে, মাতা, কর অবধান ।
 যুদ্ধ সংবরিয়া তুমি যাহ নিজ স্থান ॥
 রাবণ যোগিনী-যুদ্ধ দেখি ভয়ঙ্কর ।
 জোড়হাতে স্তুতি করে দেবীর গোচর ॥
 মোর সনে মাতা, তব কিসের বিবাদ ।
 তোমার চরণে কিছু নাই অপরাধ ॥
 শঙ্কর-সেবক আমি, তুমি মা শঙ্করী ।
 এ কারণে তব সনে যুদ্ধ নাহি করি ॥
 আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কাজ ।
 তুমি যদি হার, মাতা, পাবে বড় লাজ ॥
 রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস ।
 চৌষটি যোগিনী ল'য়ে চলিলা কৈলাস ॥
 একে একে দেবগণে জ্বিলিল রাবণ ।
 ইন্দ্র আর রাবণ দুজনে বাজে রণ ॥
 ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র, বজ্র অস্ত্র হাতে ।
 সাজিয়া রাবণ রাজা আইল দিব্য রথে ॥
 ইন্দ্রের সে বজ্র অস্ত্র করিছে গর্জন ।
 বজ্রের গর্জন শুনি চিস্তিত রাবণ ॥
 হেনকালে কুব্জকর্ণ আইল খাইরে ।
 ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহিল দাঁড়ারে ॥

কুম্ভকর্ণ বলে, ইন্দ্র, আর যাবি কোথা ।
 স্বর্গপুরী নি-বসতি (১) করিব দেবতা ॥
 বজ্র বিনা ইন্দ্র তোর আর নাহি বাড়া (২) ।
 দস্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাব গুঁড়া ॥
 ইন্দ্র বলে, কুম্ভকর্ণ, ছাড় অহঙ্কার ।
 বজ্র অস্ত্রে আমি তোকে করিব সংহার ॥
 মহামন্ত্র পড়ে' ইন্দ্র বজ্র বাণ ফেলে ।
 লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ বজ্র-অস্ত্র গিলে ॥
 বজ্র-অস্ত্র গিলে বীর ছাড়ে সিংহনাদ ।
 দেখি যত দেবগণ গণিল প্রমাদ ॥
 চলিল সে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলিতে ।
 ভয়েতে দেবতাপণ পলায় চারিভিতে ॥
 সৃষ্টিনাশ হেতু তারে সৃষ্টিলা বিধাতা ।
 চারিভিতে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা ॥
 অমর দেবতা-গণ, নাহিক মরণ ।
 নাসিকা কর্ণের পথে পলায় তখন ॥
 শ্রবণ-নাসিকা-পথ ঘরের ছয়ার ।
 তাহা দিয়া দেবগণ পলায় অপার (৩) ॥
 স্বর্গ হৈতে দেবগণে আছাড়িয়া ফেলে ।
 হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়, পড়ে ভূমিতলে ॥
 কুম্ভকর্ণ-রণে কারো নাহি অব্যাহতি ।
 হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাত্তি ॥

এক দিব্যরাত্রি মাত্র কুম্ভকর্ণ আগে ।
 কুম্ভকর্ণ নিজা গেল, সৃষ্টি দেবতাগে ॥
 আগে কুম্ভকর্ণ এক দিন ছয় মাসে ।
 রজনী প্রভাত হ'লে সব্বারে আশ্বাসে ॥
 রাত্রি পোহাইল বীর নিজায় বিকল ।
 এতকণে রক্ষা পাইল দেবতা সকল ॥

কুম্ভকর্ণ নিজা গেল রাবণ চিস্তিত ।
 রথে তুলি লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত ॥
 ইন্দ্র সহ রাবণের বাজে মহা রণ ।
 দুই জনে নানা বাণ করে বরিষণ ॥
 দুই জনে বাণ মারে নাহি লেখা-জোখা ।
 চারি দিকে বাণ ফেলে যার যত শিক্সা ॥
 দুই জন সম, কেহ না পারে জিনিতে ।
 প্রস্থাপন (৪) বাণ ইন্দ্রের পড়িল মনেতে ॥
 ইন্দ্র বলে, কৌতুক দেখহ দেবগণ ।
 প্রস্থাপন-বাণে বন্দা করিব রাবণ ।
 ব্রহ্ম-মন্ত্র পড়ি ইন্দ্র প্রস্থাপন এড়ে ।
 ব্রহ্ম-অস্ত্র রাবণের গায়ে গিয়া পড়ে ॥
 ছুঁলে মাত্র নিজা যায় হেন প্রস্থাপন ।
 রথোপরি রাবণ নিজায় অচেতন ॥
 অচেতন হ'য়ে পড়ে রথের উপরে ।
 সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে ॥
 লোহার শিকলে বাজে হাতে ও পলায় ।
 রাবণে বাঁধিয়া দিল ঐরাবত-পায় ॥
 ধরায় লোটায় রাবণের দশ মাথা ।
 তাহার অবস্থা দেখে হাসেন দেবতা ॥
 হিঁচড়িয়া ল'য়ে যায় বুক ছ'ড়ে যায় ।
 ঐরাবত-দস্ত ঠেকে রাবণের গায় ॥
 খান খান হয় অস্ত্র দস্ত দিয়া চিরে ।
 পরিত্রাহি ডাকে রক্ত বিষম প্রহারে ॥
 হরিষ দেবতাপণ জিনিয়া রাবণ ।
 শিরে হাত, কান্দে যত নিশাচর-গণ ॥
 রাবণ হইল বন্দী মেঘনাদ দেখে ।
 রথে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তরীক্ষে ॥

(১) নি-বসতি—বাস-হীন । (২) বাড়া—বেশীত ভাগ । (৩) অপার—বাহার শেষ নাই ; অনেক ।
 (৪) প্রস্থাপন—যে অস্ত্রের প্রয়োগে নিজায় আকর্ষণ হয় ।

মেঘনাদ গর্জ্জ যেন মেঘের গর্জন ।
 ঘরে না আসিও ইস্র কিরে দেহ রণ ॥
 রাবণ-কুমার আমি, নাম মেঘনাদ ।
 আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ ॥
 পিতারে করিলি বন্দী মোর-বিচ্যুতানে ।
 বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে ॥
 গর্জ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে ।
 মেঘনাদ-গর্জ্জনেতে দেবরাজ হাসে ॥
 তোর ঠাই শুনিলাম অপূর্ব কাহিনী ।
 পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি ॥
 এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি ।
 দুই জনে যুদ্ধ বাজে দৌহে মহাবলী ॥
 অস্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হ'য়ে লুকি ॥
 মেঘের আড়েতে যুদ্ধে রাবণি (১) ধামুকী (২) ॥
 নানা অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে ।
 ফাঁফর হইল ইস্র না পারে সহিতে ॥
 অস্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে ।
 কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে ॥
 খাণ্ডা খরশাণ শেল শূল একধারা ।
 চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা ॥
 নানা অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ ।
 জর্জর হইল বাণে যত দেবগণ ॥
 ইস্র ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন ।
 একেশ্বর থাকি ইস্র করে মহারণ ॥
 সন্ধান পুরিয়া ইস্র উর্দ্ধদৃষ্টে চায় ।
 কোথা হ'তে আসে বাণ, দেখিতে না পায় ॥
 সহস্র চক্রেতে ইস্র না পায় দেখিতে ।
 দেখিতে না পায়, আর না পারে সহিতে ॥
 মেঘনাদ জুড়িলেক বন্ধ নাগপাশ ।
 তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস ॥

মেঘনাদ জানে বাণ, বড় বড় শিক্কা ।
 যজ্ঞেতে পাইল বাণ, কারো নাহি রক্ষা ॥
 এক বাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল ।
 হাতে গলে দেবরাজে বাকিয়া পাড়িল ॥
 বিঘের আলাতে ইস্র হইল মূর্চ্ছিত ।
 ইস্র ছাড়ি দেবগণ পলায় ঘরিত ॥
 স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতক দেবগণ ।
 রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন ॥
 ইস্র বাজে মেঘনাদ পিতৃ-বিচ্যুতান ।
 মেঘনাদে রাবণ সে করিছে বাধান ॥
 আমারে বাকিয়াছিল ইস্র দেবরাজ ।
 হেন ইস্র বাকিয়া করিলে পুত্র-কাজ ॥
 ইস্রকে বাকিয়া পুত্র লহ লঙ্কাপুরী ।
 তবে আমি লুটিব এ অমর-নগরী ॥
 মেঘনাদ বলে, পিতা, আজ্ঞা কর তুমি ।
 ইস্রকে বাকিয়া আগে ল'য়ে যাই আমি ॥
 শুনি মেঘনাদের বচন দশানন ।
 আজ্ঞা দিল, কর তাহা—যাহে তব মন ॥
 আজ্ঞা পেয়ে মেঘনাদ ইস্রকে ধরিল ।
 রথের নিকটে ল'য়ে কহিতে লাগিলে ॥
 পিতারে বাকিয়াছিলি ঐরাবত-পায় ।
 বাকিব তোমারে ইস্র রথের চাকায় ॥
 ইস্র বাকি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর ।
 অমর-নগরী লুটে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
 একে দশানন, তাহে অমর-নগরী ॥
 বাছিয়া বাছিয়া লুটে স্বর্গ-বিচ্যুতানী ॥
 নানা রত্ন-মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে নিল ।
 স্বর্গ-বিচ্যুতানী তথা অনেক পাইল ॥
 শচীরে চাহিয়া অমে রাজা দশানন ।
 শচী ল'য়ে দেবগণ হৈল অদর্শন ॥

(১) রাবণি—রাবণ পুত্র মেঘনাদ । (২) ধামুকী—বহুভাবী ।

শচী অশ্রু রাবণের ছিল বড় আশ ।
 শচী না পাইয়া রাজা হইল নিরাশ ॥
 ইন্দ্রের নন্দন-বন দেখে মনোহর ।
 প্রবেশে নন্দন-বনে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
 পারিজাত-বৃক্ষ উপাড়িল ডালে-মূলে ।
 লুটিয়া অমরাবতী চলে কুতূহলে ॥
 লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল দে'য়ান ।
 কটক ছত্রিশ কোটি সম্মুখে প্রধান ॥
 মেঘনাদ গেল তবে বাপের গোচর ।
 রাবণ বলে, কোথায় রেখেছ পুরন্দর ॥
 ইন্দ্ররাজ করিয়াছে আমার অবস্থা ।
 হেন ইন্দ্রে বাকি পুত্র রাখিয়াছ কোথা ॥
 মেঘনাদ বলে, তব বাপের গোচর ।
 বাকিয়া রেখেছি ইন্দ্রে লঙ্কার ভিতর ॥
 লোহার শৃঙ্খলে বাকিয়াছি হাতে-গলে ।
 বৃকে শিলা চাপায়ে রেখেছি যজ্ঞ স্থলে ॥
 এত যদি কহে মেঘনাদ বীরবর ।
 প্রসাদ পাইল বহু বাপের গোচর ॥
 মেঘনাদে তবে রাজা করিছে বাখান ।
 ধন্য ধন্য পুত্র মোর বীরের প্রধান ॥
 নানা অলঙ্কার দিল মাথে দিল মণি ।
 দশ হাজার বিচাধরী দিলেক নাচনী ॥
 বাপের প্রসাদ পেয়ে হরষ অন্তরে ।
 কুতূহলে দেব-কন্যা ল'য়ে খেলা করে ॥
 বহু ধন পায় লুটি অমর-নগরী ।
 দিখিলয়-দ্রব্য রাজা আনে লঙ্কাপুরী ॥
 দেব-দানবের কন্যা ল'য়ে খেলা করে ।
 ত্রিভুবন জিনিল সে রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
 কৌতূহলে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর ।
 সকল দেবতা গেল ত্র্যম্বক গোচর ॥

আচম্বিতে ত্র্যম্বক, তব সৃষ্টি হয় নাশ ।
 দিবা রাত্রি গেল, চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ ॥
 আচম্বিতে স্বর্গ আসি বেড়ে লঙ্কেশ্বর ।
 ইন্দ্রকে বাকিয়া নিল লঙ্কার ভিতর ॥
 দেবগণ ছাড়িয়াছে স্বর্গের বসতি ।
 কি প্রকারে দেবরাজ পাবে অব্যাহতি ।
 এতেক শুনিয়া ত্র্যম্বক ভাবেন বিষাদ ।
 রাবণেরে বর দিয়ে পড়িলু প্রমাদ ॥
 দেবগণে রাখি ত্র্যম্বক চলিলা সত্বর ।
 একেশ্বর ত্র্যম্বক গেলা লঙ্কার ভিতর ॥
 পাণ্ড-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল রাবণ ।
 ভক্তি-ভরে পূজে রাবণ ত্র্যম্বক চরণ ॥
 আচম্বিতে ত্র্যম্বক, কেনু হেথা আগমন ।
 আজ্ঞা কর আছে তব কোন্ প্রয়োজন ॥
 বিরক্তি বলেন ছুট কৈলি সৃষ্টি নাশ ।
 রাত্রি দিবা গেল, চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ ॥
 ইন্দ্রে বাকি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ ।
 স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ ॥

জোড়-হাতে বলে রাবণ ত্র্যম্বক গোচর ।
 ত্রিভুবন জিনিলাম পেয়ে তব বর ॥
 সকল জিনিষু আমি তোমার প্রসাদে ।
 ইন্দ্রে বাকিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে ॥
 যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে ।
 আজ্ঞা কর, আনি আমি তোমার গোচরে ॥
 ত্র্যম্বক বলিলেন, রাজা, চল যজ্ঞশালা ।
 দেখাইবে মেঘনাদের যজ্ঞ নিকুন্ডলা ॥
 আগে আগে ত্র্যম্বক যান, পশ্চাতে রাবণ ।
 তার পাছে চলিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
 মেঘনাদের যজ্ঞ দেখি ত্র্যম্বক হৈল হাস ।
 মেঘনাদে ত্র্যম্বক বলেন করিয়া প্রকাশ ॥

তোমার বাপ ইন্দ্র-রূপে পাইল পরাজয় ।
 হেন ইন্দ্রে জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জয় ॥
 তোমার বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত ।
 আজি হৈতে নাম তোমার হৈল ইন্দ্রজিত ॥
 বর মাগ ইন্দ্রজিৎ, তুষ্ট হইলু আমি ।
 সৃষ্টি রক্ষা কর, ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি ॥
 ইন্দ্রজিৎ বলে, আগে দেহ তুমি বর ।
 তবে আমি ছাড়িব এ রাজ্য পুরন্দর ॥
 অমর বর দেহ মোরে, কর সংবিধান ।
 অশ্রু বর আমি নাহি চাহি তব স্থান ॥
 ইন্দ্রজিতের কথা শুনি ব্রহ্মার হৈল হাস ।
 তুমি অমর হইলে আমার সর্বনাশ ॥
 ব্রহ্মা বলেন, দিনু বর, শুন ভালমতে ।
 ত্রিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের কলেতে ॥
 এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোমার করিবে যে জন ।
 সেই জন হয় তোমার বধের ভাজন ॥
 শুনেছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ ।
 তারি জগে ইন্দ্রজিতে বধিলা লক্ষণ ॥
 ইন্দ্রে এনে দিল তবে ব্রহ্মা-বিচ্যমান ।
 অধোমুখে রহে ইন্দ্র পেয়ে অপমান ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, ইন্দ্র, কিবা ভাব মনে ।
 এ দুঃখ পাইলে তুমি শাপের কারণে ॥
 তোমার শাপের কথা পড়ে মোর মনে ।
 পূর্ব-কথা কহি ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥
 কোতুকেতে এক কন্যা সৃজিলাম আমি ।
 রাজ্য-ভোগে পূর্ব-কথা পাসরিলে তুমি ॥
 অহল্যা কন্যার নাম রাখিলু যতনে ।
 আইল গোতম মুনি আমা-দরশনে ॥
 অহল্যার রূপ দেখি মুনি অচেতন ।
 লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন ॥

বুঝিয়া মূনির মন কন্যা দিলু দান ।
 কন্যা ল'য়ে কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান ॥
 তপস্বীতে গেল মুনি ভ্রমসার কূলে ।
 হেনকালে গেলা তুমি পড়িবার ছলে ॥
 অহল্যা গৌতম-পত্নী পরমা-সুন্দরী ।
 গৌতমের রূপে তুমি গেলে তার পুরী ॥
 সতী কন্যা অহল্যা সে সর্ব লোকে জানে ।
 জলাসন দিল সে তোমাতে স্বামী জানে ॥
 নারী জাতি নাহি জানে মায়া-ব্যবহার ।
 বলে ধরি তুমি তারে কৈলে অনাচার ॥
 হেন কালে তপ করি মুনি আইলা ধরে ।
 সর্বজ্ঞ গৌতম মুনি চিনিলা তোমাতে ॥
 অহল্যারে শাপ আগে দিলা মূনিবর ।
 পাবাণ হইয়া থাক অনেক বৎসর ॥
 আপনি হবেন প্রভু রাম-অবতার ।
 তিনি পদধূলি দিলে তোমার নিস্তার ॥
 অহল্যা পাবাণী হৈল যে মূনির শাপে ।
 তোমাতে সে মুনি শাপ দিলা মহাকোপে ॥
 তোমার অনাচার ইন্দ্র রহিল ঘোষণা ।
 তোমারে পড়াইয়া পাইলাম এ দক্ষিণা ॥
 হতভাগা ইন্দ্র, কর কুরুষ সাধন ।
 মোর শাপে হবে তুমি সহস্র-লোচন ॥
 শাপ দিলা মহামুনি, খণ্ডন না যায় ।
 হইল সহস্র নেত্র ইন্দ্র তব যায় ॥
 ধরিয়া মূনির পায়ে করিলা ক্রন্দন ।
 এ দারুণ পাপ মোর করহ খণ্ডন ॥
 মুনি বলে, খণ্ডন না যায় এই পাপ ।
 এই পাপে তুমি পরে পাবে বড় তাপ ॥
 মূনির বচন কছু না যায় খণ্ডন ।
 এত দুঃখ পাইলে ব্রহ্ম-শাপের কারণ ।

বিরিঞ্চি বলেন, ইন্দ্র, কহি তব স্থানে ।
 রাম-নাম মন্ত্র তুমি জপ রাত্রি-দিনে ॥
 ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার ।
 রাম-নামে হয় সর্ব পাপের সংহার ॥
 এক নামে সহস্র নামের ফল হয় ।
 রাম-নাম তুল্য নাহি, চারি বেদে কয় ॥
 এতেক বলিয়া ত্রকা গেলেন স্বস্থান ।
 ইন্দ্র গেল স্বর্গপুরে, পেয়ে প্রাণদান ॥
 ত্রকার কারণে ইন্দ্র পেয়ে অব্যাহতি ।
 আইল অমরাবতী আপন বসতি ॥
 রাম-নাম দেবরাজ রাত্রি-দিন জপে ।
 পরিত্রাণ পান ইন্দ্র সেই মহাপাপে ॥
 দিথিজয় করি রাবণ আইল নিজ-ঘর ।
 চৌদ্দ-যুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর ॥
 আর চৌদ্দ-যুগ ছিল রাবণের আয়ু ।
 সীতার চুলেতে ধরি হইল অন্নায়ু ॥
 লঙ্কাতে করিল রাজ্য মালী ও হুমালী ।
 পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ॥
 তৎপরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ ।
 তোমার এ ঘোষণা রছিল ত্রিভুবন ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি ঈরামের হাস ।
 কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥
 রাবণের দিথিজয় কহিলা হে মুনি ।
 রাবণ অধিক হনুমানের বাখানি ॥
 বহুস্থানে শুনি রাবণের পরাজয় ।
 হনুমান-পরাজয় কোথাও না হয় ॥
 গন্ধমাদন-পর্বত রাত্রি মধ্যে আনে ।
 হনুমান সম বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
 শুনিতে বাসনা মোর হনুর চরিত্র ।
 শুনিয়াছি শিবরূপী পরম পবিত্র ॥

গাহিল উত্তরাাকাণ্ডে প্রাণের উল্লাসে ।
 রাবণের দিথিজয় কবি কৃতিবাসে ॥

—

হনুমানের জন্ম-বিবরণ ।

অগস্ত্য বলেন, কি কহিব তার কথা ।
 হনুমানের কত গুণ না জানে দেবতা ॥
 তাহার বতেক গুণ কহিতে না জানি ।
 সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন রঘুমণি ॥
 জননী অঞ্জনা তার, পিতা সে পবন ।
 হনুমানের জন্মকথা কহি বিবরণ ॥
 অঞ্জনা বানরী ছিল পরমা-হুম্বরী ।
 তারে বিভা করিলেক বানর কেশরী ॥
 বানরীর রূপ-গুণ বড়ই অদ্ভুত ।
 রূপে আলো করে, যেন পড়িছে বিদ্যুৎ ॥
 মলয় পর্বতোপরি কেশরীর ঘর ।
 অঞ্জনার সহ বাস করে নিরন্তর ॥
 প্রবেশিল চৈত্রমাস বসন্ত-সময় ।
 আইল পবন-দেব পর্বত মলয় ॥
 অঞ্জনার রূপে বায়ু আকুল-হৃদয় ।
 কহিতে না পারে কিছু কেশরী গুর্জয় ॥
 পুত্র দান বর দিয়া দেবতা পবন ।
 নানা ভাবে তুষিলেন অঞ্জনার মন ॥
 অঞ্জনা বলেন, বায়ু, বরে তৃপ্ত-প্রাণ ।
 মহাবীর হয় যেন আমার সন্তান ॥
 বায়ু বলে, পুত্র, তব মহাবীর হবে ।
 শৌর্য্যে বীর্য্যে পরাক্রমে অদ্বিতীয় তবে ॥
 প্রকৃত অস্তুরে তুমি বাহ নিজ ঘরে ।
 অগ্নিবে গুর্জয় বীর তোমার উদরে ॥

এতেক বলিয়া বায়ু গেল নিজস্থান ।
 আঠার মাসেতে জন্ম নিল হনুমান ॥
 অমাবস্তা দিনে হৈল হনুর জনম ।
 জন্মমাত্র সেই দিন বিশাল-বিক্রম ॥
 জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তম্ভপান ।
 রক্তবর্ণ উদয় হইল ভানুমান (১) ॥
 ফল-স্তানে কৌতুকে সে ধরিবার আশে ।
 অঞ্জনার কোল হৈতে উঠিল আকাশে ॥
 পর্বত সূর্য্যোতে হয় লক্ষক যোজন ।
 এক লাফে উঠে তথা পবন-নন্দন ॥
 জন্মমাত্র বালক সে উঠিল আকাশে ।
 সূর্য্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে ॥
 সূর্য্যোতে গ্রহণ লাগিবেক সে দিবসে ।
 ধাইয়াছে রাত্ সূর্য্যে গিলিবার আশে ॥
 হনুমাণে দেখে' রাত্ পলাইল ডরে ।
 কহিল সকল কথা ইস্তের গোচরে ॥
 মম অধিকার ইস্ত, দিলে তুমি করে ।
 না জানি কে আসিয়াছে সূর্য্যে গিলিবারে ॥
 শুনিয়া রাত্ কথ্য ইস্তের ভরাস ।
 সূর্য্যকে গিলিতে কেটা করিয়াছে আশ ॥
 ঐরাবতে চড়ি ইস্ত বজ্র হাতে ল'য়ে ।
 সূর্য্যের নিকটে হনু দেখিল আসিয়ে ॥
 হনুমাণে দেখি ইস্ত ভয়েতে অস্থির ।
 স্তম্ভে পর্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর ॥
 ঐরাবতের মাথা রাজ্য হিন্দুগে মণ্ডিত ।
 তাহা দেখি হনুমান হৈল হরষিত ॥
 সূর্য্য এড়ি যার ঐরাবতেরে ধরিতে ।
 কোপেতে উঠিল ইস্ত বজ্র ল'য়ে হাতে ॥
 ক্রোধ হৈলে দেবরাজ আপনা গাসরে ।
 বিনা দোষে বজ্রাঘাত করে তার শিরে ॥

হনুমান পীড়িত হইল বজ্রাঘাতে ।
 অচেতন হ'য়ে পড়ে মলয়-পর্বতে ॥
 নিরখিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাগ ।
 ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে হনুমান ॥
 'পুত্র পুত্র' বলি করে অঞ্জনা ক্রন্দন ।
 হেনকালে আইলেন দেবতা পবন ॥
 অঞ্জনা বলেন, দেব, তব বর দানে ।
 জন্মিল যে পুত্র, সেই মরে ইস্ত-বাণে ॥
 অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে ।
 জগতের প্রাণ আমি ধরি কোন্ কাজে ॥
 জগতে ত হই আমি জীবনের নিধি ।
 পুত্র মরে আমার, কৌতুক দেখে বিধি ॥
 বিধাতা স্বজিল সৃষ্টি বড় করি আশ ।
 স্বর্গ মর্ত্য আদি আজ করিব বিনাশ ॥
 বহে শ্বাস পবন সে লোকের জীবন ।
 পবন ছাড়িল, অচেতন ত্রিভুবন ॥
 শ্বাসের জন্ম আদি মরে যত জীবী (২) ।
 মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী ॥
 ইস্ত আদি অচেতন সকল দেবতা ।
 সৃষ্টিনাশ হয় দেখি চিস্তিত বিধাতা ॥
 মলয়-পর্বতে ব্রহ্মা আসিয়া সধর ।
 বলেন, পবন, শুন আমার উত্তর (৩) ॥
 সৃষ্টি স্বজিলাম আমি বহুতর ক্রেশে ।
 হেন সৃষ্টি নাশ কর, যুক্তি না আইসে ॥
 পবনে স্বজিনু আমি লোকের জীবন ।
 শ্বাসেতে পবন বহে এই সে কারণ ॥
 হেন বায়ু রোধ করি মারিলা জগৎ ।
 আপনি মরিবে বুকি কর সেই মত ॥
 আশ্বা রাখ, সৃষ্টি রাখ, শুনহ উত্তর ।
 চারি যুগে হনুমান হইবে অমর ॥

(১) ভানুমান—সূর্য্য । (২) জীবী—প্রাণী ; জীবনধারী । (৩) উত্তর—কথা ।

শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস ।
 রুদ্ধ ছিল সে পবন করিল প্রকাশ ॥
 আপনা প্রকাশ যদি করিল পবন ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল উঠিল ত্রিভুবন ॥
 বিধাতা বলেন, শুন, কহি দেবগণ ।
 হনুমাণে আশীর্বাদ করহ এখন ॥
 সর্ব-অগ্রে যম বলে, আমি দিগু বর ।
 আমা হৈতে নাহি ভব মরণের ডর ॥
 দেবতা বরুণ বর দিলেন তখন ।
 তোমার আমার জলে না হবে মরণ ॥
 অগ্নি বলে, হনুমান, দিলাম এ বর ।
 অগ্নিতে না পুড়িবে তোমার কলেবর ॥
 যত যত দেবতা যতেক বল ধরে ।
 আপন আপন বর দিলেন তাহারে ॥
 ইস্র বলে, হনুমান্ পবন-নন্দন ।
 বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ ॥
 যেই বজ্রাঘাতে তুমি হইলা অস্থির ।
 সে বজ্র-সমান হোক তোমার শরীর ॥
 ব্রহ্মা বলে, মারুতি, আমার এ বর ।
 এই বরে হও তুমি অজর অমর ॥
 আগে বর দিয়া ব্রহ্মা জানিলেন ধ্যানে ।
 ব্রহ্ম শাপ হবে শেষে বীর হনুমাণে ॥
 বর দিয়া দেবগণ গেল নিজ স্থান ।
 মলয়-পর্বতে রহিলেক হনুমান্ ॥
 পিতৃ-ঘরে আছে বীর পর্বত-শিখর ।
 নানা বিদ্যা মন্ত্রযুক্ত শিখিল বিস্তর ॥
 পড়িবারে গেল বীর ভার্গবের স্থানে ।
 চারিবেদ মন্ত্রযুক্ত লিখে চারি দিনে ॥
 গুরু পড়াইতে নারে, তারে ঘৃণা করে ।
 কুপিরা ভার্গব মুনি শাপ দিলা তারে ॥

বানর হইয়া যে গুরুকে কর ঘৃণা ।
 বল বুদ্ধি বিক্রম সে পাসর আপনা ॥
 সেই শাপে হনুমান্ আপনা পাসরে ।
 পলাইয়াছিল তেঁই সে বালীর ডরে ॥
 হনুমান বীর যদি আপনারে জানে ।
 ভুবন জিনিতে পারে এক দিন রণে ॥
 অযুত বৎসর যদি করি পরিশ্রম ।
 বলিতে না পারি হনুমানের বিক্রম ॥
 রাম তুমি আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
 তোমার সেবক তার কি কব কখন ॥
 যত গুণ ধরে বীর কি কহিতে পারি ।
 জীৱাম, বিদায় দেহ দেশে গতি করি ॥
 সে দুই বৎসর পূর্ব বৃত্তাস্ত কহিয়া ।
 স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় হইয়া ॥
 নানা ধনে রাম পূজা করেন তাঁহার ।
 মহাহুট অগস্ত্য পাইয়া পুরস্কার ॥
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের বাক্য সুধা-ভাণ্ড ।
 বাল্মীকি-আদেশে গায় গীত উত্তরািকাণ্ড ॥

বিষ্ণুকর্ণার প্রমোহ-বন নির্মাণ ও তন্মধ্যে
 রাম-সীতার অবস্থান ।

জীৱাম করেন রাজ্য ধর্ম-পরায়ণ ।
 রাজ্যে নাই দুর্ভিক্ষ কি অকাল মরণ ॥
 জীৱাম বলেন, ভরত, শুনহ বচন ।
 করহ রাজ্যের চর্চা ল'য়ে সভাজন ॥
 যুদ্ধ ক'রে অবসাদ হ'য়েছে আমার ।
 অন্তঃপুরে র'ব আমি দিয়া রাজ্যভার ॥
 কিছু দিন বিশ্রাম করিব আছে মন ।
 তিন ভাই মিলে কর প্রজার পালন ॥

মন দিয়া শুন ভাই বচন আমার ।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার ॥
অস্তঃপুরে র'ব আমি করিয়াছি মনে ।
সদা সাবধানেতে পালিবে প্রজাগণে ॥

জোড়-হাতে ভরত করেন নিবেদন ।
সেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন ॥
চৌদ্দ-বর্ষ রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন ।
পাত্ৰকা করিয়া রাজা পালি প্রজাগণ ॥
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর ।
ত্রিভুবন-ভিতরেতে কারে করি ডর ॥
স্থখে অস্তঃপুরে থাক যথা মনোরথ ।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরত ॥

ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈলা রঘুনাথ ।
আলিঙ্গন দিলা রাম পসারিয়া হাত ॥
তিন ভাই শ্রীরামে করিল প্রণিপাত ।
অস্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ ॥
অস্তঃপুরে গেলা রাম হরষিত-মন ।
সীতা করিলেন রাম-চরণ-বন্দন ॥

রাম বলে, শুন সীতা, আমার বচন ।
লঙ্কাপুরে যেমন সোনার অশোক-বন ॥
দেবকছা ল'য়ে রহে তথা লঙ্কেশ্বর ।
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দর ॥
তুমি আমি তাহে বাস করিব ছ'জন ।
নানাবর্ণে বহু পুষ্প করিব রোপণ ॥

শ্রীরামের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত ।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্মা আনিলা ষড়িত ॥
ব্রহ্মা বলে, বিশ্বকর্মা, কর অবধান ।
রামের অশোক-বন করহ নির্মাণ ॥
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্মা হরষিত ।
অযোধ্যা-নগরে আসি হৈলা উপনীত ॥

বসিয়াছে রঘুনাথ হরষিত-মন ।
হেনকালে বিশ্বকর্মা বন্দিলা চরণ ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিলা তব স্থান ।
সোনার অশোক-বন করিতে নির্মাণ ॥
মনে মনে বিশ্বকর্মা করেন যুক্তি ।
নির্মায়ে অশোক-বন জন্মাব গিরীতি ॥
সোনার অশোক-বন করিলা নির্মাণ ।
দেখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান ॥
সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফল-ফুল ধরে ।
ময়ূর ময়ূরী নাচে, ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
সুশ্লিষ্ট পঙ্কি-নাদ শুনিতে মধুর ।
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে, আনন্দ প্রচুর ॥
বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে ।
রাজহংসগণ তথা আসি কেলি করে ॥
সরোবর-চারিপাশে সুবর্ণের গাছ ।
জলজন্তু খেলা করে, নানাবর্ণ মাছ ॥
মণি-মাণিক্যেতে বান্ধা ষত গাছের গুঁড়ি ।
স্থানে স্থানে পাতিয়াছে রত্নময় পীড়ি ॥
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ-উপরে ।
তেমনি উজ্জ্বল বন পুরীর ভিতরে ॥
বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিল অশোক-বন ।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন ॥

অশোক-বন দেখি রাম হইলেন সুখী ।
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী ॥
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন যজ্ঞে ।
জানকী লইয়া তথা বসাইলা সঙ্গে ॥
শত শত বিদ্যাবতী সীতার যে দাসী ।
নানা রূপে সেবা করে রঘুনাথে তুহি ॥
সীতা-রূপ দেখি রাম হরষিত-মনে ।
সীতারে ভোষেন প্রিয় মধুর বচনে ॥

বিদ্যাধরীগণ আইল অঙ্গরা বিমলা ।
 প্রথম-যৌবনী (১) তারা জিনি শশিকলা ॥
 জীৱামের পাশে আসে বিদ্যাধরীগণ (২) ।
 সীতার নিকটে তারা অসিত-বরণ (৩) ॥
 প্রথম যৌবনী সীতা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ।
 ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ভুবনমোহিনী ॥
 এত রূপ দিয়া সীতায় সৃষ্টিলা বিধাতা ।
 কাঁচা সোনার বর্ণ, রূপে আলো করে সীতা ॥
 দেখিয়া সীতার রূপ জুড়ায় যে আঁধি ।
 চন্দ্রবদন রামচন্দ্র সীতা চন্দ্রমুখী ॥
 পূর্ণ অবতার রাম সীতা মনোহরা ।
 চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা ॥
 আনন্দে আছেন রাম সীতা সন্তাষণে ।
 রাজকর্ষ এড়ি রাম রহে রাত্রি-দিনে ॥
 রামের সেবাতে সীতার পরম ভক্তি ।
 শচীর সেবাতে যেন তুষ্ট শচীপতি ॥
 একেক দিবসে সীতা একেক মূর্তি ধরে ।
 একদিন অশুরূপ বিষ্ণু ভাণ্ডিবারে ॥
 সাত হাজার বর্ষ রাম সীতাদেবী সঙ্গে ।
 বড়ঋতু বন্ধন করেন নানা রঙ্গে ॥
 নিদাঘ-কালেতে চৈত্র-বৈশাখ যে মাসে ।
 আনন্দে ডুবেন রাম হাস্ত-পরিহাসে ॥
 বিকসিত পদ্য শোভে চারি সরোবরে ।
 মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
 রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে রবি যে প্রবল ।
 সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল ॥
 বরিষা দেখিয়া রাম পরম-কৌতুকী ।
 জলজন্তু কলরব তৃষিত চাতকী ॥

প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে ।
 অশোক-বনেতে রাম বকিলেন রঙ্গে ॥
 সীতার সঙ্গেতে রাম পরম উল্লাস ।
 বরিষা হইল গত, শরৎ প্রকাশ ॥
 আসিয়া শরৎ-ঋতু প্রকাশ হইল ।
 নিশ্চল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুটিল ॥
 ফুটিল কেতকী দেখি অতি সুশোভন ।
 ছাড়িল বরিষা ডাক শরৎ গর্জন ॥
 মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীরে ।
 আনন্দেতে শরৎ বকিলা রঘুবীরে ॥
 কাষ্টিক হেমন্ত-ঋতু বরিষে সঘনে ।
 হিমময় বরিষণ অশোকের বনে ॥
 সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর সুন্দর ।
 নারিকেল সমুদয় ফল বহুতর ॥
 পরম হরিষে রাম সুখের বিশেষ ।
 এইরূপে জীৱামের হেমন্ত হৈল শেষ ॥
 শিশির-উদয়ে যে প্রবল হৈল শীত ।
 শীতকাল পেয়ে রাম অতিশয় শ্রীত ॥
 দিনে দিনে হইল মলিন শশধর ।
 রজনী প্রবল হৈল অতি ভয়ঙ্কর ॥
 দেখি কোটা সূর্য্যভেজ ধরেন রঘুবীর ।
 দূরে গেল শীত, রাম বকিলা শিশির ॥
 উদয় বসন্ত ঋতু সর্ব্ব-ঋতু-সার ।
 কৌতুক-সাগরে রাম করেন বিহার ॥
 ফুটিল অশোক যে মাধবী নাগেশ্বর ।
 প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
 পরম কৌতুক রাম দেখি ঋতুরাজ ।
 সীতা সহ কাঁটে কাল নাহি অস্ত কাজ ॥

(১) প্রথম-যৌবনী—মব-যৌবনা ; মবীমা যুবতী । (২) বিদ্যাধরী—বিদ্যাধর-রমণী ; বাহারা
 ইন্দ্রকানালি বা গাছের শাখ-প্রভাবে লোকের বিশ্বাস করা হইতে পারে তাহারা বিদ্যাধর । ইহারা বর্ষার
 গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহাদের স্রীগণকে বিদ্যাধরী বলে । অসিত-বরণ—কৃষ্ণবর্ণ ।

এইরূপে দৌহে সাত হাজার বৎসর ।
 অতিক্রম করিলেন সুখে নিরন্তর ॥
 পঞ্চমাস গর্ভ হৈল সীতার উদরে ।
 কৌতুকে শ্রীরাম কিছু জিজ্ঞাসে সীতারে ॥
 গর্ভবতী হৈলে কিবা খেতে অভিলাষ ।
 কোন্ দ্রব্য খাবে সীতা, করহ প্রকাশ ॥
 লাজে হেঁট মাথা করে সীতা চক্ষুমুখী ।
 দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি ॥
 এক দ্রব্য খেতে মোর হইয়াছে মন ।
 একদিন আজ্ঞা পেলো যাই তপোবন ॥
 যমুনার কূলে শ্রীকৃষ্ণ করে মুনিগণে ।
 খাইতাম সে তণ্ডুল মুনি-কন্যা সনে ॥
 মুনিপত্নী সঙ্গে যেয়ে স্নান করিবারে ।
 হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে ॥
 বলি ঋষ্যমুনি তথা করে পিণ্ডদান ।
 হংসেতে ভাদ্রিয়া ডিম্ব করে খান খান ॥
 সত্য করিয়াছি আমি মুনিপত্নী-স্থানে ।
 দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে ॥
 এই সত্য পালিবারে দেহ ত মেলানি ।
 নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী ॥
 সীতার কথায় রাম অতি প্রীত-মন ।
 কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবন ॥

শ্রীরামের তত্র-মন্ত্রীক নিকট সীতা-বিবয়ক
 জনাপবাদ শ্রবণ ।

এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে ।
 সাত হাজার বৎসরান্তে আইলা বাহিরে ॥
 সহস্র বৃহন্দ বাহির আইলা যখন ।
 পাত্রমিত্র কাণাকাণি করিছে তখন ॥

রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশ মাস ।
 হেন সীতা ল'য়ে রাম করিছেন বাস ॥
 হেনকালে আইলা রাম বাহির চৌতারা ।
 দে'য়ানে বসিলা রাম, সস্তাখণ্ড পুরা ॥
 পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কাণাকাণি ।
 সীতা-নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আগনি ॥
 সীতা-নিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে ।
 সীতাদেবী না জানেন, থাকে অন্তঃপুরে ॥
 ধর্ম্যে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ ।
 নানা সুখ ভুঞ্জে লোক না জানে সম্ভাপ ॥
 আমি রাজা হইতে হে কে আছে কেমন ।
 রাজ্য-ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ ॥
 এতেক জিজ্ঞাসে রাম সস্তার ভিতর ।
 নিঃশব্দ হইল লোক, না দেয় উত্তর ॥
 ভদ্র নামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে ।
 রামের সম্মুখে কথা কহে জোড়হাতে ॥
 পাত্র সে দুর্মুখ বড় করে নাহি ভয় ।
 নির্ভর হইয়া কথা রাম-আগে কয় ॥
 পাত্র বলে, রঘুনাথ, কর অবধান ।
 রঘুবংশে আমি আছি পাত্রের প্রধান ॥
 সর্বলোকে চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ ।
 তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান ॥
 দশরথ রাজার রাজত্ব বেই কালে ।
 সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য কৈলে ॥
 এখন কেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর ।
 নির্ধন হ'তেছে রাজ্য শুন রঘুবর ॥
 শ্রীরাম বলেন, কেন নির্ধন সংসার ।
 রাজা হ'য়ে করিলাম কোন্ অবিচার ॥
 রাজার পুণ্যেতে প্রজা বকে অতি সুখে ।
 রাজা পাপ করিলে দুঃখেতে প্রজা থাকে ॥

ভদ্র বলে, রঘুনাথ, কহিতে যে নারি ।
 পাত্র হ'য়ে অধিক কহিতে ভয় করি ॥
 শ্রীরাম বলেন, ভদ্র, না হও চিন্তিত ।
 পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত ॥
 জোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম ।
 মোর এক নিবেদন শুন প্রভু, রাম ॥
 ভদ্র বলে, রঘুনাথ, যাই যথা-তথা ।
 সর্বলোকে কহে প্রভু সীতার বারতা ॥
 দেবাসুর-যুদ্ধ-মত হইয়াছে রণ ।
 সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ ॥
 দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছে ঘরে ।
 নির্মল কুলেতে কালি দিলা রঘুবরে ॥
 এই অপযশ তব সর্বলোকে ঘোষে ।
 যে নারী হরণ করি লইল রাক্ষসে ॥
 রাখিয়াছ সেই নারী নিজ গৃহবাসে ।
 তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ত্রাসে ॥
 এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্মুখ ।
 বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ ॥
 রামের নিকটে ছিল যত পাত্রগণ ।
 শ্রীরাম বলেন, কহ যথার্থ বচন ॥
 পাইয়া রামের আশ্রয় বলে পাত্রগণ ।
 যে বলিল ভদ্র, প্রভু, সে সত্য বচন ॥
 শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিখাস ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

সীতার বনবাস ।
 পাত্র মিত্র সবাচারে দিলেন মেলানি ।
 অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানী ॥
 নিদ্রাঘ সময় অতি রবি খরতর ।
 সরোবরে স্নান হেতু যান রঘুবর ॥
 একেশ্বর যান, কেহ নাহিক সহিত ।
 সরোবর-কূলে গিয়া হৈলা উপনীত ॥
 পর্বত জিনিয়া সেই সরোবর-পাড় ।
 চারিধারে শোভিতেছে নানা ফুল-ঝাড় ॥
 দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণ-পাটে ।
 স্নান হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে ॥
 অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পানী ।
 ঘঙ্গ হয় রজকের শুনহ কাহিনী ॥
 দুই জনে কথা কহে অশুর-জামাই ।
 এই দুই জন বিনা আর কেহ নাই ॥
 অশুর বলিছে, তুমি কুলেতে কুলীন ।
 সর্ব-গুণ-ধর তুমি ধোপেতে ধূপিন (১) ॥
 নিজ পোত্র-প্রধান আছিল তব পিতা ।
 ধনী মানী দেখে তোরে দিলাম দুহিতা ॥
 কোন্ দোষ করে কণ্ঠা মারো কোন্ ছলে ।
 আমার গৃহেতে একা এল রাত্রিকালে ॥
 একেশ্বরী আইল কণ্ঠা, বড় পাই ভয় ।
 পিতৃগৃহে যুবাকণ্ঠা শোভা নাহি পায় ॥
 জামাতারে এত যদি বলিল অশুর ।
 বাক্‌হলে (২) জামাতা সে বলিছে প্রচুর ॥
 যে বাক্য কহিলে তুমি কহিতে না পারি ।
 থাকুক তোমার গৃহে তোমার বিয়ারী ॥
 দ্বিতীয় প্রহর নিশি, কেহ নাই সাথী ।
 কাহার আশ্রমে কালি বকিলেক রাতি ॥

(১) ধোপেতে ধূপিন—বস্ত্র পরিষ্কার করিতে ধোপা । (২) বাক্‌হলে—কথার চালাকী করিয়া ।

পৃথিবীর রাজা রাম সন্মরিতে পারে ।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে ॥
রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি ।
জ্ঞাতি বন্ধু ধোঁটা(১) দিবে, আমি হীন-জ্ঞাতি ॥

বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন ।
ধাকিয়া উত্তর ঘাটে শুনে নারায়ণ ॥
ভদ্র যত বলিল, রামের মনে লয় ।
শ্রীরাম বলেন, ভদ্র-বাক্য মিথ্যা নয় ॥
রজকের মুখে শুনি নির্ভুর বচন ।
ঘরে চলিলেন রাম বিরস-বদন ॥
মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিবাদ ।
সীতা ল'য়ে পড়ে হেথা ঘোর পরমাদ ॥

পঞ্চমাস আছে গর্ভ সীতার উদরে ।
জায়ে জায়ে এক ঠাঁই ব'সেছেন ঘরে ॥
সীতার মাথায় কেহ দিতেছে চিক্কাণী ।
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী ॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ ।
দশমুণ্ড কুড়িহস্ত কেমন রাবণ ॥
তোমা ল'য়ে লঙ্কাপুরে ক'রেছে দুর্গতি ।
ভূমিতে লিখহ তার মুণ্ডে মারি লাধি ॥

সীতা বলে, সে ছারে না দেখি কোনকালে ।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে ॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ ।
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ ॥
রাবণ লিখিতে সীতার মনে হৈল সাধ ।
বিধির নির্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্বন্ধ ।
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশবন্ধ ॥
পৰ্বতী নারী, হাই উঠে সর্বকণ ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন ॥

হৃথের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা ।
নেতের আঁচল পাতি শুইলেন সীতা ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অস্তঃপুরী ।

রামে দেখি বাহির হইল যত নারী ॥
সীতার পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ ।
সত্য অপযশ মম করে সর্বজন ॥
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুঃখে ।
তবু উচ্চ কথা কতু নাহি সীতা-মুখে ॥
সাধে কি সীতার জন্ম লোকে করে বাদ ।
সীতাত্যাগী হব আমি, আর নাহি সাধ ॥

সীতারে দেখিয়া রাম আসেন বাহিরে ।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে ॥
সত্য হেতু মম পিতা বর্জেন আমারে ।
সত্য কার্য করি যদি লোকে না বিচারে ॥
সীতা সম রূপ-গুণ কারো নাহি শুনি ।
দেখিয়া সীতার রূপ চির-ধন্য মানি ॥
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে ।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতে-হাতে ॥
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস ।
হেন সীতা লাগি লোক করে উপহাস ॥
উপহাস করে লোক সহিতে না পারি ।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল দুয়ারী ॥
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন ।
ভরত লক্ষ্মণ আর আন শক্রঘন ॥
পাইয়া রামের আশ্রয় সে দারী সশ্রম ।
তিন জনে আনি দিল রামের গোচর ॥
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ ।
তিন ভাইয়ে ল'য়ে যুক্তি করেন তখন ॥
যে কার্য করিলে লঙ্কা পন্ন সত্য-ভাগ ।
আমা সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ ॥

(১) ধোঁটা—কৃতকার্যের উল্লেখ করিয়া লঙ্কা বেড়ায় বা তিরস্কার করা ।

শ্রীরাম বলেন, আর না বল উত্তর ।
 সীতা লাগি লক্ষ্মী পাই সত্যার ভিতর ॥
 অপযশ করে সব নারীর কারণ ।
 অকীর্ষি হইলে বর্জি তোমা তিন জন ॥
 আমার বচন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ ।
 সীতা ল'য়ে রাখ দিয়া মুনি-তপোবন ॥
 বান্দীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে ।
 দেশের বাহিরে সীতা এড় নিয়া দূরে ॥
 কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি ।
 নানা রত্নে তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী ॥
 এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ ।
 রামের আশ্রয় তুমি চল তপোবন ॥
 একথা কহিলে তার পড়িবেক মনে ।
 সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে ॥
 শীঘ্র যাহ লক্ষ্মণ, আমার কর হিত ।
 রথে তুলি ল'য়ে যাহ স্তম্ভ সহিত ॥
 তুমি আর সীতাদেবী স্তম্ভ সারথি ।
 আর যেন কোন জন না যায় সংহতি ॥
 এত যদি নিষ্ঠুর বলিলা রঘুনাথ ।
 তিন ভাইয়ের মুখে যেন পড়ে বজ্রাঘাত ॥
 হাহাকার করি লক্ষ্মণ ছাড়য়ে নিশ্বাস ।
 কি দোষেতে জানকীরে দিবে বনবাস ॥
 তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী ।
 কেমনে বঞ্চিত বনে হ'য়ে রাজ-রাণী ॥
 বিনা দোষে সীতারে না দিও মনস্তাপ ।
 রঘুবংশ নষ্ট হবে সীতা দিলে শাপ ॥
 দেশের বাহির নাহি করিহ সীতায় ।
 সীতা ছাড়া দেখাইবে হতভ্রী তোমায় ॥
 যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বর্জন ।
 ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন ॥

শ্রীরাম বলেন, ভাই না কর বিবাদ ।
 সীতা গৃহে থাকিলে হইবে অপবাদ ॥
 দিলাম আমার দিব্য, কর পরিহার ।
 সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার ॥
 শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণে লাগে ভয় ।
 স্তম্ভে আনিয়া তবে কথাবার্তা কয় ॥
 রথ সহ স্তম্ভেরে রাখিয়া ছুয়ারে ।
 লক্ষ্মণ প্রবেশ করে সীতার আগারে ॥
 অশ্রুজলে লক্ষ্মণের সর্ষ অঙ্গ তিতে ।
 লক্ষ্মণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে ॥
 আইস দেবর, আজি হৈল শুভ দিন ।
 এবে হে দেবর তুমি হ'য়েছ প্রবীণ ॥
 চৌদ্দ বর্ষ একত্রেতে বৃষ্টিলাম বনে ।
 রাজ-শ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে ॥
 কহিয়াছি কত মন্দ-কথা অবিনয় ।
 তে-কারণে দেবর হে, হয়েছ নির্দয় ॥
 বৈসহ বৈসহ লক্ষ্মণ সীতাদেবী বলে ।
 বার্তা কহ, দেবর হে আজি তু কুশলে ॥
 তোমারে দেখিয়া মম সদা পড়ে মনে ।
 উত্তর না দাও কেন বিরস বদনে ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, যত বল অশুচিত ।
 তোমা দরণে মন আছয়ে নিশ্চিত ॥
 রাজার মহিষী তুমি থাক অস্তঃপুরে ।
 সেবকেষ্টে আজি বিনা আসিতে না পারে ॥
 সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ ।
 ভাগ্যকলে পাইলাম তোমার দর্শন ॥
 সীতা ঠাকুরাণী তবে আশীষ করিলা ।
 কি কারণে অস্তঃপুরে লক্ষ্মণ আইলা ॥
 অকস্মাৎ দেবর হে কেন আগমন ।
 মনেতে বিশ্বয় হৈলু না জানি কারণ ॥

লক্ষ্মণ বলেন, মাতা, কর অবধান ।
 শ্রীরামের আঙ্কাতে আইলু তব স্থান ॥
 কালি তুমি কহিয়াছ রাম-বিষ্ঠামানে ।
 সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী সনে ॥
 আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ ।
 মম সঙ্গে চল, বাঙ্গীকির তপোবন ॥
 মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে ।
 নানারত্ন ল'য়ে আসি উঠ দিব্যরথে ॥
 এত শুনি সীতাদেবী হইল উল্লাস ।
 স্বরূপ কহিলে তুমি, কিবা উপহাস ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, দেবি, বুঝহ আপনি ।
 তোমা ছ'জন্যর কথা আমি কিসে জানি ॥
 কহিতে এমন কথা কে সাহস করে ।
 পরিহাস করিতে তোমারে কেবা পারে ॥
 ইহা শুনি সীতাদেবি চলিলা ভাগারে ।
 নানা রত্ন আনিলেন অতি বহু করে ॥
 হীরা-মণি-মাণিক্যের আভরণ জানি ।
 লইলা চন্দন-পঙ্ক সীতা ঠাকুরাণী ॥
 নানা রত্ন-অলঙ্কার সীতাদেবী ল'য়ে ।
 পটু-বস্ত্র বাঙ্কিলেন আনন্দিত হ'য়ে ॥
 বহুমূল্য ধন ল'য়ে সীতাদেবী নড়ে ।
 পরম-কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে ॥
 হেনকালে জানকীরে বলেন লক্ষ্মণ ।
 তুমি আমি স্তম্ভ-সারথি তিন জন ॥
 রামের আছয়ে আঙ্কা যাব গুপ্ত বেশে ।
 বাল বৃদ্ধ যুবা কেহ নাহি জানে দেশে ॥
 সীতা সঙ্গে যেতে চাহে অনেক রমণী ।
 সবারে আশ্বাস দেন সীতা ঠাকুরাণী ॥
 মায়া সংবরিয়া সবে থাক নিজ ঘরে ।
 মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে ॥

রথেতে চড়িলা সীতা পরম-হরিষে ।
 সবে ঘরে চলি গেল সীতার আশ্বাসে ॥
 সীতা-রূপে আলো করে দ্বাদশ যোজন ।
 সীতা বিনা অঙ্ককার রামের ভবন ॥
 দুর্ভাগ্য হইলে লোক ছাড়ি রাজলক্ষ্মী ।
 রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে লক্ষ্য' (১) ॥
 নদী-শ্রোত ছাড়ি, লোক ছাড়িল আহার ।
 দিবস-দুপুরে হৈল ঘোর অঙ্ককার ॥
 সূর্যের কিরণ ছাড়ি, পৃথিবী-মণ্ডল ।
 সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ি ফল ॥
 উরত-শক্রর আছে রামের নিকট ।
 সীতা ল'য়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট ॥
 সীতা বলে, আজি কেন দেখি অমঙ্গল ।
 নাহি জানি আমি রঘুনাথের কুশল ॥
 শাশুড়ীরে না কহিনু আসিবার কালে ।
 বৃষ্টি তাঁর মনোদুঃখ হৈল সেই ফলে ॥
 বামেতে দেখেন সর্প শৃগাল দক্ষিণে (২) ।
 অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষ্মণে ॥
 নানা অমঙ্গল আজি কেন দেখি পথে ।
 না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে ॥
 লক্ষ্মণ সীতার বাক্যে হেঁট কৈলা মাথা ।
 রামের ভয়েতে কিছু না কহিলা কথা ॥
 নীরবে লক্ষ্মণ কান্দে চক্রে পড়ে পানী ।
 অধোমুখে রহে বীর সীতা-বাক্য শুনি ॥
 জানকী বলেন, কেন বিরস বদন ।
 দেশে ফিরে যাব, রথ চালাহ লক্ষ্মণ ॥
 আপনি বিদায় হ'ব প্রভুর চরণে ।
 তবে সে যাইব বাঙ্গীকির তপোবনে ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, দেবি, না হও ব্যাকুল ।
 হের দেখ আইলাম বমুন্যর কুল ॥

(১) লক্ষ্য—লক্ষ্য করিয়া, দেখিয়া । (২) বামে সর্প ও দক্ষিণে শৃগাল দেখা অতঃপর পরিচায়ক ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



লক্ষ্মণ বিদায় মাগি করি জোড় হাত ।— ৬৬৩ পৃঃ

PAK SOCIETY
200 010

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



চারি ভাই গ্রেমরা, আমরা দুই ভাই ।
আজি ঘোড়া ল'য়ে যাও মোরা তাই চাই ॥—৬৯৩ পৃঃ

বিধির নিৰ্ব্বন্ধ কৰ্ম্ম খণ্ডন না যায় ।
 এ কূলে রাখিয়া রথ দৌছে চলি যায় ॥
 পার হইয়া যান বাঙ্গীকির তপোবন ।
 আগে সীতাদেবী যান, পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥
 কান্দিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পেয়ে ভয় ।
 লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীতা হয় ॥
 কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ ।
 কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ রোদন ॥
 লক্ষ্মণ কহেন, কব কেমন সাহসে ।
 রামের আজ্ঞায় তোমা আনি বনবাসে ॥
 মহাত্রাস পাইলা সীতা, শুনিয়া কাহিনী ।
 শ্রাবণের ধারা সীতার চক্ষে পড়ে পানী ॥
 এত দূরে আসি মোরে বলিলে লক্ষ্মণ ।
 কপটে আনিলে বাঙ্গীকির তপোবন ॥
 ধৰ্ম্মেতে ধাৰ্ম্মিক রাম, (১) সংসারে প্রশংসা ।
 দেশে রেখে নাহি কেন করিলে জিজ্ঞাসা ॥
 না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান ।
 পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান ॥
 বমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে ।
 রঘুবংশে কলঙ্ক শুচক সৰ্ব্বলোকে ॥
 পাঁচ মাস পৰ্ব মোর দেখ বিচ্যমান ।
 আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান ॥
 আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সত্য ।
 বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায় ॥
 রাম হেন স্বামী হৌক জন্ম-জন্মান্তরে ।
 আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে ॥
 সীতার ক্রন্দন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 দুই জনে বসিলা বাঙ্গীকি-তপোবন ॥
 লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি জোড়-হাত ।
 কান্দিয়া বলেন সীতা কোথা রঘুনাথ ॥

কৃষ্ণবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
 উত্তরাকাণ্ডেতে গান সীতার রোদন ॥

সোনার সীতা-নির্মাণ ।

সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণ বীর নড়ে ।
 কান্দিতে কান্দিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে ॥
 নৌকায় হইয়া পার চড়িলেন রথে ।
 'কোথা রাম' বলি সীতা লাগিলা কান্দিতে ॥
 কান্দিতে লাগিলা সীতা হইয়া কাঁকর ।
 হেনকালে চতুর্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর ॥
 চারিদিকে চান সীতা, দেখে বনময় ।
 শার্দূল ভয়ুক দেখে' পান বড় ভয় ॥
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর ।
 শিশু সঙ্গে আইলা বাঙ্গীকি মুনিবর ॥
 সীতা-বনবাস পূর্বে র'চেছেন মুনি ।
 আসিয়া সীতার স্থানে জিজ্ঞাসে আপনি ॥
 জনকের কন্যা তুমি রামের গৃহিণী ।
 দশরথের বহুরাণী, মেদিনী-নন্দিনী ॥
 লোক-অপবাদে রাম পাইয়া উরাস ।
 বিনা-অপরাধে তোমা দিলা বনবাস ॥
 ত্রিভুবনে সাক্ষী নাহি তোমার সমান ।
 তোমার জীবনে আছে তাহার প্রমাণ ॥
 পরম-আদরে সীতা ল'য়ে যান মুনি ।
 সীতারে রাখিলা ল'য়ে বধায় ত্রাঙ্কণী ॥
 সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে ।
 মুনিপত্নী বলে, লক্ষ্মী, আইলা মোর ঘরে ॥
 জানকীরে মুনিপত্নী দিলা আলিঙ্গন ।
 সীতা প্রশংসিলা বলে মধুর বচন ॥

(১) ধৰ্ম্মেতে ধাৰ্ম্মিক—অত্যন্ত পুণ্যবান্ ।

শুভদিন হৈল মাতা, আইলা মোর ঘর ।
 তোমা দরশনে মোর হরিষ অস্তর ॥
 সীতা বলে, কৰ্মদোষে আমার বর্জন ।
 তোমা দরশনে মোর সফল জীবন ॥
 মুনিপত্নী সহিত রহেন তপোবন ।
 কান্দিয়া লক্ষ্মণ তবে চলিলা তখন ॥
 স্তম্ভ বলেন, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 পূর্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ ॥
 বুড়া রাজার কথা এক পড়িয়াছে মনে ।
 রঘুবংশে সারথি আমি যবে অনরণ্যে ॥
 বান্দীকি-কবিতা মোর কিছু পড়ে মনে ।
 বুড়া রাজার যজ্ঞ-কথা শুন সাবধানে ॥
 সপ্তদ্বীপের যত মুনি এল সেই স্থানে ।
 দশরথ রাজার যজ্ঞের নিমন্ত্রণে ॥
 যজ্ঞশালে আসিবারে মুনিগণ মেলা ।
 সবে মেলা রাজারে নিলেন যজ্ঞশালা ॥
 যজ্ঞের ফলেতে রাজার চারি পুত্র হবে ।
 সুরাসুর অমরাদি সকলে কাঁপিবে ॥
 সর্বগুণ ধরিবেক তোমার কুমার ।
 এক অংশে চারি পুত্র বিষ্ণু-অবতার ॥
 চারি পুত্রের পিতা তুমি শুন গুণধাম ।
 শক্রম লক্ষ্মণ ভরত আর যে শ্রীরাম ॥
 পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন ।
 শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিবে রাবণ ॥
 বাঙ্কিয়া সাগর রাম সৈন্য করি পার ।
 রাবণে বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার ॥
 এগার হাজার বর্ষ প্রজার পালন ।
 সাত হাজার বর্ষ পরে সীতার বর্জন ॥
 চূর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোণে ।
 তোমাতে বর্জিবে রাম সে মুনির শাপে ॥

এত শুনি মহারাজ হেঁট কৈল মাথা ।
 আমারে কহিল ব্যক্ত না কর এ কথা ॥
 আমারে নিষেধি রাজা গেল স্বর্গবাস ।
 তোমার নিকটে আমি করিয়ে প্রকাশ ॥
 সীতার লাগিয়া তুমি করহ ক্রন্দন ।
 তোমা হেন ভাই রাম করিবে বর্জন ॥
 পূর্বের বৃত্তান্ত এই কহিনু লক্ষ্মণ ।
 শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস-বদন ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, তুমি কহিলে বৃত্তান্ত ।
 দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি স্তম্ভ ॥
 আগে কেন রাম মোরে না কৈলা বর্জন ।
 এড়াইল এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥
 আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি ।
 সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে যে নারি ॥
 কহিতে কহিতে এই কথা ছুইজন ।
 অযোধ্যায় রাম-কাছে গেলেন তখন ॥
 কান্দিতে কান্দিতে বীর নোয়াইলা মাথা ।
 শ্রীরাম বলেন, সীতা ধুয়ে এলে কোথা ॥
 চঞ্চল হৃদয় মোর ঘোর বেদনায় ।
 বর্জিলাম সীতা সতী লোকের কথায় ॥
 মোরে ছাড়ি সীতা নাহি থাকে এক রাত্তি ।
 একেলা থাকিবে বনে কাহার সংহতি ॥
 রাজ্য ধন সিংহাসন বিফল আমার ।
 সীতার বিহনে মোর সব অঙ্গকার ॥
 কোন বনে রহিলেন জানকী রূপসী ।
 কি বলিবে শুনিলে জনক মহা-শুশি ॥
 কার মুখ চেয়ে সীতা রহে কার পাশ ।
 সিংহ ব্যাঘ্র দেখি সীতার লাগিবে উরাস ॥
 কহ কহ কহ ভাই, শুনি আরবার ।
 কোন্ বনে ধুয়ে এলে জানকী আমার ॥

লক্ষণ বলেন, তুমি করিলে বর্জন ।
 আপনি বর্জিয়া কেন করহ রোদন ॥
 ক্রন্দন সংবর প্রভু, কমা দেহ মনে ।
 সীতা ধুয়ে আইলাম বাণীকির বনে ॥
 যদি রঘুনাথ মোরে কর সংবিধান ।
 রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান ॥
 ঐরাম বলেন, সীতা ধুয়েছি বাহিরে ।
 বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে ॥
 সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে ।
 কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে ॥
 আমার বচন শুন ভাই তিন জন ।
 রাত্রিতে সোনার সীতা করহ গঠন ॥
 জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক ।
 দেখিয়া সোনার সীতা পাসরিব শোক ॥
 এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন ।
 বিশ্বকর্মা এল তথা বৃষ্টি তাঁর মন ॥
 শত মণ সোনা ল'য়ে দিল তার স্থান ।
 স্বর্ণ-সীতা বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ ॥
 যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে ।
 সবে মাত্র এই চিহ্ন, বাক্য নাহি সরে ॥
 সোনার সীতারে পরায় বস্ত্র-আস্তরণ ।
 সুগন্ধি পুষ্পের মালা, সুগন্ধি চন্দন ॥
 সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন নিরন্তর ।
 সীতা নহে, রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ॥
 এক-দৃষ্টে চাহেন সোনার সীতা-মুখ ।
 উত্তর না পেয়ে রামের বড় হয় চুঃখ ॥
 সাত হাজার বৎসর যে সীতার সংহতি ।
 দেখিয়া সোনার সীতা বকিলা সাত রাত্রি ॥
 সাত রাত্রি বকি রাম আইলা বাহির ।
 আবেশের ধারা যেন চক্রে বহে নীর ॥

শরত লক্ষণ শক্রঘন তিন জনে ।
 বাহির চৌতারে রাম বসিলা দেওয়ানে ॥
 পাত্র মিত্র বন্ধু বর্গ আইলা রামস্থানে ।
 আঁখার দেখেন রাম সীতার বিহনে ॥
 বিবাহ করিতে রামের নাহি লয় মন ।
 সম্মুখে সোনার সীতা রাখে সর্বক্ষণ ॥
 পাত্র মিত্র বন্ধু বর্গ বুঝায় সকলে ।
 বিবাহ করহ রাম সকলেতে বলে ॥
 যথা যত রাজকন্যা আছে স্থানে-স্থান ।
 শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান ॥
 সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে ।
 সে জনার মনোনীত হইবে কেমনে ॥
 কন্যাগণ এই বৃত্তি করে নিরন্তর ।
 আর বিভা না করিবেন রাম বধুবর ॥
 সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িলা নিখাস ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ডে কবি কৃষ্ণবাস ॥

কুহুব-সন্ন্যাসী-সংবাদ ।

লক্ষণ বলেন, প্রভু, উচিত এ নয় ।
 সাত দিন হৈল রাজ-কার্য নাহি হয় ॥
 সাত দিন হইয়াছে সীতার বর্জন ।
 সীতার শোকেতে কর্মে কিছু নাহি মন ॥
 রাজ্য হৈয়া রাজকর্ম না করে জিজ্ঞাসা ।
 পরিণামে নরক-ভিতরে হয় বাসা ॥
 রাজ্যচর্চা ছাড়িলেন পূর্বে রাজ্য নুগে ।
 সেই পাপে নরক ভুঞ্জিল চারি বৃগে ॥
 পুঙ্কর দেশের রাজ্য নাম বৃগেশ্বর ।
 ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজ্য গুণের সাগর ॥

প্রভাসের (১) তীরে রাজা করিলা গমন ।
 এক লক্ষ ধেনু-দানে তুঘিলা ব্রাহ্মণ ॥
 অগ্নিবেশ্যের এক ধেনু ছিল তার পালে ।
 নৃগরাজা দান কৈলা ধেনুর বিশালে ॥
 অগ্নিবেশ্য ব্রাহ্মণেরে জগতে বাধানি ।
 তপে জপে ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী ॥
 ধেনুর শোকেতে দ্বিজ জর-জর তমু ।
 নানা দেশে ভ্রম ক'রে না পাইল ধেনু ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসের তীরে ।
 আপনার ধেনু দেখে' পালের ভিতরে ॥
 ধেনু দেখি ব্রাহ্মণের হরষিত মন ।
 জীব-বৎসা বলি মুনি ডাকিল তখন ॥
 হাঙ্গা রবে এল ধেনু অগ্নিবেশ্য-পাশে ।
 ধেনু ল'য়ে দ্বিজবর চলিল হরিষে ॥
 ষাণ্ডে দান দিয়াছিল নৃগ-মহীপালে ।
 সেই দ্বিজ খাইয়া আইল হেনকালে ॥
 অগ্নিবেশ্য ধেনু ল'য়ে করিছে গমন ।
 গো-চোর বলিয়া তাঁরে খরিল ব্রাহ্মণ ॥
 ধেনু লাগি বিসম্বাদ হৈল দুই জনে ।
 রাজদ্বারে ঘোরযুদ্ধ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে ॥
 দ্বারী গিয়া ভূপতিরে কহিল সংবাদ ।
 ধেনু লাগি দুই জনে হতেছে বিবাদ ॥
 লক্ষ ধেনু দান তুমি কৈলে যেই কালে ।
 অগ্নিবেশ্যের ধেনু এক ছিল সেই পালে ॥
 এতক শুনিয়া রাজা ভাবয়ে বিবাদ ।
 অবিচারে দান ক'রে পড়িল প্রমাদ ॥
 এতক ভাবিয়া রাজা না দিল দর্শন ।
 রাজদ্বারে ছড়াছড়ি বিপ্র দুই জন ॥

দুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদ্বারে ।
 দুই প্রহর হৈল দেখা না পায় রাজারে ॥
 ভূপে দেখা না পাইল দৌহে হৈল ভাপ ।
 ক্রোধভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ ॥
 পরধন দান করে এ কোন্ বিচার ।
 বিচারে প্রযুক্তি ভবু না হ'ল রাজার ॥
 এত বলি তারা ভূপে বলে কটুস্তর ।
 কাঁকলাস হয়ে থাক নরক-ভিতর ॥
 উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ ।
 প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন ॥
 ব্রহ্মশাপ নৃগ-রাজা ভুঞ্জে চিরকাল ।
 না ক'রে রাজ্যের চর্চা এতক জগাল ॥
 রাম বলে, জানি শাস্ত্রে কহে মুনি-ঋষি ।
 অবিচারে ধর্ম্ম-কার্য্য কৈলে পাপরাশি ॥
 চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যধণ্ড ।
 ক'রেছ ভূপতি মোরে দিয়া ছত্রধণ্ড ॥
 এত বলি জীরাম বসিলা সভা করি ।
 রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হ'য়ে দ্বারী ॥
 আইলেন বশিষ্ঠ মুনি কুল-পুরোহিত ।
 কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত ॥
 পাত্র মিত্র ল'য়ে চর্চা করেন ভরতে ।
 দ্বারে আছেন লক্ষ্মণ সুবর্ণ-ছড়ি হাতে ॥
 মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষ্মণ ।
 রঘুনাথ সন্তোষে করাহ দর্শন ॥
 প্রজা সব বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ ॥
 রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে ।
 পুত্র-পৌত্রোভে লোক আছে নানা ভোগে ॥

(১) প্রভাস—ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ তীর্থবিশেষ । চন্দ্র বন্দারোপগ্রহ হইয়া এই তীর্থে দান করতঃ পুনর্বার পূর্বের মত প্রভাশালী হইয়াছিলেন ; এইজন্য এই তীর্থের নাম হইয়াছে প্রভাস ।

এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর ।
 হেন কালে তথা এক আইল কুকুর ॥
 রক্ত-অঁধি কুকুরের সর্ব্বাঙ্গ ধবল ।
 পঞ্চশ্রান্ত উপবাসে হয়েছে বিকল ॥
 তিন পদে চলে, এক পদ খঞ্জ তার ।
 দণ্ডের আঘাতে শিরে বহে রক্ত-ধার ॥
 তিন পদে চলিয়া আইল ধীরে ধীরে ।
 লক্ষ্মণে প্রণাম ক'রে ভাসে অশ্রুণীরে ॥

কুকুরে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 কি কারণে কুকুর, হেথায় আগমন ॥
 কুকুর কহিছে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 কহিব আমার দুঃখ রামের সদন (১) ॥
 যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া ।
 কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া ॥

লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে ।
 কুকুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে ॥
 দ্বারেতে কুকুর এক হৈল আগুসার ।
 সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার ॥
 কুকুরে আনিতে রাম কহেন সত্বর ।
 কুকুরে আনিলা তবে রামের গোচর ॥
 কুকুর নোঙায় মাথা রাজ-ব্যবহারে ।
 ব'লে নীতি-কথা শুব করে জোড়-করে ॥
 তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর ।
 কুবের বরুণ তুমি বসু পুরন্দর ॥
 তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিকপাল ।
 তোমার সকল সৃষ্টি, তুমি পরকাল ॥
 তুমি বিষ্ণু-অবতার পতিত-পাবন ।
 সকল কুকুর-দেহ লভি দরশন ॥

রাম বলেন, কত স্তুতি কর বারে বারে ।
 কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ কহ তা আবারে ॥

কান্দিয়া কুকুর বলে, অশ্রুজলে ভাসি ।
 বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সন্তাসী ॥
 সন্তাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর ।
 তিন উপবাসে আসি তোমার গোচর ॥
 কোন্ অপরাধে দণ্ডে (২) মোরে কর দণ্ড ।
 সন্তাসীরে জিজ্ঞাসা কর সভাখণ্ড (৩) ॥
 রাম বলেন, সভাখণ্ড, শুনিলে সত্বর ।
 সন্তাসীরে শীঘ্র আন আমার গোচর ॥
 ভাল মন্দ বিচার করহ সর্ব্বজনে ।
 সন্তাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে ॥

রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্বরে ।
 কুকুর আসিয়া দেখাইল সন্তাসীরে ॥
 হাতে কমণ্ডলু কক্ষে মৃগছাল তার ।
 সন্তাসীরে দেখে দূত করে নমস্কার ॥
 সন্তাসীরে ল'য়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ ।
 লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন ॥
 সন্তাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা ।
 স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন কর জীব হিংসা ॥
 অধর্ম্ম করিলে হয় নরকে নিবাস ।
 ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্তাস ॥
 পরনিন্দা পরহিংসা পরম-পাতক ।
 হিংস্রক সন্তাসী হইলে বিবস নরক ॥
 লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেন ত্যাগ করে ।
 এমন সন্তাসী পূজ্য সংসার ভিতরে ॥
 সন্তাসী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ ।
 কি দোষেতে কুকুরে করিলে দণ্ডাঘাত ॥
 জোড়হাতে কহে তবে সন্তাসী ব্রাহ্মণ ।
 দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ ॥
 সারাদিন সত্যা জপ করি গঙ্গা তীরে ।
 সত্যা কালে ভিক্ষা আশে যেতেন নগরে ॥

(১) রামের সদন—রামের নিকটে । (২) দণ্ডে—সাজিয়ে । (৩) সভাখণ্ড—সভায় সমস্ত লোক ।

কুখানলে পুড়ে অঙ্গ মেগে কিরি ভিন্কে ।
 পথ জুড়ে শুয়ে আছে কুকুর সন্মুখে ॥
 পথ ছাড় বলে ডাক দিই উচ্চৈঃস্বরে ।
 কপটে রহিল পথ না ছাড়িল মোরে ॥
 এক চক্ষে নিজা যায়, আর চক্ষে চায় ।
 ক্রোধে অঙ্গে দণ্ডাঘাত ক'রেছি মাথায় ॥
 এই কহিলাম আমি সভার ভিতরে ।
 যে হয় উচিত দণ্ড করহ আমারে ॥

রাম বলেন, সভাখণ্ড, করহ বিচার ।
 কাহার করিব দণ্ড, অপরাধ কার ॥
 জোড়হাত করি তবে সভাখণ্ড কর ।
 আমাদের বুদ্ধি সাধ্য এইমত হয় ॥
 কারো নহে রাজ-পথ রাজ-অধিকার ।
 উত্তম অধম পথে চলে ত সংসার ॥
 যদি শীঘ্র কাজ থাকে যাবে এক পাশে ।
 সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনার দোষে ॥

শ্রীরাম বলেন, তবে শুন সভাখণ্ড ।
 ধর্মশাস্ত্রে সন্ন্যাসীর করিব কি দণ্ড ॥
 জোড়হাতে রঘুনাথে কহে সভাখণ্ড ।
 গঙ্গান্নান মানা করা সন্ন্যাসীর দণ্ড ॥
 কুকুর উঠিয়া বলে, সভার ভিতরে ।
 কদাচিত্ দণ্ড না করিহ সন্ন্যাসীরে ॥
 আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার ।
 কালিঙ্গরে সন্ন্যাসীরে দেহ রাজ্যভার ॥

কুকুরের কথা শুনি সভাজন হাসে ।
 সন্ন্যাসীরে রাজ্য করে কালিঙ্গর-দেশে ॥
 রাজ্য পেয়ে সন্ন্যাসী মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে চড়ে ।
 রাজদণ্ডে সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য সে বাড়ে ॥
 আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঙ্গর-দেশে ।
 সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সর্বলোকে হাসে ॥

পরিধান কোপীন, মস্তকে ছত্র-দণ্ড ।
 রঘুনাথে ভিজ্ঞাসা করেন সভাখণ্ড ॥
 আনিল সন্ন্যাসী ধরে দণ্ড করিবারে ।
 কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সন্ন্যাসীরে ॥
 রাম বলে, রাজ্য দিমু কুকুর-বচনে ।
 ইহার যে বৃত্তান্ত কুকুর ভাল জানে ॥

ইহা শুনি সভাখণ্ড ভিজ্ঞাসে কুকুরে ।
 কুকুর বিনয় করি কহিছে সঘরে ॥
 পূর্বজন্মে কালিঙ্গরে আমি ছিমু রাজা ।
 নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব-পূজা ॥
 নীলবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা অধিষ্ঠান ।
 রাজা বিনে অশ্রু জনে পূজিতে না পান ॥
 বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে ।
 প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজ্যারে ॥
 রাজ্যারে শিবের শাপ আছয়ে এমন ।
 মরিলে কুকুর-ঘোণী না হয় খণ্ডন ॥
 কালিঙ্গর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর ।
 রাজা ছিলাম এবে আমি হয়েছি কুকুর ॥
 পাইয়া কুকুর-দেহ এতেক দুর্গতি ।
 তোমা-দরশনে এবে হইবে নিকৃতি ॥

সবে বলে, সন্ন্যাসীর বাড়িল বিষয় ।
 বিষয় এ নহে শ্রেয়, বড়ই সংশয় ॥
 কালিঙ্গরে যেই জন হয় ত রাজন ।
 লোকান্তরে কুকুর হবে, না হবে খণ্ডন ॥

কুকুর এতেক বলি রামে নমস্কারি ।
 বারাগসী খামে তবে চলে ধীরি ধীরি ॥
 প্রাণ ত্যজে কুকুর করিয়া উপবাস ।
 রাম-দরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস ॥
 কুকুর-সন্ন্যাসী-কথা পরম উল্লাস (১) ।
 গাহিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

(১) উল্লাস—হর্ষ—বিভ্রলভের আনন্দের নাম উল্লাস । এখানে হর্ষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

লবণাসুর বধ ।

সভাসনে রঘুনাথ বসিলা দেওয়ানে ।
 পাত্র মিত্র সভাজন আছে বিজ্ঞমানে ॥
 উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিজ্ঞমান ।
 প্রণিপাত করি কহে স্ত্রীরামের স্থান ॥
 মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে ।
 তোমা-দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে ॥
 রাম কহে, ঝাট আন, দ্বারে কি কারণে ।
 বড় ভাগ্য আজি মম মুনি-দরশনে ॥
 স্ত্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বরে ।
 শিষ্যসহ মুনি আনে রামের গোচরে ॥
 নমস্কার করি রাম বন্দিনী চরণ ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিলা রাম বসিতে আসন ॥
 ভার্গব বলেন, রাম, কর অবধান ।
 মহাদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান ॥
 পূর্বে রাজগণে দিশু যত যত ভার ।
 রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার ॥
 ত্রিভুবন রাধিলে হে মারিয়া রাবণ ।
 রাবণ হইতে এক আছে ত দুর্জন ॥
 সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান ।
 হিরণ্যকশিপু-পুত্র বড় বলবান ॥
 সদাশিব-প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহাবল ।
 শিবের বরেতে সে জিনেছে ভূমণ্ডল ॥
 জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান ।
 জাঠার ভেজের কথা কি কব বাধান ॥
 মন্ত্র পড়ি মধু-দৈত্য জাঠা যদি এড়ে ।
 জাঠা-মুখে ত্রিভুবন ভস্ম হ'য়ে উড়ে ॥
 হইল মধুর পুত্র লবণ মহাবল ।
 জিনিল জাঠার ভেজ পৃথিবী-মণ্ডল ॥

কুস্তনসী-গর্ভে জন্ম রাবণ-জাগিনে ।
 তাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
 মহাদুঃখ লবণ সে মথুরাতে ঘর ।
 জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর ॥
 মধুদৈত্য মহাবীর হইল পতন ।
 তাহার সে জাঠাগাছ পাইল লবণ ॥
 লবণ জাঠার ভেজ জিনে ত্রিভুবন ।
 লবণ মারিতে যুক্তি করহ এখন ॥
 লবণ লইয়া জাঠা যদি আসে রণে ।
 তাহার রণেতে জিনে নাহি ত্রিভুবনে ॥
 লবণের সঙ্গে হবে দুর্জয় সংগ্রাম ।
 তার কথা কহি কিছু শুনহ স্ত্রীরাম ॥

মাকাতা নামেতে-রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে ।
 অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভুবন শাসে ॥
 ইন্দ্রে জিনিবারে গেল অমর-ভুবন ।
 ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন ॥
 মাকাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে ।
 অর্দ্ধ-রাজ্য ভোগ কর পুরন্দর সনে ॥
 ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অমরাবতী ।
 ইন্দ্রের সহিত যাও করিয়া পিরীতি ॥
 মাকাতা আছেন চাহি করিবারে রণ ।
 ইন্দ্রে জিনি স্বর্গ লব শুন দেবগণ ॥
 রাধিব পৌরুষ আমি পুরন্দরে জিনি ।
 ত্রিভুবনে ঘুণিবেক এ বশঃ-কাহিনী ॥
 দেবগণ ল'য়ে ইন্দ্ররাজা যুক্তি করে ।
 বিনাযুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ারে ॥
 ইন্দ্র বলে, শুনহ মাকাতা মহারাজ ।
 পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ ॥
 পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে ।
 লজ্জা নাই আসিরাছ স্বর্গ জিনিবারে ॥

আছেয়ে লবণ-দৈত্য সে বড় কর্কশ ।
 রাক্ষসী-গর্ভেতে জন্ম, জাতিতে রাক্ষস ॥
 নিকটকে রাজ্য করে মথুরার দেশে ।
 তারে জিনে তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে ॥
 ইস্ত্রের বচনে লাজ পাইয়া মাকাতা ।
 মনোহুঃখে ত্রিয়মাণ, করে হেঁট মাথা ॥
 স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে জিনিবারে ।
 দূত পাঠাইল সে লবণে জানাবারে ॥
 ত্বর্য করি গেল দূত লবণ-গোচরে ।
 মাকাতা রাজন আসে তোমা জিনিবারে ॥
 লবণ শুনিয়া এত ক্রোধিত হইল ।
 লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলে গেল ॥
 দূতের অপেক্ষা দেখি মাকাতা ভূপতি ।
 যুঝিবারে গেল বীর কটক সংহতি ॥
 মাকাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ ।
 মাকাতার তেজ দেখি রুধিল লবণ ॥
 মাকাতার সেনাপতি যতেক যুঝার (১) ।
 লবণ উপরে করে বাণ অবতার ॥
 জাঠা হাতে করিয়া লবণ বীর রোধে ।
 এড়িলেক জাঠাগাছ মাকাতা উদ্দেশে ॥
 রথ অশ্ব কটক জাঠার তেজে পুড়ে ।
 মাকাতা জাঠার তেজে ভস্ম হ'য়ে উড়ে ॥
 লবণের হাতে গেল জাঠা পুনরায় ।
 পড়িল মাকাতা, যত রাজা ভয় পায় ॥
 পূর্বপুরুষ তোমার সে মাকাতা ভূপতি ।
 লবণ মাকাতা মারি রাখিল খেয়াতি ॥
 কত শত রাজগণে করিল সংহার ।
 লবণে মারিয়া রাম কর প্রতিকার ॥
 শুনিয়া মূনির কথা ভাই তিন জন ।
 জোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের সদন ॥

জোড়হাতে কহিছেন বীর শক্রঘন ।
 তুমি ভাই লক্ষণ ক'রেছ বহু রণ ॥
 আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে লবণ ।
 লবণে মারিলে যশ ঘোষে ত্রিভুবন ॥
 শক্রঘ্নের বচনে রামের হৈল হাস ।
 লবণে মারিতে রাম করিলা আশ্বাস ॥
 শক্রঘন চলিলেন মারিতে লবণ ।
 কহেন ভার্গব মূনি শুন শক্রঘন ॥
 কুড়ি হাজার মন্ত হস্তী মেরে খায় দিনে ।
 লবণের সঙ্গে যুদ্ধে খেকো সাবধানে ॥
 এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্থান ।
 ভাইগণ ল'য়ে রাম করেন অনুমান ॥
 রাম বলে, শক্রঘনে করিলাম রাজা ।
 লবণে মারিয়া পাল মথুরার প্রজা ॥
 লবণে মারিয়া তুমি হ'য়ে অধিকারী ।
 প্রজার পালন কর মথুরানগরী ॥
 শক্রঘ্ন বলেন, প্রভু, কর অবধান ।
 জ্যেষ্ঠ সবে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন ভাই শক্রঘন ।
 তোমাতে আমাতে নহে প্রভেদ ছ'জন ॥
 চলিলেন শক্রঘন মারিতে লবণ ।
 রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিলা চরণ ॥
 বিষ্ণু-অস্ত্র ছিল তাঁর অস্ত্রের প্রধান ।
 লবণে মারিতে শক্রঘনে দিলা দান ॥
 এক লক্ষ রথ নড়ে, এক লক্ষ হাতী ।
 এক লক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গতি ॥
 লবণে মারিতে বীর করিলা সাজনি ।
 শক্রঘ্নের নিজ বাস্ত সাত অকৌহিনী ॥
 লিখনে না যায় ঠাট, কটক অপার ।
 শুনিয়া বাস্তের শব্দ লাগে চমৎকার ॥

(১) যুঝার—রণকূশল; যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ।

হইল আবাঢ় গত, শ্রাবণ প্রবেশে ।
 গেলেন যমুনা-পার বাম্বীকির দেশে ॥
 শক্রধন বন্দিলেন মূনির চরণ ।
 শক্রধনে দেখে' মূনি হরষিত মন ॥
 শক্রধন বলে, মূনি, করি নিবেদন ।
 রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ ॥
 কটক সহিত আমি আইশু এদেশে ।
 অশ্রু রাত্রি তবাপ্রমে বঞ্চিব হরিষে ॥
 এতেক শুনিয়া মূনি হরষিত-মন ।
 ব্রহ্মমন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন ॥
 শক্রধনে করাইলা উত্তম ভোজন ।
 জানিলা লবণ আজি হইবে নিধন ॥

মূনি আর শক্রধন দৌহে কন কথা ।
 হেন কালে ছই পুত্র প্রসবিলা সীতা ॥
 শিশুগণ কহে আসি মূনির সাক্ষাতে ।
 ছই পুত্র যমজ প্রসব কৈল সীতে ॥
 মূনি বলেন, গোপনেতে রাখ শিশুগণ ।
 এই কথা যেন নাহি শুনে শক্রধন ॥

মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্বজন ।
 যমুনার তীরে মূনি করেন তর্পণ ॥
 মূনিকে সংবাদ দেয় শিশু একজন ।
 প্রসব করিলা সীতা যমজ নন্দন ॥
 আনন্দিত হয়ে মূনি কহিলেন শিশ্যে ।
 শিশুকে মাখাতে লব (১) আর কুশে ॥
 শুনিয়া মূনির কথা কহিল সীতার ।
 হরিষ হইয়া সীতা পুত্রেরে মাখায় ॥
 স্নান করি মূনিরাজ আসিলেন ঘরে ।
 হাসি কহে, তব পুত্রে দেখাও আমারে ॥

লব আর কুশ নাম মূনিবর রাখে ।
 লব মেখে লব হৈল, কুশে কুশ মাখে ॥
 দিনে দিনে বাড়ে ছই শিশু মহারখা ।
 এখন কহিব যে লবণ-বধ কথা ॥

এতেক বলিয়া মূনি সানন্দ-হৃদয় ।
 শক্রধন মূনি দৌহে কথাবার্তা কয় ॥
 কথোপকথনে দৌহে বঞ্চিলা রজনী ।
 প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনী ॥
 মূনি প্রণমিয়া চলে শক্রধন বীর ।
 ভার্গবের বাটী গেল যমুনার তীর ॥
 মূনি প্রণমিয়া করে যুক্তি সমুচিত ।
 মূনি বলে, স্তম্ভনা করিব বিদিত ॥
 লবণ-নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুর্জয় ।
 কিরূপে মারিব তারে শক্রধন কয় ॥
 মূনি বলে, অতিশয় দুষ্ট সে লবণ ।
 কহি হিত-উপদেশ শুন শক্রধন ॥
 রজনী-প্রভাতে যাবে যুগের উদ্দেশে ।
 আপনা পাসরে বেটা ভ্রমণের আশে ॥
 জাঠাগাছ খুয়ে যায় শিব-পূজার ঘরে ।
 ফিরে আসে নিবাসে দিবস ছ-প্রহরে ॥
 হিত উপদেশ বলি শুনহ সধর ।
 যুগয়ার হলে বেড়ে রহ তার ঘর ॥
 কোনমতে জাঠাগাছ না পায় রাক্ষস ।
 লবণ মারিতে তবে করহ সাহস ॥
 জাঠা বন্দী করিতে না পার শক্রধন ।
 না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ ॥
 শক্রধন পাইয়া এতেক উপদেশ ।
 লবণে মারিতে যায় যথার দেশ ॥

প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার ।
শক্রঘন সসৈন্যে যমুনা হৈলা পার ॥
জাঠাগাছের ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে ।
মৃগভার (১) স্কন্ধেতে লবণ আসে গড়ে (২) ॥

সৈন্যেতে সকল পথ রহিল আগুলি ।
কুপিল লবণ বীর মৃগভার ফেলি ॥
মধুদৈত্য-পুত্র সেই মথুরাতে থানা (৩) ।
বিক্রমে নাহিক অস্ত, রাবণ-ভাগিনা ॥
লবণ বলিল, মিছা জুড়ি ধনুর্বাণ ।
তোর মত কত বেটার লয়েছি পরাণ ॥
কহিছেন শক্রঘন লবণ-বচনে ।
কাটিব তোমার মুণ্ড এই ধনুর্বাণে ॥
মামা তোমার বীর ছিল সেই অহঙ্কার ।
আমার ভ্রাতার হাতে তাহার সংহার ॥
সেই রামের ভাই আমি তোমার তত্ত্ব বুলি (৪) ।
তোমার মাথা কাটিয়া রামেরে দিব ডালি ॥
খাইয়া মানুষ গরু পূর্ণ হৈল কাল ।
তোমারে মেরে মথুরার ঘুচাব জঞ্জাল ॥
লবণ বলিছে ক্রোধে, শুন শক্রঘন ।
তোমারে মারি ঘুচাইব মায়ের ক্রন্দন ॥
মামারে মারিল তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ।
মায়ের ক্রন্দন শুনি অলি নিরস্তর ॥
সেই তাপে আজি তোমারে করিব বিনাশ ।
মরিতে মানুষ বেটা এলি মোর পাশ ॥
তোমার বংশে যত রাজা তুণ হেন বাসি ।
মাকাতারে পোড়ায়েরে করেছি ভস্মরাশি ॥
শক্রঘন কহেন, এসেছি সেই কোপে ।
তোমার মাথা কাটিব' রাখিবে কারূ বাপে ॥

মারিয়াছ সূর্য্যবংশে মাকাতা ভূপতি ।
তার শোধে পাঠাইব যমের বসতি ॥
রামের কনিষ্ঠ আমি বীর-অবতার ।
তোমারে মেরে শোধিব বংশের যত ধার ॥
শক্রঘনের বচনেতে রুধিল লবণ ।
মানুষ বেটার কথা স'ব কতকণ ॥
হাতে হাতে চাপয়ে দস্তুর কড়মড়ি ।
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে জাঠা-বাড়ি ॥

লবণের মন বুঝে শক্রঘন হাসে ।
মনে কি করেছ বেটা কিরে যাবে বাসে ॥
আফালন করি বীর সিংহ যেন গর্জে ।
তা শুনি লবণ বীর ঘন ঘন তর্জে ॥
গাছ মাথর মারে লবণ সঘনে উপাড়ি ।
শক্রঘনের মাথে মারে দোহাতিয়া বাড়ি ॥
সেই ঘায়ে শক্রঘন হৈলা অচেতন ।
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণ করিছে গর্জন ॥
শক্রঘন পড়ে, সৈন্য করে হাহাকার ।
ঘরে যায় লবণ লইয়া মৃগভার ॥

হেন কালে উঠিল সে শক্রঘন দুর্জয় ।
ধনুক পাতিয়া যুঝে, নাহি করে ভয় ॥
বিষ্ণু-বাণ শক্রঘন ধনুকে জুড়িল ।
স্বাবর জঙ্গম মেরু কাঁপিতে লাগিল ॥
উদ্ভাপাত হয় যেন সেই বিষ্ণু-বাণে ।
প্রলয় হইল দেখে' ভাবে দেবগণে ॥
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ ।
শুনিয়া প্রলয়-শব্দ কাঁপে দেবগণ ॥
কোন যুগে এমত যে শব্দ নাহি শুনি ।
কি প্রলয় হইল, নিশ্চয় নাহি জানি ॥

(১) মৃগভার—শিকারে নিহত পশু সকলের বোঝা । (২) গড়ে—শিবিরে ; এখানে বাকপ্রাণাধে ।
(৩) থানা—নিবাস । (৪) তোমার তত্ত্ব বুলি—তোমার সংবাদ লইবার জন্ত বেড়াই ।

ক্রমা বলে, দেবগণ, না করিহ ডর ।
 লবণ বধিতে গর্জে শক্রের শর ॥
 সজ্জিনেন বাণ বিষ্ণু আপনার হাতে ।
 মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে ॥
 বাণের উপরে বিষ্ণু হন অধিষ্ঠান ।
 সেই বাণাঘাতে কারো নাহি রহে প্রাণ ॥
 বিষ্ণুবাণ-উপরেতে ব্রহ্ম-অগ্নি জলে ।
 সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোন কালে ॥

বিষ্ণুবাণ শক্রঘন এড়িল লবণে ।
 শূণ্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে ॥
 সিংহনাদ করি ডাকে বীর শক্রঘন ।
 কোথা আছ ওরে বেটা, দেহ আসি রণ ॥

বাণের গর্জন শুনি লবণের ডর ।
 কহিতেছে শক্রঘনে ত্রাসিত-অস্তর ॥
 কণেক কমহ মোরে খাই ভক্ষ্য পানী ।
 বাহুড়িয়া (১) আমি যুদ্ধ করিব এখনি ॥
 মনে ভাবে, জাঠা আছে দেবতার ঘরে ।
 লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে ॥

ভাহার মনের কথা জানি শক্রঘন ।
 কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জন ॥
 করিবি ভোজন তুই, আমি উপবাসি ।
 দৌহে উপবাসে যুদ্ধ আমি ভালবাসী ॥
 এখন ভোজন আর উচিত না হয় ।
 ভোজন করিবি বেটা গিয়া বমালয় ॥

কুপিল লবণ-বীর দুর্জয়-প্রতাপ ।
 আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ (২) ॥
 রঘুবংশে জন্ম তোর সর্বলোকে জানে ।
 রঘুকুল উজ্জল করিলি এত দিনে ॥

শক্রঘ্নেরে মারিবারে আইল লবণ ।
 সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে শক্রঘন ॥
 মহাশব্দে বায় বাণ জলন্ত আগুনি ।
 লবণের বৃকে বিদ্ধি সাক্ষায় মেদিনী ॥
 বিষ্ণু-বাণ বৃকে ঠেকি পড়িল লবণ ।
 দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ ॥
 শক্তিমান জাঠাগাছ গেল অস্তরীক্ষে ।
 পড়িল লবণ-বীর সর্বলোকে দেখে ॥
 জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ ।
 শক্রঘ্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
 স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিজাধরী ।
 আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী ॥

শক্রঘ্নেরে তবে ক্রমা কহিলা তখন ।
 বর মাগ মহাবীর, যাহা লয় মন ॥
 নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে ।
 স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের শঙ্কা নিবারিলে ॥
 যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে ।
 সে বর তোমারে দিবে সর্ব দেবগণে ॥

কহিছেন রামানুজ জুড়ি দুই পাদি ।
 মথুরাতে বসতি হউক পদ্ম-ঘোনি ॥
 “তথাস্তু” বলিয়া বর দিলা ততক্ষণ ।
 বর দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ ॥
 দেশ বসাইতে দিল পাত্রে সংবিধান (৩) ।
 করিল মথুরা-পুরী অদ্বুত নির্মাণ ॥
 বাড়ী-ঘরনির্মাইল আর সরোবর ।
 মৎস্ত আদি নির্মাইল নানা জলচর ॥
 বন উপবন ভাদি করিল বসতি ।
 বসাইল প্রজা যে মনুষ্য নানাভাতি ॥

(১) বাহুড়িয়া—কিরিয়া । (২) মহাপাপ—ব্রহ্মহত্যা, স্ত্র্যপান, ব্রহ্মব-হরণ, গুরুপত্নী-গমন
 ও এই সকল পাপকারী সংসর্গ যে ব্যক্তি করে । (৩) সংবিধান—আদেশ ।

বৃকোপরি পক্ষী সব করে কলধনি ।
 মুনি-মন হরে হেরে মধুর-নাচনী ॥
 রাজবাটী নির্মাণ দেখিতে সুন্দর ।
 শক্রঘন রহিলেন তাহার ভিতর ॥
 নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে ।
 অশ্রু দেশ হৈতে লোক মথুরায় আইসে ॥
 পদ্মকোটি ঘর কৈল সুবর্ণ-পঠন ।
 ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ ॥
 দ্বাদশ বৎসর থাকেন মথুরা-নগরে ।
 পালন করেন প্রজা হরিষ অন্তরে ॥
 মথুরা-নগরী আনি আপন শাসনে ।
 অযোধ্যায় চলিলেন রাম-সন্তাষণে ॥
 কটক সহিত গেলা বায়োকির দেশ ।
 সৈন্যসহ তপোবনে করিলা প্রবেশ ॥
 শক্রঘ্নে দেখেন মুনি হরষিত-মন ।
 শক্রঘ্ন করিল তাঁর চরণ বন্দন ॥
 মুনি বলে, মহাবীর, তুমি শক্রঘন ।
 লবণে মারিয়া রক্ষা কৈলে ত্রিভুবন ॥
 অনেক কষ্টেতে রাম বধিলা রাবণে ।
 লবণে মারিলে তুমি এক দিনের রণে ॥
 মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন ।
 লবণে মারিয়া কৈলে নগর পত্তন ॥
 আলিঙ্গন দিলা মুনি পরম আদরে ।
 রাখিলা সকল সৈন্য অতিথি-ব্যক্তারে ॥
 সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক ।
 নানা উপহারে ভুঞ্জে সকল কটক ॥
 সোনার পালকে বীর করিলা শয়ন ।
 মুনির বাটীতে শুনে গীত রামায়ণ ॥
 বীণার স্বরেতে নাহি হৈল আচম্বিত ।
 মধুস্বরে পান হয় রামায়ণ-গীত ॥

দেশ ছাড়ি সীতা আর শ্রীরাম লক্ষণ ।
 গাছের বাকল পড়ি প্রবেশিলা বন ॥
 শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্বলোক ।
 দশরথ মরিলেন পেয়ে পুত্র-শোক ॥
 রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ ।
 যেমতে করিলা রাজার শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥
 রাম গেলা বনে, ভরত মাতুলের পাড়া ।
 চারি পুত্র থাকিতে রাজা হৈল বাসি মড়া ॥
 চৌদ্দবৎসর রহিলেন পঞ্চবটী বনে ।
 সীতা হরি লইলেক লঙ্কার রাবণে ॥
 সবংশে রাবণে রাম করিলা সংহার ।
 বহু যুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥
 সুমধুর স্বরে গীত করিলা যে ক্ষণ ।
 সর্বলোক মোহিত শুনিয়া রামায়ণ ॥
 দুই শিশু গীত গায়, বাজাইয়া বীণা ।
 সর্বলোকে শুনে যেন অমৃতের কণা ॥
 শক্রঘ্ন চক্ষের জল নারেন রাখিতে ।
 দুই চক্ষে বারিধারা পোছেন দুহাতে ॥
 শ্রীরামের দুঃখ শুনে শক্রঘ্ন বিকল ।
 মোহ সম্বরিতে নারে, চক্ষে পড়ে জল ॥
 পাত্র মিত্র সবে বলে, শুন মহামুনি ।
 এমত অমৃত গান কভু নাহি শুনি ॥
 চারি প্রহর রজনী মধুর গীতি শুনে ।
 সর্বলোক নিদ্রা যায় নিশি আগরণে ॥
 শক্রঘ্ন বলেন, মুনি, করি নিবেদন ।
 কোথাকার দুই শিশু গায় রামায়ণ ॥
 শুনি যে সে রামায়ণ মধুর সঙ্গীত ।
 কহ মুনি' এই গীত কাহার রচিত ॥
 মুনি বলে, বার্তা জিজ্ঞাসিলে শক্রঘন ।
 দুই শিশু গান করে শিশু দুই জন ॥

আমি রচিয়াছি রামায়ণ সপ্ত কাণ্ড ।
 শুনে লোক যোক পায় অমৃতের ভাণ্ড ॥
 কহিতে এ কথা-বার্তা প্রভাতা রজনী ।
 প্রভাতে চলিলা বীর বন্ধি মহামুনি ॥
 শক্রঘন সসৈন্তে যমুনা হৈলা পার ।
 শক্রঘ্নের সনে বাস্ত বাজিছে অপার ॥
 তিন দিনে গেলা বীর অযোধ্যা নগর ।
 জোড়হাতে রহিলেন রামের গোচর ॥
 শক্রঘ্ন রামের কৈলা চরণ বন্দন ।
 তোমার প্রসাদে প্রভু মারিনু লবণ ॥
 মারিনু লবণে যুক করিয়া ভীষণ ।
 মথুরাতে প্রজা বসাইনু অগণন ॥
 বার বর্ষ না দেখিয়া তোমার চরণ ।
 ধরিতে না পারি প্রাণ হৈল উচাটন ॥
 তব অদর্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য্য ।
 কি করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য ॥
 শক্রঘ্নেরে তবে রাম দিলা আলিঙ্গন ।
 রাম বলে, ভাই, তব মধুর বচন ॥
 সবার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর ।
 তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর ॥
 পঞ্চ দিন চারি ভাই বধিব হরিষে ।
 পঞ্চ দিন পরে যেও মথুরার দেশে ॥
 জীরাম লক্ষণ আর ভরত শক্রঘ্ন ।
 চারি ভাই একত্রে হইল সস্তাষণ ॥
 চারি ভাই পঞ্চ দিন একত্রে রহিলা ।
 শক্রঘ্নেরে মথুরার বিদায় করিলা ॥
 মথুরায় হইলেন শক্রঘ্ন রাজা ।
 অযোধ্যায় জীরাম পাশ্বেন সব প্রজা ॥
 রাম-রাজ্যে প্রজা রহে হস্ত-পরিহাসে ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃতিবাসে ॥

বিপ্র-পুত্রের অকাল-মৃত্যু ও
 শূত্র-তপস্বি-বধ ।

অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্ম্মেতে তৎপর ।
 অকাল-মরণ নাই রাজ্যের ভিতর ॥
 অকস্মাৎ এক বিপ্র আইল কান্দিয়া ।
 মৃত এক শিশু পুত্র কোলেতে করিয়া ॥
 পঞ্চ বৎসরের মৃত পুত্র তার কোলে ।
 জীরামের ঘরে আসি কান্দে উচ্চরোলে ॥
 ধর্ম্মের সংসার মোর, পাপ নাহি করি ।
 অকস্মাৎ পুত্রশোক কেমন পুড়ে মরি ॥
 না করেন রাজ্যচর্চা রাম রঘুবর ।
 ত্রয়শাপ দিব আজি রামের উপর ॥
 কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি ।
 পুত্র কোলে করি কান্দে ত্রয়শপ-ত্রয়শপী ॥
 কৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চ বর্ষ পুষ্টি ।
 অকালে মরিল পুত্র রাম-রাজ্যে বসি ॥
 পিতা মাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা ।
 কোন্ দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা ॥
 অধর্ম্মীর রাজ্যে হয় হুঙ্কিত মড়ক ।
 কর্ণদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক ॥
 জীরামের রাজ্যে পুত্র অকালেতে মরে ।
 এই রাজ্য ত্যজে যাব মোরা দেশান্তরে ॥
 এত বলি ত্রী-পুরুষে ভাসে অশ্রুণীয়ে ।
 লক্ষণ সত্বর যান রামের গোচরে ॥
 অকস্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি ।
 মৃত পুত্র ল'য়ে আইল ত্রয়শপ-ত্রয়শপী ॥
 বয়সেতে বৃদ্ধ দৌছে, পুত্র নাহি আর ।
 ক্রন্দনেতে ব্যাকুল করিছে রাজদার ॥
 দ্বিজ বলে, পাপ নাহি মোর কলেবরে ।
 তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে ।

এত বলি স্ত্রী-পুরুষে করয়ে রোদন ।
 স্ত্রীরাম শুনিয়া হৈলা বিরস-বদন ॥
 ত্রাস পাইলা রঘুনাথ শুনিয়া বচন ।
 অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ ॥
 পাত্র মিত্র সন্তাসদ্ করে হাহাকার ।
 রামের আশ্রিতে সবে হৈল আশ্রয় ॥
 আইলা অগস্ত্য মুনি কুল-পুরোহিত ।
 কশ্যপ নারদ আদি হৈলা উপনীত ॥
 পাত্রমিত্র ল'য়ে রাম বসিলা দে'য়ানে ।
 ব্রাহ্মণের কথা রাম কহে সভা-স্থানে ॥
 তোমা স'বে ল'য়ে আমি করি রাজ-কাজ ।
 অকালে ব্রাহ্মণ-পুত্র মরে, পাই লাজ ॥
 শুনি রাম-কথা সবে গণিছে বিপদ ।
 স্ত্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ ॥
 মুনি বলে, রঘুনাথ শাস্ত্রের বিচার ।
 সত্যযুগে তপস্যা দ্বিজের অধিকার ॥
 ত্রেতাযুগে তপস্যা কত্রিয়-অধিকার ।
 দ্বাপরেতে তপ করে বৈশ্যের বিচার ॥
 কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি ।
 তপস্যার রীতি এই শুন রঘুপতি ॥
 অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে ।
 সেই হেতু অকালে দ্বিজের পুত্র মরে ॥
 কলিকালে শূদ্র আর পতিহীনা নারী ।
 তপস্যা করিলে সৃষ্টি নাশিবারে পারি ॥
 অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত ।
 অকাল-মরণ রীতি শুন রঘুনাথ ॥
 না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার ।
 তপস্যা করিছে কোথা শূদ্র ছুরাচার ॥
 এই হেতু মিথ্যা দোষী করয়ে তোমাকে ।
 ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হারে কান্দে পুত্রশোকে ॥

নারদের বচন রামের লয় মনে ।
 ডাক দিয়া সভামধ্যে আনেন লক্ষ্মণে ॥
 পাত্র মিত্র ল'য়ে ভাই বৈসহ বিচারে ।
 প্রিয় ভাষে ব্রাহ্মণেরে রাখহ দুয়ারে ॥
 যাবৎ না আসি আমি করিয়া বিচার ।
 তাবৎ রাখিহ দ্বিজ, না ছাড়িহ দ্বার ॥
 নারায়ণ-ঠেলে কেলি রাখ দ্বিজ-সুতে ।
 দেহ তার নষ্ট যেন না হয় কোন মতে ॥
 এত বলি কৈলা রাম রথে আরোহণ ।
 পশ্চিম-দিকেতে তবে করিলা গমন ॥
 পশ্চিমের যত দেশ করিয়া বিচার ।
 উত্তর দিকেতে রাম কৈলা আশ্রয় ॥
 উত্তরের যত দেশ করি অন্বেষণ ।
 পূর্ব-দিকে রঘুনাথ করেন গমন ॥
 পূর্বদিক বিচারিয়া গেলেন দক্ষিণে ।
 এক শূদ্র তপ করে মহা ঘোর বনে ॥
 করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুকর ।
 অধোমুখে উরুপদে আছে নিরস্তর ॥
 বিপরীত অগ্নিকুণ্ড অগ্নিছে সম্মুখে ।
 ব্যাপিল বহির ধূম স্তবর্ণ-রাশিকে ॥
 দেখিয়া কঠোর তপ স্ত্রীরামের ত্রাস ।
 ধন্য ধন্য বলি রাম যান তার পাশ ॥
 জিজ্ঞাসা করেন তারে কমল-লোচন ।
 কোন্ জাতি, তপ কর, কোন্ প্রয়োজন ॥
 তপস্বী বলেন, আমি হই শূদ্র-জাতি ।
 শম্বুক-নাম ধরি আমি শুন মহামতি ॥
 করিব কঠোর তপ দুর্ভাগ সংসারে ।
 তপস্যার কলে যাব বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥
 তপস্বীর বাক্যে কোপে কাপে রাম-কৃপ ।
 খড়গাঘাতে কাটিলেন তপস্বীর মূণ্ড ॥

সাধু সাধু শক করে বড় দেবগণ ।
 রামের উপরে করে পুষ্প-বরিষণ ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, রাম, কৈলে বড় কাজ ।
 শূদ্র হ'য়ে তপ করে, পাই বড় লাভ ॥
 রামে তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা কহেন তখন ।
 মনোনীত বর মাগি লহ যে এখন ॥
 শ্রীরাম বলেন, যদি দিবে বরদান ।
 তব বরে জীয়ে যেন ব্রাহ্মণ-সন্তান ॥
 ব্রহ্মা বলে, এ বর না চাহ রঘুমণি ।
 শূদ্র কাটা গেল, দ্বিজ বাঁচিল আপনি ॥
 আপনা-বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ ।
 মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিন ভুবন ॥
 দৃষ্টে সৃষ্টি নাশ কর, নিমিষে সৃজন ।
 তোমার আশ্চর্য্য মায়া বুঝে কোনজন ॥
 এত বলি বিরিকি করেন অস্তুর্জান ।
 শুনিয়া শ্রীরাম অতি উল্লাসিত-প্রাণ ॥
 এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কুমার ।
 দেখি সভাসদ লোকে লাগে চমৎকার ॥
 ভরত-লক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর ।
 রঘুনাথে আশীর্বাদ করিয়া বিস্তর ॥
 হইল রামের হাতে তপস্বি-বিনাশ ।
 স্বৰ্গ-বিমানেতে (১) চড়ি গেল স্বৰ্গবাস ॥
 দ্বিজ-পুত্র প্রাণলাভে রামের উল্লাস ।
 রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব-বৃত্তান্ত ।
 অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগতি ।
 পাত্রমিত্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি ॥
 মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে ।
 শ্রীরাম বলেন, সবে চল সেই পথে ॥
 অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্যরথে ।
 পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে ॥
 গৃধিনী পেচকে দ্বন্দ্ব বাসার লাগিয়া ।
 আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়া ॥
 অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর ।
 নানা জাতী পক্ষী সব আছে একস্তর ॥
 সারস সারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা ।
 গৃধিনী কোকিল চিল আর কাল-পেঁচা ॥
 সারী শুক কাকাতুয়া চড়া মৎস্তরক (২) ।
 খঞ্জন খঞ্জনী ফিলে ধকড়িয়া (৩) কঙ্ক (৪) ॥
 বাবুই পাউই (৫) শিখী পক্ষী হরিতাল (৬) ।
 পায়রা প্রবাল (৭) আর শিকরা (৮) সফাল (৯) ॥
 বক বকী বাহুড় বাহুড়ী মুরি (১০) টিয়া ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাঠ-ঠোকরিয়া (১১) ॥
 জলে শূলে আছিল যেখানে যত পক্ষ (১২) ।
 করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব হৈয়া দুই পক্ষ (১৩) ॥
 গৃধিনী কহিছে, পেঁচা ছাড় মোর বাসা ।
 পর-ঘরে রহিবে, কেমনে কর আশা ॥
 পেঁচা বলে, কোথা হৈতে আইলি গৃধিনী ।
 এককাল বাসা মোর, তোরে নাহি চিনি ॥

(১) স্বৰ্গ-বিমানেতে—সেবতাসের শূন্যমার্গগামী সোণার বধে । (২) মৎস্তরক—মাছ রাঙা ।
 (৩) ধকড়িয়া—পক্ষিবিশেষ । (৪) কঙ্ক—হাড়গিলে পাখী । (৫) পাউই—পক্ষিবিশেষ । (৬) হরিতাল—
 খুব ছোট পাখী ; ইহার সবিধা ফুলের মধু খাইতে ভালবাসে । (৭) প্রবাল—খুব বড় বাজ-পাখী ।
 (৮) শিকরা—শিকারী পাখী । (৯) সফাল (সফাল)—স্তেন পাখী । (১০) মুরি—তোতা জাতীয়
 পক্ষিবিশেষ । (১১) কাঠ-ঠোকরিয়া—কাঠ-ঠোকরা । (১২) পক্ষ—পাখী । পক্ষ—বল ।

কোন্দল উভয়ে মিলি, করে মারামারি ।
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি ॥

গৃধিনী বলিছে, রাম, কর অবধান ।
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান ॥
যুদ্ধেতে জিনিলে তুমি দেব সুরপতি ।
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি ॥
দিবাকর জিনি তেজ বিশাল তোমার ।
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি পতীর অপার ॥
পবন জিনিয়া তব স্বরিত গমন ।
অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন ॥
পৃথিবী পালিতে তুমি দয়াল শরীর ।
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর ॥
স্বর্গ-মর্ত-পাতালে তোমার করে পূজা ।
ত্রিভুবন-মধ্যে রাম তুমি মহারাজা ॥
রজোগুণ ধর তুমি সৃষ্টির কারণ ।
সবগুণে সবার্কার করহ পালন ॥
সংসার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর ।
আত্মনিবেদন (১) করি তোমার গোচর ॥
স্বজিলাম বাসা আমি কহ করি আশা ।
বলেতে পেচক মোর কাড়ি লয় বাসা ॥

পেঁচা বলে, রাম, তুমি বিষ্ণু-অবতার ।
রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার ॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিবা-রাত্রি ।
অনাথের নাথ, তুমি অগতির গতি ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি পরম শীতল ।
বিপদ নাশিতে তুমি অলস্ত অনল ॥
আদি অন্ত মধ্য তুমি, নির্ঝনের ধন ।
সেবক-বৎসল তুমি, দেব নারায়ণ ॥

অঙ্কের নয়ন তুমি, দুর্ব্বলের বল ।
অপরাধী হই যদি দেহ প্রতিকল ॥

সভা কৈলা রঘুনাথ বসি বৃন্দতলে ।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিল সকলে ॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইলা মুনিগণ ।
সুমন্ত্র কশ্যপ মুনি আইলা দুইজন ॥
শ্রীরাম কহেন, কথা সভাসদ শুনে ।
হেনকালে দেবগণ আইলা সেখানে ॥
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর ।
কতকাল হইতে তোর এই বাসা-ঘর ॥
গৃধিনী কহিছে, শুন বচন আমার ।
মহা-প্রলয়েতে যবে হৈল নিরাকার ॥
বিষ্ণু-নাভি-পদ্ম-মূলে ত্রক্ষার উৎপত্তি ।
দেব দানব বিধাতা স্বজিল নানা জাতি ॥
তখন অবধি বাসা এ ডালে আমার ।
কোন্ লাঞ্জে পেঁচা বেটা করে অধিকার ॥
ঈশ্বং হাসেন রাম গৃধিনী-বচনে ।
পেঁচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচার-বিধানে (২) ।

পেঁচা বলে, নিবেদন শুন রঘুবর ।
বৃন্দের উৎপত্তি হৈল ধরণী-উপর ॥
তারপরে উৎপত্তি হইল যত ডাল ।
এইরূপে বনমধ্যে যায় কতকাল ॥
উড়িতে অশক্ত হৈমু, হৈল বৃন্দনাশ ।
তারপরে এই ডালে করিলাম বাসা ॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ বিচার ।
মিথ্যা বন্দ্য করে কেন এই বাসা কার ॥
সভাতে বসিয়া যেন সত্য নাহি কর ।
কোঠিকর বৎসর নরক মাঝে রয় ॥

(১) আত্ম-নিবেদন—আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া; আত্মহান। (২) বিচার বিধানে—বিচার
করিবার জন্ত।

এক এক বৎসরে বন্ধন নাহি খসে ।
 তিন কুল নষ্ট হয় মিথ্যা-সাক্ষী-দোষে ॥
 জীরামের বচনেতে কহে রাজ্যখণ্ড ।
 গৃধিনীর উপরে উচিত রাজদণ্ড ॥
 চারিবেদ সর্বশাস্ত্র তোমার গোচর ।
 সাক্ষাতে শুনিলে প্রভু গৃধিনী-উত্তর ॥
 প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে ।
 স্বাবর জন্ম (১) কিছু না ছিল সংসারে ॥
 ত্রিভুবন শূন্য যবে একা নিরঞ্জন ।
 সেই নিরঞ্জন হৈল সৃষ্টির কারণ ॥
 জলেতে পৃথিবী ছিল, করিয়া উদ্ধার ।
 পৃথিবী সৃষ্টিয়া কৈল জীবের সঞ্চার ॥
 বিষ্ণু-নাভি-পদ্মে হৈল ত্র্যম্বক উৎপত্তি ।
 দেবাদি নরাদি সৃষ্টি কৈলা নানাভাতি ॥
 আগে জীব সৃষ্টিলেন বৃক্ষ হৈল পিছে ।
 ক্রুরূপে গৃধিনী আসি বাসা কৈল গাছে ॥
 গৃধিনী অশ্রয় বলে সভার ভিতর ।
 রাজদণ্ড অর্শে (২) প্রভু গৃধিনী উপর ॥
 সন্তামধ্যে মিথ্যা কহে, নাহি ধর্ম-ভয় ।
 গৃধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয় ॥

দেবগণ কহে, রাম, করি নিবেদন ।
 স্বাভাবিক গৃধিনী যে নহে এই জন ॥
 রয়েছে গৃধিনী পক্ষী হ'য়ে ত্র্যম্বকশাপে ।
 শাপযুক্ত কর পক্ষী, না মারিহ কোপে ॥
 জীরাম বলেন, কহ এ বা কোন্ জন ।
 ত্র্যম্বকশাপ ভোগ করে কিসের কারণ ॥
 দেবগণ কহে, এই ছিল যে রাজন ।
 প্রত্যহ করা'ত লক্ষ ত্র্যম্বক ভোজন ॥
 হৈবে এক বিপ্র চুল পাইল অয়েতে ।
 বৃশভিরে শাপ দ্বিজ দিলেক কোথেকে ॥

ত্র্যম্বকশাপে মাংস দিয়া করিলে অনীত (৩) ।
 গৃধিনী হইয়া খাও মাংস ও শোণিত ॥
 শাপ শুনি ভূপতির বিরস-বদন ।
 দ্বিজের চরণ ধরি করিল ক্রন্দন ॥
 শাপ বিমোচন, প্রভু, করহ এখন ।
 কত দিনে হবে মোর শাপ-বিমোচন ॥
 শুবে তুষ্ট হ'য়ে বিপ্র কহিতে লাগিল ।
 শাপে মুক্ত হবে, বলি আশাস করিল ॥
 রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু বেই কালে ।
 শাপে মুক্ত হবে তুমি তাঁরে পরশিলে ॥
 ত্র্যম্বকশাপে পক্ষীষোনি হইল ভূপতি ।
 গৃধিনীর বৃত্তান্ত শুনহ রঘুপতি ॥
 বহু দুঃখ পায় রাজা এতেক চূর্ণগতি ।
 তুমি পরশিলে হয় পক্ষীর সদগতি ॥
 দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমণি ।
 গৃধিনীরে স্পর্শ রাম করেন তখনি ॥
 পক্ষিদেহ পরিহারি নিজ দেহ ধরি ।
 বিমানেন্তে ভূপতি চলিল স্বর্গপুরী ॥
 দিব্যরথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস ।
 পাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

জীরামের অগস্ত্যশ্রমে গমন ও বৈতন্য-বাণের
 উপাখ্যান ।

জীরামেরে সন্তাবিয়া বত দেবগণ ।
 সকলে চলিয়া গেল অমর-ভুবন ॥
 সৈন্য সহ রাখিলেন বান ততক্ষণ ।
 অগস্ত্যের বাণীতে দিলেন দরশন ॥
 অগস্ত্য-চরণ রাম করেন বন্দন ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া দিলা বসিতে আসন ॥

(১) স্বাবর জন্ম—স্থিতিশীল ও গতিশীল । (২) অর্শে—বর্ষে ; খাণ্ড হয় । (৩) অনীত—অভ্যর্থন ব্যবহার ।

রত্ন-অলঙ্কার বিশ্বকর্ষ্মার নিৰ্ম্মাণ ।
 সেই অলঙ্কার মুনি রামে দিলা দান ॥
 রাম বলেন, শুন মুনি, না হয় বিধান ।
 ক্ষত্র হ'য়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান ॥
 অগস্ত্য বলেন, রাম, শুন মোর বাণী ।
 অবধান কর, কহি ইহার কাহিনী ॥
 সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা ।
 ব্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষত্র রাজা ॥
 স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন ।
 পৃথিবীতে ক্ষত্র রাজা পালেন ব্রাহ্মণ ।
 লোকপাল (১) স্থানে ক্ষেত্র নামে ক্ষত্র রাজা ।
 ল'য়ে গেল যত্ন করি ব্রাহ্মণের পূজা ॥
 ইন্দ্ররাজার পুরে ক্ষত্রিয়ে দিতে দান ।
 লোকপাল মধ্যে রাম তুমি সে প্রধান ॥
 ক্ষত্রকুলে জন্ম তব, বিষ্ণু অবতার ।
 তোমারে করিতে দান উচিত আমারি ॥
 তোমার শরীর-যোগ্য এই অলঙ্কার ।
 অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈলা পুরস্কার ॥
 শ্রীরাম বলেন, মুনি জিজ্ঞাসি কারণ ।
 কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ ॥
 হেন অলঙ্কার নাহি সংসার-ভিতরে ।
 এ রত্ন পাইলে কোথা, কহিবে আমারে ॥
 অগস্ত্য বলেন, তবে শুন রঘুবর ।
 সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর ॥
 একেশ্বর তপ করি হরিষ অন্তর ।
 অঘোর কাননে (২) একা থাকি নিরন্তর ॥
 সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি ।
 চারি ক্রোশ পথ জুড়ি আছে এক পুরী ॥

পুরীখান দেখি তথা অতি মনোহর ।
 অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর ॥
 মনোহর সরোবর বনের ভিতরে ।
 নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে ॥
 একদিন প্রত্যাষেতে করি গাত্রোখান ।
 সরোবর-তীরে যাই করিবারে স্নান ॥
 আশ্চর্য্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে ।
 শব এক প'ড়ে আছে সরোবর-তটে ॥
 মড়া হ'য়ে ক্ষয় নাহি, অতি মনোহর ।
 বিষ্ণু-অধিষ্ঠান যেন পরম-সুন্দর ॥
 চন্দ্রের কিরণ গায়, সূর্য্য হেন জ্যোতি ।
 অতি মনোহর মড়া সুন্দর-মুরতি ॥
 হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসি কারণ ।
 মড়ারূপ দেখিয়া বিস্ময় হৈল মন ॥
 সেই মড়া-রূপ আমি করি নিরীক্ষণ ।
 হেন কালে অমর আইলা একজন ॥
 সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে ।
 সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে ॥
 কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বাজায় বাঁশী ।
 আইলেন অবনীতে অমর-নিবাসী ॥
 সেই সরোবর-জলে অঙ্গ পাখাঙ্গিল ।
 সুগন্ধ চন্দন দিয়া অঙ্গ-শোভা কৈল ॥
 সেই মড়া ল'য়ে তিনি করিয়া ভঙ্গণ ।
 হরবেতে রথে গিয়া কৈলা আরোহণ ॥
 রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায় ।
 হেনকালে জোড়-হাতে জিজ্ঞাসিনু তাঁর ॥
 দেবরথে চড়ি আহ দেব-অবতার ।
 দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার ॥

(১) লোকপাল—শিব, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, বসু ও নৈর্ঘাত । (২) অঘোর কাননে—
অতিশয় ভয়ানক বনে ।

ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি ।
 কহিতে লাগিল মোরে করি জোড়-পানি ॥
 স্বর্গ-রাজ্যের পুত্র আমি দৈত্য নাম ধরি ।
 পিতা বিজ্ঞমানে আমি স্বর্গে রাজ্য করি ॥
 পিতা স্বর্গবাসে গেল কতদিন পরে ।
 রাজ্যভার দিয়া আমি কনিষ্ঠ সোদরে ॥
 নীরাহারে (১) তপ আমি করিষু বিস্তর ।
 স্বর্গ-প্রাপ্তি হৈল মোর ত্যজি কলেবর ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈলে আমি সহিতে না পারি ।
 জিজ্ঞাসিষু বিরিকিরে কর-জোড় করি ॥
 স্বর্গপুরে আইলাম তপস্কার ফলে ।
 ক্ষুধানলে সতত আমার অঙ্গ জলে ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, ভুঞ্জ আপনার ফল ।
 ক্ষুধার্শ্বেরে নাহি তুমি দিলে অন্ন-জল ॥
 যাহা দেয়, তাহা পায়, বেদের লিখন ।
 আপনি ভাবিয়া রাজ্য বুঝহ এখন ॥
 আপনা করিলে তুষ্ট ভোক্তার আশে ।
 নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হরিষে ॥
 না পচিবে, না গলিবে, মধুর সুস্বাদ ।
 সে শরীর খাইলে ঘৃচিবে অবসাদ ॥
 ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন ।
 এতেক দুর্গতি মোর খণ্ডন কারণ ॥
 কাভরে কহিষু ধরি ব্রহ্মার চরণে ।
 এই দুঃখ অবসান হবে কতদিনে ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন, কথা শুনহ রাজন ।
 যেমতে হইবে তব পাপ বিমোচন ॥
 তপ করিবারে যাবে অগস্ত্য মুনিবর ।
 নিদাঘেতে (২) তপ করিবেন একেশ্বর ॥
 তোমার সহিত তাঁর হবে দরশন ।
 তাঁরে দান দিলে তব পাপ-বিমোচন ॥

বহু তপ করিয়াছ, না করিলে দান ।
 অগস্ত্যেরে দান দিলে হবে পরিত্রাণ ॥
 সে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি ।
 এ হেন পাপেতে যদি রক্ষা কর তুমি ॥
 চারি যুগে মড়া খাই বিধির বচনে ।
 আজি শুভদিন মম তব দরশনে ॥
 তোমা বিনা আমার নাহিক অণু গতি ।
 তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি ॥
 কৃপা কর মুনিবর, করি পরিহার (৩) ।
 তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার ॥
 স্তুতিবশে দান আমি করিষু গ্রহণ ।
 অন্ন হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ ॥
 তার দান লইলাম এই সে কারণ ।
 মৃত-দেহ নষ্ট তার হইল তখন ॥
 অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ।
 তোমাতে এ দান দিলে আমার মুক্তি ॥
 মোরে দান দিয়া পাইয়াছে পরিত্রাণ ।
 মম পরিত্রাণ হয় তুমি নিলে দান ॥
 অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস ।
 কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

দর্শনোপায় বৃত্তান্ত ।

বিদর্ভ-দেশেতে রাজা খেত নরেশ্বর ।
 বন মধ্যে তপ রাজা করে নিরন্তর ॥
 সে বনেতে জন্তু নাই কিসের কারণ ।
 এমন আশ্চর্য্য বন শতেক যোজন ॥
 মুনি বলিলেন, রাম, তব পূর্ব্ববংশে ।
 নল-নামে রাজা ছিল বিদর্ভের দেশে ॥
 পৃথিবী-বিখ্যাত রাজা ধর্ম্মে রাজ্য করে ।
 তার পুত্র হইল, ইক্ষ্বাকু নাম ধরে ॥

(১) নীরাহারে— কেবলমাত্র জল পান করিয়া । (২) নিদাঘেতে— গ্রীষ্মকালে । (৩) পরিহার— আর্ধনৈশ ।

ইন্দ্রাকু হইতে সূর্য্যবংশের প্রচার ।
 পৃথিবী ভিতরে কারো নাহি অধিকার ॥
 সত্য করাইয়া রাজা পাত্রে রাজ্য দিল ।
 তপস্বী করিয়া রাজা স্বর্গবাসে গেল ॥
 ইন্দ্রাকু-কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম ঋষ্য দণ্ড ।
 ইন্দ্রাকু জিনিয়া সেই নিল ছত্র-দণ্ড ॥
 সূর্য্যবংশে জন্মিয়া সে করে অন্যচার ।
 পরাস্ত হইয়া তারে দিল রাজ্য-ভার ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ-পর্কতে ভূপতি রাজ্য করে ।
 মধু-নামে পুরী তথা বসাইল পরে ॥
 এক পুরী কৈল তথা দণ্ড নরেশ্বর ।
 ইন্দ্রের অধিক সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর ॥
 সুখেতে থাকিতে তার দেবতা পায়ণ্ড (১) ।
 শুক্রের বাটাতে এক দিন গেল দণ্ড ॥
 অবজা-নামেতে এক শুক্রের কুমারী ।
 পুষ্প তুলিবারে আইল পরমা-সুন্দরী ॥
 রূপে আলো করে কণ্ঠা, সুখে তুলে ফুল ।
 কণ্ঠারে দেখিয়া রাজা হইল ব্যাকুল ॥
 দেখিয়া কণ্ঠার রূপ অতি প্রীতমন ।
 বিনয় করিয়া কহে মধুর বচন ॥
 কাহার প্রেয়সী তুমি, কণ্ঠা বল কার ।
 অবশ্য কহিবে মোরে সত্য সমাচার ॥
 কণ্ঠা বলে, শুন রাজা, নিবেদন করি ।
 শুক্র-মুনি-কণ্ঠা আমি অবজা নাম ধরি ॥
 মোর পিতা হয় তব কুল-পুরোহিত ।
 আমার সহিত ব্যঙ্গ না হয় উচিত ॥
 রাজা বলে, তোমা ছেরি প্রাণ নাহি ধরি ।
 প্রাণ রক্ষা কর মোর, শুন গো সুন্দরী ॥

আমার রমণী হৈলে, হব তব দাস ।
 মন-সুখে র'ব আমি সদা তব পাশ ॥
 শত শত দেবকণ্ঠা ক'রে দিব দাসী ।
 সর্ব্ব নারী জিনি হবে আমার মহিষী ॥
 যদি নাহি শুন কণ্ঠা বচন আমার ।
 বলে অপমান আমি করিব তোমার ॥
 রাজার বচন শুনি বলিল অবজা ।
 অপমান করিলে মরিবে দণ্ড-রাজা ॥
 তব কার্য্যে পিতা যদি পান মনস্তাপ ।
 সবংশে মরিবে রাজা, পিতা দিলে শাপ ॥
 অগ্রে পিতৃ-অনুমতি করহ গ্রহণ ।
 তবে মোর তব সনে হইবে মিলন ॥
 রাজা বলে, তব পিতা আসিবে কখন ।
 তদবধি স্থির নাহি হয় মোর মন ॥
 তোমা বিনা আর মোর মনে নাহি আন ।
 আমারে সদয়া হয়ে কর প্রাণদান ॥
 প্রাণ-রক্ষা কর মোরে করিয়া বরণ ।
 তোমা বিনা কেনো মোর না র'বে জীবন ॥
 জোড়হাত করি রাজা পড়ে কণ্ঠা-পা'য় ।
 উত্তর না দিয়া কণ্ঠা, রাজারে বুঝায় ॥
 দৈবের নির্ব্বন্ধ, কণ্ঠা নুপে দেয় গালি ।
 রুষ্ট হয়ে অপমান করে মহাবলী ॥
 রোদন করয়ে কণ্ঠা, আলুয়িত কেশ ।
 অপমানে অবজার বিগলিত বেশ ॥
 নিদারুণ অপমানে অবজা কাতর ।
 এতেক দেখিয়া রাজা পলায় নগর ॥
 কণ্ঠারে পীড়িয়া দণ্ডরাজা গেল ঘর ।
 'কোথা পিতা' বলি কণ্ঠা কান্দিল বিস্তর ।

(১) পায়ণ্ড—পা (ধর্মে) যতের ভায় ব্যবহার বে করে—অর্থাৎ বিধর্মা ; এখানে প্রতিকূলঅর্থে ব্যবহার হইয়াছে।

আইলেন শুক্রমুনি ল'য়ে শিষ্যগণ ।
 হেঁট মাথা করি কক্ষা করিছে রোদন ॥
 কাঁদিছে অবজা কক্ষা, সম্মুখে দেখিল ।
 ধ্যানস্থ হইয়া মুনি সকল জানিল ॥
 ক্রোধাধিত হৈল মুনি অগ্নি-শিখা-প্রায় ।
 গুরুকক্ষা অপমান—সহ্য নাহি যায় ॥
 অভিশাপ দিলা মুনি সহ শিষ্যগণে ।
 পুড়িয়া মরুক রাজা অগ্নি-বরিষণে ॥

অগ্নিবৃষ্টি রাজ্যেতে করিল সাত রাত্তি ।
 সবংশে পুড়িয়া মরে দণ্ড-নরপতি ॥
 ঘোড়া হাতী পুড়ে আর যতেক ভাণ্ডার ।
 শতেক যোজন পুড়ে হইল অঙ্গার ॥
 সবংশেতে দণ্ড-রাজা হইল বিনাশ ।
 শুক্রমুনি বসিলেন, ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥
 ব্রহ্মশাপে শত যোজন না হয় বসতি ।
 দণ্ডরণ্য বলিয়া সে বনের খেয়াতি ॥
 ব্রহ্মশাপে পশু-পক্ষী নাহি মুনিগণ ।
 বনের বৃক্ষান্ত শুন রাজীবলোচন ॥

বেলা অবসান হৈল উপনীত সন্ধ্যা ।
 সেই-স্থানে দুই জন করিলেন সন্ধ্যা ॥
 মিষ্টান্ন ভোজন মুনি করাইলা রামে ।
 সেই দিন বসিলেন মুনির আশ্রমে ॥
 রজনী প্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানী ।
 মুনিরে প্রণামি কহে হুমধুর বাণী ॥
 তোমা দরশনে মোর সকল জীবন ।
 আরবার দেখি যেন তোমার চরণ ॥
 মুনি বলে, রাম, তব মধুর বচন ।
 তোমার বচনে তুষ্ট যত দেবগণ ॥

অনাথের নাথ তুমি ত্রিমশের পতি ।
 তোমা দরশনে বড় পাইলাম শ্রীতি ॥
 মুনির চরণে রাম নমস্কার করি ।
 উপনীত হৈল গিয়া অযোধ্যা-নগরী ॥
 শুনিলে রামের গুণ সিদ্ধ অভিজাত ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃতিবাস ॥

ব্রাহ্ম-বধ বিবরণ ।

সভা করি বসিলেন কমল-লোচন ।
 ভরত শক্রয় আসি বন্দিল চরণ ॥
 রাম বলেন, ভরত লক্ষ্মণ শক্রঘন ।
 একমনে শুন সবে আমার বচন ॥
 ব্রহ্মবধ করিয়া করেছি মহাপাপ (১) ।
 তে-কারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ ॥
 রাজসূয়-যজ্ঞ আমি করিব এখন ।
 তাহার উদ্যোগ কর, তাই তিন জন ॥

এত শুনি তিন তাই করে হাহাকার ।

রাজসূয়-যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার ॥
 পূর্বে রাজসূয় কৈল রাজা শশধর ।
 গৃহে পক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর ॥
 রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণে ।
 মরিল মকর মৎস্য পুড়িয়া আগুনে ॥
 রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর ।
 সুরাসুর-বৃক্ষ তাহে হইল বিস্তর ॥
 সগর-রূপতি পূর্বে বংশেতে তোমার ।
 পৃথিবীর যত রাজা গুণে বশ যার ॥
 রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয় ।
 বংশ মজাইল, শেষে আপনি সংশয় (২) ॥

(১) বিজয়া মুনির পুত্র বাবণ । বাবণকে বধ করার কারণেই ব্রহ্মবধ পাপ ঘটিয়াছিল । (২) বংশ
 —সিগরগণ ।

ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকার ।
 ভরত রামের প্রতি কহে আরবার ॥
 হরিশ্চন্দ্র-নামে রাজা তব পূর্ব-বংশে ।
 রাজসূয়-যজ্ঞ করি দুঃখ পাইল শেষে ॥
 হরিশ্চন্দ্র রাজা দান করিয়া পৃথিবী ।
 পুত্র-আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী ॥
 রাজ্য ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যায় বারাণসী ।
 দক্ষিণা চাহিল তারে বিশ্বামিত্র ঋষি ॥
 দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না ।
 স্ত্রী-পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেক দক্ষিণা ॥
 এত দুঃখ, তবু না পাইল স্বর্গবাস ।
 রাজসূয়-যজ্ঞে রাজার হেন সর্বনাশ ॥
 অন্তরীক্ষে ফিরে রাজা কর্ণের দোষেতে ।
 স্থান না পাইল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালেতে (১) ॥
 হেন রাজসূয়-যজ্ঞে কেন কর মন ।
 রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ ॥
 অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি ।
 রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে ঘটিবে ছর্গতি ॥
 রাজসূয় না হইল ভরত কারণ ।
 ভরতের বাক্যে স্ত্রীরামের অন্ত মন ॥
 ভরতের বাক্য যদি হৈল অবসান ।
 লক্ষণ কহেন, তবে রাম-বিচ্যমানি ॥

জোড়-হাতে কহিলেন ঠাকুর লক্ষণ ।
 অশমেধ-যজ্ঞ কর কমল লোচন ॥
 পূর্বে ব্রহ্ম বধ কৈল দেব-পুরন্দরে ।
 ব্রহ্মহত্যা এড়াইল অশমেধ ক'রে ॥
 বৃত্র নামে অসুর সে বিপ্রের নন্দন (২) ।
 আপনার বাহুবলে জিনে ত্রিভুবন ॥
 বৃত্রাসুর-প্রতাপেতে কাঁপে আখণ্ডল (৩) ।
 ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশ-মণ্ডল ॥
 ধার্মিক যে বৃত্রাসুর, ধর্ম্যে রাজ্য পালে ।
 বিনা বৃষ্টি-বরিষণে নানা শস্য ফলে ॥
 পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল তপস্যা কারণ ।
 অসুরের তপস্যাতে কাঁপে দেবগণ ॥
 দেবগণ ল'য়ে গেল বিষ্ণুর গোচর ।
 বৃত্রাসুর-তপ-কথা কহে পুরন্দর ॥
 ধার্মিক যে বৃত্রাসুর মহাবল বলে ।
 তার সম রাজা নাই অবনী-মণ্ডলে ॥
 বহু তপ করে সে, পুণ্যের নাহি সংখ্যা ।
 যাহা চাবে, তাহা পাবে, কারো নাহি রক্ষা ॥
 বিষ্ণুর চরণ সবে করেন স্তবন ।
 বৃত্রাসুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ ॥
 বিষ্ণু কহে, বৃত্রাসুর বড়ই চতুর ।
 আমার সেবাতে মান বেড়েছে প্রচুর ॥

(১) বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রগণ হরিশ্চন্দ্র রাজার পিতা ত্রিশঙ্কর সশরীরে স্বর্গগমনের পথ বোধ করিলে বিশ্বামিত্র ঋষি তপোবলে ত্রিশঙ্ককে স্বর্গে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করেন । স্বর্গে উত্তীর্ণ হইবার সময় ত্রিশঙ্কু নিজের কীর্তিকাহিনী প্রকাশ করিতে থাকায় তাঁহার অধোগতি হয় । ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে নুতন এক নন্দ্র-লোক সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে স্থাপিত করেন । ইহাই পুরাণ-সম্বন্ধ কথ্য । কিন্তু কুন্তিবাস হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে এই কথা কোথায় পাইলেন—আমরা অবগত মহি । বোধ হয়, কোনো অশিক্ষিত গায়ক কর্তৃক এই অংশ প্রকৃষ্ট হইয়া থাকিবে । (২) বৃত্র ঋষির পুত্র বিষ্ণুরূপ দেব-পুত্রোদ্ভূত হইয়াছিলেন । বিষ্ণুরূপ গোপনে অসুরদিগকে হবির্ভোগ দিতেন জানিতে পারিয়া ইন্দ্র বিষ্ণুরূপকে বধ করেন । এই বিষ্ণুরূপের পিতা বৃত্রাসুর হইয়া ইন্দ্রের বিনাশের জন্য যজ্ঞ আহুতিবিষয়ে লাগিলেন । আহুতি দিবার সময়ে সেই ব্রহ্মহত্যা হইতে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হয় । (৩) আখণ্ডল—ইন্দ্র ।

স্বহস্তে মারিতে কভু যুক্তি নাহি হয় ।
 প্রকারে (১) বধিয়া তারে, ঘুচাইব ভয় ॥
 তিন অংশ হইব অস্তুরে মারিবারে ।
 এক অংশ র'ব গিয়া পাতাল-ভিতরে ॥
 আর এক অংশ আমি র'ব মর্ত্য-পুরে ।
 আর এক অংশ র'ব তোমার শরীরে ॥
 তোমার শরীরে আমি হইমু দোসর ।
 বৃত্রাস্তুরে মারিবারে চলহ সত্বর ॥

যুদ্ধেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে ।
 প্রবেশ করিল গিয়া বৃত্রাস্তুর-রণে ॥
 বৃত্রাস্তুর দেখি দেবে লাগে চমৎকার ।
 ইন্দ্রে বলিল, হব সহায় তোমার ॥
 বিষ্ণুতেজে পুরন্দর বহু শক্তি ধরে ।
 বজ্র হানিলেক বৃত্রাস্তুরের উপরে ॥
 বজ্র-অস্ত্র-আঘাতেতে বৃত্রাস্তুর মরে ।
 ব্রহ্মবধ প্রবেশিল ইন্দ্রের শরীরে ॥
 ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ইন্দ্র ত্রাসিত অস্তুরে ।
 বৃত্রাস্তুরে মারি ইন্দ্রে মহাপাপে ঘেরে ॥
 পাপে পূর্ণ হ'য়ে ইন্দ্র ভাবেন বিবাদে ।
 বৃত্রাস্তুরে মারি আমি পড়িমু প্রমাদে ॥
 সকল দেবতা গেলা বিষ্ণু-সন্নিধান ।
 ব্রহ্মহত্যা-পাপে ইন্দ্রে কর পরিত্রাণ ॥
 বৃত্রাস্তুরে বধ ইন্দ্র কৈল তব তেজে ।
 ব্রহ্মহত্যা-পাপে রক্ষা কর দেবরাজে ॥
 বিষ্ণু বলিলেন, হ'য়ে হরষিত-মতি ।
 অশ্বমেধ-যজ্ঞ করুক ইন্দ্র সুরপতি ॥

ব্রহ্মহত্যা-পাপে ইন্দ্র হৈল অচেতন ।
 তপ জপ যজ্ঞ হোম ছাড়ে ত্রিভুবন ॥
 নদী শ্রোত ছাড়ে, আর যোগী ছাড়ে যোগ ।
 রাজ্যচর্চা ছাড়ে রাজা, ছাড়ে উপভোগ (২) ॥
 ব্রহ্মহত্যা-পাপে ইন্দ্র হৈল সকাতির ।
 ইন্দ্র তরে যজ্ঞ করে যতেক অমর ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল দেবরাজা ।
 নানা ভোগ দিয়া সবে করে বিষ্ণুপূজা ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হৈল অবসান ।
 ব্রহ্মহত্যা-পাপ নাহি থাকে সেই স্থান ॥
 এক অংশ ব্রহ্মবধ অলোপরি ভাসে ।
 আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে ॥
 আর অংশ ব্রহ্মবধ নারী রজঃস্থলা ।
 অগ্নিরূপে ভূমিতে লাকায় এক কলা (৩) ॥
 চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান ।
 ব্রহ্মহত্যা-পাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ ॥
 ব্রহ্মহত্যা-পাপ নাশে অশ্বমেধ-তেজে ।
 রাজস্য যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে ॥
 সংসারের কর্তা তুমি, পালিছ সংসার ।
 রাজস্য যজ্ঞ কৈলে সকল সংহার ॥
 রাজস্য-যজ্ঞে ছিল জীরামের মন ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞে মতি দিল সর্বজন ॥
 রাম বলে, রাজস্য যজ্ঞে ছিল মন ।
 তোমাদের বাক্যে তাহা করিমু বর্জন ॥
 ভাল যুক্তি সন্তামধ্যে কহিল লক্ষণ ।
 অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন ॥

(১) প্রকারে—কৌশলক্রমে । (২) উপভোগ—ভোগ-বিলাস । (৩) অলের কেন ও বৃষ্ণু, যজ্ঞের নির্ঘাস, স্ত্রীজাতির রজঃ ও ভূমির উর্বর-রূপ, ঐ ব্রহ্মহত্যা-পাপের অংশ । অল, দুর্গাদি পদার্থের সহিত মিশিতে পারিবে, বৃষ্ণু, বৃষ্ণু তেজ হইলে সেই বৃষ্ণু পুনরায় পড়াইবে, স্ত্রীজাতি, সর্বদা সন্তান করিতে পারিবে এবং ভূমি, আপনা হইতেই খাত (পর্ক) পূরণ হইবে, এই বর পাইয়া ঐ ব্রহ্মহত্যা-পাপের এক-চতুর্থাংশ করিয়া গ্রহণ করে—ভাগবত ।

ইলা-রাজার উপাখ্যান ।

প্রজাপতি নৃপতির পুত্র গুণধর ।
ইলা নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর ॥
সর্ব গুণ ধরিয়া সে প্রজাগণে পালে ।
সর্ব-লোক-সমপূজ্য পৃথিবীমণ্ডলে ॥
সুদিন প্রবেশে যবে আইল মধুমা ।
মৃগ মারিবারে গেল পর্বত কৈলাস ॥
কৈলাসের প্রান্তভাগে বন মনোহর ।
পার্বতী লইয়া কেলি করেন শঙ্কর ॥
পার্বতী সহিত শিব নারীরূপ ধ'রে ।
মনের আনন্দে দৌহে জলকেলি করে ॥
মহেশের শাপ তথা আছে এমনি ।
জলজন্তু বনজন্তু হয়েছে রমণী ॥
পুরুষ মাত্রেতে কেহ নাহি সেই বনে ।
পার্বতী শঙ্কর কেলি করেন ছ'জনে ॥
জলকেলি ছ'জনে করেন কুতূহলে ।
ইলা রাজা সেই বনে গেল হেনকালে ॥
ইলা রাজা উপনীত তাঁহার সমীপে ।
গতমাত্রে স্ত্রী হইল শঙ্করের শাপে ॥
দেখিয়া রমণীরূপ তাপিত অন্তরে ।
লজ্জা পেয়ে ইলা রাজা আপনা পালরে ॥
সর্বত্র বসনে ঢাকে হইয়া স্ত্রীজাতি ।
শঙ্করের চরণেতে কৈল বহু স্তুতি ॥
উঠ উঠ বলি তবে ডাকেন শঙ্কর ।
পুরুষ করিতে নারি, চাহ অশ্রু বর ॥
পার্বতী লইয়া আসি করি জলকেলি ।
মোরে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলি ॥
তব সঙ্গে এসেছিল যত অনুচর ।
এ বনে না আসি তবে চলি গেল ঘর ॥

তোমা ছাড়ি তবে চলি গেল নিজ দেশে ।
তুমি থাক নারী হ'য়ে আপনার দোষে ॥
শুনি রাজা মহেশের নিষ্ঠুর বচন ।
পার্বতীর পায়ে ধরি করিল রোদন ॥
পার্বতী বলেন, হেন করিবারে পারি ।
মাসেক পুরুষ হবে, মাসেক যে নারী ॥
আমার বচন কছু না হবে অশ্রুখা ।
মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথা ॥
যে মাসে পুরুষ হবে র'বে সেই খানে ।
নারী হ'লে সে-কথা বিশ্বৃত হবে মনে ॥
যে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি ।
রমণী-মাসেতে তাহা হইবে বিশ্বৃতি ॥

পুরুষ হইয়া রাজা গেল নিজ দেশে ।
নারী হ'য়ে আরবার বনেতে প্রবেশে ॥
পুরুষ হইয়া থাকে সহ অনুচর ।
রমণী হইয়া রাজা ভ্রমে একেশ্বর ॥
এতক শুনিয়া যত সভাজন হাসে ।
নারী হ'য়ে কেমনে বকেয়ে এক মাসে ॥
পুরুষ হইয়া পুনঃ কিরূপ বিধান ।
এমন দারুণ শাপ কিসে অবসান ॥
রাম বলেন, রাজা নারী হৈল যেই মাসে ।
লজ্জিত হইয়া গিয়া কাননে প্রবেশে ॥
বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম-অশ্রুশয় ।
বুধ তথা তপ করে চন্দ্রের তনয় ॥
করেন কঠোর তপ বুধ মহাশয় ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হয়েছে উদয় ॥
দৈবে ইলা সেইখানে আসিয়া পৌছিল ।
দেখি সেই রূপ বুধের তপোভঙ্গ হৈল ॥
ইলারে সম্ভাবে বুধ চন্দ্রের কুমার ।
কার কথা, একাকিনী করিছ বিহার ॥

চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি ।
 ভোমা হেরি প্রাণ আমি ধরিতে না পারি ॥
 বুধের বচন শুনি ইলার হৈল হাস ।
 বুধের সহিত বনে বঞ্চে এক মাস ।
 বুধের সহিত তবে নারীরূপে ইলা ।
 ভোগ-সুখে এক মাস কাল কাটাইলা ॥
 ক্রমে ক্রমে এক মাস হৈল অবশেষ ।
 হইল পুরুষ-মাস রাজার প্রবেশ ॥
 না জানে এ-সব তবু চন্দ্রের কুমার ।
 সরোবর-তীরে তপ করে আরবার ॥
 আপনার রাজ্য রাজার হইল স্মরণ ।
 পুত্র কণ্ঠা আয়া ভেবে করিছে রোদন ॥
 বনবিদ্যা-নামে পুত্র আছয়ে আমার ।
 শিশু হয়ে কেমনে পালিছে রাজ্যভার ॥
 ভাবিতে ভাবিতে তার গত এক মাস ।
 তপ ছাড়ি বুধ যে আইল নৃপ-পাশ ॥
 পরমাসুন্দরী ইলা হয়েছে সুবতী ।
 রাত্রিদিন সুখে বঞ্চে বুধের সংহতি ॥
 দিবানিশি মন-সুখে দৌছে কেলি করে ।
 সন্তান-সন্তবা ইলা কত দিন পরে ॥
 এক মাসে স্ত্রী হয়, পুরুষ আর মাসে ।
 পুরুষ-মাসেতে নাহি যায় বুধ-পাশে ॥
 ইলা মনে, বুধ গেল আপন ভবনে ।
 দেখিয়া ইলার রূপ সুখী মনে মনে ॥
 হইল পুরুষ-মাস আর মাসে নারী ।
 ইলা ল'য়ে গেল বুধ আপনার পুরী ॥
 মন-সুখে ভূপতির কাটে এক মাস ।
 পুরুষ-মাসেতে তার স্থানান্তরে বাস ॥
 নয়-মাসে এক পুত্র প্রসবিল ইলা ।
 পরম-সুন্দর পুত্র রূপে শশিকলা ॥

পুরুষ-মাসে তার হৈল মহাভেজা ।
 শ্রাদ্ধকালে বিপ্র-ভাগে করে ধীর পূজা ।
 আরবার পুরুষ হইল দশ-মাসে ।
 এ সকল কথা বুধ না জানে বিশেষে ॥
 একাদশ মাসে পুনঃ রমণী হইল ।
 বুধের সহিত ইলা সুখেতে রহিল ॥
 আর মাসে পুরুষ হইল আরবার ।
 পুরুষ দেখিয়া বুধে লাগে চমৎকার ॥
 জিজ্ঞাসিতে ইলা-রাজা দিলা পরিচয় ।
 পুরুষ জানিয়া বুধে স্থণা বড় হয় ॥
 পুরুষে রমণী-জ্ঞানে করেছি ব্যভার ।
 উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি করি ইহার ॥
 দ্বিজরাজ চন্দ্র, বুধ-উঁহার নন্দন ।
 আদেশেতে আইল যতোক মুনিগণ ॥
 মুনিগণ লৈয়া বুধ করিলা যুক্তি ।
 কিরূপেতে ইলা রাজা পাইবে নিষ্কৃতি ॥
 আমি কিসে পরিত্রাণ পাব এই পাশে ।
 বিবরিয়া মুনিগণ, কহ ত স্বরূপে ॥
 মুনিগণ কহে, শুন চন্দ্রের কুমার ।
 অজ্ঞানে ক'রেছ কর্ম, কি পাপ ভোমার ॥
 অশ্বমেধ-বাগে তুষ্ট অমর সকল ।
 অশ্বমেধ-বাগ কর, হইবে মঙ্গল ॥
 ইলার শঙ্কর-শাপে এতেক দুর্গতি ।
 মহাদেব তুষ্ট হৈলে পাবে অব্যাহতি ॥
 বুধ বলে, যুক্তি বটে, আর নাহি খেদ ।
 বুধের আশ্রমে ইলা করে অশ্বমেধ ॥
 আপনি আইলা শিব বজ্র দেখিবারে ।
 পুরুষ হইল ইলা শঙ্করের বরে ॥
 বজ্র সাজ করি শুব করেন বিস্তার ।
 তুষ্ট হ'য়ে ইলারে মহেশ দিলা বর ॥

পুরুষ হইয়া গেল রাজ্যে আপনার ।
 আনন্দে আপন রাজ্য করে আরবার ॥
 শঙ্করের বরে তার বাড়িল সম্পদ ।
 যজ্ঞ-ফলে ভূপতি হইল নিরাপদ ॥
 শ্রীরামের মুখে শুনি ইলার চরিত ।
 ভরত লক্ষ্মণ দৌছে হর্ষে বিমোহিত ॥
 কৃষ্ণবাস পণ্ডিতের অমৃত-বচন ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ডে গীত রামায়ণ ॥

শ্রীরামের অশ্বমেধ-যজ্ঞারম্ভ ।

রাম বলে, অশ্বমেধ করিলাম সার ।
 অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সম ফল নাহি আর ॥
 এত যদি कहিলেন কমল-লোচন ।
 শুনিয়া হরিষ হৈল ভরত লক্ষ্মণ ॥
 রাম যজ্ঞ করিবেন, ব্রহ্মা হরষিত ।
 ডাক দিয়া বিশ্বকর্মে আনিলা বরিত ॥
 ব্রহ্মা বলে, বিশ্বকর্মা, কর সংবিধান (১) ।
 শ্রীরামের যজ্ঞ-স্থান করহ নির্মাণ ॥
 চলিলেন বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার বচনে ।
 ভরত লক্ষ্মণ দৌছে আছেন যেখানে ॥
 সেইখানে বিশ্বকর্মা করিলা গমন ।
 বিশ্বকর্মে দেখি হরষিত দুই জন ॥
 নানা রত্ন আনি দিলা বিশাইয়ের স্থান ।
 যজ্ঞশালা বিশ্বকর্মা করেন নির্মাণ ॥
 ভরত-লক্ষ্মণ-ঠাট দুই অকৌহিণী ।
 ভাগ্য হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি ॥

ধাতু প্রবালাদি রত্ন শুনে সেই দেশে ।
 সর্ব্ব ধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে ॥
 দিল মণি-মাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর ।
 বিশ্বকর্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্মায় সখর ॥
 কুণ্ড চারি যোজন সে আড়ে পরিসর ।
 করিল যোজন ছয় উত্তে দীর্ঘতর ॥
 করিল যে ছয় যোজন কুণ্ডের মেখলা (২) ।
 দ্বাদশ যোজন ঘর বাক্কে যজ্ঞশালা ॥
 দধি দুগ্ধ দুতের করিল সরোবর ।
 তিল যব ধান্য মুগের তিন কোটি ঘর ॥
 সোনার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ-আওয়ারী (৩) ।
 স্বর্ণ-নাট্য-শালা, বাক্কে শুভ সারি সারি ॥
 ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ ।
 যজ্ঞ-ঘর দেখিতে করিবে আগমন ॥
 দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা ।
 ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা ॥
 দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনি ।
 তা সবার ঘর করে মুকুতা-গাঁথনি ॥
 আশী যোজনের পথ করে আয়তন (৪) ।
 তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড (৫) করিলা গঠন ॥
 এক মাসে পুরীধান করিয়া নির্মাণ ।
 বিশ্বকর্মা চলিয়া গেলেন নিজস্থান ॥
 ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের হৈল হোতা (৬) ।
 হইল যজ্ঞের অগ্নি আপনি বিধাতা ॥
 বড় বড় ষড় মুনি আছেন ভুবনে ।
 একে একে সব মুনি আইলা সে স্থানে ॥
 জমদগ্নি আইল, ভার্গব পরাশর ।
 সাবর্ণ কশ্যপ আর আইল মুনিবর ॥

(১) সংবিধান—ব্যবস্থা । (২) মেখলা—যজ্ঞকুণ্ডের উপরিস্থিত বৃক্ষের বেটনীবিধেয় । (৩) স্বর্ণ-আওয়ারী—সোনার আবাস-গৃহ । (৪) আয়তন—বহু বেদী । (৫) কুণ্ড—অগ্নি রাখিবার গর্ত । (৬) হোতা—যজ্ঞকর্তা ; ঋক্-বেদজ পুরোহিত ।

উরুদু হস্তদীর্ঘ আইল শীতলিতি ।
 আইল দুর্ভাসা মুনি বড় ক্রোধমতি ॥
 আইল আন্তিক মুনি, গৌতম ব্রাহ্মণ ।
 মৎস্যকর্ণ মুনি আইল, ঋষি সঙ্গোপন ॥
 পর্বত হইতে আইল দক্ষ মহামুনি ।
 আইল ঐশিক কুশধ্বজ মহাজ্ঞানী ॥
 বিষ্ণুপদ মুনি আইল ঔর্ধ্ব ও চ্যবন ।
 সনাতন সনক আইল দুইজন ॥
 করিল শান্তিল্য গর্গ মুনি আগুসার ।
 আইল কপিল-মুনি বিষ্ণু-অবতার ॥
 জৈমিনি দধীচি মুনি আইল শরভঙ্গ ।
 চৈত্রবিক কোশিক যে আইল মাতঙ্গ ॥
 আইল দেবর্ষি যত পরম-আনন্দ ।
 বিভাগুক ঋষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ ॥
 বিশ্ববা আইল আরো সেই জহু মুনি ।
 পৃথিবীর মুনি আইল অপূর্ব কাহিনী ॥
 যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি ।
 আইলেন আদিকবি বাঙ্গালীকি আপনি ॥
 মুনিগণ সকলে করিল বেদ-ধ্বনি ।
 যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি ॥
 সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম করে এই জ্ঞানে ।
 স্বর্গ-সীতা আনিলা সে শাস্ত্রের বিধানে ॥
 সর্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ ।
 পাত্রাপাত্র আইল সে যজ্ঞে সর্বজন ॥
 স্থগীভ অঙ্গদ আদি শাখামৃগ-গণ (১) ।
 মহেশ্বর দেবেন্দ্র আর সুবেণ-নন্দন ॥
 শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
 নল নীল আইলেন বীর হনুমান্ ॥

সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ ।
 তিন কোটি জাতি সহ আইল বিভীষণ ॥
 দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ ।
 নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজগণ ॥
 মিথিলা হইতে আইল জনক রাজর্ষি ।
 মহারাজ শাঘ আইল রাঢ়-দেশবাসী ॥
 নেপালের রাজা আইল দুর্জয় দুর্জর ।
 রাজ-গিরি-রাজ্যের আইল ধুরধর ॥
 অঙ্গের অধিপ আইল লোমপাদ নাম ।
 বেহারের রাজা আইল নাদগিরি ধাম ॥
 বিজয়-নগর কাঞ্চী কলিঙ্গ কর্ণাট ।
 চৌদিকের রাজা আইল সঙ্গে কত ঠাট ॥
 সদা রাজগণ থাকে শ্রীরামের কাছে ।
 আরো কত নৃপগণ আইল যত আছে ॥
 হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গাঙ্গার ।
 আটাইশ কেটি আইল পশ্চিমের সার ॥
 সিংহল সিঙ্কাস্ত দেশে মনু নামে পুরী ।
 আইল সাতাশ লক্ষ অবোধ্যা-নগরী ॥
 যতক ভূপতি সে উত্তর দেশে বৈসে ।
 আইল সত্তরি লক্ষ শ্রীরামের পাশে ॥
 যত যত রাজা আছে ভারত-ভিতর ।
 রাজচক্রবর্তী রাম সবার উপর ॥
 আইল অনেক রাজা রামের নিকটে ।
 রামের আজায় তারা ভূত্যবৎ খাটে ॥
 পৃথিবীতে রাজা আছে অব্যুত অব্যুত ।
 শ্রীরামের ঘারে আসি হইল মজুত ॥
 অব্যুত (২) সন্ন্যাসী (৩) আইল দেশান্তরী ।
 গন্ধর্ব্ব কিম্বর আইল স্বর্গ-বিভাধরী ॥

(১) শাখামৃগ-গণ—বানর সকল । (২) অব্যুত—বটকর্ণ ও অস্ত্রাভ্যুতী সন্ন্যাসী ।
 (৩) সন্ন্যাসী—সংসারপ্রমত্ত্যাসী ভিক্ষু ।

পৃথিবীতে যত ছিল চুঃখিত ব্রাহ্মণ ।
 যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে করিল গমন ॥
 স্বর্গলোক মর্ত্যলোক আইল পাতাল ।
 দেবলোক নরলোক হইল মিশাল ॥
 ত্রিভুবনে যত লোক আইল অপার ।
 শক্রস্ব মথুরা হৈতে হৈল আগসার ॥
 বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর সুমন্ত্র-সারথি ।
 যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি (১) ॥
 যব ধান গোধূম যে আতপ-তণ্ডুল ।
 দধি দুগ্ধ স্নাত মধু আনিল বহুল ॥
 সূর্য্য যেন বসিল সভায় সব ঋষি ।
 পর্ব্বত-প্রমাণ চাহে তিল রাশি রাশি ॥
 তিনকোটি বৃন্দ চাহে জীকলের কাঠ ।
 আইল সকল দ্রব্য যথা যজ্ঞ-বাট (২) ॥
 বংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত্র-সারথি ।
 ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি ॥
 যখন ভারত রাজা যেই আজ্ঞা করে ।
 সেই দ্রব্য শক্রস্ব জোগায় আনিবারে (৩) ॥
 শক্রস্বের কটক যে দুই অকোহিণী ।
 যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিল আপনি ॥
 যে রাক্ষস দেখিয়া পলায় মুনিগণ ।
 সে রাক্ষস মুনির যে পাখালে চরণ ॥
 নৃত্য-গীত মঙ্গল যে নানা বাস্ত শুনি ।
 অখিল ভুবনে হয় রাম-অয় ধ্বনি ॥
 বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি ।
 কাহারো না হইল এমত পরিপাটি ॥

যজ্ঞাশ্ব-বন্ধনে শক্রস্বের ষাট্রা ও শক্রস্বের
 দ্বিঘিষয় ।

তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ ।
 তুরঙ্গ সওয়ার তার কত শত সঙ্গ ॥
 শ্যামবর্ণ অশ্ব, খেতবর্ণ চারি খুর ।
 নানা অলঙ্কার শোভে সূহার কেয়ুর ॥
 লেজ শোভা করে যেন ধবল চামর ।
 কপালে চামর তার অতি শোভাকর ।
 সর্ব্ব গায় আস্তরণ সূবর্ণ অদ্ভুত ।
 জলদ-মণ্ডলে যেন খেলিছে বিদ্যুৎ ॥
 স্বর্ণ-বর্ণ কর্ণ তার ধরে নানা জ্যোতি ।
 দুই চক্ষু অলে যেন রতনের বাতি ॥
 গলে লোমাবলী যেন মুকুতার ঝারা ।
 রাক্ষা জিহ্বা মিলে যেন আকাশের তারা ।
 জয়পত্র তুরঙ্গের কপালে লিখন ।
 দিলেন শক্রস্ব বীরে ঘোড়ার রক্ষণ ॥
 জীরাম বলেন, শুন শক্রস্বন ভাই ।
 যজ্ঞ-পূর্ণ-কালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥
 দুই অকোহিণী ঠাটে যান শক্রস্বন ।
 রঙ্গতে সঙ্গতে চলে শত শত জন ॥
 বসিলেন রাম যজ্ঞস্থানে মুনিবেশে ।
 ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া, ভ্রমে দেশে দেশে ॥
 পূর্ব্বদেশে গেল ঘোড়া বহুদূর পথ ।
 নদী নদ এড়াইল, উঠিল পর্ব্বত ॥
 ঘোড়ার পশ্চাতে যান বীর শক্রস্বন ।
 পর্ব্বত-উপরে ভ্রমে, স্বেচ্ছায় গমন ॥
 সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ-গিরি ।
 মহাবল সেই রাজা পর্ব্বত-নাম-ধারী ॥
 রাজপুরে অগ্নিগড় অলে চারিভিতে ।
 ঘোড়া অগ্নিগড় লজ্জি পশিল গড়েতে ॥

(১) সঙ্গতি—সংস্থান ; জোগাড় । (২) যজ্ঞ-বাট—যজ্ঞ-ভূমি । (৩) আনিবারে—বায় বার ।

গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ ।
 হেনকালে শত্রুর গেলেন সেই দেশ ॥
 সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘেরে ।
 শত্রুর কটক ল'য়ে রহিল বাহিরে ॥
 শত্রুর কটক যে দুই অক্ষৌহিনী ।
 নিভাইল সে সকল গড়ের আশুনি ॥
 গড়-মধ্যে প্রবেশ করেন শত্রুঘন ।
 শত্রুর সহিত রাজার বাজে রণ ॥
 রাম-সম শত্রুঘন বীর-অবতার ।
 শত্রুর বাণেতে রাজার চমৎকার ॥
 মহাবল শত্রুর বাণের জানে সন্ধি ।
 হাতে পলে সে রাজারে করিলেন বন্দী ॥
 বাকিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘন ।
 রাম-দর্শনে তার বন্ধন-মোচন ॥
 পূর্বদিক্ জয় করি আইল শত্রুঘন ।
 উত্তর দিকেতে ঘোড়া করিল গমন ॥
 উত্তর দিকেতে গেল ঘোড়া বায়ুগতি ।
 শত্রুর কটক ল'য়ে তাহার সংহতি ॥
 দিগ্-দিগন্তরে (১) ঘোড়া যায় দেশে দেশে ।
 ছয় মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে ॥
 জয়-পত্র তুরঙ্গের কপালে লিখন ।
 ঘোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ ॥
 মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই ।
 পরাজয় মানিলেক শত্রুর ঠাই ॥
 ঘোড়া গেল হিমালয় পর্বতের পার ।
 সেই দেশী রাজা সেই বিক্রমে বিশাল ॥
 ঘোড়া দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ ।
 শত্রুর রাজার সহ লাগিল বিবাহ ॥

কেহ করে নাহি পারে তুল্য দুই জন ।
 দৌহার বাণ গিয়া ছাইল গগন ॥
 বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন ।
 সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন ॥
 না পারে কহিতে কথা অত্যন্ত কাতর ।
 তারে বাকি পাঠাইল অযোধ্যা-নগর ॥
 দর্শন দিলেন তারে কমল-মোচন ।
 তাহাতে হইল তার বন্ধন-মোচন ॥
 সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে (২) ।
 পশ্চিম-দিকেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে ॥
 এক দিকে ঘোটক না যায় দুইবার ।
 পশ্চিম-দিকেতে গেল সিদ্ধনদী-পার ॥
 শত্রুর কাঁকর (৩) হৈল ঘোড়া নাহি দেখে ।
 সিদ্ধনদী-পার গেল সকল কটকে ॥
 বিকৃত আকার তারা, হাতে চেরা বাঁশ ।
 হস্তী গোড়া মারি খায় যত রক্ত-মাস ॥
 পিশাচ-ভোজন করে পিশাচ-আচার ।
 জীব-জন্তু মারি করে তাহারা আহার ॥
 সকল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে ।
 কুপিল শত্রুর বীর ধনুর্বাণ-হাতে ॥
 মহাবল শত্রুঘন বীর-অবতার ।
 এক বাণে সব ব্যাধ করিল সংহার ॥
 তিন দিক্ শত্রুঘন করি অধিকার ।
 ঘোড়া ল'য়ে প্রবেশিল যজ্ঞের দুয়ার ॥

(১) দিগ্-দিগন্তরে—দিক্ (পূর্বাধি দিক্) দিগন্তর (ঈশানাধি কোণ) অর্থাৎ দশ দিকে ।
 (২) কোটে—সীমান্ত স্থানে; সীমানার । (৩) কাঁকর—অস্থির; ব্যাকুল ।

লব-কুশ কর্তৃক যজ্ঞাধি বন্ধন ।
 ত্রৈলোক্য-বিজয় যজ্ঞ বড় পরিপাটি ।
 আতপ-তপুনে হোম করে দ্বিজ কোটি ॥
 লক্ষ লক্ষ শুভ বস্ত্র ত্রাঙ্গণের হাতে ।
 ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের চারিভিতে ॥
 প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এইক্ষণে ।
 দৈবের নির্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে ॥
 ভূষণ (১) পবন-বেগে করিল প্রয়াণ ।
 উপস্থিত হইল বায়ুকিমুনি-স্থান ॥
 যে দিন যা হবে, তাহা মুনি সব জানে ।
 লব-কুশ দুই ভাইয়ে ডাক দিয়া আনে ॥
 মুনি বলে, লব-কুশ, শুনহ বিশেষ ।
 তপস্বী করিতে যাই চিত্রকূট-দেশ ॥
 দুই ভাই তপোবন রক্ষণ করিবে ।
 তথা মম বহুদিন বিলম্ব হইবে ॥
 কারো সঙ্গে না করিহ বাদ-বিসংবাদ ।
 মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ (২) ॥
 দুই ভাই প্রণাম করিল কর-পুটে ।
 শিষ্যগণ সহ মুনি গেলা চিত্রকূটে ॥
 বার শত শিষ্য সহ গেলা মুনিবরে ।
 তপোবনে দুই ভাই সুখে খেলা করে ॥
 ধনুর্কর্ষণ হাতে দুই ভাই খেলা খেলে ।
 যুগ-পক্ষী সব বিকে বসি বৃক্ষতলে ॥
 সন্ধান পুরিয়া দুই ভাই এড়ে বাণ ।
 দেশ-দেশান্তরে বাণ জমে স্থানে-স্থান ॥
 নদ-নদী বিকে আর বিকে যে পর্বত ।
 এক দিনে যায় বাণ ছয় দিনের পথ ॥

ষট্চক্র বাণ যে বেড়ার দেশে দেশে ।
 লক্ষ লক্ষ মৃগ মারি পুনঃ তুণে (৩) আসে ॥
 এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে ।
 কেবা শিখাইল বাণ, কোথা হৈতে আনে ॥
 দুই ভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে ।
 হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে ॥
 ঘোড়া দেখি হরিষ হইল দুই জন ।
 হেম-পত্র (৪) তার ভাল দেখিল লিখন ॥
 জন্মিলেন দশরথ রাজা সূর্য্যবংশে ।
 তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে ॥
 তাঁর পুত্র রঘুনাথ ভুবন-ভিতরে ।
 অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে ॥
 শ্রীরাম লক্ষণ শ্রীভরত শক্রবন ।
 অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন ॥
 সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শক্রবন ।
 দুই অকৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন (৫) ॥
 জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জলে ।
 সাহস করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে ॥
 দুই অকৌহিণী ঘোড়া না পারে রাখিতে ।
 হেন ঘোড়া দুই ভাই বান্ধে ভালমতে ॥
 ঘোড়া বান্ধি মায়ের কাছে গেল দুই জন ।
 মিষ্টান্ন প্রভৃতি দৌহে করিল ভোজন ॥

লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শক্র, তরত
 ও লক্ষণের পতন ।

শ্রীরাম বলেন, ঘোড়া আন শক্রবন ।
 যজ্ঞ সাজ, পূর্নাহুতি দিব ত এখন ॥

(১) ভূষণ—ঘোড়া । (২) প্রমাদ—বিপদ; মহা অনিষ্ট । (৩) তুণে—বাণ রাখিবার পাত্রে ।
 (৪) হেম-পত্র—সোনার পাত্রে লেখা বিজয়-পত্র । (৫) ভিড়ন—অধীর্ণ ।

সৌমিত্রির আগে দূত কহে বারে-বার ।
 মহারাজ, ঘোড়া বন্দী হইল তোমার ॥
 শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ ।
 বিধির নিৰ্ব্বন্ধ কি বা পড়িল প্রমাদ ॥
 বিষম দক্ষিণ-দিক্ বড়াই সঙ্কট ।
 কোন্ বীর যাবে আজি তাহার নিকট ॥
 অনেক শক্তিতে আমি মারিলু লবণ ।
 না জানি কাহার সনে পুনঃ হবে রণ ॥
 এতক চিন্তিয়া তবে বীর শক্রঘন ।
 ঘোড়ার উদ্দেশ হেতু করিল গমন ॥
 ঘোড়া ল'য়ে দুই ভাই খেলে বারে-বার ।
 লব-কুশে দেখিয়া তাঁহার চমৎকার ॥
 লব-কুশ খেলা করে দেখি শক্রঘন ।
 জিজ্ঞাসা করয়ে, ঘোড়া বান্ধে কোন্ জন ॥
 কোন্ বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ ।
 সবংশে মরিতে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ ॥
 শক্রঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে ।
 কি নাম ধরহ তুমি, থাক কোন্ দেশে ॥
 শক্রঘ্ন বলেন, মম জন্ম সূর্য্য-বংশে ।
 চারি ভাই থাকি মোরা অযোধ্যা-প্রদেশে ॥
 দাশরথি আমরা যে ভাই চারি জন ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শক্রঘন ॥
 স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোক-বিজয়ী ।
 রামের বিক্রম-কথা শুন তবে কই ॥
 রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ ।
 মরিল আমার বাণে দুর্জয় লবণ ॥
 জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত ।
 তাঁর বাণে মরে অভিকায় ইন্দ্রজিৎ ॥
 যে সব মরিল বীর ত্রিভুবন জিনে ।
 আর কোন্ বীর যুঝে মো-সবার সনে ॥

এতক বড়াই করে বীর শক্রঘন ।
 কুশিয়া সে লব-কুশ করিছে তর্জন ॥
 চারি ভাই তোমরা, আমরা দুই ভাই ।
 আজি ঘোড়া ল'য়ে যাও মোরা তাই চাই ॥
 মরিবারে কেন এলে মোদের নিকটে ।
 কেমনে লইবে ঘোড়া, পড়িলে সঙ্কটে ॥
 খুড়া-ভাইপোতে গালি, কেহ নাহি চিনে ।
 গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে ॥
 নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারিভিতে ।
 শক্রঘ্ন কাতর অতি না পারে সহিতে ॥
 শক্রঘন বলে, সৈন্য, কোন্ কর্ম কর ।
 সকল কটক বেড়ি দুই শিশু মার ॥
 দুই অক্ষৌহিণী ছিল শক্রঘ্নের ঠাট ।
 লব-কুশে বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট ॥
 লব-কুশ বলে, বীর, না হও বিমূখ ।
 সকল কটকে মারি, দেখহ কৌতুক ॥
 শক্রঘ্ন বলেন, দেখি তোমরা বালক ।
 বালকের সনে যুদ্ধ, হাসিবেক লোক ॥
 কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি ।
 আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী ॥
 কটকের সহ যদি জয়ী হও রণে ।
 তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে ॥
 শক্রঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে ।
 আগে মারি কটক, তোমাতে মারি শেষে ॥
 কুশ বলে, লব, তুমি এইখানে থাক ।
 কটক সংহারি আমি, তুমি মাত্র দেখ ॥
 লবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক ।
 ত্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক ॥
 কুশের প্রধান বাণ, বেড়াপাক নাম ।
 বেড়াপাক-বাণে কুশ পুরিল সন্ধান ॥

পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক ।
 সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক ॥
 বেড়াপাক-বাণে কারো নাহিক নিস্তার ।
 বেড়াপাক-বাণে সব করিল সংহার ॥
 পড়িল সকল ঠাট, নাহি এক জন ।
 সবে মাত্র একাকী রহিল শত্রুঘন ॥
 ঠাই ঠাই কটক পড়িল গাদি গাদি ।
 সংগ্রামের স্থানে বহে শোণিতের নদী ॥
 ডাক দিয়া বলে কুশ, শুন শত্রুঘন ।
 কোথা গেল সৈন্য তব, নাহি এক জন ॥
 লবের কনিষ্ঠ আমি, রণ নাহি টুটে ।
 লব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে ॥
 কুশের বচন শুনি বলে শত্রুঘন ।
 পলাইয়া যাব, কি তোমারে দিব রণ ॥
 পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অধ্যাত্তি ।
 যদি যুদ্ধ করি, তবে নাহি অব্যাহতি ॥
 কুশ বলে, শত্রুঘন, যুক্তি কর দৃঢ় ।
 যেই ইচ্ছা লয় তব সেই যুক্তি কর ॥
 শত্রুঘন বলেন, কুশ, কিছু মিথ্যা নয় ।
 যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয় ॥
 তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার ।
 বুঝিতে না পারি তুমি কোন্ অবতার ॥
 তোমার সংগ্রামে কুশ কার বাপে তরি ।
 একবার যুদ্ধ করি, মারি কিবা মরি ॥
 কুশ বলে, শত্রুঘন, মরণ দৃঢ় কর ।
 এই আমি বাণ এড়ি, যাও বম-ঘর ॥
 লব বলে, কুশ, শুন আমার বচন ।
 সৈন্য মার তুমি, আমি মারি শত্রুঘন ॥
 কুশ বাণ জুড়িল লবেরে করি পাছে ।
 সন্ধান পুরিয়া গেল সৌমিত্রির কাছে ॥

কুশ বলে, সৌমিত্রি হে, এই বাণ ফেলি ।
 এ বাণ সহিতে পার তব বীর বলি ॥
 সৌমিত্রি বলেন, আগে আমি বাণ মারি ।
 সহিতে পারিলে তোমা বীর জ্ঞান করি ॥
 তিন লক্ষ বাণ বীর শত্রুঘন এড়ে ।
 আকাশ-গমনে বাণ উখড়িয়া পড়ে ॥
 দুই জনে বাণ-বৃষ্টি করে ধমুর্ধর ।
 দৌহে দৌহা বিক্রিয়া করিল জর-জর ॥
 উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে ।
 উভয়ে বরিষে বাণ, উভয়েতে কাটে ॥
 নানা অস্ত্র দুই জন করে অবতার ।
 চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার ॥
 সৌমিত্রি এড়েন তবে মহাপাশ বাণ ।
 অর্জুচন্দ্র-বাণে কুশ করে খান খান ॥
 এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ ।
 ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তুণ ॥
 বিষ্ণু-অস্ত্র শত্রুঘন বীরের মনে পড়ে ।
 তুণ হৈতে তাহা নিয়া ধমুকেতে জোড়ে ॥
 নিরখিয়া কুশ বীর চিন্তি মনে-মন ।
 মহাবিষ্ণু-বাণ জুড়ে ধমুকে তখন ॥
 বাণ দেখি শত্রুঘনের লাগে চমৎকার ।
 মহাবিষ্ণু-বাণে বিষ্ণু-বাণের সংহার ॥
 কুশ বলে, শত্রুঘন, আর বাণ আছে ।
 ফুরাহ তোমার অস্ত্র, আমি এড়ি পাছে ॥
 কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘন ।
 তোমায় আমার এই হইল যে রণ ॥
 কারো পরাজয় নহে, উভয়ে সোসর ।
 রণে কমা দিয়া যাহ দুই জনে ঘর ॥
 সৌমিত্রির কথা শুনি কুশ বীর হাসে ।
 অবশ্য মারিব তোমা, না বাইবে দেশে ॥

মহাপাশ-বাণ কুশ জড়িল ধনুকে ।
 সিংহের গর্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥
 সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময় ।
 নিরখিয়া শক্রদের লাগিল সংশয় ॥
 অন্ধকারে যুঝিতে না পারে শক্রঘন ।
 যুঝিতে না পারে হয়, মৃত্যু-দরশন ॥
 এক দৃষ্টে রহিল সে ধনুর্ধ্বান হাতে ।
 শক্রেরে মারিতে বাণ চলিল দ্বারিতে ॥
 মহাপাশ-বাণ তবে যায় নানা ছন্দে ।
 হাতে গলে শক্রঘনে অবশেষে বাঞ্চে ॥
 গলায় লাগিল পাশ, মৃত্যু-দরশন ।
 মহাপাশ-বাণাঘাতে পড়ে শক্রঘন ॥

শক্রের পড়িয়া রহে রণের ভিতর ।
 মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর ॥
 কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর ।
 দুই ভাই খেলিলাম এ দুই প্রহর ॥
 যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে ।
 কোতুকে খেলাই মাতা তা সবার সনে ॥
 দুই শিশু ল'য়ে সীতা করাইলা স্নান ।
 অগুরু-চন্দনে অন্ন করিলা স্নান ॥
 মিষ্ট-অন্ন করাইলা দোহারে ভোজন ।
 বিচিত্র পালকে দৌহে করিল শয়ন ॥
 দুই শিশু ল'য়ে সীতা রহিলা সন্তোষে ।
 শক্রের বার্তা ল'য়ে দূত গেল দেশে ॥

এত সৈন্য মাঝে এড়াইল সাত জন ।
 দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন ॥
 পাত্র মিত্র সহ রাম আছে বজ্রস্থানে ।
 হেন কালে সাতজন গেল সেইখানে ॥
 সাত জন বার্তা কহে গিয়া উর্দ্ধ্বাসে ।
 দুই শিশু যুদ্ধ করে বাণীকির দেশে ॥

লব-কুশ নামে যে বমজ দুই ভাই ।
 ত্রিভুবন পরাজিত সে দোহার ঠাই ॥
 ভয় বাসি প্রভু, বলিবারে বিবরণ ।
 সৈন্য-সহ যুদ্ধেতে পড়িল শক্রঘন ॥
 শুনিয়া শ্রীরাম অতি চিন্তিত হইয়া ।
 জিজ্ঞাসা করেন তারে, প্রমাদ ভাবিয়া ॥
 কহ দূত, কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ ।
 কি আশ্চর্য্য, শক্রদের সমরে পতন ॥
 দূত কহে, মহারাজ, দুই মুনি-সুত ।
 যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ বমদূত ॥
 তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে ।
 জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় চিতে ॥

ঘোড়া বন্দী করিয়া তাহারা দুই জন ।
 এতক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার কারণ ॥
 সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন ।
 প্রমাদ পড়িল, দৈবে না যায় খণ্ডন ॥
 সূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ ।
 সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ ॥
 অনরণ্য মহারাজে মারিল রাবণে ।
 সে রাবণ সবংশে পড়িল মোর রণে ॥
 চুর্জয় লবণ ছিল রাবণ-ভাগিনে ।
 দেব দৈতা আদি যত কাঁপে সর্ব্ব জনে ॥
 রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ ।
 তাহারে মারিল মোর ভাই শক্রঘন ॥

রামেরে প্রবোধ দেয় সুরত-লক্ষণ ।
 ক্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধেতে মরণ ॥
 বিলাপ সংবর প্রভু, না কর বিবাদ ।
 কারো দোষ নাহি, দৈবে পাড়িল প্রমাদ ॥
 পতিব্রতা সীতা তুমি বজ্রলে যখন ।
 কেনেছি তখনি হবে বিধি বিড়ম্বন ॥

দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ ।
বিনা দোষে বর্জিলে যে তাই পাই তাপ ॥
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আঞ্জা পাই ।
শিশু ধরিবারে মোরা যাই দুই ভাই ॥

এতক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ ।
শ্রীরাম দিলেন আঞ্জা উভয়ে তখন ॥
যাও ভাই, কল্যাণ করুন ত্রিলোচন ।
সাবধানে দুই ভাই কর গিয়া রণ ॥
শক্রের ভ্রাতার শোক সাক্ষাইল বৃকে ।
পাছে পাই আর শোক মরি সেই দুঃখে ॥
দুই ভাই কর যুদ্ধ, যদি যুদ্ধ ঘটে ।
দুই শিশু ধরি আন আমার নিকটে ॥

বিদায় হইয়া যান ভরত লক্ষ্মণ ।
চার অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল সাজন ॥
মুখ্য সেনাপতি গিয়া চড়িলেক রথে ।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে ॥
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদগর ।
খাণ্ডা আর ডাকস দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
দুর্জয়-নামেতে হস্তী আরোহে ভরত ।
ধনুর্বাণ পূর্ণ লক্ষ্মণের মহারথ ॥
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অশেষ ।
বান্দীকির তপোবনে করিল প্রবেশ ॥
কটক সমেত পড়ি আছে সক্রমণ ।
সেইখানে গেলেন শ্রীভরত-লক্ষ্মণ ॥
শৃগাল কুকুর আর শকুনী গৃধিনী ।
কটকের মাংস নিরা করে টানাটানি ॥
ভরত-লক্ষ্মণ দৌহে করে অনুমান ।
মহাযুদ্ধে আসিয়া হইলু অধিষ্ঠান ॥
রণস্থলে দেখিলেন ভরত-লক্ষ্মণ ।
হাতে-ধনু পড়িয়া আছেন শক্রবন ॥

সৌমিত্রিণে দুই ভাই কোলে করি কান্দে ।
প্রাণ হারাইলে ভাই শিশুর বিরোধে ॥
যমুনার কূলে ভাই মারিলে লবণ ।
এখানে আসিয়া ভাই হারালে জীবন ॥
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত-লক্ষ্মণ ।
পাত্র-মিত্র দেন তাঁরে প্রবোধ বচন ॥
শোক করিবার বেলা নহে ত এখন ।
সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ ॥
সেই দুই শিশু মার পুরিয়া সন্ধান ।
যুদ্ধস্থলে আসি শোক নহে ত বিধান ॥
এতক বচন শুনি ভরত-লক্ষ্মণ ।
ক্রন্দন সংবরে দৌহে স্থির করি মন ॥
যুদ্ধার্থে কটক রহে পুরিয়া সন্ধান ।
লক্ষ্মণ ভরত দৌহে হৈলা আশ্রয়ান ॥

চারিদিকে রাম-সেনা রহে সাবধানে ।
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে ॥
সীতা বলিলেন, লব-কুশ রে কেমন ।
কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই দুই জন ॥
কর সনে করিয়াছ বাদ-বিসংবাদ ।
লব-কুশ না জানি পাড়িলি প্রমাদ ॥
শুনিয়া মায়ের কথা দুই ভাই হাসে ।
মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে ॥
লব-কুশ বলে, মাতা, না জান কারণ ।
মৃগয়া করিতে রাজা আসে তপোবন ॥
যত যত রাজা আছে চন্দ্র-সূর্য-কূলে ।
মৃগয়া করিতে আসে সবে এই স্থলে ॥
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত ।
রাজার সৈন্যের রোলে তুমি কেন চিন্ত ॥
আমা দুই ভাই মুনি খুয়ে গেলা দেশে ।
কোন রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে ॥

মুনির আজ্ঞায় যোরা রাখি তপোবন ।
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাজন ॥
আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ ।
বড় ভয় মানি যা করিলে মুনি রোষ ॥

প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাক্‌হলে ।
শীত্ৰগতি দুই ভাই যুঝিবারে চলে ।
তুণ-পূর্ণ বাণ নিল, ধনু নিল হাতে ।
মহাফ্লাদে দুই ভাই যায় সমরেতে ॥
দুই ভাই গেল যথা ভরত-লক্ষণ ।
তুণ জ্ঞান করে, দেখি বত সেনাপণ ॥

লব-কুশ দেখি সেনা-কম্পিত অন্তর ।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর ॥
মনোহর দুই ভাই দুর্বা-দল-শ্যাম ।
সকল কটক বলে, আইল দুই রাম ॥
রাম যদি আসিতেন এখানে এখন ।
তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন ॥
সেই ভেজ, সেই বল, সেই ধমুর্বাণ ।
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন ।
দুই রাম ইহারা, জিনিবে কোন্ জন ॥

ভরত-লক্ষণ দৌছে হইল বিস্ময় ।
কে তোমরা দুই ভাই, দেহ পরিচয় ॥
হাসিয়া উত্তর করে ভাই দুই জন ।
জাতি কুলে আমাদের কিবা প্রয়োজন ॥
বার শত শিশু পড়ে বাগ্নীকির ঠাণ্ডি ।
ঠাঁর শিশু আমরা, যমজ দুই ভাই ॥
সব শিশু ল'য়ে মুনি গেলা পরবাসে ।
আমা দুই ভাইকে খুঁইয়া গেলা দেশে ॥
দশরথ-ভূপতির পুত্র শক্রধন ।
দেখ সৈন্ত সহ তার সমরে পতন ॥

দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে ।
কোন্ কার্যে আসিয়াছ মোদের নিকটে ॥
কটক লইয়া কেন এলে তপোবন ।
পরিচয় দেহ, এলে কিসের কারণ ॥

তাহা শুনি শ্রীভরত-লক্ষণের হাস ।
মুখেতে তর্জন মাত্র, অন্তরে তরাস ॥
চারি ভাই আমরা, সবার জ্যেষ্ঠ রাম ।
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শক্রধন নাম ॥
মধ্যম আমরা দুই ভরত-লক্ষণ ।
শক্রধনকে মারিয়া কি রাখিবে জীবন ॥

এত যদি চারি জনে হৈল গালাপালি ।
চারি জনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী ॥
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষণ ॥
ভরত লক্ষণ সহ দুই অকৌহিলী ।
ভরত ডাকিয়া সৈন্তে বলেন আপনি ॥
শিশু জ্ঞানে তোমরা না হও অশ্রমন ।
দুই ভাগ হ'য়ে যুদ্ধ কর সেনাপণ ॥
দুই অকৌহিলী যুঝে ভরতের কাছে ।
আর দুই অকৌহিলী লক্ষণের পিছে ॥
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারিভিতে ।
হস্তিনকে ভরত লক্ষণ মহারণে ॥
লবের বাণের শিকা বড় চমৎকার ।
ধুমবাণ এড়ে দশদিক্ অঙ্ককার ॥
জগৎ হইল সব অঙ্ককারময় ।
পলায় সকল ঠাট গনিয়া সংশয় ॥
তিমির হইল যেন চক্রে নাহি দেখে ।
পর্কত-গুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে ॥
পলায়ে যাইতে কারো কারো পা পিছলে ।
বন্দ্য দিয়া পড়ে কেহ নদ-নদী-জলে ॥

কেহ করে নাহি দেখে কেবা কোথা যায় ।
 লক্ষ্মণে এড়িয়া যত কটক পলায় ॥
 পলাইল সব ঠাট নাহিক দোসর ।
 তবে মাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর ॥
 এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে ।
 কেবা শিখাইল, কোথা হইতে বা জানে ॥
 রাবণের কুমার সে বীর ইন্দ্রজিৎ ।
 ত্রিভুবন যার বাণে হইত কল্পিত ॥
 তাহারে মারিতে আমি না করিনু ভয় ।
 হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয় ॥
 যে হোক সে হোক আমি আজি রণ করি ।
 না করি প্রাণের ভয়, মারি কিবা মরি ॥
 সাহসে করিয়া ভর যুবকেন লক্ষ্মণ ।
 ধমুকে ব্রহ্মাণি বাণ জুড়েন তখন ॥
 জলিয়া ব্রহ্মাণি বাণ উঠিল আকাশে ।
 অন্ধকার দূর হৈল, পৃথিবী প্রকাশে ॥
 অন্ধকার দূর হৈল, ঠাট দূরে দেখে ।
 সকল কটক এল লক্ষ্মণ-সম্মুখে ॥
 লক্ষ্মণের বাণ শিক্ষা বড় চমৎকার ।
 পলাইল যত সৈন্য, এল আরবার ॥
 লক্ষ্মণের বাণ দেখি লব পান ত্রাস ।
 তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পান আশ ॥
 লব বলে, লক্ষ্মণ, কি কর অহঙ্কার ।
 মোর ঠাণ্ডি পড়িলে, নিস্তার নাহি আর ॥
 আছয়ে অক্ষয় বাণ তুণের ভিতর ।
 ওর (১) নাহি, এড়ি (২) বাণ শতেক বৎসর ॥
 তোমার কটক আছে এই যে ভরসা ।
 জল হেন শুবিব যে, না রাখিব আশা ॥

সংহারিব সকল তোমার বিত্তমানে ।
 অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে ॥
 এতেক বলিয়া লব জোড়ে ধমুর্বাণ ।
 সকল সামন্ত (৩) কাটি করে খান খান ॥
 বটচক্র বাণ লব জুড়িল ধমুকে ।
 সিংহের গর্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥
 মহাশব্দে যায় বাণ তারা হেন ছুটে ।
 এক বাণে লক্ষ্মণের সব সৈন্য কাটে ॥
 বটচক্র বাণেতে এড়ায় যেই সব ।
 সে সকল সৈন্য নাহি মারিলেন লব ॥
 রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল ।
 ভাঙ্গমাসে গঙ্গা ঘেন করে টলমল ॥
 ডাকিয়া বলেন লব, শুন হে লক্ষ্মণ ।
 কোথা গেল সৈন্য তব, নাহি এক জন ॥
 মারিলে যে ইন্দ্রজিৎ রাবণ-কুমারে ।
 তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে ॥
 তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে ।
 বলিয়া লক্ষ্মণজিৎ (৪) সর্বলোকে কহে ॥
 লক্ষ্মণ বলেন, লব, এ কি অহঙ্কার ।
 মোর সনে যুদ্ধ তব নাহিক নিস্তার ॥
 কুপিল লক্ষ্মণ বীর, এড়ে ব্রহ্মজাল ।
 সংহার করিল আলো অগ্নির উখাল (৫) ॥
 লব বীর বিষন্ন ভাবিছে মনে-মন ।
 ধমুকে বরুণ-বাণ জুড়িল তখন ॥
 সন্ধান পুরিয়া বীর সে বাণ এড়িল ।
 সমুদ্র-ভরঙ্গ ঘেন গগনে লাগিল ॥
 ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল, চিন্তিত লক্ষ্মণ ।
 কি হবে আমার, বৃদ্ধি মংশর জীবন ॥

(১) ওর—সীমা; শেষ। (২) এড়ি—ত্যাগ করি। (৩) সামন্ত—অধীন রাজা; এখানে সৈন্য অর্থে ব্যবহৃত। (৪) লক্ষ্মণজিৎ—লব। (৫) অগ্নির উখাল—আগুনের শিখা।

ত্রীলক্ষণ যত শিক্ষা, যত অস্ত্র জানে ।
 সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে ॥
 সকল পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার ।
 লক্ষণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার ॥
 চিস্তিত হইয়া বীর ভাবে মনে-মন ।
 অক্ষয় অজিত বাণ জুড়িল তখন ॥
 সন্ধান পুরিয়া এড়ে, তারা যেন ছুটে ।
 সেই বাণে লক্ষণের মহাবাণ কাটে ॥
 এই বাণ ব্যর্থ গেল, চিস্তিত লক্ষণ ।
 মনে ভাবে, শিশু নহে, সাক্ষাৎ এ যম ॥
 অর্কুদ অর্কুদ বাণ লক্ষণ যে এড়ে ।
 কতদূর গিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে ॥
 দেখিয়া ত লক্ষণের লাগে চমৎকার ।
 ফুরাইল সব বাণ তুণে নাহি আর ॥
 শূণ্য হৈল তুণ, ফুরাইল অস্ত্রগণ ।
 দেখিয়া উদ্ভিন্ন বড় হইল লক্ষণ ॥
 বলেন লক্ষণ, পরে লব-বিজয়মান ।
 এত দূরে মোর যুদ্ধ হৈল অবসান ॥
 সর্ব শাস্ত্র জান তুমি, বিচারে পণ্ডিত ।
 বুঝিয়া করহ কার্য যে হয় উচিত ॥
 শুনিয়া তাহার কথা লব বীর ভাবে ।
 অবশ্য মারিব তোমা, না যাইবে দেশে ॥
 এক বাণ এড়ি আমি, না ভাবিহ মন্দ ।
 যা হোক তা হোক সব থাকে যে নির্বন্ধ ॥
 এই বাণে যদি তুমি পাও পরিজ্ঞান ।
 লক্ষণ, তোমার ভবে না লইব প্রাণ ॥

এ প্রতিজ্ঞা করিলাম, স্তনহ বচন ।
 এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ ॥
 পাশুপত বাণ সে লবের মনে পড়ে ।
 তুণ হৈতে বাণ নিয়া ধমুকেতে জোড়ে ॥
 বাসুকি (১) তক্ষক (২) হেন বাণের গর্জন ।
 পাশুপত বাণে বিদ্ধি পড়িল লক্ষণ ॥
 লক্ষণ জিনিয়া বায় ভাইয়ের উদ্দেশে ।
 হেথা যুদ্ধ বাজিল ভারতে আর কুশে ॥
 কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা ।
 লুকাইয়া দেখে যে কুশের অস্ত্র-শিক্ষা ॥
 শক্রয়ে মারিয়া কুশের বাড়িয়াছে আশ ।
 ভারতের সনে যুদ্ধে নাহি করে ত্রাস ॥
 একা ভাই যতপি জিনিতে নারে রণ ।
 নির্মূল করিব যে, না রহে একজন ॥
 এতক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে ।
 ভারতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে ॥
 ভারতের সনে ঠাট কটক বিস্তর ।
 চারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর (৩) ॥
 বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ ।
 সেই বাণ কুশ বীর পুরিল সন্ধান ॥
 বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পাকে পাকে ।
 হস্ত পদ কাটে কারো, কারো কাটে নাকে ॥
 এক ঠাই যুগ পড়ে, স্বন্ধ আর ঠাই ।
 ভারতের ঠাট পড়ে, লেখাখোখা (৪) নাই ॥
 এক বাণে অরি-সৈন্য করিল সংহার ।
 পর্ত্ত-প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার ॥

(১) বাসুকি—সর্পবাহ; ইনি সহস্র শিবে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। (২) তক্ষক—
 কল্পপের ঠিক কক্ষ-পর্বে ইহার জন্ম। বাসুকির জাতা। বাসুকিব জাতা। বাসুকিব ইহার বাসভূমি ছিল। রাজা
 পরীক্ষিত ইহার ধ্বংসে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা অশ্বত্থর সর্পকুল বিনষ্ট করিবার জন্য যে সময়ে
 যুদ্ধ আরম্ভ করেন সেই সময়ে আত্মীক মূনির চেষ্টায় ইহার প্রাণ রক্ষা হয়।—মহাভারত ।
 (৩) একেশ্বর—একলা। (৪) লেখাখোখা—হিসাব।

রক্ত-নদী বহিল যে সংগ্রামের স্থানে ।
 এত সৈন্য পড়ে, এড়াইল সাত জনে ॥
 উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে ।
 পলাইয়া যায় কেহ, ফিরে ফিরে দেখে ॥
 ভাবে তারা, পরিত্রাণ পাইবে কেমনে ।
 কল্মষের ধর্ম্য নহে ভঙ্গ দিতে রণে ॥
 ভরত বলেন, কুশ, কাস্ত কর রণ ।
 দেশে পলাইয়া যাই এই অষ্ট জন ॥
 কুশ বলে, ভরত, না বল এ বচন ।
 কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্ট জন ॥
 সাত জন যাক্ দেশে রামের গোচর ।
 বার্তা পেয়ে রাম যেন আসেন সত্ত্বর ॥
 শুনহ ভরত বীর, আমার উত্তর ।
 কল্মষ হইয়া কেন হইলা কাতর ॥
 মনে ভাব পলাইয়া পাবে অব্যাহতি ।
 যত কাল জীব, (১) তব থাকিবে অখ্যাতি ॥
 পলাইয়া গেলে যে থাকিবে অপযশ ।
 যুকিয়া মরিলে থাকে অনন্ত পৌরুষ ॥
 ভরত বলেন, কুশ, ইহা মিথ্যা নয় ।
 শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয় ॥
 শ্রীরামের তেজ বল তাঁরি ধনুর্বাণ ।
 হারিলে তোমার ঠাই নাহি অপমান ॥
 কুশ বলে, রাম বলি কত গর্ব কর ।
 রাম কি করিবে, যদি আজি তুমি মর ॥
 তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে ।
 অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে ॥
 আমার সমরে যদি জয়ী হন রাম ।
 তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব-কুশ নাম ॥
 তোমারে ছাড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে ।
 বলিবেন, ভরতে কি না মারিল আসে ॥

কোন কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ ।
 তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ ॥
 এক বাণ বিনা না এড়িব আর বাণ ।
 এক বাণে ভরত, লইব তব প্রাণ ॥
 ভরত বলেন, তব বুদ্ধি ভাল নয় ।
 শ্রীরামের রূপ দেখি, তেঁই বাসি ভয় ॥
 কুশ বলে, রাম হেন কোটি যদি আসে ।
 বাহুড়িয়া এক জন নাহি বাবে দেশে ॥
 ভরত বলেন, কুশ, দিলে পালাগালি ।
 শ্রীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি ॥
 শিশু হ'য়ে কুশ, তব এতেক বড়াই (২) ।
 আছুক রামের কার্য, জিন মোর ঠাই ॥
 লব লব বলিয়া যে কর অহঙ্কার ।
 লক্ষ্মণের সমরে তাহার বাঁচা ভার ॥
 লক্ষ্মণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার ।
 অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ ল'য়েছে তাহার ।
 লক্ষ্মণের বাণে লব যতপি বাঁচিত ।
 আসিয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত ॥
 ভরতের কথা শুনি কুশ বীর কর ।
 কোন কালে লক্ষ্মণের হইয়াছে ক্ষয় ॥
 লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার ।
 ভরত না হবে তবে তোমার সংহার ॥
 এত যদি ছুইজনে হৈল পালাগালি (৩) ।
 দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোহে মহাবলী ॥
 আশী কোটি বাণ তবে এড়িল ভরত ।
 দশ দিক, জল স্থল, ঢাকিল পর্বত ॥
 ভরতের বাণেতে হইল অহঙ্কার ।
 দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার ॥
 কুশ বীর বাণ এড়ে ভরত-সম্মুখে ।
 ভরতের যত বাণ কাটে একে একে ॥

(১) জীব—বাঁচিব । (২) বড়াই—গৌরব । (৩) পালাগালি—এখানে বাণ, যুদ্ধ ।

সব বাণ ব্যর্থ গেল, ভরত চিস্তিত ।
 ভরত গন্ধর্ষ অস্ত্র এড়িল স্বরিত ॥
 তিন কোটি গন্ধর্ষ জন্মিল এক বাণে ।
 কুশ সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে ॥
 গন্ধর্ষের বিক্রমে কুশের লাগে ডর ।
 এড়িল অক্ষয়জিৎ বাণ সে সত্বর ॥
 গন্ধর্ষ কুশের বাণে হইল সংহার ।
 দেখি ভরতের মনে লাগে চমৎকার ॥
 কুশ বলে, ভরত, আর কত বাণ এড় ।
 এই আমি বাণ এড়ি যম-ঘরে নড় (৩) ॥
 জুড়িল ঐষিক বাণ কুশ শরাসনে ।
 অস্তরীক্ষে উঠিল সে সিংহের গর্জনে ॥
 মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে ।
 দেখিয়া ভরত ব্যস্ত হইলেন ত্রাসে ॥
 ভরত কাতর হ'য়ে উর্ধ্বপানে চায় ।
 বায়ুবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায় ॥
 ফুটিয়া ঐষিক বাণ পড়িল ভরত ।
 পৃথিবীতে ধারা বহে রক্তস্রোত-শত ॥

ভরত কটক সহ পড়িলেন রণে ।
 খেয়ে গেল লব সে কুশের বিছামানে ॥
 রক্তে রাজা দুই ভাই করে কোলাকুলি ।
 জলে গিয়া যুদ্ধ রক্ত কেলিল পাখালি ॥
 সংগ্রামের বেশ খুয়ে রক্তের কোটরে ।
 শূন্য-হস্তে গেল দৌছে মায়ের গোচরে ॥
 জানকী বলেন রে বিলম্ব কি কারণ ।
 কোন্ কার্যে লব-কুশ ব্যাজ (১) এতক্ষণ ॥
 লব-কুশ বলে, মাতা, না জানি বিশেষ ।
 যুগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ ॥
 এতক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে ।
 মিথ্যা কহি মায়েরে প্রকারে (২) দুই জনে ॥

কোন চিন্তা নাহি, মাগো তোমার প্রসাদে ।
 তপোবন রাধি মোরা মুনি-আশীর্ব্বাদে ॥
 মিষ্ট অন্ন পান দৌছে করিল ভোজন ।
 সুগন্ধি চন্দন মালা পরিল তখন ॥
 পরম হরিশে ঘরে রহে দুই ভাই ।
 সাত জন পলাইয়া গেল রামের ঠাই ॥

লব কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধের
 আয়োজন ।

রাম মুনি-বেষ্টিত আছেন বজ্রস্থানে ।
 হেন কালে সাত জন গেল সেই-খানে ॥
 সাত জনে দেখি রাক্ষস চিন্তাবান ।
 জিজ্ঞাসেন ভরত-লক্ষ্মণের কল্যাণ ॥
 কৃতাজলি সাত জন করে নিবেদন ।
 কি কহিব রঘুনাথ, দৈবের ঘটন ॥
 প্রমাদ পড়িল প্রভু, ভয়ে নাহি কহি ।
 সাত জন আইলাম, আর কেহ নাহি ॥
 চারি অকৌহিনী পড়ে, ভরত-লক্ষ্মণ ।
 সবে মাত্র এড়াইয়া আইলু সাত জন ॥
 দুই শিশু নর নহে, বিষ্ণু-অবতার ।
 তোমার যতক সেনা করিল সংহার ॥
 আপনি যতপি রাম যুদ্ধ তার সনে ।
 জিনিতে নারিবে প্রভু, হেন লয় মনে ॥
 ত্রিলোকের নাথ তুমি অগত-পূজিত ।
 জিনিতে নারিবে রণ, কহিলু নিশ্চিত ॥
 সুনিয়া মূচ্ছিত রাম কমল-লোচন ।
 চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন ॥
 কোথাকারে গেলে ভাই ভরত-লক্ষ্মণ ।
 আমারে এড়িয়া কোথা গেলে তিন জন ॥

(১) নড়—চল ; যাও । (২) ব্যাজ—বিলম্ব । (৩) প্রকারে—প্রত্যয়ণ করে ।

পূর্বেতে আমার প্রতি আছিল সদয় ।
রণস্থলে গিয়া ভাই হইলা নির্দয় ॥
শ্রীরামের সর্ব্বাঙ্গ তিভিল নেত্র-নীরে ।
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয়োপরে ॥
তিন ভাই স্মরণ করিয়া বহুতর ।
হায় হায় বিলাপ করেন রঘুবর ॥

আমা লাগি লক্ষণ যে রাজ্য পরিহরি ।
বনবাসে গেলা, সে গাছের ছাল পরি ॥
চতুর্দশ বর্ষ দুঃখ পাইলে তপোবনে ।
ইন্দ্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষ্ণ-বাণে ॥
লক্ষণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে ।
হেন ভাই মোর পড়ে ছাওয়ালের রণে ॥

ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি ।
আমি বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী ॥
চৌদ্দবর্ষ দুঃখ পেয়ে পরিল বাকল ।
রাজভোগ এড়িল, খাইল বৃক্ষ-ফল ॥
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল ।
এতেক ভাবিয়া রাম হলেন বিকল ॥

ভাই মোর শক্রঘন প্রাণের সোসর ।
তব তুল্য বীর নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
বহুদিন যুদ্ধে আমি মারিষু রাবণ ।
এক দিনের যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণ ॥
হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে ।
যা থাকে কপালে, তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে ॥
নেত্র-নীরে শ্রীরামের তিভিল বসন ।
সুগ্রীব প্রভৃতি দেন প্রবোধ-বচন ॥
আপনি শ্রীরাম তুমি বিচারে পণ্ডিত ।
তোমার ক্রন্দন কভু নহে ত উচিত ॥

ক্রন্দন সশ্বর রাম, স্থির কর মতি ।

দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি ॥

শ্রীরাম বলেন, যাই ভাইয়ের উদ্দেশে ।
তিন ভাই গেল যদি, আমি আছি কিসে ॥
দুই শিশু মারিয়া শুধিব ভাইয়ের ধার ।
অযোধ্যায় তবে সে গমন করি আর ॥
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন ।
শ্রীরামের প্রতি কহে প্রবোধ বচন ॥
রাক্ষস বানর আর যত আছে সেনা ।
সাজন করিয়া মারি শিশু দুই জনা ॥
সুমন্ত্রেরে তবে রাম করেন জ্ঞাপন ।
বাছিয়া সাজাও রথ অপূর্ব্ব দর্শন ॥

পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি ।
কনকে রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি ॥
চড়েন পুষ্পক-রথে শ্রীরাম প্রবীণ (১) ।
শুভ যাত্রা করি রাম চলেন দক্ষিণ ॥
চলিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি ।
তিন কোটি চলে তাহে মদমন্ত (২) হাতী ॥
চলিল তিরানী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজী (৩) ঘোড়া ।
অকোহিনী সস্তরি চলিল ভূমি জোড়া ॥
তিন কোটি মহারথী চলিল প্রধান ।
সর্ব্বাঙ্গ থাকে তারা রাম-বিজ্ঞান ॥
মহারথী চলিল যতোক রাজধানী ।
পাত্রমিত্র চলে সব করিয়া সাজনি ॥
শ্রীরামের সেনা ঠাট কটক অপার ।
দেখিলে যমের লাগে চিত্তে চমৎকার ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে, চলে কপিগণ ।
পবাক শরভ গয় সে গন্ধমাদন ॥

(১) প্রবীণ—বণকুশল । (২) মদমন্ত—মদে (হস্তীর বগ হইতে নিঃসৃত পাটলবনের উৎকটগন্ধ
কর বিশেষ) মন্ত,—অর্থাৎ যে হস্তীর বগ কাটিয়া মদস্রাব হইতেছে । (৩) তাজী—আববদেশীর
ঘোড়া ; উৎকট অর্থ ।

মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি ।
 চলিল ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি ॥
 সত্তর কোটি বীর চলে পবন-নন্দন ।
 তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ ॥
 মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস কপিগণ ।
 আর যত সেনা যায় কে করে গণন ॥
 বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল ।
 শক্রজিৎ মহাবল চলিল সকল ॥
 রুদ্রমুখ চলে আর সুরস্ক-লোচন ।
 রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোর-দরশন ॥
 রথের উপরে রাম চড়েন সত্বর ।
 মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর ॥
 কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী ।
 জীরামের বাণ্ড বাজে তিন অক্ষৌহিণী ॥
 কৃষ্ণিবাস কবি কহে অমৃত-কাহিনী ।
 দুই বালকের রণে এতেক সাজনি ॥

লব-কুশের সহিত জীরামের যুদ্ধ ।
 কটক হইল পার নদ-নদী-নীরে ।
 জল শুকাইল কটকের পদভরে ॥
 নদী শুকাইয়া মাটি হৈল গুঁড়া গুঁড়া ।
 গগন-মণ্ডলে লাগে কটকের ধূলী ॥
 সমরে গেলেন রাম কমল-লোচন ।
 ভরত লক্ষ্মণ পড়িয়াছে শক্রঘন ॥
 আর পড়িয়াছে ঠাট হয় অক্ষৌহিণী ।
 দেখিয়া উদ্ভিন্ন হইলেন রঘুমণি ॥

লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান ।
 এই বুঝি সৈন্য ল'য়ে আইলেন রাম ॥

সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত জীরাম ।
 ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম ॥
 এই যুক্তি দুই ভাই করে কাণাকাণি ।
 হেনকালে আইলেন সীতা ঠাকুরাণী ॥
 জানকী বলেন, কি বা কর দুই ভাই ।
 কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই ॥
 কার সনে করিয়াছ বাম-বিসবাংদ ।
 কোন্ দিনে লব-কুশ পড়িবে প্রমাদ ॥
 উভয়ে করেন সীতাদেবী সাবধান ।
 শত শত আশীর্বাদ করেন কল্যাণ ॥
 অভাগীর পুত্র তোরা, নির্ধনের ধন ।
 অন্ধের নয়ন তোরা, মায়ের জীবন ॥
 কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী ।
 তো-সবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি ॥
 তো-সবার সনে যে আসিয়া করে রণ ।
 বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে এক জন ॥
 অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অশ্রু মত ।
 যা বলেন বাহারে সে ফলে সেই মত ॥
 এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর ।
 চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর ॥
 রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন ।
 সেইমত বেশ করিলেন দুই জন ॥
 তৃণ-পূর্ণ বাণ নিল, ধনু নিল হাতে ।
 যুঝিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে ॥
 যেখানে জীরাম, তথা গেল দুই জন ।
 তিন রাম এক ঠাই দেখে সর্ব-জন ॥
 এক বল এক রূপ একই সূঠাম ।
 একই বিক্রম, সবে দেখে তিন রাম ॥
 রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি ।
 অনুমান করে তাহা বুঝে বৃহস্পতি ॥

পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন ।
 সেকালে তাহারে রাম করেন বর্জন ॥
 লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে ।
 ইহার সীতার পুত্র হেন লয় মনে ॥
 সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর ।
 ত্রিভুবন-জয়ী ছই বীর ধর্মুর্জর ॥
 এই কথা রঘুনাথ করি অনুমান ।
 নতুবা ইহার কেন তোমার সমান ॥
 এ ছয়ের যুদ্ধে রাম, না দেখি নিস্তার ।
 প্রাণ ল'য়ে দেশ প্রতি কর আশ্রমার ॥
 এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি ।
 হেন কালে নিবেদয় স্মরণ সারথি ॥
 পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী ।
 হেনকালে তাঁহারে বর্জনা রঘুপতি ॥
 খুইলাম তাঁহারে যে এই বনবাসে ।
 আমি আর লক্ষ্মণ যে চলিলাম দেশে ॥
 অতএব রঘুনাথ, সেই এই বন ।
 সীতার এই ছই পুত্র হেন লয় মন ॥
 যমজ ছই সহোদর বৃষ্টি এ প্রকার ।
 পরিচয় লও প্রভু, তোমার কুমার ॥
 স্মরণের কথা শুনি রামের বিশ্বয় ।
 উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয় ॥
 রাজা দশরথের তনয় আমি রাম ।
 তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম ॥
 তেজ ধর আমারি, আমারি ধর্মুর্বাণ ।
 আকৃতি-প্রকৃতি দেখি আমারি সমান ॥
 পরাক্রম আমারি, না হয় অন্য জান ।
 অতএব কহি আমি, বলহ বিধান ॥
 তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই ।
 পরিচয় দেহ, কে তোমরা ছই ভাই ॥

পরিচয় দেহ কি বা আমার নন্দন ।
 এমন হইলে আমি না করিব রণ ॥
 না জানিয়া মারিব কি আপন তনয় ।
 বাবৎ না লই প্রাণ, দেহ পরিচয় ॥
 শুনিয়া সে কথা দৌহে করে কাণাকাণি ।
 কেমনে বলিব নাম, বাপ নাহি চিনি ॥
 আজি পিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাণ্ডি ।
 কার পুত্র আমরা, যমজ ছই ভাই ॥
 ছই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে ।
 ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জন-গর্জনে ॥
 এতদিনে অবোধের সনে দরশন ।
 পরিচয় দিলে হবে কোন্ প্রয়োজন ॥
 পুত্র হ'য়ে পিতৃ-সনে কে বা করে রণ ।
 আপনার পুত্র বলি ভাব মনে-মন ॥
 আমি দৌহে দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে ।
 পরিচয় ভে-কারণে চাহ বারে বারে ॥
 তোমারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম ।
 বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম ॥
 ছই ভাই চতুর, না জানে পিতৃ-নাম ।
 ভাগাইল হল করি, বৃষ্টিলেন রাম ॥
 পরিচয় নাহিল, হইল গালাগালি ।
 সর্ব সৈন্য বেড়ে লব-কুশ মহাবলী ॥
 শ্রীরাম বলেন, নাহি দিলে পরিচয় ।
 সাবধানে যুঝ, সৈন্য, না করিছ ভয় ॥
 আমার ছাপ্পান কোটি মুখ্য সেনাপতি ।
 তিন কোটি আমার যে মদমন্ত হাতী ॥
 উত্তম তিরশী কোটি পার্শ্বতীর ঘোড়া ।
 অকৌহিনী সস্তরি বাহাতে পৃথী ঘোড়া ॥
 স্থগীষ অঙ্গদের আছে কোটি সেনা ।
 বার যুদ্ধে দেব দৈত্য কাঁপে সর্বজন ॥

ভয়ুক অসংখ্য আছে, রাক্ষস বানর ।
 আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর ॥
 এতক কটক পড়ে যদি আজি রণে ।
 তবে অপযশ মোর ঘূষিবে ভুবনে ॥
 বাছিয়া বাছিয়া বীর দেহ চারিভিতে ।
 বেড়া, যেন দুই ভাই নারে পলাইতে ॥
 মন্ত্রিগণ সহ রাম করেন মন্ত্রণা ।
 বাছিয়া কটক দিল চারিভিতে খানা ॥
 হস্তী ঘোড়া চালাইল প্রথমতঃ রণে ।
 বিপক্ষ মরুক, ঘোড়া হাতীর চাপনে ॥
 পাইয়া রামের আশ্রয় কটকের দ্বারা ।
 চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঘোড়া ॥
 রাক্ষস মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে ।
 দুই ভাই দুই ভিতে ধনুর্বাণ জোড়ে ॥
 লব বলে, কুশ ভাই, যুক্তি কর সার ।
 রাম-সৈন্য কাটিয়া করিব চুরমার ॥
 দুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ জোড়ে ।
 হস্তী ঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে ॥
 লব এড়িলেন বাণ নামেতে আছতি ।
 এক বাণে কাটিয়া পাড়িল কোটি হাতী ॥
 কুশ বাণ এড়িল নামেতে অশকলা ।
 কাটিল তিরানী কোটি তুরঙ্গের গলা ॥
 চারিভিতে সৈন্য যুঝে লব-কুশ মাঝে ।
 নানা অস্ত্র লইয়া সে দুই ভাই যুঝে ॥
 সৈন্য দেখি দুই ভাই ভাবিত অস্তুর ।
 কেমনে মারিব ঠাট, কটক বিস্তর ॥
 এত সৈন্য লইয়া ঘূষিতে এল রাম ।
 ইহাকে মারিতে পারি তবে রহে নাম ॥
 সতী-পুত্র হই যদি, মূনির থাকে বর ।
 এখনি মারিয়া পাঠাইব বম-ধর ॥

মূনির আশীষে হয় সর্বত্র কল্যাণ ।
 সন্ধান পুরিয়া লব-কুশ এড়ে বাণ ॥
 ষট্চক্র বাণ লব পুরিল সন্ধান ।
 ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি ধরে টান ॥
 কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম ।
 বেড়াপাক বাণে কুশ পুরিল সন্ধান ॥
 হেন বাণ দুই ভাই জোড়ে শরাসনে ।
 সন্ধান পুরিয়া এড়ে, উঠিল গগনে ॥
 সিংহের গর্জনে বাণ তারা হেন ছুটে ।
 সত্তর অশ্বোহিণী সেনা দুই ভাই কাটে ॥
 সমরে আসিয়াছিল ভয়ুক বানর ।
 হাতে করি কেহ গাছ কেহ বা পাথর ॥
 স্ত্রীঘ্ন অস্ত্র যুঝে বীর হনুমান্ ।
 কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান ॥
 রাক্ষস ভয়ুক কপি রূপে ভয়ঙ্কর ।
 নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর ॥
 রাক্ষস বানর আর যতক ভয়ুক ।
 নিরখিয়া লব-কুশ করিছে কৌতুক ॥
 লব বলে, কুশ ভাই, শুনহ বচন ।
 হের দেখ কটকের বিকট বদন ॥
 হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর ।
 দেখিত্ত শরীর যেন পর্বত-আকার ॥
 বানর ভয়ুক বীর ঘূষিছে বিস্তর ।
 নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর ॥
 রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পুরিয়া সন্ধান ।
 লব কুশ দেখিয়া না হয় আশ্চর্যান ॥
 লব বলে, কুশ ভাই, কার মুখ চাই ।
 বিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই ॥
 সেই দিকে দুই ভাই পুরিল সন্ধান ।
 সন্ধান পুরিয়া এড়ে চোখ-চোখ বাণ ॥

বাণে বিক্র রাক্ষস বানর যত পড়ে ।
 যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে ॥
 লব বলে, কুশের কি শিক্ষা চমৎকার ।
 রাক্ষস বানর আদি পড়িল অপার ॥
 পরে যুদ্ধে আইলেক স্ত্রীীব বানর ।
 দ্বাদশ যোজন আনে পাথর সহর ॥
 ক্রোধভরে পর্বতে উপাড়ে দুই হাতে ।
 ইচ্ছা করে মারে লব-কুশের শিরেতে ॥
 বাণে কাটি লব-কুশ করে খান্ খান্ ।
 আর বাণে স্ত্রীীবের লইল পরাণ ॥
 তবে ত অঙ্গদ বীর আইল সহরে ।
 ধরিবারে চাহে দৌহে আপনার জোরে ॥
 এতক ভাবিয়া বীর লাক দিয়া যায় ।
 লব-কুশের বাণ পড়ি তার পুড়ে গায় ॥
 পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বাণ খাইয়া ।
 হনুমান্ আইলেন হাতে গদা লৈয়া ॥
 পর্বত এড়িল লব-কুশের উদ্দেশে ।
 বাণে কাটি লব-কুশ ফেলায় আকাশে ॥
 কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে ।
 হনুমান্ মূর্ছাগত পড়ে সে সমরে ॥
 দেখিয়া হনুর দশা অপন্ন বানর ।
 ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর ॥
 বেড়াপাক বাণ কুশ পুরিল সন্ধান ।
 বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ ॥
 রাক্ষস ভল্লুক যে পড়িল কপিগণ ।
 ইহার মধ্যেতে এড়াইল তিন জন ॥
 অমর কারণে এড়াইল তিন বীর ।
 দুই কটকের রক্তে বহে যেন নীর ॥
 রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার ।
 দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার ॥

আছিল ছাশ্মান কোটি শ্রীরামের সেনা ।
 হস্তী ঘোড়া ঠাট তার নাহি এক জনা ॥
 শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি ।
 গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি ॥
 শ্রীরামের আগে কহে করি জোড় হাত ।
 প্রাণ ল'য়ে দেশেতে চলহ রঘুনাথ ॥
 যদি রঘুনাথ, দেশে করহ গমন ।
 তবে ত সবার রক্ষা, নতুবা মরণ ॥
 শিশু নহে দুই জন সাক্ষাৎ যে যম ।
 ত্রিভুবনে বীর নাই এ দৌহার সম ॥
 শ্রীরাম বলেন, আইলাম সৈন্যসাথে ।
 সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কি মতে ॥
 মজাইয়া সর্বস্ব কেমনে যাব ঘর ।
 সাবধানে যুঝ, সৈন্য, না করিহ ডর ॥
 সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায় ।
 ধনুর্বাণ হাতে করি যুক্তিবারে যায় ॥
 একবারে সব সৈন্য পুরিল সন্ধান ।
 সন্ধান পুরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥
 কোটি কোটি চোখ বাণ সেনাপতি এড়ে ।
 লব-কুশে নিরখিয়া আণ্ড নাহি সরে ॥
 সেনাপতি সকলে লাগিল চমৎকার ।
 পলাইয়া সব সৈন্য, হৈল চক্রাকার ॥
 সেনাপতি ভঙ্গ দিল, লব-কুশ হাসে ।
 ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লব-কুশে ॥
 যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেক তোমার সেনাপতি ।
 হেন ঠাট কেন রাম, করহ সংহতি ॥
 পাইয়া শ্রীরাম লজ্জা, করেন উত্তর ।
 যায় যাউক ঠাট আমি আছি একেশ্বর ॥
 আমি আছি একাকী তোমরা দুইজন ।
 এক বাণে পাঠাইব যমের সদন ॥

তিন জনে এত যদি বচন কহিল ।
 সে সকল সেনাপতি আবার আসিল ॥
 চারিদিকে ছেয়ে লব-কুশেরে বেড়িল ।
 লব কুশ নিরখিয়া জলিয়া উঠিল ॥
 সেনাপতিগণ আসি যবে জোড়ে বাণ ।
 লব-কুশে দেখিয়া না হয় আগুয়ান ॥
 সেনাপতিদের কাছে যত অস্ত্র ছিল ।
 ফুরাইল সব বাণ, তুণ শূণ্য হৈল ॥
 সেনাপতিগণে রণে করিল বিরথী (১) ।
 বলে লব-কুশ, সেনা সকলের প্রতি ॥
 তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান ।
 মোরা দুই ভাই পুরি এখন সন্ধান ॥
 এড়িলেক বাণ পোটা তারা যেন ছুটে ।
 সেনাপতি ছাপান কোটির মাথা কাটে ॥
 বাসুকী তরুণ যেন নাগের গর্জন ।
 পড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন ।
 পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর (২) ।
 সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর ॥
 চিন্তা করিলেন রাম হইয়া উদাস ।
 ডাক দিয়া লব-কুশ করে উপহাস ॥
 সর্বলোকে বলে তোমা ধান্মিক শ্রীরাম ।
 অলক্ষিতে যত তুমি করিয়া সংগ্রাম ॥
 দুইজনের প্রতি যদি তিন জন রোষে ।
 ধর্মনাশ হয়, মরে আপনার দোষে ॥
 হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা ।
 সতী-পুত্র আমরা যে তেঁই পাই রক্ষা ॥
 কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত ।
 তোমরা যে কিছু বল নহে অশুচিত ॥

পৃথিবী-মণ্ডলে আমি রাজ-চক্রবর্তী ।
 না জানি কতক ঠাট আইল সংহতি ॥
 আমারে জিনিতে কেবা পারে ত্রিভুবনে ।
 পুত্র বিনা আমাকে নাহিক কেহ জিনে ॥
 আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয় (৩) ।
 পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয় ॥
 আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুজন ।
 মম পুত্র হও যদি না করিব রণ ॥
 পরিচয় দেহ কি বা আমার নন্দন ।
 লব-কুশ বলিয়া তোমরা দুই জন ॥
 রাবণ দুর্জয় বীর ছিল লক্ষ্মী-দেশে ।
 আমার সহিত রণে মরিল সবংশে ॥
 শুনিয়া রামের কথা দুই ভাই হাসে ।
 ডাক দিয়া রামেরে বলিতে অবশেষে ॥
 শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম ।
 বড় ভয় পেলে তুমি করিতে সংগ্রাম ॥
 পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিছ পরিচয় ।
 হেন বৃদ্ধি সমর করিতে ভয় হয় ॥
 কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতা-পুত্রে রণ ।
 আপনার পুত্র বলি ভাব মনে-মন ॥
 রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ ।
 বারে বারে পুত্র বল, নাহি বাস লাজ ॥
 রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান' ।
 পড়িলে বীরের হাতে ভাল মতে জান ॥
 অধিক কি কব, রাম, শুনহ উত্তর ।
 কল্পিয় হইয়া কেন হইলে কাতর ॥
 আমরা মুনির পুত্র সেই মত বল ।
 তুমি ত ধরনীপতি কেন কর হল (৪) ॥

(১) বিরথী—হীন যোদ্ধা । (২) দোসর—সহচর ; সঙ্গী । (৩) মিত্রবার অভিলাষ । ৬২৪ পৃষ্ঠার পাঠ্যকার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । (৪) মুনির পুত্র আমরা, সুতরাং আমরা দুর্বল হইতে পারি ; কিন্তু তুমি বাবা হইয়া এত ভীত হইলে কেন ? লব-কুশের ইহাই বলিবাব উদ্দেশ্য ।

জীরাম বলেন, শুন বলি লব-কুশ ।
 বাণকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ ॥
 তোমা দৌহা দেখি যেন আমার আকৃতি ।
 পরিচয় না দিলে তোমরা অল্পমতি ॥
 কটক পড়িল, আমি না যাইব দেশে ।
 অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে ॥
 আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা ।
 এখন দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা ॥
 শিতা-পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে ।
 গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে এই তিনে ॥
 মহাক্রোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান ।
 ছুই শিশু উপরে এড়েন মহাবান ॥
 নানা অস্ত্র এড়েন জীরাম কোপাধিত ।
 মহাব্যস্ত লব-কুশ পলায় স্বরিত ॥
 ছুই ভাই পলাইল, রাম পান আশ ।
 তাঁহার বাণেতে গিয়া ছাইল আকাশ ॥
 অন্ধকার হইল সংসার সেই বাণে ।
 আশু হৈয়া যুক্তিতে না পারে ছুই জনে ॥
 এই মত ছুই ভাই গেল পলাইয়া ।
 বিলাপ করেন রাম রথেষ্টে বসিয়া (২) ॥

জীরামের বিলাপ

হরি হরি, (৩) ক্ষুণ্ণ মন, দেখিয়া অদ্ভুত রণ,
 ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ ।

ভ্রাতৃ-মৃত্যু সৈন্ত-ধ্বংস, পরাভূত রঘুবংশ,
 হেরি রাম করে অশ্রুপাত ॥
 দৈব যদি হয় বাম, সিন্ধু নহে কোন কাম,
 যজ্ঞ হৈল সংহার-কারণ ।
 তখনি আনিল মন, জিনিতে নাহিব রণ,
 যখন পড়িল শক্রঘন ॥
 হুদিন কুদিন, দুই, বিধাতার সৃষ্টি এই,
 এবে সেই বীর হনুমান্ ।
 যে গন্ধমাদন আনে, কুম্ভকর্ণে জিনে রণে,
 লোটিয় শিশুর খেয়ে বাণ ॥
 স্ত্রীবি প্রভৃতি বলে, সাহায় সাগর-জলে,
 মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে ।
 হেন জনে শিশু মারে, অঙ্গদ দেবেস্ত্র মরে,
 এত করাইল দৈবে মোরে ॥
 কত ব্রহ্মবধ কৈলু, যজ্ঞ মধ্যে ভস্ম দিলু,
 পাতক করিলু কত অর ।
 কত বড় নাম ছিল, দণ্ড মধ্যে ভস্ম হৈল,
 পরাতপ হইল আমার ॥
 যে বংশে সগর রাজা, রঘুবীর মহাতেজা,
 ভগীরথ বেণ (১) মহাশয় ।
 হেন বংশে জনমিয়া, না করি বংশের ক্রিয়া,
 জিনে মোরে মুনির তনয় ॥
 মরিল যে তিন ভাই, মিত্রবর্গ কেহ নাই,
 যে সবারে আনিলাম রণে ।

(১) ভ্রাতৃগণের মৃত্যু ও সৈন্তগণের বিনাশ, এজন্য জীরামের বিলাপ—ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু যে লব-কুশকে তিনি স্বীয় পুত্র বলিয়া অনুমান করিতে ছিলেন সেই লব-কুশ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল—এজন্য তাহাদের বীরত্বে সন্দেহও রামচন্দ্রের বিলাপের কারণ হইতে পারে। (২) হরি হরি—খেদ-প্রকাশের উক্তি। (৩) বেণ—ঋষির অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম অঙ্গদ। অঙ্গের পরী পুনীথা। এই পুনীথার গর্ভে 'বেণ'-এর উৎপত্তি হয়। বেণ অতিশয় উগ্রস্বভাব ছিলেন। এই অস্ত্র বাজিবে অন্ধ বিবর্ত হইয়া প্রত্যায়া অবলম্বন করিলে বাহ্য অবাধক হইবার আশঙ্কায় মুনিগণ বেণকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু বেণ সিংহাসনে বসিয়া বিধেব অত্যাচার আরম্ভ করিলে মুনিগণ অভিযাণ

মরিল বাহার পতি, অনাথ হইল সতী, মরিল সকল জনে, স্ত্রীবিভীষণে,
 অকীৰ্ত্তি রহিল এ ভুবনে ॥ যত সব সুহৃদু আমার ॥
 বিধাতা নির্দয় হ'য়ে, এত বড় বাড়াইয়ে, সুহৃদু আছিল যারা, প্রায় গভপ্রাণ (৪) তারা,
 সর্বনাশ করিলেক শেষে । আর করে করিব সহায় ।
 হায় হায় কি হইল, বংশে কেহ না থাকিল, আজি দুই শিশু মারি, কিনা যে আপনি মরি,
 পৃথিবী পুরিল অপযশে ॥ তবে ক্ষত্রধর্ম রক্ষা পায় ॥
 মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে, আজি দুই শিশু মারি, সে রক্তে তর্পণ করি,
 শক্রগণে নাশিবেক পুরী । তবে আমি রঘুবংশ (৫) হই ।
 অযোধ্যা কিকিয়া লক্ষা, হইল জীবন শঙ্কা, যুঝিব শিশুর সনে, এই দাড়াইলু রণে,
 পতিহীনা হৈল সর্বনারী ॥ নাহি দেখি গতি ইহা বই ॥
 সূর্য্য বিনা দিবা নহে, জল বিনা মৎস্য নহে, এতক ভাবিয়া মনে, জীৱাম চলেন রণে,
 অরাজক পুরীর সংহার । জীবনেতে হইয়া হতাশ ।
 এই সে থাকিল দুখ, না দেখি বজুর মুখ, রামায়ণ সুখাভাও, তাহার উত্তরাকাশ,
 কেথায় রহিল পরিবার ॥ গাইল পণ্ডিত কৃষ্টিবাস ॥
 বিদরিয়া যায় বুক, না দেখি সীতার মুখ,
 মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য ।
 চারি ভাই এক মাসে, মরিলাম এক দেশে,
 প্রতিকূল বিধির এ কার্য্য ॥
 দুই শিশু যম সম, নর বলি করি ভ্রম,
 কুস্তকর্ণ কিনা দশানন ।
 জাতিশ্বর (১) দুই জন, করিতে আইল রণ,
 পূর্ব বৈর (২) করিতে সাধন ॥
 কিংবা সে দুষণ ধর, হইয়া আইল নর,
 পূর্ব বৈরী (৩) করিতে সংহার ।
 লব-কুশের সহিত যুদ্ধে জীৱামের পরাজয় ।
 কুশ বলে, লব, তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই ।
 হারিয়া চলিল রাম আমা দৌহার ঠাই ॥
 একেবারে দুই ভাই করিব সংগ্রাম ।
 চল ঝড়ট মারি গিয়া আমরা জীৱাম ॥
 কুশ হৈতে অস্ত্র-শিক্ষা লব ভাল ধরে ।
 এড়িয়া চিকুর বাণ দিক্ আলো করে ॥

দিয়াছিলেন । এই অভিযানে বেণের মৃত্যু হয় । কিন্তু সুনীথা বিয়া প্রত্যবে পুত্রের কলেবর প্রতিপালন করিতে থাকেন । বেণের মৃত্যুতে বেশ অরাজক হইলে ব্রাহ্মণগণ সুনীথা কর্তৃক রক্ষিত বেণের মৃত দেহের বাহুধর মছন করিতে থাকেন । সেই মছনে এক পুরুষ ও এক স্ত্রী উৎপত্তি হয় । পুরুষের নাম পুথু ও স্ত্রীর নাম অক্তি । পরে ব্রাহ্মণগণ সদয় হইয়া মৃত বেণের জীবন হান করেন ও নানা সহপদেণ দিতে থাকেন । ব্রাহ্মণগণের উপদেশে বেণ অসংবৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিজুর উপাসনা করেন ও পরিশেষে অরমেণ বজ করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ।—তাপবন্ত ।

(১) জাতিশ্বর—বাহার পূর্ব জন্মের বিবরণ মনে থাকে । (২) বৈর—শত্রুতা । (৩) বৈরী—শত্রু । (৪) গভপ্রাণ—মৃত । (৫) রঘুবংশ—রঘুবংশোদ্ভব ।

লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ ।
 আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্বত-সমান ॥
 লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে ।
 সন্ধান পুরিয়া গেল শ্রীরামের কাছে ॥
 একেবারে দুই ভাই পুরিল সন্ধান ।
 বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম ॥
 ক্ষণে রাম আগু হন, ক্ষণে দুই ভাই ।
 বাণের ঠন্থনি শুনি, লেখা-জোখা নাই ॥
 হইল রামের বাণে ক্রান্ত দুই জন ।
 শঙ্কান্ত লব-কুশ ভাবে মনে-মন ॥
 যে অস্ত্র জোড়েন রাম করিয়া শৃঙ্খলা (১) ।
 সে লব-কুশের গলে হয় পুষ্পমালা ॥
 লব-কুশ দুই ভাই যে যে অস্ত্র ফেলে ।
 রামের চরণ বন্দি প্রবেশে পাতালে ॥
 এইরূপে পিতা-পুত্রে বাঞ্জিল সমর ।
 স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতক অমর ॥
 কেহ করে নাহি পারে সমান উভয় ।
 পিতার সদৃশ পুত্র, কেহ ছোট নয় ॥
 দুই দিকে দুই ভাই, রাম একেশ্বর ।
 বাণে বিদ্ধ রামচন্দ্র হলেন কাতর ॥
 নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুই ভিত ।
 কোন্ দিক্ রাখিবেন, শ্রীরাম চিন্তিত ॥
 চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ ।
 লব বিদ্ধে যতপি কুশের পানে চান ॥

একেবারে দুই ভাই পুরিল সন্ধান ।
 মূর্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম ॥
 পূর্বেই নিবন্ধ যেই আছে এক শাপ (২) ।
 সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাণ ॥
 লব এড়িলেন বাণ নামে অস্ত্রকলা ।
 ধমুর্বাণ সহিত রামের বান্ধে গলা ॥
 কুশ বাণ এড়িলেন অক্ষয়জিৎ নাম ।
 বুকেতে বাঞ্জিয়া ভূমে পড়িলেন রাম ॥
 করেন ছটফট রাম প্রাণমাত্র আছে ।
 শীঘ্র গেল দুই ভাই ভাই শ্রীরামের কাছে ॥
 নড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন ।
 লব-কুশ কাড়ি লয় গাত্র আভরণ ॥
 কাণের কুণ্ডল নিল মাথার টোপর ।
 নিল হার কেয়ুর হাতের ধমুঃশর ॥
 সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুই ভাই ।
 অস্ত্র-শস্ত্র ধমুর্বাণ কিছু ছাড়ে নাই ॥
 হনুমান্ জাম্ববান্ উভয় অমর ।
 দুই জন নাহি মরে শত মঘসুর (৩) ॥
 উঠিবার শক্তি নাই, বাণে অচেতন ।
 সেই পথ দিয়া লব-কুশের গমন ॥
 বাইতে দেখিল পথে বানর ভদ্রক ।
 মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক ॥
 সাজি (৪) বাকি উভয়কে লইলেক স্বক্কে ।
 রণ-জয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে ॥

(১) শৃঙ্খলা—নিয়ম । (২) বাবণ-বধান্তে রামচন্দ্র বানর-সেনা ও হনুমানাদির সহিত সাগর-
 কূলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বাবণ-জননী নিকবা সেইখানে উপস্থিত হইল । রামচন্দ্র তাহার
 শোক-কাতর রূপ দেখিয়া মানবের অবস্থান্তরের পরিচয়ে একটু হাস্ত কবেন । রামের হাসি দেখিয়া
 নিকবার অত্যন্ত ক্রোধ হয় । এই অস্ত্র নিকবা রামচন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে, 'পুত্রের সহিত যুদ্ধে
 তোমার পরাজয় হইবে।' (৩) মঘসুর—দেবতাদের ৭১ বৃন্দ । স্বায়ম্ভুব, স্বায়োচিব, উত্তম, তামস,
 বৈবস্বত, চাকুব, বৈবস্বত, সাবণি, দক্ষ-সাবণি, ব্রহ্ম-সাবণি, ধর্ম সাবণি, ক্রম-সাবণি, দেব-সাবণি ও ইন্দ্র
 সাবণি—এই চতুর্দশ ব্রহ্ম মানস-পুত্রের রাজস্বকাল এক এক মঘসুর নামে কথিত । (৪) সাজি—
 চারিদিকে বহিরা লইয়া বাইতে পাবে এইরূপ ভাবদৃশ্যবিশেষ ।

সীতা-বিলাপ ।

সত্তর দিবসে দুই ভাই গেল ঘর ।
কান্দিয়া জানকী দেবী অত্যন্ত কাতর ॥
হনুমান্ জাম্ববান্ দুর্জয় শরীর ।
দ্বারে না সাঙ্কায়, (১) তেঁই থুইল বাহির ॥
এক-দৃষ্টে চাহেন জানকী করি ধ্যান ।
হেনকালে দুই ভাই গেল সেই স্থান ॥
দেখিয়া জানকী হইলেন উত্তরোলী (২) ।
দুই ভাই লইল মায়ের পদধূলি ॥
দুই ভাই বসিল মায়ের বিছমান ।
যুদ্ধ-কথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থান ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যে ভরত শক্রঘন ।
এ সবার সহিত করিলাম বহু রণ ॥
বহু অকৌহিণী সেনা, ভাই চারি-জন ।
বালুড়িয়া দেশেতে না করিল গমন ॥
এসেছিল যত সেনা, কেহ তার নাই ।
কহি যে অপূর্ব কথা, শুন মাতা তাই ॥
দুর্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া ।
দ্বারে না প্রবেশে মাগো দেখহ আসিয়া ॥
ধনুর্কর্ষণ আনিয়াছি রথের সাজন ।
এই দেখ এনেছি রামের আভরণ ॥
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিয়া তখন ।
শিরে করি করাঘাত করেন রোদন ॥
হায় হায় কি করিলি ওরে লব-কুশ ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ ॥
কোন্খানে মারিলি সে কমল-লোচনে ।
চল কাট পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে ॥
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
কেমনে দেখিব সে ভরত-শক্রঘন ॥

কোন্খানে হয়েছিল সমর-প্রসঙ্গ ।
শৃগাল কুকুর পাছে স্পর্শে প্রভু-অঙ্গ ॥
ধেয়ে যান সীতা-দেবী কেশ নাহি বাঁধে ।
তাঁর পিছে শিরে-হাত দুই ভাই কান্দে ॥
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিছমান ।
হস্ত-পদ-বান্ধা হনুমান্ জাম্ববান্ ॥
মৃতপ্রায় অচেতন, বহে মাত্র শ্বাস ।
দেখিয়া সীতার মনে হইল তরাস ॥
জানকী বলেন, লব, কি করিলি কর্ম ।
তোরা বিজা শিখিয়া নাশিলি জাতি-ধর্ম ॥
তোমা হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় হনুমান্ ।
এই হনুমান্ মোর দিল প্রাণদান ॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার ।
হনুমান্ পুত্র মোর করিছে উদ্ধার ॥
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক ।
শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক ॥
পিতা-পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন ।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন ॥
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাঙ্কায় ।
কলঙ্ক না লুকাইবে হইবে বিখ্যাত ॥
কোথায় মারিলি তাঁরে ঝাট চল দেখি ।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি ॥
অশ্রুজলে জানকীর তিতিল বসন ।
লব-কুশ প্রতি কত করেন ভৎসন ॥
লব কুশ, শীত্র এই ঘুচাও বন্ধন ।
হনুমান্-জাম্ববানে করহ মোচন ॥
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই দুই জন ।
খসাইল উত্তরের সে দৃঢ় বন্ধন ॥
উঠিয়া বসিল জাম্ববান্ হনুমান্ ।
কহিলেন সীতাদেবী আসি বিছমান ॥

(১) সাঙ্কায়—চোকে । (২) উত্তরোলী—ব্যাকুলতা ।

এক সত্য হনুমান্ করিহ পালন ।
 কারো ঠাই না কহিও এ সব বচন ॥
 তোমার রামের পুত্র এই ছুই ভাই ।
 না চিনি করিল বৃদ্ধ ক্রোধ ক'রো নাই ॥
 বান সীতা মণিহারা ভুজঙ্গিনী-প্রায় ।
 ক্রন্দন করিয়া তাঁর পিছে দৌছে যায় ॥
 শ্রীরাম-উদ্দেশেতে চলেন তিন জন ।
 উপস্থিত হইলেন যথা হৈল রণ ॥
 দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারি জন ।
 শ্রীরাম লক্ষণ শ্রীভরত শক্রবন ॥
 হস্তী ঘোড়া ঠাট কত পড়েছে অপার (১) ।
 দেখিয়া ত জনকী করেন হাহাকার ॥
 কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন ।
 রামের চরণ ধরি কহেন তখন ॥
 হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমায়ে ।
 এ কেবল ঘটে সে আমার কর্ম-ফেরে ॥
 মন্দর (২) তোমার বাণে নাহি ধরে টান ।
 ছাওয়ালের বাণে প্রভু, হারাইলে প্রাণ ॥
 সর্বলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা ।
 আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা ॥
 অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন ।
 অগ্নে অগ্নে পাই যেন তোমার চরণ ॥
 শিরে-হাত লব-কুশ করিছে ক্রন্দন ।
 মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন ॥
 কমা কর জননী গো, না কর ক্রন্দন ।
 মজিলাম তব দোষে মোরা তিন জন ॥
 তুমি না বলিলে মা শ্রীরাম মম পিতা ।
 আপনার দোষে এত হইলে তাপিতা ॥

পিতৃবধ করিয়া বড়ই পাই লাজ ।
 অগ্নিতে পুড়িয়া মরি, প্রাণে নাই কাজ ॥
 এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার ।
 অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার ॥
 সীতা বলে, আগে অগ্নি করিব প্রবেশ ।
 যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবা অবশেষ ॥
 তিন জন গেল তারা যমুনার তীরে ।
 তিন কুণ্ড কাটিলেক ছুই সহোদরে ॥
 তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ আলিঙ্গ অনল ।
 অগ্নিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল ॥
 স্নান করি পরিচেন পবিত্র বসন ।
 অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন তিন জন ॥

বাগ্মীকি-সমাগম ও সসৈন্ত বাম-
 লক্ষণাধির প্রাণলাভ ।

চিত্রকূট-পর্বতে বাগ্মীকি তপোধন ।
 দেখিয়া অগ্নির ধুম বিচলিত-মন ॥
 রক্তেতে তর্পণ ক'রে মুনির বিন্ময় ।
 তর্পণ করেন সব যেন রক্তময় ॥
 মুনি বলে, লব-কুশ পাড়িল প্রমাদ ।
 দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিবাদ ॥
 ছ'মাসের পথ এল চকুর নিমেষ ।
 দেখে তিনজনে অগ্নি করিছে প্রবেশ ॥
 অগ্নিকুণ্ড আলিয়াছে, মহামুনি দেখে ।
 হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে ॥
 গৃধিনী শকুনি আর শূগালের রোল ।
 কলকল ধ্বনি আর জলের হিলোল ॥

(১) অপার—অসংখ্য । (২) মন্দর—পর্বত-বিশেষ; সমুদ্র-মহন-কালে এই পর্বতকে দেবাসুরগণ
 মহন-রুপে ব্যবহার করিয়াছিলেন । বৈতানাথের নিকটই বনামধ্যাত পর্বত-বিশেষ ।

কুন্তিনাসী রামায়ণ



বাল্মীকি বনে, সীতা, প্রাণ ত্যক্ত নাই ।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি স্তাই ॥—৭১৩ পৃঃ

কৃত্তিবাসী রামায়ণ



নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাওয়ালে ।

শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে ॥— ৭২০ পৃঃ

দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি ।
 প্রমাদ পড়িল কিবা, সীতা, কহ শুনি ॥
 জানকী বলেন, প্রভু, না জান কারণ ।
 লব-কুশ তোমার করিল মহারণ ॥
 পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারি জন ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শক্রঘন ॥
 কেমনে কহিব কথা, মুখে না আইসে ।
 পিতৃবধ করিলেক লব আর কুশে ॥
 এতদিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে ।
 শিখাইয়া ধনুর্বিদ্যা পড়িনু প্রমাদে ॥
 তুমি শিখাইলে মুনি নানা অস্ত্রশিক্ষা ।
 ত্রিভুবন যুঝে যদি কারো নাই রক্ষা ॥
 আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে ।
 শিশু হৈয়ে সে রামেরে জিনে দুই জনে ॥
 রঘুনাথ বিনা মোর না র'বে জীবন ।
 অগ্নিতে প্রবেশ করি এই তিন জন ॥
 বান্দীকি বলেন, সীতা, প্রাণ ত্যজ নাই ।
 বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শক্রঘন ।
 উঠিবেন, পড়িয়াছে আর যত জন ॥
 কমা দেহ জানকী, তোমারে বলি আমি ।
 দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি ॥
 জানকী বলেন, দেখি প্রভুর চরণ ।
 তবে ত আশ্রমে আমি করিব গমন ॥
 এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে ।
 অগভের যত কথা মুনি সব জানে ॥
 অপোবনে কুণ্ড আছে মৃতজীবী জল ।
 মুনি ধ্যান করিয়া জানিল সে সকল ॥
 মুনি বলে, শিশু, শুন আমার বচনে ।
 এই জল ছড়াইয়া দেহ অপোবনে ॥

মৃত সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে ।
 তত দূরে ছড়াইয়া দেহ এই নীরে ॥
 এক মন্ত্র পড়ি জল দিলা মহামুনি ।
 অপোবনে ছড়াইয়া দিলেন তখনি ॥
 কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া ।
 অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ-বাড়া ॥
 মৃত্যুজীবী জল যদি হৈল পরশন ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি উঠিল তখন ॥
 উঠিল ছায়ায় কোটি মুখ্য সেনাপতি ।
 তিন কোটি উঠিলেক মদমস্ত হাতী ॥
 উঠিল তিরশি কোটি শ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়া ।
 সত্তরি অক্ষৌহিণী সেনা দেয় গাত্র-মোড়া ॥
 সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে ল'য়ে কপিগণ ।
 ভল্লুক রাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ ॥
 কটকের কোলাহল হৈল পশুগোল ।
 মুনি বলে, শুন সীতা, কটকের রোল ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি যত যত বীর ।
 উঠে সৈন্য-সামন্ত যত অক্ষত শরীর ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শক্রঘন ।
 দূর হৈতে দেখি সীতা পাইল জীবন ॥
 রাম-অঙ্গ করিয়া ভাকিছে কপিগণ ।
 মুনি বলে, শুন সীতা, আমার বচন ॥
 আমি হেথা থাকিলে না হইত এমন ।
 দুই পুত্র লৈয়া ঘরে করহ গমন ॥
 লব কুশ সীতা তিনে মুনি নমস্কারি ।
 লুকাইয়া রহিলেন বান্দীকির পুরী ॥
 সীতারে চিনিয়াছিল পবন-নন্দন ।
 বান্দীকির মারাজলে পাসরে তখন ॥
 শ্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ ।
 চারি ভাই করিলেক মুনিকে বন্দন ॥

শ্রীরাম বলেন, মুনি, তোমার প্রসাদে ।
 রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে ॥
 কিন্তু মুনি, জানিতে বাসনা মনে হয় ।
 কাহার তনয় ছুটি দেহ পরিচয় ॥
 মুনি বলে, রাম, আমি না ছিলাম দেশে ।
 কাহার তনয় সেই না জানি বিশেষে ॥
 এখন সে বাণকের না পাবে দর্শন ।
 দেশে লৈয়া আমি তারে করাব মিলন ॥
 অশ্ব লৈয়া রঘুনাথ যাও তব দেশে ।
 যজ্ঞপূর্ণ কর গিয়া অশেষ-বিশেষে ॥
 সকল সহিত রাম চলিলেন দেশে ।
 রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃতিবাসে ॥

লব কুশ কর্তৃক রামায়ণ-গান ।

এ সব গাইল গীত কৈমিনী ভারতে ।
 সম্প্রতি যে কিছু গাই বাণীকির মতে ॥
 ঘোড়া আনি করি রাম যজ্ঞ-সমাপন ।
 নানা দেশী দ্বিজগণে দিলা কহ খন ॥
 বড় পরিপাটী যজ্ঞ করেন চুঁকর ।
 শিষ্য সহ আইল বাণীকি মুনিবর ॥
 মুনিরে দেখিয়া রাম সজ্জমে উঠিয়া ।
 বসিতে আসন দেন পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া ॥
 বার শত শিষ্য আইল মুনির সংহতি ।
 লব-কুশ দুই ভাই মিশাইল তথি ॥
 মুনির মিশালে আছে, নাহি পরিচয় ।
 বিষ্ণু-অবতার দোহে রামের জন্ম ॥

শ্রীরাম বলেন, শুন শ্রবত এখন ।
 মুনি রহিবারে দেহ দিব্য আয়োজন ॥

লব-কুশ দুই ভাই মুনির সংহতি ।
 দুই ভাই লৈয়া মুনি করেন যুক্তি ॥
 মুনি বলে, লব-কুশ, শুন সাবধানে ।
 ধনুক-সঙ্গীত-বিষ্ঠা শেলে মোর স্থানে ॥
 ধনুর্বিষ্ঠা দেখাইলা আমার গোচর ।
 বিক্রমে দুর্জয় হও দুই সহোদর ॥
 স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে ।
 শিশু হৈয়ে তাঁহারে জিনিলা দুই জনে ॥
 ধনুর্বিষ্ঠা তোমরা যে করিলা শুলিকা ।
 সাক্ষাতে পেলাম আমি তাহার পরীক্ষা ॥
 গীত-বাণ্ড রামায়ণ শিখিলে দু'জন ।
 শ্রীরামের আগে কালি গেলো রামায়ণ ॥
 অনেক স্বীপের রাজা আইল এ স্থানে ।
 রামায়ণ-গীত কালি গাইবে দু'জনে ॥
 দুই ভাই কর মোর কবিত্ব প্রচার ।
 সুবিবারে থাকে যেন সকল সংসার ॥
 বাহারে প্রসঙ্গ হন সরস্বতী দেবী ।
 আমি আদি করিয়া সকলে তাঁরে সেবি ॥
 সভা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন ।
 সাবধানে গাইবে তোমরা রামায়ণ ॥
 পরে জিজ্ঞাসিবে রাম সভার ভিতর ।
 বাণীকির শিষ্য, হেন কহিও উত্তর ॥
 আর যুক্তি বলি শুন তোমা দুই জন ।
 মিষ্ট-স্বরে উত্তরেতে গাহ রামায়ণ ॥
 যখন গাইবে গীত সীতার বর্জম ।
 না বলিও শ্রীরামেরে কোন কুবচন ॥
 জনতের নাথ রাম পরম-ধর্ষিত ।
 কুখ্যা কহিলে তাঁরে না হয় উচিত ॥
 যখন বাইবে শুন রামের সত্যর ।
 তখন করিবে কেপ তপস্বীর প্রায় ॥

বীর-বেশ দেখি রাম পাইবেন ত্রাস ।
 আরবার এড়েন কি জীবনের আশ ॥
 বিস্তারী প্রভাত, উদিত ভানুমান (১) ।
 ছুই ভাই করেন বাকল পরিধান ॥
 শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে স্তম্ভাম ।
 পূর্ণ-চন্দ্র মুখ, বর্ণ দূর্বা-দল-শ্যাম ॥
 হাতে বীণা করি দৌহে করেন গমন ।
 মধুর ধ্বনিতে গান (২) বেদ রামায়ণ ॥
 হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে ।
 শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে ॥
 কহিছে অমাত্যগণ রামেরে স্বরিত ।
 শিশুমুখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত ॥
 আনিতে তাদের রাম করেন আদেশ ।
 যজ্ঞ-স্থানে ছুই ভাই করিল প্রবেশ ॥
 বীণা হাতে করি তারা বসিল সভায় ।
 রামায়ণ শুনিতে সকল লোক যায় ॥
 অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষে ।
 বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধবেশ ॥
 স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-নিবাসী যত জন ।
 আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ ॥
 আসিল পণ্ডিতগণ সর্বত্র পূজিত ।
 গন্ধর্ব্ব কিম্বর যক্ষ রক্ষ চারিভিত ॥
 ছুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা ।
 সর্বলোক গীত শুনে অমৃতের কণা ॥

বীণা যন্ত্র বাজে, গীত গায় মধু স্বরে ।
 শুনিয়া সকল লোক আপন পাসরে ॥
 চারি ভাই রঘুনাথ গীতে হেন মন ।
 মোহিত হইল লোক শুনে রামায়ণ ॥
 সর্বলোক সভায় করিছে কানাকানি ।
 রামের আকৃতি ছুই শিশু কি না জানি ॥
 জটা আর বাকল যে এই মাত্র আন (৩) ।
 আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
 এই ছুই শিশু সহ করিলেন রণ ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন ॥
 যুদ্ধ করে ত্রিভুবন না পারে সহিতে ।
 সংসার মোহিত করে রামায়ণ-গীতে ॥
 তপস্বীর বেশ দৌহে ধরিল এখন ।
 শিশু নহে, ছুই জন সাক্ষাৎ শমন ॥
 শ্রীরাম হইতে ছুই বালক চূর্জয় ।
 শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয় ॥
 কোন্ বিধি নির্যাস করিল ছুই জনে ।
 এত গুণ ধরে, কোথা আছে ত্রিভুবনে ॥
 এই যুক্তি তারা সব করে সর্বক্ষণ ।
 ভুবন মোহিত হৈল শুনে রামায়ণ ॥
 যতক সভার লোক অনুমান করে ।
 শ্রীরামের ছুই পুত্র, কতু নাহি নড়ে ॥
 গাইল প্রথম দিনে কিংগতি লিখিলি ।
 সুরস সুচন্দ্র সুপ্রসন্ন পদাবলী (৪) ॥

(১) ভানুমান—সূর্য। (২) গান—গাম করেন। (৩) আন—তকায়। (৪) সুরস সুচন্দ্র সুপ্রসন্ন পদাবলী—কোনো বিষয় বর্ণন প্রথমে পাঠ বা চিন্তা করিলে পরে যে অনির্বাচনীয় চিন্তা-বিকাশ-কল্পিত আনন্দ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, উৎসাহ, ক্রোধ, অহুয়ান, বিশ্বাস, বৈরাগ্য প্রকৃতি তাবের উৎস হয় এবং তাহা স্থায়ী হইয়া অন্তঃকরণকে জ্বীভূত করে তাহাকে 'রস' কহে। এই রস বাহাতে আছে তাহা সুরস। যে গুণে কোনো বচন অমার্গ বোধ ও মাধুর্যপূর্ণ হয় তাহার নাম হৃদয়। এই হৃদয় বচনই আছে তাহা সুচন্দ্র। বচনার যে গুণ থাকিলে তাহা প্রথমতঃই অর্থবোধ হয় তাহা প্রসঙ্গ-বিশিষ্ট অর্থাৎ সুপ্রসন্ন। বাস্তবিক কৃত এই রামায়ণ-পদাবলী কাব্যালঙ্কারের এই সকল গুণ বিশিষ্ট হওয়ার সুরস, সুচন্দ্র ও সুপ্রসন্ন অর্থাৎ অতি মধুর।

দুই ভাইয়ের গীত যদি হৈল অবসান ।
 শ্রীরাম বলেন, কর গায়কের মান ॥
 লক্ষ্মণ শুনিয়া তবে রামের বচন ।
 অশীতি-সহস্র তোলা আনেন কাঞ্চন ॥
 গায়কেরে দিলেন পুরিয়া স্বর্ণমালা ।
 পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা ॥
 উভয় গায়ক বলে, শ্রীরঘু-নন্দন ।
 বস্ত্র-অলঙ্কার মোর নাহি প্রয়োজন ॥
 কি করিবে ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে ।
 বস্ত্র-অলঙ্কার রাখ আপন ভাগ্যে ॥

শ্রীরাম বলেন, হে জিজ্ঞাসি এক বাণী ।
 কাহার কবিত্ব রামায়ণ কহ শুনি ॥
 ইহা যদি শুনে লোকে কিবা হয় কল ।
 বিশেষ জানহ যদি কহ এসকল ॥
 এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ ।
 উঠে দুই গায়ক যে জোড় করি হাত ॥
 দুই শিশু বলে, শুন শ্রীরঘুনন্দন ।
 জিজ্ঞাসিলা যত কিছু কহি বিবরণ ॥
 চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক যে নির্মাণ ।
 তাহাতে এগার শত কাব্যের বাখান ॥
 শ্রীরামের উপাখ্যান এ কাব্য ভিতরে ।
 হেন কাব্য রচিলা বাণীকি মুনিবরে ॥
 যেই নর শুনিলারে করে অভিজ্ঞাষ ।
 সর্ব পাপ ঘুচে, তার স্বর্গে হয় বাস ॥
 অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্রবর ।
 যে যাহা বাসনা করে পূরয়ে সত্বর ॥
 অশ্বমেধ করিলেন যে শ্রীরাম এখন ।
 এই কল পায় সে, যে শুনে রামায়ণ ॥
 রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর ।
 অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥

অবতার না হইতে বাণীকির পাখা ।
 আত্মকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জন্ম-কথা ॥
 শ্রীরাম, অযোধ্যা-কাণ্ডে পেলেন হত্নদণ্ড ।
 রাজ্য হারাইলা, তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড ॥
 তব পিতা দশরথ শ্রীর অতি বাধ্য ।
 পাঠায় তোমায় বনে অতি সে দুঃসাধ্য ॥
 অযোধ্যা ছাড়িয়া গেলা তুমি বনবাসে ।
 শিরে হাতে কান্দে রাম, স্ত্রী আর পুরুষে ॥
 সংসার দেখিয়া শূণ্য কান্দে সর্বলোক ।
 মরিলেন দশরথ পেয়ে তব শোক ॥
 তুমি বনে গেলে ভরত মাতুলের পাড়া ।
 চারি পুত্র থাকিতে রাজা হৈল বাসি-মড়া ॥
 বাসি মড়া ভৈলের ভিতরে দশরথ ।
 অগ্নিকার্য্য কৈলা দেশে আসিয়া ভরত ॥
 অরণ্য কাণ্ডেতে সীতা হরে লঙ্কেশ্বর ।
 বধিলা রাক্ষস বহু দুষণ ও ধর ॥
 দুই শোকে শ্রীরাম পাইল বড় তাপ ॥
 কিক্কিঙ্কায় বালি মারি স্ত্রীবেবর লাভ ॥
 স্তন্যরেতে শ্রীরাম সাগর হৈলা পার ।
 লঙ্কায় রাবণ-বীরে করিলা সংহার ॥
 সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ ।
 স্বর্গ-পিতা সন্তাষিয়া দেশেতে গমন ॥
 আসিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা ।
 অযোধ্যায় থাকিয়া পালিলে তুমি প্রজা ॥
 দশ হাজার বর্ষ তব প্রজার পালন ।
 নয় হাজার বৎসরে বৃদ্ধ রাজার মরণ ॥
 হাজার বৎসর ছিল পিতৃ-পরমাই ।
 পরমায়ু পিতার পাইলে চারি ভাই ॥
 এগার হাজার বর্ষ করিবে পালন ।
 সাত হাজার বর্ষে কর সীতার বর্জন ॥

গীত গায় তখন মায়ের বনবাস ।
তখন দৌহার হয় গদগদ ভাষ ॥
তাহারা শিখিল গীত বান্দীকির স্থানে ।
সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে ॥
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ-গান ।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান ॥
লব কুশ সঙ্গীত গাইল এক মাস ।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

সীতাশেখরী পাতাল-প্রবেশ ।

এক মাসে গীত যদি হইল বিরাম ।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দৌহারে শ্রীরাম ॥
আমি তোমা সবাকৈ জিজ্ঞাসি বিবরণ ।
কোন্ বংশে জন্মিলা, বা কাহার নন্দন ।
লব-কুশ তখন শ্রীরামের সাক্ষাতে ।
ছলে পরিচয় দেন দৌহে হেঁট-মাথে ॥
না জানি, পিতার নাম মাতৃ-নাম সীতা ।
বান্দীকির শিষ্য মোরা, নাহি চিনি পিতা ॥

এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘু-নন্দন ।
হুই পুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন ॥
আর পত্নী না করিলাম, নহিল সন্ততি ।
কোন্ দোষে বঞ্চিলাম সীতা গর্ভবতী ॥
শ্রীরাম বলেন, হে বান্দীকি জ্ঞানবান্ ।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ॥
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে ।
পরীক্ষা লইয়া সীতা আন মম ঘরে ॥

যত লোক আসিয়াছে, যেন না আইসে ।
শুনিয়া সীতার কথা আইল হরিষে ॥
শ্রী-পুরুষ আসিলেক সকল সংসার ।
বৃদ্ধ শিশু কাণা ধোঁড়া হৈল আশুসার ॥

কুলবধু যত আছে রাজার কুমারী ।
সীতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সারি ॥
আসিয়া সকল নারী কহে পরম্পর ।
শ্রীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর ॥
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস ।
কেন বা পরীক্ষা জন, একি সর্বনাশ ॥
এইরূপে রামায়ণ করে কাণাকাণি ।
হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিন রাশি ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর শুমিত্রা সতিনী ।
রামেরে বৃদ্ধান তিন রাজার গৃহিণী ॥
লইলা পরীক্ষা এক সাগরের পার ।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আরবার ॥
ধন জনকেরে, মাগু জানকীর বাপ ।
হেন জনকেরে অরি নাহি দিও তাপ ॥
সীতাকে জানিহ তিনি কমলা আপনি ।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্বপ্রাণি ॥
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে ।
জনক সন্তুষ্ট হয়ে যান নিজ দেশে ॥

শ্রীরাম বলেন, মাতা, না কর বিষাদ ।
পরীক্ষা না নিলে দিবে লোকে অপবাদ ॥
মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ ।
পরীক্ষা লইলে সবে পাইবে প্রবোধ ॥
রাজা হয়ে শ্রীর যদি না করে বিচার ।
শ্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার ॥
এত বলি রঘুনাথ হলেন নিষ্ঠুর ।
কান্দিতে কান্দিতে রাশি গেলা অন্তঃপুর ॥

শ্রীরাম বলেন, হে বান্দীকি উপোধন ।
আপনি আপন দেশে করুন গমন ॥
সঙ্গে রথ ল'য়ে যাক স্তম্ভ সারথি ।
রথে করি আনহ সীতারে শিলাগতি ॥

মহামুনি শ্রীরামের অনুষ্ঠা পাইয়া ।
 স্বদেশে গেলেন মুনি হুমন্ত্রে লইয়া ॥
 মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার ।
 মুনিকে বিজ্ঞাসা করে, কহ সারোদ্ধার ॥
 পিতা-পুত্রে কেমনে হইল পরিচয় ।
 সে সব কহেন মুনি সীতার আলয় ॥
 শুনহ আমার বাক্য জনক-দুহিতে ।
 পূর্বের নির্বন্ধ বাহা কে পারে বলিতে ॥
 রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন ।
 পরীক্ষা দেখিতে এল যত দেবগণ ॥
 প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত ।
 আবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত ॥
 এক ঠাই হইয়াছে সর্ব দেবগণ ।
 কারো বাক্য না মানেন শ্রীরঘু-নন্দন ॥
 জানকীরে কহিলেন এইমত মুনি ।
 সীতার নয়ন-জল ঝরিল অমনি ॥
 মুনির তনয়া বধু তাপেতে আকুলি ।
 সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি ॥
 বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার ।
 মেলানি দেহ মা, দেখা নাহি হবে আর ॥
 মুনিপত্নী বলে, লক্ষ্মী, ছাড়ি বাহ কোথা ।
 বৃকে শেল রহিল, থাকিল মর্শ্বগাথা ॥
 জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর ।
 না শুনিব হুমধুর বচন তোমার ॥
 রথেষ্টে চড়িয়া সীতা করিলা গমন ।
 বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন ॥
 মুনি-স্থান ছাড়ি যান জানকী হুমধুরী ।
 যেই দেশে যান তিনি, আলো সেই পুরী ॥
 নিত্র দেশ অযোধ্যায় করিলা গমন ।
 কয় কয় হুলাহুনি লক্ষ্মী-আগমন ॥

অগতের যত লোক অযোধ্যা-নগরে ।
 হেন কালে সীতা মেলা সতার ভিতরে ॥
 ভূমিতে আছেন সীতা রথ হৈতে উলি ।
 রূপে পুরী আলো করে, ঢাকিছে বিজলি ॥
 কি কব অশ্রুর কথা, যত মুনিগণ ।
 দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন ॥
 শ্রীরাম-চরণ সীতা করিলা বন্দন ।
 বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন বচন ॥
 চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি ।
 মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি ॥
 বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ্য পানি ।
 সীতার শরীরে পাপ আমি নাহি জানি ॥
 আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে ।
 মহাসতী সীতা আমি জানিনু অস্তরে ॥
 সীতা যে পরম-সতী জানে এ সংসার ।
 সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার ॥
 পাপমতি নহে সীতা পরম পবিত্র ।
 ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র ॥
 ঘরে লহ, সীতার কি করহ বিচার ।
 লব-কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার ॥
 আমার বচন রাম না করহ আন ।
 দুই পুত্র ল'য়ে রাখ আপনার স্থান ॥
 এতক বলিয়া মুনি কাঁপে বার-বার ।
 শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার ॥
 মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন জোড় হাতে ।
 সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে ॥
 অশ্লিষ্টতা হইলেক দেব-বিচ্যুতানে ।
 জানকীরে দেশে আমিলাম তেঁকারণে ॥
 আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ ।
 বিধির নির্বন্ধ এই বলিল সঙ্গাপ ॥

আর কিছু মহামুনি না বলিহ মোরে ।
 সীতার পরীক্ষা ল'ব সত্যার ভিতরে ॥
 জীরাম বলেন, সীতা, শুন এ বচন ।
 দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্বজন ॥
 প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার ।
 দেবগণ জানে তাহা, না জানে সংসার ॥
 পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবা'কার আগে ।
 দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে ॥
 এত যদি জীরাম বলিলেন সীতারে ।
 জোড়-হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥
 কি কার্য আমার রঘুনাথ এ জীবনে ।
 প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে ॥
 পরীক্ষা দিলাম পূর্বে দেব-বিভ্রমানে ।
 দেবেরা বলিলা যাহা শুনিলে আপনে ॥
 দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস ।
 অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস ॥
 মহাদেবী হইয়া মূনির ঘরে বসি ।
 ফল মূল খাই আমি নিত্য উপবাসী ॥
 পতিকূলে পিতৃকূলে নাহি পাই স্থান ।
 অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান ॥
 ত্রুকা বলিলেন, যত শুনিলে আপনি ।
 যত পিতা তোমা কত বৃকাল কাহিনী ॥
 সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন ।
 তবে সে আমারে লৈয়া দেশে আগমন ॥
 কুলবধু যত নারী সেই থাকে ঘরে ।
 সত্যতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
 সর্বগুণ ধর তুমি বিচারে পতিত ।
 বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয় ত উচিত ॥
 অকেশা হইব প্রভু, হুতাশ অশ্রম ।
 সংসারের সাধ নাহি, বাইব পাতাল ॥

আজি হইতে ঘুচুক তোমার লাজ হুখ ।
 আর যেন নাহি দেখে জানকীর মুখ ॥
 নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে ।
 সত্যার পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
 জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি ।
 আর কোন জন্মে মোর ক'রোনা দুর্গতি ॥
 ইহা কহিলেন সীতা সত্য-বিভ্রমানে ।
 মেলানি মাগিন্দু প্রভু তোমার চরণে ॥
 সীতার বচন হে শুনিল সর্বলোকে ।
 লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে ॥
 যা হইয়া পৃথিবী, মা'য়ের কর কাজ ।
 এ খয়ের লাজ হৈলে তোমার যে লাজ ॥
 কত দুঃখ সহে মাগে আমার পরাগে ।
 সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে ॥
 উদরে ধরিলে মোরে তা কি মনে নাই ।
 তোমার চরণে সীতা কিছু মাগি ঠাই ॥
 করিলেন পৃথিবীকে সীতা এই স্তুতি ।
 সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বহুমতী ॥
 সীতা নিতে পৃথিবী করিলা আশ্বাস ।
 সপ্ত পাতাল হইতে হৈল এক দ্বার ॥
 অকস্মাৎ উঠিল স্তূর্ণ-সিংহাসন ।
 দশদিক্ আলো করে এ মর্ত-ভুবন ॥
 নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান ।
 মূর্তিমতী পৃথিবী রহিলা বিভ্রমণ ॥
 কি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে যনে ।
 কোলে করি সীতারে তুলিলা সিংহাসনে ॥
 পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায় ।
 লোক লইয়া হুখ রাম করুন হেথায় ॥
 মায়ে-বিরে ছুই জনে থাকিব পাতালে ।
 সর্বলোকে শুনিল পৃথিবী বর বলে ॥

নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাওয়ালে ।
 ঐরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে ॥
 পাতালে বাইতে রাম সীতার ধরে চুলে ।
 হস্তে চুল মুঠা রৈল, সীতা গেল তলে ॥
 পাতালেতে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি ।
 স্বমূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে গেলেন জানকী ॥
 লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন, হরিষ দেবগণ ।
 অযোধ্যা নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন ॥
 ঐরামের ক্রন্দন হইল অনিবার ।
 হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার ॥
 সীতার চরিত্র কথা শুনে সেই লোকে ।
 পুণ্ড পুণ্ড পুণ্ড হয়, পাপ নাহি থাকে ॥
 কৃষ্ণিবাস রচিল কবি চমৎকার ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ডে চরিত্র সীতার ॥

লব-কুশের বিলাপ ।

লব-কুশ শুনিয়া হাতের কেলে বীণা ।
 ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুই জনা ॥
 কোথা গেলে জননী গো জনক-দুহিতে ।
 আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে ॥
 তোমা বিনা মাতা গো অশ্রুকে নাহি জানি ।
 তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্ন-পানি ॥
 কুখা হৈলে অন্ন দেহ, অন্ন পিপাসায় ।
 সংসারে ছন্নভ গুণ সে গুণ তোমার ॥
 দশমাস আশা দোহে ধরিলে উদরে ।
 যে দুঃখ পাইলে তাহা কে কহিতে পারে ॥

ছোটকে করিলে বড় লাগিয়া পালিয়া ।
 পলাইলে হেন পুত্র মাতা করে দিয়া ॥
 জনক-বিয়ারী তুমি ঐরাম-ধরণী ।
 অযোনিসম্ভবা লব-কুশের জননী ॥
 মাতৃহীন বালক সে, সর্বদা অস্থির ।
 যার মাতা আছে, তার সকল শরীর ॥
 আজি হৈতে অনাথ হইল দুই জন ।
 এই দুই পুত্রে মাতা হৈলা নিদারুণ ॥
 পাইয়া বিস্তর দুঃখ গেলে মা পাতালে ।
 অনাথ করিয়া গেলা এ দুই ছাওয়ালে ॥

লব-কুশ কাঁদিতেছে লোটাইয়া ধূলি ।
 ধূলার ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলী ॥
 পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর ।
 অস্ত্রপুত্রে পাঠালেন মায়ের গোচর ॥
 কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা এ তিনে ।
 যতক প্রবোধ দেন, প্রবোধ না মানে ॥
 মা হইয়া পুত্রেরে যে নিদারুণ হেন ।
 সে মায়ের অশ্রু ক্রন্দন কর কেন ॥
 মাতৃ সহ দেখা নাই, গেল দূর দেশে ।
 পিতামহী আমরা যে আছি কি বিশেষে ॥
 দুই নাভী প্রবোধিতে নারে তিন বুড়ী ।
 প্রবোধ করিতে তবে গেল তিন খুড়ী ॥
 বিধির নির্বন্ধ বাপু আর কর্মফলে ।
 এ দুঃখ এড়িয়া সীতা পশিল পাতালে ॥
 লব-কুশ উঠ বাপু, কান্দ কি কারণ ।
 সীতার সমান যে আমরা তিস জন ॥
 মাতৃ সঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন ।
 আশা সবা দেখি-বাপু সখর ক্রন্দন ॥

দুই ভাইয়ের মেত্র-জলে তিতিল-বেদিনী ।
 প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী ॥

ভরত লক্ষণ শক্রঘন তিনজন ।
 চলিলেন অস্ত্রপূরে প্রবোধ কারণ ॥
 দুই ভাইয়ে বসাইয়া রক্ত-সিংহাসনে ।
 তিন খুড়া প্রবোধেন মধুর বচনে ॥
 শুন লব, শুন কুশ, আমার বচন ।
 অস্থির না হও, বাপু স্থির কর মন ॥
 পিতা মাতা ভ্রাতা কারো থাকে নিরস্তর ।
 অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর ॥
 কালি বা পরশু বাপু হইবে যে রাজা ।
 অস্থির হইলে বাপু কে পালিবে প্রজা ॥
 গঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগ্নীরথ ।
 তাঁর নাম গায় সদা সকল জগৎ ॥
 তোমা সব বর্জিলেন জানকী নিশ্চিত ।
 সর্বলোকে গাইবেক সীতার চরিত ॥
 তিন খুড়া প্রবোধেন, প্রবোধ না মানে ।
 দুই বালকেরে দিলা রাম-বিচ্যুতমানে ॥
 ছয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি ।
 উত্তয়ের নেত্র-জলে তিতিল মেদিনী ॥
 ছয়েরে বাগ্মীকি মুনি দেন পাতিয়ান (১) ।
 সীতা হেতু কান্দিয়া জীরাম হত-জ্ঞান ॥
 সীতার সমান নারী না হেরি নয়নে ।
 কি করিব রাজা হৈয়া সীতার বিহনে ॥
 মোর অগোচরে সীতা লইল রাবণে ।
 সবশেষে মরিল সে জানকী-কারণে ।
 আমার সাক্ষাতে সীতা হরিলেন ধরা ।
 তাহারে খুঁড়িয়া নিব সীতা মনোহরা ॥
 যজ্ঞেতে জনক-রাজা যজ্ঞভূমে চবে ।
 পৃথিবীর মধ্যে সীতা উঠিলেন চাবে ॥
 চাব-ভূমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ (২) ।
 ডেকারণে বহুমতী শান্তনী সখক ॥

আর যত ক্রী জন্মিল ভারত ভুবনে ।
 সীতা ছেন নারী নাহি আমার নয়নে ॥
 কৃতান্তনী শুন বলি শান্তনী গন্ধিতা ।
 না দেহ আমারে দুঃখ, আনি দেহ সীতা ॥
 কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত ।
 তহুস্তর না পাইয়া জন্মিলেন তত ॥
 জীরাম বলেন, ভাই, আন ধনুর্বাণ ।
 পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান্ খান ॥
 শান্তনী না দিলা, তবে এই বাণ ভুড়ি ।
 কেমনে বাঁচিবে তুমি, কাহার শান্তনী ॥
 সীতা নিতে যখন করিলা আগুসার ।
 তখনি পাঠাইতাম যমের ছয়ার ॥
 পৃথিবী কাটিতে রাম পূরেন সন্ধান ।
 ত্রাস পাইয়া পৃথিবী হৈলেন আণ্ড্যান ॥
 দেখিয়া রামের কোপ জ্ঞান চিন্তে মনে ।
 সত্বর আসিয়া জ্ঞান রাম-বিচ্যুতমানে ॥
 বলিলেন, রাম, তুমি বিষ্ণু-অবতার ।
 সংসারে হইল তব গুণের প্রচার ॥
 জন্ম না হইতে রাম তোমার চরিত ।
 অবতার না হইতে হৈল তব গীত ॥
 ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে ।
 সর্ব দুঃখ খণ্ডে, যেই রামায়ণ শুনে ॥
 আদিকবি বাগ্মীকি রচিল রামায়ণ ।
 শুনিলে পাপের ক্ষয়, দুঃখ-বিমোচন ॥
 আপনি জীরাম যে সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
 পৃথিবীতে হৈল তব মহিমা কীর্তন ॥
 অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি ।
 পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাখিবে অখ্যাতি ॥
 তোমার স্বরূপে পানীর পাপ নাহি থাকে ।
 বিকল হইলে রাম জানকীর শোকে ॥

(১) পাতিয়ান—প্রত্যয়; বিধান। (২) অনুবন্ধ—উপলব্ধ; অবতারণা।

ইন্দ্র-আদি করিয়া দেবতা আর ঋষি ।
তব সঙ্গে রামায়ণ শুনে ভালবাসি (১) ॥
দেবগণ মুনিগণ বসিয়া কৌতুকে ।
মহাত্ম্যে রামায়ণ শুনে সর্বলোকে ॥
বাল্মীকি করিলা যে অদ্ভুত নিরমাণ ।
শুনিলে পাপের ক্ষয়, দুঃখ-অবসান ॥

শ্রীরামের অশ্রমে যজ্ঞ সমাপন ও লব-কুশ-
কর্তৃক রামায়ণ গান ।

এইরূপে ব্রহ্মা প্রবোধেন নানা ছলে ।
বলেন পৃথিবী শ্রীরামেরে হেনকালে ॥
শ্রীরাম, আমারে কোপ কর অনুচিত ।
অবশ্য ভুগিতে হয় লজাটে লিখিত ॥
কোন্ দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস ।
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ বাস ॥
আমার নিকটে কন্যা তিলেক না থাকে ।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া তিনি গেলেন গোলোকে ॥
বিষ্ণু-স্থানে হইলেন আপনি কমলা ।
নাগলোকে সীতা সঞ্চারিলা এক কলা ॥
মর্ত্যে আছেন যত লোক পূজেন দেবতা ।
এক কলা তথায় সে সঞ্চারিলা সীতা ॥
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিলা তিন লোক ।
সীতার লাগিয়া রাম কেন কর শোক ॥
এই লোকে সীতা সনে নাহি দরশন ।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সনে হবে সন্তাষণ ॥
সে সীতা স্পর্শিল যেবা, হইলেক সতী ।
তাঁহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী ॥
অসতী যতক নারী করে অনাচার ।
সেই অনাচারে নষ্ট হয় ত সংসার ॥

এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী ।
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি ॥
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন ।
ভালমতে প্রভাতে শুনিল রামায়ণ ॥
অনন্তর প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন ।
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ ॥
সঙ্গীত শুনিলে রাম বলেন সভায় ।
রামের তনয় ছুটি রামায়ণ গায় ॥
হাতে বীণা করিয়া ললিত গীত গায় ।
শুনিয়া সকল লোক মোহিত সভায় ॥
যজ্ঞ-অবসানে গীত ছিল অবশেষ ।
গাইতে লাগিল গীত তাহার বিশেষ ॥
কাল-পুরুষের সনে রামের দর্শন ।
সংসার ছাড়িয়া রাম করেন গমন ॥
দুর্ক্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে ।
লক্ষ্মণেরে বর্জিবেন সে মুনির শাপে ॥
স্বর্গবাসে বাইবেন লইয়া সংসার ।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর ॥
এই গীত শুনি রাম দুঃখিত অন্তরে ।
বিদায় করেন সর্বলোকে যজ্ঞ-পরে ॥
বিপ্র সব তুষ্ট হৈল শ্রীরামের দানে ।
ধনী হ'য়ে মুনিগণ গেল নিজ স্থানে ॥
মেলানি করিয়া দেশে যায় বিভীষণ ।
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে ল'য়ে কপিগণ ॥
বিদায় হইয়া চলে পৃথিবীর রাজা ।
নানা ধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা ॥
জনক রাজ্যে রাম করেন শুভন ।
যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমূল্য ধন ॥
বাল্মীকি প্রভৃতি করি বঁত মহামুনি ।
নিজ স্থানে গেলা সবে করিয়া মেলানি ॥

(১) ভালবাসি—ভালবাসিয়া ; সমাধরে ।

ক্রমা-আদি করিয়া যতেক দেবগণ ।
চলিলেন নিজ ধামে, অপূর্ব কখন ॥
এ উত্তরাকাণ্ডে লব-কুশের বাধান ।
কৃষ্ণিবাস গায় গীত অমৃত সমান ॥

শ্রীরামের খেদ ।

শ্রীরাম দেখেন শূণ্য সীতার বিহনে ।
নেত্র-নীর শ্রীরামের বহে রাত্রি-দিনে ॥
পাত্র মিত্র মাতা যে বিমাতা সহোদর ।
বিবাহ করিতে রামে বুঝায় বিস্তর ॥
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী ।
অনুমান করিছে দিবস বিভাবরী ॥
শ্রীরাম বিবাহ করিবেন এ নিশ্চয় ।
না জানি কে ভাগ্যবতী রাম-পত্নী হয় ॥
এই যুক্তি তারা সবে করে সর্বক্ষণ ।
বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরামের মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন ।
সীতা বিনা শ্রীরামের অশ্বে নাহি মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন বিস্তর ।
সীতা নাই, শ্রীরামেরে কে দিবে উত্তর ॥
স্বর্ণ-সীতা পানে রাম এক-দৃষ্টে চান ।
উত্তর না পেয়ে তাঁর, আরো দুঃখ পান ॥
জগতের নাথ রাম এমন বিকল ।
তাঁহার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল ॥
সীতারে ভাবিয়া রাম ছাড়েন নিশ্বাস ।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃষ্ণিবাস ॥

ভরত-কর্কক তিনকোটা গর্কক-বধ
ও শ্রীরামাধির অষ্টপুত্রের
বাণ্যাভিষেক ।

এগার হাজার বর্ষ লোকের পালন ।
পাত্র-মিত্র হুখে আছে আরো প্রজাগণ ॥
রামের রাজত্ব-কাল হৈল অবসান ।
ভাগ্যে খুলিয়া রাম করে নানা দান ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর স্মিত্রী সন্দরী ।
দশরথ ভূপতির প্রিয় সহচরী ॥
ক্রমে মরিলেন আর সাতশত রাণী ।
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ডপাণি (১) ॥
স্বরপুরে কেলি করে চড়ি দিব্যরথে ।
দশরথ ভূপতির সর্গে নানামতে ॥
যাঁর পুত্র ভগবান্ রাম মহামতি ।
স্বর্গে বাস তাঁহার কে করে অব্যাহতি (২) ॥
ত্রৈতা যুগে হইলা শ্রীরাম অবতার ।
উপযুক্ত ভক্ত প্রতি মুক্ত স্বর্গ-দ্বার ॥
পাত্রমিত্র সহ রাম রত রাজকাৰ্য্যে ।
কেকয় দেশের দ্বিজ আইল সে রাজ্যে ॥
দধি দুগ্ধ আর মধু কলসী কলসী ।
সন্দেশ স্নান-তুল্য আনে রাশি রাশি ॥
মৃত পক্ষী জীব জন্তু আনে বত পারে ।
অশ্ব অশ্ব দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে ॥
বসন ভূষণ আদি নানা বস্ত্র আনে ।
রাখিল সকল দ্রব্য রাম-বিষ্টমানে ॥
লোমশ গর্কক রাজা সর্বলোকে জানে ।
দৌরাত্ম্য আমার রাজ্যে করে রাত্রি-দিনে ॥

(১) দণ্ডপাণি—যম । পানীর শক্তি প্রদানের জন্য দণ্ড বাধন করিয়া আছেন বলিয়া যমের নাম দণ্ডপাণি । (২) অব্যাহতি—এখানে বাধাধান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

আপনি আসিয়া কর বিধান তাহার ।
 অথবা পাঠাও রাম, নন্দন তোমার ॥
 মামার সংবাদ পেয়ে রাম হরষিত ।
 ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন হরষিত ॥
 শক্রজিৎ মামা মোর কে না তাঁরে জানে ।
 পাঠালেন বার্তা এই দ্বিজবর-স্থানে ॥
 তিন কোটি গন্ধর্ব সে বড়ই দুর্জয় ।
 তাঁর রাজ্য নিতে চাহে, বড় পাই ভয় ॥
 দুই পুত্র তোমার যে সমরে প্রথর ।
 বিক্রমে দুর্জয় তারা দৌহে ধনুর্ধর ॥
 গন্ধর্ব মারিয়া দুই পুত্রে ক'রে রাজা ।
 রাজ্য বসাইয়া যে পালহ সুখে প্রজা ॥
 গন্ধর্ব স্ত্র-অস্ত্র ছিল রামের প্রধান ।
 সেই সে গন্ধর্ব-অস্ত্র তাঁরে দেন দান ॥
 দুই পুত্র লইয়া ভরত তথা যান ।
 খায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্ত পান ॥
 সসৈন্তে ভরত যান মাতুলের ঘরে ।
 রহিল সামস্ত সৈন্ত বাটীর বাহিরে ॥
 ভাগিনেয় দেখিয়া হরিষ শক্রজিৎ ।
 ভোজন করিয়া দৌহে বসিল সহিত ॥
 এইরূপে প্রভাত হইল বিভাবরী ।
 তিন কোটি গন্ধর্ব আইল হারা করি ॥
 চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া ।
 অস্ত্র বিকে পড়ে ভরতের হাতী ষোড়া ॥
 সাতদিন যুদ্ধ হৈল, কারো নাহি জয় ।
 দেখিয়া অমর-গণে লাগিল বিস্ময় ॥
 গন্ধর্ব না মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর ।
 ভরত গন্ধর্ব অস্ত্র ছাড়েন সখর ॥
 এক বাণে জন্মিল গন্ধর্ব তিন কোটি ।
 হয় কোটি গন্ধর্ব লাগিল কাটাকাটি ॥

সহজে গন্ধর্ব জাতি বড়ই দুর্নীত (১) ।
 তাহাতে অধিক যুদ্ধ জাতির সহিত ॥
 হয় কোটি গন্ধর্ব উঠিল মহামার ।
 গন্ধর্ব-অস্ত্রেতে হয় গন্ধর্ব সংহার ॥
 গন্ধর্ব মারিয়া বসাইলা দেশ এক ।
 দুই পুত্রে ভরত করিলা অভিষেক ॥
 পুত্রের জন্মে রাম দিলেন সেই পুরী ।
 পুত্র দেশের সে পুত্র অধিকারী ॥
 ষাদশ বৎসরে বসাইয়া সেই পুরী ।
 আইলেন শ্রীভরত অযোধ্যা-নগরী ॥
 মহাশ্লাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ ।
 শুনিয়া গন্ধর্ব-বধ হরষিত-মন ॥
 শ্রীরাম বলেন, যোগ্য ভরত-কুমার ।
 দুই ভাইপোয় দেন রাজ্য অলঙ্কার ॥
 চন্দ্রকেতু অঙ্গদ এ দুই সহোদর ।
 রামের আজায় দৌহে হৈল দণ্ডধর ॥
 অঙ্গদ পাইল মল্লদেশ অধিকার ।
 অশ্বদেশ-অধিপতি চন্দ্রকেতু আর ॥
 লক্ষ্মণের দুই পুত্র হইলেক রাজা ।
 রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা ॥
 শক্রস্নের দুই পুত্র পরম সুন্দর ।
 শক্রঘাতী সুবাহ এ দুই সহোদর ॥
 চারি ভায়ের অষ্ট পুত্র হৈল মহামতি ।
 শক্রস্নের দুই পুত্র মথুরাধিপতি ॥
 লব কুশ পাইলেন অযোধ্যা নন্দিগ্রাম ।
 অষ্ট জনে অষ্ট রাজ্য দিলেন শ্রীরাম ॥
 এগার হাজার বর্ষ রামের পালনে ।
 পাত্র-মিত্র-আদি সুখে আছে সর্বজনে ॥
 কৃতিবাস-কবির অমৃত্তে আমোদিত ।
 গাইল উত্তরাকাণ্ডে রামের চরিত ॥

কাল-পুরুষ-সমাগম ও লক্ষণ বর্জন ।
 পরে কাল-পুরুষ (১) সে সংসার-বিনাশী ।
 অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী ॥
 সভাতে বসিয়া রাম, ছয়ারী লক্ষণ ।
 রীতিমত বসিয়াছে পাত্র-মিত্র-গণ ॥
 হেনকালে আসি কাল-পুরুষ বলিল ।
 আমি দূত ত্রক্ষার, যে ত্রক্ষা পাঠাইল ॥
 লক্ষণ, রামের কাছে কর নিবেদন ।
 তাঁহার সহিত আছে কথোপকথন ॥
 শ্রীরামের কাছে গিয়া লক্ষণ সম্মুখে ।
 জোড়হাত করি তবে জানান শ্রীরামে ॥
 আইল ত্রক্ষার দূত দ্বারে আচম্বিতে ।
 আজ্ঞা কর রঘুনাথ, উচিত আনিতে ॥
 শ্রীরাম বলেন, আন করি পুরস্কার ।
 কি হেতু আইল দূত জানি সমাচার ॥
 পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষণ সত্বর ।
 কাল-পুরুষেরে নিল রামের গোচর ॥
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন ।
 জোড়হস্তে জিজ্ঞাসেন, কহ প্রয়োজন ॥
 সে কাল-পুরুষ বলে, শুনহ বচন ।
 যে কথা কহিব পাছে শুনে অশ্রু জন ॥
 এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন ।
 ত্রক্ষার বচনে তারে করিবে বর্জন (২) ॥
 এই সত্য ত্রক্ষার যে করিবে পালন ।
 দ্বার-রক্ষা হেতু তবে রাখ এক জন ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাপের লক্ষণ ।
 সাবধানে থাক, না আইসে কোন জন ॥

অধিক কি কহিব, যে দ্বার পানে চায় ।
 নিশ্চয়ে জানিহ আমি ত্যজিব তাহায় ॥
 এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে ।
 সাবধানে লক্ষণ, রহিবা ভূমি দ্বারে ॥
 বিধাতার নির্বন্ধ যে না যায় খণ্ডন ।
 কাল-পুরুষের সনে হয় সম্ভাষণ ॥
 সে কাল-পুরুষ বলে পরিচয় করি ।
 মর্ত্যেতে রহিলে, শূন্য বৈকুণ্ঠ-নগরী ॥
 সংসারের লোক নাশি মোর দূতে আনে ।
 তোমারে লইতে আমি আইসু আপনে ॥
 ত্রক্ষার বচন রাম, কর অবধান ।
 সংসার ছাড়িয়া ভূমি চল নিজ স্থান ॥
 এগার হাজার বর্ষ অবতার করি ।
 ভুলিয়া রহিলা শ্রীকৃষ্ণ-বেশন সংসারী ॥
 রহিবার যোগ্য নহে মর্ত্যের ভিতর ।
 আমারে কি আজ্ঞা, রাম, বলহ সত্বর ॥
 শ্রীরাম বলেন, বম, যে কহ এখন ।
 সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন ॥
 দৈবের নির্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন ।
 ত্রক্ষার মায়াতে দুর্কীসার আগমন ॥
 সভা করি দ্বারে বসিয়াছেন লক্ষণ ।
 মুনি বলে, গিয়া করি রাম সম্ভাষণ ॥
 লক্ষণ বলেন, কৃপা কর দাস ব'লে ।
 ত্রক্ষার দূতের সনে আছেন বিরলে ॥
 যে কৰ্ম্ম সাধিবে করি রাম-সম্ভাষণ ।
 আজ্ঞা কর, করি আমি সেই প্রয়োজন ॥
 কুপিল দুর্কীসা মুনি লক্ষণের প্রতি ।
 লক্ষণের পানে চাহি কহে কোপমতি ॥

(১) কাল-পুরুষ—অতিবল-নামক মূনির দূত ; সংকরের পুত্র । (২) মূল বাঙ্গালীক রামায়ণে 'বর্জন' কবর হলে বধ কবর কথা আছে । কথা—স মে বধ্যঃ খলু তথেষ্টাচং কন্দমরীতম্ । কুবেরম চ সৌমিত্রে পশ্বেষা শূণ্ডরাজ বঃ । পরিশেষে কুলতরু বশিষ্ঠের পরামর্শে 'বধ' ও 'বর্জন' একই প্রকার বলিয়া রামচন্দ্র লক্ষণকে বর্জন করিয়াছিলেন । ত্যাদগো বধো বা বিহিতঃ সাধুনাং হ্যতঃ সযম্ ।

লক্ষ্মণ, আমার শাপে কার বাপে তরি ।
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যা-নগরী ॥
যত রাজ্যখণ্ড আজি করিব সংহার ।
পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার ॥
বালক বনিতা বৃদ্ধ আজি করি ধ্বংস ।
দশরথ ভূপতিরে করিব নির্বংশ ॥

দেখিরা মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস ।
ভাবেন আমার লাগি হয় সর্বনাশ ॥
বুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জন ।
এড়াইতে নারি আমি লগাট-লিখন ॥
বর্জন মরণ দুই একই প্রকার ।
আমা হেতু বংশ কেন হইবে সংহার ॥
আমারে বর্জিলে আমি মরি এক জন ।
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ ॥
পূর্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে ।
এ বর্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে (১) ॥

কাল-পুরুষের সঙ্গে রামের কথন ।
মুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ ॥
কাল-পুরুষেরে রাম করিয়া বিদায় ।
প্রণাম করেন রাম মুনি দুর্কাসায় ॥
বিনয়ে বলেন রাম, কোন্ প্রয়োজন ।
দুর্কাসা বলেন, চাহি উচিত ভোজন ॥
এক বর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার ।
দেহ অন্ন ব্যঞ্জন সে অমৃত-সুসার (২) ॥
দুর্কাসার কথাতে রামের হৈল হাস ।
একবর্ষ কেমনে করেছ উপবাস ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, এ নহে কারণ ।
অনুमानে বুঝি হে মজিল পুরী-জন ॥
ভোজন দিলেন রাম অমৃত-সুসার ।
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিদ্রাঘর ॥

শ্রীরাম বলেন, মুনি, পাড়িল প্রমাদ ।
কেমনে বর্জিব ভাই, করেন বিষাদ ॥
কাল-পুরুষের সঙ্গে আলাপ যখন ।
দুর্কাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন ॥
সত্য যদি লজ্জ, তবে ব্যর্থ এ জীবন ।
সত্য পালি যদি, হয় লক্ষ্মণ-বর্জন ॥
লক্ষ্মণে বর্জিতে রাম অত্যন্ত বিকল ।
বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকেন সকল ॥
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন ।
সভা-মধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা আর রাজ্য ধন ।
ইহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষ্মণ ॥
সকলি ত্যজিতে পারি, জানকী সুন্দরী ।
লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিতে না পারি ॥

মুনিরা বলেন, রাম, কি ভাবিছ মনে ।
সত্য যদি পাল, তবে বর্জহ লক্ষ্মণে ॥
যদি সত্য লজ্জ হয় ব্যর্থ এ জীবন ।
লক্ষ্মণে বর্জিয়া কর সত্যের পালন ॥
সত্য হেতু তব পিতা তোমা পুত্র বর্জে ।
সত্য পালি মরিয়া গেলেন স্বর্গরাজ্যে ॥
ছত্র-দণ্ড-ধর তুমি, হৈল অধিবাস ।
পিতৃ-সত্য পালিতে যে গেলে বনবাস ॥
অগ্নিশুক্রা এড় (৩) তুমি পরম-সুন্দরী ।
সীতা এড়, রাজ্য এড়, হ'য়ে ব্রহ্মচারী ॥
এ সব বর্জিতে রাম না কর মন্ত্রণা ।
লক্ষ্মণে বর্জিতে কেন এত আলোচনা ॥
হেন কালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ।
আমারে বর্জিয়া কর সত্যের পালন ॥
যদি সত্য লজ্জ তবে বড় অনাচার ।
তুমি সত্য লজ্জিলে মজিবে এ সংসার ॥

(১) ৬৬ঃ পৃষ্ঠা প্রথম কলামে লিখিত। (২) অমৃত-সুসার—অমৃত তুল্য মধুর। (৩) এড়—ভাগি কর।

যত কিছু আজি রাম আমার কারণ ।
 তোমার যে মায়া বুঝিবেক কোন্ জন ॥
 সংসার ছাড়িলে রাম ঘোচে মায়ামোহ ।
 চুই ভাই কোলাকুলি চক্ষে বহে লোহ (৩) ॥
 সভায় বলেন রাম বর্জিলু লক্ষণ ।
 লক্ষণ-পশ্চাতে আমি করিব গমন ॥
 শুনি সর্বলোকের চক্ষেতে পড়ে পানী ।
 চলিল লক্ষণ বীর করিয়া মেলানি ॥
 এড়েন হাতের বেত্র গাত্র-আভরণ ।
 রামে প্রদক্ষিণ করিলেন শ্রীলক্ষণ ॥
 বন্দিলেন শ্রীবশিষ্ঠ-নারদ-চরণ ।
 আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ ॥
 ভরতের পদধ্বজ করেন বন্দন ।
 ভরত কাতর অতি, করেন ক্রন্দন ॥
 প্রজা-সমূহের প্রতি কহেন লক্ষণ ।
 সম্প্রীতিতে বিদায় করহ প্রজাগণ ॥
 প্রজাগণ বলে, শুন ঠাকুর লক্ষণ ।
 তোমা বিনা কেমনে ধরিব এ জীবন ॥
 লক্ষণ শ্রীরাম-পদে করেন প্রণতি ।
 জন্মে জন্মে থাকে যেন ভক্তি তোমা প্রতি (১) ॥
 লক্ষণের বাক্যে রাম হইয়া কাতর ।
 অচেতন হইলেন, নাহিক উত্তর ॥
 পাত্র মিত্র প্রতি বীর করিয়া মেলানী ।
 চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানী ॥
 রাজ্যখণ্ড আদি করি সহ সর্বজন ।
 সরযু নদীর তীরে করেন গমন ॥
 প্রার্থনা করেন তবে করিয়া প্রণাম ।
 আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম ॥

সরযুর স্রোত বহে অতি-ধরশাণ ।
 লক্ষণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ ॥
 নরদেহ পরিহরি গেলেন গোলোকে ।
 অযোধ্যানগরে যে বাড়িল মহাশোক ॥
 হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দিক্ ।
 বিলাপ করেন রাম বর্ণিতে অধিক ॥
 আমারে এড়িয়া গেলা কোথায় লক্ষণ ।
 তোমা বিনা বিকল না রাখিব জীবন ॥
 সীতা বর্জিলাম আমি লোক-অপবাদে ।
 তোমা বর্জিলাম ভাই কোন্ অপরাধে ॥
 লক্ষণ-বর্জনে মোর মিথ্যা এ সংসার ।
 লক্ষণ সমান ভাই না পাইব আর ॥
 লক্ষণ বিহনে আমি থাকি কি কুলে ।
 যে জলে নামিল ভাই নামিব সে জলে ॥
 যে দিকে লক্ষণ গেজ উত্তর সে দিক ।
 লক্ষণ বিহনে প্রাণ রাখাই সে দিক্ ॥
 করিলা বিস্তর সেবা হইয়া সদয় (২) ।
 তোমা বর্জিলাম আমি হইয়া নির্দয় ॥
 লক্ষণের মরণে কাতর রাম অতি ।
 ছত্র-দণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি ॥
 ভরতে করিতে রাজা শ্রীরামের মতি ।
 ভরত কহেন কিছু শ্রীরামের প্রতি ॥
 এককাল নানাসুখ করিলাম রাম ।
 তব সঙ্গে বাইতে এখন মনস্কাম ॥
 ভরতের কথা শুনি রামের উদাস ।
 হেঁট-মাথা করি রাম ছাড়েন নিখাস ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন আমার উত্তর ।
 শক্রয়ে আনিতে দূত পাঠাও সত্বর ॥

(১) লোহ—অক্ষ ; চোখের জল । (২) বাস্তবিক লক্ষণকে দিয়া বলাইয়াছেন :—ন সস্তাপং মহাবাহো
 মর্ষণং কর্ত্ত মর্হসি । পূর্ক-নিখাপবহা হি কালস্ত গতিবীদৃশী ॥—ইত্যাদি । (২) সদয়—এখানে বীতিবশে ।

রামের আশ্রায় দূত পাঠাইল ঘরা ।
 তিন দিবসেতে গেল নগর মথুরা ॥
 শক্রপের ঠাই দূত কহে কানে কানে ।
 চলিল সকল লোক শ্রীরামের সনে ॥
 ভরতাদি করিয়া যতেক পুর-জন ।
 শ্রীরামের সঙ্গে স্বর্গে করিবে গমন ॥
 রামের বর্জনে ছাড়ে লক্ষ্মণ শরীর ।
 লক্ষ্মণ বর্জনে রাম হলেন অগ্নির ॥
 মহারাজ শক্রঘন, না ভাবিহ মনে ।
 সবরে চলহ তুমি রাম-সম্ভাষণে ॥

এত শুনি শক্রঘন করে হেঁট-মাথা ।
 পাত্র-মিত্রে আনিয়া কহেন সব কথা ॥
 সুবাহু পুত্রেরে করেন মথুরায় রাজা ।
 সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা ॥
 তুই পুত্র প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ ।
 অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন শক্রঘন ॥
 তিন দিবসেতে আসি অযোধ্যা-নগরী ।
 প্রণাম করেন শ্রীরামের পদ ধরি ॥
 শক্রপে দেখিয়া রাম হরষিত মন ।
 পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শক্রঘন ॥
 তোমার চরণ বিনা আর নাহি গতি ।
 স্বর্গবাসে যাব প্রভু তোমার সংহতি ॥

জোড়-হস্তে শ্রীরামেরে কহে সর্বলোকে ।
 তোমার প্রসাদে রাম স্বর্গে যাব সুখে ॥
 তোমার মরণে প্রভু সবার মরণ ।
 তোমার জীবনে রাম সবার জীবন ॥
 শুনিয়া শ্রীরাম করিলেন অঙ্গীকার ।
 আমার সহিত চল বাছা থাকে যার ॥
 জীবনের আশা ছাড়ি সবার এ আশ ।
 শ্রীরামের সঙ্গে গিয়া করে স্বর্গবাস ॥

তিন কোটি রাক্ষসে আইল বিভীষণ ।
 সুগ্রীব অঙ্গদ আইল সহ কপিগণ ॥
 নল নীল আইল সে মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল বীর হনুমান্ ॥
 আর যত লোক ছিল অযোধ্যা-নগরে ।
 যত যত লোক ছিল পৃথিবী ভিতরে ॥
 স্ত্রী পুরুষ আইল সবে অযোধ্যা-নগরে ।
 বাল-বৃদ্ধ আদি কেহ নাহি রহে ঘরে ॥
 রামের নিকটে আইল সবে শীঘ্রগতি ।
 জোড়হাত করি সবে রামে করে স্তুতি ॥
 কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন ।
 কত শত দেখিলাম সিদ্ধ-ঋষি-গণ ॥
 গন্ধর্বেয় গীত শুনিলাম মনোহর ।
 বিছাধরী নৃত্য করে, দেখিষু বিস্তর ॥
 তোমার বিহনে রাম থাকি কোন্ সুখে ।
 তোমার পাছেতে মোরা যাব স্বর্গলোকে ॥
 পৃথিবীর যত লোক করে জোড়হাত ।
 একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ ॥
 শ্রীরাম বলেন, শুন রাজা বিভীষণ ।
 মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন ॥
 হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চারি যুগে ।
 আর কিছু না বলহ আজি মোর আগে ॥
 শুন বলি তোমায়ে যে পবন-নন্দন ।
 মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন ॥
 যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে ।
 চন্দ্র-সূর্য্য যতকাল জগতে প্রচারে ॥
 তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর ।
 তোমার প্রসাদে মুক্ত হয় চরাচর ॥
 হনুমান্ বলে, নাহি চাহি স্বর্গবাস ।
 তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাষ ॥

শ্রীরাম, জেয়ার নাম হইবে যেখানে ।
সেই খানে স্থানির থাকিব রাজি-দিয়ে ॥
হনু প্রতি বলেন, শ্রীকমল-লোচন ।
তুমি আমি এক দেহ করিবা গণন ॥
আমা ভক্ত কপি তুমি পরম স্থানির ।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর ॥
ত্রক্ষার বরেতে চারিযুগে চিরজীবী (১) ।
আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী ॥
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
চারিযুগে অমর তুমি ত্রক্ষার কল্যাণ ॥
আরবার হউক তোমার প্রথম যৌবন ।
তোমাতে জিনিতে না পারিবে কোন-জন ॥
আরবার আমি যদি হই অবতার ।
তোমা সঙ্গে দেখা হবে হইবে আমার ॥
আর যত মনুষ্য আশুক মৌর সনে ।
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে ॥
দিলেন শ্রীরাম লব-কুশে হস্ত-বশু ।
হাতে হাতে সমর্পেন যত রাজ্য খণ্ড ।
হনুমান্ জাম্ববান্ মহেশ্বর বানর ।
লব-কুশের সনে কেন করিয়া ঘোসর ॥
বিভীষণে আমি রাম করেন অপর্ণি ।
লব-কুশে রাজা করি করেন পমণ ॥

শ্রীরাম, ভরত ও শক্রাভব
স্বর্গাভোহণ ।
সুযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার ।
রাম গেলা, পৃথিবী হইল অন্ধকার ॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া রাম করেন গমন ।
বশিষ্ঠ নারদ আদি সঙ্গে মুনিগণ ॥
অবধূত সম্যাসী চলিল সান্নি সান্নি ।
ত্রক্ষাগ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূত্র কর্ণ চারি ॥
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কাণা ।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না যামিল মানা ॥
স্বাবর জগম চলে শ্রীরামের সনে ।
গাহে পক্ষী না রহে, মা রহে পশু বনে ॥
ভূত প্রেত পিশাচ চলিল অন্তরীক্ষে ।
হরিষ হইয়া সব যায় উত্তর-মুখে ॥
রাজ্যখণ্ড সব গেল হিমালয়-পর্বতে ।
এক চাপে যায় লোক হয় মাসের পথে ॥
সংসার ছাড়িয়া রাজা যায় লক্ষ লক্ষ ।
নপুংসক (২) চলিল যে অস্ত্র-পুর-রক্ষ (৩) ॥
চলিল সুগ্রীব-রাজা শ্রীরামের মিত ।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল বরিত ॥
ত্রক্ষা আনিলেন রথ আমাকে লইতে ।
বৈকুণ্ঠে আনিলেন প্রকৃ জগৎ (৪) লহিতে ॥

(১) পবনের ঠকনে অজ্ঞান বানরীর গর্ভে হনুমানের জন্ম হয় । হনুমান্ জন্মগ্রহণ করিয়া নবোদিত সূর্যকে দেখিয়া পক্ষ বিবকল মনে করিয়া মাতৃ-ক্রোধ হইতে আকাশে উঠিল । সেই দিন অমাবস্যা—সূর্যগ্রহণ হইলে, একত্র ব্রাহ্ম সূর্যকে গ্রাস করিতে আশিতেছিল । সে হনুমানের জ্ঞানক নৃতি দেখিয়া সতরে ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিবরণ জানাইল । ইন্দ্র কুপিত হইয়া হনুমান্কে বজ্রাঘাত করিলেন । এই বজ্রাঘাতে হনুমানের হনু তল হইয়া পড়িল । ইহাতে অজ্ঞান অতিশয় শোকার্ত হইলেন । এই সময়ে হনুমানের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পবন পতিহীন হইয়া পড়িলেন । পবনের এইরূপ পতিহীনতার জগতের বাসকট উপস্থিত হইলে স্মৃতি-স্মরণ ত্রক্ষা ভূপতিত হনুমানের নিকট আশ্রিয়া হনুমান্কে মচেতন করেন ও এই বর যেন যে, তুমি “চারিযুগে চিরজীবী হইবে।” (২) নপুংসক—শ্রী-পুরুষ চিহ্ন বহিত । (৩) অস্ত্র-পুর-রক্ষ—তিতর বাড়ীর প্রহরী । (৪) জগৎ—এখানে পৃথিবীর সকল লোক ।

তিন কোটি রথ এল দেবলোক দেখে ।
 আকাশ জুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে ॥
 জাহ্নবী সরযু নদী এক ঠাই বহে ।
 গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযুতে রহে ॥
 যুক্ত পূর্ব-পুরুষ যে সরযুর জলে ।
 গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযুতে উলে ॥
 সরযুর স্রোত বহে অতি-খরশাণ ।
 স্রোতে নামি তিন ভাই ত্যজিলেন প্রাণ ॥
 স্বর্গেতে হৃন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ।
 সরযুতে তিন ভাই ত্যজেন জীবন ॥
 নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিন জন ।
 বৈকুণ্ঠে ঈশ্বরিয়া দেন দরশন ॥
 ঈশ্বরাম ভরত আর লক্ষ্মণ শত্রুঘন ।
 মিলি হইলেন একদেহ নারায়ণ ॥
 সীতাদেবী আইলেন ঈশ্বরামের পাশে ।
 লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে ॥
 অংশীভূত নারায়ণ হৈলা স্প্রকাশ ।
 সমাপ্ত উত্তরাকাণ্ড গাহে কৃষ্ণিবাস ॥

ব্রহ্মা-কর্তৃক রামায়ণের কলপ্রতি কীর্তন ।
 বৈকুণ্ঠের নাথ যদি আইলা ভগবান ।
 ব্রহ্মারে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান (১) ॥
 আমার সহিত যত আসিয়াছে প্রাণী ।
 কোথায় থাকিবে তারা, কিছুই না জানি ॥

বিরিঞ্চি বলেন, শুন রাজীব-মোচন ।
 সন্তানক নামে স্বর্গ ক'রেছি স্মরণ ॥
 সেইখানে আসিয়া রহিবে সর্বজন ।
 বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগণ ॥
 যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ ।
 পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন ॥
 শুক্ল অমুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার ।
 গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায় ও নিস্তার ॥
 ঈশ্বরামের শুক্ল যে পাইল স্বর্গবাস ।
 ইহা দেখি ব্রহ্মার মনেতে হৈল ত্রাস ॥
 চতুর্মুখ চতুর্মুখে করিছেন স্তুতি ।
 তোমা দরশনে নাথ পাইলু অব্যাহতি ॥
 আগম পুরাণ যত মীমাংসা বেদান্ত ।
 তোমার মহিমা রাম কে পাইবে অন্ত ॥
 আমা হেন কোটি ব্রহ্মা নাহি পায় সীমা ।
 এমনি অনন্ত তুমি অনন্ত-মহিমা ॥
 পুণ্য বৃদ্ধি হয় যঁার করিলে স্মরণ ।
 পাপ মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণ ॥
 চারি বেদ সহস্র নামে যত ফল হয় ।
 রাম-নামে তার কোটিগুণ ফল হয় ॥
 রাম-নাম লইতে যে করে অভিল্যাব ।
 সর্বপাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥
 অপুত্র শুনিলে লোক পায় পুত্র-ফল ।
 সপ্তকাণ্ড শুনিলে অশ্বমেধের ফল ॥
 সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড ।
 এত দূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড ॥

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণ ।

উপসংহার

এতাবদেতদাখ্যানং সৌন্দর্যং ব্রহ্মপূজিতম্ ।
 রামায়ণমিতি খ্যাতং মুখ্যং বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥
 ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বর্গলোক যথা পুরা ।
 যেন ব্যপ্তমিদং সর্বৈ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥
 ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।
 নিত্যং শৃণ্বন্তি সংহৃষ্টাঃ কাব্যং রামায়ণং দিবি ॥
 ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং পাপনাশনং ।
 রামায়ণং বেদসমং শ্রীক্ষেপ্য শ্রাবয়েদ্বুধঃ ॥
 অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্ ।
 সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যশ্রু যঃ পঠেৎ ॥
 পাপাণ্যপি চ যঃ কুর্যাদহস্থহনি মানবঃ ।
 পঠত্যেকমপি শ্লোকং পাপাৎ স পরিমুচ্যতে ॥

“এ আখ্যান উত্তরাধাওতে এতদূর ।
 বাল্মীকির কৃত ইহা, অতি সুমধুর ॥
 ব্রহ্মার পূজিত এই আখ্যান সুন্দর ।
 সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ ভুবন ভিতর ॥
 পুণ্যময় রামায়ণ, রাম-গরিমায় ।
 এ কাব্যের সম কাব্য নাহিক কোথায় ॥
 চরাচরে ব্যাপ্ত যিনি তেজে আপনার ।
 অনন্ত গৌরবে পূর্ণ বিশ্বের মাঝার ॥
 পুনঃ যিনি সগৌরবে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত ।
 সেই বিষ্ণু-কথা এই কাব্যেতে কীর্তিত ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ আর ঋষিগণ ।
 দেবলোকে এই কাব্য করেন শ্রবণ ॥

আয়ুষ্কর পাপহর সৌভাগ্যের মূল ।
 বেদসম রামায়ণ ভুবনে অতুল ॥
 বুধগণ শ্রীকালে এই রামায়ণ ।
 সষতনে পুত্রমনে করাবে শ্রবণ ॥
 অপুত্রের পুত্র হয় এ গ্রন্থ শ্রবণে ।
 লভয়ে বিপুল ধন ধনহীন জনে ॥
 এ কাব্যের পাদমাত্র পড়ে যেই জন ।
 সে জনের সর্বপাপ হয় বিমোচন ॥
 যেই জন প্রতিদিন নানা পাপ করে ।
 শ্লোকমাত্র পাঠে তার সর্ব পাপ হরে ॥
 রামায়ণ পড়ে যেই ভক্তিযুত মনে ।
 কৃগতে পূজিত হয় পুত্র-পৌত্র সনে ॥”

—৩৮—

মহর্ষি বাল্মীকি এই পুণ্য রামায়ণ ।
 সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকে করিলা রচন ॥
 বাঙ্গালীর হিত করে কবি কৃষ্টিবাস ।
 কাব্যাকারে ভাষান্তর করিলা প্রকাশ ॥
 বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শ্রীরাম-কাহিনী ।
 বাঁহার কৃপায় ঘোষে দিবস-ষামিনী ॥
 সেই কৃষ্টিবাস-পদ করিয়া বন্দন ।
 প্রকাশিত হৈল কৃষ্টিবাসী নামায়ণ ॥

परिशिष्ट

পরিশিষ্ট (ক)

স্বাভাৱগোষ্ঠিত স্থানাদিৰ ভৌগোলিক সংস্থান ।

বৰ্ণানুক্রমিক

অগ্ৰতালিকা—হাৰ্শিগাত্ৰেৰ অন্তৰ্গত বেণগড়ৰ উৎপত্তি-স্থানেৰ মহাৰেণ্ড পৰ্ব্বতৰ ২০ ক্ৰোশ দূৰে
অবস্থিত । শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ বনবাসেৰ দশবৰ্ষ পৰে এই আশ্ৰমে গমন কৰিছিলে।

অদ্বৈত—বৰ্তমান ভাগলপুৰ ও মুন্ডেৰ ভেলা । শক্তি-সকলতয়ে বৈষ্ণৱ হইতে শ্ৰীক্ষেত্ৰ পৰ্য্যন্ত স্থান ।
মতান্তৰে গঙ্গা-সব্বু সঙ্গম-স্থলস্থ দেশ । বেহাৰ প্ৰদেশ ।

অন্ন শৈল—কিৰিছাৰ মধ্যস্থ পৰ্ব্বত ।

অজি মূনিৰ আশ্ৰম—এলাহাবাদ হইতে প্ৰায় সত্তৰ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সুপ্ৰসিদ্ধ চিত্ৰকূট পৰ্ব্বত
অবস্থিত । এই চিত্ৰকূট হইতে নিঃসৃত এক নদীৰ নাম মন্ডাকিনী । ("বৰ্তমান নাম
মন্ডাকিনী) শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ এই মন্ডাকিনীৰ তীৰে পৰ্শালা নিৰ্মাণ কৰিয়া বেখানে বাস কৰিতে
সেই স্থান হইতে অজি মূনিৰ আশ্ৰম প্ৰায় ১২ মাইল দূৰে অবস্থিত ।

অবোধ্যা—সব্বুৰ তীৰে অবস্থিত । আন্ত-প্ৰাচীন নগৰী । ইহা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰেৰ অশ্বকুমি বলিয়া প্ৰসিদ্ধ ।
প্ৰাচীন অবোধ্যা ৪৮ ক্ৰোশ দীৰ্ঘ ছিল ।

অবিষ্ট—লকাৰ উপস্থিত পৰ্ব্বত ।

অৰু পৰ্ব্বত—আবু পাহাড় ।

অলকা—হিমালয়েৰ উত্তৰস্থ পৰ্ব্বত ।

অধৰেণ—গঙ্গাৰেৰ অন্তৰ্গত ইয়াবতী ও চক্ৰভালা নদীৰ মধ্যস্থ প্ৰাচীন দেশ । ইহা পূৰ্বকালে
মহাৰেণ্ড বৰ্ষে কথিত হইত ।

অধম পৰ্ব্বত—হিমালয় ও হেমকূটেৰ অন্তৰ্গত বৰ্ষ বিশেষ ।

অনি—কাশ্মীৰ দক্ষিণে গঙ্গাৰ সহিত মিলিত হনামধ্যস্থ নদী ।

অশ্বকুমি—সব্বুৰেৰ অন্তৰ্গত স্থান । যে পৰ্ব্বতেৰে অপর পাৰ্শ্বে সূৰ্য্য গমন কৰিলে দুই হয় না ।
সূৰ্য্যকৰ ১০০০০ ক্ৰোশ পশ্চিমস্থ পৰ্ব্বত ।

অহল্যা উদ্বাৰেৰ স্থান—বি, এন. ডব্লিউ, আব, লাইনেৰ অন্তৰ্গত কমতৌল ৱেল-ষ্টেশনেৰ নিকটে ও
মজাৰপুৰ হইতে ৩২ মাইল উত্তৰ-পূৰ্বে । এখানে এখনো অহল্যাৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত
আছে । কৃত্তিবাসেৰ বৰ্ণনানুসাৰে তাড়কাৰ বনেৰ নিকটেই অস্থিত হয় । ডুমৰীওন
ৱেল ষ্টেশন হইতে ২ মাইল উত্তৰে গঙ্গাতটে অহল্যা পাবাৰীৰ স্থান বলিয়া প্ৰসিদ্ধ ।

উৎকল—বালেখৰ হইতে বিশাখাপত্তনস্থ দেশ পৰ্য্যন্ত সমগ্ৰ ভূভাগ ।

উত্তৰ গিৰি—পূৰ্বাচল । কটকেৰ দশ ক্ৰোশ দক্ষিণে এই পৰ্ব্বত ।

ঋত -পূৰ্ব সাগৰস্থ বকল বৰ্ষ পৰ্ব্বত-বিশেষ । সামান্য মতে দক্ষিণ সাগৰস্থ পৰ্ব্বত-বিশেষ । অল্প মতে
হিমালয়েৰ পূব, বৰ্ষময় পৰ্ব্বত ।

উক—পত্তোৱাৰা বাৰ্ণেৰ অন্তৰ্গত শৈল-শ্ৰেণী ।

উকবান—নৰ্ণবা নদীৰ নিকটস্থ পৰ্ব্বত । হিমচড়া বিলাসপুৰ বালাৰটি ভেলাৰ অন্তৰ্গত পৰ্ব্বত ।

কনক—পূর্বঘাট ও নীলগিরির মধ্যস্থ পর্বত। এইখানে মতঙ্গ যুনির আশ্রম ছিল। ভীমা ও মঞ্জীরার মধ্যবর্তী মলঙ্গের নিকটস্থ পর্বতশ্রেণী।

কল্লব—আরা প্রদেশ।

কর্ণাট—কানাড়ার পূর্ব নাম। এই কানাড়া রাজ্য মহীশূর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পৌরাণিক যুগে কর্ণাট বলিতে সাতপুরা পর্বতমালা হইতে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল প্রদেশকে বুঝাইত।

কলিঙ্গ—উড়িষ্যা প্রদেশের বৈতরণী নদীর দক্ষিণ হইতে বিশাখাপত্তমন্ অর্থাৎ জাবিড় দেশের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দেশ।

কাবেরী—দক্ষিণ ভারতের এক পুণ্যতোয়া নদী। ইহা কূর্ণ দেশস্থ ত্রাঙ্গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

কালোদর পর্বত—হিমালয়ের উত্তরে সোমপ্রদেশের সন্নিহিত বর্ণপ্রভ 'কাল' পর্বত বলিয়া মনে হয়।

কালিন্দী—কলিঙ্গ পর্বত হইতে নিঃসৃত নদী। যমুনার অপরা নাম। হিমালয়ের অন্তর্গত গঢ়বাল প্রদেশের পর্বত-বিশেষের নাম কলিঙ্গ। এই স্থান হইতে যমুনা অবতরণ করিয়াছে। গঙ্গোত্রীর পশ্চিমস্থ পর্বত।

কাশী—উত্তর পশ্চিম-অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত বেহ-বেহার চর্চার অত্র প্রসিদ্ধ স্থান। হিন্দুর প্রাচীনতম মহাতীর্থ।

কিচ্চিয়া - বেলারীর ৩০ কোশ দূরে বিজয়নগরের (বর্তমান নাম হাম্পি) নিকটস্থ স্থান।

কুঞ্জর পর্বত—দক্ষিণ সমুদ্রের অপরা পারে অবস্থিত। মহানুনি অগস্ত্য এখানে বাস করিতেন।

কুরুজাঙ্গল—কুরু-রাজ্যের অন্তর্গত অরণ্যময় প্রদেশ। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থ দোয়াবের উত্তরস্থ বনভূমি। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বর্তমান বেলুচিস্থানকে কুরুজাঙ্গল বলিয়া অনুমান করেন।

কুশাবতী—বিদ্যাপর্বতের উপরিস্থ নগরীবিশেষ। কুশ এইখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র নাম কুশস্থলী (বর্তমান কান্তকূজ)।

কুরুবেণী—বর্তমান নাম বেণগঙ্গা। এই নদী গোদাবরীর শাখা।

কেকর—পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমস্থ দেশ। শতক্র ৩ বিপাশার মধ্যবর্তী এবং বাহ্লীক নামক জনপদের দক্ষিণস্থ প্রদেশ।

কেরল—মালাবার উপকূল। সব পর্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত দেশ।

কোকনধ—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে গোদাবরী নদীর মোহানার উত্তরে সমুদ্রতীরস্থ স্থান।

কৈলাস—হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত দেশে অবস্থিত পর্বত বিশেষ।

কোশল—কাশীর উত্তর হইতে অযোধ্যা প্রদেশের সমগ্র ভূভাগ। ইহা উত্তর-কোশল ও দক্ষিণ-কোশল নামে দুই অংশে বিভক্ত। ঐরামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা দক্ষিণ-কোশলের অন্তর্গত।

কৌশিকী—বেহারের অন্তর্গত এক নদী। পুরাণ-মতে বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা তপিনী।

ক্রিমিচীবেশ—আসাম প্রদেশ বলিয়া অনুমান হয়।

ক্রৌঞ্চাল—মঞ্জীরা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী বালাঘাট পর্বতের একাংশ। মতঙ্গের কৈলাসের উত্তরস্থ পর্বতশৃঙ্গ।

কৌশল—ইতিহাসের অন্তর্গত এবং জনস্বাস্থ্য ও মতভাষ্যের মধ্যস্থিত অধ্যয়ন।

গঙ্গা—হিমালয় পর্বত হইতে নিঃসৃত, ভারতের প্রাচীনতম পুণ্যতোয়া নদী।

গঙ্গা-বমুনা-সঙ্গম—প্রয়াগ; আধুনিক নাম এলাহাবাদ।

গঙ্গা-ময়ূর—ইলায়ত ও তজ্জাখ বর্ষের মধ্যে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা মানসসম্বোধের নিকট
অবস্থিত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইহা সুরেন্দ্রের হৃদয়ে।

গঙ্গা—বেহারের অন্তর্গত প্রাচীনতম তীর্থস্থান। কল্কীতীরে অবস্থিত।

গাঙ্গার—বর্তমান কান্দাহার অঞ্চল। মতান্তরে সিঙ্কনদের উত্তর পার্শ্ব উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশের
এক অংশ। প্রাচীন পুরুষপুর (পেশোয়ার) ও তক্ষশিলা ইহার অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন
রাজধানী পুন্ড্রাবতী।

গিরিত্রয়—কেকয় দেশের রাজধানী। পাজ্রাবের অন্তর্গত আলালপুর সহরকে কেহ কেহ গিরিত্রয়
বলিয়া নির্দেশ করেন। গিরিত্রয়-এর অপর নাম রাজগৃহ। রাজগৃহ গঙ্গা ও শোণ
নদের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। অরাসন্ধের সময়ে ইহা মগধের রাজধানী ছিল।
বৈহার, বরাহ, কুম্ভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক এই পঞ্চ-পর্বত-বেষ্টিত। ইহার চতুর্দিক
প্রদেশের নাম ধর্ম্মীরণ্য।

গোকর্ণ—কেকয় দেশের অন্তর্গত এক স্থান। এই স্থানের সন্নিহিত পর্বত বিশেষ। মানস সম্বোধের
পশ্চিমে হিমালয় পর্বতের উপর অবস্থিত পর্বত ও প্রসিদ্ধ তীর্থ বিশেষ।

গোদাবরী—দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ নদী। নাসিক-এর নিকটস্থ সহপর্বতশৃঙ্গ হইতে প্রবাহিত হইয়া
ভারত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। গোদাবরীর তীরে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের অমেক
সময় বাস করিয়াছিলেন। গোদাবরীর তীরস্থ পর্বতটীক হইতেই রাবণ সীতাহেবীকে
অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

গোমতী—অযোধ্যার মধ্যস্থ এক প্রসিদ্ধ নদী। সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মী সহর এই গোমতীর তীরে অবস্থিত।

গৌড়—বঙ্গদেশ। মালদহের নিকটে প্রাচীন 'গৌড়'-এর ধ্বংসাবশেষ আছে। বরেন্দ্র, বঙ্গ, মিথিলা,
রাঢ় ও বকসীপ—এই সমগ্রভূমি পঞ্চগৌড় নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

গৌড়মের আশ্রম—গঙ্গা ও সরযু মিলনস্থানের হৃদয়ে বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলার স্থান-
বিশেষ পূর্বকালে তাড়কার বন নামে কথিত হইত। মহর্ষি গৌড়মের আশ্রম এই
তাড়কার বনের নিকটেই ছিল। মূল বাসীকি রামায়ণে মিথিলার নিকটেই গৌড়মের
আশ্রম বলিয়া উল্লিখিত। কথা:--

উভ্য তত্র নিশামেকাং অগ্নতুমিথিলাং ততঃ । (শ্রীরাম-লক্ষণ)

...

মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং বৃশ্চ বাসবঃ ।

পুত্রাণং নির্জনং রম্যং পশ্চাৎ যুগ্মপুত্রবৎ ।

বিখ্যামিত্র বলিলেন :—গৌড়মন্ত্র নবশ্রেষ্ঠ পূর্বমাসীমহাস্থানঃ ।

আশ্রমো দিব্যানুদ্যানঃ সুরৈরপি স্পৃহিতঃ । বালকাত

চক্রবাণ পর্বত বা চক্রবাণ পর্বত—পশ্চিম মধ্যভাগে চতুর্ভাষ্যের পর অবস্থিত পৌরাণিক কালের পর্বত-বিশেষ। বিষ্ণুর্মা এখানে সহস্র অবস্থিত চক্র নির্মাণ করেন। এই স্থানে ঐতিহাসিক পাকভূমি ও উক্ত চক্র প্রাপ্ত হয়।

চক্রপিরি—সিদ্ধ-সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত শতশৃঙ্গ পর্বত।

চিত্রকূট—ইংরাজী নাম Chitarkot; এলাহাবাদ হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। দাক্ষিণ-ভেলার অন্তর্গত। ঐরাণের গঙ্গা-বহুমার সঙ্গম হইতে ঐশ ক্রোশ গমন করিলে চিত্রকূট পর্বত দৃষ্ট হয়।

জটায়ু কথের স্থান—মহীশূরের অন্তর্গত চিত্রকূট জেলার মধ্যে অতি বৃহৎ বানক স্থান।

জমকপুরী—মিথিলা। অন্য নাম বিদেহ ও তীরভুক্তি। তীরভুক্তির আধুনিক নাম ত্রিহত। এই রাজ্যের পূর্বে দিকে কোশিকী, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে ছোট গঙ্গা, (সহানীরা) উত্তরে হিমালয়। মজধ্বপুর ও দারবজ জেলার মিলন স্থানের উত্তরাংশে নেপালের সীমানার এই প্রাচীন দেশ অবস্থিত। দারবজের ৩৫ মাইল উত্তরে এই স্থান।

জনস্থান—(অগস্ত্য আশ্রম ঐষ্টব্য) অগস্ত্য আশ্রমের পবেই জনস্থান। ঐশ্বক্যের একাংশ।

ভকশিলা—ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে কালকা সরাইয়ের সন্নিকটে শাধদেবীর কন্যাবশেষ মধ্যে স্থিত প্রাচীন মগরী। গান্ধারের রাজধানী। এইস্থান বাণলপিত্তি হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে।

তমসা—সরযু ও গোমতীর মধ্যস্থ গঙ্গার উপনদী। ইহার তীরে বাসীকির আশ্রম ছিল।

তাড়কার বন—বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলা। প্রাচীন নাম মলক ও কল্পব।

তৈলক—প্রাচীন অঙ্গ ও বর্তমান তৈলকুশে অর্থাৎ উত্তর সরকার ও নিজাম রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব ও তৎসন্নিকটে মাত্রাজ প্রেসিডেন্সীর একাংশ।

ত্রিকূট—লঙ্কামধ্যস্থ পর্বত। ইহার অপর নাম লব।

ত্রিবেণী—এলাহাবাদ অথবা জঙ্গলী জেলায় অন্তর্গত গঙ্গা, যমুনা, সব্বতীয় মূর্তবেণী তীর।

ত্রিপুর—ত্রিকূট পর্বতের সামান্তর।

বণ্ডকারণ্য—বৃন্দেলখণ্ড হইতে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্য ভূমি। রামায়ণের সময়ে ইহা গঙ্গার দক্ষিণ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল।

বর্ধারণ্য—পাকাল ও উত্তর কোশলের মধ্যবর্তী অরণ্য। পূর্বপুষ্ঠার “গিরিব্রজ” ঐষ্টব্য। প্রাচীন ভূগোল মতে প্রাগ্ভ্যোতিষপুর (আসাম প্রদেশ)।

বন্দ্রগ্রাম—অযোধ্যা হইতে পূর্বে অবস্থিত বর্তমান নন্দগাঁও।

বর্ধা—দাক্ষিণাত্যের এক প্রসিদ্ধ নদী। অন্য নাম রেবা।

বিন্দুভিলা—সিংহলের কলম্বো হইতে ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

বৈশিখারণ্য—লঙ্কৌএব উত্তর পশ্চিম কোণে ৪৫ মাইল দূরে বর্ধাঙ্গির সন্নিকটে অরণ্য। বর্তমান নাম নিমখার। রামচন্দ্র এইস্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবটী—মধ্যভারতের গোদাবরী-তীরস্থ জনস্থান-মধ্যবর্তী স্থান। বর্তমান নাসিক।

পদ্মা—গঙ্গার শাখানদী। ইহা পূর্ববঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে।

পম্পা—দক্ষিণ ভারতের ঋষ্মুক পর্বতস্থ নদী। রামায়ণী যুগে ইহাও বণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার জল স্থির বলিয়া ইহা পম্পা সরোবর নামেও প্রসিদ্ধ আছে।

পিঙ্গলের বন—অগস্ত্যপ্রমের নিকটস্থ মল্লক বনের উত্তরে অবস্থিত।

পুন্ড্রাবতী—বর্তমান পেশোয়ারের নিকট ইহা সাক্ষরক প্রাচীন রাজধানী। ভারতের পুন্ড্র পুন্ড্র এই রাজ্য স্থাপন করেন।

প্রয়াগ—বর্তমান এলাহাবাদ।

প্রভবণ পর্বত—জনস্থানের মধ্যবর্তী গোদাবরী নদী-সন্নিকটে পর্বত।

- ফুলিয়া—নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাণাচাটের নিকটস্থ স্থান। মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান।
- বরাহ—পশ্চিম সমুদ্রপারে স্থিত পর্বত। এই স্থানে প্রাগজ্যোতিষ নামে এক নগর আছে। কান্দীর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ন অবস্থিত বরামূল পর্বতকে কেহ কেহ প্রাচীন বরাহ পর্বত বলিয়া থাকেন।
- বারাণসী—বলুণা ও অসি নামী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ স্থানকে বারাণসী বা কাশী কহে।
- বাঙ্গীকির আশ্রম—কামপুরের নিকটস্থ বর্তমান ঠিঠুরের নিকটস্থ স্থান।
- বাহ্লীক—আফ্‌গানিস্থানের উত্তর-পশ্চিমস্থ দেশ। বলুণ হইতে হিরাতে পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
- বিজ্ঞাপর্বত—কিষ্কিন্দ্যার দক্ষিণস্থ সহস্রশৃঙ্গ পর্বত বলিয়া উক্ত। (রামায়ণ)। অর্ধাবর্ষ ও দক্ষিণা পথের মধ্যস্থ পর্বতের নামও বিজ্ঞাপর্বত।
- বিদিশা—জঙ্কলপুরের পশ্চিমে বেত্রবতী নদী তীরে বর্তমান নাম ভিলসা।
- বিপাসা—পাঞ্জাবস্থ নদী-বিশেষ। বর্তমান নাম বিয়াস। পুত্রশোকাভূর হস্তপদ-বন্ধ বশিষ্ঠদেবের বন্ধনপাশ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল বলিয়া এই নদীর নাম হইয়াছিল বিপাসা।
- বিশালা—অপর নাম বসাড়। পাটনা হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে। সিদ্ধাশ্রম হইতে মিথিলা যাইবার পথে গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত। (২) শিপ্রা-তীরস্থ উজ্জয়িনীর অঙ্গ নাম।
- বিশ্বামিত্রের আশ্রম—বকসরের প্রায় দুই মাইল পূর্বে এই আশ্রম।
- ভরদ্বাজ আশ্রম—প্রয়াগের গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলস্থ আশ্রম। এখানে এই স্থান হইতে গঙ্গা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।
- মগধ—আরা ও পাটনা জেলার দক্ষিণস্থ ভূভাগ মগধ বলিয়া পরিচিত হইত। ঋগ্বেদে এই প্রদেশের নাম কিকটা। অঙ্গ নাম, পলাশ দেশ।
- মতঙ্গ বৃন্দির আশ্রম—ঋগ্বেদে উল্লেখ্য।
- মধুরা—(মধুরা) সংস্কৃত প্রদেশের অন্তর্গত, যমুনা তীরে অবস্থিত।
- মধুকবন—অগস্ত্যাশ্রম ও পঞ্চবটীর মধ্যস্থ অরণ্য।
- মন্দর পর্বত—বৈষ্ণবনাথের নিকটে (Mandar Hill) অবস্থিত। ভাগলপুর হইতে ৩১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এই পর্বত অবস্থিত।
- মন্দাকিনী—স্বর্ণগঙ্গার নাম। চিত্রকূট পর্বত হইতে প্রবাহিত নদী বিশেষ।
- মলয়—বর্তমান পশ্চিমঘাট পর্বত শ্রেণীর দক্ষিণাংশ, নীলগিরি পর্বত। এখানে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল।
- মলদ—বর্তমান আরা অঞ্চল।
- মহেন্দ্র পর্বত—এই পর্বত শ্রেণী উড়িষ্যা ও উত্তর সরকার প্রদেশ হইতে গঙ্গামের নিকটস্থ গণ্ডারানার কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
- মানস সরোবর—হিমালয়ের উত্তরস্থ হ্রদ।
- মাণ্ডকর্ণির আশ্রম—পঞ্চাপর:—সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত রামগড় পর্বত।
- মালিনী নদী—চিত্রকূট-প্রবাহিনী পৈশানী নদী।
- বজ্রদেশ—বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর অঞ্চল।
- মাল্যবতী—মালিনী নদীর অপর নাম।
- মাল্যবান—কিষ্কিন্দ্যার নিকটবর্তী পর্বত।
- মিথিলা—বিশালার উৎসে মিথিলারাজ্য। জনকপুর উল্লেখ্য।
- মৈনাক পর্বত—ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যস্থ সাগরগর্ভস্থ পর্বত।
- যমুনা—স্বর্ধা-কন্যা ও যমের ভগিনী। হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।
- রাজগৃহ—গিরিব্রজ উল্লেখ্য।

লকা—ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ দ্বীপ। বাল্লসরাজ্য রাবণের বাসভূমি।

লোহিত পর্বত—ব্রহ্মপুত্রনদের উৎপত্তি স্থান।

লোহিত সাগর—লোহিত পর্বতের উপত্যকা প্রদেশস্থ হ্রদ।

শতদ্রু—পাঞ্জাবের অন্তর্গত এক নদী। বর্তমান নাম Sutleg (সত্লেজ) পুত্র শোকাতুর বশিষ্ঠদেব প্রাণ-বিসর্জনার্থ এই নদীতে ঝম্প প্রদান করিলে এত বড় মহর্ষির প্রাণ নষ্ট হইবে তাবিয়া এই নদী শত পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই জন্ত এই নদীর নাম হইয়াছে শতদ্রু।

শবরীর আশ্রম—ঋষ্যমুক দ্রষ্টব্য।

শবরতক মুনির আশ্রম—ভূপালরাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন নলপুরের নিকটস্থ স্থান।

শাকদ্বীপ—ভারতের উত্তর পশ্চিমস্থ প্রাচীন দেশ। অনেকে ইহা সাইথিয়া বলিয়া নির্দেশ করেন। মতান্তরে পারস্তদেশ। প্রকৃতিবাহ অভিধানে কাশ্মীরের উত্তরস্থ পুণ্ড্রভূমি।

শৃঙ্গবেরপুর—কোশলরাজ্যের সীমার বাহিরে গঙ্গাতীরবর্তী নগর। নিষাধরাজ গুহকের রাজধানী। প্রয়াগ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থ আধুনিক সাজার।

শোণ—বিহারের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নদী। ইহা অমরকণ্টক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পাটনার কিছু উত্তরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। রামায়ণ মতে পূর্ব-সমুদ্রপারে, ধরশ্রোত, বস্তুবর্ণ-জল, সিদ্ধচারণ-সেবিত নদ।

শ্রাবস্তী—ধর্মপত্তন নামক পুরীর নামান্তর। উত্তর-কোশলস্থ; লবের পুরী। অযোধ্যা-প্রদেশের গোণ্ডা ও ব্যারাইচ জেলার সীমান্তস্থিত। বর্তমান সছেটমহেট নামক স্থান।

শ্বেতগিরি—হিমালয়ের অন্তর্গত ধবলাগিরি।

সরযু—অযোধ্যা-প্রদেশস্থ নদী। ইহার তীরে অযোধ্যানগরী অবস্থিত।

সরস্বতী—ব্রহ্মাবর্ষের পুণ্ড্রতোয়া নদী। প্রয়াগে অন্তর্হিতা। বঙ্গদেশেও হুগলী জেলার মধ্য দিয়া সরস্বতী নদী প্রবাহিত। মগরার নিকটে ত্রিবেণীর দক্ষিণে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

সহ পর্বত—রামায়ণের বর্ণনানুসারে পশ্চিমঘাট পর্বত। বিষ্ণু পর্বতের অঙ্গ নাম সহ পর্বত।

সাংকান্তা—সংযুক্তপ্রদেশের মইনপুরীর সন্নিহিত ইক্ষুমতী (বর্তমান কালী নদী) নদী তীরস্থ বর্তমান সংকিশা নামক জনপদ।

সিদ্ধাশ্রম—বিখ্যামিত্রের আশ্রম দ্রষ্টব্য। বর্তমান বকসরের নিকটস্থ স্থান।

সিদ্ধদেশ—সিদ্ধনদ যে দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

সুদর্শন—হিমালয়-সন্নিহিত পর্বত।

সুবেল পর্বত—লঙ্কাদ্বীপে অবস্থিত পর্বত।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর—ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তস্থ মহারা হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এইখানে রামচন্দ্র এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামেশ্বর দ্বীপ রামকর্তৃক বন্ধ সেতুর ভগ্নাংশের একাংশ।

হরিদ্বার—হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত এক প্রসিদ্ধ নগরী। হিন্দুদিগের তীর্থস্থান।

হস্তিনাপুর—বর্তমান দিল্লীর প্রায় ১৬ মাইল পূর্বে, গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত।

হিন্দুলিয়া গিরি—করাচীর ২০ মাইল উত্তরে বেলুচিস্তানস্থিত তীর্থ।

হেম গিরি—হিমালয়ের উত্তরস্থ পর্বত-বিশেষ। কাঞ্চনজঙ্ঘা বলিয়া মনে হয়।

এতদ্ভিন্ন—কুস্তিবাসী রামায়ণে অজয়, শঙ্খধনি ঘাট, ইন্দ্রেশ্বর, মেড়াতলা, নদীয়া সপ্তগ্রাম আকনা, মাহেশ, বিহারোদর (ব্যাতোড়) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলির সংস্থান অনেকেই অগত্যা আছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের সংস্থান লিখিত হইল না।

পরিশিষ্ট (খ)

পাদটীকায় অনুলিখিত বিষয়ের পরিচয় ।

৪০ পৃষ্ঠা—চক্রবর্তী—চক্র (দেশসমূহ) বৃত্ (বর্তমান থাক)+ইন্ = চক্রবর্তী । যিনি দেশসমূহে স্বামিরূপে বর্তমান থাকেন, তিনি চক্রবর্তী । বিস্তৃত বাণ্যের যিনি অধীশ্বর ।

৪৪ পৃষ্ঠা— মম পিতামহ সেই বসু নাম ধরে ।

ইন্দ্রে আনি খাটাইল অধোধ্যানপরে ॥

মহারাজ দ্বিলীপ শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া বজ্রীয় অশ্ববন্ধার তার বসুর উপর প্রদান করিলেন । বসু অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন । মহাসী অশ্বকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই অশ্ব কে হরণ করিল । এমন সময়ে বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনী তথায় উপস্থিত হইয়া মুক্তভাগ করিল । বসু সেই নন্দিনীর মূত্র চক্ষে লাগাইয়া দেখিতে পাইলেন, ইন্দ্রে সেই বজ্রীয় অশ্ব লইয়া পূর্বাধিকে পলাইতেছেন । ইহা দেখিয়া বসু ইন্দ্রের সন্মুখীন হইয়া বৃদ্ধার্থী হইলেন । এই মুহূর্তে ইন্দ্রে বসুকে বজ্রাঘাত করেন । বসু বজ্রাঘাতে অধীর হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেও অন্নকণের মধ্যে স্তম্ভ হইয়া উঠিলেন এবং বাণধারা ইন্দ্রের ধনুকের ছিলা কাটিয়া ফেলিলেন । ইন্দ্রে বসুর বীরত্ব দর্শনে অতিশয় ক্রীত হইয়া বরদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । এতদ্বারা বসু বলিয়াছিলেন, 'যদি আমার পিতার বজ্রীয় অশ্ব প্রদান করা অসম্ভব হয়, তবে আমার পিতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রদান করুন এবং বজ্র বাহাতে পূর্ণ হয় তাহার উপায় বিধান করুন । আরো এক কথা যে, আমার যজ্ঞে ব্রতী পিতাকে আপনি এই সংবাদ পাঠাইয়া দিন ।' ইন্দ্রে বসুকে এই বর দান করেন এবং বীর দূত দ্বারা যজ্ঞ-ব্রতী দ্বিলীপকে এই সংবাদ প্রদান করেন—বসুবংশ ।

১১৮ পৃষ্ঠা— ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না যায় শুন ।

সেই হেতু ঘটিলেক এহেন ঘটন ॥

৪৪৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা জটব্য ।

১২৫ পৃষ্ঠা— দেখহ পরশুরাম পিতার কথায় ।

অস্ত্রাঘাত করিলেন মায়ের মাথায় ॥ (১)

পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবক্রের পোবধ । (২)

সগর জন্মায় পুত্রপণের আপদ ॥ (৩)

বাপের আদেশে মুনি বক্র-আলয়ে

পশি কত কাল কাটে বিবাহিত হয়ে । (৪)

(১) অষ্টাবক্রের পোবধের কথা আমরা অবগত নই । তবে পিতার স্বর্গকামনার তিনি জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিহোত্, গোমেধ প্রভৃতি বজ্র করিয়াছিলেন বলিয়া নামাপুরাণে

ଉଲ୍ଲିଖିତ আছে । ଗୋମେଧ ଷଞ୍ଜେ, ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଗୋ ବଧ କରିବା ଷଞ୍ଜେ ଆହୁତି ଦିତେ ହୁଏ । ଏହି ଗୋମେଧ ଷଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମ୍ଭ ଗୋ-ବଧ କରିତେ ହୁଏ—ଏହାହିଁ ଷଦ୍ଧି କବିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ—ସେ କଥା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ।

(୨) ଏକଦା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବେଂଗାଳା ଗଙ୍ଗା ଗମନ କରିବା ଦେଖିଲେ, ଗଙ୍ଗାବିହାରୀ ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ମାଳା ଧାରଣ କରିବା ଅପରାଧିଗେର ସହିତ କ୍ଷମାକ୍ରୀଡ଼ା କରିତେଲେ । ୟା ଦେଖିବା ବେଂଗାଳା ଗଙ୍ଗାବିହାରୀର ପ୍ରତି ଦୈବ୍ୟ ସ୍ପହାବତୀ ହୁଏ—ଏହିକେ ହୋମ ସମୟ ଅତିକ୍ରମିତ ହୁଏ—ମିତାରେ ଦେଖିବା ବେଂଗାଳା ସଦୃଶ ଆଶ୍ରମେ ଆସିବା କ୍ଷମାପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମର ସମ୍ମୁଖେ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଯୋଗବଳେ ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟାପ୍ତିର ଅବଗତ ହୁଏ—ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁର ହୁଏ—ପୁତ୍ରଗଣକେ ଆଦେଶ କରିଲେ, ତୋମରା ତୋମାଦେର ଜନନୀର ଶିରଚ୍ଛେଦ କର । କିନ୍ତୁ ତାହାରା କେହି ପିତାର ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନ କରିନା ଦେଖିବା ଅବଶେଷେ ପରଶୁରାମକେ ଆଦେଶ କରିଲେ, ତୁମି ତୋମାର ମାତାର ଓ ଭ୍ରାତୃଗଣେର ଶିରଚ୍ଛେଦ କର । ପିତୃ-ଆଦେଶେ ପରଶୁରାମ ମାତାର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଲେ ।—ଭାଗବତ

(୩) ସଗର ରାଜା ଶତତମ ଅଧ୍ୟୟନ ଷଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମ୍ଭ ଷଞ୍ଜୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଛାଡ଼ିବା ଦିନା ତାହାର ଷାଟ ହାଜାର ପୁତ୍ରକେ ସେହି ଅଧ୍ୟୟନର ଭାବ ଦେନ । ସହସା ୟେ ସେହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାତାଳେ ମହର୍ଷି କପିଳେର ନିକଟ ବାସିବା ବାଧେନ । ସଗର-ପୁତ୍ରେରା ଦୃଶ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧୂଳିରା ଅବଶେଷେ ପାତାଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ—ଯୋଗସମୟ କପିଳେର ନିକଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କପିଳକେ ଅଧ୍ୟୟନ-ଚୋର ମନେ କରିବା ପ୍ରହାର କରିତେ ଧାକେ । ଏହି ପ୍ରହାରେ କପିଳେର ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ ହୁଏ ଓ ତାହାର ରୋଷାଳେ ସଗରେର ଷାଟ ହାଜାର ପୁତ୍ର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୁଏ ।

(୪) କ— ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳେ ପ୍ରାଚୀନବିହିରାଜାର ଦଶଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତାହାରା ଦଶ ପ୍ରଚେତା ନାମେ ବିଖ୍ୟାତ ହେନ । ପ୍ରାଚୀନବିହିରାଜାଗଣ ଦେଖିତେ ଏକରୂପ ହିଲେନ ଏବଂ ସକଳେର ଶକ୍ତି ଓ ସମାନ ହିଲ । ପ୍ରାଚୀନବିହିରାଜା ପୁତ୍ରଗଣକେ ବଳିଦିନାହିଲେନ “ତୋମରା ସମୁଦ୍ର-ଗର୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ରୁରଗୀତ ଜପ, ଷଞ୍ଜ ଓ ତପସ୍ତା ଦ୍ବାରା ହରିକେ ପରିତୁଟ୍ଟ କର ।” ପିତାର ଆଦେଶେ ଐ ଦଶ ପ୍ରଚେତା ସମୁଦ୍ର-ଗର୍ଭେ ଦଶ ହାଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ତା କରିବା ଭଗବାନକେ ପ୍ରଣୟ କରିନାହିଲେନ ।—ଭାଗବତ, ଚତୁର୍ବିଂଶଦ୍ଧ ।

୫ (୪) - ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାନସ-ପୁତ୍ର । ନିମି ରାଜା ଦୀର୍ଘସତ୍ର ନାମକ ଷଞ୍ଜାଭିଳାଷୀ ହୁଏ—କୂଳଶୁକ୍ର ବଶିଷ୍ଠେର ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେନ । ବଶିଷ୍ଠେର ୟେତଦ୍ଦିନେ ୟେହେର ଷଞ୍ଜେର ପୌରୋହିତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଲେନ ବଳିଦିନା ନିମିରାଜେର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିତେ ପାରେନ ନାହି । କିନ୍ତୁ ନିମିରାଜା ଗୌତମେର ପୌରୋହିତ୍ୟେ ଷଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହିଲେନ ଆନିଦିନା ବଶିଷ୍ଠ କୂପିତ ହୁଏ—ନିମିରାଜାକେ “ବିଦେହ ହେ” ବଳିଦିନା ଅଭିଷାପ ପ୍ରଦାନ କରିଲେନ । ଏହି ସମୟେ ନିମିରାଜା ନିଦ୍ରିତ ହିଲେନ । ନିଦ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଅଭିଷାପ ପ୍ରଦାନ କରା ଅକ୍ଷୟ ମନେ କରିନା ନିମିରାଜା ଓ ବଶିଷ୍ଠକେ ଅଭିଷାପ ପ୍ରଦାନ କରିଲେନ “ଆପନି ଓ ବିଦେହ ହେଉନ” । ନିମିରାଜେର ଏହି ଅଭିଷାପେ ବଶିଷ୍ଠ କାତର ହୁଏ—ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ—ବଳିଲେନ—“ପିତା, ଦେହୀନେର ବିଶେଷ କଷ୍ଟ । ଦେହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେନ ନା ଏହି କ୍ଷମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି,

আপনি আমাকে অস্ত্র দেহ দান করুন।” বশিষ্ঠদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, “তুমি এখন বরুণ আলয়ে প্রবেশ করিয়া মিত্রাবরুণের বেতে অগ্ন্যগ্ৰহণ কর।”

সেই সময়ে মিত্র ও বরুণ কীর্বোধ সাগরে ইন্দ্র পূজা করিতেছিলেন। সহসা অপরী উর্কশী তথায় উপস্থিত হইল। উর্কশী দর্শনে মিত্র ও বরুণের শক্তি স্থলিত হয়। ঐ শক্তি এক কুণ্ডে বন্ধিত হয়। তাহা হইতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের অগ্ন্য হয়।

১৪১ পৃষ্ঠা— গিরিবাণ দেশ—ভৌগোলিক পরিশিষ্ট জটব্য।

১৮৭ পৃষ্ঠা— ঋগ্মুক পর্কত ঐ

১৯৪ পৃষ্ঠা— যে কথা বলেছি তাব না হয় খণ্ডন।

ঐপব যুগেতে হবে তাহার মোচন ॥

ভাগবতে দশমস্কন্ধে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ বিনাশের অস্ত্র এক দৈত্য চক্রবাকের রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আকাশ পথে উড়ীন হয়। শ্রীকৃষ্ণ কোশলক্রমে তাহাকে এক বৃহৎ শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়া বধ করেন। ইহাতে ঐ চক্রবাকরূপী দৈত্যের উদ্ধার হয়। ইহা ব্যতীত ঐ চক্রবাকের ব্যাধ হস্তে বন্দী হওয়ার কথা উল্লিখিত নাই।

২২১ পৃষ্ঠা— নল, নীল, সম্পাতি, হনুমান—ইহাদের জন্ম বিবরণ “পৌরাণিক শ্রসঙ্গে জটব্য।

২২৮ পৃষ্ঠা— মলয়, কোকনদ, শাকদ্বীপ, কালোদর পর্কত, সিদ্ধদেশ—ভৌগোলিক পরিশিষ্ট জটব্য।

২৩০ পৃষ্ঠা— মলয় ও সিদ্ধদেশ—ভৌগোলিক পরিশিষ্ট জটব্য।

৩৪২ পৃষ্ঠা— কোন্ বাপ তোর জন্ম হৈল জামদগ্নের তেজে ?

প্রচলিত পুরাণে পবনুরামের সহিত বাবণের স বর্ষের বিশেষ উল্লেখ নাই। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে,—কৈলাশে শিব পার্শ্বতীর কেলি-গৃহে অবস্থিতের সময়ে গণেশ সেই গৃহের প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে পবনুরাম আসিয়া শিবকে প্রণাম করিতে চাহিলেন। গণেশ তাহাতে বাধা দিলে পবনুরামের সহিত গণেশের সংঘর্ষ হয়। এই সময়ে মদগর্কী বাবণ কৈলাস পর্কত উত্তোলন করে। পর্কতের বিচসনে পার্শ্বতী অতিশয় ভয় পাইয়াছেন দেখিয়া শিব বিপুল চাপ দেন। তাহার পর আর বাবণ কৈলাস পর্কত ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। অতঃপর বাবণ শিবের সন্তোষ বিধানের অস্ত্র কৈলাশে গিয়া মহাদেবের উপাসনা করে ও গণেশের ঐরূপ অবস্থা দর্শন করে। এই সময়ে পবনুরামও যে শিবের একজন প্রধান ভক্ত, বাবণ ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। শিবের প্রধান শিষ্য বলিয়া বাবণের যে অস্ত্রিমান ছিল, পবনুরামের সহিত পরিচয়ে বাবণের সেই অস্ত্রিমান নষ্ট হয়।

৪২১ পৃষ্ঠা— (১) শ্রীরাম শিবের গুরু (২) শিব রাম অস্ত্র—

শ্রীরামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া শিব-পূজা করিতে থাকেন, তখন সেই লিঙ্গমধ্য হইতে শিব বহির্গত হইয়া বলেন, “হে রামচন্দ্র! তুমি এই পূজা সধরণ কর তুমি আমার গুরু।” এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বলেন, “হে মহেশ্বর! তুমি

আমার গুরু।” ইহা হইতেই “শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব”—এই প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২)

শিব-রাম অত্বেদঃ—মালাবান্ পৰ্ব্বতে রামচন্দ্র বর্ষাধাপন করিতেছিলেন। এই সময় একদিন লক্ষ্মণ কল আহরণের জন্ত বনের মধ্যে গমন করিয়াছেন—এমন সময় সীতা-শোক রামচন্দ্রের চিত্তকে পীড়া দিতে লাগিল। সহসা তাহার স্বরূপ জাগিয়া উঠিল। এই সময়ে তিনি সীতা বিরহে কাতর হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন ও সূর্য্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া ইন্দ্রের ভবনে পৌঁছিলেন। পরে ইন্দ্র ও সূর্য্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামচন্দ্র কৈলাসে শিবের নিকটে গমন করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সব কথা জানাইলেন। তখন—

উভয়ে দৌহাবে স্তুতি করে দুইজনে।
রামে নমস্কারে শিব, রাম ত্রিলোচনে ॥

এই সময়ে শিব ও রাম পরস্পর গুরু বলিয়া সম্ভাষণ করেন ও অভেদাঙ্গী বলিয়া স্বীকার করেন।—সারাবলি।

মহাকবি তুলসীদাস লঙ্কাকাণ্ডে লিখিয়াছেন :—

... ..

শিবসমান প্রিয় মোহি ন দুজা ॥
শিবজ্যোহী মম ভগত কহাবা।
সো নর সপনেছ মোহি ন পাবা ॥
শঙ্করবিমুখ ভগতি চহ মোরী।
সো নারকী মূঢ় মতি খোবী ॥
শঙ্করপ্রিয় মম জ্যোহী শিবজ্যোহী মম দাস।
তে নর করহি কলপ ভরি ঘোর নরক মই বাস ॥

—লঙ্কাকাণ্ড

... ..

অন্ত কেহ নহে প্রিয় মম শিব মম ॥
শিবজ্যোহি হয়ে যদি মম দাস বলে।
স্বপ্নেও পাবেনা মোরে কেহ কোন কালে ॥
শঙ্কর-বিমুখ, চাহে আমাতে ভক্তি।
সেই সে নারকী মূঢ় অতি মন্দমতি ॥
আমার করিয়া জ্যোহ হর শিব-দাস।
মোর দাস—শিবজ্যোহ করিয়া প্রকাশ ॥
এক কল কাল সেই মূঢ়মতি নর।
ভোগিবে দারুণ ক্লেশে নরক চূড়র ॥

শ্রীরামচন্দ্রের এত নির্ভরতা মহাদেবের প্রতি। রামা পূরণে শিব-রামের সৌহার্দ্য ও একাত্মতাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিশিষ্ট (গ)

শৌন্নাগিক-প্রসঙ্গ

বর্ণামুক্রমিক

অকম্পন—বাবণের একজন সেনাপতি ।

অগস্ত্য—অগস্ত্য পূর্বে 'হক্ষিণা' নামক অগ্নি ছিলেন । একদিন হক্ষিণা অগ্নি নিজ ভার্যাসহ বিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে হব-পার্বতী সেই দিকে গমন করিতেছিলেন । কামোদ্ভূত অগ্নি হব-পার্বতীকে সন্মান না করায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া 'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর' বলিয়া অভিশাপ দেন । হক্ষিণা অগ্নি মহাদেবের অভিশাপ-বাণী শ্রবণ করিয়া বলেন, "হে দেবাহি দেব ! আমি ত্রিলোকে যজ্ঞভুক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ । আপনার অভিশাপে যদি আমাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় তবে ব্রহ্মার সৃষ্টি ঘে লোপ পাইবে ।" মহাদেব এই কথা শুনিয়া বলেন, "তুমি পৃথিবীতে অগ্নি অংশে জন্মগ্রহণ কর । ব্রহ্মকুলে তোমার জন্ম হইবে । তুমি অতিশয় যোগী হইবে ।" মহাদেবের এই শাপে এবং দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক সমুদ্র শোষণের আদেশ লক্ষ্যন জন্ম অগ্নি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । উর্ধ্বশীকে বেধিয়া মিত্র ও বক্রণের শক্তি করণ হয় । ঐ শক্তি কৃত্তমধ্যে বন্ধিত হইলে ইন্দ্র কর্তৃক অতিশয় অগ্নি ও বায়ু, অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ রূপে জন্মগ্রহণ করেন । কৃত্তমধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অগস্ত্যের অস্ত্র নাম কৃত্তমোনি । অগস্ত্য সমুদ্র-গর্ভে লুক্কায়িত কালকেয়গণকে বাহির করিবার জন্ত দেবতার হিতার্থে সমুদ্র পান করেন । সৃষ্টি ব্রহ্মার জন্ত ক্রমবর্ধনশীল বিদ্যাপর্কত এবং ছুরাঙ্গা ইন্দ্র ও বাতাপির হর্পনাশ করেন । এখন অগস্ত্য আকাশে নক্ষত্ররূপে বিবাজিত আছেন ।

অদ্বয়—কিষ্কিন্দ্যাধিপতি বালির পুত্র । তারার গর্ভে ইহার জন্ম হয় । (৫৬৩। ৬৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।)

অদ্বয়—লক্ষণের পুত্রের নাম । ইনি ময়ূরদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন ।

অজ—বসুবংশীয় রাজা । জীবামচন্দ্রের পিতামহ ।

অঞ্জনা—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে কুল্লবতনয়া-নারী বিষ্ণাধরী বানরীরূপ পরিগ্রহণ করে । তাহার গর্ভে অঞ্জনার উৎপত্তি হয় । ব্রহ্মার মানসসৃষ্ট সপ্ত বানরীর মধ্যে অঞ্জনা অস্ত্যতমা ও প্রধানা । শিব-অংশ-সংস্কৃত কেশরী বানরের সহিত অঞ্জনার বিবাহ হয় । অঞ্জনা পতির সহিত মলয় পর্বতে বাস করিত । একদা দৈবযোগে পশন তথায় ষড়ু-গনাদিগণী অঞ্জনাকে বেধিতে পাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন । পশনের শক্তিতে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের উৎপত্তি হয় । অঞ্জনা বানরী হইয়াও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিল । রামচন্দ্র লঙ্কা-সমরের পর দেশাঙ্গমনের পূর্বে অঞ্জনার সহিত দেবা করিবার জন্ত মলয় পর্বতে গমন

করেন। সেই সময়ে অঞ্জনা, রাম ও স্বীয় পুত্র হনুমানের প্রতি অনেক ধোবারোপ করিয়া লক্ষণের বিশেষ প্রশংসা করে।

অতিকায়—রাবণের পুত্র ও সেনাপতি। ধাত্মমালিনী নামী রাক্ষসীর গর্ভে রাবণের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। এই রাক্ষস অতি-বলশালী ও বিপুল-দেহ ছিল বলিয়া ইহার নাম হয় অতিকায়। লক্ষণ এই অতিকায়কে বধ করেন। অতিকায় স্বজাতি রাক্ষসগণের অতিপ্রিয় ও শত্রু ছিল। সাম, দান ভেদ, বশু এই চারি প্রকার রাজনীতি তাহার আয়ত্ত ছিল। অতিকায় ধর্ম শত্রু ও নানা প্রকার বুদ্ধ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। অতিকায় দীর্ঘকাল তপস্বী করিয়া বিধাতার অমুগ্রহ লাভ করিয়া এক দিব, দান ও নানা প্রকার যুদ্ধান্ত এবং এক অভেদ কবচ প্রাপ্ত হয়। বিভীষণ-পুত্র তরুণীসেনের সহিত অতিকায়ের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে লিখিত আছে—অতিকায়ের ছায়ামূর্তি একদিন তরুণীসেনকে অগতের পর-পারে মোক্ষধামের কথা বিজ্ঞাপিত করে। এই অমুগ্রহ ভক্ত তরুণীসেন রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইবার আশায় রাবণের সৈন্যপতা গ্রহণ করে।

অত্রিযুনি—ব্রহ্মার নেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মনু যে সকল প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অত্রিযুনি তাঁহাদের অন্ততম। সপ্তর্ষির মধ্যে দ্বিতীয় ঋষি। ইহার নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। রামচন্দ্র বনবাসে গমন করিবার সময়ে অত্রিযুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। এইখানে অত্রিযুনির সহধর্মিণী অনশূরা দেবী সীতাদেবীর ললাটে সিন্দুর বিন্দু দান করিয়াছিলেন।

অনশূরা—কর্দমের ঔরসে দেবহুতির গর্ভে ইহার জন্ম হয়। সাংখ্যবেদপ্রবর্তক কপিলের ভগিনী। অত্রিযুনির সহিত ইহার বিবাহ হয়।

অমিল—পবন। ৩৬৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অন্ধযুনি—শ্রীকল বনবাসী তপস্বানিরত যুনিবিশেষ। একদিন ত্রিঅট যুনি ভিক্রম অন্ধকের পিতৃগৃহে আগমন করেন। কিন্তু অন্ধক পত্নীসহ, যুনির গোড়া পা দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিয়া প্রশংসা করেন। ত্রিঅট ইহা বুঝিয়া “এবমন্ত” বলিয়া অভিশাপ দেন। তদনুসারে এই দম্পতি অন্ধ হইয়া শ্রীফলের বনে তপস্বী করিতে প্রবৃত্ত হন। একমাত্র পুত্র সিদ্ধ তাঁহাদের সেবা করিতেন। রাজা দশরথ যুগল্যানে এই সিদ্ধকে বধ করেন। পুত্রশোকে অন্ধক দশরথকে এই বলিয়া অভিশাপ দান করেন, ‘পুত্রশোকে যেন তোমার মৃত্যু হয়।’ পুত্রশোকাতুর অন্ধ দম্পতি নারায়ণ মন্ত্র স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

অশুরা—অসুবিহারকারিণী দেবযোনি বিশেষ। স্বর্গবেত্তা। ইহাদের মধ্যে উর্কশী, মেনকা, রতা, তিলোত্তমা, অশম্বুবা, বিদ্যুৎপূর্ণা, হেমা, ঘুতাচী, বিদ্যাচী, মিশ্রকেশী প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে। নানা পুরাণে ইহাদের বর্ণনা আছে।

অবলা—তুক্রাচার্য্যের কন্যা। হনুমান একদিন পুশ্চরন-নিরতা এই রূপবতী কন্যার উপর বলাৎকার করে। এই অপরাধে তুক্রাচার্য্যের শাপে তাহার বিশাল রাজ্য ঘোর বনে পড়িত হয়। বাস্তবিক এই কন্যার নাম ‘অবলা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

অরুণ—শুক ও সনাতন নামে দুই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল। একদিন সনৎকুমার লক্ষ্মীনারায়ণকে দর্শন করিবার অভিলাষে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। উক্ত দুই দ্বারী সনৎকুমারকে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়ার তাহারা “পক্ষিঘোনিতে জন্ম হউক” এই অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। তখন ঐ দুই দ্বারী ভগবানের নিকট এই অভিশাপের কথা নিবেদন করিলে ভগবান বলেন, ব্রহ্মশাপ অখণ্ডমীয়া। তবে তোমরা পৃথিবীতে কস্তুর-ঔষধে বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। বিনতা গর্ভধারণ করিয়া ষড়্বাকালে দুইটি ডিম প্রসব করেন। বিনতা কোঁতুহল ক্রমে একটি ডিম অকালে ত্যক্ত করেন। তাহা হইতে রক্তবর্ণ অরুণের জন্ম হয়। অকালে ডিম হইতে নির্গত হওয়ার অরুণ অভিশাপ শীতান্ত হইয়া শীত হইতে পরিত্রাণের জন্ত সূর্যমণ্ডলে গমন করিয়া সূর্য্যের সাহায্য গ্রহণ করেন।

অশ্বিনীকুমার—একদা উত্তর কুরুবর্ষে সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া এবং বিশ্বকর্মা কস্তা সজ্জা অশ্বিনী-রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহাদের মিলনে সজ্জার গর্ভে অশ্বিন ও রেবত নামে দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা পদম রূপবান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন।

অষ্টাবক্র—মহর্ষি উদ্দালকের কাছোড় নামে এক শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি উদ্ভূলক শিষ্যকে অশেষ ভগবান দেখিয়া কস্তা সূজাতাকে (মতান্তরে স্মৃতি) তাঁহার করে সমর্পণ করেন। কিছুদিনের পরে সূজাতার গর্ভসঞ্চারণ হয়। প্রাক্তন সংস্কারের প্রভাবে মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই সূজাতার গর্ভস্থ বালকের সম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান জন্মে। একদিন কাছোড় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছিলেন। সেই সময়ে গর্ভস্থ বালক কাছোড়ের শাস্ত্রাধ্যয়নের তুল ধরেন। একান্ত মহর্ষি কাছোড় বোম্বতবে গর্ভস্থ বালককে অভিশাপ প্রদান করেন, ‘গর্ভে থাকিয়া যেমত ভূমি আমার অবমাননা করিলে, অতএব ভূমি এমনভাবে জন্মগ্রহণ করিবে যে, লোকে দেখিলেই তোমাকে উপহাস করিবে।’ পিতৃ-অভিশাপে অষ্টাবক্রের দেহের অষ্টস্থান বক্র হয়।

একদা কাছোড় কিকিৎ ধনলাভের আশায় রাজর্ষি জনকের রাজসভায় গমন করেন। জনকের সভাপণ্ডিত বন্দী অসাধারণ পণ্ডিত ও তাত্ত্বিক ছিলেন। বন্দী বিচারে কাছোড়কে পরাজিত করিয়া জলে নিমগ্ন করিয়া রাখেন।

অষ্টাবক্র মাতামহ উদ্দালকের আশ্রমে মাতৃশ্রেণী প্রতাপালিত হইতে লাগিলেন। তিনি মাতামহকে পিতা ও মাতুল খেতকেতুকে ভ্রাতার ন্যায় মনে করিতেন। একদিন অষ্টাবক্র মাতামহের কোলে বসিয়া আছেন এমন সময়ে খেতকেতু আসিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, ‘ইহা তোমার পিতৃক্রোড় নহে। ইহা আমার পিতৃক্রোড়।’ খেতকেতুর কথা শুনিয়া অষ্টাবক্র অতিশয় হুঃখিত চিত্তে মাতার নিকট গমন করিলেন এবং মাতাকে বলিলেন, ‘মা, আমার বাবা কোথায়?’ সূজাতা সমস্ত জানাইলে অষ্টাবক্র বলিলেন, ‘মা, আমি আগামী কল্য জনক-রাজসভায় গমন করিয়া পিতার উদ্ধারের চেষ্টা করিব।’ অষ্টাবক্রের মাতুল খেতকেতুও রাজর্ষি জনকের বজ্রবাটিকায় গমন করিয়া

বসিলে ইন্দ্রদেবকেই প্রথমে বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া অশ্রু বিনাশ করিতে হয়। এই কারণে নানা অশ্রুবেব সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইয়াছিল। ইন্দ্রের পুরীর নাম অমরাবতী। রাজ্য প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত। উপবনের নাম মন্দন; বাহন ঐরাবত; উচ্চৈঃশ্রবা।

ইষল—ইষল ও বাতাপি উভয়ে বাহুর পুত্র। তাহারা মণিমতি নানক পুত্রের বাস করিত। ইহারা বোম্ব্র ত্রাঙ্কণ-বেষী ছিল। মায়ী-প্রভাবে ইহারা নানারূপ রূপ ধারণ করিতে পারিত। বাতাপি মায়ীবেশে মেঘরূপ ধারণ করিত। ইষল গৃহাগত ত্রাঙ্কণ অতিবিগণকে ঐ মেঘমাংস ভোজন করাইত। তারপর যুতসঞ্জিবনী মন্ত্র প্রভাবে ইষল “বাতাপি” “বাতাপি” বলিয়া চীৎকার করিলে বাতাপি মূনির উদর ভেদ করিয়া বাহির হইত এবং এই রূপে বাতাপির বহিরাগমনে ঐ মূনির প্রাণত্যাগ ঘটত। এইরূপে দুই ভ্রাতার বহু ত্রাঙ্কণের প্রাণ বধ করিয়াছিল। মহাতেজস্বী অগস্ত্যমুনি বাতাপিকে শুক্ল করিয়া তপোবলে উদরে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইজন্য ইষল ভ্রাতৃশোকে যুত্যাযুধে পতিত হয়। ইষলের বাসস্থানকে কেহ কেহ এখন Caves of Ellora বলিয়া নির্দেশ করেন।

ঈশান—মহাদেব। একাদশ রুদ্রের মধ্যে অষ্টম রুদ্র। মহাদেবের যে অষ্টমুষ্টির কথা বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যে ঈশান পূর্বা মুষ্টি বলিয়া বিখ্যাত।

উর্কশী—স্বর্গ-বেশী। ভগবানের উরু হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। উর্কশী অত্যন্ত রূপ যৌবন-শালিনী ছিল। যখন কেহ উগ্রতপ আরম্ভ করিয়াছেন, তখন দেবরাজ এই অপরূপ রূপ-যৌবন-শালিনী উর্কশীকে ভয় প্রেরণ করিয়া তাঁহার তপোবিঘ্ন করিয়াছেন। উর্কশী চির-যৌবনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মিত্র ও বক্রণের অভিলাষে এই উর্কশী স্বর্গভ্রষ্টা ও মনুষ্যভোগ্যা হইয়া চন্দ্রপুত্র পুরুবাব অকশ্যপিনী হইয়াছিল। যথাকালে তাহার শাপ মোচন হয়।

উর্খিলা—রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠা কন্যা। মহাবীর লক্ষ্মণের সহধর্মিণী। বাজীকি রামায়ণে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে স্বর্গীয় কবি বাধামাধব বোম্ব মহাশয় তাঁহার সারাবলি নামক পুস্তকে বনবাস-প্রত্যাগত লক্ষ্মণের শয়নকক্ষে স্বামি পদ-সেবা-পরায়ণী উর্খিলায় কীর্ণোজ্জল যে ছবি আঁকিয়াছেন রামায়ণের পটকুমিকার তাহাই মাত্র তাঁহার দাঁড়াইবার আয়গা।

ধকরাধ—কোনো সময়ে ত্রাঙ্কণ ঘের পর্কতের এক শৃঙ্গবেশে বসিয়া তপস্তা করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার চন্দ্র হইতে একবিন্দু অশ্রু বিগলিত হইয়া এক বাসবের উৎপত্তি হয়। একদা ঐ ধকরাধ পর্কতের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া ঐ পর্কতের উত্তর শৃঙ্গে এক বনবীর সরোবর তীরে উপস্থিত হয়। ধকরাধ সরোবরে জল পান করিবার সময়ে জলমধ্যে নিজেই প্রতিবিম্ব দেখিয়া শঙ্ক মনে করিয়া তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় জলে লাফাইয়া পড়ে। জলে পড়িবামাত্র ধকরাধ এক পবন স্তম্ভেরী রমণী-মূর্তিতে পরিণত হয়।

দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্য্য ঐ অপরূপ রূপ-যৌবন-শালিনী রমণীকে দেখিয়া অলিত-বীৰ্য্য হন। ইন্দ্রের বীৰ্য্য ঐ কস্তুর বালে (কেশে) ও সূর্য্যের বীৰ্য্য ঐ কস্তুর গ্রীবাংশে নিপতিত হইয়াছিল। এই অস্ত্র ইন্দ্র-পুত্রের নাম বাসী ও সূর্য্য-পুত্রের নাম সূর্য্যীব হয়।

ঋষভ—বানরবিশেষ।

ঋগ্‌শৃঙ্গ—বিশাণ্ডক য়ুনির পুত্র। (৫১ পৃষ্ঠার পাদ-টিকা জটব্য।)

ঐরাবত—সমুদ্র মন্থন হইতে ঐরাবতের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রদেবের বাহন। ভগীরথের তপস্তায় যখন গঙ্গা পৃথিবীতে আসিতে সক্ষম হন তখন গঙ্গা সূমেরু পর্ব্বতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। পর্ব্বত বিদীর্ণ করিবার অস্ত্র ভগীরথ ঐরাবতের আরাধনা করেন। ঐরাবৎ এক অসং প্রস্তাব করে। গঙ্গাদেবী ইহা অবগত হইয়া প্রচণ্ড শ্রোতধারায় ঐরাবতকে বিশেষ লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন।

কন্দক—যুবনাথ রাজার ঋগুর। কন্দক-কস্তা কালনিমিকে যুবনাথ আদর করিতেন না। কন্দক ইহা অবগত হইয়া যুবনাথকে সোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার কস্তাকে আদর-যত্ন কর না এই অস্ত্র আমি অভিশাপ দিতেছি—তোমার গর্ভেই তোমার পুত্র উৎপত্তি হইবে।” যথাকালে পুংসবন জলপান করিয়া রাজার গর্ভ সঞ্চার হয়। কুন্দিশেপ বিদীর্ণ করিয়া ঐ পুত্র জন্মলাভ করে। এই পুত্রের নাম হয় মাক্‌হাতা।

কন্দলী—ঔর্ক য়ুনির কস্তা। তিনি অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন এই অস্ত্রই তাঁহার নাম হয় কন্দলী। মহর্ষি ছর্কাসার সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। ছর্কাসা ইঁহার শত অপরাধ মার্জনা করিয়া তৎপরে শাপ দিয়া ভয় করিয়া কেলেন। এই অস্ত্র ঔর্কয়ুনি ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। এই অভিশাপে তিনি অধরীবেব নিকট হতদর্প হন।

কন্দিনী—আদিপুরুষ নিরঞ্জনের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নামক তিন পুত্র ও কন্দিনী নামী এক কস্তা হয়। এই কন্দিনীর সহিত অরৎকারুর বিবাহ হয়।

কপিল—স্বায়ম্ভুব মনু কস্তা দেবহুতির গর্ভে কর্ম্ম য়ুনির ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়; সাংখ্য দর্শন-প্রণেতা। ইঁহারই যোষানেলে সগর রাজার বাট হাজার পুত্র তন্মীভূত হয়। নারায়ণের অবতার-বিশেষ বলিয়াও নানাগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

কবন্ধ—পূর্ক্‌জন্মে কুবের নামক দৈত্য ছিল। সে তাহার ভুবন-মোহন রূপের অত্যন্ত পর্ক্ক করিত, এই অস্ত্র অষ্টবক্র ঋষির অভিশাপে রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করে। তার পর কোনো কারণে ইন্দ্রদেব কুপিত হইয়া তাহার উপর বজ্রাঘাত করেন। এই বজ্রাঘাতে তাহার মস্তক দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার উদ্ধার হয়। লক্ষ্মণ অগ্নিকুণ্ড জালিয়া কবন্ধের বেহ তন্মীভূত করেন। অগ্নি-গর্ভ হইতে এক দেবমূর্ত্তি পুরুষ উঠিয়া রামচন্দ্রকে ঋগ্‌মুক পর্ব্বতে গিয়া সূর্য্যীবের সহিত সখ্যবন্ধন করিতে বলেন। মতান্তরে কবন্ধ বিধাবস্তু পর্ক্কের পুত্র ছিল।

কর্কম—বিশ্ব সরোবরতীরবাসী য়ুনি। ইনি স্বায়ম্ভুবমনু-কস্তা দেবহুতির পানিগ্রহণ করেন। সাংখ্য-বেদ-প্রবর্ত্তক মহাত্মা কপিল ইঁহার পুত্র ছিলেন। সতীশিবোমনি অরুন্ধতী ইঁহার কস্তা।

কশ্যপ—কশ্য (মশ) পান করিতেন বলিয়া ইহার নাম কশ্যপ। মরীচির পুত্র। দেবতা ও অসুরগণের পিতা। পৃথিবী ইহার কন্যা।

কাণ্ডার যুনি—অসৎ-সংসর্গী এক যুনি। একদিন এই যুনি এক পতিতা বমণীর পরামর্শে বনে কাঠ কাটিবার জন্য গিয়া বাত্র কর্তৃক ভক্ষিত হয়। দৈবযোগে ঐ যুনির অস্থি এক কাক কর্তৃক গঙ্গা জলে নিক্ষেপ হওয়ার ঐ যুনি উদ্ধার লাভ করে।

কালনিমি—কন্দক রাজার কন্যা। যুবনাথের পত্নী। (কন্দক উষ্টব্য)

কালনেমি—রাবণের মাতুল। শক্তিশেলে লক্ষণ ভূপতিত হইলে হনুমান ঔষধ আনিবার জন্য গঙ্গমাধম পর্বতে যাত্রা করে। সেই সময়ে লক্ষা রাজ্যের অর্ধেক পাইবার প্রলোভনে কালনেমি তপস্বিরূপ ধারণ করিয়া হনুমানকে সম্পূর্ণ সর্বোবরে স্বান করিয়া আসিতে বলে। হনুমান সেই সর্বোবরে স্বানার্থ অবতরণ করিলে এক কুস্তীরিনী তাহাকে আক্রমণ করে। হনুমান সেই কুস্তীরিনীকে বল হইতে টানিয়া তুলিলে শাপভ্রষ্টা কুস্তীরিনীর উদ্ধার হয়। পরে হনুমান ঐ শাপভ্রষ্টা গঙ্গকালী অপ্সরার নির্দেশক্রমে ঐ তপ সন্ন্যাসীর পরিচয় পাইয়া কালনেমিকে বধ করে। কালনেমির চারিটা মাথা, আটটা হাত ও আটটা চক্ষু ছিল।

কার্তবীৰ্য্যার্জুন—ইনি হৈহয়দেশের অধিপতি ছিলেন। ইহার সহস্রবৃদ্ধ ছিল। লক্ষ্যরাজ গাষণ ইহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। (৩৪১ পৃষ্ঠার পাঠটীকা উষ্টব্য) ইনি উগ্রতপা জম্ববনিকে বধ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম পিতৃহত্যার উপযুক্ত হও বিধামার্থ কার্তবীৰ্য্যার্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন ও অবশেষে কার্তবীৰ্য্যার্জুন পরশুরাম কর্তৃক নিহত হন। দ্বন্দ্বাত্মেরূপী ভগবানের বরে ইহার বাহুদ্বয় সংগ্রামকালে সহস্র সংখ্যা ধারণ করিত।

কালপুরুষ—ধর্মের ভৃত্য। কুস্তিবাসী রামারণে তাঁহাকে লক্ষ্যের দূত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। একদিন কালপুরুষ আসিয়া নিভৃত শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কথা-বার্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কোপনশক্তার দুর্কাসা আসিয়া রামচন্দ্রের দর্শন-প্রার্থী হন। লক্ষণ একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইহাতে দুর্কাসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অস্তিশাপ দিতে উদ্ভূত হইলে লক্ষণ নিভৃত কক্ষে গিয়া কালপুরুষের সহিত রামচন্দ্রের দেখা করাইয়া দেন। কালপুরুষের সহিত সত্যাবদ্ধ রামচন্দ্র এই জন্য লক্ষণকে বর্জন করিয়াছিলেন।

কুন্ডী—কুন্ডা ময়ূরী। মহর্ষি অগস্ত্যের অস্তিশাপে চন্দ্রাজিত রাজকন্যা হৈমবতীর দাসী কুন্ডা হইয়া কুন্ডিত-প্রকৃতি ও বিষ্ণু-ধোষিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। (৫৭৮ পৃষ্ঠার পাঠটীকা উষ্টব্য)

কুবের—কুন্ডিত শরীর বিশিষ্ট বলিয়া ইহার নাম কুবের হয়। ইহার তিনটি পা, আটটি দাঁত ছিল। রাবণের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ধর্মের অধিপতি। রাবণ ইহাকে পরাজিত করিয়া পুন্ডক বধ অধিকার করে।

কুন্ডা—কুন্ডী উষ্টব্য।

কুন্তী—কুন্তীকর্ণের পুত্র। হনুমান্ পুনর্বার লঙ্কায় কনিলে রাবণ ভয় পাইয়া কুন্তীকর্ণ-পুত্র কুন্তীকর্ণ সেনাপতি করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করে।

কুন্তীকর্ণ—বিশ্রবা যুনির ঠগে নিকবাব গর্ভে জাত তৃতীয় পুত্র। ইহার কর্ণদ্বয় কুন্তীর (কলসের) দ্বারা বলিয়া এই নাম হয়। (৩৭৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা জটব্য।)

কুন্তীনসী—রাবণের চ্যেঠ মাতামহ মাল্যবানের কন্যা অমল্যার গর্ভে কুন্তীনসী জন্মগ্রহণ করে। (৩৪২ পৃষ্ঠার পাদটীকা জটব্য।)

কুশ—প্রবাহ আছে, সীতাদেবী একমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন বাম্বীকি সীতাদেবীর শিশুপুত্রকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ভীত হইয়া কুশ দ্বারা এক শিশু-মূর্তি গঠন করিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করেন। এমন সময় পুত্রকোড়া সীতা সহসা সেইস্থানে সমাগতা হইয়া সমস্ত অপরাধ শিশু বাম্বীকির নিকটে ক্রীড়াপত্র দেখিতে পান এবং অতীব আনন্দিত হইয়া তাহাকে পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালন করেন। লব ও কুশ উভয়ে বাম্বীকির শিষ্য ও রামায়ণ গায়ক ছিলেন। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে ইহার বিশেষ পরিচয় আছে। কুশ নির্মিত বলিয়া এই পুত্রের নাম কুশ। কোন কোন গ্রন্থমতে কুশ রামচন্দ্রের চ্যেঠ পুত্র। কুশ, পিতৃদত্ত কুশাবতী রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। কুম্ভ-নাগকন্যা কুম্ভবতীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার এক পুত্র হয়—র্তীহার নাম অর্ভিধি।

কুশধ্বজ—রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার কন্যা উর্ধ্বিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হয়।

কেকয়ী—অগস্ত্যের অভিশাপে চন্দ্রাভিত রাজকন্যা হৈমবতী (৫৪৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা জটব্য) কেকয় রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ দশবধের মধ্যমা স্ত্রী।

কৌশল্যা—কৌশল-রাজকন্যা; রামচন্দ্রের জননী।

ধনু—লঙ্কাপতি রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। শূর্ণধার রক্ষার জন্য ইহারা রাবণের আদেশে পঞ্চবটী বনে অবস্থান করিত।

ধাতু—দণ্ডবাজার পিতা। মূল পুস্তকের ১০।১১ পৃষ্ঠা জটব্য। শুক্রযুনির বোষাক্রম দৃষ্টিপাতে ইনি ও ইহার রাজ্য ভাষণে হইয়া যায়।

গন্ধা—ব্রহ্ম কমণ্ডলুসিনী জরময়ী দেবী। সপ্তরমজ্ঞানপত্রের মুক্তিকামনার তপস্বী গন্ধাদেবীর আবাধনা করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম কমণ্ডলু হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। ইনি ভীষ্মদেবের জননী ছিলেন। গন্ধা হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ।

গন্ধাধর—বিষ্ণুর অপর নাম। গন্ধা ধারণ করেন বলিয়া এই নাম।

গবয়, গবাক, গয়—বানর বিশেষ। ইহারা লঙ্কায় স্ত্রীবামের অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

গয়ানুর—সত্যযুগে গয়ানুর নামে এক অসুর জন্মগ্রহণ করিয়া দেবদেবী হয়। ব্রহ্মা ও শিব আসিয়া গয়ানুরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করেন। তথাপি তাঁহারা গয়ানুরকে পরাজিত করিতে পাবেন নাই। শেষে ব্রহ্মা ও শিব গয়ানুরের প্রকাণ্ড দেহের উপর বসিয়া কবিবার ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীর ষড় পর্কত গয়ানুরের উপর চাপাইয়া দেন এবং দেবগণ-বিশুদ্ধ মূর্তি

ধারণ করিয়া গয়ানুবেব উপর বসিয়া থাকেন। ঐ-অবস্থায় শিব ও ব্রহ্মা অগ্নি আলিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করেন। ইহাতেও গয়ানুবেব প্রাণ নষ্ট হয় নাই। সেবে বিষ্ণু আসিয়া গয়ানুবেব প্রাণনাশ করেন।

গরুড়—অক্ষয়ের জন্মবিবরণ শ্রুত্বা। বিনভাপ্রসূত দ্বিতীয় ডিৎ হইতে গরুড়ের উৎপত্তি হয়। গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়াছিল। (৩৬) পৃষ্ঠার পঞ্চাটীকা শ্রুত্বা।)

গাধি—কান্তকুলের রাজা ছিলেন। ইনি অতিশয় ধর্মশীল রাজা ছিলেন। গাধি তাঁহার কন্যা সত্যবতীকে মহর্ষি ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করেন। একদিন সত্যবতী স্বামীকে বলিলেন, “স্বামিন্! আমি পুত্রার্থিনী, বাহাতে আমার গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে আপনি তাহার উপায় করুন; আর আমার পিতাও পুত্র-ধনে বঞ্চিত। অতএব আপনি হনুা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন।” সত্যবতীর প্রার্থনায় মহর্ষি ঋচীক দুইটি দিব্য চক্র প্রদত্ত করিয়া একটিতে ব্রহ্মতেজ ও অপরটিতে কাত্রতেজের আরোপ করিয়া বলিলেন, “ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন চক্র ভূমি ভক্ষণ করিবে ও এই কাত্রতেজঃসম্পন্ন চক্র তোমার মাতাকে দিবে।” সত্যবতী মাতার নিকট উভয় চক্র প্রদান করিলে সত্যবতীর মাতা তনয়র সম্মতি অনুসারে ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ চক্র ভক্ষণ করিয়া কাত্রতেজঃপূর্ণ চক্র সত্যবতীকে প্রদান করিলেন। সত্যবতী সেই কাত্রতেজঃপূর্ণ চক্র ভক্ষণ করিয়া স্বামীকে সমস্ত কথা আত্মপূর্বিক নিবেদন করিলেন। পত্নীর মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ঋচীক বলিলেন, “সত্যবতি! তোমার গর্ভে কাত্রতেজঃসম্পন্ন মহাবীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।” সত্যবতী স্বামীর মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “স্বামিন্! আমি কাত্রতেজঃসম্পন্ন পুত্র চাই না। আপনি তপোবলে আমার গর্ভে সন্তানে ব্রহ্মতেজ আরোপ করুন।” পত্নীর প্রার্থনায় ঋচীক বলিলেন, “আচ্ছা, এই কাত্রতেজঃ তোমার পৌত্রে আরোপিত হইল; তোমার ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ পুত্রই হইবে।” মহর্ষি-প্রদত্ত ঐ চক্র হইতে সত্যবতীর মাতৃগর্ভে বিশ্বামিত্র ও সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও ঋচীকের প্রভাবে কাত্রতেজঃপূর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গাধি-নন্দম—বিশ্বামিত্র। (গাধি শ্রুত্বা)

গালব—স্বনাম-প্রসিদ্ধ ঋষি। রাবণের সহিত মাক্ষাতার যুদ্ধের উপক্রম হইলে মহর্ষি গালব স্ব্যাহ হইয়া রাবণকে বুদ্ধ-শাস্ত করেন। কোনো কোনো গ্রন্থমতে ইনি বিশ্বামিত্রের মধ্যম পুত্র। মতান্তরে বিশ্বামিত্রের শিষ্য। মহাত্মারতে ইহাকে শীঘ্রের পিতামহ প্রতীপ-এর সম-সাময়িক ব্রহ্মহস্তের প্রিয়বন্ধু বোগাচার্য্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। কোনো কোনো গ্রন্থে বৈয়াকরণ ও স্মৃতিকাররূপেও গালবের নামোল্লেখ আছে।

গন্ধক—রাজা দশমধ যুগক্রমে সিদ্ধযুগিকে হস্তা করিয়া পাপপ্রসূত হন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য একদা দশমধ বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। বৈবস্বোপে বশিষ্ঠ আশ্রমে ছিলেন না। একদা তদীয় পুত্র বামদেব কাশ্যাক মুনি-হস্তা পাপ হইতে

উদ্ধার পাইবার জন্য তিন বার রাম-নাম করিতে বলেন। রাজা রাম-নাম করিয়া ঐ পাপ হইতে মুক্ত হন।

বশিষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া অবগত হইলেন, বামদেব রাজার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনবার রাম-নামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ইহা অবগত হইয়া বশিষ্ঠ বামদেবকে বলেন, 'যে রাম-নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর হয়, সেই রাম-নাম তিনবার রাজাকে বলানো হইয়াছে। আমার পুত্র হইয়া তোমার এত অন্ন বৃদ্ধি। এজন্য আমি তোমায় অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ কর'।" বশিষ্ঠের অভিশাপে বশিষ্ঠ-পুত্র বামদেব গুহক চণ্ডাল রূপে জন্মগ্রহণ করে।

গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় গুহকের সহিত রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। মতান্তরে, মহারাজ দ্বিলীপ ব্রহ্মবধ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে উপস্থিত হন। কিন্তু বশিষ্ঠদেব আশ্রমে না থাকায় বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির রাজা দ্বিলীপকে তিনবার রাম-নাম করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ শক্তির অন্নবৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে ঐরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন।

গৃৎসমধ—দণ্ডকারণ্য-নিবাসী গৃৎসমধ ঋষির কোনো কন্যা ছিল না। এজন্য তিনি লক্ষ্মীদেবীকে কন্যারূপে কামনা করিয়া প্রতিদিন যজ্ঞীয় হবি কুশাগ্রে লইয়া মন্ত্রপুত কলস-মধ্যে বক্ষা করিতেন।

গৌতম—অহল্যার স্বামী। বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের ২০।২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গৌরী—হিমালয়-কন্যা। অতুল্য গৌরবর্ণা ছিলেন বলিয়া ইহার নাম গৌরী হয়।

ঘৃতাচী—অপরা বিশেষ।

চণ্ডিকা—উগ্রচণ্ডার মূর্তিতেই অষ্টনারিকার অন্ততম। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনারিকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥

চন্দ্র—সৃষ্টি-প্রারম্ভে সমস্ত অঙ্ককার ভেদ করিয়া চন্দ্র উদ্ভিত হন।

চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম। ইহার ধ্বজে চন্দ্রচিহ্নিত ছিল বলিয়া ইহার এই নাম হয়। ইনি চন্দ্রকান্ত রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। (কৃত্তিবাস-মতে অখণ্ডেশ)

চন্দ্রচূড়—মহাদেব। দক্ষ চন্দ্রের সহিত স্বীয় কন্যাগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। কোনো সময়ে দক্ষ যজ্ঞ আয়ত্ত করিয়া আমাত্য চন্দ্রদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেদিন পূর্ণিমা; স্মৃতরাং চন্দ্রদেব ঋগ্বেদের নিমন্ত্রণ বক্ষা করিতে পারেন নাই। এই কারণে দক্ষ চন্দ্রের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে দেবতাগণ দক্ষের যৌব দেখিয়া চন্দ্রদেবকে বক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে বোল কলার বিত্তক করিয়া এক কলা শিবের নিকটে ও চৌদ্দ কলা সূর্যের নিকটে রাখিয়া দিলেন। অবশিষ্ট এক কলা স্ত্রীণ বৃষ্টি ধারণ করিয়া থাকেন। এমন সময়ে দক্ষ আসিয়া স্ত্রীণবৃষ্টি চন্দ্রদেবের সেই কলা ও জ্যোতি নাশ করিলেন। পরে কন্যাগণের যৌবনে ভগবান্ বিষ্ণু সদয় হইয়া দক্ষের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া চন্দ্রের চতুর্দশ কলা আনয়ন করিলেন। শিব সেই

চন্দ্র-কলা প্রত্যর্পণ না করিয়া তাহা যন্তকে ধারণ করিয়া রাখিলেন। তদবধি মহাদেব চন্দ্রচূড় নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

চামুণ্ডা—চণ্ড ও মূণ্ড নামক অশুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া আত্মশক্তি ভগবতীর নাম চামুণ্ডা হইয়াছিল।

চিত্রাক্ষা—বাবণের পত্নী। চিত্রাক্ষার গর্ভে বীরবাহুর জন্ম হয়।

চ্যবন—ভৃগুমুনির ঔরসে পুলোমার গর্ভে ইহার উৎপত্তি। যে সময়ে ইনি মাতৃগর্ভে ছিলেন সেই সময়ে এক বান্দস তাঁহার মাতা পুলোমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। এই জন্ত চ্যবন মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইয়া ছুট বান্দসকে ধমন করেন। এই জন্ত ইহার নাম চ্যবন হয়। ইনি কোনো সময়ে কাশ-রোগাক্রান্ত হইয়া একপ্রকার প্রাণ (সেব্য) প্রস্তুত করেন। সেই ঔষধ অত্মাপি আয়ুর্কৌশল শাস্ত্রে চ্যবন-প্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া রাখিয়াছে। চ্যবন শর্ধ্যাতি রাজ-কণ্ডা শূকরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অরাজীর্ণ হইয়াছিলেন। নবীনা রাজকুমারীর মনোরঞ্জনর জন্ত ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অমুগ্ৰেহে নববৌবন লাভ করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রত্যাশকারের জন্ত মহর্ষি চ্যবন শর্ধ্যাতির যজ্ঞে ইন্দ্রদেবের বস্ত্র ব্যর্ধ করিয়া ইন্দ্রের প্রতিবাদ উপেক্ষা করতঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস দান করিয়াছিলেন।

অগস্ত্য—অগস্ত্যের প্রভু অর্থাৎ নিয়ামক বলিয়া ভগবানের এই নাম।

অটায়ু—গরুড় বংশোদ্ভব প্রসিদ্ধ পক্ষী। অটায়ু অরুণের পুত্র; ইহার ভ্রাতার নাম ছিল সম্প্রতি।

অনক—মিথিলার রাজা। যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময় ইনি লাজলের মুখ হইতে এক পরমা-সুন্দরী কণ্ডা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ কণ্ডার নাম রাখিয়াছিলেন সীতা। অনক তাঁহার কুলোপাধি ছিল। ইনি রাজা হইয়াও মহাবোগী ও নিষ্কাম ছিলেন। এই জন্ত তিনি রাজ্যি অনক নামে প্রসিদ্ধ হন। পূর্ক নাম সীরক্ষক। পিতার নাম ছিল হুশ্বরোমা।

অমর্ষি—ঋচীকের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে অমর্ষির উৎপত্তি হয়। অমর্ষি বেণুকণ্ডা বেণুকার পানিগ্রহণ করেন। এই বেণুকার গর্ভে তাঁহার বহু নাম প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রগণের সর্ক-কনিষ্ঠের নাম রাম; ইনি পরন্তু ধারণ করিতেম বলিয়া ইহার নাম পরন্তরাম।

একদিন হৈহয়-বংশীয় রাজা কার্তবীৰ্য্যার্জুন যুগস্বর্ধ বনে আগমন করিয়া অমর্ষির আতিথ্য গ্রহণ করে। অমর্ষি হোম-ধেনুর প্রসাধে সফলবল রাজার আতিথ্য বাঞ্ছোচিত রূপে সম্পন্ন করেন। কার্তবীৰ্য্যার্জুন ইহা অবগত হইয়া অমর্ষির হোমধেনু বলপূর্কক লইয়া যায়। কার্তবীৰ্য্যার্জুন সফলবলে চলিয়া গেলে পরন্তরাম আশ্রমে আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং ক্রোধাক্ত হইয়া কার্তবীৰ্য্যার্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে কার্তবীৰ্য্যার্জুন নিহত হয়।

একদিন বেণুকা গঙ্গায় জল আনিবার জন্ত গমন করিয়া দেখিলেন, গন্ধর্বরাজ চিত্রবধ পদ্মমাল্য ধারণ করিয়া দ্বীপের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছে। এই ঘটনা দেখিয়া বেণুকার

চিত্ত একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। একজ্ঞ জল আনিতে তাঁহার একটু ঘেরী হইয়া যায়। এই অপরাধে জমদগ্নি, বসুমান প্রভৃতি পুত্রগণকে মাতার শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু তাহারা অসম্মত হইলে পরশুরামকে বলেন, “তুমি তোমার মাতার ও ভ্রাতাদের শিরশ্ছেদ কর।” পিতার আদেশে পরশুরাম মাতার ও ভ্রাতাদের শিরশ্ছেদ করেন। এই ব্যাপারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জমদগ্নি পরশুরামকে বর দিতে ইচ্ছা করেন। পরশুরাম এই বর প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ যেন জীবন লাভ করেন। জমদগ্নির বরে বেণুকা ও বসুমান প্রভৃতি পুত্রগণ পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

একদিন পরশুরাম আশ্রম হইতে অস্ত্র গমন করিলে কার্তবীৰ্য্যার্জুনের পুত্রগণ বৈব-সাধন-মানসে জমদগ্নির আশ্রমে আসিয়া দেখিল, প্রজ্জলিত অগ্নিসমূহের মধ্যে জমদগ্নি তপস্বী করিতেছেন। তাহারা জমদগ্নিকে ভগবানে চিত্ত-নিবেশ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদ করিল। সেই সময়ে পরশুরাম কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। মাতার ক্রন্দনে পরশুরাম আশ্রমে আসিয়া সমস্ত আনিতে পারিলেন। অবিলম্বে তিনি মাহিষ্যতী নগরীতে প্রবেশ করিয়া অর্জুনের পুত্রগণকে নিহত করিলেন। এই ক্রোধে তিনি পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃকত্রিয়া করিয়াছিলেন।

অনুমালী—রাবণের সেনাপতি। অনুমালী প্রহস্তের পুত্র ছিল। হনুমান্ অশোকবন নষ্ট করিয়া যে সময়ে রাক্ষসকুল দেবতার মন্দির চূর্ণ করে, সেই সময়ে রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অনুমালী হনুমানের সম্মুখীন হয়। হনুমানের সহিত যুদ্ধে অনুমালী পরাস্ত ও নিহত হয়।

অয়স্ত—ইন্দ্রের পুত্র। যে সময়ে রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য ইন্দ্রলোকে গমন করে, সেই সময়ে দেবগণ ইন্দ্রপক্ষ অবলম্বন করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। সেই যুদ্ধে বসুগণের নিক্কিণ্ড শরজালে রাবণের মাতামহ অনুমালী নিহত হয়। মাতামহ নিহত হইলে রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ইন্দ্রপুত্র অয়স্তকে দেখিতে পায়। রাবণের সহিত যুদ্ধে অয়স্ত মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। শচীদেবীর পিতা পুলোমা দৌহিত্রের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে মহাসাগর মধ্যে রাখিয়া দিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং রাবণকে পরাজিত ও বন্দী করেন।

মতাস্তরে—ইন্দ্রপুত্র অয়স্ত বায়স (কাক)-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাম-লক্ষণাদির চিত্রকূট বাসকালে জানকীর বন্ধে আচড়াইয়া দেয়। ইহাতে সীতাদেবী বেদনা প্রাপ্ত হইলে শ্রীরামচন্দ্র বায়সকে শাস্তি দিবার জন্য ঐবিক বাণ নিক্ষেপ করেন। প্রাণতরে অয়স্ত প্রথমতঃ কৈলাসে গমন করে, সেখান হইতে ইন্দ্রের অমরাবতীতে উপস্থিত হয়। রামচন্দ্রের ঐবিক বাণ তখন রাবণের বেশে ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত

হয় ও অন্নস্বকে প্রার্থনা করে। ইন্দ্র অন্নস্বকে আনিয়া দিলে ত্রাশ্বপদী ঐবিক ষাণ অন্নস্বের এক চক্ষু কাণা করিয়া যায়। সেই দিন হইতে কাক পক্ষী একচোখ কাণা বলিয়া কথিত হইতেছে।

অবৎকারু—(কুন্তিবাস-মতে) আদিপুরুষ নিরঞ্জনের কন্দিনী নামী কস্তার সহিত অবৎকারু মুনিপুত্রের বিবাহ হয়। ইনি তপস্বী দ্বারা শরীরকে অতিশয় ক্লীণ করিয়াছিলেন। (মহাত্ম্যে) যাযাবর বংশে অবৎকারু মুনির উৎপত্তি হয়। ইনি অতিশয় উগ্রতপা যোগী ছিলেন। একদিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে পান, এক গর্ভ মধ্যে কতকগুলি মনুষ্য এক বেনামূল ধারণ করিয়া পরস্পরকে ধরিয়া বহিয়াছেন। অবৎকারু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহারা তাঁহার পূর্ব-পুরুষ। পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় তাঁহারা ঐ বেনামূল ধারণ করিয়া আছেন। অবৎকারুর স্ত্রীর সহিত তাঁহাদের বংশ লোপ হইবে জানিয়া অবৎকারু বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া বলেন, আমার নামধারিণী কস্তা যদি কেহ যাচিয়া আমাকে দান করে তবেই আমি বিবাহ করিব। নাগবাহ বাসুকি এই কথা অবগত হইয়া স্বীয় অবৎকারী ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হেন।

অহু—ইহার পিতার নাম ছিল সুরোত্র। ইনি রাজপুত্র হইয়াও ঋষির মত ছিলেন বলিয়া ইনি রাজর্ষি অহু নামে পরিচিত ছিলেন। ভগীরথ গঙ্গাধেবীকে ভূতলে আনিবার সময় গঙ্গার স্রোতে পর্ণকুটীর ভাসিয়া যায় দেখিয়া তিনি গর্ভুধ করিয়া গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন; পরিশেষে ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণ অহু ভেদ করিয়া গঙ্গাধারাকে বাহির করিয়া হেন।

বিশ্বকর্মার পুত্র নল বাল্যকালে রাজর্ষি অহুর আশ্রমে প্রতিপালিত হয়। বালক-বৃত্তাব-সুলভ চাপল্য বশতঃ নল প্রত্যহ অহু মুনির দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি নদীর জলে ফেলিয়া দিত। একসময় অহু মুনি বর দিয়াছিলেন, নলপুত্র যে-কোনো দ্রব্য জলে নিপতিত হইলে তাহা ভাসিতে থাকিবে।

আনকী—অনক-রাজার কস্তা বলিয়া সীতাধেবীর নাম আনকী।

আবালি—অনৈক প্রসিদ্ধ মুনি। যে সময়ে রামচন্দ্র চিত্রকূটে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভরতের সহিত বশিষ্ঠ আবালি প্রভৃতি মুনিগণ রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্রকূটে গমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রকে সর্বপাপক্ষয়কারী অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার জন্য ইনি পরামর্শ দিয়াছিলেন।

আষবান্—ত্রশ্বার অন্তন হইতে আষবান্ নামক ঋক (তম্বুক) অঙ্গগ্রহণ করে। আষবান্ রামচন্দ্রের বানর-সেনার একজন পরিচালক ছিল।

ভরগীসেন—বিশ্বকর্মার পুত্র। ভরগীসেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিল। ভরগীসেন রাবণের সৈন্যপত্নী গ্রহণ করিয়া অপূর্ব শৌর্ধ্যবলে লঙ্কণকে আহত করে। বিশ্বকর্মা, ভরগীসেন রাবণের ভ্রাতৃপুত্র এইমাত্র পরিচয় দিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে তাহার প্রতি ত্রশ্বাত্ত প্রয়োগ করিতে বলেন। রামচন্দ্র ত্রশ্বাত্ত প্রহারে ভরগীসেনকে বধ করিয়াছিলেন।

তাড়কা—সুকেতু বন্ধের কন্যা। ব্রাহ্মণ বয়ে সুকেতু বিপুলবলশালিনী তাড়কাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হয়। ঐ কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সুকেতু ধুতুপুত্র সুন্দকে ঐ কন্যা দান করে। সুন্দের ঔরসে তাড়কার গর্ভে মারীচ জন্মগ্রহণ করে। কিছুদিনের পর সুন্দের মৃত্যু হইলে তাড়কা পুত্র মারীচের সহিত বাস করিতে থাকে।

একদা তাড়কা, পুত্রসহ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে মহামুনি অগস্ত্যকে যোগমগ্ন দেখিতে পায় ও সপুত্র তাড়কা মুখ বিস্তার করিয়া ব্যঙ্গ করে। এই অস্ত্র অগস্ত্য, তাড়কা ও মারীচকে “বান্ধস হও” বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। পরিশেষে তাড়কার ও মারীচের অমুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া অগস্ত্য বলেন যে, রামচন্দ্রের হাতে তোমার উদ্ধার হইবে।

বিখ্যামিত্র স্বীয় যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য যে-সময়ে রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া যান, সেই সময়ে পথে তাড়কা বান্ধসীর সহিত তাঁহাদের দেখা হয়। রামচন্দ্র বজ্রবাণ প্রহারে তাড়কাকে বধ করিয়াছিলেন।

তারা—সুবেণ বানবের কন্যা। মতাসুরে—যে-সময়ে রাবণ ময়দামবের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করিয়া লঙ্কায় আসিতেছিল, (মন্দোদরীর উৎপত্তি বিবরণ ৪৬৩। ৪৬৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য) সেই সময়ে পশ্চিমধ্যে বালি রূপবতী মন্দোদরীকে হরণ করিবার জন্য আক্রমণ করে। তখন রাবণ ও বালি উভয়েই মন্দোদরীর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে। এই টানাটানিতে মন্দোদরীর শরীর দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। ময়দামব এই সংবাদ পাইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শিবের প্রসাদে কন্যার শরীরের উভয় খণ্ডকে সঞ্জীবিত করিয়া এক অংশ (মন্দোদরী) রাবণকে ও অপর অংশ (তারা) বালিকে দান করে। এই তারার গর্ভে অজ্ঞদের জন্ম হয়।

অস্তায় যুদ্ধে রামচন্দ্র বালিকে বধ করিলে তারা রামচন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করে—সীতাকে ভূমি উদ্ধার করিবে বটে, কিন্তু সীতা তোমাকে কাঁড়াইয়া স্বর্গে গমন করিবেন।

তিলোত্তমা—সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয় ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিলে তাহাদের বধার্থে ব্রাহ্ম অগস্ত্যের সমুদয় বস্ত্রের সৌন্দর্য্যের তিল তিল সংগ্রহ করিয়া এই অপক্লপ রূপবতী রমণীর সৃষ্টি করেন। এই অস্ত্র ইহার নাম তিলোত্তমা।

ভূশুর—সদীত-বিজ্ঞাবিশারদ গন্ধর্ভ বিশেষ। এই ভূশুর অঙ্গুরী রক্তার প্রতি আশক্তি নিবন্ধন কুবের-শাপে বান্ধসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবাহ নাম প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া শাপ-মুক্ত হইয়াছিল।

ত্রিঅট—জনৈক ব্রাহ্মণ। ইহার দুই পায়ের গোদ ছিল। পূর্বে অন্ধক মুনির পিতৃ-গৃহে এই ত্রিঅট ব্রাহ্মণ একদিন অতিথি হন। অন্ধকের পিতা অতিথি সংকার করিয়া যখন অতিথিকে বিদায় দিবেম সেই সময়ে পুত্রকে মুনির চরণে প্রণাম করিতে বলিলেন। পুত্র মুনির গোদা পা দেখিয়া যুগার সহিত চক্ষু মুদ্রিয়া প্রণাম করিলেন। ত্রিঅটের অভিশাপে ইহার দুই চক্ষু অন্ধ হয়। একান্ত তিনি পরিশেষে অন্ধক নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনটি অটা ছিল বলিয়া বোধ হয় এই মুনির নাম ত্রিঅট হইয়াছিল।

ত্রিঅট্টা—রাবণের কিঙ্করী বান্ধনী। এই ত্রিঅট্টা বান্ধনী সীতার বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিল। ত্রিঅট্টা বান্ধনী স্বপ্নে লঙ্কাপুরীর ও রাবণের পরিণাম দেখিয়া সহচরী বান্ধনী সকলকে সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়াছিল।

ত্রিলোচন—মহাদেব। তিন চক্ষু বলিয়া মহাদেবের নাম ত্রিলোচন হয়। বিস্তারিত বিবরণ ১৬৩ পৃষ্ঠার পাছটীকায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিশঙ্কু—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি-বিশেষ। বৈবস্বত মনু হইতে অধস্তন ৭ম পুরুষ। ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইবার অস্ত্র বিশ্বামিত্রকে পৌরোহিত্য প্রদান করেন। বিশ্বামিত্রের পৌরোহিত্যে ইনি স্বর্গে উঠিতে উঠিতে মিত্র কীৰ্ত্তি-কাহিনী প্রকাশ করিতে থাকেন। একতর তাঁহার অধঃপতন ঘটে। বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে তাঁহাকে আকাশ মণ্ডলে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

ত্রিশিবা—(১) রাবণের সেনাপতি বিশেষ। (২) ধবেরও এক সেনাপতির নাম ত্রিশিবা ছিল। (৩) তিন মস্তক ছিল বলিয়া কুবেরেরও নাম ত্রিশিবা ছিল। (৪) বাণাসুর যুদ্ধে ত্রিশিব বিশিষ্ট অর পুরুষের উৎপত্তি হয়। ইহার তিনটি শিব ও তিনটি পদ ছিল। একতর ইহারও নাম হয় ত্রিশিবা ও ত্রিপদ।

দণ্ড—ইক্ষাকুর কনিষ্ঠ পুত্র। বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দধিমুখ—সুগ্ৰীবের মাতুল। শ্রীরামচন্দ্রের এক বানর সেনাপতি।

দশবধ—শ্রীরামচন্দ্রের পিতা। শৈশবে ইনি পরশুরামের পাছকা বহন করিতেন। এই অস্ত্র পরশুরাম তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কশ্যপের অংশে ইহার জন্ম হয়।

দশানন—রাবণের দশ মাথা ছিল বলিয়া এই নাম।

দ্বিত্তি—হিবণ্য-কশিপুর ভগিনী। কশ্যপের ঔরসে দ্বিত্তির গর্ভে দৈত্যদের জন্ম হয়। দ্বিত্তি রাজ-গ্রহের জননী।

দুর্গা—আত্মশক্তি, শিব-পত্নী, হিমালয়-পুত্রী। মেনকার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। দুর্গ নামক অশুর বিনাশ করিয়া ইহার নাম দুর্গা হয়। রাজা সুরধ ইহার পূজা ধরাধামে প্রবর্তিত করেন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের অস্ত্র অকালে বোধন করিয়া ইহার পূজা করিয়াছিলেন।

দুন্দুভি—বালি যে সময়ে কিঙ্কিণ্যার রাজত্ব করে, সেই সময়ে কশ্যপের বংশে দুন্দুভি নামক এক অশুরের জন্ম হয়। সে মহিষের রূপ ধারণ করিয়া বেড়াইত। সে প্রথমতঃ বক্রণের সহিত যুদ্ধ করিতে অতীলাব করে। কিন্তু বক্রণ বলেন, হিমালয় পর্ব্বতের সহিত যুদ্ধ করিলে তোমার বলের পরীক্ষা হইবে। হিমালয় বলে, তুমি বালির সহিত যুদ্ধ কর। বালির সহিত দুন্দুভির যোয যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দুন্দুভি পরাজিত ও নিহত হয়। বালি সেই দুন্দুভির মাথাটা ঋত্বক পর্ব্বতে মত্তক মুনির আশ্রমে কেলিয়া দেয়। ইহা দেখিয়া মত্তক মুনি অতিশয় ক্রোধাক্ত হন ও বালিকে এই অভিশাপ দেন যে, বালি ঋত্বকে আসিলেই মৃত্যু-যুগে পততি হইবে। এই অস্ত্র বালি ঋত্বকে আসিত না।

হুর্কাসা—অত্রিমুনির পুত্র। শক্বেব অংশে ইঁহার জন্ম। ইনি অতিশয় ক্রোধী মুনি ছিলেন। হুর্কাসা শাপ দ্বারা স্বীয় পত্নী কন্দলীকে ভষ্ম করেন। এই জন্ত শক্বেব ঠাকুর ইঁহাকে অভিশাপ দেন। এই অভিশাপে তিনি অশ্বরীষের নিকট অপমানিত হন। রামচন্দ্র যখন কালপুরুষের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে হুর্কাসা মুনি আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট এক বর্ষ উপবাসের পর পার্ণের জন্ত আহ্বান চাহেন। হুর্কাসার প্রার্থনায় রামচন্দ্র তাঁহাকে আহারীয় প্রদান করিয়াছিলেন। হুর্কাসা মুনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়া তাঁহার রাজ্যকে লক্ষ্মীভ্রষ্ট করেন। ইঁহার শাপে শকুন্তলা মহারাজ দুঃস্থ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারই শাপে শাঘ যদুবংশ-নাশকারী মুঘল প্রসব করিয়াছিলেন।

হুর্গুধ—শ্রীরামচন্দ্রের অন্তঃপুর-চারী বিশ্বস্ত ভৃত্য। অন্তমতে ইঁহার নাম ছিল ভদ্র। এই ভদ্র মন্ত্রীই সীতাদেবী সম্বন্ধে জনাপবাদ রামচন্দ্রের গোচর করে।

দুষণ—রাবণের ভ্রাতা। সূৰ্পণখার বন্ধক। লক্ষ্মণ সূৰ্পণখার নাক-কাণ কাটিয়া দিলে রামচন্দ্রাদি সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দুষণ নিহত হইয়াছিল।

দেবাস্তক—রাবণের এক সেনাপতি।

দ্বিবিন্দু—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঠুরসে বানরীর গর্ভে মৈন্দু ও দ্বিবিন্দু নামক বানরদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

ধর্মরাজ—যমরাজের অণ্ড নাম। বলদর্পী রাবণের সহিত যমরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া যমরাজকে নিরস্ত করেন।

ধান্ডমালী—ধান্যমালী (গন্ধকালী) নামক অপসরী কুবেরের গৃহে নৃত্য করিবার সময়ে দক্ষমুনির অভিশাপে গন্ধমাদন পর্কীতে কুণ্ডীরিণী হইয়া থাকিত।

ধূর্জটি—শিবের অপসর নাম। ধূম্রবর্ণ জটাধারী বলিয়া।—মহাভারত।

ধূম্রলোচন—ধূম্রাক্ষ রাবণের একজন সেনাপতি।

নন্দী—মহাদেবের প্রধান অনুচর। রাবণ পুশ্পক রথে আরোহণ করিয়া কৈলাস পর্কীতে বিচরণ করিতে অভিলাষী হইলে সহসা নন্দীকর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাবণ নন্দীর বানরের মত মুখ দেখিয়া উপহাস করিলে নন্দী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া “বানরের হাতে সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইবে” বলিয়া অভিশাপ প্রদান করে। দক্ষ-বজ্র-ভদ্র ব্যাপারেও নন্দীর অনেক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

নবাস্তক—রাবণের সেনাপতি বিশেষ।

নল—বিশ্বকর্মার পুত্র। রামচন্দ্রের সেনাপতি-বিশেষ। নল সমুদ্র বন্ধন করিয়া লঙ্কায় বানর-সৈন্য বাইবার রাস্তা করিয়া দিয়াছিল। বিস্তারিত ‘অঙ্কু’ অংশে লিখিত।

নলকুবর—কুবেরের পুত্র। অশ্বরী বস্তা একদিন নলকুবরের নিকট বাইতেছিল। রাবণ সহসা ঐ বস্তার অপমান করার নলকুবর ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে অভিশাপ দেয় যে, বলপূর্বক কোনো রমণীর উপর অত্যাচার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার যুগপাত হইবে। এই অভিশাপে রাবণ হুর্কাসা নিঃসহায় কামিনীর উপর অত্যাচার করিতে বিরত হয়।

নারদ—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা স্বীয় মানস-পুত্রগণকে গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করিতে বলেন; অত্যাচ্ছ সকলেই ব্রহ্মার আদেশ পালন করিলেন, কিন্তু নারদ সেই আদেশ পালন না করায় ব্রহ্মাকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া গন্ধৰ্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই গন্ধৰ্ব জন্মে তাঁহার নাম হয় উপবর্হণ; এই সময়ে অভিশপ্ত নারদ চিত্রবধ গন্ধৰ্বের পক্ষাশথ কস্তার পাণিগ্রহণ করেন।

একদা ব্রহ্মা অত্যাচ্ছ দেবতা ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে পুঙ্কর তীরে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীত করিবার জন্ত উপবর্হণকে আস্থান করেন। উপবর্হণ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীত আরম্ভ করিয়া ভাবাবেশে ভাল ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অত্যাচ্ছ দেবতা ও ঋষিগণের মুখ হইতে কোপাগ্নি বাহির হইল। উপবর্হণের স্তবে ভগবান্ সেইস্থানে আবির্ভূত হইয়া অশ্রু দান করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার অভিশাপের ফলে তিনি দ্বাসী-গর্ভে উৎপন্ন হইয়া পাঁচ বৎসর বয়সে এক ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণের নিকট স্বীকৃত্য ক্রিয়া আৰো দশ বৎসর পরে শূদ্র-দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবর্ষি লাভ করেন ও ভগবানের পার্শ্ব হন। অতঃপর তিনি মহাদেবের নিকট তন্ত্র ও উপাসনা তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাশ্রকার উপদেশ গ্রহণ করেন। এই সকল উপদেশ “নারদ পঞ্চরাত্র” পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্তচূড়ামণি প্রফ্লাঘ ও ধ্রুবকে ইনি স্বীকৃত্য দান করিয়াছিলেন।

ধনুপ্রজাপতির অনেকগুলি পুত্রকে ইনি মোক্ষ-ধর্মের উপদেশ দিয়া নিরুত্তি-পথের পথিক করিয়াছিলেন। এইজন্ত ধনু নারদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই অভিশাপে নারদ ‘আশ্রয়হীন’ হইয়াছেন।

একদা ধনুরাজ কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক পুত্রদ্বয় কৈলাস পর্বতে রমণীগণ সহ ক্রীড়াপারায়ণ ছিলেন। এমন সময়ে নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদকে গ্রাহ্য না করায় নারদ তাঁহাদিগকে অভিশাপ দেন। এই অভিশাপে তাঁহারা ব্রহ্মধামে দুই অক্ষুণ্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমলাঞ্জন ভঙ্গ করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করেন।

নারদের উপদেশে সৌভ্রাতৃ ব্রহ্মা করিবার জন্ত পঞ্চপাণ্ডব জ্যোতির্দীর নিকট অবস্থানের জন্ত নিম্নম নিম্নিষ্ট করিয়াছিলেন। দুর্ষ্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবগণের নির্ঘাতন ও জ্যোতির্দীর অপমান দর্শনে নারদ ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ষ্যোধনকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই অভিশাপে দুর্ষ্যোধন ভীমের হস্তে নিহত হয়।

প্রায় সমস্ত পুরাণে ভক্তপ্রবর নারদের উল্লেখ আছে। বেদব্যাস ইঁহারই প্রেরণায় শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন।

নারায়ণ—নার—(জল) অয়ন (আশ্রয়)—কীর্ত্তি সমুদ্রে শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া, অথবা নার (নর-নারী) অয়ন—নর-নারীর আশ্রয় বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছিল নারায়ণ।

নৈক্যা—সুমালী বান্ধসের কন্যা। বিপ্রবা মুনির সহিত বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে বাবণ কুন্তকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম হইয়াছিল।

ନିକୁଞ୍ଜ—କୁଞ୍ଜକର୍ଣ୍ଣେର ପୁତ୍ର । ରାବଣେର ଏକଜନ ସେନାପତି ।

ନିମି—ରାଜର୍ଷି ଜନକେର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ଢଗୋବିଂଶ ପୁତ୍ର । ମତାନ୍ତରେ ଈକାକୃର ପୁତ୍ର । (ତାମବତ—ନବମ ଛନ୍ଦ)

ନୀଳ—ଅଗ୍ନିପୁତ୍ର ; ବାନରୀର ଗର୍ଭଜାତ । ସୁଗ୍ରୀବେର ଜନିତ ଅତୁଚର ।

ନୁସିଂହ—ତ୍ରୀଶବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର । ତ୍ରୀଶବ୍ଦ ନୁସିଂହ ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରିଣା ହିରଣ୍ୟ-କଶିପୁକେ ବଧ କରିଣାଛଲେନ ।

ପଞ୍ଚାନନ—ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଧ ଛିଳ ବଲିଣା ମହାଦେବେର ଏହି ନାମ ।

ପବନ—ବାୟୁ ; ଓମପଞ୍ଚାଶଂ ପବନ ; ୩୬୫ ପୂର୍ତ୍ତାର ପାଦଟୀକା ଉପବ୍ୟ ।

ପବନ-ନନ୍ଦନ—ହନୁମାନ । ଅଞ୍ଜନା ବାନରୀର ଗର୍ଭେ ପବନେର ଔରସେ ଈହାର ଜନ୍ମ ହୟ । ଶିବାବତାର । ବାମାୟଣେ
 ସର୍ବତ୍ର ଈ ହନୁମାନେର ବୀର୍ଯ୍ୟାବତାର ପରିଚୟ ପାଠ୍ୟା ବାୟ । କୃତ୍ତିବାସ-ପ୍ରଣୀତ 'ଶିବବାମେର ଯୁଦ୍ଧ'
 ପୁସ୍ତକେ ଲିଖିତ ଉଚ୍ଚେ, ମହାଦେବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧେ ଅତିଶୟ ସମ୍ମତ ହୈୟା ନିଜାଂଶ-
 ସମ୍ଭୂତ ହନୁମାନ୍କେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରେକେ ଦାନ କରିଣାଛଲେନ ।

ପରଶୁରାମ—ତ୍ରୀଶବ୍ଦରେ ବର୍ଷ ଅବତାର । ସମସ୍ତେ ଉପବ୍ୟ ।

ପର୍ବତ—ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବର୍ଷିବିଶେଷ । ପୂର୍ବାଂଶୀୟ ତ୍ରିଶଚ୍ଚର ପୁତ୍ର ଅଷ୍ଟରୀବେର ପରମ-ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା 'ଶ୍ରୀମତୀ'କେ
 ବିବାହ କରିବାର ଉଚ୍ଚ ନାରଦ ଓ ପର୍ବତ ଉପହିତ ହନ । ଅଷ୍ଟରୀବ ଅନତ୍ରୋପାୟ ହୈୟା
 ଶ୍ୟାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦାଚନେର ତାର କନ୍ଧାର ଉପର ଦାନ କରେନ । ତାର ପର, ନାରାୟଣେର ବର ପ୍ରତାବେ
 ଉତ୍ତମ ଯୁନି ଶ୍ରୀମତୀ କର୍ତ୍ତୃକ ବାନର-ଯୁଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବଲିଣା ପ୍ରତୀତ ହନ । ଏହି ସମୟେ ନାରାୟଣ
 ନବଦୁର୍ଦ୍ଦାଦଳକ୍ରାମ ଦିଭୁଜ୍ୟ ବହୁର୍ଦ୍ଧାରିକ୍ରମେ କନ୍ଧାକେ ହରଣ କରେନ । ନାରଦ ଓ ପର୍ବତ ଯୁନି ଏହି
 ସଂବାଦ ଅବଗତ ହୈୟା ରାକ୍ଷସେର ମତ ବ୍ୟବହାର କବାର ଉଚ୍ଚ ତ୍ରୀଶବଦ ବିଷୁକେ ଅଭିଷାପ ପ୍ରଦାନ
 କରେନ । ଏହି ରୂପେ ତ୍ରୀଶବଦ ବିଷୁ, ଯୁନିଷୟ କର୍ତ୍ତୃକ ଅଭିଷାପ ହୈୟା ଅଷ୍ଟରୀବେର ବଂଶେ
 ଦଶରଥେର ପୁତ୍ରତାବେ ରାମରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ ଓ ରାକ୍ଷସ କର୍ତ୍ତୃକ ଅପହତା ତାର୍ଦ୍ଧାର ଉଚ୍ଚ କ୍ଳେଶ
 ତୋଗ ଶ୍ଚୀକାର କରିଣାଛଲେନ ।

ସେ ସମୟେ ରାବଣ ଦ୍ୱିଧିଜ୍ୟେ ବାହିର ହୈୟାଛଲ, ସେହି ସମୟେ ଦେବର୍ଷି ପର୍ବତ ରାବଣେର ସମକଳ ବୀର
 ବଲିଣା ରାବଣକେ ସାକ୍ଷାତାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିତେ ବଲିଣାଛଲେନ ।

ପଞ୍ଚପତି—ମହାଦେବେର ଅପର ନାମ । ପଞ୍ଚ (ବାଢ଼) ପତି (ଶ୍ୟାମୀ) ବଲିଣା ମହାଦେବେର ଏହି ନାମ ।

ପାର୍ବତୀ—ପର୍ବତ ରାଜ୍ୟ ହିମାଳୟେର ପୁତ୍ରୀ ବଲିଣା ଆତ୍ମାଶକ୍ତିର ଏହି ନାମ ।

ପିତାମହ—ସୁବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଲିଣା ବ୍ରହ୍ମାବ ନାମ ପିତାମହ ।

ପୁରନ୍ଦର—ଇନ୍ଦ୍ର । ପୁର ନାମକ ଅସୁରକେ ବଜ୍ରାଧାତେ ନାଶ କରିଣାଛଲେନ ବଲିଣା ଇନ୍ଦ୍ରେର ଏହି ନାମ ।

ପୁରୁରବା—ଚନ୍ଦ୍ରଂଶୀୟ ବୁଧେର ପୁତ୍ର । ଈହାର ଜ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବା ସଂଃ ଦେବଲୋକେଓ ବିଷୋବିତ ହୈତ ବଲିଣା
 ଈହାର ନାମ ହୟ ପୁରୁରବା । ମିତ୍ରେ ଓ ବରୁଣେର ଅଭିଷାପେ ଉର୍ବଶୀ ଦ୍ୱର୍ଗଜଣା ହୈୟା ପୁରୁରବାବ
 ପତ୍ନୀରୂପେ ବାସ କରିଣାଛଲ ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ—ପୁରୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଲିଣା ତ୍ରୀଶବଦେର ଏହି ନାମ ।

ପୁଲନ୍ଦ୍ୟ—ବ୍ରହ୍ମାବ ମାନସ-ପୁତ୍ରଗଣେର ଅନ୍ତତମ । ବ୍ରହ୍ମାବ କର୍ମ ହୈତେ ଈନି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଣାଛଲେନ । ଅଗନ୍ଧ୍ୟ
 ଓ ବିଶ୍ରବାର ପିତା । କର୍ଦ୍ଦମ ଯୁନିର କନ୍ଧା ହବିର୍ଭୁବାବ ସହିତ ଈହାର ପରିଣୟ ହୟ । ଦ୍ୱିଧିଜ୍ୟାର୍ଦ୍ଧୀ
 ରାବଣ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରେର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧେ ବନ୍ଦୀ ହୈଲେ ପୁଲନ୍ଦ୍ୟ ଆସିଣା ରାବଣେର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ଯୋଚନ

করিয়া দিয়াছিলেন। মাকাতার সহিত যুদ্ধেও পুলস্ত্য, রাবণ ও মাকাতার বিবাহ মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

পুলস্ত—সপ্তর্ষি-মধ্যগত মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষি। ব্রহ্ম-সৃষ্ট দশ প্রজাপতির একতম।

পৃথু—বেণ রাজার পুত্র। ৬২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ইহার যশে পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম হয় পৃথু।

পুঙ্কল—ভরতের পুত্র। ইনি পুঙ্কসাবতী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রচেতা—অলাধিপ বরুণের অস্ত্র নাম।

প্রজাপতি—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অস্ত্র নাম। ব্রহ্মার দশ মানসপুত্রও দশ প্রজাপতির নামে প্রসিদ্ধ।

প্রতীপ—মহাবাহু শাস্ত্রহর পিতা।

প্রসন্ন—রাবণের সেনাপতি বিশেষ।

প্রহস্ত—রাবণের এক সেনাপতি। জম্বুমালী ইহার পুত্র ছিল।

প্রহ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর পুত্র। মাতার নাম কয়াধু। ইনি শিশুকাল হইতেই হরিতপ্ত ছিলেন ষেবর্ষি নারদ ইঁহাকে দীক্ষাদান করেন। প্রহ্লাদের একান্ত বিশ্বাসের ফলে ভগবান্ স্তম্ভমধ্য হইতে নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়া বহির্গত হন ও পরে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

বজ্রদংষ্ট্র—রাবণের নিয়োজিত এক চর। একদা সে গোপনে রামশিবের গিয়া মচন্দ্রের বলাবল পরীক্ষা করিতেছিল। বিভীষণ চিনিতে পারিয়া তাহাকে বন্দী করে। রামচন্দ্র দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। অগস্ত্যের অভিশাপে বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষস যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাহার মুক্তি হয়।

বজ্রবাসা—বলি রাজ দৌহিত্রী বজ্রবাসা। ইহার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে কুম্ভ ও নিকুম্ভ জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ বলেন, ইহার অস্ত্র নাম বজ্রবাসা ছিল।

বনমালী—পত্রপুষ্প-প্রাধিত মাল্য-পরিধায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম বনমালী।

বন্দী—বরুণের পুত্রের নাম। অষ্টাবক্রের পিতা কাছোড় এই বন্দীর নিকটে বেদ-বিচারে পরাজিত সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

বন্দীকৃত দেবরাজ—গোতম-পত্নী অহল্যার অপমান করায় গোতমের অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র দুর্ভেদ মেঘনাথ কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। সহস্র কুৎসিত চিরযুক্ত হওয়াও ঐ অভিশাপের ফল।

বলি রাজ—বিরোচনের পুত্র বলি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। পিতৃ-শত্রু দেবরাজের সহিত যুদ্ধে আহত ও মূর্খ অবস্থায় গুরু শুক্রাচার্য্যের অশুগ্রহে জীবনলাভ করেন। পরে কঠোর সাধনায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া অমর বর লাভ করতঃ এক মহাবজ্র করেন। ইন্দ্রের ভয় দূর করিবার জন্য দেবতাগণের জননী অদ্বিতীয় স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ অদ্বিতীয় গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে দ্বানন্দীল বলি রাজের নিকট গমন করিয়া তিন পদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি সন্তুষ্ট হইলে বামন হুই পদে বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করেন। তৃতীয় পদের জন্য স্থান চাহিলে বলি পদ-রক্ষার্থ মাথা পাতিয়া দেন। বামনরূপী

ভগবান; বলির মস্তক অধিকার করিয়া তাঁহাকে পাতালে বন্দী করিয়া রাখিয়া দেন এবং নিজে ঐ কারাগৃহের প্রহরিরূপে নিযুক্ত হন।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্ম-মানসপুত্র বিশেষ। অর্নৈক প্রসিদ্ধ প্রজাপতি। রঘুবংশীয়গণের কুলগুরু। বশিষ্ঠ-দেব মহারাজ রামচন্দ্রকে যে-সব উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা যোগবশিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ আছে। ইনি মাতৃপিতৃহীন একবর্ষ বালক দশরথকে প্রতিপালিত ও অশিক্ষিত করিয়াছিলেন।

বসু—৬৬৪ পৃষ্ঠার পাণ্ডটীকা দ্রষ্টব্য। বশিষ্ঠের কামধেনু গাভী দেখিয়া বসু-পত্নীগণের সেই গাভী-প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়। তাহাতে অষ্টবসুর একজন ঐ গাভী অপহরণ করেন। একজ্ঞ বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বসুগণকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, “তোমরা পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।” এই অভিশাপে বসুগণ গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।—মহাভারত

বরাহ—ভগবানের তৃতীয় অবতার। ভগবান্ বরাহ রূপ ধারণ করিয়া দুর্দাস্ত হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

বরুণ—অষ্টলোকপালের ষষ্ঠ স্থানীয়। বরুণ বানরী-গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহার নাম সুযেণ।

বাগ্‌দেবী—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া সরস্বতীর এই নাম।

বাতাপি—বাহুর পুত্র। ইষল দ্রষ্টব্য।

বামন—বলিরাজ দ্রষ্টব্য।

বামদেব—বশিষ্ঠ পুত্র। অন্ধক যুনির পুত্র সিদ্ধকে বধ করিয়া দশরথের যুনিহত্যা পাপের সঞ্চায় হয়। রাজার সেই পাপ নাশের জ্ঞান বশিষ্ঠ-পুত্র বামদেব তিনবার রাম-নাম বলাইয়াছিলেন। একবার রাম-নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা-পাপ নষ্ট হয় কিন্তু সামান্ত যুনি-পুত্র-হত্যার জ্ঞান রাজাকে তিনবার রাম-নাম বলানো হইয়াছে জানিয়া বশিষ্ঠ বামদেবকে “চণ্ডাল হও” বলিয়া অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলে বামদেব গুহক চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মূল পুস্তকের ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বাহু—পবন দ্রষ্টব্য।

বাসব—ইন্দ্রের অপর নাম।

বাসুকি—কল্পের পুত্র। ইনি সহস্র শিরে পৃথিবীকে ধরিয়া আছেন। দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্রমন্ধান-কালে বাসুকি সর্প মন্ধানরুদ্ধ হইয়াছিল। ইনি অরুৎকার যুনিকে অরুৎকারী ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছিলেন। অরুৎকার দ্রষ্টব্য।

বালি—ব্রহ্মার চক্ষু হইতে কোন সময়ে একবিন্দু অক্ষ পড়াইয়া পড়ে। তাহাতে এক বানরের উৎপত্তি হয়। একদা ঐ বানর তৃষ্ণার্ত হইয়া হিমালয়ের উত্তর শৃঙ্গে এক সরোবরে জলপান করিতে গিয়া নির্মল জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া শুব্রবোধে তাহাকে বধ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়া ঐ জলে প্রবিষ্ট হয়। জলে অবগাহন মাত্র ঐ বানর এক পরমানুন্দরী রমণীরূপে পরিণত হয়। ইন্দ্র ও সূর্য্য ঐ পরমানুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া অলিভবীর্ষ্য হন। ইন্দ্রের শক্তি ঐ কন্যার বালে (কেশে) ও সূর্য্য-শক্তি ঐ কন্যার

ঐবায় পড়ে। ঐ দুই শক্তি হইতে দুই বানরের উৎপত্তি হয়। বাল অর্থাৎ কেশে উৎপন্ন বলিয়া ঐ পুত্রের নাম বালি এবং ঐবা হইতে উৎপন্ন বলিয়া অন্য পুত্রের নাম হয় সূগ্রীব। বালি ও সূগ্রীব অতিশয় বীর ছিল।

বান্দীকি—রামায়ণ-রচয়িতা স্বনামখ্যাত মুনি। চ্যবন মুনির পুত্র। মতান্তরে বক্রণ-পুত্র। কোনো কোনো মতে ব্রাহ্মণকুলজাত বান্দীকি ব্যাধ-বালকেশের সহিত সম্মুখিত্তি করিতেম। শূভ্রাগর্ভে তাঁহার কতকগুলি সন্তান উৎপত্তিবৎ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের ৩১৪ ৫১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাজ্জিহ্ন—কালধ্বজবংশীয় এক প্রসিদ্ধ দানব। ইহার সহিত শূর্পণখার বিবাহ হইয়াছিল। বাবণ কালকেষয়গণকে নিধন করিবার সময়ে বিদ্যাজ্জিহ্নকেও বিনাশ করিয়াছিল।

বিদ্যাজ্জিহ্ন—অনৈক মায়াবী বান্দস। এই বান্দস মায়ানিশ্চিত রামের ছিন্ন মস্তক ও বক্তাক্ত শবাসন হস্তে লইয়া অশোক বনে সীতার নিকটে গমন করিয়া সীতাদেবীকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

বিধাতা—বিশিষ্টরূপে জু-ভার ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া ভগবানের নাম বিধাতা। ব্রহ্মার অপর নাম।

বিনত—সূগ্রীবের সেনাপতি বিশেষ। সীতা অধেষণের জন্য সূগ্রীব এই বানরকে একজন বানব-সেনা সহ পূর্বদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিনতা—কশ্চপ মুনির পত্নী। ইহার গর্ভে গন্ধুড়াহি জন্মগ্রহণ করেন। এই অন্য গন্ধুড়ের নাম বৈনতেয় বা বিনতানন্দন।

বিতাণ্ডক—অনৈক প্রসিদ্ধ মুনি। একদা বিতাণ্ডক মুনি নর্ষদার তীরে বসিয়া উগ্রতপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে উর্কশীকে দেখিয়া মুনির শক্তি ক্ষরণ হয়। স্বর্ণমুখী নারী এক হরিণী পিপাসার্তা হইয়া জলপান করিবার সময়ে নর্ষদার জলে তাসমান সেই শক্তি পান করিয়া গর্ভবতী হয় এবং ছয় মাসে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। এই সন্তানের দেহ মানুষের মত কিন্তু মাথাটি হরিণের জায় হয়। বিতাণ্ডক সমস্ত অবগত হইয়া ঐ শিশুর নাম রাখেন ঋষুশৃঙ্গ। তিনি অপত্যনির্কশেণে তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। মূল পুস্তকের ৫৬৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিতীষণ—বিশ্রবা মুনির ঔরসে নিকষার (মতান্তরে কৈকযীর) গর্ভে বিতীষণ জন্মগ্রহণ করেন। বান্দসকূলে জন্ম হইলেও ইনি পরম ধাঙ্গিক ছিলেন। গন্ধর্করাজ শৈলুবেব কস্তা পুণ্যবতী সরমাকে ইনি বিবাহ করেন। সরমার গর্ভে একমাত্র পুত্র হয়—ভাহার নাম ভবনসেন।

বিবাহ—পূর্বজন্মে তুশুক নামক গন্ধর্ক ছিল। কৃত্তিবাস-মতে কিশোর নামক কুবেবেব চব্ব অপরা বস্তার প্রতি আসক্তির জন্য কুবেবেব শাশুে বান্দসরূপে জন্মগ্রহণ করে। রামচন্দ্রের হাতে নিহত হইয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

বিবিকি—ব্রহ্মার অপর নাম।

বিরূপাক্ষ—বিরূপ অস্বাভাবিক অক্ষি অর্থাৎ কপালে এক চক্ষু আছে বলিয়া মহাদেবের নাম বিরূপাক্ষ ।

বিবোচন—প্রহ্লাদের পুত্র ; ইহার পুত্রের নাম বলি ।

বিশ্বকর্মা—দেব-শিল্পী । পুরাণ-মতে ইনি অষ্টম বনু প্রভবের ঔরসে যোগসিদ্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বিশ্বকর্মা লঙ্কা ও কিঙ্কিমা নগরী নির্মাণ ক রয়াছিলেন ।

বিশ্বামিত্র—চন্দ্রবংশীয় কাশ্যকুজাধিপতি কুশিকের ভাৰ্য্যা পৌরকুৎসীর গর্ভে ইন্দ্রাংশে জাত মহামা গাধিরাজের পুত্র । একদা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-আশ্রমে আগমন করিয়া বশিষ্ঠের পরিচর্যায় সম্ভষ্ট হইয়া বশিষ্ঠের শবলা নামী হোমধেনু বলপ্রয়োগ করিয়া লইয়া যাইতে সঙ্গীগণকে আদেশ করেন । ইহাতে বশিষ্ঠের হোমধেনু কুপিত হইয়া ছন্ধার ছাড়ে । সহসা শবলা-শরীর হইতে অসংখ্য সৈন্য বাহির হইয়া বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নিধন করে । তখন বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষ হয় । ফলে, বশিষ্ঠ-হস্তধৃত ব্রহ্মহণ্ড প্রছলিত হইয়া বিশ্বামিত্রের শতপুত্রকে ভক্ষসাৎ করে । ব্রহ্মতেজ দর্শনে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবার আশায় ব্রহ্মার আরাধনা করিতে থাকেন । এই সাধনার সময়ে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত অম্বরা সকল তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার অনেক চেষ্টা করে । পরিশেষে বিশ্বামিত্র সাধনার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন ।

বিশ্রবা—মেরু পর্বত দেশে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি পুলস্ত্য যে সময়ে তপস্বী করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা সঙ্গিনীগণ সহ গীতবাচ্য করিয়া পুলস্ত্যের তপস্বায় বাধা দেন । এইজন্য মূনির শাপে ঐ কন্যা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হন । তৃণবিন্দু এই সংবাদ অবগত হইয়া পুলস্ত্য মূনির বহু স্তব করিতে থাকেন । এই স্তবে পুলস্ত্য প্রসন্ন হইলে তৃণবিন্দু ঐ অভিশপ্তা গর্ভবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্ত মহ ষ পুলস্ত্যকে সম্মত করেন । ঐ সম্মত ভূমিষ্ট হইবার সময়ে বেদপাঠ শুনিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্রবা নামে বিখ্যাত হন । এই বিশ্রবা হইতে বাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূৰ্পণখার জন্মগ্রহণ করে ।

বিষ্ণু—পঞ্চভূতময় এই বিশ্ব ভগবানের শরীরে প্রবেশ করে বলিয়া ভগবানের অন্ত নাম বিষ্ণু ।

বীরবাহু—বাবণের মহিষী চিত্রাঙ্গার গর্ভজাত সন্তান । রামের সহিত যুদ্ধে নিহত হয় ।

বুধ—চন্দ্রের পুত্র ।

বৃহস্পতি—সুরগুরু । অঙ্গিরার পুত্র । ইনিই বৌদ্ধধর্মাত্মক মোহন শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন । জিন ধর্মের প্রবর্তকেরও নাম ছিল বৃহস্পতি ।

বেণ—ঋষের অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম অঙ্গ । এই অঙ্গের ঔরসে সুনীথার গর্ভে বেণের উপত্তি হয় । বিস্তারিত বিবরণ ৭০৮৯ পৃষ্ঠার পাঠটীকায় উল্লেখ্য ।

বেদবতী—দ্বিধিঅর্থাৎ বাবণ হিমালয়ের নিকটস্থ এক বনে প্রবেশ করিয়া বৃহস্পতি-পুত্র কুম্ভকর্ণের বেদাধ্যয়ন কালে জাতা তপোবতী বেদবতীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে । কিন্তু বেদবতী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, এইজন্য বাবণ কুপিত হইয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করে । এই হেতু বেদবতী অতিশয় সন্তপ্তা হইয়া

অযোনিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া নারায়ণকে স্বামিভাবে কামনা করতঃ বাবল বধের হেতুরূপী হইবার বাসনায় জঙ্গল অধিকূলে প্রবেশ করেন। পরজন্মে তিনিই সীতারূপে জনকের যজ্ঞভূমি হইতে উথিতা হইয়াছিলেন।

বৈদেহী—বিদেহ-রাজ জনকের কন্যা বলিয়া সীতার নাম বৈদেহী।

বৈশ্রবণ—কুবেরের অস্ত্র নাম। ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্গিনীর (মতাস্তরে লতা বা লোভা) গর্ভে হইবার জন্ম হয়।

ব্যাস—মৎস্যগন্ধা-নারী ধীর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এইজন্য হইবার নাম হয় বেদব্যাস।

ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির অস্ত্র নাম।

ভদ্র—অন্য নাম দুর্গুধ। এই ব্যক্তি সীতা সংক্রান্ত জনাপবাহ্য রামচন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করে।

ভগীরথ—মহাদেবের বরে সূর্য্যবংশীয় রাজা দিলীপের দুই স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রীর গর্ভে ভগীরথের জন্ম হয়। ভগীরথ যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলেন। বশিষ্ঠের পরামর্শে সেই সচেতন মাংসপিণ্ড এক পথের ধারে বসিত হয়। সহসা অষ্টাবক্র মুনি সেই পথ দিয়া বাইতেছিলেন। বিকৃত-আকার ঐ মাংসপিণ্ডকে দেখিয়া তিনি দয়া-পরবশ হইয়া বরদান করেন। ঐ বরপ্রভাবে তিনি দিবাকান্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের ২২।২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভরত—দশরথের কৈকেয়ী-গর্ভ-জাত পুত্র। ইনি অতিশয় ভ্রাতৃত্বস্ত ছিলেন।

ভরদ্বাজ—মহর্ষি অজিবার জ্যেষ্ঠপুত্র উত্থা। তাঁহার পত্নীর নাম মমতা। এই মমতার গর্ভে মহর্ষি অজিবার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্বাচার্য্য বৃহস্পতির ঔরসে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। ইনি মহারাজ ভরত কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে হইবার আশ্রম ছিল।

ভৃশলোচন—বাবণের এক সেনাপতি। ব্রহ্মার নিকটে সে বর পাইয়াছিল যে, যে-কোনো ব্যক্তি তাহার সম্মুখে পড়িবে, সে-ই ভৃশ হইয়া বাইবে। বিত্তীর্ণের পরামর্শে রামচন্দ্র ধর্পণ বাণ প্রয়োগ করিলেন। রামচন্দ্র বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়াছেন এই কথা শুনিয়াই ভৃশলোচন নিজের চক্ষুর আবরণ খুলিতেই সম্মুখস্থ ধর্পণে নিজের প্রাতিবিম্ব ঘোঁষিতে পায় ও ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ভানু—কন্দিনীর গর্ভে অরৎকারুর ভানু নারী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

ভার্গব—পরশুরামের নামান্তর।

ভূতনাথ—ভূত, (প্রাণী বা দেবযোনি বিশেষ) ইহাদের নাথ (প্রভু) বলিয়া মহাদেবের এই নাম।

ভৃগুমুনি—ব্রহ্মপুত্র ; স্বনামধ্যাত মুনিবিশেষ। শুক্রাচার্য্য্য ঐত্যান্ডক। পুরাকালে দেবানুরের বৃদ্ধে অনুরগণ দেবতাদের ভয়ে শুক্রপত্নীর শরণাপন্ন হয়। ভৃগু পত্নী আশ্রয় দিয়াছেন জানিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ক্রোধাক্ত হইয়া শুক্রাচার্য্য্যে ভৃগু-পত্নীর শিরশ্ছেদ করেন। এইজন্য ভৃগুমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া নারায়ণকে অভিশাপ প্রদান করেন। নারায়ণ দশরথ-গৃহে জন্ম কালে সেই অভিশাপ-স্তোগ নির্ধারণ করেন।

ভৃগুরাম—পরশুরাম ।

ভোলানাথ—ভোলা প্রমথ (শিবানুচর) গণের নাথ (প্রভু) বলিয়া মহাদেবের এই নাম ।

মকরান্দ—রাবণের সেনাপতি । খর নামক রাক্ষসের পুত্র ছিল । রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হয় ।

মতঙ্গমুনি—ঋষিমুক পর্কতে মতঙ্গমুনির আশ্রম ছিল । বালি মহিষরূপী হুম্মুভিকে নিহত করিয়া তাহার মস্তক যোজনাস্তরে ঋষিমুক পর্কতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে ফেলিয়া দেয় । ইহাতে মতঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া বালিকে এই অভিশাপ দান করেন যে, 'ঋষিমুক পর্কতে আসিলেই বালির মৃত্যু হইবে।' এই জন্য বালি ঋষিমুক পর্কতে কখনও গমন করিত না । এই কারণেই বালির ভয়ে ভীত হইয়া সুগ্রীব ঋষিমুকে আসিয়া অবস্থান করে ।

মদন—ব্রহ্মার মন হইতে ইহার উৎপত্তি হয় ।

মধুদৈত্য—দৈত্যবিশেষ । রাবণের ভগিনীস্বামীয়া কুন্তীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া যায় । ইহার গর্ভে লবণ নামক বিখ্যাত অসুরের জন্ম হয় ।

মহু—ব্রহ্মার পুত্র । ইহার সংখ্যায় চতুর্দশ । ৭১০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য । বৈবস্বত মহু হইতে জগতে মানবগণের উৎপত্তি হইয়াছে ।

মহুরা—কৈকেয়ীর পিতৃ-গৃহাগতা দাসী । ৫৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

মন্দোদরী - রাবণের মহিষী । 'ভারা'র পরিচয়ও ৪৬৮।৬২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

ময়—দানবপতি—কৌণ্ডিল্যমুনির অন্তরঙ্গ বন্ধু । ৪৬৮।৬২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য । 'ভারা'র পরিচয় দ্রষ্টব্য ।

মহাদেব, মহেশ, মহেশ্বর—শিবের নামান্তর ।

মরীচ—ব্রহ্মার পুত্র ।

মরুত—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিশেষ । ইনি শিব-ষষ্ঠ করেন । সেই ষষ্ঠে ইন্দ্রাদি দেবতা উপস্থিত হইয়াছিলেন । এমন সময়ে দ্বিধিজয়ার্থী রাবণ তথায় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র ময়ূর, কুবের কাঁকলাস, ষম কাক ও বরুণ হংসরূপ ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকেন ।

মহীরাবণ—রাবণের পুত্র । ৪৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

মহোদর—রাবণের ভ্রাতৃস্থানীয় । সুগ্রীবের হস্তে নিহত হয় ।

মাণ্ডবী—জনক-ভ্রাতা কুশধর্মের জ্যেষ্ঠা কন্যা । ভরতের স্ত্রী ।

মাঙ্কাতা—মহারাজ যুবনাথের পুত্র । ইহার উৎপত্তি বিবরণ ২ম পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য । দ্বিধিজয়ার্থী রাবণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পুলস্ত্য ও গালব আসিয়া ইহাদেব বিবাহ মিটাইয়া দেন ।

মায়াসীতা—মায়ী-নির্মিত সীতা মূর্তি । ইন্দ্রজিৎ এই মায়ী-সীতা বধ করিয়া রামচন্দ্রকে শোকার্ত করিয়াছিল ।

মারীচ—ভাড়কার পুত্র । অত্যন্ত মারাবী ছিল । মায়ী প্রভাবে বধনই যে মূর্তি ধরিবার প্রয়োজন হইত, সে তৎক্ষণাৎ সেই মূর্তি ধারণ করিতে পারিত ।

মারুতি—হনুমান । ইহার মারুতি নাম কেন, ৩৬৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

মার্কণ্ডেয়—প্রসিদ্ধ মুনি। ইহার পিতার নাম ছিল মুকু। ইনি অতি সন্ন্যাসী হইলেও সপ্তর্ষিগণের আশীর্বাদে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া পিতার অমুমতি অনুসারে ব্রহ্মার উপাসনার জন্য পুরুষ তীর্থে গমন করেন। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মার্কণ্ডেয় এক পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ।

মাল্যবান—নিশাচর সুরেশ্বরের পুত্র। মাল্যবান্ তপস্শায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া শক্র-বিজয়ী হয়। ইহারা তিন ভ্রাতায় লঙ্কায় বাস করিত। কালক্রমে গর্ভাক্ত ভ্রাতৃদ্বয় দেব-দেবী হইয়া পড়িলে বিষ্ণু কনিষ্ঠ মাল্যকে বধ করেন। ইহাতে ভয় পাইয়া হুমালী ও মাল্যবান পাতালে পলায়ন করে।

মিত্রাবরুণ—সমুদ্র মন্থে আশ্রয় লইয়া অশুবেবা ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিলে দেবরাজ অগ্নি ও বরুণকে সমুদ্র শোধন করিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু অগ্নি ও বরুণ সেই আদেশ পালন না করায় ইন্দ্র তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। সেই অভিশাপে তাঁহারা মিত্রাবরুণ নামে জন্ম গ্রহণ করেন। অপরা উর্ধ্বশীকে দেখিয়া ইহাদের শক্তি ক্ষয়িত হইলে সেই শক্তি এক কুম্ভ মন্থে বন্ধিত হয়। তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি হয়।

মিথি—নিমি রাজার পুত্র। অপুত্রক নিমি রাজার অঙ্গ মন্থনে এই পুত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম হয় মিথি। ইনি যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তাহার নাম হয় মিথিলা।

মুচুকন্দ—মাক্কাতার পুত্রের নাম মুচুকন্দ। ইনি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন।

মেঘনাদ—মন্দোদরী গর্ভজাত ; বাবণের পুত্র। ঐ পুত্রের বোধন-শব্দ মেঘ গর্জনের মত ছিল বলিয়া তাহার নাম হয় মেঘনাদ। প্রসিদ্ধ বীর। লঙ্কণের সহিত যুদ্ধে ইহার মৃত্যু হয়। মেঘনাদ নিকুলিলা যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া শিব-বরে অনেক দিব্যাস্ত্র ও মেঘের অন্তরালে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, ব্রহ্মার নিকট হইতে অমর বর না পাইয়া মেঘনাদ এই বর পাইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি চৌদ্দবৎসর অনাহারী, অনিদ্র এবং স্ত্রী-সুখ-দর্শনে-বিরত থাকিলে তাঁহার হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে।

মেনকা—স্বর্গ-বেশী। বিশ্বামিত্রের ভপোবির কবে। ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়।

মৈন্দ—বানরীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঠরসে মৈন্দ ও দ্বিবিন্দ জন্ম গ্রহণ করে। ইহারা ব্রহ্মার বরে সর্ব জীবের অবধ্য এই বর প্রাপ্ত হয়। রামচন্দ্র মৈন্দ ও দ্বিবিন্দকে কলির আবির্ভাব কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মম্বরি—ঋচীকের পুত্র। গাধিরাজকন্যা সত্যবতীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। গাধির পুত্র ছিল না। রাজ-কুমারী সত্যবতী, স্বামী ঋচীকের নিকট আপনার ও মাতার জন্য পুত্রবর প্রার্থনা করেন। একত্র ঋচীক দুইটি চক্র প্রস্তুত করিয়া একটিতে ব্রহ্মতেজ, অপরটিতে কাত্রতেজ নিহিত করিয়া, ব্রহ্ম-তেজ-যুক্ত চক্র সত্যবতীকে ও কাত্র-তেজ-যুক্ত চক্র গাধিরাজপত্নীকে দিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু চক্র তোজনের কালে চক্র পরিবর্তিত হইয়া যায়। ঋচি ঋচীক ইহা অবগত হইয়া সত্যবতীকে বলেন, 'চক্র পরিবর্তিত হওয়ার তোমার গর্ভে

‘কাত্তেজসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে।’ এই জন্ত সত্যবতী প্রার্থনা করেন—‘আমাদের পৌত্রে
ঐ কাত্তেজ সংক্রামিত হউক।’ তৎসুসারে তাঁহাদের পৌত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ
করিলেও কাত্তেজ সম্পন্ন হইয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

যমরাজ—অষ্ট-লোকপালের অন্ততম। দ্বিধিঅয়ার্থী রাবণের সহিত ইহার যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মার আদেশে
যম হস্তান্ত্র সংবরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। সূর্য্যের পুত্র।

যামদগ্ন্য—যমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। বিস্তৃত বিবরণ, যমদগ্নি ও পরশুরাম অংশে দ্রষ্টব্য।

যুবনাথ—সূর্য্যবংশীয় সুষেণ রাজার পুত্র “প্রসন্ন” এর পুত্র। কন্দক রাজার কালনিমি নামী কন্যার
সহিত ‘যুবনাথ’-এর বিবাহ হয়। বিস্তারিত বিবরণ ‘কন্দক’ ও ‘কালনিমি’ অংশে
দ্রষ্টব্য।

রঘু—দশরথের পিতামহ। ‘দিলীপ’-এর পুত্র। (খ) পরিশিষ্টের ১ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রত্নাকর—বান্দীকির পূর্ব নাম। ‘বান্দীকি’ দ্রষ্টব্য।

রবি—সূর্য্যের অস্ত্র নাম

রত্না—স্বর্গীয়া অঙ্গরী। মূল পুস্তকের ৬৩৫।৩৬।৩৭।৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাবণ—বিশ্রবার ঔরসে কৈকেয়ীর (নিকষার) গর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল। রাবণ শিবভক্ত ছিল।
কথিত আছে, রাবণ অনেক স্তব ও সাধনায় লঙ্কাপুরী রক্ষা করিবার জন্ত এক
শিবলিঙ্গ লইয়া আসিতেছিল। মহাদেব বলিয়াছিলেন, এই লিঙ্গ যেখানে নামাইবে,
আমি সেইখানেই রহিয়া যাইব। ব্রহ্মা ইহাতে অত্যন্ত ভয় পাইয়া বরুণকে আদেশ
করেন, তুমি অবিলম্বে গিয়া রাবণের উদরে প্রবেশ কর। বরুণ রাবণের উদরে
প্রবেশ করিবামাত্র রাবণের মূত্রপীড়া উপস্থিত হইল। রাবণ দেখিল, এক ব্রাহ্মণ
আসিতেছেন। রাবণ ঐ ব্রাহ্মণের মস্তকে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া মূত্র ত্যাগ করিতে
কিছুদূরে গমন করে। বহু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঐ শিবলিঙ্গ সেই স্থানে রাখিয়া
চলিয়া যান। রাবণ অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ শিবলিঙ্গ তুলিতে না পারিয়া ক্রোধে
ঐ লিঙ্গের মাথায় একটা কিল মারিয়া চলিয়া যান। ঐ শিবলিঙ্গ বৈষ্ণনাথ শিব নামে
প্রসিদ্ধ। এখনো ঐ শিবলিঙ্গের মাথায় রাবণের মূত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।
রাবণের মূত্র হইতে এক নদীর উৎপত্তি হয়। ঐ নদীর নাম কর্মনাশা। রাবণ সশব্দে
বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের আত্মোপাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

রাম—সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের ঞ্যেষ্ঠপুত্র। অশ্বরীষ-রাজ-কন্যা শ্রীমতীর পাণিগ্রহণের জন্ত যখন
নারদ ও পর্কত দেবসিঙ্ঘ উপস্থিত হন, সেই সময়ে নারায়ণ কৌশলক্রমে ঐ কন্যাকে
হরণ করেন। নারদ ও পর্কত ইহা জানিতে পারিয়া নারায়ণকে অশ্বরীষের বংশে
নবদুর্কাদলশ্যাম দ্বিত্বজধনুর্কারী রামরূপে জন্মগ্রহণ ও রাজস কর্তৃক অপহৃত্য পত্নীর
জন্ত শোক-ভোগ এই দুই অভিশাপ প্রদান করেন। তান্ত্রিকগণ বলেন, রামচন্দ্র বনবাসের
সময়ে চিত্রকূটে সপ্তরাত্রি মহাবাস করিয়াছিলেন। অস্তান্ত সংবাদ রামায়ণের
আত্মোপাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

রাহু—সিংহিকার পুত্র ।

কুম্ভা—সুগ্ৰীবেব জ্যেষ্ঠী । বালি ইহাকে সুগ্ৰীবেব নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যায় । রামচন্দ্র বালি বধ করিয়া কুম্ভাকে সুগ্ৰীবেব নিকট আনিয়া দেন ।

বোমপাদ (লোমপাদ)—দশরথের বন্ধু । অঙ্গদেশের (আধুনিক ভাগলপুর ও বিহারের কিয়ৎংশের) রাজা ছিলেন । দশরথ স্বীয় শাস্তা নারী কন্যাকে অপত্যকৃতিকা রূপে ইহাকে দান করিয়াছিলেন ।

লক্ষ্মী—কীর্ত্তোর সমুদ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ধন সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ।

লব—সীতাদেবীর ষোড়শ পুত্র ; কোনো কোনো মতে কনিষ্ঠ পুত্র ।

লক্ষণ—দশরথের সুমিত্রানাম্নী রাণীর গর্ভ-জাত পুত্র । ইনি অত্যন্ত ভ্রাতৃত্বভক্ত ছিলেন । লক্ষ্যযুদ্ধে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া মেঘনাদ প্রভৃতি বীরকে বধ করিয়াছিলেন । তান্ত্রিকগণ বলেন, রাম ও রাবণের মধ্যে দ্বিভাঙ্গে শত্রুভাব থাকিত ও তৎকাল যুদ্ধবিগ্রহ হইত । কিন্তু রাত্রিকালে উভয়ে মিলিয়া চক্রান্তান করিতেন । সেই সময়ে মন্দোদরীও তথায় উপস্থিত থাকিতেন । দৈবযোগে এক রজনীতে লক্ষণ সেই চক্রান্তান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান, রাবণের মহিষী মন্দোদরী চক্রমধ্যে বসিয়া আছেন । লক্ষণকে দেখিয়া মন্দোদরীর মনোবিকার হয় । কিন্তু লক্ষণ মন্দোদরীকে উপেক্ষা করেন । একান্ত মন্দোদরী লক্ষণকে শক্তিশৈলাঘাত-রূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন ।

লবণ—কুশীনসীর গর্ভে মধু দৈত্যের ঔরসে লবণের উৎপত্তি হয় । রাবণের ভাগিনেয় । মহাবীর শক্রয় ইহাকে বধ করেন ।

শতানন্দ—জনকের পুরোহিত । গৌতমের পুত্র ।

শতাবর্ত্ত—চন্দ্রবংশীয় পুরুববার পুত্র ।

শক্রয়—মহাবাহু দশরথের কনিষ্ঠপুত্র ।

শক্রধনু—(মতান্তরে শক্রধনু) ৪৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

শঙ্কর—মঙ্গলরূপী বলিয়া মহাদেবের নাম শঙ্কর ।

শচী—পুলোম-নন্দিনী । ইন্দ্রের জ্যেষ্ঠী ।

শনি—ছায়াগর্ভ-জাত সূর্য্য-পুত্র । অযোধ্যায় অনাবৃষ্টির জন্ত দশরথের সহিত শনির যুদ্ধ হয় । এই সময়ে শনির দৃষ্টিতে দশরথ বধ-ভ্রষ্ট হইয়া শূন্য হইতে পড়িতেছেন দেখিয়া পক্ষিরাও অটাবু পক্ষ বিস্তার করিয়া দশরথকে ধারণ করেন । পরে দশরথ শনির স্তব করিলে শনি প্রসন্ন হন ও অনাবৃষ্টি দূর হয় । শনির দৃষ্টিতে গনেশের মাথা উড়িয়া গেলে পার্শ্বতী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শূল নিক্ষেপ করিতে উদ্ভত হইলে অস্ত্রাঘাত দেবতাপন পার্শ্বতীর স্তব করিতে থাকেন । শেষে ঐরাবতের মুণ্ড আনিয়া গনেশের কন্ডে আরোপ করেন । এই সব বিবরণ মূল পুস্তকের ৪০১৪৭।৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শবরী—মতল মূনির আশ্রমে শবরী বাস করিত । পূর্ব্বগত মহর্ষিগণের ববে রাম-লক্ষণের নিকটে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করে । শবরী ভগবতীর প্রভাবে ত্রিকালদর্শিনী হইয়াছিল ।

শরভঙ্গ—এক প্রতাপশালী যুনি; ইনি ভূপের প্রভাবে দেবগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন। ইহারই আশ্রমে ঐচ্ছিক (মতান্তরে জয়ন্ত) নামক কাক নখর ধারা নীতার স্তন ক্ষত করে।

শাস্তা—দশরথের কন্যা। সখা রোমপাদ (লোমপাদ)-এর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। এ জন্ত দশরথ স্বীয় শাস্তা নামী কন্যাকে, পুত্রিকারূপে লোমপাদকে দান করেন। রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত এই শাস্তার বিবাহ দেন।

শার্দূল—রাবণের চর-বিশেষ। বানর-সৈন্য সহ রামচন্দ্র লঙ্কায় পৌঁছিলে এই শার্দূল রাক্ষস, রাবণের নিকট এই সংবাদ জানাইয়াছিল। এই শার্দূল নামক চর গিয়া রামের বলাবল পরীক্ষার জন্ত রাবণ কর্তৃক রাম-শিবিরে প্রেরিত হয়। বিভীষণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ধরিয়া ফেলেন। রাম তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

শিব—মঙ্গলময় মহাদেব।

শুক—পূর্ব জন্মে পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিল। শুকের এক বিপক্ষ রাক্ষস ছিল। একদা অগস্ত্যযুনি ক্ষুধার্ত হইয়া শুকের আশ্রমে আগমন করেন। ঐ বিপক্ষ রাক্ষস কোশলক্রমে অগস্ত্যের ভোজন-পাত্রে মনুষ্য-মাংস রাখিয়া দেয়। সহসা ভোজন-পাত্রে মনুষ্য-মাংস দেখিয়া অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া শুককে অভিশাপ দেন। এই অভিশাপে শুক রাক্ষস-কূলে জন্মগ্রহণ করে। অগস্ত্য পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, শুকের বিপক্ষ রাক্ষসের এই কাজ, এজন্ত তিনি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দেন যে, রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহার মুক্তি হইবে। রাবণ এই শুক রাক্ষসকে দূত-পদে বরণ করিয়া রামচন্দ্রের শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিল। সেইখানে রামচন্দ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় ও পরিশেষে সে মুক্তি লাভ করে।

শুক্ৰাচার্য্য—ভৃগুযুনি ঋষিব্য।

শূৰ্পণখা—প্রাচীন কালে এক রাজ-তনয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে এক পাত্র আনীত হয়। কিন্তু ঐ কন্যা ঐ পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করে। এই জন্ত ঐ পাত্র ঐ রাজকন্যাকে 'কামচারিণী' রাক্ষসী হও' বলিয়া অভিশাপ দান করে। এই অভিশাপে ভীষণাকৃতি নিকষার গর্ভে শূৰ্পণখার উৎপত্তি হয়।

শ্রীকৃষ্ণ—ঋষ্যযুগে নারায়ণের অবতার।

শ্বেত—চন্দ্রবংশীয় স্বর্গ নামক রাজার পুত্র।

শ্রুতকীর্ত্তি—জনক-ভ্রাতা কুশলজের কনিষ্ঠা কন্যা। ইহার সহিত শক্রয়েব বিবাহ হয়।

সগর—সূর্য্যবংশীয় বাহুরাজার—কুন্তিবাস-মতে রোহিতাশ্বের—বান্দীকি-মতে অসিতের পুত্র সগর। অপুত্রক রোহিতাশ্ব পুত্র কামনার শিবের পূজা করিতে থাকেন। শিব-বরে রোহিতাশ্বের কেশিনী ও সুমতী নামী রাণীদ্বয় গর্ভবতী হইল। কেশিনীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে। কেশিনী সপত্নীর গর্ভ মার্শ করিবার জন্ত সপত্নীকে বিবদান করিয়াছিলেন। ঐ গরের (বিষের) সহিত জন্মগ্রহণ করার পুত্রের নাম হয় সগর।

মনক, মনংকুমার, মনন্দ, মনাতন—ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণ। ইহাদের অভিধানে বিষ্ণুর দ্বারী অন্ন-বিষ্ণুর
অভিশপ্ত হইয়া বিষ্ণুদ্রোহী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

সম্পাতি—গরুড়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। কনিষ্ঠের নাম অটায়ু। পূর্বকালে সম্পাতি, অটায়ুর সহিত সুর্যমণ্ডলে
গমন করিয়াছিলেন। সুর্যের প্রচণ্ড কিরণে অটায়ু অত্যন্ত কাতর হইলে সম্পাতি
পক্ষ বিস্তার করিয়া সুর্য-তেজ সংবরণ করেন। ইহাতে সম্পাতি দৃঢ়পক্ষ হইয়া বিদ্যা
পর্যন্তে পড়িয়া যান। নিশাকর নামক তেজস্বী ঋষির আশ্রমে সীতার অনুসন্ধানকারী
বানরবর্গের মুখে রাম-নাম শুনিয়া তাঁহার নুতন পক্ষোদ্গম হয়। এই সম্পাতিই সমুদ্রপাব
হইয়া সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্ত বানরবর্গকে অনুবোধ করে।

সম্বর—পরাক্রান্ত অশুর বিশেষ। ইহার সহিত যুদ্ধে রাজা দশরথের শরীরে বিশেষাটক হইয়াছিল।

সরমা—গন্ধর্বিরাজ 'শৈলুঘ'-এর কন্যা সরমা। বিতীর্ণ ইহার পাণিগ্রহণ করেন। এই পুণ্যবতী
রমণী অশোকবনে সীতাদেবীকে নানাপ্রকারে আশস্ত করিতেন। ইহার গর্ভে পরমভক্ত
ভরগীসেন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

সরস্বতী—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সহস্রবাহু—দ্বিতাজেয়রূপী ভগবানের বরে কার্তবীৰ্য্যার্জুনের বাহুদ্বয় যুদ্ধকালে সহস্রসংখ্যক হইয়া
পড়িত। এই জন্ত কার্তবীৰ্য্যার্জুনের অস্ত্র নাম সহস্রবাহু। বিস্তারিত বিবরণ
কার্তবীৰ্য্যার্জুনের ঐষ্টব্য।

সহস্রস্কন্ধ রাবণ—দশাননের অগ্রজ। সহস্রস্কন্ধ রাবণ পুঙ্কর দ্বীপে বাস করিত। সীতাদেবীর মুখে
ইহার পরিচয় পাইয়া রামচন্দ্র পুঙ্কর দ্বীপে গমন করেন ও যুদ্ধার্থী হন। সহস্রস্কন্ধ রাবণ
বায়ব্যাঙ্কে রাম সীতা ব্যাভিরেকে রাম-সৈন্যদলকে স্ব স্ব দেশে পাঠাইয়া দেয়। পরে
রামচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ অস্ত্রে নিপাতিত করিলে সীতাদেবী ভয়ঙ্করী বর্ণচণ্ডীর বেশ ধারণ
করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন।

সাগর—সগর-পুত্রগণের ধননে উৎপন্ন বলিয়া সাগর নাম হয়। সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম
সাগর। রামচন্দ্র সেতুবন্ধের পূর্বে সমুদ্রকূলে সাগরের তিন দিন উপাসনা করিয়াছিলেন।

সারণ—রাবণের মন্ত্রী। শুক ও সারণ বানরের আকৃতি ধারণ করিয়া রাম-শিবিরে গিয়া বিতীর্ণ
কর্তৃক ধৃত হয়। মিষ্টভাষী রামচন্দ্র তাহাদের আগমন কারণ জানিয়া আপনাব সৈন্যবল
তাহাদিগকে দেখাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

সিংহিকা—বাহুগ্রহের মাতা। কশ্যপ-পত্নী দ্বিতীয় গর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু ও
হিরণ্যাক্ষ ইহার সহোদর ছিল। এই বান্দরী সমুদ্র মধ্যে বাস করিত ও ছায়া আকর্ষণ
করিয়া উজ্জীর্ণমান প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিত। হনুমান্ যখন লাফ দিয়া সমুদ্র পাব
হইতেছিল সেই সময়ে ছায়াকর্ষণকারিণী সিংহিকার মুখগল্বরে প্রবেশ করিয়া
নখাঘাতে উহর ভেদ করতঃ সিংহিকাকে নিহত করে। কোনো কোনো গ্রন্থে
ইহা লিখিত আছে যে, হনুমান সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া পড়াঘাতে সিংহিকাকে
বধ করিয়াছিল।

সীরধ্বজ—রাজর্ষি জনকের পূর্বনাম ।

সুকেতু—তাড়কার পিতার নাম ।

সুকেশ—রাবণের প্রমাতামহ ।

সুগ্রীব—বালি ও মতঙ্গ মুনি ঋষ্য ।

সুতীক্ৰ—কঠিনক প্রসিদ্ধ ঋষি । রামচন্দ্র বনবাসকালে ইঁহার আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন ।

সুবাহু—তাড়কার কনিষ্ঠ পুত্র । শক্রবৈর জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও নাম সুবাহু । ইনি মধুরা পুরীতে অভিবিক্ত হইয়াছিলেন ।

সুমন্ত্র—দশরথের বৃদ্ধ সারথি ।

সুমালী—নিশাচর সুকেশের পুত্র ।

সুমিত্রা—দশরথের কনিষ্ঠা মহারাণী । লক্ষ্মণ-শক্রবৈর মাতা । কেহ কেহ বলেন, তিনি মগধ-রাজনন্দিনী । আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি সিংহল-রাজনন্দিনী ।

সুরসা—নাগমাতা সুরসা হনুমানের শক্তি ও বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল । হনুমান্ আকাশ-পথে আসিতে আসিতে সুরসা সাপিনীর সম্মুখে উপস্থিত হয় । সুরসা হনুমান্কে ভক্ষণ করিতে উত্তত হইয়া যুথ বিস্তার করিল । হনুমান্ নিজেই দেহ খুঁচ বাড়াইয়া দিল । সুরসাও তত্পবুস্ত হাঁ করিল । শেষে হনুমান্ অল্পট পরিমিত ক্ষুদ্র হইয়া সুরসার যুখে প্রবিষ্ট হয় ও ভক্ষণার্থে বহির্গত হইয়া সুরসাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া যায় ।

সুষেণ—বক্রণের ঔরসে বানরীর গর্ভজাত ।

স্বর্গ—অদ্বিত্যের গর্ভে কশ্যপের ঔরস জাত । এইজন্য সূর্য্যের নাম আদিত্য, কশ্যপের, ইত্যাদি ।

স্বর্গ—চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা পুরুবাবর পৌত্র । ইঁহার পিতার নাম ছিল শতাবর্ত ।

হনুমান্—কেশরী বানরের পত্নী অঙ্গনার গর্ভে পবন দেবের ঔরসে মহাবীর হনুমানের জন্ম হয় । রামায়ণের প্রধান নায়কগণের অন্ততম ।

হর্ষাশ্ব—ইক্ষাকু-বংশীয় কঠিনক রাজা ।

হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু—অভিশপ্ত জয়-বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মগ্রহণ করে । ভগবান্ বরাহ ও নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইঁহাদ্বিগকে বধ করেন । হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ ।



পরিশিষ্ট (খ)

শৌর্যগণিক তথ্য

— . —

- ১। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তথাপি পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি কিরূপে হইল? এবং দশরথই বা পরশুরামের হাত হইতে কিরূপে পরিভ্রাণ পাইলেন?

পরশুরাম ক্ষত্রিয় পুরুষগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন কিন্তু ক্ষত্রিয় রমণী বধ করেন নাই। যে সকল রমণী গর্ভবতী ছিলেন, তাঁহাদের গর্ভস্থ সন্তানগণ হইতে পুনরায় ক্ষত্রিয় বংশের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল।

পরশুরাম রাজা দশরথের অঙ্কুর ছিলেন। যে সময়ে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতেন, সেই সময়ে দশরথ পরশুরামের ধনুঃধর এবং কুঠার বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া তপস্কার্য মহেন্দ্র পর্বতে প্রস্থান করিবার সময়ে দশরথকে বিদায় দান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, কস্তুরের অংশে দশরথের জন্ম ও স্বয়ং ভগবান্ দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন আমিরা পরশুরাম দশরথকে বিনাশ করেন নাই।

- ২। শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার হইয়াও প্রাকৃত মানুষের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন কেন?

যে সময়ে ভগবান্ নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই ভীম গর্জনে এক উগ্রতপা মূনির পূর্ণগর্ভা পত্নীর গর্ভপাত হয়। ইহাতে ঐ মূনি অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া ভগবান্কে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অল্প অবতাবে তোমার আত্মবিস্তৃতি ঘটিবে। এই অল্প রামাবতাবে শ্রীরামচন্দ্র যে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এইরূপ বিস্মৃতিবশতঃ তাঁহার ব্যবহার মানবীয় প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল।—ভাগবত। মতান্তরে নহর্ষি সনৎকুমারের অভিশাপে রামচন্দ্রের আত্মবিস্তৃতি ঘটিয়াছিল।

- ৩। কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন কেন? এবং তিনি ও মন্দরা রামচন্দ্রের প্রতি এত ঘেঘবতী হইয়াছিলেন কেন?

কৈকেয়ী পূর্বজন্মে চন্দ্রাঙ্কিত রাজার কন্যা ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার নাম ছিল হৈমবতী। হৈমবতী স্বীয় দাসীর সহিত হিমালয় পর্বতে তপস্কা করিতেন। একদা অগস্ত্য মূনি হিমালয়-শৃঙ্গে তপস্কা করিতে করিতে শীত-বায়ুতে অতিশয় পীড়িত হইয়া রাজকুমারীর

নিকট একখানি বস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হৈমবতীর নিকটে সেই সময়ে অস্ত্র বস্ত্র না থাকায় তিনি স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের অর্ধাংশ দ্বিতে চাহিয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার দাসী আসিয়া তাঁহাকে বস্ত্রাৰ্দ্ধ দান করিতে ছিল না, অধিকন্তু রাজকুমারী হৈমবতী দাসীর কথায় মহায়ুনি অগস্ত্যকে নানা অপমানসূচক কথা বলিয়া বলিয়াছিলেন, ‘যে মহাপুরুষের দেহ শীতাতপে কাতর হয় না, যিনি বিপুল্যয়ী, যিনি আত্মসুখাভিলাষী নহেন তিনিই সাধু। স্মৃতবাং শীতাতপে যিনি পীড়িত হইয়া পড়েন—ঈহাৰ হৃদয়ে রাগ রোষ, স্বেদ-খাণ্ডুভূতি বিদ্যমান, যিনি স্বার্থাধেবী, তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিতে পারি না।’ হৈমবতীর এই কথা শুনিয়া মহায়ুনি অগস্ত্য তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই অভিশাপে তিনি রাজ-নন্দিনী, রাজপত্নী হইয়াও বিষ্ণুঘেণিণী হইয়াছিলেন। পরিশেষে হৈমবতীর অহুনে সন্তুষ্ট হইয়া অগস্ত্য বলিয়াছিলেন, ‘তোমার উদরে এক পরম বিষ্ণুভক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তদন্ত পিণ্ড প্রাপ্ত হইলে তোমার উদ্ধার হইবে ’

হৈমবতীর দাসী মধুরাও অগস্ত্যের অভিশাপে কুল্লঘেহা কুংসিং-প্রকৃতি ও বিষ্ণুঘেণিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

রামচন্দ্র বনে গমন না করিলে সীতাহরণ হয় না এবং রাবণেরও নিধন হয় না। এদ্বিকে পাপের অত্যন্ত প্রাবল্যে পৃথিবী বিশেষ পীড়িতা হইতেছেন জানিয়া দেবগণের পরামর্শে কৈকেয়ীর জীল্লাগ্রে ছুটী সরস্বতীর আবির্ভাববশতঃ কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইতে এতদূর ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

৪। রামচন্দ্র সেবতুল্যে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কেন ?

নল প্রথম দিনে দশ যোজন সমুদ্র বন্ধন করে। সংবাদ পাইয়া রাবণ সেই বন্ধন ভাঙ্গিয়া দেয়। রাবণ অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল। প্রতিদিন যে বাধ প্রস্তুত হইত তাহার প্রান্ত-সীমায় রামচন্দ্র বিভীষণের পরামর্শে এক এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতেন। রাবণ শিবলিঙ্গ ঘেঁষিয়া তাহা আর ভাঙিতে পারিত না। বলদৃষ্ট রাবণের হাত হইতে সেতুর বন্ধার্ধ রামচন্দ্র এইরূপে কয়েকটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।

৫। রাম লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন স্বীকারের কারণ কি ?

এই নাগপাশ অস্ত্র ময় দানবের ছিল। কস্তা মন্দোহরী মেঘনাথকে প্রসব করিলে ময় দানব দৌহিত্রের মুখ ঘেঁষিবার সময় এই নাগপাশ অস্ত্র দিয়াছিলেন। এই নাগপাশ প্রয়োগ করিলে একবারে চুরাশি লক্ষ সাপ সেই ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরিত। মেঘনাথ নিকুলিলা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া রণে অগ্রসর হইলে সেদিন তাহার সহিত যুদ্ধে সুকলকেই পরাজিত হইতে হইত। সেদিন মেঘনাথ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া অগ্নির নিকট বিষ্ণু-পবাকর বর পাইয়া যুদ্ধে আসিয়াছিল; তৎকালে অগ্নির সম্মানবন্ধার্ধ রামচন্দ্রকে নাগপাশ বন্ধনের কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র গরুড়কে বলিয়াছিলেন—ব্রহ্ম-অংশে

নাগগণের জন্ম। স্নাতবাং নাগগণকে নিহত করিলে ব্রহ্ম-বধ পাপের সম্ভাবনা।
এই জন্ত রামচন্দ্রকে নাগপাশের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

৬। সীতাদেবীর বিবাহে রাজর্ষি জনক ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলেন কেন? হরধনুস পূর্ব ইতিহাস কি?

ব্রহ্ম-যজ্ঞে সার্ক-চতুর্বিংশতি পর্ক এক বেণু দণ্ড (বাশ) উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা সেই বেণু-
দণ্ডের নয় পর্ক লইয়া সার্ক ধনু নির্মাণ করেন। সেই ধনু বিষ্ণু ধারণ করেন। তার
পরে সপ্ত পর্কে জয়ন্ত ধনু নির্মিত হয়। শিব ঐ ধনু গ্রহণ করেন। তার পরে পঞ্চ পর্কে
আর এক ধনু নির্মিত হয়, তাহার নাম হয় কোদণ্ড। তাহা ইন্দ্রের ধনু হইয়াছিল।
তৎপরে তিন পর্কে গাণ্ডীব ধনুর উৎপত্তি হয়। ইহা অর্জুন ধারণ করিতেন। বাকি
অর্ধ পর্কে ব্রহ্মা মুরলী নির্মাণ করিয়াছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করেন,
তখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে ঐ মুরলী প্রদান করিয়াছিলেন।

পরশুরাম মহাদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। মহাদেব ঐ জয়ন্ত ধনু প্রিয় শিষ্য পরশুরামকে প্রদান
করেন। একদা পরশুরাম জানকীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্ত
জনক রাজার বাড়ীতে উপস্থিত হন। রাজর্ষি জনক বলিয়াছিলেন, আমার কন্যা এখনো
বালিকা; এখনো তাহার পৌগণ্ড (পৌগণ্ড দশমাবধি) অবস্থা হয় নাই। স্নাতবাং এমন
সময়ে কিরূপে বিবাহ দিতে পারি। তবে আপনাকে কন্যাদান করিতে আমার কিছুমাত্র
আপত্তি নাই। বরং ইহা আমি অতি শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করি। জনকের এই
কথা শুনিয়া পরশুরাম বলিয়াছিলেন, আমি তপশ্চার জন্ত মহেন্দ্রে পর্কতে চলিলাম।
তথা হইতে ফিরিয়া আনিয়া তোমার কন্যাকে বিবাহ করিব। তপশ্চার যদি বহুদিন
অতীত হইয়া যায় এবং এই কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হয় তবে এই কথাও বলিয়া
ধাইতেছি যে, যে বীর আমার এই ধনুক ভঙ্গ করিতে পারিবে তাহার সহিত এই কন্যার
বিবাহ দিবে। তদবধি এই ধনুক রাজর্ষি জনকের বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র
ঐ হরধনু ভঙ্গ করিয়া জানকীকে বিবাহ করেন।—বৃহৎ সারাবলি।

মতান্তরে—মহাবল শূলপাণি দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থ গমন করিয়া তাঁহার জয়ন্ত নামক ধনুকে শিঞ্জিনী
যোজনা করতঃ দেবগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার অপমান করিয়া দক্ষের যজ্ঞে
আগমন করিয়াছ, এজন্ত আমি তোমাদিগকে বধ করিব। দেবগণ মহাদেবের ক্রুদ্ধবেশ
দেখিয়া ভীত হইলেন এবং নানাপ্রকারে মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবগণের
স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব সেই ধনু দেবগণকে প্রদান করেন। দেবতাগণ সেই
ধনু রাজা জনকের পূর্বপুরুষ দেবরাতকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি সেই ধনু
মিথিলার রাজত্ববনে রক্ষিত ছিল। জানকীর অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখিয়া রাজা জনক
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে বীর এই হর-ধনু ভঙ্গ করিতে পারিবে, তাঁহারই সহিত
সীতাদেবীর বিবাহ দিবে।—বাস্তবিক রামায়ণ।

৭। লক্ষ্মণ শূর্ণগণ্য নাক-কাণ কাটিয়াছিলেন কেন ?

ইন্দ্রসভায় সাহুবিদ্যা নারী অঙ্গরী নৃত্যগীত করিত। একদা ইন্দ্রসভার মহাতপা কশ্যপ আগমন করেন। কশ্যপকে দেখিয়া ঐ রূপযৌবন-গর্ভিতা সাহুবিদ্যা মুখ বিস্তার করিয়া নানারূপ অঙ্কতকী করিতে করিতে মূনির সম্মুখে দিয়া চলিয়া গেল। ইহা দর্শনে মহামতি কশ্যপ আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া সাহুবিদ্যাকে অভিশাপ দান করেন যে, পরজন্মে তুমি বান্ধসকূলে জন্মগ্রহণ করিবে ও তোমার নাক এবং কাণ কাটা যাইবে। পরজন্মে ঐ সাহুবিদ্যা শূর্ণগণ্য বান্ধসরূপে জন্মগ্রহণ করে ও লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন।

৮। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতনের কারণ কি ?

তাস্থিকগণ বলেন, রাম ও রাবণের শক্রতাব দ্বিভাভাগেই থাকিত। রাজিকালে তাঁহারা বন্ধুভাবে চক্রাঙ্কুঠান করিতেন। সেই চক্রে মন্দোদরীও উপস্থিত থাকিতেন। মহসা এক রজনীতে লক্ষ্মণ সেই চক্রাঙ্কুঠানক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেই সময়ে মন্দোদরী চক্রমধ্যে উপবিষ্টা ছিলেন। সুরূপ সুন্দর তরুণ লক্ষ্মণকে দেখিয়া মন্দোদরীর চিত্তবিকার হয়। ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ তাহা বুঝিয়াও মন্দোদরীকে উপেক্ষা করেন। এইজন্য মন্দোদরী অত্যন্ত রোষাবিষ্টা হইয়া শক্তিশেলে নিপতিত হইবে' বলিয়া লক্ষ্মণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। মন্দোদরীর এই অভিশাপে লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত হইয়াছিলেন।

৯। সীতাদেবীর বনবাস কেন ঘটে ?

কেহ কেহ বলেন, সীতাদেবী মধুর রাম-নাম শুনিবার জন্য বালিকা বয়সে এক শুক পক্ষীকে ধরিয়া স্বর্ণ পিঞ্জরে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। শুকপক্ষী সারিকা এই জন্য দারুণ মনোবেদনা পাইয়া সীতাদেবীকে অভিশাপ দেয়। এই অভিশাপে সীতাদেবীর বনবাস ঘটে। ঐ পিঞ্জরবদ্ধ শুকপক্ষী মৃত্যুর পরে সীতা-রাম-চরিত্রে কলঙ্কারোপকারী রজক-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

১০। রাবণ বধের পর সীতাদেবীর উপর রামচন্দ্রের দৃষ্টি ভুত অক্ষুকুল ছিল না কেন ?

রাবণ বধের পর সীতাদেবীর হর্ষাতিশয় দেখিয়া মন্দোদরী সীতাদেবীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তুমি স্বামীর বিষদৃষ্টিতে পতিত হইবে।

১১। রাবণ, রমণীগণের অসম্মতিতে তাহাদের সতীত্ব অপহরণ করিতে পারিত না কেন ?

একদা রাবণ রমণীর অপমান করার কুবের-পুত্র নলকুবেরের নিকট অভিপ্রায় হয় যে, বলপূর্বক কোনো রমণীর সতীত্ব নাশ করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার দশমুণ্ড ধসিয়া পড়িবে। এইজন্য রাবণ বিনা সম্মতিতে কোনো রমণীর উপর অত্যাচার করিতে পারিত না।

১২। রাবণের দশমুণ্ড হওয়ার কারণ কি ?

আসুরিক সময়ে নিকবা, মূনি বিশ্ববার নিকট পুত্রবর প্রার্থনা করে। মূনি দশবার নিবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু নিকবা দশবারই মূনির নিবেদন না শুনিয়া পুত্র বর প্রার্থনা করে। এইজন্য রাবণের দশমুণ্ড হয়।—বৃহৎ সারাবলি।

১৩। লব-কুশের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্রাদির পরাজয় হইয়াছিল কেন ?

রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া রামচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলে নিকবা অভিশাপ দিয়াছিল যে, সম্বলে তুমি পুত্রের নিকট পরাজিত হইবে। এই অভিশাপে রামচন্দ্রাদি লব-কুশের সহিত যুদ্ধে পরাজয় ঘটে।

১৪। হনুমানের আত্মবিস্মৃতির কারণ কি ?

হনুমান্ সূর্যের নিকট বেদ পাঠ করিতে যায়। সূর্যদেব অস্বীকার করিলে হনুমান্ উত্তর ও অস্ত গিরির মধ্যে দাঁড়াইয়া সূর্যের গতিরোধ করে। অগত্যা সূর্যদেব হনুমান্কে বেদপাঠ করাইতে থাকেন। হনুমান্ নিজের অপূর্ণ প্রতিভায় সমস্ত বেদ আয়ত্ত করিয়া লয় ও আরও শিক্ষা দ্বিবার অগ্ররোধ করে। কিন্তু সূর্যদেব হনুমান্কে আর পাঠ দিতে পারিলেন না। এই অস্ত হনুমান্ নিজেকে এক টোল খুলিয়া বসিল। ইহা দেখিয়া সূর্যদেব নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া হনুমান্কে অভিশাপ দেন যে, আজ হইতে তোমার আত্ম-বিস্মৃতি ঘটবে। এই আত্মবিস্মৃতি নিবন্ধন হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইতে পারে, ইহা বিস্মৃত হইয়াছিল।

১৫। বাণরেরা চিরদিন গৃহহীন কেন ?

হনুমান্ লঙ্কাপুরী পোড়াইয়া ত্র্যশেষ করিলে নিকবা অত্যন্ত কাতর হইয়া হনুমান্কে অভিশাপ দিয়াছিল যে, তুমি লঙ্কাপুরী পোড়াইয়া সকলকে নিরাস্রয় করিয়াছ। এই অস্ত আমি শাপ দিতেছি যে, তোমার বংশোদ্ভব সকলেই চিরদিনের অস্ত গৃহহীন হইয়া থাকিবে। নিকবার এই শাপে বাণরগণ গৃহহীন হইয়াছে।

১৬। দণ্ডকারণ্য রাক্ষসদের বাসভূমি হইয়াছিল কেন ?

দণ্ডরাজ শুক্রকর্তা অজার (বাসীকি-মতে অবজা) অপমান করিলে শুক্র-শাপে দণ্ডের বিশাল রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। ঐ রাজ্যে যে সকল ঋষি বাস করিতেন, তাঁহারা রাজা দণ্ডের রাজ্য ত্যাগ করিয়া অত্র একস্থানে গিয়া বাস করেন। ঐ ঋষিগণ যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন তাহার নাম হয় জনস্থান। দণ্ডের ঐ রাজ্য নষ্ট হইয়া ষোর অরণ্যে পরিণত হয়। এজন্য ঐ অরণ্যের নাম হয় দণ্ডকারণ্য। এই দণ্ডকারণ্যের মধ্যেই পঞ্চবটী নামক বিখ্যাত অরণ্য। এই পঞ্চবটীতে এক সময় হৃষ্ণিক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে পঞ্চবটী-বনবাসী মুনিগণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া অন্ন তিক্ষা করেন। গৌতম অন্ন-পানীয় প্রদান করিয়া অনেক দিন ঐ মুনিগণকে পালন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে ঐ মুনিগণ জনস্থানে ফিরিয়া যাইবার অস্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু গৌতমের ভয়ে কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। তখন মুনিগণ মায়া-প্রভাবে এক গাভীমূর্তি গঠন করিয়া গৌতমের শস্যাগারে ছাড়িয়া দিলেন। গৌতম ঐ গাভীকে তাড়াইতে গিয়া যেমন ঐ গাভীকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন, অমনি সেই মায়ামুটে গাভীমূর্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। এই ব্যাপারে উক্ত মুনিগণ গো-হত্যার দোষ দেখাইয়া ঐ বন পরিত্যাগ করিয়া জনস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। মুনি গৌতম মুনিগণের এরূপ ছলনা জানিতে পারিয়া এই অভিশাপ দান করেন যে, “যেখানে এই রূপ ছলনা অমুষ্টিত হইয়াছিল, সেই স্থান রাক্ষসদের বাস-ভূমি হউক।” এই অভিশাপে দণ্ডকারণ্য, বিশেষতঃ পঞ্চবটী রাক্ষসদের বাস-ভূমি হইয়াছিল।—তুলসীদাস-বানায়ণ।

পরিশিষ্ট (ঙ)

কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে বাঙ্গালীর সামাজিক আচার-ব্যবহারের পল্লিতন্ত্র :

প্রায় পাঁচ শত বর্ষ পূর্বে অমর কবি কৃষ্ণিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে বাঙ্গালীর সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিস্তারিত উল্লেখ না করিলেও, প্রসঙ্গতঃ যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের গৃহস্থালীর কথা সমাজ-বিন্যাসের কথা, ধর্ম ও কর্মজীবনের অভিব্যক্তি যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিব। আশা করি আমাদের এই আলোচনা পাঠকের বিরক্তিকর হইবে না।

কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ পড়িয়া আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালীন বাঙ্গালী জাতির গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সুনির্মলিত ধর্মপ্রবণ ছিল। তখন বাঙ্গালীদিগের বিবাহাঙ্গি শুভকর্মের প্রারম্ভে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হইত। তাহার পর বর-কন্যা উভয়ে মিলিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতেন। বিবাহান্তে সুলশয়্যার ব্যবস্থা ছিল। বিবাহের পরদিন 'বাসি বিয়া' কন্যার পিতার বাটীতে সমাহিত হইত। বিবাহে কন্যার পিতা বরকে অনেক মৌতুক দিতেন। তখন কালবাত্রি বলিয়া একটা বিশেষ বজনীকে বুঝাইত। সাধারণতঃ তাহা 'বাসি বিয়ার' পরদিনের রাত্রিকে বুঝাইত। সেদিন বর-কন্যা একসঙ্গে থাকিতেন না। কালবাত্রিতে বর, স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিতেন না। ঐ কালবাত্রিতে মিনি স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিতেন, তাহার স্ত্রী চিব-দুর্ভাগা হইতেন বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিত। বিবাহের পূর্বে বর ও কন্যার অধিবাস হইত। কন্যার অধিবাস-ঐব্য বরের বাড়ী হইতে ও বরের অধিবাস-ঐব্য কন্যার বাড়ী হইতে প্রেরিত হইত এবং সেই অধিবাস-ঐব্য লইয়া ভার-বাহকদের সহিত একজন স্রাজ্জ বর ও কস্তার গৃহে গমন করিতেন। অধিবাসের পূর্বে অধিবাসের স্থানে মঙ্গল-ঘট স্থাপনা করত হইত এবং সেই ঘণ্টের উপরে আশ্রাখা ও নীচে দুর্কা-ধান বেঁধিয়া হইত এবং বেঁধিয়া পাঠ করিয়া বর কস্তার-লগাটে চন্দন লেপন করা হইত। এই সময়ে বর-কস্তাকে নানাপ্রকার বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবার রীতি ছিল এবং বিবাহান্তে বর কস্তাকে অলংকার দিয়া এক সুসজ্জিত গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইত।

কৃষ্ণিবাসের বর্ণনা হইতে ইহা অনুমিত হয় যে, তখন কত্রিয়গণের বিবাহে প্রথমে বরপক্ষ কস্তার অধিবাস-ঐব্য প্রেরণ করিতেন। বর ও কস্তাপক্ষ প্রাপ্ত অধিবাস-ঐব্য সকল প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন।

কজ্জিরপূর্ণের উপনয়ন প্রায়ই বিবাহের সময়ে সম্পন্ন হইত। অধিবাসের পূর্ব নাশ্বীমুখ শ্রদ্ধ হইতে এবং নাশ্বীমুখ-উপলক্ষ্যে বহু দান দিবার প্রথা ছিল। বিবাহের পূর্বে বর ও কস্তাকে হরিয়া মাধানো হইত এবং সখী ও রহস্তপাত্রী রমণীগণ বর-কস্তার অঙ্কে পিঠালি মাখাইয়া দিতেন। বর ও কস্তার হস্তে মঙ্গল-তুলে রাখিয়া তাহাদিগকে “সুবর্ণের পাটে” বসাইয়া নানারূপ বস্ত্রালঙ্কারে সাজানো হইত।

কজ্জির ও ধনী ব্যক্তিগণ চতুর্দোলে চড়িয়া বিবাহ করিতে যাত্রা করিতেন। সেই চতুর্দোল সুন্দররূপে সজ্জিত হইত। বর বসিবার পূর্বে সেই চতুর্দোলে সুবর্ণনির্মিত মঙ্গল-কলস স্থাপনা করা হইত। চতুর্দোলের উপর চিত্রবিচিত্র চাঁদোয়া টাঙ্গানো হইত। সেই চাঁদোয়ার চারিদিকে গন্ধমুক্তার ঝারা ঝলমল করিত। সুন্দর সুবেশ বালক বা কুমারী কস্তাগণ বরকে গজাঙ্গলী চামর চুপাইয়া ব্যঞ্জন করিত। কজ্জির বাঙ্গলগণ সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া ধর্মস্বীকরণ ধারণ করিয়া বরের উপর বসিতেন। সেই সময়ে ভাটগণ বায়বার পড়িত। নর্তকেরা নর্তন করিত। দামানী হগড় ইত্যাদি নানাপ্রকার বাজ বাজিত। বিবাহ-সভার সম্মুখে সুবেশ-সুন্দর পুরুষের নৃত্য হইত।

কস্তার পিতৃগৃহে বিবাহ হইত। বর ও বরযাত্রীগণ কস্তার পিতৃগৃহে গমন করিতেন। বরযাত্রীগণ কস্তার পিতৃগৃহে অপরের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিতেন না। তাঁহারা স্বয়ং পাক করিয়া ভোজন করিতেন। ছায়ামণ্ডপের নীচে কস্তা সজ্জান করা হইত। বিবাহ সভায় সর্বপ্রথমে বরের বরণ হইত ও অন্তঃপূর্বিকা রমণীগণ পারে হাথি ও মাথায় দুর্লা-ধান দিয়া বরকে বরণ করিতেন। বরণকের পুরোহিত ও কন্যাপক্ষের পুরোহিত বর ও কস্তাপক্ষের বংশ-পরিচয় প্রদান করিতেন, পরে বিনয় প্রকাশার্থ বরের পিতা ও কন্যার পিতা অভ্যন্তরবর্ণের কথা বিজ্ঞাপিত করিতেন। সেই সময়ে মাথায় আমলকী দিয়া কন্যাকে তোলা জলে দান করান হইত। প্রসাধনের জন্য সখীরা কন্যার কেশ চিকুড়ী দ্বারা আঁচড়াইয়া কবরী রচনা করিয়া দিত এবং তারপরে কপালে সিন্দূর বিন্দু দিয়া নাসিকায় মুক্তাশ্রিত কেশর, সর্ষপদীরে পাটের পাছড়া, গলায় সিলিমিলি হার, বকে কর্ণময় কাঁচুলি, বাহুতে কর্ণভাড়া, কর্ণে সোনার কর্ণমূল, মণিবন্ধে দুইখোড়া শঙ্খ, শুভপুবি কর্ণকরণ ও কর্ণ-মুগলে বাজান মূপুর পরানো হইত। কন্যা ছায়ামণ্ডপে গিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বরকে নমস্কার করিত।

কস্তা, বরকে স্বয়ং সাতবার প্রদক্ষিণ করিত এবং বহুগণ অন্তঃপটের (লক্ষ্যবস্ত্রের) আবরণ দিয়া বর-কস্তার শুভবৃষ্টি করাইতেন। শুভবৃষ্টির পর জলধারা দিয়া বর-কস্তাকে ধবে তোলা হইত ও পরে কস্তাকে অন্ধকার ঘরে পোয়ানো হইত। কস্তাকে খুঁজিয়া নাহির করিবার ক্ষমতা বরকে বলা হইত। সেই সময়ে রহস্তপাত্রী রমণীগণ বরকে বর্ষিপূজা করিতে বলিতেন। বিবাহের সময় পক্ষ হরীতকী দিয়া কস্তা দান করিবার প্রথা ছিল। বিবাহের পর বর-কস্তাকে একত্র বসাইয়া কর্ণপালে পারস পিঠক অন্ন হাথি দুই হস্ত বদ্যবর্ত্ত দুই সহ বর্তমান কলা প্রভৃতি ভোজন করানো হইত। কস্তার পিতা কামাতাকে গ্রাম পত্র অথবা গন্ধ প্রভৃতি নামাঙ্কন বৌদ্ধক প্রদান করিতেন। বিবাহের পর বর ও বরযাত্রীগণ ছায়ামণ্ডপে বসিয়া কস্তার পিতার নিকটে

বিদায়-প্রার্থনা করিতেন। কষ্ণার পিতা সেই সময়ে বর ও বরষাত্রিগণকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিতেন। বিবাহের সময়ে বরকে স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদানের নিয়ম ছিল। বিবাহের অল্প বর আসিলে দ্বিধি দুষ্ক গঙ্গাঙ্গল অঙ্কুর চন্দন গুয়া নারিকেল উত্তম বসন ইত্যাদি দিয়া বরকে বরণ করা হইত। সেই সময়ে বেদপাঠও হইত। শান্তুড়ী বরকে বরণ-ডালা লইয়া বরণ করিতেন। শান্তুড়ী বরের পায়ে দ্বিধি ও শিরে দুর্কা-ধান দিতেন এবং মস্তকে নিছিয়া পাণ কেলিয়া দিতেন। বিবাহের পর বাসর-ঘরের পালা ছিল। বাসর-ঘরে কষ্ণার সখীরা বরকে নানাপ্রকার পরিহাস করিত। বিবাহের পর দিনেই বর কষ্ণার বিদায় হইত। বিবাহের পর দিন কষ্ণা কর্তা অসুরোধ করিলে বরপক্ষীয় লোকেরা সে-দিন কষ্ণার পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেন এবং পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সহ অন্ন ভোজন করিতেন। ভোজনের শেষে দ্বিধি দুষ্ক দিবার প্রথা ছিল এবং আচমনান্তে কপূর-তাম্বুলে মুখের শোধন হইত।

কন্যা স্বপ্নর-গৃহে আসিলে কন্যার কক্ষে পূর্ণ কুম্ভ এবং মাথায় খই-কলাপূর্ণ ডালা দেওয়া হইত। ও সেই ডালা হইতে খই-কলা ছড়ানো হইত। বধুকে নানাপ্রকার যৌতুক দেওয়া হইত। শান্তুড়ী সোনার কঙ্কণ দিয়া নব-বধুর মুখ দ্বিধিতেন এবং জলধারা দিয়া পুত্র ও বধুকে ঘরে তুলিয়া পীড়ি পাতিয়া বসাইয়া নানাপ্রকার যৌতুক দিতেন এবং পরে বধুর আপমনের জন্য স্বজাতীয়গণকে ভোজ দেওয়া হইত। বরকন্যা আসিবার সময় দীন দুঃখী ও দ্বিজগণকে ধন দান করা হইত। কন্যাকে স্বপ্নরালয়ে পাঠাইবার সময় কন্যার পিতা-মাতা কন্যাকে নানারূপ সহৃদয়শ দিতেন।

পূর্বে নয় মাস গর্ভের সময়ে পঞ্চামৃত দিয়া গর্ভের শোধন করা হইত। সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে গণক (জ্যোতিষী) আসিয়া নবজাত কুমারের জন্ম-নক্ষত্রাদি নিরূপণ করিতেন এবং পিতা ব্রাহ্মণকে ধন দান করিতেন। নবকুমার জন্মগ্রহণ করিলে পুরস্ত্রীগণ গৃহের ভদ্রীপ জালিতেন ও নবকুমারের মঙ্গলার্থে তৈল-হরিদ্রা বিতরণ করা হইত। নবকুমারের জন্মের পর পাঁচ দিনে পাঁচুটি, ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা, আটদিনে আট-কলাই হইত ও বালকগণকে ডাকিয়া আনিয়া আট কলাই দেওয়া হইত। সেই সময়ে স্বর্ণ দান করার প্রথাও ছিল। ঋত্বিয় রাজাদের তের দিনে শুভ-অশৌচের অন্ত হইত। কুমার ছয় মাসের হইলে তাহার অন্নপ্রাশন হইত ও তদুপলক্ষে স্বজাতীয়গণের মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান হইত এবং পুরোহিত জাতকের মুখে অন্ন প্রদান করিতেন। অন্নপ্রাশনের পর জাতককে নানাপ্রকার যৌতুক দান করার প্রথা ছিল। অন্নপ্রাশনের পর জাতকের নামকরণ হইত। নামকরণের পর পুরোহিতকে গান্ধী দানের প্রথা ছিল। ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় পঞ্চ কুঁটি রাখিত এবং গলায় নানা প্রকার অলঙ্কার পরিত। শিশুগণকে পীত ধড়া, স্বর্ণ কাঠি, স্বর্ণ কিঙ্কণী, নুপুর প্রভৃতি পুরানো হইত। শিশুরা পাঁচ বৎসরের হইলে তাহাদিগকে গুরুগৃহে পাঠানো হইত। সেখানে তাহাদের বর্ণপরিচয় হইলে আঠার ফলা পড়ানো হইত। তার পর যথাক্রমে ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্র, স্মৃতি পড়িয়া শেষে চারি বেদ পাঠ করিয়া পাঠ সমাপন হইত। ঋত্বিয় বালকগণের

বিদ্যাশিক্ষার পর অল্পশিক্ষা হইত। বালকেরা প্রাতঃকালে ব্যায়ামশালায় ব্যায়াম করিত এবং অন্ত্যস্ত খেলার মধ্যে বালকদের মধ্যে দাত্তাগুলি খেলার ব্যবহার ছিল।

পূর্নকালে অগ্নি সাক্ষী করিমা মিত্রতা-বন্ধন হইত। গুরু নিন্দা করা পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। সকলে ত্রিসঙ্ঘা করিত ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিত। লোকেব মন্ত্র-শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল। লোকে অপুত্রের মুখ দেখিয়া শ্রাদ্ধাদি কণ্ড করিত না। ইহাতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া ব্যর্থ হইত বলিয়া বিশ্বাস করিত। অপুত্রকে পানী বলিয়া মনে করা হইত। অধিকবয়স্কা কুমারী কন্যা থাকিলে রাজার পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। নারীগণ প্রসাদনে কবরীতে কুমুম-মাল্য অর্পিত করিতেন। শুভকার্যে বমণীগণ অন্ন অন্ন দিয়া ছলাছলি দিতেন ও নানাপ্রকার বেশ-ভূষা করিতেন।

শুভকর্মে বা কোনো উৎসবে রাজারা গুরুর সম্মান সর্কাগ্রে করিতেন। সামস্ত রাজগণ এই সময়ে সম্রাটকে বার্ষিক কর প্রদান করিতেন। শ্রিয়-সংবাদবাচিনী দাসীকে অষ্ট অলঙ্কার দিবার প্রথা ছিল। অমঙ্গল নষ্ট করিবার জন্য লোকে তীর্থোদকে স্নান করিত এবং ধীন-দুঃখী ব্রাহ্মণকে ধেনুদান, স্বর্ণদান, শিলাদান প্রদান করা হইত। ব্রাহ্মণ বাটীতে আগমন করিলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন ও পাণ্ড-অর্ঘ্য দানের রীতি ছিল। পূর্নকালে বিবাহ-যোগ্য রাজকুমারীগণ বীর্ষাশুকা হইতেন। বরকে কোনো বীরত্বপূর্ণ কার্য দেখাইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে হইত। তৎকালে সাধারণতঃ পুরুষগণের পোষাক কিছু টিলা বকমের থাকিত। কোনো শ্রমসাধ্য কার্য করিবার সময় ঝাঁটিয়া কাপড় পরিতে হইত। তখন লোকে পুণ্যার্থিত্তে গন্য মানে যাইত। সদ্গুণ থাকিলে চণ্ডালও উচ্চবর্ণের সহিত মিত্রতাসূত্রে বন্ধ হইতে পারিত। তখন সকলে সংসার অসার বলিয়া মনে করিত। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে সকলই হইতে পারে বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল। যে কোনো শুভ কর্মে অগ্রে ব্রাহ্মণের সমাদর করা হইত। শুভকর্মে তাটগণ রায়বার পাড়িত ও ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিতেন।

মাননীয় বা সম্মানের পাত্রকে বাড়ীতে আহ্বান করিতে হইলে ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করা হইত। তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন করা হইত। কোন শুভকার্যে গৃহের প্রবেশ-দ্বারে ঘৃত-প্রদীপ জালিয়া রাখিবার প্রথা ছিল এবং দ্বারদেশে আত্মশাখা দিয়া পূর্ণকুম্ব রাখা হইত। তখন লোকে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য পুষ্পবর্ষণ করিত। উৎসব উপলক্ষ্যে নগরীর নানাপ্রকার সাজসজ্জা হইত। পূর্নকালে সকল কার্যেই ভগবানের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হইত। সুখ দুঃখ কর্মফল বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ছুফের ব্যবসায় ছিল। ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিতেন এবং সকলেই নিত্য নিয়মিত যজ্ঞ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ রাজাদের নিকট ব্রহ্মোত্তর ভূমি পাইতেন।

নারীহত্যা মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রজাপীড়ন, গুরুপরীবার, হান্ধনা না হেওয়া আত্মপ্রশংসা করা, পরনিন্দা করা, বিশ্বাসঘাতকতা এইসব মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। অতিথি প্রত্যাখ্যান পাপ বলিয়া গণ্য হইত। প্রতিগ্রহ করা তখন মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। দূত-হত্যা রাজকর্মের অন্তরায় স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইত। পূর্ন লোকে শাস্ত্রবাক্যে গভীর বিশ্বাস করিত। এইজন্য তাহারা অহ্মান হইতে ভাত

অব্যাহিরণে আশ্রয় করিত। অগ্নিপূজা বা প্রতিমা বিসর্জনের সময় কনকাজলি দিবার প্রথা ছিল। অগ্নিকে পাপপুণ্য-সাকী বলিয়া মনে করা হইত। অগ্নায় কৰ্ম করিলে মানুষ পাপভাগী হয় ও এককৃত্ত মুক্তার পরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল।

বৃহৎ রাজা রাজপুত্রকে দৌবরাজ্যে অতিথিত করিবার সময়ে যুবরাজকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া রাজনীতি শিক্ষা দিতেন। জ্যেষ্ঠ বিद्यমান থাকিতে কনিষ্ঠ রাজপদ প্রাপ্ত হইতেন না। ধনী ব্যক্তিগণ স্বর্ণশীটে বলিয়া সোনার ধারায় ও সোনার বাটিতে ভোজন করিয়া স্বর্ণ ভূজারে জল ভরিয়া সোনার ডাবরে আচমন করিতেন। আর্ধ্যগণ প্রভাতে উঠিয়া স্নান-তর্পণ করিতেন। কোনো প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে ফুল-পুষ্প লইয়া দেখা করিবার রীতি ছিল। রাজারা বর্ষাকালে যুদ্ধযাত্রা করিতেন না। ধনীঘরের গৃহ ময়ূর-পাখায় ছাওয়া হইত। ধনী লোকেরা নারায়ণ তৈল মাখিতেন। ধনিগণের ঠিকানে প্রিয় বৃক্ষসকলের মূলদেশ মণিকুটিমে শোভা পাইত।

সম্মানাস্পদ ব্যক্তির সম্মান বর্জনার্ধ পুষ্পের মাল্য সম্ভ্রদানের রীতি ছিল। বিনয় প্রকাশের জন্য লোকে তখন গলায় কাপড় দিয়া এবং বুরে হাত ছোড় করিয়া কথা বলিত। কেহ কোনো অগ্নায় কার্য করিলে বেশ মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। বৃদ্ধের প্রথমে গালাগালি হইত। বৃদ্ধ সৎকার প্রধান করিবার জন্য ভয়-পাইক থাকিত। সে রাজাকে বৃদ্ধের সৎকার জানাইত। কোনো স্থানে যাত্রা করিবার সময়ে দক্ষিণে সবৎসা ধেনু, হরিণ, ব্রাহ্মণ-দর্শন-শুভ বলিয়া ও বামে শব শিবা পূর্ণ কুন্ত দর্শন বলিয়া অহুমিত হইত। বামে নর্প ও দক্ষিণে শূগাল দেখা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিত। ঘোর বিপৎপাতে নানাপ্রকার অন্তত দর্শন ঘটিল বলিয়া লোকে মনে করিত। জাতিদের মধ্যে বিবাহ প্রাচীনকাল হইতেই ছিল। কাহাকেও সম্মান করিবার জন্য বাটা ভরিয়া পান দিবার রীতি ছিল। পুরুষেরা তখন স্ত্রীলোকদের মত লম্বা চুল রাখিত। বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রমণীগণের সহিত পাশা-সারি খেলিতেন।

পূর্বেকালে পুরুষেরা নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন এবং প্রয়োজনের সময় শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া স্ত্রীর বক্তব্য-বিষয়ের সমর্থন করিতেন। দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে দেবপূজা ও দরিদ্রকে ধনদান করিবার জন্য লোকে পরামর্শ দিত। জেতার শূন্দের তপস্যায় অধিকার ছিল না। রাজনীতির প্রধান শিক্ষণীয় ছিল সাম, দান, ভেষ্য, দণ্ড। মুক্তার পূর্বে লোকে অরুদ্ধতী নন্দ্র দেখিতে পায় না, প্রহীপ নির্কায় গছ টের পায় না, নিল্লের ছায়া দেখিতে পায় না, বজ্র-বাক্য গ্রাহ্য করে না—ইত্যাদিতে বিশ্বাস করিত। কতমুখ চুবিয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে কত আরাম হইত বলিয়া তখনকার লোকের জানা ছিল।

পূর্বে সমাজের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল। উচ্চশ্রেণীর রমণীগণ নানা শাস্ত্র পুঁথি পাঠ করিতেন এবং প্রয়োজনের সময় শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিতে পারিতেন। সপত্নী-সন্তানের উপর বিমাতার ঈর্ষ্যা স্বাভাবিক ছিল এবং বিমাতা শত্রুর মতো গণ্য হইত। সন্তানের কোন বিপদ ঘটিলে মাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া সন্তানকে বন্ধন করত এবং নানা প্রকার সিন্ধু সন্তানের মঙ্গল

কামনা করিতেন। স্বামী পরম ধৈর্যতা, গুরু, বহু, মন্ত্রদাতা বলিয়া একান্ত নির্ভরতা ছিল। পুরনারীগণ গৃহের বাহিরে আসিতেন না। স্বামী বৃদ্ধ-যাত্রা করিলে স্ত্রী নানাপ্রকার মঙ্গল কর্ণের অর্চনা করিতেন। স্বামী-সেবা স্ত্রীলোকের পবন কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

রমণীগণের যুগ্মভূক্ত সৌন্দর্যের চিহ্ন বলিয়া অস্বীকৃত হইত। পূর্বকালে ধনী রমণীগণের প্রসাধনের অল্প ললাটে সিন্দূরের টিপ, নয়নে কঙ্কল, কপালে পোরোচনা চর্কা, অলকা-তিলকা রচনা, পাছাতুলিতে বস্ত্রভূষা, করে শঙ্খ কঙ্কণ, কটিতে কিঙ্কণী, পায়ে বস্ত্রনুপুৰ পৃষ্ঠে বেণী প্রাস্তে লঘমান প্রবালের ঝাঁপা, গন্ধবাণ ও চাঁপা ফুলের সৌগন্ধে অলংকার, হস্তে বাজুবন্ধ ও পায়ে মল পরিবার রীতি ছিল। জ্যেষ্ঠাগ্রন্থের পত্নী মাতৃভূষা ও জ্যেষ্ঠাগ্রন্থ পিতৃভূষা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। স্বামী বৃদ্ধ-যাত্রা করিলে স্ত্রীগণ আসিয়া স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া মঙ্গল পাঠ করিতেন। রমণীগণের কেশ-সংস্কারে ও প্রসাধনে আমলকী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। কোথাও ঘাইতে হইলে পুরনারীগণ হোলায় চড়িয়া যাইতেন ও তাহা নেতার বসনে আবৃত থাকিত।

বড় ভাইয়ের স্ত্রী ইচ্ছা করিলে কনিষ্ঠের নিকট থাকিতে পারিতেন। নারীগণ সাগরের মিকট পুত্র কামনা করিতেন। অঙ্কপুত্র নপুংসক প্রহরী থাকিত।

পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে চিতার উপর উত্তর শিয়রে শয়ন করানো হইত এবং মুখাঙ্গি করিবার লোক না থাকিলে বেড়া আঙন দেওয়া হইত। মৃত ব্যক্তির অধিকাংশ শ্রাদ্ধ-তর্পণ কর্তব্য ছিল। রাজা-মহারাজগণের মৃতদেহ সংস্কার করিবার সময়ে অগ্নি আলিবার অল্প চন্দন কাষ্ঠের ব্যবহার করা হইত এবং চিতাগিতে অঙ্কুর, মৃত, মধু, মুক্তা, প্রবাল, পুষ্পমালা প্রদান করা হইত। মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া গুরুবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করানো হইত। তার পর নানা জুগন্ধি দ্রব্য ও পুষ্পমালা দেওয়া হইত। চিতার মৃতদেহ চড়াইবার সময়ে মৃতের স্বর্গ কামনা করিয়া ধেনু দান করা হইত। দ্বাহশেষে তর্পণ করিয়া পিণ্ডদান করা হইত। সস্ত্র দ্বাহ করা অসম্ভব হইলে মৃত ব্যক্তিকে তৈলের ভিতর রাখা হইত। মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে বিশ্বাস ছিল। কত্রিয়ার ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ এবং শ্রাদ্ধের সময় হাতী, ঘোড়া, বাড়ী, গ্রাম, বসন-ভূষণ, শাল, শালগ্রামশিলা, স্বর্ণ, ধেনু প্রভৃতি দান করা হইত।

গয়র পিণ্ডদান করিলে মৃত ব্যক্তির উদ্ধার হইত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। মৃতশৌচ শাস্ত্র-নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে অবগত হইতে না পারিলে শুনিবার পর তিন দিন অনৌচ গ্রহণ করিতে হইত। 'শনিবারের মড়া সঙ্গী চায়' বলিয়া লোকে মনে করিত। জ্যেষ্ঠাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অধিকাংশ করিত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের নানা স্থানে এইরূপ বঙ্গীয় সামাজিক রীতিনীতি খুঁটি-নাটি অনেক বিষয়ের ইঙ্গিত আছে। বাহুল্য করে কিছুকিছু আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

পরিশিষ্ট (চ)

অগ্নিবেশ-মুনি-সম্মত শ্রীরামচন্দ্রের তিথি-মাস-বর্ষ-গত জীবনী।

[বর্ষের প্রসিদ্ধ যুগ্মযন্ত্র শ্রীবৈষ্ণবের প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত তুঙ্গসীমাস-রামায়ণের
শেষাংশে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জালাপ্রসাদ মিশ্র মহাশয় অগ্নিবেশমুনি-সম্মত শ্রীরামচন্দ্রের তিথি-মাস-বর্ষ-গত
জীবনী যাহা মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া নিম্নাংশ লিখিত হইল। প্রচলিত
রামায়ণ হইতে যেখানে যে পার্শ্বক্য দেখা গিয়াছে পাঠটীকায় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

সীতা-রাম পদযুগ করিয়া বন্দন।
করিব এখন রাম-চরিত বর্ণন ॥
অগ্নিবেশ মুনি ইহা কৈলা প্রকাশিত।
তিথি-মাস-বর্ষ-গত শ্রীরাম-চরিত ॥
চৈত্র শুক্লা নবমীতে শ্রীরঘুনন্দন।
অযোধ্যায় করিলেন জনম গ্রহণ ॥
চৌদ্দ-বর্ষ রঘুনাথ চারি-ভ্রাতা সনে।
বঞ্চিলেন অযোধ্যায় পুলকিত মনে ॥
পঞ্চদশ বৎসরের প্রভু রাম যবে।
অযোধ্যায় আসিলেন বিখ্যামিত্র তবে ॥
চলিলেন মুনি সনে শ্রীরাম-লক্ষণ।
তাড়কা রাক্ষসী পথে দিল দর্শন ॥
রামচন্দ্র তাড়কায়ে মাঝি তীক্ষ্ণ শরে।
মারীচ ও সুবাহুরে বধিলেন পরে ॥
অতঃপর উদ্ধাবিলা অহল্যা পাষণী।
মুনির আদেশে দিয়া রাক্ষা পাড়খানি ॥
পরে মুনি সনে আসি শ্রীরাম-লক্ষণ।
জনকের পুরমাঝে দিলা দর্শন ॥
সুবেশ সুন্দর রূপ করিয়া দর্শন।
অতিশয় পুলকিত জনক রাজন ॥

মুনির আদেশে তবে রাম নীলতমু।
অবহেলে ভাঙ্কিলেন ভীম হবধমু ॥
পাইলেন পুরস্কার জানকী সুন্দরী।
ফিরিলা পক্ষান্তে রাম অযোধ্যানগরী ॥
পবিত্র অগ্রহায়ণে শুক্লা পঞ্চমীতে।
মীন লগ্নে সূর্য্যদেব বৃশ্চিক রাশিতে ॥
জ্যোতিষের মতে অতি শুভ লগ্নোদয়।
সীতাসহ শ্রীরামের শুভ পরিণয় ॥
রামের পনের বর্ষ তখন বয়েস।
সীতাদেবী ছ বছরের কহে অগ্নিবেশ ॥ *
ষাটশ বরষ রাম ভাসি সুখ-সরে।
কাটালেন মনঃ-স্থখে অযোধ্যা নগরে ॥
সাতাশ বছরে যবে পড়ে রঘুনাথ।
সহসা অযোধ্যা মাঝে হৈল বজ্রপাত ॥
অষ্টাদশ বৎসরের জানকী তখন।
চলিলেন বনে সীতা শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
তিন দিন নীরাহার—পরে নিরাহার।
কত দুঃখে কাটে কাল শ্রীরাম সীতার ॥

* পরিণয় কালে সীতাদেবীর বয়স ছয় বৎসর অগ্নিবেশ মুনি বলিয়াছেন। প্রচলিত রামায়ণে, এমন কি বাস্তবিক
রামায়ণেও ইহার বিস্তৃত কথা দেখা যায়। বিবাহ সময়ে সীতাদেবীর যৌবনসীমার পরীক্ষণ করার কথা উল্লিখিত না
থাকিলেও তিনি যে কৈশোর-সীমার উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার নানা প্রমাণ আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র চারি ভাই
এক বাটীতে বিবাহ করিব বলিয়া প্রকাশ করার সীতাদেবী মনে মনে যাহা চিন্তা করিয়া দ্বিগ্ন করিয়াছিলেন (৩৭ পৃষ্ঠা) তাহা
সত্য হইলে তাঁহাকে সেই সময়ে ছয় বৎসরের বালিকা বলিয়া কখনই মনে করা যায় না।

ବୈଶାଖର କୃଷ୍ଣା ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଆସେ ଯେ ।
 ଜାନକୀ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ-ରାମ ବନେ ଯାନ ତବେ ॥
 ଶୁକ୍ରବର ପୁରେ ଗିୟା ଚତୁର୍ଥ ଦିବସେ ।
 ଆଜିଜନ ଶୁକ୍ରବର ଦିଲେନ ହରଷେ ॥
 ପଞ୍ଚମ ଦିବସେ ରାମ ଦୟାର ଆଧାର ।
 ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ ହୈଳା ଗଞ୍ଜାପାର ॥
 ଭରଷାଜ୍ଞ ଆଶ୍ରମେତେ କରିୟା ବିଶ୍ରାମ ।
 ବାଲ୍ମୀକି-ଆଶ୍ରମେ ତବେ ଚଲିଲେନ ରାମ ॥
 ମୁନିର ଆଦେଶେ ରାମ ଚିତ୍ରକୂଟ ପରେ ।
 କୁଟୀର ନିର୍ମିୟା ତଥା ସୁଧେ ବାସ କରେ ॥
 ସେଠାନ୍ତେ ଜୟନ୍ତ କାକ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଦରେ ।
 ମୀତାର କୋମଳ ଦେହ ଛିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ କରେ ॥
 ଶ୍ରୀରାମ ତାହାର କରି ଶାନ୍ତି ଯଥୋଚିତ ।
 ଚିତ୍ରକୂଟ ପରିହରି ଚଲିଲା ଦ୍ଵିତୀତ ॥
 ପଞ୍ଚମସ୍ୟେ ବିବାହେରେ କରିୟା ସଂହାର ।
 ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ଶରଭଞ୍ଜେ କରେନ ସଂକାର ॥
 ଅଶ୍ଵିନୀକାଳ ଲଭି ରାମ ମହର୍ଷିଗଣେର ।
 ଚରଣ ବନ୍ଧନେ ଚଳେ ମୁନି ଅଗଷ୍ଟ୍ୟେର ॥
 ଏରୂପେ ଛାଢ଼ଇ ବର୍ଷ କରି ଅତିପାତ ।
 ପଞ୍ଚବଟୀ ପୌଷ୍ଠିଲେନ ଶ୍ରୀଭୃତ୍ୟୁନାଥ ॥
 ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷାରଣ୍ଡେ ଅବଗ୍ୟାସାନ୍ତେର ।
 ଦେଖା ଦିଲ ଶୂର୍ପଣଖା ତ୍ରୟୀ ବାବଣେର ॥
 ଅସଂ ପ୍ରସ୍ତାବେ କ୍ରୂଷ୍ଟ ହୈୟା ତଦନ ।
 କ୍ରୋଧେ ନାକ-କାନ ତାର କାଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ॥
 ଦ୍ଵିତୀତେ ବନାଶେ ଆସେ ଧର ଓ ଦୂଷଣ ।
 ବସିଲା ତାହେର ରାମ କମଳ-ଲୋଚନ ॥
 ମାର୍ଗଶିର୍ଷ ମାଲେ ଶୁକ୍ଳା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିତେ ।
 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେ ରାମ ମୀତାର ସହିତେ ॥
 ରସେଛେନ ପର୍ବବାସେ ; ମାରୀଚ ତଦନ ।
 ସ୍ଵର୍ଗ-ସୁଗ ଗୁଣ ଧରି ଦିଲ ହରଷଣ ॥
 କହିଲେନ ମୀତାହେବୀ ନାଥ । ହସାକରି ।
 ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗଠିରେ ମୋରେ ଛାଡ଼ ଧରି
 ମାରୀଚେର ଛଲେ ଭୁଲେ ରାମ ବସୁବର ।
 ଚଲିଲା ବନେର ମାୟା ଲୟେ ଧରଃଧର ॥
 ହେନ କାଳେ ସୋଗିବେଶେ ଆସିଲା ବାବଣ ।
 ମାରାଜାଳ ପାତି କରେ ମୀତାର ହରଣ ॥

ତଦନ ବ୍ୟାକୁଳ ହ'ୟେ ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।
 ବନମାୟା ଜାନକୀରେ କରେ ଅଧେଷଣ ॥
 ହେନ କାଳେ ସ୍ଵତକର ଜଟାୟୁର ମନେ ।
 ତାହେର ହୈଳ ଦେଖା ସେହି ଘୋର ବନେ ॥
 ଜଟାୟୁର ମୁଖ ହ'ତେ ଶୁନି କଥା ସବ ।
 ଅତିଶୟ ଶୋକାକୁଳ ହୈଳା ଦାସବ ॥
 ଅକସ୍ୟାଞ୍ଜ ଜଟାୟୁର ବାହିରିଲ ଶ୍ରୀମ ।
 କହେନ ଶ୍ରୀରାମ ତାର ସଂକାର-ବିଧାନ ॥
 ଅତଃପର କରଞ୍ଜେରେ କରିଲା ସଂହାର ।
 ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଲେନ ଶରୀରୀ ଉଦ୍ଧାର ॥
 ଅରଣ୍ୟ ବାସେର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷ ଗଡ଼େ ।
 ଆଷାଢ଼େ ମେଘେର ଘଟା ପଞ୍ଚମ ଆସେତେ ॥
 କରେନ ସୁଗ୍ରୀବ ସହ ମିତ୍ରତା ବନ୍ଧନ ।
 ଆଚଣ୍ଡାଳେ କୋଳ ଦେନ ଜାନକୀ-ଜୀବନ ॥
 ସୁଗ୍ରୀବେ କରିତେ ରାଜା ରାମ ବଧି ବାଳି ।
 ପବିତ୍ର ଚରିତେ ତାର ଅପିଲେନ କାଳି ॥
 ବାଳିରେ ବଧିୟା ତବେ ପ୍ରସବନ' ପରେ ।
 ଚାରିମାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ବାସ କରେ ॥
 ସେଠାନ୍ତେ ବାନରଗଣ ମୀତା ଅଧେଷଣେ ।
 ଧୂଞ୍ଜିୟା ଧୂଞ୍ଜିୟା ଭ୍ରମେ ଗିରି-ଦରୀ ବନେ ॥
 ମାର୍ଗଶିର୍ଷ ମାଲେ କୃଷ୍ଣା ଏକାଦଶୀ ତିଥି ।
 ମହାବୀର ହନୁମାନ ଗାତି ଗାମ-ଗୀତି ॥
 ଆନନ୍ଦେ ଆକାଶ-ପଥେ କରିୟା ଗମନ ।
 ମହାବେଗେ କରିଲେକ ମାଗର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ॥
 ଛାଦଶୀକ ଦିନ-ରାତି ପବନ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।
 ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରତୋକ ହାମ କରେ ଅଧେଷଣ ॥
 କୃଷ୍ଣା ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଅଶୋକ କାମନେ ।
 ପାହିୟା ମୀତାର ଦେଖା, ହନୁ ହୁଲ୍ଲ ମନେ ॥
 ବାମେର ଅଜୁରୀ ହନୁ ଦିଲ ଜାନକୀରେ ।
 ଭାସିଲ ମୀତାର ଶ୍ରୀମ ସୁଧ-ସିନ୍ଧୁ-ମୀରେ ॥
 ମୀତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମନ୍ତ ଅନୁତ କାନନେ ।
 ପ୍ରବେଶ କରିଲ ହନୁ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ॥
 କଳ ଖେରେ ଡାନ ଭେଜେ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଲା ।
 ଜନନୀ ମୀତାର ପାଶେ ଉତ୍ତରିଲ ଗିରୀ ॥
 କୃଷ୍ଣା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ହୈଲେ ପ୍ରକାଶ ।
 ଅକ୍ଷୟକୁମାରେ ହନୁ କରିଲ ବିନାଶ ॥

লক্ষাপুরী পোড়াইয়া পবন কুমার ।
 আনন্দে জানকী পাশে হৈল আশুসার ॥
 সীতাদেবী-চুড়ামণি লইয়া তখন ।
 সোৎসাহে করিল হনু সাগর লঙ্ঘন ॥
 লক্ষা হ'তে ফিরি হনু পাঁচ দিন পরে ।
 ভেটিলেক বনবাসী রাম রঘুবরে ॥
 পথ ক্রেশ ভুলিবারে করি মধু পান ।
 কাটাইল চারিদিন পথে হনুমান ॥
 শ্রীরাম-চরণে হনু করিয়া প্রণাম ।
 কহিল, দাসের নাথ ! পূর্ণ মনস্কাম ॥
 দেখিহু অশোক-বনে বিরহ-মলিনা ।
 কনক-কমলরূপা সীতা অতি-ক্ষীণা ॥
 অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠীর সঙ্কায় ।
 কপিসৈন্য সহ রাম আসে কিঙ্কিণ্যায় ॥
 ভার্গবে সপ্তমী শুক্লা পুণ্যদ প্রভাতে ।
 সীতার সংবাদ হনু দিল রঘুনাথে ॥
 পর দিন শুক্লাষ্টমী উত্তর ফাল্গুনী ।
 সসৈন্তে চলিল রাম বন্দি ষত মুনি ॥
 জানকী উদ্ধার তরে লক্ষা অভিযুখে ।
 মাতিল বানর সেনা, সমর-কৌতুকে ॥
 আসিতে পথেতে তাঁর লাগে সাত দিন ।
 সীতার বিহনে রাম আছেন শ্রীহীন ॥
 পুণিয়ার দিনে রাম সাগর-বেলায় ।
 উপনীত হইলেন বানর-সহায় ॥
 পৌষ কৃষ্ণ তৃতীয়ায় তিন দিন গত ।
 রহিলেন সিদ্ধতীবে রাম মর্দাহত ॥
 পৌষ কৃষ্ণ চতুর্দশীতে আসি বিভীষণ ।
 শ্রীরামের পদযুগে লইল শরণ ॥
 পৌষ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি—পূর্ণ পঞ্চ দিন ।
 সাগরোপাসনা করে রাম শোক-ক্ষীণ ॥
 পর দিন নবমীতে সাগর তখন ।
 বিপ্ররূপে শ্রীরামের লইল শরণ ॥
 দশমী তিথিতে তবে লয়ে কপি-দল ।
 বাধিল যোজন দশ বীরবর নল ॥

একাদশী দিনে কুড়ি দ্বাদশীতে ত্রিশ ।
 ত্রয়োদশী তিথি যোগে যোজন-চল্লিশ ॥
 এইরূপে চারি দিনে শতেক যোজন ।
 মহাবীর নল করে সাগর বন্ধন ॥ *
 কৃষ্ণ চতুর্দশী হ'তে শুক্লা দ্বিতীয়ার ।
 শ্রীরামের সৈন্যদল পৌছিল লক্ষায় ॥
 তৎপরে অষ্টাহ লক্ষা অবরোধ করি ।
 সাগর-বেলায় রহে আগি বিভাবরী ॥
 পৌষ শুক্লা একাদশী তিথির উদয়ে ॥
 রাবণের মন্ত্রী শুক সারণ উভয়ে ॥
 শ্রীরামের সৈন্যদলে দিল দরশন ।
 মায়ারূপী তাহাদের চিনে বিভীষণ ॥
 কপি-সৈন্য করিলেক বন্দী উভয়েরে ।
 লইয়া চলিল তবে শ্রীরাম-গোচরে ॥
 বিচার করিয়া রাম দয়ার আধার ।
 ছাড়ি দিয়া উভয়েরে লক্ষার দুয়ার ॥
 অবরোধ করিলেন সৈন্য বন্ধা করি ।
 হনুমান্ নিয়োজিত সতর্ক প্রহরী ॥
 সিংহাসন পরি আছে রাবণ বসিয়া ।
 সহসা মুকুট ছত্র পড়িল খসিয়া ॥
 তা দেখি রাবণ অতি সচিহ্নিত মন ।
 তিন দিন মধ্যে হৈল সৈন্তের গঠন ॥
 মাঘ কৃষ্ণ প্রতিপদ অক্ষয় কুমার ।
 রাবণের সভাতলে হৈল আশুসার ॥
 পর দিন কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া হইতে ।
 অষ্টাহ উভয় দলে সমর-ভূমিতে ॥
 মাঝামাঝি হানাহানি করিতে লাগিল ।
 রাবণের রণবাত্ত বাজিয়া উঠিল ॥
 মাঘ কৃষ্ণ দশমীতে রাবণ-নন্দন ।
 নাগ-পাশে বাধিলেক শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 রামচন্দ্র করিলেন গরুড়ে শরণ ।
 গরুড় আসিয়া পাশ করিল ছেদন ॥
 দ্বাদশী তিথিতে আসি সে ধুম্ন-লোচন ।
 ঘোর ঝুঞ্জে রণমাঝে হইল নিধন ॥

* মংঘি দ্বাদশীতে ১০, ২০, ২১, ২২, ২৩. যোজন করিয়া ৫ দিবে ও কৃত্তিবাস যতে একমাসে সেতু এতত হইয়াছিল ।—৩২১ পৃষ্ঠা উঠব্য ।

অমাবস্যা তিথি-তক কপি-সৈন্তগণ ।
 অগণ্য রাক্ষস-সৈন্ত করিল নিধন ॥
 মাঘের চতুর্থী শুক্রা অবধি রাবণ ।
 শ্রীরামের সৈন্ত সহ করে মহারণ ॥
 অংপরে পঞ্চমী হ'তে অষ্টমী অবধি ।
 কুস্তকর্ণে জাগাইতে চেষ্টা নিরবধি ॥
 নবমী হইতে তবে পূর্ণ ছয় দিন ।
 কুস্তকর্ণ যুদ্ধ করে সংগ্রাম-প্রবীণ ॥
 চতুর্দশী তিথি-যোগে কুস্তকর্ণ বীর ।
 বণাঙ্গনে বিসর্জন করিল শরীর ॥
 মাঘের পূর্ণিমা তিথি শোকাক্ত রাবণ ।
 যুদ্ধে কাস্ত দিয়া কাল করেন যাপন ॥
 ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী অবধি ।
 রাম-সৈন্ত নাশ করে নবাস্তক আদি ॥
 তার পর আট দিন রাম বধুবর ।
 তীক্ষ্ণবাণে বিনাশেন রাক্ষস-নিকর ॥
 ফাল্গুনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি ববে ।
 কুস্ত ও নিকুস্তে রাম বধিলেন তবে ॥
 ফাল্গুনের শুক্র পক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে ।
 জম্বুক রাক্ষসে রাম যান বিনাশিতে ॥
 তার পর দশ দিন ভীষণ সমরে ।
 নিহত করেন রাম বহু নিশাচরে ॥
 শুক্রা ত্রয়োদশী তিথি ইন্দ্র-জিৎ বীর ।
 নিকুস্তিলা ষষ্ঠাগারে ত্য'জল শরীর ॥
 ইন্দ্রজিৎ মৃত্যু কথা শুনি হেবগণ ।
 আনন্দ-সাগরে সবে হৈলা নিমগন ॥
 পরদিন চতুর্দশী শোকাক্ত রাবণ ।
 যুদ্ধ কাস্ত হ'য়ে করে অশ্রু বরিষণ ॥
 ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নিকষা-নন্দন ।
 চলিলেন বিনাশিতে শ্রীরাম-সঙ্গণ ॥
 চৈত্র কৃষ্ণা সপ্তমীর মধ্যে বধুবর ।
 বধিলেন রাবণের সৈন্ত বহুতর ॥
 পরদিন কৃষ্ণাষ্টমী শোকাক্ত রাবণ ।
 শক্তি-শেলে নিপাতিত করিল সঙ্গণ ॥

গিরি গঙ্কমাদনেতে গিয়া হনুমান্ ।
 বিশলাকরণী আনি লক্ষ্মণে বাচান ॥
 দশমীর দিনে হয় ভীষণ সংগ্রাম ।
 অনেক রাক্ষস বধ করেন শ্রীরাম ॥
 একাদশী তিথি-যোগে মাতাল আসিয়া
 ইন্দ্রের নিকট হ'তে বিমান আনিয়া ॥
 রামচন্দ্রে রথখান করিল অর্পণ ।
 ইন্দ্রদত্ত বধ রাম করিলা গ্রহণ ॥
 দ্বাদশী তিথিতে তবে বথাক্রম রাম ।
 করেন রাবণ সহ ভীষণ সংগ্রাম ॥
 অষ্টাদশ দিন-ব্যাপী ভীষণ সমরে ।
 নিহত করেন রাম বহু নিশাচরে ॥
 চৈত্র শুক্রা চতুর্দশী তিথিতে রাবণ ।
 শ্রীরামের ব্রহ্ম-অস্ত্রে হইল নিধন ॥
 পরদিন পূর্ণিমায় দুঃখী বিভীষণ ।
 রাবণের অগ্নি-ক্রিয়া করে সমাপন ॥
 বৈশাখের কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি যোগে ।
 বধি সূতা ইন্দ্র মৃত রাম সৈন্ত-ভাগে ॥
 করিলা জীবন দান মৃত কপিগণে ।
 ভাসিল রাম শিবির আনন্দ-প্রাবনে ॥
 দ্বিতীয়া তিথিতে রাম সাধু বিভীষণে ।
 অভিষেক করিলেন লক্ষা-সিংহাসনে ॥
 বৈশাখী তৃতীয়া তিথি লক্ষার মাঝার ।
 করিলা অগ্নি-পরীক্ষা শ্রীরাম সীতার ॥
 অগ্নি-বাহুবৃত্তা সীতা হেথি কপিগণ ।
 বিপুল বিষয়-বসে হৈলা নিমগন ॥
 এইরূপে চৌদ্দমাস দশ দিন আর ।
 দুঃখে লঙ্কামায়ে কাল কাটিল সীতার ॥
 পরদিন চতুর্থীতে সহ কপিগণ ।
 অযোধ্যাভিমুখে রাম করে আগমন ॥
 পূণ্যদা পঞ্চমী তিথি ত্রিবেণী-ধারায় ।
 স্নান করি রামচন্দ্র চলিলা স্বরায় ॥
 পরদিন কৃষ্ণা ষষ্ঠী তবত মিলন ।
 হেবি পূর্ণকাম বত পুরবাসি-জন ॥
 এইরূপে কাটাইলা চৌদ্দ বর্ষ রাম ।
 পুরবাসী হেবি বায়ে পূর্ণ-মনস্কাম ॥

বনবাস হ'তে রাম ফিরিলেন যবে ।
 এক-চত্বারিংশ বর্ষ প্রভু রাম তবে ॥
 জানকী দেবীর বয়ঃ হইল বক্রিণ ।
 সীতা-রামে দেখি সবে হইল হরিষ ॥
 অযোধ্যা-নিবাসিগণ শ্রীরামে হেরিয়া ।
 বিপুল উৎসব করে আমোদে মাতিয়া ॥
 বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী সঞ্চারে ।
 রাম রাজা হইলেন অযোধ্যা মাঝারে ॥
 রাম-রাজ্য-অভিষেক হেরি পুরবাসী ।
 পূর্ণকাম হইলেক, সুখ-সরে ভাসি ॥

ভাদ্রের নবমী তিথি হইলে সঞ্চার ।
 গর্ভের লক্ষণ দৃষ্ট হইল সীতার ॥
 চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীতে সূমতী লক্ষণ ।
 বাম্বীকি-আশ্রমে সীতা করিলা বর্জন ॥
 আষাঢ় নবমী তিথি অতি শুভক্ষণে ।
 সীতাদেবী প্রসবিলা দুইটি নন্দনে ॥
 রাখিলেন মূনিবর লব কুশ নাম ।
 নেহারিয়া পুত্র-যুথ সীতা পূর্ণকাম ॥
 সকুমার সীতাদেবী বাম্বীকি-আশ্রমে ।
 কাটালেন মমোহুখে কাল কোনক্রমে ॥
 করেন শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যবে ।
 বাম্বীকি-আশ্রমে ছোড়া উপনীত তবে ॥

মহাবীর লব-কুশ সীতার নন্দন ।
 অয়পত্র দেখি ছোড়া করিল বন্ধন ॥
 হইল তুমুল যুদ্ধ রামাধির সনে ।
 অচেতন চারি ভাই লব-কুশ-রণে ॥
 কোশলে বাম্বীকিমুনি দ্বিলা পরিচয় ।
 এহুটি কুমার রাম ! তোমারই তনয় ॥
 মুক্তিমান্ ধনুর্কোদ যুগল নন্দন ।
 নেহারি শ্রীরামচন্দ্র পুলকিত-মন ॥
 সাধরে করিলা কোলে লব-কুশে রাম ।
 সীতার তনয় হেরি সবে পূর্ণকাম ॥
 সীতা-পূনর্পরিগ্রহ প্রস্তাব হইল ।
 দ্বারুণ বেহনা রাম হৃদয়ে জাগিল ॥
 আবার পরীক্ষা সীতা দ্বিন্ সত্যতলে ।
 করিব গ্রহণ তবে রামচন্দ্র বলে ॥
 সীতাদেবী এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
 অবিলম্বে করিলেন পাতালে গমন ॥
 এগার হাজার বর্ষ করি রাজ্য কাজ ।
 স্বর্গে চলিলেন রামচন্দ্র মহারাজ ॥
 কুশে দ্বিগা কুশাবতী লবপুর লবে ।
 স্বর্গে পশিলেন রাম অপূর্ক গোববে ॥
 অগ্নিবেশ মুনি-মতে রামের চরিত ।
 তিথিমাस-বর্ষ-পত হইল লিখিত ॥
 শুনিলে এ রামায়ণ বাড়ে পুণ্য-বল ।
 প্রাণের বিষাদ ছোচে, আগে কোতুহল ॥

পরিশিষ্ট (ছ)

পৌরাণিক প্রসঙ্গে অনুমিত বিষয়

১। শবরী (১২৭ পৃষ্ঠা) এক বৃদ্ধা বাধপত্নী। শবরী মতঙ্গ মুনির আশ্রমের নিকট বাস করিত। এই আশ্রমের মুনিগণ যে পথে স্রোতস্বিনীর জলে স্নান করিবার জন্য গমন করিতেন, এই শবরী প্রতিদিন অতি-প্রত্যুষে উঠিয়া সেই বন-পথের কণ্টক ও কঙ্করগুলি পরিষ্কার করিয়া রাখিত। এই বন পথ কে এইরূপ প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া রাখে, মুনিগণ তাহা অনেক দিন আনিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা স্নান করিবার জন্য ঐ বন-পথ দিয়া যাইবার সময়ে বন-পথ বেশ পরিষ্কার করা হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় চমকিত হইতেন।

পূর্বে ব্রাহ্মণগণের পক্ষে শবরী-দর্শন পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য শবরী ইচ্ছা করিয়াই মুনিগণের অলক্ষ্যে এইরূপে বন-পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিত। শবরী তাহার গুপ্ত আরাধনার সহিত মুনিগণের এই গমন-পথ পরিষ্কার করাও আপনার একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। একদিন এক মুনি অতি-প্রত্যুষে স্রোতস্বিনীর জলে স্নান করিবার জন্ত যাইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, এক শবরী বন-পথ পরিষ্কার করিতেছে। ইহা দেখিয়া ঐ মুনি অতিশয় রাগিয়া গেলেন। কেননা, তাঁহার বিশ্বাস ছিল সকাল বেলায় শবরীকে দেখিলে তাঁহার সমস্ত দিনটা নানা অশান্তিতে কাটিবে ও পাপ-স্পর্শ হইবে। এইজন্ত তিনি ঐ শবরীকে নানা প্রকার তিরস্কার করিলেন।

সহসা সেই স্রোতস্বিনীর জল রক্তময় হইয়া গেল। সেই স্রোতস্বিনীর রক্তময় জলে কেমন করিয়া স্নান-তর্পণ হইবে, মুনিগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে আকাশবাণী হইল যে, হে মুনিগণ! আপনারা শবরীকে তিরস্কার করিয়াছেন, এইজন্য এই স্রোতস্বিনীর জল রক্তময় হইয়াছে। এই শবরী শবর-কন্ঠা হইলেও তাহার স্বয়ং অতি-পবিত্র। সুতরাং আপনারা যদি এই স্রোতস্বিনীর জল পুনরায় পূর্বের ক্রায় দেখিতে চান, তাহা হইলে এই শবরীকে আপনাদের স্নানের পূর্বে একদিন তাহাতে স্নান করিতে আদেশ করুন। তাহার পবিত্র দেহের স্পর্শে স্রোতস্বিনীর জলের অপবিত্রতা দূর হইয়া যাইবে এবং তাহার জল পূর্বের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য, শবরী সেই স্রোতস্বিনীর জলে স্নান না করিলে তাহা এইরূপ রক্তময়ই থাকিয়া যাইবে। অগত্যা মুনিগণ শবরীকে সেই স্রোতস্বিনীর জলে স্নান করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শবরী স্নান করিবারাত্র সেই স্রোতস্বিনীর জল পূর্নাবস্থা প্রাপ্ত হইল। স্রোতস্বিনীর জল পুনর্বার পূর্বের মত হওয়ায় মুনিগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। শবরীর উপর তাঁহাদের যে ঘৃণা ছিল, এইরূপ অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া তাহা দূর হইয়া গেল। তাঁহারা শবরীকে একটু সম্মান করিতে লাগিলেন।

মতঙ্গ মুনির আদেশে শবরী প্রতিদিন রাম-নাম জপ করিত এবং শ্রীরামচন্দ্র তথায় সত্বর আগমন করিবেন, মনে করিয়া নানা প্রকার বন-ফল সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কেহ কেহ বলেন, যে-সকল বনফল খাইতে মিষ্ট বোধ হইত, শবরী সেই আশ্বাদিত-পূর্ব বনফলগুলি শ্রীরামচন্দ্রের জন্ত রাখিয়া দিত; আবার কেহ কেহ বলেন, যে সকল বনফল খাইতে মিষ্ট বোধ হইত, শবরী সেই সকল বনফল বাছিয়া বাছিয়া শ্রীরামচন্দ্রের জন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিত। যাহাই হউক, যদি অর্ধভুক্ত সুমিষ্ট বনফলগুলি শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিয়া থাকে, তবে তাহা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাহার একান্ত নির্ভরতা ও একান্ত-ভাবেরই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

২। অয়স্ত কাক সীতার স্তন বিহীর্ণ কবিতা বিড়ম্বিত হইয়াছিল কেন? ইন্দ্রপুত্র অয়স্তের এইরূপ ছন্দতির কারণ কি?

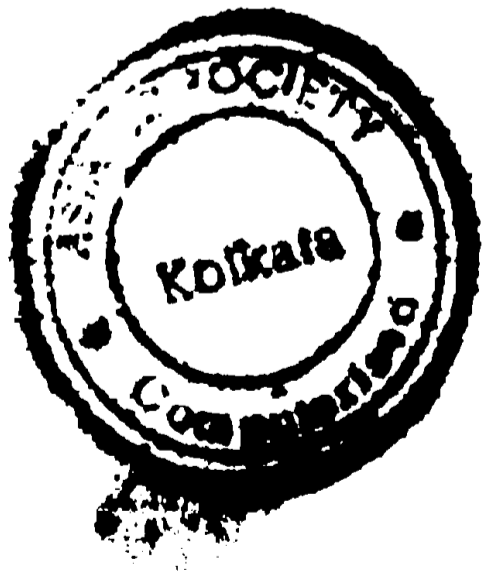
শ্রীরামচন্দ্র বাল্যকালে একদিন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের ছাড়ে দাঁড়াইয়া ঘুড়ি উড়াইতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই ঘুড়ি ইন্দ্রের অমরাবতী স্পর্শ করিল। ইন্দ্রের পুত্রবধু সহসা সেই স্থানে একটা ঘুড়ি দেখিয়া কোতূহলের বশবর্তিনী হইয়া সেই ঘুড়ি ধরিলেন। ঘুড়ি কে ধরিল, ইহা জানিবার জ্ঞান রামচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার পূর্বজ্ঞান আগিয়া উঠিল। কিজ্ঞান তিনি রাজা দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই অবতারে তাঁহার কি কি কাজ করিতে হইবে, সমস্তই তাঁহার মনে পড়িল। কিছুদিন পূর্বে কিক্কিয়ার রাজা সুগ্রীব এক বানরওয়ালার দ্বারা রামচন্দ্রের নিকট একটি বানর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র জানিতেন, সেই বানরটিই তাঁহার এই অবতারে প্রধান সহায় এবং এই বানর শিবরূপী সাক্ষাৎ হনুমান্। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঐ বানরকে বলিলেন, বানর, তুমি কে, আমি তাহা জানি। তবে আমাকে নরলীলার জ্ঞান এখন কিছুদিন তোমার বিবরণ গুপ্ত রাখিতে হইবে। তুমি গোপনে এক কাজ কর। একবার দেখিয়া আইস ত আমায় ঘুড়ি কে ধরিয়াছে। হনুমান্ 'বে আজ্ঞা' বলিয়া আকাশে উঠিলেন এবং সত্তর অমরাবতীতে গিয়া দেখিলেন, ইন্দ্রের পুত্রবধু (অয়স্তের স্ত্রী) সেই ঘুড়ি ধরিয়াছেন। হনুমান্ তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, আপনি দয়া করিয়া আমার প্রভু রামচন্দ্রের এই ঘুড়ি ছাড়িয়া দিন। অয়স্ত-পত্নী উত্তর দিলেন, প্রভু রামচন্দ্র কৃপাপূর্বক আমাকে একবার দর্শন না দিলে আমি কিছুতেই এই ঘুড়ি ছাড়িব না। হনুমান্ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্রের নিকট এই কথা জানাইলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস হনুমান্! তুমি আর একবার অমরাবতীতে গিয়া অয়স্ত পত্নীকে বলিয়া আইস, এখন আপনি ঘুড়ি ছাড়িয়া দিন, যথাসময়ে চিত্রকূট পর্বতে আমার সহিত তাঁহার দেখা হইবে।

অয়স্ত-পত্নী ইহা শুনিয়া ঘুড়ি ছাড়িয়া দিলেন।.....বনবাস-কালে যে-সময়ে রামচন্দ্র চিত্রকূটে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে একদিন অয়স্ত পত্নী সখীগণসহ সেই স্থানে আসিয়া রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র অয়স্ত-পত্নীকে নানাপ্রকার সত্বপদেশ দিলেন। সেই সময়ে অয়স্তের স্ত্রী সীতাদেবীর অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। যথাসময়ে অয়স্ত-পত্নী শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে অমরাবতীতে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন অয়স্ত তাঁহার পত্নীসহ সুবোধানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক জলাশয়ের তীরে উপবেশন করিলেন। পার্শ্ব রূপবতী পত্নীকে দেখিয়া তিনি তাঁহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রশংসা শুনিয়া অয়স্তের স্ত্রী বলিলেন, নাথ! আপনি আমাতে কি সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন! যতদিন পর্যন্ত আমি সীতাদেবীকে দেখিনাই ততদিন আমার রূপের গর্ভ ছিল বটে; কিন্তু সীতাদেবীর অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি আমাকে তাঁহার দ্বারীর যোগ্য বলিয়াও মনে করি না।

রূপ-পিপাসিত অয়স্ত, পত্নীর মুখে সীতাদেবীর অপরূপ রূপের কথা শুনিয়া আকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ চিত্রকূটে গমন করিলেন। অয়স্ত আসিয়া দেখিলেন, সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছেন। স্থিরা বিচ্যলতার মত সীতাদেবীর অপরূপ রূপ দেখিয়া অয়স্ত আত্মহারা হইলেন এবং কাকরূপ ধারণ করিয়া এক বৃক্ষের শাখায় বসিয়া সীতাদেবীর অপরূপ রূপ দেখিতে লাগিলেন। অয়স্ত দেখিলেন, নিদ্রিতা সীতাদেবীর বকোবাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই শিথিল বস্ত্রের প্রান্ত দিয়া তাঁহার স্তন-শোভা দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়া কাকরূপী অয়স্ত কামান্ন হইয়া সীতাদেবীর স্তনে চক্ষু আঘাত করিলেন। সীতাদেবী ইহাতে অত্যন্ত বেদনা পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ঐ কাককে শাস্তি দিবার জ্ঞান এক কুশপত্র বাণ নিক্ষেপ করেন। পরবর্তী ঘটনা মূল পুস্তকের ১৩৭।১৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য।

—তুলসীদাস রচনা। পণ্ডিত জ্ঞানপ্রসাদ মিশ্র সম্পাদিত, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস বধে।



THE ASIATIC SOCIETY
Calcutta 700 018

